শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কৌমুদী

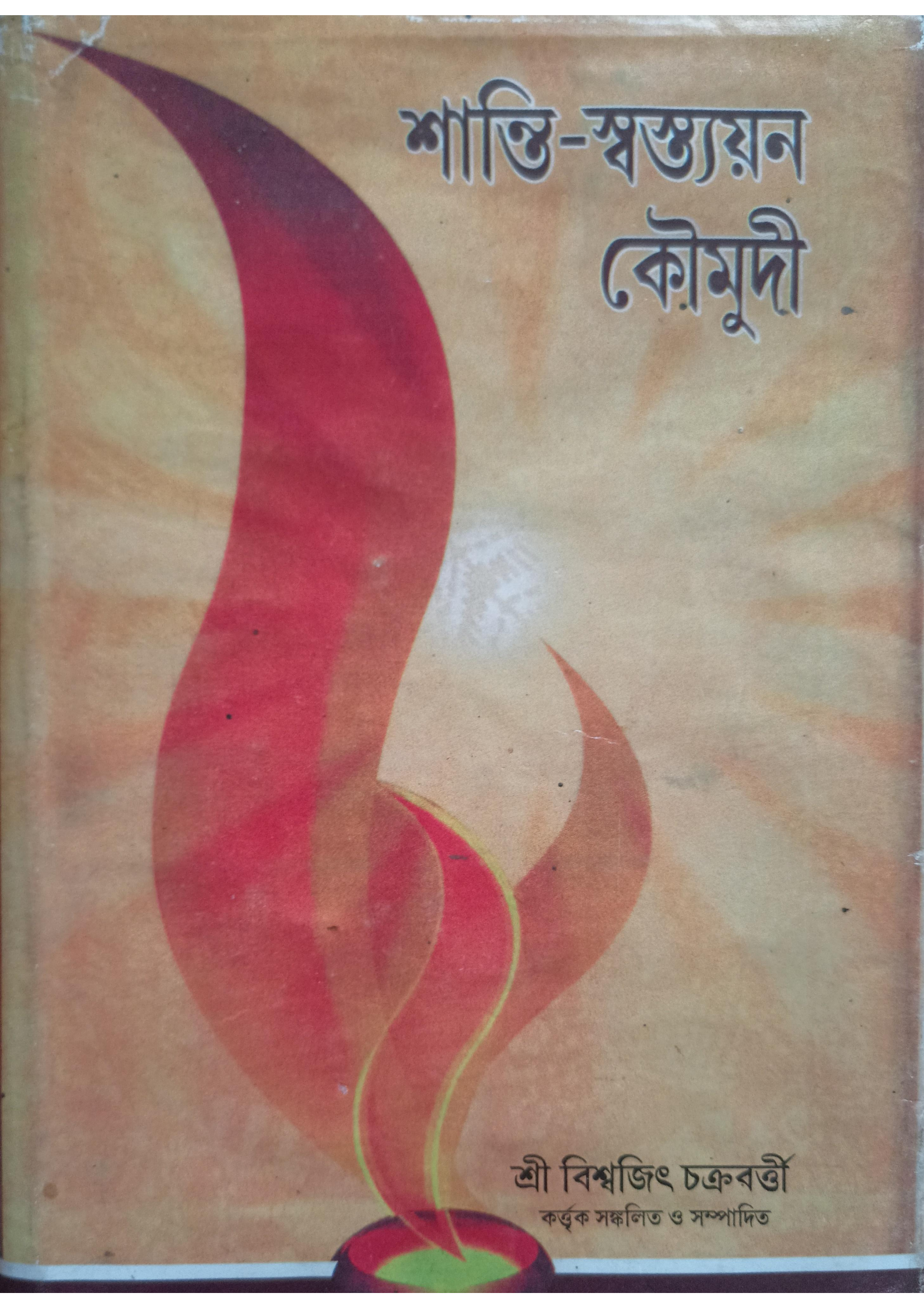

শ্রী বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

সমর্পণ

আমার পিতামহ
স্বর্গীয় ভুবনেশীপদ চক্রবর্ত্তী পৌরোহিত্যরত্ন,
জ্যেষ্ঠ পিতামহ
স্বর্গীয় ষোড়শীপদ চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ কৃত্য সাংখ্য তীর্থ
পিতামহী
স্বর্গীয়া সরস্বতী চক্রবর্ত্তী
জ্যেষ্ঠা পিতামহী
স্বর্গীয়া ভুবনেশ্বরী চক্রবর্ত্তী
ও
মাতামহ
স্বর্গীয় ধুর্জটি পদ চক্রবর্ত্তী পৌরোহিত্যশাস্ত্রী
মাতামহী
স্বর্গীয়া শুভঙ্করী চক্রবর্ত্তী
জ্যেষ্ঠতাত
স্বর্গীয় লক্ষ্মণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পৌরোহিত্য ভূষণ কে
এবং
যাঁরা আমার প্রাণ স্পন্দনে পৌরোহিত্যের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠার গৌরবময়
তপস্যায় রয়েছেন সেইসব অগণিত পুরোহিতগণের সমৃদ্ধির কামনায়
"শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কৌমুদী" সমর্পিত হইল।

প্রাপ্তিস্থান

গোস্বামী ভবন,
শ্রী হরিহর গোস্বামী ও শ্রী আশিষ গোস্বামী
মলিঘাটি, পশ্চিম মেদিনীপুর,
দূরাভাষ-৯৯৩৩৭৭৭৪৮৪

সিংহবাহিনী ভবন,
শ্রী গোপাল চক্রবর্ত্তী
জালালপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
দূরাভাষ - ৯৮০০৩৯০৮৪৩

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ নং, বিধান সরণী, কলকাতা-০৬

দক্ষিণাকালী চতুষ্পাঠী
শ্রী শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী
শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী
পলাশপাই, পশ্চিম মেদিনীপুর,
দূরাভাষ - ৯০০২২৭৩৫৬৭

কাত্যায়ণী ভবন
শ্রী মিনাক্ষীচরণ ছান্দোগী
শ্রী কালিচরণ ছান্দোগী
বিষ্ণুবাড়, গোপালনগর, পূর্ব মেদিনীপুর

তপনকান্তি চক্রবর্ত্তী
গ্রাম : ঝুমঝুমি, পোঃ : দাদপুর
থানা : দাসপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর
দূরাভাষ - ৯৭৩৪৮৯৭৪৯৫

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
১০, শীল লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৫
দূরাভাষ - ৯৩৩১২৪৫৯১৭

চক্রবর্ত্তী ক্লিনিক
শ্রীবাবলু চক্রবর্ত্তী ও শ্রী দীপাঞ্জন চক্রবর্ত্তী
দাদপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
দূরাভাষ - ৯৭৩৩৮৩৩০৪২

শ্রী অজয়কুমার চক্রবর্ত্তী
কাশীনাথ পুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
দূরাভাষ - ৯৯৩২৬৫১৪০৫

শ্রী সমীর চক্রবর্ত্তী
দূরাভাষ - ৯৭৩২৮৬৮৫৯৭
মানস চক্রবর্ত্তী
দূরাভাষ - ৯৯৩৩৩৯৬৯৮৭
মালমহল, হুগলী

শ্রী রবিশঙ্কর সান্ধকী
দেউলী, পশ্চিম নৈছনপুর
ময়না, পূর্বমেদিনীপুর
দূরাভাষ-৯৭৩৩২৫০৮৫০

চেঁচুয়া দামোদর চতুষ্পাঠী (টোল)
শ্রী অভিজিৎ চক্রবর্ত্তী
উত্তর গোবিন্দনগর
দাসপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর
দূরাভাষ-৯৭৩২৫৫৭৬৪০,
৯৭৩৪৪১৪৪৪৩

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
দূরাভাষ-(০৩৩) ২২৪১৭৪৭৯
মোঃ-৯৪৩৩৫৪৮৭৫৩

নবভারত পাবলিশার্স
৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কালকাতা-৭০০০০৯
দূরাভাষ

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কৌমুদী

(বিভিন্ন কর্মের সঙ্কল্প, সামান্য পূজা পদ্ধতি, পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন,
ত্রিপুষ্কররিষ্ট শান্তি, অদ্ভুতশান্তি ও বিভিন্ন স্তোত্রাদি সমন্বিত)

বালিতোড়া বসনবালা আদর্শবিদ্যাপীঠের সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক

পণ্ডিত শ্রী ভরতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বি.এ, বি.এড্, কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ রাষ্ট্রভাষা কোবিদ
কর্ত্তৃক নির্দেশিত

খন্যাডিহি পি.কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও
উত্তর গোবিন্দনগর চেঁচুয়া-দামোদর চতুষ্পাঠীর (টোলের) প্রধানাধ্যাপক

পণ্ডিত শ্রী শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

এম্.এ, বি.এড্, কাব্য-ব্যাকরণ-কৃত্য-স্মৃতিতীর্থ (স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত), রাষ্ট্রভাষা কোবিদ,
সাহিত্যসুধাকর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংশোধিত।

শ্রী বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী

এম. এ. (সংস্কৃত)
জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী, জ্যোতিষ মহাসাগর (স্বর্ণপদক বিজয়ী), পৌরোহিত্যাচার্য্য,
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

SHANTI SWASTAYAN KOUMUDI
A Research Book on Pourohitya
By
Biswajit Chakrabortty

প্রকাশক
চেঁচুয়া দামোদর চতুষ্পাঠী (টোল)
গ্রাম - উত্তর গোবিন্দনগর,
ডাকঘর - চেঁচুয়াগোবিন্দনগর,
থানা - দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর,
পিন্ - ৭২১১৪৬। মোবাইল- ৯৭৩২৫৫৭৬৪০

শুভ প্রকাশ
প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রীরামনবমী ১৪১৭
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শ্রীশ্রীকাত্যায়নীপূজা-১৪১৯
তৃতীয় সংস্করণ ঃ দীপান্বিতা কালীপূজা- ১৪২২
গ্রন্থস্বত্ব ঃ শ্রীমতি শ্যামলী চক্রবর্ত্তী ও বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী
অলঙ্করণ ও বর্ণবিন্যাস ঃ শ্রী বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতি বাসন্তী চক্রবর্ত্তী
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ শ্রী অভিজিৎ চক্রবর্ত্তী

@ গ্রন্থস্বত্ব অধিকারী কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং
ভারতীয় কপিরাইট আইনের আয়ত্তাধীন।

মুদ্রক :
সুবোধ দে
৪৭/৪৯, মাদারীপুর পল্লী

মূল্য : ৪৫০.০০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
এক নজরে	৭
প্রয়োগ বিধি	১
বস্ত্র পরিধান	১
প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করার মন্ত্র	২
অনুমতিপ্রার্থনা	৩
জল পবিত্র করণ	৪
মন্ত্রস্নানে নিজদেহ শুদ্ধি	৪
তিলকধারণ	৪
চন্দন দ্বারা তিলক ধারণের মন্ত্র	৫
শাক্তগণের তিলক ধারণ বিধি	৫
বৈষ্ণব তিলক ধারণ মন্ত্র	৬
শূদ্র তিলক ধারণ মন্ত্র	৬
শিবপূজা বিষয়ে তিলক ধারণ বিধি	৬
শিখা বন্ধন	৬
ব্রাহ্মণগণের শিখা ধারণ মন্ত্র	৭
স্ত্রী শূদ্রগণের শিখা ধারণ মন্ত্র	৭
কুশাহরণ মন্ত্র	৭
কুশ ধারণ মন্ত্র	৭
আচমন	৮
অনুপনীত দ্বিজবালক, স্ত্রীশূদ্রগণের আচমন	৯
বিষ্ণুনামোচ্চারণ	৯
বিষ্ণুস্মরণ	৯
তান্ত্রিক আচমন	১১
পাপক্ষালনার্থমন্ত্র	১১
জল আনয়ন মন্ত্র	১১
জলশুদ্ধি	১১
পুষ্পচয়ন	১২
পুষ্পশুদ্ধি	১২
বিল্বপত্র চয়ন	১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
তুলসী পত্র চয়ন মন্ত্র	১৩
দূর্বাচয়ন	১৪
দূর্বাশোধন	১৪
তণ্ডুলশোধন	১৪
গন্ধাদিরঅর্চনা	১৪
আসন শুদ্ধি	১৫
সামান্যার্ঘ্যস্থাপন	১৬
করশুদ্ধি	১৬
সূর্য্যপূজা	১৭
সূর্য্যার্ঘ্য	১৯
সূর্য্যপ্রণাম	২২
জয়ধ্বনিঘন্টার পূজা	২২
গুরুপূজা	২৩
নানাদেবতার অর্চনা	২৭
সংক্ষেপ বৈদিকসন্ধ্যা	২৮
গায়ত্রীধ্যান	২৮
গায়ত্রীশাপোদ্ধার	৩০
গায়ত্রীমন্ত্র ও জপ এবং জপ সমর্পণ	৩১
বাণেশ্বর শিবের পূজা	৩২
ইষ্টপূজা (তান্ত্রিক সন্ধ্যা)	৩৩
স্বস্ত্যয়নের স্বস্তিবাচন	৩৬
যজুর্বেদীয় ও শূদ্রগণের স্বস্তিবাচন	৩৬
একসঙ্গে দুটি কর্মের স্বস্তিবাচন	৩৭
একসঙ্গে দুটির বেশি কর্মের স্বস্তিবাচন	৩৭
মৃতদোষ শান্তিতে স্বস্তিবাচন	৩৭
ত্রিপুষ্কররিষ্ট শান্তিতে স্বস্তিবাচন	৩৭
গৃহপ্রবেশের স্বস্তিবাচন	৩৭
বাস্তুযাগের স্বস্তিবাচন	৩৭
দেবতাপ্রতিষ্ঠার স্বস্তিবাচন	৩৭
মন্দিরপ্রতিষ্ঠার স্বস্তিবাচন	৩৭
তুলসীমঞ্চপ্রতিষ্ঠার স্বস্তিবাচন	৩৮
অদ্ভুতশান্তির স্বস্তিবাচন	৩৮
আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধের স্বস্তিবাচন	৩৮

নিবেদন

মানুষের জীবন আজ বহুবিধ সংকট ও প্রশ্নের সম্মুখীন। চারিদিকে যখন একটা অবিশ্বাস ও মনুষ্যত্বহীনতার বিষাক্ত বাতাবরণ মানব সমাজকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে বসে আমার এই ছোট্ট সাধনা ও তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলার নিরলস প্রয়াস। বাজার চলতি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন পুস্তক আজ দুর্লভ নয়, তবে কেন আবার নতুন আঙ্গিকে নতুন রূপে প্রকাশ করা। বাজার চলতি পুস্তক গুলিতে কোন না কোন আঙ্গিকের অভাব সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই সমস্ত দিক বিচার করে একটি পূর্ণাঙ্গ মনঃপূত গ্রন্থ রচনার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রকাশ এই 'শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কৌমুদী' পুস্তক।

আমার এই ছোট্ট অর্ঘ্যটি (শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কৌমুদী পুস্তক) বিভিন্ন মন্ত্র ও প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুসরণে গড়া। এই পুস্তকটি প্রণয়ণ করতে গিয়ে যে মহামানবটির কথা সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়, তিনি হলেন অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ কলির ব্যাসদেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রী শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয়।

এই পুস্তক রচনাতে যাঁরা আমার কাছে ঋষি হয়ে আছেন তাঁরা হলেন গুরুদেব পূজ্যপাদ তান্ত্রিকাচার্য্য শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী পৌরোহিত্য বিশারদ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলান্তর্গত বালিতোড়া বসন বালা আদর্শ বিদ্যাপীঠের সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক আমার পিতৃদেব পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ভরত চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি.এ, বি.এড্, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, রাষ্ট্রভাষা কোবিদ; এবং পূর্বমেদিনীপুর জেলান্তর্গত খন্যাডিহি পি.কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক আমার বড়ো জ্যাঠা মশাই পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী এম.এ, বি.এড্, কাব্য-ব্যাকরণ-কৃত্যস্মৃতিতীর্থ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত), রাষ্ট্রভাষা কোবিদ, সাহিত্য সুধাকর ভট্টাচার্য্য; তাঁদের আশীর্বাদ আমার চলার পথে পাথেয়।

যাঁদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাহায্য ব্যতীত এই পুস্তক রচনা সম্ভবপর ছিল না, তন্মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলান্তর্গত মনসুকা লক্ষ্মীনারায়ণ উচ্চবিদ্যালয়ের অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক আমার মেজোজ্যাঠামশাই পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কালিপদ চক্রবর্ত্তী, বি.এ, অনার্স (ইংরাজী) , বি.এড্, ডি.ঈ.এল.টি, কাব্যতীর্থ, মহোদয় আমাকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়েছেন। দাসপুর থানান্তর্গত চেঁচুয়াগোবিন্দনগর গান্ধীশতবার্ষিকি বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক আমার ছোটজ্যাঠামশাই শ্রীযুক্ত রামপদ চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, মহোদয় আমাকে আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করেছেন। পশ্চিমমেদিনীপুর জেলান্তর্গত দীর্ঘগ্রাম নিবাসী পণ্ডিত শ্রীবগলাচরণ চক্রবর্ত্তী এম.এ (বাংলা ও সংস্কৃত), বি.এড্, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-কৃত্যতীর্থ মহোদয়; পশ্চিমমেদিনীপুর জেলান্তর্গত ঝুমঝুমি নিবাসী আমার সকল কর্মের শুভাকাঙ্খী পণ্ডিত প্রবর শ্রীতপন কান্তি চক্রবর্ত্তী এম.এ, বি.এড্, মহোদয়; কৈঁগেড়্যা নিবাসী শ্রী দেবাশিস্ (বাবলু) চক্রবর্ত্তী মহোদয়; কলোড়া উচ্চবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষক আচার্য্য শ্রীপসেনজিৎ চক্রবর্ত্তী এম.এ, বি.এড্, মহোদয়; পলাশপাই দক্ষিণা কালী চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্ক শেখর চক্রবর্ত্তী পৌরোহিত্যতীর্থ মহোদয় এবং পূর্বমেদিনীপুর চংরা নিবাসী সারস্বত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য শ্রীযুক্ত সহস্রাক্ষীচরণ

ছান্দোগী এম.এ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ পৌরোহিত্যাচার্য্য মহোদয় আমাকে প্রুফ্ সংশোধন করতে সাহায্য করেছেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার্ন্তগত ঝুমঝুম নিবাসী শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জ্যোতিষ শিরোমণি (সুবর্ণ-পদকপ্রাপ্ত), তন্ত্র ও পৌরোহিত্য শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ ভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার্ন্তগত জালাল পুর নিবাসী পরমশ্রদ্ধেয় আমার পিস্তুতো দাদা শ্রীগোপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সহযোগিতায় শ্রীপুরে অবস্থিত শ্রীশ্রী শ্মশান কালী মায়ের অপার করুণায় এই পুস্তক প্রকাশ করিবার পূর্বে 'দেবীমাহাত্ম্যম্' পুস্তকপ্রকাশ করেছিলাম। এই 'শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কৌমুদী' পুস্তকটি পরিপূর্ণতার জন্য শ্রীশ্রী শ্মশান কালী মায়ের অপার করুণায় এবং দাদার শুভাশীর্বাদে পরিপূর্ণ হল। বিষ্ণুবাড় গ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রী মিণাক্ষীচরণ ছান্দোগী মহোদয়; ময়না চংরা নিবাসী ইন্দ্রাক্ষীচরণ ছান্দোগী মহোদয়; মলিঘাটী নিবাসী আমার অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রী হরিহর গোস্বামী; শ্রী আশিস্ গোস্বামী মহোদয়; কামালপুর নিবাসী শ্রী প্রণব চক্রবর্ত্তী মহোদয়; হরিদ্রাপোতা নিবাসী শ্রী জগদীশ চক্রবর্ত্তী মহোদয়; রামপুর (রথতলা) নিবাসী শ্রী গৌতম চক্রবর্ত্তী; সুরানয়নপুর নিবাসী শ্রী শিশির চক্রবর্ত্তী মহোদয়; পদ্যামপুর নিবাসী শ্রীতাপস চক্রবর্ত্তী ও শ্রী প্রসূন চক্রবর্ত্তী মহোদয়; কেঁগেড়্যা নিবাসী অমিত চক্রবর্ত্তীমহোদয়; তমলুক থানার রাজহাটী নিবাসী শ্রীগোকুলচন্দ্র মিশ্র মহোদয়; পূর্বমেদিনীপুর জেলান্তর্গত শীতলাপরমানন্দপুর নিবাসী শ্রীমদনমোহন স্মৃতি তীর্থ মহোদয়; বৃন্দাবনচক্ নিবাসী শ্রী নিত্যানন্দ গোস্বামী মহোদয়; এবং আগড়া নিবাসী শ্রী সৌরভ চক্রবর্ত্তী আমাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে সাহায্য করেছেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলান্তর্গত জালালপুর নিবাসী শ্রীমনোজিৎ চক্রবর্ত্তী বর্ণবিন্যাসে অতুলনীয় সাহায্য করেছেন। শ্রীপুর নিবাসী শ্রীবঙ্কিম মাইতি মহোদয় আমাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দ দিয়ে এই গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন।

নবভারত পাবলিশার্সের অধিকর্তা শ্রীযুত সুজিত সাহা মহাশয়ের উৎসাহ এবং সক্রিয় মুদ্রণ ক্রিয়ায় সহয়তা না পাওয়া গেলে পুস্তকটি তৃতীয় সংস্করণ কোন দিনই প্রকাশ লাভ করত না। তাই তাঁর প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

এই পুস্তকটি রচনা করতে গিয়ে যথাসম্ভব ত্রুটি মুক্ত করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনে যত্নবান হব। গ্রন্থটির উপযোগিতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের জন্যে বিদগ্ধজনের যে কোন পরামর্শ সসম্মানে গ্রহণ করব।

এই পুস্তক পণ্ডিতবর্গ তথা পৌরোহিত্য শিক্ষার্থীদের কিছুমাত্র উপকারে এলে বুঝব এতোদিনের সাধনা ও শ্রম সার্থক হয়েছে।

উত্তর গোবিন্দ নগর (চেঁচুয়া)

বিনীত

বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাণায়াম	৯০
ব্যাপকন্যাস	৯১
পীঠন্যাস	৯১
ঋষ্যাদিন্যাস	৯১
ধ্যান	৯২
কূর্ম্মমুদ্রা	৯২
মানসপূজা	৯৩
বিশেষার্ঘ্য স্থাপন	৯৪
পীঠপূজা	৯৫
ঘটস্থাপন	৯৬
সামবেদীয় ঘটস্থাপন	৯৭
যজুর্বেদীয় ঘটস্থাপন	৯৮
তন্ত্রোক্ত ঘটস্থাপন	১০০
কাণ্ডরোপণ	১০১
সূত্রবেষ্টন	১০১
কাণ্ড পূজা	১০১
আবাহন	১০১
চর্ক্ষুদান	১০৩
প্রাণপ্রতিষ্ঠা	১০৩
অধিবাস	১০৫
আচারাৎ স্নান	১০৬
সামবেদীয় পুরুষসূক্ত	১০৭
যজুর্বেদীয় পুরুষসূক্ত	১০৭
পৌরাণিক স্নানমন্ত্র	১০৮
শিবের স্নানমন্ত্র	১০৯
গণেশাদি পঞ্চদেবতারপূজা	১১০
নানাদেবতার অর্চ্চনা	১১৪
নারায়ণ পূজা	১১৫
শিবপূজা	১১৫
প্রধানপূজা	১১৬
ষোড়শোপচার	১১৭
বিভিন্ন দেবতার গায়ত্রীমন্ত্র	১৩৫
জপ সমর্পণ	১৩৬
বিভিন্ন দেবতার মূল (বীজমন্ত্র)	১৩৭
তর্পণ	১৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
অভিষিঞ্চন	১৩৮
প্রণাম	১৩৮
পরিবারবর্গের পূজা	১৩৯
আবরণ পূজা	১৩৯
বাহনের পূজা	১৩৯
অস্ত্রপূজা	১৩৯
দশদিকপাল পূজা	১৩৯
আদিত্যাদিনবগ্রহ পূজা	১৪০
পুনঃপূজা	১৪৩
আরাত্রিক	১৪৩
ক্ষমা প্রার্থনা	১৪৪
সামবেদীয় কুশণ্ডিকা	১৪৫
যজুর্বেদীয় কুশণ্ডিকা	১৭১
তন্ত্রোক্ত কুশণ্ডিকা	১৮৮
ক্ষমা প্রার্থনা	১৯৮
প্রদক্ষিণ	১৯৮
ব্রাহ্মণদক্ষিণা	১৯৯
দেবদক্ষিণা	২০১
বিশেষার্ঘ্য উত্তোলন	২০৩
সামান্যার্ঘ্য উত্তোলন	২০৩
আত্মসমর্পণ	২০৩
অছিদ্রাবধারণ	২০৩
বৈগুণ্যশান্তি	২০৪
কর্ম্মসমর্পণ	২০৫
বিসর্জন	২০৫
শান্তিজলসিঞ্চন	২০৬
সামবেদীয় শান্তিমন্ত্র	২০৬
যজুর্বেদীয় শান্তিমন্ত্র	২০৭
পৌরাণিক শান্তিমন্ত্র	২০৭
সর্বসাধারণ শান্তি মন্ত্র	২০৭
আশীর্বাদ বর্ষণ	২০৮
চন্দনাদিলেপন বিধি	২০৮
শান্তি-স্বস্ত্যয়ন	২০৯
বিষ্ণুপূজা	২১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
তান্ত্রিক স্বস্তিবাচন	৩৮
সামবেদীয় স্বস্তিসূক্ত	৩৮
যজুর্বেদীয় স্বস্তিসূক্ত	৩৯
ত্রিবেদীয় স্বস্তিসূক্ত	৩৯
সঙ্কল্পপাত্র সুসজ্জিত করণ	৩৯
সাক্ষ্যমন্ত্র	৩৯
স্বস্ত্যয়নের সঙ্কল্প	৪০
নির্বিঘ্ন-পরিসমাপ্তির জন্য স্বস্ত্যয়নের সঙ্কল্প	৪১
মৃতদোষ শান্তিতে সঙ্কল্প	৪৩
ত্রিপুষ্কর রিষ্টশান্তির সঙ্কল্প	৪৪
গৃহপ্রবেশের সঙ্কল্প	৪৫
বাস্তুযাগের সঙ্কল্প	৪৫
অদ্ভুতশান্তির সঙ্কল্প	৪৫
রামনামজপ ও অদ্ভুত রামায়ণ পাঠের সঙ্কল্প	৪৫
তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প	৪৬
মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প	৪৬
দেবতাপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প	৪৬
আভ্যুদয়িকের সঙ্কল্প	৪৭
সামবেদীয়সঙ্কল্প সূক্তমন্ত্র	৪৭
যজুর্বেদীয়সঙ্কল্প সূক্তমন্ত্র	৪৭
তন্ত্রোক্তসঙ্কল্প সূক্তমন্ত্র	৪৭
সঙ্কল্পেরপ্রার্থনা মন্ত্র	৪৭
ক্ষেত্রপালাদি ভূতগণের পূজা	৪৮
মাষভক্ত বলি	৪৮
বিনায়কাদির পূজা	৫০
ভূতাপসারণ	৫০
বিঘ্নাপসারণ	৫১
ব্রাহ্মণবরণ	৫১
মৃদঙ্গকরতালের পূজা	৫৫
হরিনাম সংকীর্ত্তন দলের অধিকারিবরণ	৫৫
আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ	৫৮
গণপতিরপূজা	৫৯
গৌর্য্যাদিষোড়শ-মাতৃকার পূজা	৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
চেদিরাজ অঙ্কন	৬২
সামবেদীয় বসুধারা	৬৩
যজুর্বেদীয় বসুধারা	৬৩
চেদিরাজের আবাহন	৬৩
চেদিরাজপূজা	৬৪
সামবেদীয় আয়ুষ্যসূক্তমন্ত্রজপ	৬৫
যজুর্বেদীয় আয়ুষ্যসূক্তমন্ত্রজপ	৬৫
শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ	৬৬
দেবপক্ষ ব্রাহ্মণদ্বয়ের ভোজ্যোৎসর্গ	৬৬
পিতৃপক্ষ ব্রাহ্মণদের ভোজ্যোৎসর্গ	৬৯
তন্ত্রোক্ত ভোজ্যাৎসর্গ	৭১
প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োগ	৭৪
আরাধনাপদ্ধতি	৭৭
সামবেদীয় পঞ্চগব্যশোধন	৭৭
যজুর্বেদীয় পঞ্চগব্যশোধন	৭৮
তন্ত্রোক্ত পঞ্চগব্যশোধন	৭৯
সামবেদীয় পঞ্চামৃতশোধন	৭৯
যজুর্বেদীয় পঞ্চামৃতশোধন	৮০
তন্ত্রোক্ত পঞ্চামৃতশোধন	৮০
বেদীশোধন	৮০
বিতানশোধন	৮০
করশুদ্ধি	৮১
সম্বিদা (সিদ্ধি) শোধন	৮১
কামিনীর ধ্যান	৮৪
চৌরগণেশ ন্যাস	৮৪
কুল্লকা, মহাসেতু, সেতু, মুখশোধন, করশোধন	৮৫
দ্বারদেবতার পূজা	৮৪
ভূতশুদ্ধি	৮৬
মাতৃকান্যাস	৮৬
করন্যাস	৮৬
অঙ্গন্যাস	৮৬
অন্তর্মাতৃকান্যাস	৮৭
বাহ্যমাতৃকান্যাস	৮৮
সংহারমাতৃকান্যাস	৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
তুলসীপত্রদান বিধি	২৩৭
দুর্গাপূজা	২৪৫
দুর্গানামজপ	২৫০
মধুসূদনপূজা	২৫২
মধুসূদননাম-জপ	২৫৫
পার্থিবশিবলিঙ্গ পূজা	২৫৭
চণ্ডীপূজা	২৮৬
চণ্ডীপাঠের নিয়ম	৩০০
বিনায়কাদি দেবের পূজা	৩০৪
বরুণ পূজা	৩০৫
স্বস্ত্যয়ন হোম	৩০৭
ত্রিপুষ্করশান্তি	৩০৫
অদ্ভুতশান্তি	৪০৩
শ্রীশ্রীরামচন্দ্রপূজা	৪৩১
শ্রীরামচন্দ্র স্তোত্রম্	৪৩৫
শ্রীরামচন্দ্র কবচ	৪৩৫
শ্রীশ্রীনৃসিংহ পূজা	৪৩৮
শ্রীনৃসিংহ স্তোত্রম্	৪৩৯
শ্রীনৃসিংহ কবচম্	৪৪০
শ্রীশ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় পূজা	৪৪২
শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় কবচ	৪৪৭
আরোগ্যার্থ সূর্যার্ঘ্য দানবিধি	৪৪৯
কবচসংস্কার	৪৬৫
নারায়নোপনিষৎ	৪৬৮
বিষ্ণুকবচ	৪৬৯
বিষ্ণুসহস্রনাম	৪৭২
আপদুদ্ধার (বটুক ভৈরব) স্তোত্র	৪৮৮
অপরাজিতা-স্তোত্র	৪৯৫
রুদ্রচণ্ডী	৪৯৮
লিঙ্গাষ্টক-স্তোত্রম্	৫০৫
নবগ্রহস্তোত্র	৫০৬
নবগ্রহকবচ	৫০৭
সূর্য্যস্তব	৫০৮
সূর্য্যকবচ	৫০৯

সোমস্তোত্রম্	৫০৯
সোমকবচম্	৫১০
মঙ্গলস্তোত্রম্	৫১০
মঙ্গলকবচম্	৫১১
বুধস্তোত্রম্	৫১২
বুধকবচম্	৫১২
বৃহস্পতি স্তোত্রম্	৫১৩
বৃহস্পতিকবচম্	৫১৪
শুক্রস্তোত্রম্	৫১৪
শুক্রকবচম্	৫১৫
শনিস্তোত্রম্	৫১৫
শনিকবচম্	৫১৬
রাহুস্তোত্রম্	৫১৭
রাহুকবচম্	৫১৮
কেতুস্তোত্রম্	৫১৯
কেতুকবচম্	৫১৯
আদ্যাস্তোত্র	৫২০
শ্রীসূক্তম্	৫২২
অপমার্জ্জন	৫২৪
শিবাপমার্জ্জন	৫৩৮
পাশুপতাস্ত্র কবচম্	৫৪৮
মহেশ্বর কবচম্ (মার্জ্জনম্)	৫৫১
সর্বজ্বরহর কবচম্	৫৫৪
সর্বজ্বরহর স্তোত্রম্	৫৫৫
মহাষষ্ঠীকবচম্	৫৫৭
আদিত্যহৃদয়	৫৫৭
হরিবাসরপূজাপদ্ধতি	৫৬৯
শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ পূজা	৫৮১
পূজাতত্ত্ব	৫৮৯
সহায়কগ্রন্থপঞ্জী	৫৯০

একনজরে

১। পূজা-পাঠ-স্বস্ত্যয়নাদি শান্তি কর্ম প্রভাতে আরম্ভ করিতে হয়।

২। দিবা ভাগের পূজাদি দিবা ভাগে, রাত্রি ভাগের পূজাদি রাত্রিভাগে সমাপন করিতে হয়।

৩। পূজা—যাত্রাদি শুভকর্ম্ম, বারবেলা-কালবেলা, কালরাত্রি পরিত্যাগ করিয়া আরম্ভ করিতে হয়। নিত্যপূজার ক্ষেত্রে বারবেলা প্রভৃতি বিচার করিতে হয় না।

বার বিশেষে বারবেলা ও কালবেলা ঃ– রবিবারে চতুর্থ-পঞ্চম, সোমবারে সপ্তম-দ্বিতীয়, মঙ্গলবারে ষষ্ঠ-দ্বিতীয়, বুধবারে পঞ্চম-তৃতীয়, বৃহস্পতিবারে সপ্তম-অষ্টম, শুক্রবারে তৃতীয়-চতুর্থ, শনিবারে প্রথম-ষষ্ঠ-অষ্টম যামার্দ্ধ বারবেলা ও কালবেলা। (দিনমানের আট ভাগের এক ভাগকে দিবা যামার্দ্ধবলে) যথা- 'রবৌ বর্জ্জ্যং চতুঃপঞ্চ সোমে সপ্তদ্বয়ং তথা। কুজে ষষ্ঠদ্বিতীয়ঞ্চ বুধে বাণতৃতীয়কম্।। গুরৌ সপ্তাষ্টকঞ্চৈব ত্রিচত্বারি চ ভার্গবে। শনাবাদ্যং তথাচান্ত্যং ষষ্ঠঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ।।'

বার বিশেষে কালরাত্রি ঃ– রবিবারে ষষ্ঠ, সোমবারে চতুর্থ, মঙ্গলবারে দ্বিতীয়, বুধবারে সপ্তম, বৃহস্পতিবারে পঞ্চম, শুক্রবারে তৃতীয়, শনিবারে প্রথম-অষ্টম যামার্দ্ধকে কালরাত্রি বলে। (রাত্রি মানের আট ভাগের এক ভাগকে রাত্রি যামার্দ্ধবলে)। যথা- 'রবৌ ষষ্ঠং বিধৌ বেদং কুজবারে দ্বিতীয়কম্। বুধে সপ্ত গুরৌ পঞ্চ ভৃগুবারে তৃতীয়কম্।। শনাবাদ্যং তথা চান্ত্যং রাত্রৌ কালং বিবর্জ্জয়েৎ।।'

৪। পূজাদি মাঙ্গলিককার্য কুলিকবেলা ও কুলিকরাত্রি বর্জন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়।

বার বিশেষে কুলিকবেলা ঃ– রবিবারে চতুর্দ্দশ, সোমবারে দ্বাদশ, মঙ্গলবারে দশম, বুধবারে অষ্টম, বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠ, শুক্রবারে চতুর্থ, শনিবারে দ্বিতীয় দিবামুহূর্ত্ত কুলিকবেলা।

বার বিশেষে কুলিকরাত্রি ঃ– রবিবারে ত্রয়োদশ, সোমবারে একাদশ, মঙ্গলবারে নবম, বুধবারে সপ্তম, বৃহস্পতিবারে পঞ্চম, শুক্রবারে তৃতীয়, শনিবারে প্রথম রাত্রিমুহূর্ত্ত কুলিকরাত্রি।

যথা- 'মন্বর্কদিগ্বস্বৃতুবেদপক্ষৈরর্কান্মুহূর্ত্তৈঃ কুলিকা ভবন্তি।
দিবা নিরেকৈরথ যামিনীষু তে গর্হিতাঃ কর্ম্মসু শোভনেষু।।'

৫। **মুহূর্ত্ত ঃ** দিবামান ও রাত্রিমানের ১৫ ভাগের এক ভাগকে মুহূর্ত্ত বলে।

৬। বেদ চার প্রকার (ক) ঋগ্বেদ (খ) সামবেদ (গ) যজুর্বেদ (ঘ) অথর্ববেদ। দ্বিজাতিগণের বেদ পাঠের অধিকার আছে। 'সংস্কারৈঃ দ্বিজোচ্যতে' অর্থাৎ সংস্কারের দ্বারা দ্বিজ হয়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য জাতিকে দ্বিজাতি বা দ্বিজ বলে। যাঁহারা ঋগ্বেদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ, যাঁহারা সামবেদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, যাঁহারা যজুর্বেদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ, যাঁহারা

অথর্ববেদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারাঅথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণ। যাঁহারা দুটি বেদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা দ্বিবেদী (দোবে) ব্রাহ্মণ, যাঁহারা তিনটি বেদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ত্রিবেদী (তেওয়ারি) ব্রাহ্মণ, যাঁহারা চারটি বেদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা চতুর্বেদী (চৌবে) ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ যে বেদ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সেই বেদ অনুসারে কার্য্য করিতে হয়। পুরাণে উল্লেখ আছে প্রজাপতি ব্রহ্মার নির্দেশে ব্যাসদেব চারজন ঋষিকে চারবেদে বিভাজন করিয়া ছিলেন। ঋষি পৈলকে 'ঋগ্বেদে', ঋষি জৈমিনিকে 'সামবেদে', ঋষি বৈশম্পায়ণকে 'যজুর্বেদে', ঋষি সুমন্তকে 'অথর্ববেদে' বিভাজন করিলেন, পৈলক-জৈমিনি-বৈশম্পায়ণ-সুমন্ত চারবেদে বিভাজিত হইয়া নিজ নিজ বেদাধ্যায়ন করতঃ স্ব স্ব বেদীয় ব্রাহ্মণে প্রকাশিত হইলেন। তাঁহাদের সন্তানরাও বংশানুক্রমে সেই সেই বেদীয় ব্রাহ্মণ হইলেন। ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-অম্বষ্ঠ-মাহিষ্য ও শূদ্রগণের পূর্ব্বপুরুষ ঋষি ছিলেন না। তাঁহাদের কোন্ বেদানুসারে কার্য্য হইবে এই সম্পর্কে শ্রুতি বলিলেন 'যজুঃ সর্বত্র গীয়তে' এই বেদবাক্যানুসারে তাঁহারা যজুর্বেদানুসারে কার্য্য করিবেন। রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে বলেছেন শূদ্রগণ যজুর্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার ন্যায় যজুর্বেদিগৃহ্যসূত্রমতে কার্য্য করিবেন। যথা- 'আর্ষক্রমেণ সর্বত্রশূদ্রা বাজসনেয়িনঃ ইতি মহাজনপরিগৃহীতবচনাৎ যজুর্বেদবিধিনা তে কর্ম কুর্য্যুঃ (মলমাসতত্ত্বে)।। বেদকে ত্রয়ী, ছন্দঃ, নিগম বলে। সামবেদকে সামগ বা ছন্দোগ, যজুর্বেদকে বাজসনেয়ী, ঋগ্বেদকে বহচ নামে অভিহিত করা হয়। সাধারণত সামবেদীয় ব্রাহ্মণেরা কুথুমীশাখীয়, কূর্ম্মপুরাণানুসারে সামবেদের সহস্রশাখা ছিল। অন্যের মতে সামবেদ চব্বিশ শাখায় বিভক্ত। ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন সামবেদের গুজরাটে কৌথুমীশাখা, কর্ণাটকে জৈমিনীশাখা, মহারাষ্ট্রে রাণায়ণীশাখা প্রচলিত। অন্যপণ্ডিতের মতে কৌমুদী, রাণ্যায়ণ, শাট্যমুগ্র, কাপোল, লাঙ্গিলিক ও শার্দূলীয় এই সাত শাখা সামবেদের। যজুর্বেদীয় কান্ব ও মাধ্যন্দিন শাখায়, ঋগ্বেদীয় আশ্বালায়ণ শাখার হইয়া থাকে। ঋক্ মন্ত্র পদ্যে, যজুঃ মন্ত্র গদ্যে, সাম মন্ত্র গীতে। সাম মন্ত্র গান করিয়া পাঠ করিতে হয়। গান করিয়া পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে মন্ত্রটি তিনবার উচ্চারণ করিতে হয়। যথা- 'গানাশক্তৌ ঋচস্ত্রিধা'। (ছন্দোগপরিশিষ্ট)।। সামবেদের মন্ত্রগুলি প্রায় ঋক্ মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৭। মন্ত্র পাঠের পূর্ব্বে ওঁ প্রয়োগ করিতে হয়, কারণ মন্ত্রের মধ্যে উচ্চারণের দোষ ত্রুটি মুক্ত হয়। যথা- 'যন্ন্যূনঞ্চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ম্। যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।। তদোঙ্কার প্রযুক্তেন সর্বঞ্চাবিফলং ভবেৎ।।' (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য)।। ঋষিচ্ছন্দের পূর্ব্বে ওঁ উচ্চারণ করিতে নাই, উচ্চারণ করিলে ঋষি গণকে অপমানিত করা হয়।

৮। কলি যুগে তন্ত্রমন্ত্র শ্রেষ্ঠ ও সিদ্ধপূর্ণ ফলপ্রসু। সর্ব্ববিধ জপযজ্ঞাদি ক্রিয়া তন্ত্রমতে করিতে হয়। যথা-'কলৌ তন্ত্রাদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফল প্রদাঃ। শস্যাং সর্বো

কর্মসু জপযজ্ঞ ক্রিয়াদিষু।।' (মহানির্বানতন্ত্র)।। বরাহপুরাণে উক্ত আছে বেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত বিধিতে জনার্দনের পূজা করিতে হয়। যথা-'এতজ্ জ্ঞাত্বা তু বিদ্বদ্ভিঃ পূজনীয়ো জনার্দনঃ। বেদোক্তবিধিনা ভদ্রে আগমোক্তেন বা বুধৈঃ।।' (বরাহপুরাণ)।। সুতরাং বৈদিক, তান্ত্রিক, বা বৈদিক ও তান্ত্রিক মিশ্র করিয়া এই ত্রিবিধ বিধিতে পূজাদি অর্চনা করিতে হয়। যথা-'বৈদিকী তান্ত্রিকী মিশ্রী ইতি মে ত্রিবিধা মখাঃ। ত্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ।।' (শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ একথা বলিয়াছেন)।।

৯। এই পুস্তকে উপচার উৎসর্গের সময় 'এতেগন্ধপুষ্পে সম্প্রদানায় অমুক দেবতায়ৈ নমঃ' মন্ত্রে ফুল দেওয়ার প্রয়োগ আছে। এই স্থলে জলের ছিটা দিয়া 'এতৎ সম্প্রদানায় অমুক দেবতায়ৈ নমঃ' বলিলেও হইবে।

১০। **মন্ত্রের শুদ্ধাশুদ্ধ উচ্চারণের সত্যতা অবলম্বনে পৌরাণিক গল্প ঃ-** মন্ত্র জ্ঞানিগুণি ঋষিবর্গ রচিত। সেই সকল মন্ত্র স্বরজ্ঞানের দ্বারা উচ্চারিত হইলেই মন্ত্র যথাযথ ফলদায়ক হয়। অন্যথায় মন্ত্র আংশিক ফলদায়ক হয় বা হয় না। আবার বিপরীত ফলও দিতে পারে। শ্রুতি কথিত একটি বচন এ বিষয়ে বহুল প্রচলিত আছে। য়থা-'মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা, মিথ্যা প্রযুক্তো ন তদর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি, যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।।' অর্থাৎ যদি মন্ত্রের প্রকৃত উচ্চারণ করা না হয় অথবা অক্ষরগুলির যথাযথ উচ্চারণ না হয়, তাহা হইলে মন্ত্র যথাযথ অর্থও প্রকাশ করিতে পারে না। যে মন্ত্র উচ্চারণ দোষে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না, সেই মন্ত্রোচ্চারণ কেবল বৃথাই নয়, তাহা বজ্রস্বরূপ হইয়া যজমানের ইষ্ট না করিয়া অনিষ্ট সাধনও করিতে পারে। যেমন - এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞ করিতে মনস্থ করিয়া উপযুক্ত পুরোহিত বৃহস্পতিকে না পাইয়া তাঁহারতুল্য বিশ্বরূপকে পুরোহিত পদে বরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার যজ্ঞে কোন রূপ ফল না পাইয়া ক্রোধবশতঃ বিশ্বরূপকে হত্যা করেন। ত্বষ্টা পুত্রশোকে মুহ্যমান বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এক আভিচারিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং তাহাতে 'স্বাহা ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব' বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে থাকেন। মন্ত্রটি বলার উদ্দেশ্য ছিল হে অগ্নে, ইন্দ্রবিনাশক পুরুষরূপে আবির্ভূত হও। 'ইন্দ্রশত্রু' পদদ্বারা তিনি 'ইন্দ্রেরশত্রু' এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শোকে ও ক্রোধবশতঃ স্বরের উচ্চারণ দোষ ঘটিয়া যায়। অর্থাৎ 'ইন্দ্র' পদকে অন্তোদাত্ত না করিয়া আদ্যুদাত্ত উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিয়া ফেলিলেন। অর্থ হইয়া গেল ' ইন্দ্রশত্রুর্যস্য' অর্থাৎ 'ইন্দ্র যার শত্রু' এই বহুব্রীহি সমাস। ফলে ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রাসুর যজ্ঞাগ্নি হইতে আর্বিভূত হইয়াও ইন্দ্রকে বধ করিতে পারিল না। ইন্দ্রই তাহাকে বধ করিলেন। স্বরদোষেও যেমন অনিষ্ট হইল, বর্ণদোষেও তাহা ঘটিতে পারে। 'মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।

দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।।' এখান থেকে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ অর্থাৎ জনার্দ্দন ভুলভাল গ্রহণ করেন না, ভাবটি গ্রহণ করেন। এই বাক্যটি দ্বারা ভুল ও ভুলের অপরাধ কথাটি অভিধান হইতে বাদদিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু হংসঃ শুচিষদ্ মন্ত্রটিতে 'অতিথির্দুরোণসৎ' স্থলে 'অতিথির্দুরোলসৎ' বা 'অতিথির্দুবোলসৎ' অথবা 'অতিথির্দ্বরোলসৎ' উচ্চারণ করিলে কি ভাব উৎপন্ন হইবে এবং জনার্দ্দন কি ভাব গ্রহণ করিবেন তাহা ভগবানই জানেন। অতএব ভাবগ্রাহীতার দোঁহাই দিয়া যথেচ্ছ ভুল মুখস্ত করা এবং উচ্চারণ করা যে ধৃষ্টতা মাত্র তাহা সহজেই অনুভবনীয়।।

১১। 'ঽ' একে লুপ্ত অকার বলে, এর কোন উচ্চারণ হয় না। যেমন 'জলেঽস্মিন্' শব্দ উচ্চারণ হইবে 'জলেস্মিন্'। হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর, বিসর্গ (ঃ), রেফ (র্), ঋ ও ঋকারের উচ্চারণ যথাযথ করিতে হয়। যুক্তাক্ষর উচ্চারণের সময় মনে রাখিতে হইবে যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণকে গুরু করিয়া পৃথক ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়। যেমন— আত্মাকে আৎমা, বিদ্বান্ বিদ্ওয়ান্, যজ্ঞকে ইয়জ্ঞ্ চ। ং ঁ ঁ্ এই তিন অনুস্বারের আকৃতি তিন প্রকার। চন্দ্রবিন্দু যখন কোন বর্ণের মস্তকে অবস্থান করে তখন তার উচ্চারণ আনুনাসিক উচ্চারণ হইয়া থাকে। যেমন- হাঁস, বাঁশ, এবং চন্দ্র বিন্দু যুক্ত কোন বর্ণ থাকিলে অনুস্বারের মতো উচ্চারণ হয়। যেমন-'মধুমাঁ' (মধুমাং)। ঁ্ এই বর্ণের উচ্চারণ গুং। গুং শব্দ কেবল যজুর্বেদের মন্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ, স, হ, র পরে থাকিলে অনুস্বারের পরিবর্তে গুং উচ্চারণ করিতে হয়। পদমধ্যে ও পদান্তে 'য' কারের উচ্চারণ 'ইয়' করিতে হয়। যথা- 'পদমধ্যে পদান্তে চ যকারো লঘুরুচ্যতে'। বেদ মন্ত্রে অন্তঃস্থ 'য' কারের উচ্চারণ সর্বদা 'ইয়' করিতে হয়। যেমন 'যমঃ' এর উচ্চারণ 'ইয়মঃ' হয়। যজুর্বেদে 'ষ' কারের উচ্চারণ সর্বদা 'খ' কার করিতে হয়। 'ল' কারের উচ্চারণ সর্ব্বদা 'ড়' করিতে হয়। 'ল'কার এবং 'র'কারের উচ্চারণ একই হইবে। 'ব' কারের উচ্চারণ ওঅ (ইংরাজীতে W), যথা বাক্ কে ওয়াক্। 'ব'কারের উচ্চারণ বুদ্ধি শব্দের 'ব' কারের মতন। 'শ'কারের উচ্চারণ শরৎ শব্দের 'শ' এর মতন। 'স' উচ্চারণ বস্তু শব্দের 'স' এর মতন। 'ষ' ও 'ণ' উচ্চারণ কালে জিহ্বাকে উল্টিয়ে মূর্ধা প্রায় স্পর্শ করিতে হয়। যেমন ণ = ড়ঁ, রণ= রড়ঁ।

১২। এই পুস্তকে যজুর্বেদীয় মন্ত্রোচ্চারণের সুবিধার জন্য 'ঁ্' বর্ণের স্থলে 'গুং' এবং 'ষ' কার স্থলে 'খ' কার ব্যবহৃত হইয়াছে।

১৩। কোন মন্ত্রের পূর্ব্বে ঋষি চ্ছন্দঃ দেবতা বিনিয়োগ না উচ্চারিত করিয়া মন্ত্রপাঠ করিলে সেই মন্ত্রের কোন ফল হয় না। যথা- 'আপদ্যতে স্থানু গতং স্বয়ং বাপি প্রলীয়তে। যাত-যামানি ছন্দাংসি ভবন্ত্য-ফলদান্যপি।।' (বৃহৎপারাশর স্মৃতিঃ)।।

পুনরায় উদ্ধৃত আছে—"মন্ত্রের পূর্ব্বে ঋষি ছন্দঃ", দেবতা, বিনিয়োগ না জানিয়া যজন অধ্যাপনা হোমাদি কর্ম্ম করিলে, কর্ম্ম বিফল হয়। যথা- 'আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবত্যং বিনিয়োগস্তথৈবচ। বেদিতব্যং প্রযত্নেন ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।। অবিদিত্বা তু যঃ কুর্য্যাৎ যজনাধ্যাপনাদিকং। হোমমন্ত্রর্জলাদীনি তৎসর্ব্বং বিফলং ভবেৎ।।'

১৪। ধানভানিবার, কুশচ্ছেদনে, ঘৃততৈরীর সময়কালে মন্ত্রপাঠ না করা হইলে পূজা বা যজ্ঞকালে মন্ত্রপাঠে কার্য্যসিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা- 'ঘাতে ন্যূনে তথা ছিন্নে সান্নায্যে মান্ত্রিকে তথা। যজ্ঞে মন্ত্রাঃ প্রয়োক্তব্যা মন্ত্রা যজ্ঞার্থসাধকাঃ।। (যাজ্ঞিক বচন)।। এই রূপ তুলসীপত্র-জল-পুষ্পাদি চয়ন এবং সমিধ-কাষ্ঠাদি হরণকালে মন্ত্রপাঠে অসমর্থ হইলে পূজাকালে মন্ত্রপাঠ করিলে সিদ্ধ হয়। বিবাহকালে বরার্হণে গাভী না থাকিলেও নাপিতকে "গৌর্গৌর্গৌঃ" এবং বরকে গোমোক্ষণ ও গবানুমন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ধ্রুব ও অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখিতে না পাইলেও মন্ত্রপাঠে সিদ্ধ হয়। যান না থাকিলেও যানারোহনের মন্ত্র পাঠে সিদ্ধ হয়। উপনয়নের বৃষচর্ম্মাভাবে মন্ত্রপাঠে সিদ্ধ হয়। সমাবর্ত্তনে গোসহিত রথ না থাকিলেও তাহা স্পর্শ ও আরোহন করিবার মন্ত্র পাঠে তৎকার্য সিদ্ধ হয়।

১৫। মাছি, স্বীয় সন্তান ও ভার্য্যা, বিড়াল, ব্রহ্মবিন্দু (ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণের কালীন নির্গত থুতু) ও স্ত্রীর মুখ সর্বদা পবিত্র এবং দূষিত হয় না। যথা-'মক্ষিকা সন্ততির্দ্বারা মার্জ্জারো ব্রহ্মবিন্দবঃ। স্ত্রীমুখং বালকাস্যঞ্চ ন দুষ্টং মনুরব্রবীৎ।।'(মনু)

১৬। প্রতি ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা করা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা না করেন তাঁহাদের কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকার হয় না। যথা- 'অতঃ ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সান্ধ্যোপাসনিকং বিধিম্। অনর্হঃ কর্ম্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনো যতঃ স্মৃতঃ।।' (ছন্দোগপরিশিষ্ট)।। যে সকল ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা না করেন তাঁহারা সর্বদা অশুচি থাকেন, তাঁহাদের কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকার থাকে না। যদি ধর্ম্মকর্ম্ম করে তাহারা কোন ফল পায়না। যথা-' সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ।। (দক্ষ)।।

যে সকল ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা করেন তাঁহারা বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরকে উপাসনা করিয়া থাকেন,তাহার দ্বারা দীর্ঘ আয়ুঃ লাভ করেন এবং সকল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। যথা- 'সন্ধ্যা তূপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ। দীর্ঘমায়ুঃ স বিন্দেত সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।' (যোঃ যোঃ)।। যে সকল ব্রাহ্মণ নিয়ম মানিয়া সন্ধ্যা করেন তাঁহারা পাপমুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যথা- 'সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ। বিধূত-পাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্।। (যম)।।

মনু বলিয়াছেন ঋষিগণ অনেক সময় ধরে সন্ধ্যা করিরার জন্য দীর্ঘ আয়ুঃ, বুদ্ধি, যশঃ,

কীর্ত্তি ও ব্রহ্মতেজ লাভ করেন। যথা- 'ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ। প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেব চ।। (মনু)।।

১৭। এই পুস্তকে সামান্য সন্ধ্যা দেওয়া হইয়াছে। সমর্থ পক্ষে সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিবেন।

১৮। এই পুস্তকে যজুর্বেদীয় অগ্নিস্থাপনে স্থণ্ডিলে কুশপাতন সাত অঙ্গুলি অন্তর প্রাদেশ প্রমাণ তিনটি কুশপাতন করিতে বলা হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে স্থণ্ডিল প্রমাণ কুশপাতন বা স্থণ্ডিল প্রমাণ রেখা করিবার উল্লেখ আছে।

১৯। আখের রস বা আখের রস জাতীয় দ্রব্য, দুধ, জল, পান করিয়া, এবং তাম্বুল, ফল, ঔষধ খাইয়া পূজা-স্নানদানাদি ক্রিয়া করা যায়। যথা- 'ইক্ষুরসঃ পয়ঃ পানং তাম্বুলং ফলমৌষধম্। ভক্ষয়িত্বা তু কর্ত্তব্যা স্নানদানাদিকাক্রিয়া।।'

২০। সায়াহ্ন অর্থাৎ সন্ধ্যার পূর্ব তিন মুহূর্ত্ত রাক্ষসীবেলা, এই সময়ে শ্রাদ্ধ পূজাদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। যথা--'সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ। রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্বকর্ম্মসু।।' (মৎস্যপুরাণ)।।

২১। ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ শ্রাদ্ধ দেবতার্চ্চনাদি কর্মের অব্যবহিত পূর্বে অশৌচপাত হইলেও একইরকম ভাবে কার্য্যে বাধা হইবে না। বলা হইয়াছে- 'ব্রত-যজ্ঞ-বিবাহেষু শ্রাদ্ধে জপে হোমেঽর্চ্চনে। আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্।।' অর্থাৎ প্রকৃত কার্য্যারম্ভ বলিতে একই রকম সময়কে বোঝায় না, শাস্ত্রে বলা হইয়াছে "আরম্ভো বরণং যজ্ঞে সংকল্পো ব্রতজাপয়োঃ। নান্দীশ্রাদ্ধং বিবাহে চ শ্রাদ্ধে পাকপরিক্রিয়া।।" অর্থাৎ যজ্ঞের আরম্ভ বরণে, ব্রত ও জপের প্রকৃতারম্ভ সংকল্পে, বিবাহের প্রকৃতারম্ভ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে এবং শ্রাদ্ধের আরম্ভ পিণ্ডান্নপাকে। কাজেই উক্তরূপে আরম্ভ হইয়া গেলে পর অশৌচপাত হইলেও কর্মকরণে অশৌচ বাধা হইবে না। একই নিয়মে বৃত ব্যক্তিরও অশৌচ হইবে না।

২২। **সামবেদীয় শান্তি ঃ** ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং। মামহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাৎ, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু, অনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাঃ, তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু।। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।।

২৩। **যজুর্বেদীয় শান্তি ঃ** ওঁ শংনোমিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বর্যমা। শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

২৪। **ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র ঃ** ওঁ অগ্নিমীড়ে (মীলে) পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব-মৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধা-তমম্।।

যজুর্ব্বেদের প্রথম মন্ত্র ঃ ওঁ ইষে (খ) ত্বোর্জে ত্বা বায়ব স্থ। দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু। শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।। (এই মন্ত্রটি যখন যজুর্বেদ ভিন্ন অন্যবেদীয় ব্রাহ্মণেরা পাঠ করিবেন তখন 'ইখে' স্থলে 'ইষে' উচ্চারণ করিবেন।)

সামবেদের প্রথম মন্ত্র ঃ

ওঁ অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্য দাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি।।

(এই মন্ত্রটি গান করিয়া পাঠ করিতে হয়। গান করে পাঠে অসমর্থে তিনবার পাঠ করিতে হয়।)

অথর্ব্ববেদের মন্ত্র ঃ ওঁ শন্নো-দেবী-রভিষ্টয়,আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো-রভি স্রবন্তু নঃ।। (এই মন্ত্রটি অথর্ব্ববেদের আদি মন্ত্র নয়, প্রথমকাণ্ডের প্রথম অনুবাকের ষষ্ঠ সূক্তের আদি মন্ত্র।)

২৫। দেবতাপূজা পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে করিতে হয়। পিতৃকার্য্য দক্ষিণ মুখে করিতে হয়। দিবাভাগে দেব পূজা পূর্ব্বমুখে, রাত্রিভাগে উত্তরমুখে শ্রেয়ঃ, শিবপূজা ও দেবীপূজা সর্ব্বদা উত্তরমুখে করিতে হয়। যথা- দিবা পূর্বমুখো ভূত্বা রাত্রৌ কুর্য্যাদুঙ্মুখঃ। দেবীপূজাং শিবস্যাপি সদা কুর্য্যাদুঙ্মুখঃ।।' হোমকার্য্য সর্ব্বদা পূর্ব্বমুখে করিতে হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা পূর্বমুখে, সায়ংসন্ধ্যা বায়ুকোণাভি মুখে প্রশস্ত। বিবাহে রাত্রিতে পশ্চিমমুখে বসিয়া সম্প্রদান করিতে হয়। 'প্রাঙ্মুখায়াভিরূপায় বরায় শুচিসন্নিধৌ। দদ্যাৎ প্রত্যঙ্মুখঃ কন্যাং ক্ষণে লক্ষণসংযুতে।।' আবার- 'বিবাহে তু ব্যতিক্রমঃ'।।

২৬। গরুড় পুরাণে উল্লেখ আছে ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, কুশ, অগ্নি ও তুলসীপত্র এইগুলি পুনঃ পুনঃ কার্য্যে ব্যবহার করিলে ও নির্ম্মাল্য হয় না।

২৭। কুশ, কাশি, বেণা হরিশয়ন কালে তুলিতে নাই। হরিশয়ন অর্থাৎ চাতুর্মাস্য মধ্যে কুশাদি সংগ্রহ করিতে হইলে কৌশী অমাবস্যাতে তুলিতে হয়, কুশ, কাশি, বেণে, গঙ্গামৃত্তিকা সংগ্রহ করিতে হইলে কৌশী অমাবস্যাতে তুলিতে হয়, জন্মাষ্টমীর পর গৌণ ভাদ্রের অমাবস্যাকে কৌশী অমাবস্যা বলে।

২৮। কাহারো কাছে দান গ্রহণ করিয়া পুণ্যকাজ করিতে নাই। যে ব্যক্তি দান করে সেই ব্যক্তি পুণ্যকাজের ফলভাগী হয়। যথা- 'ধর্ম্মোদ্দেশেন যো দ্রব্যং পরং যাচয়তে নরঃ। তৎপুণ্যং কর্মজং তস্য ধনদস্ত্বাপ্নুয়াৎ ফলম্।।' (পদ্মপুরাণ)

২৯। পীত ও কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রণে হরিদ্বর্ণ বা সবুজবর্ণ হয়। শ্বেত, পীত ও লোহিত বর্ণের মিশ্রণে গৌরবর্ণ হয়। কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণের মিশ্রণ ধূম্রবর্ণ হয়।

৩০। **করের পবিত্রতা ঃ** প্রত্যহ প্রভাতে সর্বাগ্রে কর দর্শন করে কর্মারম্ভ করিতে হয়। কারণ করের অগ্রে দেবীলক্ষ্মী, মধ্যে সরস্বতী, করমূলে ব্রহ্মা অবস্থান করেন। যথা- 'করাগ্রে বসতি লক্ষ্মীঃ কর মধ্যে সরস্বতী। করমূলে স্থিতো ব্রহ্মা প্রভাতে করদর্শনম্।।'

অঙ্গুষ্ঠ মোক্ষদান করেন, তর্জ্জনী শত্রুনাশ করেন, মধ্যমা ধর্মসিদ্ধিদান করেন, অনামিকা শান্তিদান করেন, কনিষ্ঠা সিদ্ধিদান করেন। হস্তের মধ্যস্থলে দেবগণ এবং পৃষ্ঠদেশে রাক্ষসগণ অবস্থান করেন বলিয়া পাত্রালম্ভনাদি কার্য্যে হস্তের মধ্যদেশ ও পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করিতে নাই। যথা- 'করস্য মধ্যতো দেবাঃ করপৃষ্ঠে তু রাক্ষসাঃ। পাত্রস্যালম্ভনাদৌ চ তস্মাত্তং ন প্রদর্শয়েৎ।।' (বৃহৎ পরাশর স্মৃতি)।।

৩১। সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগকে একত্রে দৈবতীর্থ বলে। কনিষ্ঠার মূলদেশকে কায়তীর্থ বলে। অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যদেশকে পিতৃতীর্থ বলে।

৩২। ব্রাহ্মণকে রিক্ত হস্তে প্রণাম করিতে নাই। দক্ষিণা দানান্তে প্রণাম করিতে হয়। কোন ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করিবার সময় 'হরিস্তে সংবিধাস্যতি' বলিতে হয়।

৩৩। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবার সময় মস্তক ভূমিতে রাখিয়া প্রণাম করিতে নাই, কোন আধারে, আসনে বা হস্তে মস্তক স্থাপন করে প্রণাম করিতে হয়। ভূমিতে মস্তক রাখিলে দেবী অভিশাপ বর্ষণ করেন। যথা—'পাত্রান্তরে চ প্রণমেন্মূর্দ্ধা ন চ ক্ষিতিং স্পৃশেৎ। শপন্তি দেবতাস্তস্য বিফলং পরিকীর্ত্তিতম্।।' (যোগিনীতন্ত্র)।।

৩৪। পুষ্প বা জল হস্তে থাকিলে, তৈলভ্যঙ্গ করিলে এবং জলে অবস্থান করিলে আশীর্বাদ ও নমস্কার করিতে নাই। আশীর্বাদ ও নমস্কার করিলে উভয় ব্যক্তি নরকগামী হয়। যথা - 'পুষ্পহস্তে বারিহস্তে তৈলাভ্যঙ্গে জলে স্থিতে। আশীর্দাতা নমস্কর্ত্তা উভৌ নরক গামিনৌ।।' উভয়ের অশৌচাবস্থায় ও ভোজনরতাস্থায় আশীর্বাদ ও নমস্কার করিতে নাই।

৩৫। কলিরব্যাসদেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রী শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় সর্ব উপচারের অভাবে জল মূল দ্রব্যের নামোল্লেখ করিয়া নিবেদন করার ব্যবস্থা দিয়াছেন। 'ধূপার্থোদকং' না বলিয়া 'এষধূপঃ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ' এই ভাবে নিবেদনের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

৩৬। নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের শুভফলের আশা করিতে নাই। সঙ্কল্প বাক্যে 'চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি কামঃ' এই ধরনের বাক্য না বলিয়া অমুক দেবতা প্রীতি কামঃ বা শ্রীবিষ্ণু প্রীতি কামঃ বলাই শ্রেয় হয়। এই প্রসঙ্গে ভগবান গীতাতে উল্লেখ করিয়াছেন 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম ফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্ব কর্মণি।।'

৩৭। **শিখা মোচন মন্ত্র ঃ** ওঁ গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্।।

৩৮। **চন্দন ঘষিবার নিয়ম ঃ** হাঁটুর ভেতর হাত রাখিয়া দুইহাতের তর্জ্জনী বাদ দিয়া চন্দন কাষ্ঠ ধরিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে পাথরের পিঁড়ির উপর ঘর্ষণ করিতে হয়। চন্দন তাম্রপাত্রে,

গঙ্গাজল কাংস্য পাত্রে রাখিতে নাই। যথা— 'তাম্রপাত্রে স্থিতোগন্ধঃ কাংস্যে চ জাহ্নবী জলম্। তৎ সর্বং সর্বদা শুদ্ধং সর্বথা তৎ পরিত্যজেৎ।।"

শ্বেত চন্দন ঘুঁটিবার সময় তুলসীপত্র দ্বারা ঘুঁটিতে হয়, নইলে তাহা মদের তুল্য হয়, এবং রক্ত চন্দন ঘুঁটিবার সময় আতপচালের সহিত ঘুঁটিতে হয়। নইলে তাহা রক্তের তুল্য হয়। যথা—'চন্দনং তুলসীবর্জ্জ্যং মদিরা সদৃশং ভবেৎ। কুসীদং অক্ষতং বর্জ্জ্যং রুধিরাক্তং প্রজায়তে'।।

৩৯। অমৃতময়ী তুলসীকে লইয়া নানা মুনির নানা মতের অন্ত নাই। একতন্ত্র বলেন তুলসী বিনা দেবীপূজা নিষ্ফল। অন্য একতন্ত্র বলেন- 'তুলসীঘ্রাণমাত্রেণ ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকা।' পুরাণগুলিতেও মতদ্বৈধ। "তুলসী বর্জ্জিতাপূজা সা পূজা নিষ্ফলা ভবেৎ।' 'তুলসী দ্বারা ভগবতীর পূজা হয় না'- এ কথাও অনেকেই জানেন। এ বিষয়ে একটি কথা প্রণিধান যোগ্য, সেইটি হইল তুলসীর প্রজাতিগত প্রকারভেদ। সাধারণ বা শ্বেত তুলসী দ্বারা দেবীপূজা হয় না, কিন্তু সর্বত্র বলা হইয়াছে গোলকুণ্ডপুষ্প দেবীর অতীব প্রিয়। আবার বলা হইয়াছে- "বর্বরা কুসুমং সাক্ষাৎ গোলপুষ্পং প্রকীর্তিতম্। সর্বকালোদ্ভবং বিদ্ধি চন্দ্রসূর্য্যমণিপ্রভম্।।" অর্থাৎ বর্বরা সাক্ষাৎ গোলপুষ্প, যাহা সর্বদাই চন্দ্র সূর্য্য এবং মণির ন্যায় কান্তিময়। এখান হইতে স্পটই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সাধারণ বা শ্বেততুলসী ভগবতীর পূজায় নিষিদ্ধ হইলেও বর্বরা তুলসী দ্বারা দেবীপূজা প্রশস্ত, এবং তাহাতেই সিদ্ধ হইল যে, তুলসী বিনা দেবীপূজা হয় না।

৪০। **অধিবাস** ঃ- অধিপূর্বক বস্ ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া 'অধিবাস' শব্দটি গঠিত। আবার অধ্যুষ্যতে অনেনেতি করণবাচ্যে অধিপূর্বক বস্ ধাতুর উত্তর অনট্ প্রত্যয় করিয়া 'অধিবাসন' শব্দটি গঠিত। বস্ধাতুর অর্থ বাস করা। অধি পূর্বক বস্ ধাতুর অর্থ ঊর্দ্ধে, উচ্চ স্থানে বা মনের উচ্চতর স্থানে বা অবস্থায় বাস করা। অধি উপসর্গটি সাধারণ স্থান বা ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া উন্নততর অবস্থা বা অবস্থানকে নির্দেশ করে। যাঁহার অধিবাস করা হইতেছে, তাঁহার দেহ-মনকে সংস্কার করিয়া বা প্রসাধনদ্রব্য দ্বারা প্রসান্বিত বা মার্জিত করিয়া তাঁহার শরীর ও মনকে উন্নততর আনন্দলোকে উত্তরণ ঘটাইয়া দেওয়া। যেমন, একটি কন্যার বিবাহকাল আসন্ন হইলে অব্যূঢ়ান্ন প্রভৃতি আনন্দময় অনুষ্ঠান, গাত্রমার্জনপূর্বক নানাবিধ প্রসাধন দ্রব্যের ব্যবহার, পিতৃমাতৃগণ কর্তৃত নানা ভোজ্যপ্রদান, বহুপ্রিয়জনের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ, নব নব বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কার প্রদান, সুমিষ্ট ভাষণ প্রভৃতির দ্বারা তাহার দেহমনকে প্রসন্ন অনুভূতিসহ অধিকতর আনন্দলোকে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়, অধিবাস দ্বারাও দেবতা-মানবের সেই ভাবের উদ্বোধন করা হয়। ইহা একপ্রকার সংস্কারও বটে।

শারদীয়া দুর্গাপূজা যে কালে অনুষ্ঠিত হয়, সেই কাল দেবতার রাত্রিকাল, তাই

দেবী নিদ্রামগ্না। আর্তভক্তের প্রয়োজনে দেবীর নিদ্রাভঙ্গ করিলে দেবীর মনে ক্ষুন্নতা থাকা স্বাভাবিক। ভক্তের উদ্দেশ্য দেবীর মনকে ক্ষুন্ন করা নয়, দেবীকে প্রসন্ন করা। তাই তাঁহাকে আগামীদিন পূজার আমন্ত্রনের পূর্বে তাঁহার নিদ্রাবিজড়িত ক্ষুন্ন মনকে তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন করিয়া, নিদ্রার জড়িমা কাটাইয়া স্বস্থানে মনকে ফিরাইয়া আনা এবং বহুবিধ প্রসাধন দ্বারা দেবীর মনের প্রসন্নতা সম্পাদন করা। তাই বোধনের পরেই দেবীর অধিবাসের ব্যবস্থা। এখানে চিন্তা করিতে হইবে, দেবী মৃতা নহেন, বিসর্জিতা নহেন, তাঁহার স্বদেহ হইতে চলিয়া যান নাই, কেবল নিদ্রায় অবচেতন ছিলেন মাত্র। তিনি প্রাণময়ী, তাই তৎক্ষণাৎ অধিবাস করা নিরর্থক নয়। অপর পক্ষে, নব নির্মিত প্রতিমা প্রাণহীনা। প্রাণময় দেহেরই অধিবাস করা যায়। কাজেই নবপ্রতিমাতে আবাহন, চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক্রিয়া সম্প্রাদন না করিয়া অধিবাস করা নিতান্তই নিরর্থক। অধিবাসের পর প্রতিমার নিকট গিয়া যে অধিবাস হয়, তাহা আচারাৎ মাত্র। প্রশ্ন জাগে, প্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মের পূর্বদিবসে দেবতার অধিবাস অধিকতর পুণ্যকর্ম- একথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে কেন। সেখানেও অধিবাসের পূর্বে ঘটস্থাপন করিয়া দেবতার পূজান্তে অধিবাসের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। অনেকে ঘটস্থাপনের পরেই অধিবাস সম্পন্ন করেন। তাহাও যুক্তিসম্মত নয়। ঘটস্থাপন পূজাতেও দেবতার আবাহন কবিরার পরেই অধিবাস করিতে হয়। কারণ -"প্রাণাগমনপূর্বং হি যদধিবাসনং কৃতম্। নিষ্ফলং তদ্ ভবেৎ সত্যং প্রস্তরোপ্তং যথা বীজম্।।" পূর্বেই বলা হইয়াছে- অধ্যুষতে অনেনেতি করণবাচ্যে অধিবাসনম্। অর্থাৎ অধিবাস স্বয়ং করণীয় নয়। অন্যের দ্বারা করণীয়। এজন্যই প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মে সংকল্পকর্তার নান্দীমুখে অধিবাস ত্যাগ করিয়াই করিতে হয়, স্বয়ং অধিবাস করা নিষ্প্রয়োজন।

৪১। কোন বিশেষ কারণে বা রোগাদি অবস্থায় স্বয়ং কার্য্য করিতে অসমর্থ হইলে স্ত্রী, পুত্র, নিজের ভাই, ভাগ্নে, গুরু বা পুরোহিত অথবা জামাতা দ্বারা কার্য্য করিতে হয়। স্বয়ং কার্য্য করিতে সমর্থ হইলে প্রতিনিধি নিয়োগ করিতে নাই। মধুর প্রতিনিধি গুড়, ঘৃতের তিলতৈল, কুশের কাশ, সর্ব্বপুষ্পের দূর্ব্বা বা তণ্ডুল, সর্ব্বদ্রব্যের যব, সর্ব্ব উপচারের জল, সর্ব্ববাদ্যের ঘন্টা।

৪২। **শক্তি গন্ধাষ্টক ঃ রক্তচন্দন, অগুরু, কর্পূর, কৃষ্ণশঠী, কুঙ্কুম, গোরোচনা, গাঠিয়াল ও জটামাংশী।**

শৈব গন্ধাষ্টক ঃ চন্দন, অগুরু, কর্পূর, তমাল, বালা, কুঙ্কুম, কুড়, রক্ত চন্দন।

বিষ্ণু গন্ধাষ্টক ঃ শ্বেতচন্দন, অগুরু, বালা, কুড়, কুঙ্কুম, জটামাংসী, শ্বেতবেড়েলা, দেবদারু। চন্দন বুঝিতে শ্বেত চন্দন কে বোঝায়। সমস্ত গন্ধের মধ্যে চন্দন পবিত্র। চন্দন অপেক্ষা অগুরু শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণঅগুরু তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কুঙ্কুম তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৪৩। বিষ্ণু বিষয়ে তুলসীর মালা, গণেশ বিষয়ে গজদন্ত মালা, ত্রিপুরা বিষয়ে রক্ত চন্দনবীজ মালা ও রুদ্রাক্ষ মালা এবং শিব ও শক্তি বিষয়ে রুদ্রাক্ষ মালা প্রশস্ত। রুদ্রাক্ষের মালায় অন্য স্ফটিকাদি দ্রব্য যোগ করিতে নাই।

৪৪। বিশেষার্ঘ্যে অষ্টাঙ্গদ্রব্য সমর্পণ করিতে হয়। যথা- 'আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি দধি সর্পিঃ সতণ্ডুলা। যবাঃ সিদ্ধার্থকাশ্চৈব অষ্টাঙ্গার্ঘ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।'

৪৫। ভক্তি দ্বারা পূজা হইলে ও কতকগুলি বিধিবদ্ধ আচার বা নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে পূজাকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। যথা- 'যৎ কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য ভক্তি মাত্রেণ পূজয়েৎ। ন তস্য তুর্য্যতে বিষ্ণুঃ আচারাৎ পূজ্যতে যতঃ।।' সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে বীরাচার পশ্বাচারাদিভেদে পূজার প্রকার ভেদে আচার আচরণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, যে কোন একটি মত বা পথকে আশ্রয় করিয়া পূজাকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। যথা- 'পূজা তু বিবিধা প্রোক্তা তাস্বেকতমমাশ্রয়েৎ।।'

৪৬। এই পুস্তকে সঙ্কল্পবাক্যে 'শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য' বলা হয়েছে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-অম্বষ্ঠ-মাহিষ্য ও শূদ্রগণের ক্ষেত্রে 'শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য' বলিতে হইবে।

৪৭। যে ব্যক্তির কণ্ঠে মালা, ললাটে তিলক, মুখে হরিনাম নাই সেই ব্যক্তি ব্রহ্মরাক্ষস। যথা- 'যস্য কণ্ঠে মালা নাস্তি ললাটে নাস্তি তিলকং। মুখে হরিনামো নাস্তি তে নরাঃ ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।।'

৪৮। আচমন করিয়া কর্ম্ম চলা কালিন হাঁচিলে, থুথু ফেলিলে, দন্তে আটক খেলে, মিথ্যা বলিলে, অন্যব্যক্তির সহিত কথা বলিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিতে হয়। কারণ- 'আদিত্য বসবো রুদ্রাঃ, বায়ুরগ্নিশ্চ ধর্ম্মরাট্। বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে নিত্যং তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।।'

৪৯। মন্ত্র হল:- মননং বিশ্ববিজ্ঞানং ত্রাণং সংসার বন্ধনাৎ। ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষাণামাম্ত্রান্ম উচ্যতে।। মননাত্তায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।

৫০। **শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে ভূত শুদ্ধি ঃ**

স্বকীয়ং হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্বুজম্।
ভূতশুদ্ধিমিমাং প্রাহু সর্ব্বাগম বিশারদাঃ।।

৫১। **সামবেদীয় কামস্তুতি ঃ** ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায়াদাৎ, কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্র-মা-বিশৎ। কামেন ত্বা প্রতি গৃহ্নামি, কামৈতত্তে।।

৫২। **যজুর্বেদীয় কামস্তুতি ঃ** ওঁ কোঽদাৎ, কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায়াদাৎ, কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামৈতত্তে।। ওঁ দ্যৌস্ত্বা দদাতু, পৃথিবী ত্বা প্রতি গৃহ্নাতু।। পারস্কর গৃহ্যসূত্রের বৃত্তিতে বিবাহস্থলে অগ্রে ''দ্যৌস্ত্বা'' মন্ত্র পড়িয়া তাহার পরে ''কোঽদাৎ'' মন্ত্র পড়িতে বলা হইয়াছে।

৫৩। এই পুস্তকে অভ্যক্ষণের সময় ত্রিপত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপত্র বলিতে

কুশত্রিপত্র বুঝিতে হইবে।

৫৪। **যাত্রামঙ্গল মন্ত্র ঃ** ওঁ ধেনু-র্বৎস-প্রযুক্তা বৃষ-গজ-তুরগা দক্ষিণাবর্ত্ত-বহ্নি র্দিব্যস্ত্রী-পূর্ণকুম্ভাঃ-দ্বিজ-নৃপ-গণিকাঃ-পুষ্পমালা পতাকা সদ্যো মাংসং (মৎস্যং) ঘৃতং বা দধি-মধু-রজতং-কাঞ্চনং শুক্লধান্যং। দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্ত-কামঃ।।

৫৫। অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা এই তিন ভাগে ভূখণ্ড বিভক্ত। অশ্বক্রান্তার নাম ইষুজাত বর্তমানে ইউরোপ মহাদেশ। রথক্রান্তার নাম অংশুমানক বর্তমানে অফ্রিকা মহাদেশ। বিষ্ণুক্রান্তার নাম অসেচনক বর্তমানে এশিয়া মহাদেশ। যথা—'অশ্বক্রান্তেষু জাতাখ্যো রথক্রান্তা-শুমানকঃ। বিষ্ণুক্রান্তাসেচনক ইতি খণ্ড ত্রয়ান্বিতঃ।' (পদার্থ দীপিকা) ।। ইউরোপ মহাদেশের মানুষ শুক্লবর্ণের, আফ্রিকামহাদেশের মানুষ কৃষ্ণবর্ণের, এশিয়া মহাদেশের মানুষ বিচিত্র বর্ণের হয়। যথা—'ইষুজাতে নরাঃ শুক্লাঃ—(অংশুমানকে) অত্র জাতা নরাঃ কৃষ্ণা—' (পূর্বখণ্ডে)।। '(অসেচনকে) অভিজাতাঃ শাবরাস্তা বিপুলাশ্চিত্রামানবাঃ—।।' (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে)।। বিষ্ণুক্রান্তা অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে বিল্বপত্রের বজ্র সমেত দেবতাদের দিতে হয়। অশ্বক্রান্তায় অর্থাৎ ইউরোপ মহাদেশে বিল্বপত্রের বজ্র ত্যাগ করে দেবতাদের দিতে হয়। রথক্রান্তা অর্থাৎ আফ্রিকা মহাদেশে বিল্বপত্রের বজ্র সমেত অথবা বজ্রত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুযায়ী দেবতাদের দিতে হয়।।

৫৬। **মন্ত্র না বলিয়া কাষ্ঠ(সমিধ) সংগ্রহ করিলে দোষ হয় :-** মন্ত্র লিঙ্গ না জানিয়া যিনি কাষ্ঠ(সমিধ) সংগ্রহ করেন তাহার গৃহযজ্ঞ একশত বৎসরেও অভিলষিত ফল হয় না। যথ— অজ্ঞাত্বা মন্ত্রলিঙ্গানি কাষ্ঠান্যাহরতে হি যঃ। গৃহযজ্ঞৈঃ শতৈর্ব্বর্ষং ন লভেদিষ্টদং ফলম্।। (পরাশর স্মৃতি)

৫৭। দেবতার্চ্চনে পুষ্পের অভাবে পত্র, পত্রাভাবে জল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যথা—'পুষ্পাভাবে চ দেয়ানি পত্রাণি চ জনার্দ্দনে। পত্রাভাবে জলং দেয়ং তেন পুণ্যমবাপ্যতে।। (অষ্টাবিংশতিতত্ত্বে)।।

৫৮। বসন্ত্যাদিরোগে বৈধ কর্ম্ম নিষেধ যথা—

রাজোৎপাতেন্দ্রবত্যাং হি মারিভয়েম্বোপস্থিতে।
তদশৌচ-ব্যতীতে তু কুর্য্যাৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।।

৫৯। কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ বিষয়ে—পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ বিদ্যাবারিধি মহাশয় তাঁর সত্যনারায়ণ পূজা পদ্ধতি পুস্তকে বললেন—বাম করতলে পুষ্প রাখিয়া দক্ষিণ করতল দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া হৃদয়ের নিকট ধরিয়া ধ্যান করিবে।

৬০। একযোগে দুইটি শিবলিঙ্গ পূজা করিতে নাই। যথা—'একীকৃত্য মহেশানি যুগলং ন তু পূজয়েৎ।' 'একৈকং পূজয়েল্লিঙ্গং যুগলং ন তু পূজয়েৎ। দরিদ্রো জায়তে দেবি

যুগলস্য তু পূজনাৎ।।'

একযোগে অনেক শিবলিঙ্গ পূজা করা যাইতে পারা যায়। প্রত্যেককে ও কেবল বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করা যায়। কেবল একত্রে দুইটি শিবলিঙ্গ, দুইটি শালগ্রামশিলা, দুইটি শক্তি ও দুইটি গণেশ পূজা করিতে নাই। যথা—'একীকৃত্য মহেশানি দশ পঞ্চ শতানি চ। প্রত্যেকেনাথবা দেবি বিল্বপত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ।। শিবলিঙ্গদ্বয়ং নার্চ্চ্যং শালগ্রামদ্বয়ন্তথা। শক্তিদ্বয়ং তথা নার্চ্চ্যং গণেশদ্বয়মেব চ।।'

নবগ্রহের কাষ্ঠ সংগ্রহ মন্ত্র :-

সূর্য্য : ওঁ অর্কবৃক্ষ মহাভাগ দিবাকরপ্রিয় স্বরাট্।
মম কার্য্য-বিসিদ্ধ্যর্থং ছেদবাধাং ত্যজ প্রভো।।

চন্দ্র : ওঁ পলাশ বৃক্ষরূপেণ চন্দ্র-তুষ্টিকরঃ সদা।
মম কার্য্যবিসিদ্ধ্যর্থং ছেদবাধাং ত্যজ প্রভো।।

মঙ্গল : ওঁ খদির ত্বং মহাভাগ কুজগ্রহপ্রিয় সদা।
মম কার্য্যবিসিদ্ধ্যর্থং ছেদবাধাং ত্যজ প্রভো।।

বুধ : ওঁ অপামার্গ মহাভাগ বুধ-বিষ্ণু হরপ্রিয়ঃ।
মম কার্য্যবিসিদ্ধ্যর্থং ছেদবাধাং ত্যজ প্রভো।।

বৃহস্পতি : ওঁ অশ্বত্থরূপিন্ ভগবন্ বৃহস্পতি প্রিয়ঃ সদা।
মম কার্য্যবিসিদ্ধ্যর্থং ছেদবাধাং ত্যজ প্রভো।।

শুক্র : ওঁ উড়ুম্বর মহাভাগ শুক্র-ধর্ম্মপ্রিয়ঃ সদা।
মম কার্য্যবিসিদ্ধ্যর্থং ছেদবাধাং ত্যজ প্রভো।।

শনি : ওঁ শমীবৃক্ষ মহাভাগ সপিতৃক শনিপ্রিয়ঃ।
মম কার্য্যবিসিদ্ধ্যর্থং ছেদবাধাং ত্যজ প্রভো।।

রাহু : ওঁ দূর্ব্বেত্বং বিষ্ণুরোমাসি ধর্ম্মার্থ-কামদা সদা।
মম কার্য্যবিসিদ্ধ্যর্থং ছেদবাধাং ত্যজ প্রভো।।

কেতু : ওঁ কুশোঽসি কুশপত্রোঽসি ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরাঃ।
মম কার্য্যবিসিদ্ধ্যর্থং ছেদবাধাং ত্যজ প্রভো।।

শব্দার্থ

অরত্নি ঃ দক্ষিণ হস্তকে নিম্নদিকে প্রসারিত করিয়া কনুই হইতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলি পর্য্যন্ত মাপকে অরত্নি বলে। **অন্বারব্ধ ঃ** বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিলে অন্বারব্ধ হয়। **অক্ষার লবণ ঃ** গব্যদুগ্ধ, গব্যঘৃত, হৈমন্তিক ধান্য, মুগ, তিল, যব, সৈন্ধবলবণ। **অভিষেক ঃ** মন্ত্রপুত জলে স্নান। **আলোচাল ঃ** আতপচাল, অক্ষত। **ইজ্যা ঃ** পূজা, নিজ উপাস্য দেবতার বিবিধ সেবা। **উপবীতী ঃ** দক্ষিণ হস্তের নীচে বামস্কন্ধে ন্যস্ত

যজ্ঞোপবীতের নাম। **উশরী** ঃ বেনামূল। **ঔডুম্বর পাত্র** ঃ তাম্রপাত্র। **কূর্চ্চ** ঃ তৃণ। **কীলক** ঃ খোঁটা। **কুতপ** ঃ দিনের অষ্টম মুহূর্ত, এক মুহূর্ত=৪৮ মিনিট। **কব্য** ঃ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্ন। **কুসীদ** ঃ রক্তচন্দন। **গোমুখ** ঃ জপমালার ঝোলা। **চমস** ঃ যজ্ঞপাত্র ,চামচ, পিষ্টক, মিষ্টান্নবিশেষ। **চিত্তশুদ্ধি** ঃ অপর চিন্তা ত্যাগ করা। **জয়** ঃ আত্মসাৎ করুন অথবা কৃপাকরুন। **দেহলীঃ**- মণ্ডপদ্বারের পুরোবর্ত্তী স্থান। **দেশিক** ঃ পূজক, পথিক,পান্থ, গুরু। **দর্ভ** ঃ কুশ, কাশ, শর, দূর্ব্বা, যব, বল্বজ, সুবর্ণ, রজত, তাম্র। **দধিকরম্ব** ঃ দধিসহ মিষ্টান্ন ভোগ দেওয়া। **নিবীত** ঃ মালার ন্যায় কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞোপবীতের নাম। **নীবার** ঃ উড়িধান। **নিমঞ্জন** ঃ উভয় করতাল দ্বারা গন্ধপুষ্প মর্দন করিয়া বামহস্তে তাহা গ্রহণ পূর্বক মস্তকের চতুর্দিকে ভ্রামিত করিলে নিমঞ্জন করা হয়। **প্রস্ফোটন** ঃ ঝাড়া। **প্রশস্তিপাত্র** ঃ বরণডালা। **প্রাচীনাবীতী** ঃ বামহস্তের নীচে দক্ষিণস্কন্ধে ন্যস্ত যজ্ঞোপবীতের নাম। **প্রৌঢ়পাদ** ঃ আসনের উপর দুইপা রেখে উবু হয়ে বসা। **পারণ** ঃ উপবাস ভঙ্গ করাকে পারণ বলে। **পবিত্র** ঃ প্রাদেশ পরিমিত দুটি সাগ্রকুশপত্রকে পবিত্র বলে। **প্রাদেশ** ঃ প্রসারিত অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী অগ্রভাগ দ্বয়ের ব্যবধানের দৈর্ঘ্য। **পীঠ** ঃ দেবতার আসন। **পাঁচকলাই** ঃ মটর, মুগ, ছোলা, বরবটী ও মাষকলাই। **পুণ্ড্র** ঃ রেখা। **পঞ্চকষায়** ঃ জাম, শিমূল, শ্বেতবেড়েলা, কুল ও বকুল গাছের ছাল সমান মাত্রায় লইয়া একত্রে ভিজাইলে পঞ্চকষার জল হয়। **ব্যাহৃতি** ঃ উক্তি। **ব্রীহি** ঃ শরৎপক্কধান (আউশধান)। **বুধ** ঃ পণ্ডিত। **বিষ্ণুদৈবত** ঃ যাহাদের স্বতন্ত্র অধিপতি উক্ত হইয়াছে এবং যাহাদের অধিপতি উক্তহয় নাই সেই সমুদয় বস্তুকে বিষ্ণুদৈবত বলে। **বীজমন্ত্র** ঃ যে মন্ত্র জপ করিলে বর্ণশক্তির প্রভাবে হৃৎপদ্মে দেবতার আভির্ভাব হয়। **বিকির** ঃ খই, চন্দন, শ্বেতসরিষা, যজ্ঞীয় ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ, চাল মিশ্রিত করিয়া বিকিরণ করিতে হয়। এইগুলি বিঘ্নসমূহের নাশক বলিয়া বিকির নামে কথিত হইয়াছে। **ভূপুর** ঃ চতুঃকোণ রেখা। **মেখলা** ঃ প্রাচীর। **মূলমন্ত্র** ঃ যে মন্ত্রের প্রভাবে হৃৎপদ্মে দেবতা স্থিতিলাভ করেন। **রোচনা** ঃ গোরোচনা। **রোগহর** ঃ হরীতকী। **রোগদ** ঃ গুড়। **লঘুপত্র** ঃ তেজপাতা। **শীতল দেওয়া** ঃ জলপানীয় ভক্ষ্যদ্রব্য দেওয়া। **সমিধ** ঃ যজ্ঞের কাষ্ঠ। **সিদ্ধার্থ** ঃ শ্বেতসরিষা। **সূর্প** ঃ কুলা। **সুরদারু** ঃ দেবদারু। **স্বস্তিক** ঃ ঘৃতাক্ততণ্ডুল। **সপ্তমৃত্তিকা** ঃ অশ্বশালা, গজশালা, বল্মীক, চতুষ্পথ, রাজদ্বার, গোষ্ঠ এবং নদীতীরস্থ মাটি। **সকলীকরণ** ঃ দেবতার বিগ্রহে ষড়ঙ্গ ন্যাস করাকে সকলীকরণ বলে। **ক্রমুক** ঃ সুপারি। **হব্য** ঃ দেবোদ্দিষ্ট অন্ন। **আধ্যাত্মিক** ঃ শারীরিক, মানসিক, বিপদ ও রোগাদি। **আধিদৈবিক** ঃ দৈব বিপদ, আকস্মিক প্রকৃতিক ঘটনাদি। **আধিভৌতিক** ঃ হিংস্র প্রাণিগণ কর্তৃক হিংসাদি। **স্বাধ্যায়** ঃ বেদাধ্যয়ণ, শুদ্ধভক্তির অনুকূল শাস্ত্রানুশীলন। **তাড়ণ**-আঘাত। **লাক্ষা** -গালা।

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কৌমুদী

প্রয়োগবিধি ঃ কর্ম দিবসে প্রাতঃকৃত্য (মল মূত্র ত্যাগ দন্তধাবন স্নান ও প্রাতঃসন্ধ্যা) সমাপন করতঃ নববস্ত্র বা পরিস্কৃত বস্ত্র ত্রিকচ্ছ করিয়া নিম্নমন্ত্রে পরিধান করিবেন ঃ ওঁ পরিধাস্যৈ যশোধাস্যৈ দীর্ঘায়ুত্বায় জরদৃষ্টিরস্মি। শতঞ্চ জীবামি শরদ ঃ পুরুচীরায় স্মোষমভিসংব্যয়িষ্যে।। বাস্তুমধ্যে বা গৃহমধ্যে চারিহাত

বস্ত্রপরিধান ঃ ত্রিকচ্ছ (বাম কোমর, পৃষ্ঠ ও নাভি) করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবেন। পুরুষদের কোঁচার খুঁট নাভির নিকট, বামদিকের কসি অধোমুখে গুঁজিবে এবং স্ত্রীলোকেরা নাভির নিকট খুঁট দক্ষিণ পৃষ্ঠে ও বাম কসি গুঁজিয়া বস্ত্র পরিধান করিবেন। উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিবেন। "বামপৃষ্ঠে তথা নাভৌ কক্ষত্রয়মুদাহৃতম্। এভিঃ কক্ষৈঃ পরিধত্তে যো বিপ্রঃ স শুচিঃ স্মৃতঃ।। উত্তরীয় ধারণঞ্চোপবীতবৎ।" উত্তরীয় বস্ত্র এক জাতীয় হওয়া উচিত। উত্তরীয় বস্ত্র উপবীতের মত ধারণ করিতে হয়। সর্বত্র যুগ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। **আর্দ্রবস্ত্র ও একখানি বস্ত্র পরিধান করিতে নাই**—"গোভিলগৃহ্যে নার্দ্রপরিদধীত, নৈকং পরিদধীতঃ।।" মহাভারতে সেলাই করা বস্ত্র পরকীয় বস্ত্র মুষিকদষ্ট ও জীর্ণ, রজকধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া শান্তিকার্য্য (দৈব বা বৈধকর্ম) করিতে নিষেধ আছে। যথা—"ন স্যূতেন ন দগ্ধেন পারক্যেণ বিশেষতঃ। মুষিকোৎ কীর্ণ জীর্ণেন কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।।" সর্বত্র ধৌতশুভ্র বস্ত্র প্রশস্ত। নাভি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত না হইলে সেই বস্ত্র পরা উচিত নয়। জলে শুকনোবস্ত্র এবং স্থলে আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া জপ পূজাদি করিতে নাই। জামা গায়ে দিয়া দৈব্য ও বৈধ্য কর্ম করিতে নাই। সধবা স্ত্রীলোক লাল রঙের বস্ত্র, কুমারী ও বিধবা সাদা বস্ত্র পরিধান করিবেন। যথাঃ ধারয়েৎ রক্তবস্ত্রাণি নারীচেৎ পতিসংযুতা। বিধবা ন চ রক্তানি কুমারী শুক্লবাসসী।। (মৎস্যপুরাণ)।। **আহত বস্ত্র ঃ** শুকনো, ধৌত, নূতন, সাদা ও অব্যবহৃত এবং দশাযুক্ত বস্ত্রকে আহত বস্ত্র বলে। আহত বস্ত্র পরিধান করিয়া দৈব—পৈত্রাদি কার্য্য করিতে হয়। যথা—'ঈষদ্ধৌতং নবং শুক্লং সদশং যন্ন ধারিতম্। আহতং তদ্বিজানীয়াৎ সর্ব্বকর্মসু পাবনম্।। (ইষৎ সূক্ষ্মং)।। **পট্টবস্ত্রের শুদ্ধতা ঃ** ছিন্ন বাসেন চার্ব্বঙ্গি ন কিঞ্চিৎকারয়েৎ বুধঃ। সদা শুদ্ধং ক্ষৌমবাসঃ তদভাবেতু সৌত্রকম্।। **সূচীবিদ্ধবস্ত্র পরিধান নিষেধ** :—'সূচীবিদ্ধেন বস্ত্রেন আখুদষ্টেন বা দ্বিজঃ। কটিশূন্যেন দেবেশি সর্ব্বং স্নানফলং হরেৎ (মাৎস্যে)।। **পদধৌতের আবশ্যককতা ঃ** ন বিপ্র পাদোদক কর্দ্দমানি, ন বেদমন্ত্রৈর্ধ্বনি গর্জ্জিতানি। স্বাহা-স্বধা-পদ-বিবর্জ্জিতানি। শ্মশান তুল্যানি গৃহাণি তানি।। **পদ ধৌতের দিক নির্নয় ঃ** দিনের বেলায় পূর্বমুখে ও রাত্রিতে উত্তরমুখে পদধৌত করিতে হয়। পিতৃকার্য্যে দক্ষিণমুখে ও দৈবকার্য্যে উত্তরমুখে পদধৌত করার বিধি আছে। যথা—প্রথমং প্রাঙ্মুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েচ্ছনৈঃ। উদঙ্মুখো বা দৈবত্যে পৈতৃকে দক্ষিণামুখঃ।। (দেবলঃ)। দিবা পূর্বমুখো ভূত্বা রাত্রৌ কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।। **বেদভেদে পদধৌতের নিয়ম ঃ** সামবেদীয় ব্রাহ্মণেরা প্রথমে বামপদ পরে দক্ষিণপদ ধৌত করিবেন। যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মনেরা প্রথমে দক্ষিণপদ ও পরে বামপদ ধৌত করিবেন। যথা—'সব্যং প্রক্ষাল্য দক্ষিণং ততঃ প্রক্ষালয়েদিতি।। যজুর্বিদাস্তু দক্ষিণ পাদ প্রক্ষালনানন্তরং বামপাদ প্রক্ষালনমিতি।' সামে বামে ঋকে বামে যজুর্দ্দক্ষিণমেব চ। অথর্ব্বোভয় পাদস্তু পাদধৌতং বিধীয়তে।। **কাংস্যপাত্রে পদধৌত নিষেধ ঃ** কাংস্যপাত্রে ও কাংস্যপাত্রের জলে

দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও চারি অঙ্গুলি উচ্চতা বিশিষ্ট বেদি নির্মাণ করিয়া বেদির উপর গোময়লিপ্ত করত কর্মের সাক্ষী প্রদীপ নিম্নমন্ত্রে প্রজ্বলিত করিবেন—

প্রদীপ-প্রজ্জ্বলনমন্ত্র ঃ

ওঁ শুভং ভবতু কল্যাণমারোগ্যং পুষ্টি-বর্দ্ধনম্।
আত্মতত্ত্ব-প্রবোধায় জ্যোতিরূপ নমোঽস্তুতে।।
হে দীপ জ্যোতি-রূপস্ত্বং কর্মসাক্ষিহ্য-বিঘ্নকৃৎ।
যাবৎ কর্ম-সমাপ্তি স্যাৎ তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব।।

বেদির চারিকোণে দ্বারঘট কলাগাছ বেদির উপর চন্দ্রাতপ বনমালা ফুলের মালা প্রভৃতির দ্বারা যজ্ঞমণ্ডপের ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া বেদির ঈশান কোণে পঞ্চগুঁড়িকা দ্বারা স্বল্প সর্বতোভদ্রমণ্ডল বা সর্বতোভদ্রমণ্ডল (বরুণ/শান্তি ঘট) অঙ্কন করত দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাস্য করিয়া পঞ্চগুঁড়িকা দ্বারা সর্বতোভদ্রমণ্ডল (চণ্ডী-ঘট) করিতে হইবে। অতঃপর শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা বেদিশোধন ও বিতান শোধন করিয়া সর্বতোভদ্রমণ্ডলস্থ অষ্টদল পদ্মমধ্যে ধান্য বা পঞ্চশষ্য দিতে হইবে। অতঃপর এই অষ্টদলপদ্মমধ্যে ঘটস্থাপন করিবেন ঐ ঘটের জলমধ্যে সর্ব্বৌষধি মহৌষধি সপ্তমৃত্তিকা

পদধৌত করা উচিত নয়। যথা- 'ন পাদৌ ধাবয়েৎ কাংস্যে কদাচিদপি ভাজনে। ন ভিন্নভাণ্ডে ভুঞ্জীত ন ভাবপ্রতিদূষিতে।। (মনুসংহিতা- ৪র্থ অধ্যায়/শ্লোক ৬৫)।।'গণ্ডূষং পাদশৌচঞ্চন যঃ কুর্য্যাৎ কাংস্যভাজনে। ভস্মনা শুধ্যতে কাংস্যে তাম্রমম্লেন শুধ্যতি।' (অঙ্গিরঃ সংহিতা- ১ম অধ্যায়/৪১ শ্লোক)।। **পদধৌতের পর অধিকগমন করলে পুনরায় পদধৌত করিতে হয়।** যথা—'পঞ্চসপ্তপদং বাপি পাদধৌতোত্তরং যদি। অতিরিক্ত পদং গচ্ছেৎ পুনর্ধৌতং বিধীয়তে।। (স্মৃতি)।। **প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিবার কারণ ঃ** কলির মধ্যভাগে ব্রহ্মার রাত্রিকাল, সেইহেতু অন্ধকারকে বিনাশ করার জন্য অগ্নি সাক্ষী রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়। যথা—'কলৌতু মধ্যভাগেচ ব্রহ্মনিশা নিমিত্তক। তস্মাদ্ অগ্নিকৃত সাক্ষী কর্ম কুর্য্যাৎ যথাবিধি।। দীপশিখা কলিকাভং ব্রহ্মজ্যোতি সনাতনি। তং দৃষ্ট্বা হৃষ্টচিত্তা চ দেব পিতৃগণাদয়ঃ। অতএব মহেশানি দীপাগ্রে কুরুতে ক্রিয়া।।' **প্রদীপের দিক নির্ণয় ঃ**—দেবপূজায় দেবালয়ে পূর্ব ও উত্তর মুখে এবং পিতৃকার্য্যে দক্ষিণমুখে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিতে হয়। যথা—'প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখং দীপং দেবাগারে দ্বিজালয়ে। কুর্য্যাৎ যাম্যমুখং পৈত্র্যে অদ্ভিঃ সঙ্কল্প্য সুস্থিরম্'।। (নির্ণয়সিন্ধু)।। **স্বল্পসর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডল ঃ** কর্ত্তার হস্ত প্রমাণ চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, তাহাকে প্রত্যেক দিকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিয়া রেখা করিবেন। তাহা হইলে ১৪৪ টি কোষ্ঠ হইবে। মধ্যবর্তী ৩৬টি কোষ্ঠে অষ্টদলপদ্ম ও তাহার বাহিরে এক পঙ্‌ক্তিতে পীঠ করিবেন। ইহাতে বীথি নাই। দ্বার ও শোভা করিতে হইবে। উপশোভা থাকিবে না এবং প্রত্যেক দিকের অবশিষ্ট ছয়টি কোষ্ঠে কোণ হইবে। যথা—চতুরস্রাং ভুবং ভিত্ত্বা দিগ্‌ভ্যো দ্বাদশধা সুধীঃ। পাতয়েৎ তত্র সূত্রাণি কোষ্ঠানাং দৃশ্যতে শতম্। চতুশ্চত্বারিংশদাঢ্যং, পশ্চাৎ

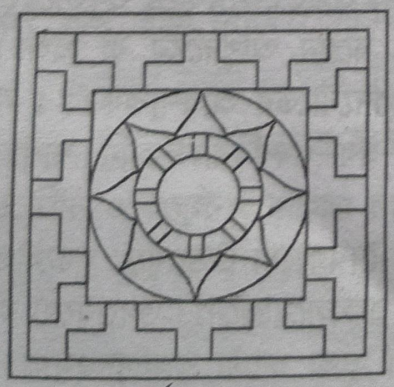

স্বল্পসর্বতো ভদ্র মণ্ডল

পঞ্চরত্ন নবরত্ন (অভাবে যব)পঞ্চপল্লব দিয়া তদুপরি পাত্রে অক্ষত (আতপচাল) সষীশ্ডাব ও ঘটের হৃদয়দেশে সিন্দূর দিয়া স্বস্তিক বা পুতুল অঙ্কন এবং ফলে ও পল্লবে সিন্দূর দিবেন। ঘটের সর্ব্বাঙ্গে দধি ও আতপচাল লেপন করিয়া ঘটের গলায় তেতার রাঙ্গা সূতা দিয়া দূর্বা ও অল্তাপাতা বাঁধিবেন। ঘটের গলায় একটি বস্ত্র বাঁধিয়া অন্যএকটি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া তৎপরে পুষ্পাদি দ্বারা শোভিত করিয়া সম্মুখে দর্পণ দিবেন (মৃন্ময়প্রতিমাস্থলে)। তীর ও সূত্র বেষ্টন করিবেন। সমুখস্থ পূর্বদিকে শালগ্রাম শিলা ও উত্তরাভিমুখে পার্থিব শিবলিঙ্গ স্থাপনান্তে পুষ্পপাত্র নৈবেদ্যাদি নানাবিধ আয়োজন করিয়া ধূপ দীপ প্রজ্বলিত ও শঙ্খধ্বনি ঘণ্টা বাজানোর পর লোকাচার বশতঃ করজোড়ে অনুমতি বাক্য পাঠ করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন।

অনুমতি প্রার্থনা ঃ **ওঁ গুরুর্নারায়ণো বিপ্রা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাস্তথা।**
দেশঃ সর্বেহ্যনুজ্ঞেয়াঃ শান্তি-কর্ম করোম্যহম্।।
আজ্ঞাপয়ন্তু নো দেবা গুরুর্ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাঃ।
গোত্রিণো বান্ধবা যে চ যে চান্যে শুভকাঙ্ক্ষিণঃ।।

শ্রীশ্রী গুরুদেব ইষ্টদেবদেবীও বিঘ্ননাশক গণেশকে স্মরণ করিয়া কর্ম্মারম্ভ (আসনে উপবেশন) করিবেন।

ষট্ত্রিংশতাম্বুজম্। কোষ্ঠৈঃ প্রকল্পয়েৎপীঠং পঙ্ক্ত্যা নৈবাত্র বীথিকা। দ্বারশোভে যথাপূর্ব্ব-মুপশোভা ন দৃশ্যতে।। অবশিষ্টৈ পদৈঃ কুর্য্যাৎ ষড়ভিঃ কোণানি তন্ত্রবিৎ। বিদধ্যাৎ পূর্ব্ববচ্ছেষমেবং বা মণ্ডলং ভবেৎ।। **পঞ্চ গুণ্ডি কা ঃ** পীতং হরিদ্রা চূর্ণং স্যাৎ সিতং তণ্ডুল সম্ভবম্। কুসুমচূর্ণমরুণং কৃষ্ণং দগ্ধপুলাকজম্। বিল্বাদিপত্রজং শ্যামমিত্যুক্তং বর্ণ পঞ্চ কম্।। হরিদ্রা চূর্ণ পীতবর্ণ, তণ্ডুলচূর্ণ শ্বেতবর্ণ, কুসুম পুষ্পচূর্ণ (তদভাবে আবির) অরুণ (রক্ত) বর্ণ, আগড়া পোড়া কৃষ্ণবর্ণ, বিল্বপত্র চূর্ণ শ্যামবণ। **পঞ্চ গুণ্ডি কার পবিত্রতা ঃ** মধুকৈটভ দৈত্যের মেদ থেকে পৃথিবী জন্ম নিয়ে দুষিতা হয়েছেন। তাহা শুচি করার জন্য পঞ্চ গুঁণ্ডিকা দ্বারা আসন করে ধান দিয়ে ঘট স্থাপন করিতে হয়। যথা 'মধুকৈটভ মেদেষু দুষিতা মেদিনী যতঃ। শুদ্ধ য়েৎ মণ্ডলাং ঘটঞ্চ স্থাপয়েৎ বুধঃ।।' **পদ্ম বিষয়ে বিশেষ বিধি ঃ** বৈষ্ণবীয় পূজায় শুক্লবর্ণ, শক্তিপূজায় রক্তবর্ণ, শিবপূজায় পীতবর্ণ এবং সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠা কার্য্যে শুক্লবর্ণ পদ্ম করিতে হয়। যথা—পঙ্কজং শুক্লবর্ণেন বৈষ্ণবে যাগকর্ম্মণি। শক্তিযাগে তু রক্তং স্যাৎ শৈবে পীতং বিনির্দ্দিশেৎ। প্রতিষ্ঠাসু চ সর্ব্বাসু শুক্লমেব বিনির্দ্দিশেৎ।। **অষ্টদলপদ্মের বর্ণ নির্ণয় ঃ** কর্ণিকাং পীতবর্ণেন কেশরাণ্যরুণেন চ। শুক্লবর্ণেন (শক্তি বিষয়ে রক্তবর্ণেন) পত্রাণি তৎসন্ধীন্ শ্যামলেন চ।। **আসনে বসিবার নিয়ম ঃ** দৈবকার্য্যে দক্ষিণ পদের উপর বামপদ এবং পিতৃকার্য্যে বামপদের উপর দক্ষিণপদ রাখিয়া কার্য্য করিতে হয়। যথা—নৈতৎ দ্বিহস্ততো দীর্ঘং সার্দ্ধহস্তান্ন বিস্তৃতম্। ন এ্যঙ্গুলাৎ সমুচ্ছায়ং পূজা কর্মণি সংগ্রহে।। **সংকল্প কর্তার পত্নীর উপবেশন বিধি ঃ** জীবদ্ভর্ত্তরি বামাঙ্গী মৃতে বাপি সদক্ষিণঃ। শ্রাদ্ধে যজ্ঞে বিবাহে চ ভর্তুর্দক্ষিণতঃ সদা।। (রঘুনন্দন সংস্কার তত্ত্ব)।। শান্তিকেষু চ সর্ব্বেষু প্রতিষ্ঠোদ্যাপনাদিষু। বামে তূপবিশেৎ পত্নী ব্যাঘ্রস্য বচনং যথা।। (ব্যাঘ্রমুনি)।। **রজস্বলাশৌচঃ** রজোদর্শনের দিন হইতে তিনদিন অশুচি। চতুর্থ দিনে কোন কর্ম করিতে পারিবে না। পঞ্চমদিনে সকল কর্মে অধিকারিণী হইবে। সতেরো দিনের মধ্যে পুনরায় ঋতুমতী হইলে অশুচি হইবে না। আঠারো দিনে হইলে একদিন, উনিশ দিনে দুইদিন, বিশ

জল পবিত্র করণ ঃ অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা জলে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ বজ্রোদকে হুঁফট্ স্বাহা।

মন্ত্রস্নানে নিজদেহ-শুদ্ধিঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূশ জল লইয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি।।
শ্রদ্ধয়া ভক্তি সম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্।।
ওঁ গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।।
পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বপাপ হরো হরিঃ।।

অতঃপর ওঁ গঙ্গা, ওঁ গঙ্গা, ওঁ গঙ্গা বলিয়া মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে জল ছিটাবেন।

তিলক ধারণ ঃ যাহাদের পিতা বর্তমান তাহারা কেবল কপালে একটি মাত্র তিলক ধারণ করিবেন। আর যাহাদের পিতা অবর্তমান তাহাদের দ্বাদশটি

দিনে আগের মতো অশুচি হইবে। রজস্বলাশৌচে স্বামীর পূরকপিণ্ড দান করা যাইবে। স্বামীর সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ দিনে শ্রাদ্ধকারিণী রজস্বলা হইলে রজোদর্শনের পঞ্চম দিনে স্বামীর শ্রাদ্ধ করিবে। **গর্ভকালীন অশৌচ ঃ** গর্ভবতী স্ত্রী পঞ্চম মাসের পর হইতে, দৈব বা পিতৃকার্য্য করিতে পরিবে না। এমতাবস্থায় গুরু বা পুরোহিত সংকল্প করিয়া কার্য্য করিতে পরিবেন। যথা ঃ পঞ্চমাসাধিকে গর্ভে গর্ভিণ্যা পচ্যতে যদি। হব্যং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কব্যঞ্চ পিতরস্তথা।। (যতি ধর্ম্ম)।। **কালাশৌচে নিষিদ্ধ কর্ম্মাদিঃ** অন্যশ্রাদ্ধং পরান্নঞ্চ গন্ধমাল্যঞ্চ মৈথুনং। বর্জয়েৎ গুরুপাতে হি যাবৎ পূর্ণো ন বৎসরঃ।। (দেবীপুরাণ)।। **অশৌচ অবস্থায় অশুচির নিকট হইতে কোন কোন দ্রব্য গ্রহনীয় ঃ** জন্ম ও মৃতাশৌচে দ্বারা অশুচি ব্যক্তির স্পর্শকরা লবণ, মধু, মাংস, পুষ্প, মূল, ফল, শাক, কাষ্ঠ, তৃণ, জল, দধি, ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল, ঔষধি, চর্ম, ছক্তু (ছাতু), খই ও তণ্ডুলাদিদ্রব্য এবং পণ্যাপণ্য দ্রব্য গ্রহণে দোষ হইবে না। যথা—'লবণে মধুমাংসে চ পুষ্পমূল ফলেষু চ। শাক কাষ্ঠ তৃণেষ্বপ্সু দধিসর্পিঃ পয়ঃ সু চ। তৈলৌষধ্যজিনে চৈব পক্বাপক্বে স্বয়ং গৃহে। পণ্যেষু চৈব সর্বেষু নাশৌচং মৃতসুতকে। পক্বং শক্তু লাজাদি, অপক্বং তণ্ডুলাদি।' এই সকল বস্তুগুলির গ্রহণ স্থান-কাল-পাত্রানুসারে হওয়া উচিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। **তিলকের আবশ্যকতা ঃ** স্নানংসন্ধ্যা পঞ্চযজ্ঞান্ পৈত্রং হোমাদিকর্ম যঃ। বিনা তিলক দর্ভাভ্যাং কর্মাণি নিস্ফলং ভবেৎ। (পদ্মোত্তর খণ্ড)। মাটি, চন্দন বা ভস্ম দিয়া তিলক করিবেন এই সমস্ত দ্রব্যের অভাব হইলে জল দিয়ে তিলক করিবেন। যে কোন

তিলক ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু তন্ত্রোক্ত বিষয়ে এর কোন নিয়ম নাই, তন্ত্রোক্ত পূজায় তন্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে তিলক ধারণ করিবেন।

চন্দন দ্বারা তিলক ধারণের মন্ত্র ঃ

ওঁ কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু।।
ওঁ কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্।।

শাক্তগণের তিলক ধারণবিধি ঃ শাক্তগণ কুঙ্কম অথবা রক্তচন্দন দ্বারা কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটি রেখা অঙ্কিত করিয়া সকলের উপরের রেখায় একটি সিন্দূর বিন্দু দিবার সময় ইষ্টমন্ত্র বলিবেন। এবং তাহার মধ্যে ইষ্টমন্ত্র এমনভাবে লিখিবেন, উহা যেন অন্য কেহ পড়িতে না পারে। তাহার পর বক্ষ

পূজায় চন্দনের তিলক প্রশস্ত। শক্তি পূজা বিষয়ে রক্তচন্দন, বিষ্ণুপূজা বিষয়ে শ্বেতচন্দন ও শিবপূজা বিষয়ে ভস্ম তিলক প্রশস্ত। সধবারা কেবল কপালে (ললাটে) গোলাকৃতি সিন্দূর পরিবেন। **তিলকের দ্রব্য ঃ** ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা কুর্য্যাত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা সদা। তিলকং বৈ দ্বিজাঃ কুর্যুশ্চন্দনেন যথেচ্ছয়া।। **শাস্ত্রে মাঙ্গলিক কর্মে গোপীচন্দনের তিলক ধারণে নিষেধ করেছেন।** যথা—"অব্যঙ্গে সুতকেচৈব মৃতাহে পুত্র জন্মনি। মাঙ্গল্যেষু চ সর্ব্বেষু ন ধার্য্যং গোপীচন্দনং।।" **তিলকধারন-বিধি ঃ** ব্রাহ্মণগণ নাসিকার মূল হইতে কেশপর্যন্ত সচ্ছিদ্রঊর্দ্ধপুণ্ড্র দীপশিখার ন্যায় তিলক ধারণ করিবেন। ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি, বৈশ্য একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি, স্ত্রী ও শূদ্রগণ ললাটে (কপালে) তিলক ধারণ স্থানে গোলাকার তিলক ধারণ করিবেন। "ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়শ্চ ত্রিপুণ্ড্রকম্। অর্ধচন্দ্রঞ্চ বৈশ্যশ্চ বর্ত্তুলং শূদ্রজাতিষু। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা সদা। তিলকং বৈ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ চন্দনেন ,যদৃচ্ছয়া"।। বৈষ্ণবেরা হরিমন্দিরের ন্যায় তিলক ধারণ করিবেন। **তিলক ধারণে অঙ্গুলি নির্ণয় ঃ** "অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিপ্রদা, মধ্যমা আয়ুষ্করী, অনামিকা অর্থপ্রদা, তর্জ্জনী মুক্তি দায়িনী।।" কনিষ্ঠা অঙ্গুলি বাদে যে কোন অঙ্গুলিতে তিলক ধারণ করা যাবে। **তিলক ধারণের স্থান নির্ণয় ঃ** "মূর্দ্ধি ললাটে কণ্ঠে চ একৈকং বাহুমূলয়োঃ। হৃদিনাভৌ তথাপৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ দ্বয়ম্ দ্বয়ম্।।" যথা—মস্তকে, কণ্ঠে, ললাটে, অগ্রে, দক্ষিণ বাহুমূলে পশ্চাৎ বামবাহুমূলে, হৃদয়ে, নাভিদেশে, পৃষ্ঠে, দুইপার্শ্বে দুইটি ফোঁটা দিবেন। আবার মৎস্যসূক্তে দেখা যায়—"ললাটে প্রথমং দধ্যান্মূর্দ্ধি দধ্যাত্ততো হৃদি। কণ্ঠে চ শ্রোত্রয়োর্বাহ্বো র্বাহুমূলদ্বয়েঽপি চ।। নাভৌ পৃষ্ঠে চ সংদধ্যাৎ পার্শ্বয়োশ্চ যুগং যুগং। তিলকানি লিখেচ্চৈব মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ।।" অর্থাৎ ললাটে, মস্তকে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, দুইকর্ণে, দুই বাহুতে, দুইবাহু মূলে, নাভিতে, পৃষ্ঠে এবং দুইপার্শ্বে দুটি দুটি করে তিলক ধারণ করার নির্দেশ দেওয়া আছে।

দেশে পদ্মের ন্যায় তিলক অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে 'হ্রীং' বীজ লিখিবেন। পরে অন্যান্য নির্দিষ্ট স্থানে কুঙ্কুম অথবা চন্দন দ্বারা তিলক ধারণ করিবেন।

বিষ্ণুপূজাবিষয়ে (বৈষ্ণবতিলক) ধারণমন্ত্রঃ ললাটে—**কেশবায়নমঃ।** উদরে—**নারায়ণায় নমঃ।** বক্ষস্থলে—**মাধবায় নমঃ।** কণ্ঠে—**গোবিন্দায় নমঃ।** দক্ষিণপার্শ্বে—**বিষ্ণবে নমঃ।** দক্ষিণ বাহুতে—**মধুসূদনায় নমঃ।** দক্ষিণ স্কন্ধে—**ত্রিবিক্রমায় নমঃ।** বামপার্শ্বে—**বামনায় নমঃ।** বামবাহুতে—**শ্রীধরায় নমঃ।** বামস্কন্ধে—**হৃষীকেশায় নমঃ।** পৃষ্ঠে—**পদ্মনাভায় নমঃ।** কটিদেশে—**দামোদরায় নমঃ।** অতঃপর হস্তপ্রক্ষালিত জল **'নমো বাসুদেবায় নমঃ'** মন্ত্রে মস্তকে ধারণ করিবেন।

শূদ্র তিলক ধারণ মন্ত্রঃ ললাটে—**কেশবায় নমঃ।** কণ্ঠে—**পুরুষোত্তমায় নমঃ।** নাভিতে—**নারায়ণায় নমঃ।** হৃদয়ে—**মাধবায় নমঃ।** দক্ষিণপার্শ্বে—**গোবিন্দায় নমঃ।** বামপার্শ্বে—**ত্রিবিক্রমায় নমঃ।** মস্তকে—**বিষ্ণবে নমঃ।** দুইকর্ণে—**মধুসূদনায় নমঃ।** ভ্রূমধ্যে—**হৃষীকেশায় নমঃ।** পৃষ্ঠে—**পদ্মনাভায় নমঃ।** দক্ষিণবাহুমূলে—**বাসুদেবায় নমঃ।** বামবাহুমূলে—**দামোদরায় নমঃ।** কটিদেশে—**শ্রীধরায় নমঃ।** দক্ষিণস্কন্ধে—**ত্রিবিক্রমায় নমঃ।** অতঃপর হস্ত প্রক্ষালিত জল **'নমো বাসুদেবায় নমঃ'** মন্ত্রে মস্তকে ধারণ করিবেন।।

শিবপূজা বিষয়ে তিলক-ধারণ বিধি ঃ ভস্মদ্বারা ললাটে ত্রিপুণ্ড্র করিতে হয়, ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র যজ্ঞাবশেষ ভস্মদ্বারা অথবা বৃষগোময় ভস্ম দ্বারা কর্তব্য। অনেক স্থলে ভস্মের পরিবর্তে বিভূতির ব্যবহার প্রচলিত আছে।

শিখাবন্ধন ঃ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আড়াই পেঁচ দিয়া শিখা বন্ধন করিবেন। আর যাহাদের শিখা নাই তাহারা শিখাস্থান স্পর্শ করিয়া মন্ত্র বলিবেন।

বৈষ্ণবপক্ষে তিলক ধারণ ঃ ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে। বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে পার্শ্বে বাহৌ চ মধুসূদনম্। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে। শ্রীধরং বামবাহৌ চ হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে। পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ। তৎপ্রক্ষালণ-তোয়েন বাসুদেবঞ্চ মূর্দ্ধণি।। **শূদ্র পক্ষে তিলকধারণ ঃ** ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমম্। নাভৌ নারায়ণং চৈব হৃদয়ে মাধবং তথা। গোবিন্দং দক্ষিণে পার্শ্বে তথা বামে ত্রিবিক্রমম্। ঊর্দ্ধে চ চিন্তয়েৎ বিষ্ণুং কর্ণয়োর্মধুসূদনম্। ভ্রূবোর্মধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠকে। বাহুমূলে বাসুদেবং সব্যে দামোদরং ন্যসেৎ।। **ত্রিপুণ্ড্র বিনা পূজা করিলে অধঃগত হয় ঃ** যথা—"শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি যো বা স্যাদন্যঃ পূজকঃ। ত্রিপুণ্ড্রেন বিনা পূজাং কুর্বাণো যাত্যধোগতিম্।।" **শিখাবন্ধনের আবশ্যকতা ঃ** "স্নানে দানে জপে হোমে সন্ধ্যায়াং দেবতার্চনে। শিখাগ্রন্থিং বিনা কর্ম ন কুর্য্যাদ্বৈ কদাচন"।। "স্নানে চ ভোজনে চৈব তথা মূত্রপুরীষয়োঃ। মৈথুনে চ শবস্কন্ধে

ব্রাহ্মণগণের শিখাবন্ধন মন্ত্র ঃ

ওঁ সহস্রারে হুং ফট্।
ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষরক্ষ হুং ফট্ স্বাহা।
ওঁ ঊর্দ্ধকেশি বিরূপাক্ষি মাংসশোণিতভোজনে।
তিষ্ঠ দেবি শিখামধ্যে চামুণ্ডে চাপরাজিতে।।
চিদ্রূপিণি! মহামায়ে! দিব্য-তেজঃ-সমন্বিতে।
তিষ্ঠ দেবি শিখামধ্যে, তেজোবৃদ্ধিং কুরুষ্ব মে।।

স্ত্রী ও শূদ্রের শিখাবন্ধন মন্ত্র ঃ

নমো ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম-সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্।।

কুশাহরণ মন্ত্র ঃ ওঁ কুশোঽসি কুশপত্রোঽসি ব্রহ্মণা নির্মিতঃ পুরা।
মমকার্য্য বিশুদ্ধ্যর্থং ছেদবাধাং ত্যজ প্রভো।।

কুশধারণ মন্ত্র ঃ নিম্ন মন্ত্রে বামহস্তে অনামিকাতে কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিবেন—অস্য বটুধারণ মন্ত্রস্য মহাবামদেব ঋষির্বিরাড়্ গায়ত্রীচ্ছন্দো বটু র্দেবতা বটুগ্রহণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ত্বং ব্রহ্মা, ত্বঞ্চ বিষ্ণুশ্চ, ত্বং রুদ্রস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমেব ভগবন্দেব বটুদেব নমোঽস্তুতে।।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং বিবস্রং বং বটুকায় নমঃ।

দক্ষিণ হস্তের অনামিকাতে কুশাঙ্গুরীয় ধারণঃ

ওঁ বিরিঞ্চিনা সহোৎপন্নঃ পরমেষ্ঠিনিসর্গজঃ।
নুদঃ সর্ব্বাণি পাপানি দর্ভ স্বস্তিকরো ভব।।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে খণ্ডকুশ ধারণ করিয়া আচমন করিবেন।

শিখাং ষট্সু বিবর্জয়েৎ"।। গায়ত্র্যা তু শিখাং বদ্ধা নৈঋত্যাং ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ। জূটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততো কর্ম্ম সমাচরেৎ।। **মুক্ত শিখাতে দোষ**—শিরঃ প্রাবৃত্য কণ্ঠং বা মুক্ত কচ্ছ শিখোঽপিবা। অকৃত্বাপাদয়োঃ শৌচমাচান্তোঽপ্যশুচি র্ভবেৎ।।" **কুশধারণের আবশ্যকতা** ঃ স্নানে হোমে দানকার্য্যে বেদপাঠে পিতৃতর্পণে দুইহাতে কুশধারণ করিয়া কার্য্য করিতে হয়। যথা—"স্নানে হোমে তথা দানে স্বাধ্যায়ে পিতৃতর্পণে। সপবিত্রৌ সদর্ভৌ বা করৌ কুর্ব্বীত নান্যথা। যথা বজ্রং সুরেন্দ্রস্য যথাচক্রং হরেস্তথা। ত্রিশূলঞ্চ ত্রিনেত্রস্য ব্রাহ্মণস্য পবিত্রকং।।" (উষণাস্মৃতি)। **মন্ত্রনা বলিয়া কুশ ধারণ করিয়া কর্ম্ম করিলে নিষ্ফল হয়** :—'অজ্ঞাত্বা বটুমন্ত্রঞ্চ বটুং যো ধারয়েৎ দ্বিজঃ। তস্য যাবন্তি কর্ম্মাণি ন সিদ্ধ্যন্তি কদাচন।। (ভুবনেশ্বরীতন্ত্রম্)।। মন্ত্রং বিনাধৃতং যৎ তৎ পবিত্রমফলং ভবেৎ। তস্মাৎ পবিত্রে মন্ত্রাভ্যাং ধারয়েদভিমন্ত্র্য চ।। (ব্রহ্মপুরাণ)। **কুশাঙ্গুরীয় ধারণে অঙ্গুলির পর্ব নির্ণয়** ঃ কুশানাং ধারণং মূলেহ্যঙ্গুলীনাং বিধীয়তে। অধঃ কনিষ্ঠা তর্জ্জন্যোর্মধ্যমানামিকোপরি।। সব্যাপসব্য মিলিতং পবিত্রং গ্রন্থিসংযুতং। লঙঘয়েদেক পর্ব্বন্তু দ্বিপর্বং নৈব লঙঘয়েৎ। **বর্ণভেদে কুশাঙ্গুরীয় দর্ভসংখ্যা** ঃ চতুর্ভিদর্ভপত্রৈস্তু ব্রাহ্মণস্যাঙ্গুরীয়কম্। দ্বিদলং ক্ষত্রিণাং চৈব একৈকং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ।। (হলায়ুধ)।। **কুশ বা স্বর্ণাঙ্গুরীয় ধারণ বিধি** ঃ অশূন্যঞ্চ করং কুর্য্যাৎ সুবর্ণ রজতৈঃ কুশৈঃ। সুবর্ণরজতঞ্চৈব জপ পূজাদি কর্ম্মসু। এষ এব কুশকাশে

আচমন ঃ হাত ধুইয়া দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া মাষকলাই ডুবিবে এমন পরিমাণ জল লইয়া তাহা দর্শন করতঃ পূর্বমুখে তিনবার অমন্ত্রক জলপান করিবেন। কোন শব্দ করিবেন না। অতঃপর হাত মুখ ধৌত করিয়া ঐ সময়ে খণ্ড কুশটি ফেলিয়া দিবেন। মস্তকে ও দুই পদে জলের ছিটা দিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ-মূলদ্বারা দুইবার মুখমার্জন করিবেন। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনী-মধ্যমাদ্বারা মুখস্পর্শ, অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনী দ্বারা নাসিকাস্পর্শ, অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা দ্বারা চক্ষুদ্বয় ও কর্ণদ্বয়, অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠা দ্বারা নাভিদেশ, হস্তধৌত এবং হস্ততল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবেন। সর্বশেষে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক ও বাহুদ্বয় স্পর্শ করিয়া হস্তধৌত করিবেন। এইরূপে দুইবার আচমন করিবেন। তৎপরে দক্ষিণহস্তের অনামিকাতে কুশাঙ্গুবাধারণ করিবেন।

ন দর্ভো বনসম্ভবঃ। তর্জ্জন্যাং রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্যমনাময়া। (শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী)।। শাক্তদিগের পক্ষে বন্য কুশধারণ নিষিদ্ধ তাহারা তর্জ্জনীতে রৌপ্যাঙ্গুরীয় ও অনামিকাতে স্বর্ণাঙ্গুরীয় ধারণ করিবেন। ইহাতে হস্তকুশ ধারণ করা সিদ্ধ হইবে। যথা— তর্জ্জন্যাং রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্যমনাময়া। কুশধার্য্যকরং যস্মান্নতু বন্যাঃ কুশাঃ কুশাঃ।। কুশেন রহিতা পূজা বিফলা কথিতা ময়া। নান্যস্য রজতং স্বর্ণং ধার্য্যং হি নিজ মঙ্গলে।। (বরদাতন্ত্রম্)। **সকলব্রাহ্মণ শাক্ত ঃ** যথা—"শাক্তাএব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবাঃ ন চ বৈষ্ণবাঃ। উপাসন্তে যতস্তে তু গায়ত্রী বেদমাতরং।।" (হরিভক্তি বিলাস)। সকল গায়ত্রী উপাসক শাক্ত। **সধবাদের কুশ ধারণ ও তিল স্পর্শ নিষিদ্ধ—** "কুর্য্যাদবিধবা শ্রাদ্ধং যবেনাপ্যথ দূর্ব্বয়া। ন স্পৃশেত্তিলদর্ভাংশ্চ যাবদ্ ভর্ত্তরি জীবতি। (রঘুনন্দনের শ্রাদ্ধ তত্ত্ববারিধির শ্লোক)।। **কুশাঙ্গুরীয় ধারণ ঃ** উভয় হস্তের অনামিকায় কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিবেন। সধবারা কুশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বার অঙ্গুরীয় ধারণ করিবেন। **কুশের অভাবে অন্যকুশ ঃ** কুশের অভাব হইলে 'কাশ' ব্যবহার করা যায়। কাশের অভাব হইলে অন্য দশ প্রকার দ্রব্য ব্যবহার করা চলিবে। যথা—'কুশাভাবে তু কাশাঃ স্যুকাশাঃ কুশসমাঃ স্মৃতাঃ। কাশাভাবে গৃহীতব্যা অন্যে দর্ভ্যা যথোচিতাঃ।।' **দর্ভ দশ প্রকার ঃ** কুশ, শর, দূর্ব্বা, যব, গোধূম (গম), বল্বজ (তীক্ষ্ণাগ্রতৃণবিশেষ) সুবর্ণ, রজত এবং তাম্র। **গ্রন্থিযুক্ত কুশে আচমন নিষেধ ঃ—**গ্রন্থিযুক্তপবিত্রস্য ন তে আচমনঞ্চরেৎ। (মদনপারিজাত)।। কুশহস্তঃ পিবেত্তোয়ং কুশহস্তঃ সদাচমেৎ। সগ্রন্থি কুশহস্তস্তু ন কদাচিদুপ স্পৃশেৎ।। **আচমনের অর্থ ঃ** "আ" শব্দে চামলং ভাতি, 'চ'কারে চিত্তশোধনম্। "ম" কারে মোক্ষতাজ্ঞেয়ং 'ন'কারে দেহং শুদ্ধ্যতে।। আ = পরিষ্কার, চ = ব্রহ্মেররূপ, ম = বহ্নিরূপ, ন = দেহ।। **আচমনে দিক নির্নয় ঃ** পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া আচমন করিতে হয়। যথা— 'দক্ষিণে রুধিরং প্রোক্তং পশ্চিমে মূত্রমেবচ। উত্তরে কেবলং তোয়ং পূর্বেঽমৃত মুচ্যতে ।।' (অত্রিসংহিতা)।। **আচমনের নিয়ম ঃ** গরুর কানের ন্যায় হাতের তোলা করিয়া, একটি মাসকলাই ডুবিতে পারে, এতটুকু পরিমাণ জল লইয়া আচমনে তাহাই পান করিতে হয়। তিনবার এতটুকু জল লইতে হয়। তাহার অধিক জল বা অল্প জল পান করিলে শোণিত পানের ফল হয়। যথা—গোকর্ণাকৃতি হস্তেন মাষমগ্নং জলং পিবেৎ।

অনুপনীত দ্বিজবালক, স্ত্রী ও শূদ্রগণের আচমন ঃ বামহস্তে জল লইয়া দক্ষিণহস্তের সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা বাম হস্তের জল লইয়া ওষ্ঠে একবার অমন্ত্রক জল দিবেন এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ওষ্ঠ মার্জনা করিবেন। অতঃপর মুখ হাত ধুইয়া বিষ্ণু স্মরণ করিবেন। তৎপরে দক্ষিণহস্তের অনামিকাতে কুশাঙ্গুবাধারণ (সধবা দূর্বাঙ্গুরী ধারণ) করিবেন।

বিষ্ণুনামোচ্চারণ ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন-ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।।
অনুপনীত দ্বিজবালক, স্ত্রী ও শূদ্রগণের বিষ্ণুনামোচ্চারণ ঃ শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রী বিষ্ণুঃ।

বিষ্ণুস্মরণঃ- সাম ও ঋক্‌বেদে—

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।।
যজুর্বেদে—**ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমগুঁ পদগুঁ সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।।**

তন্ন্যূনমধিকং বাপি পিবেচ্চদ্রুধিরন্তু তৎ।।'' **ব্রাহ্মতীর্থে জলপান করিতে হয় ঃ** দক্ষিণ করতলে অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে যে দীর্ঘরেখা তাহাকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে। এই ব্রাহ্মতীর্থে আচমন করিতে হয়। যথা—'অঙ্গুষ্ঠোত্তরতো রেখা যা পাণের্দ্দক্ষিণস্য চ। এতদ্ ব্রাহ্মমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনীয় বৈ।।' (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)।। 'অঙ্গুষ্ঠমূলস্যতলে ব্রাহ্মং তীর্থং প্রচক্ষতে।।'(মনুঃ)। আচমনের সময় এমনভাবে জল পান করিতে হইবে যেন শব্দ না হয়। ব্রাহ্মণদের হৃদয় পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ পর্য্যন্ত ও শূদ্রের তালু পর্য্যন্ত জল যাইতে পারে এমন জল পান করিতে হইবে। যথা—''হৃদ্‌গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ। বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ।। **আচমন না করিয়া কার্য্য করিলে সেইকার্য্য নিস্ফল হয়। দুইবার আচমন বিধি ঃ** হোমারম্ভে, ভোজনারম্ভে, বৈদিক সন্ধ্যারম্ভে, দুইবার আচমন করিতে হয়। যথা-''হোমে ভোজনকালে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি। আচান্তঃ পুনরাচামেদন্যত্রাপি সকৃৎ সকৃৎ।'' (ব্রহ্মপুরাণ)।। আবার ব্রহ্ম পুরাণে সর্বদাই দ্বিরাচমনের নির্দেশ দেওয়া আছে—''দ্বিরাচম্য ততঃ শুদ্ধঃ স্মৃত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্''।। কর্মের অন্তে আচমন করিতে হয়। যথা—কর্ম্মণোঽন্তে আচমনঞ্চেতি সামান্যম্। (গৃহ্যপরিশিষ্ট)।। বৈদিক আচমনের সময় বিষ্ণুর্নামোচ্চরণ করাই সম্মতঃ। তন্ত্রোক্ত আচমনে কেবল মন্ত্রপাঠ করিয়া জল পান করার ব্যবস্থা আছে। **স্ত্রী শূদ্রগণের আচমনের নিয়ম ঃ** 'স্ত্রিয়াস্ত্রৈদশিকাং তীর্থং শূদ্রজাতেস্তথৈব চ। সকৃদাচমনাচ্ছুদ্ধি-রেতয়োরেব চোভয়োরিতি। এতদনন্তরম্ ইন্দ্রিয়াদিস্পর্শনন্তু ব্রাহ্মণদেব।। (রঘুনন্দন)। স্ত্রী শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার নাই। তাহারা 'ওঁ' 'স্বাহা' স্থলে 'নমঃ' বলিলেন, ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করিবেন। স্ত্রী শূদ্র কেবল মন্ত্র শ্রবণ করিবেন অথবা পৌরাণিক মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—'অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং মন্ত্রবর্জ্জিতঃ। অমন্ত্রস্য তু শূদ্রস্য বিপ্র মন্ত্রেণ গৃহ্যতে।।' **আচমনে নিষিদ্ধ আধারঃ** কাঁসা,

সর্বসাধারণের বিষ্ণুস্মরণ মন্ত্রঃ

ওঁ (নমঃ) প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যা মধ্যাহ্নাদিষুসংস্মরণ্।
নারায়ণমবাপ্নোতি সদ্যপাপক্ষয়ং নরঃ।।
ওঁ (নমঃ) সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ।।
ওঁ (নমঃ) শঙ্খ-চক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্র পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্।।
ওঁ (নমঃ) মাধবো মাধবো বাচি, মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ।।
ওঁ (নমঃ) অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃশুচিঃ।।

পিতল, টিন ও লোহার পাত্র দ্বারা আচমন করিতে নাই। যথা—'কাংস্যায়সেন পাত্রেণ ত্রপুসীসকপিত্তলৈঃ আচান্তঃ শতকৃত্বোঽপি ন কদাচিৎ শুর্চিভবেৎ।। (উষণাস্মৃতি)।।' **আচমনে কুশ হাতে রেখে আচমন করিতে হয়**—সপবিত্রেণ হস্তেন কূর্য্যাদাচমনক্রিয়াং মাসমর্জ্জন-মাত্রাস্তু সংগৃহ্য ত্রিঃ পিবেদপঃ।। সর্বদা কুশহাতে আচমন করিতে হয়। কিন্তু গ্রন্থিযুক্ত কুশ (কুশাঙ্গুরীয়) হাতে লইয়া কখনো আচমন করিতে নাই। যথা—'কুশহস্তঃ পিবেত্তোয়ং কুশহস্তঃ সদাচমেৎ। স গ্রন্থিকুশহস্তস্তু ন কদাচিদুপস্পৃশেৎ।।' (বাধূলস্মৃতিঃ)। **আচমনে বসিবার নিয়ম ঃ** আসনের উপর পায়ের তলা রাখিয়া বসাকে প্রৌঢ়পাদে বসা বলে। প্রৌঢ়পাদে বসিয়া স্নান-আচমন-দান-ভোজন-দেবপূজা-বেদপাঠ করিতে নাই। অগত্যা বসিতে হইলে পায়ের তলা ভূমিতে রাখিতে হয়। (আহ্নিককৃত)। **আচমনে বিশেষ কিছু ঃ** উষ্ণ এবং ফেন ও বুদ্‌বুদ্ যুক্ত জলে আচমন করিতে নাই, নির্মল অর্থাৎ পান করার যোগ্য জলে আচমন করিতে হয়। আচমন করিয়া কর্ম চলাকালিন হাঁচিলে, থুথু ফেলিলে, দন্তে কিছু আটক খেলে, মিথ্যা বলিলে, অন্য ব্যক্তির সহিত কথা বলিলে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিতে হয় বা সূর্যদর্শন করিতে হয়। কারণ বিপ্রের দক্ষিণ কর্ণে গঙ্গা তীর্থ বাস করেন। যথা—'ক্ষুতে নিষ্ঠীবিতে সুপ্তে পরিধানেঽশ্রুপাতনে। কর্ম্মস্থ এষু নাচামেদ্দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ।। (স্মৃতি)।। প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা। বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনুরব্রবীৎ।। (পরাশর)।। বক্ষ স্পর্শ, বক্ষোদর্শন, বাতকর্মে (বায়ু সরলে), উচ্চহাস্যে, মার্জার-মূষিক স্পর্শে, তিরস্কারবচনে, ক্রোধোদয় ঘটিলে জল স্পর্শ করিতে হয়, আচমন করিতে বা মুখে জল দিতে নাই। মাথার চুল, কাপড়ের কসি, নাভিব নিম্নদেশাঙ্গ ও ভুমি স্পর্শ করিলে দক্ষিণ হস্ত প্রক্ষালন করিতে হয়। **জলে আচমন করিবার নিয়ম ঃ** জলে আচমন করিতে হইলে জানুর উর্দ্ধ জলে দাঁড়াইয়া আচমন করিতে হয়। যথা—জান্বোরূর্দ্ধং জলে তিষ্ঠন্নাচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ।

তান্ত্রিক আচমন ঃ নিম্নমন্ত্রে তিনবার জলপান করিবেন।

ওঁ হ্রীং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ হ্রীং শিব তত্ত্বায় স্বাহা। তৎপরে ওষ্ঠাধর-মার্জ্জনাদি করিবেন। এরপর দুই হাত ধুইয়া করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন।

পাপক্ষালনার্থ মন্ত্রপাঠ ঃ

ওঁ দেবী ত্বং প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তামভূন্মম।
তন্নিঃ-সারয় চিত্তান্মে পাপং হুঁ ফট্ চ তে নমঃ।।
ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ।
এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ।।

জল আনয়ন মন্ত্র ঃ

ওঁ যদপাং ক্রূরমাং সন্ত যদমেধ্যন্ত কিঞ্চন।
অশান্তং মলিনং যচ্চ তৎ সর্বমপগচ্ছতু।।

জলশুদ্ধি

একটি ফুল লইয়া **'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ'** বলিয়া জলে ফুল দিবেন। অতঃপর অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা জলে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ বজ্রোদকে হুঁফট্ স্বাহা।

(স্ত্রী-শূদ্র-অনুপনীত ব্রাহ্মণ এই মন্ত্র পাঠ করিবেন না)।

অধস্তাচ্ছতকৃত্বোঽপি সমাচান্তো ন শুধ্যাতি।। (বিষ্ণু)।। **যজুর্বেদে উচ্চারণ ঃ** শ, ষ, হ, র, পরে থাকিলে 'ং' স্থানে ' ঁ' হয়, ইহার উচ্চারণ 'গুঁ', হইবে। **জলশুদ্ধিতে ঃ** সন্ধ্যাকালে (আহ্নিকের সময়), হোমে, দেবতা পূজাতে, বিবাহে ও মাঙ্গলিক কর্ম্মে "কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা..." পাঠ শাস্ত্রে নিষেধ আছে যথা—'সন্ধ্যায়াঞ্চ তথা হোমে দেবানামর্চ্চনেষু চ। বিবাহাদৌ তু মাঙ্গল্যে কুরুক্ষেত্রং ন পাঠয়েৎ।।' উপুড় হাতে ঘটি প্রভৃতি ধরিয়া পূজার জল আনিতে নাই। গঙ্গাজল ভিন্ন অন্য বাসি (পর্য্যুষিত) জল ও পুষ্পে পূজা নিষিদ্ধ। বাসি তুলসীপত্রে ও জাহ্নবী (গঙ্গার) জলে পূজা চলিবে। যথা—'বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্জ্যং পর্য্যুষিতং জলম্। ন বর্জ্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্জ্যং জাহ্নবীজলম্।। (নারদ)।' **জল আহরণের সময় ঃ** রাত্রিকালে আহৃত জল দ্বারা দৈবকার্য্য পিতৃকার্য্য বিধি নাই। কারণ রাত্রিকালে বরুণদেব জলে প্রবেশ করেন। রবি রশ্মি রাত্রিকালে জলে পতিত হয় না বলিয়া জল জীবাণুযুক্ত হইয়া দুষিত হয়। যথা - 'রাত্রাবেতা আপো বরুণং প্রবিশন্তি, তস্মান্

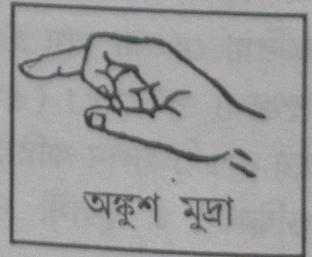
অঙ্কুশ মুদ্রা

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।

পুষ্পচয়ন মন্ত্রঃ

ওঁ পৃথিবীর্মাতঃ যস্য তন্নগর্ভে পুষ্পধারিণী।
গোবিন্দং অর্চ্চনে পুষ্পং পুষ্পং দেহি চ মাতরঃ।।

পুষ্পশুদ্ধিঃ পুষ্পপাত্রের নিচে ত্রিকোণমণ্ডল করিবেন তারপর পুষ্প লইয়া **এতৎ পুষ্পম্ আধার শক্তয়ে নমঃ** বলিয়া পূজা করিবে। **'ওঁ শতাভিষেকে হুঁ ফট্ স্বাহা** মন্ত্রে পুষ্পের উপর জলের ছিটা দিবেন।

পুষ্পশুদ্ধিমন্ত্রঃ পুষ্প স্পর্শ করিয়া মন্ত্র বলিবেন—

ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় হাং হ্রীং হূং ফট্ ।

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে।
পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা।।

রাত্রৌ গৃহ্নীয়াৎ (হারীত)। ন নক্তোদক পুষ্পাদ্যৈরর্চনং স্নানমর্হতি (যাজ্ঞবল্ক্য)। ন নক্তং গৃহীতেনোদকেন দৈব পিতৃ কর্ম কুর্যাৎ। (বিষ্ণু সংহিতা)। **কাংস্যপাত্রস্থ জলে পূজা ও স্নান নিষেধ ঃ** স্নান ও দেবপূজায় কাংস্য পাত্রস্থ জল কুকুরের মূত্র তুল্য হয়। কাংস্য-পাত্রচ্যুত জলে স্নান করিলে পুনরায় (শুদ্ধ) জলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। যথা— 'কাংস্যপাত্রাচ্চ্যুতং বারি স্নানে চ দেবতার্চনে। শ্বানমূত্রসমং তোয়ং পুনঃ স্নানেন শুধ্যতি।।' (প্রজাপতিস্মৃতিঃ)।। **অঙ্কুশ মুদ্রা ঃ** মধ্যমাকে সরল করিয়া, উহার মধ্যপর্ব্বে তর্জ্জনীকে সংযুক্ত করত কুঞ্চিত করিলে অঙ্কুশ মুদ্রা হয়। **যন্ত্রপুষ্প ঃ** অপরাজিতা-জবা-শ্বেত ও রক্ত করবী এবং দ্রোণ পুষ্প। এই যন্ত্রপুষ্পে দেবী অধিষ্ঠান করেন। যথা—'যথাপরিজিতা পুষ্পং জবা পুষ্পঞ্চবিদ্যতে। করবীরে শুক্লরক্তে দ্রোণঞ্চ যত্র তিষ্ঠতি। তত্র দেবী বসেন্নিত্যং তদ্ যন্ত্রে চণ্ডিকার্চনম্।।' **অগ্রাহ্যপুষ্প ঃ** 'স্বয়ং যৎ পতিতং পুষ্পং তৎপুষ্পং নৈব গৃহ্যতে। কিন্তু শেফালিকা পুষ্পং তথৈব বকুলং বিনা।।' 'ত্যজেৎ ভূমিগতং পুষ্পং ত্যজেৎ ভূমিগতং জলম্। ন ত্যজেৎ জাহ্নবি তোয়ং শেফালি বকুলং বিনা।।' অর্থাৎ শেফালিকা ও বকুল পুষ্প ব্যতীত অন্যপুষ্পসমুদয় বৃক্ষ হইতে পড়িলে অগ্রাহ্য পুষ্প হয়। শেফালিকা ও বকুল হস্ত থেকে পড়িলে অগ্রাহ্য হয়। **কি কি পুষ্প ও দ্রব্য পুনরায় ধৌত করিয়া দেওয়া যায় ঃ** তুলসী পদ্মপুষ্পাণি পলাশ শ্রীফলানি চ। চত্বার পুণ্যপুষ্পাণি পুনঃ প্রক্ষাল্য পূজয়েৎ। (ব্রহ্মপুরাণ)। তুলসী, পদ্ম, পলাশ ও বিল্বপত্র নির্ম্মাল্য হইলে দুষ্ট হয় না। প্রক্ষালন করিয়া তদ্বারা পুনর্বার পূজা করা চলে। **তুলসীপত্র বিল্বপত্র পদ্মফুলের শুদ্ধিকাল ঃ** তুলসী দশরাত্রাণি বিল্বং পঞ্চদিনানি চ। পঙ্কজ ত্রিভিরাত্রাণি আব্দিকং

শূদ্রপক্ষের পুষ্পশুদ্ধিমন্ত্রঃ

নমঃ পুষ্পাণি বনজাতানি বায়ুনা চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
পত্রপুষ্প যথা কৃতিঃ পুষ্পশুদ্ধিঃ প্রজায়তে।।
নমঃ পুষ্পাণি বনজাতানি চুম্বিতৈর্ভ্রমরেণ চ।
জলস্পর্শন-মাত্রেণ পুষ্পদোষো ন বিদ্যতে।।

বিল্বপত্র-চয়ন মন্ত্র ঃ

ওঁ পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো।
মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহম্।।
ওঁ অমৃতোদ্ভব শ্রীবৃক্ষং শঙ্করস্য সদা প্রিয়।
ক্ষমস্ব শিব-পূজার্থং তব পত্রং হরাম্যহম্।।

তুলসীপত্র-চয়ন মন্ত্র ঃ

ওঁ তুলস্যমৃতনামাসি সদাত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে।।
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মলবিনাশিনি।।

জাহ্নবীজলং। অর্থাৎ তুলসী দশরাত্রি, বিল্বপত্র পঞ্চদিন। পদ্মফুল তিন দিন পর্য্যন্ত শুদ্ধকাল।। **তুলসী চয়নের নিষিদ্ধ সময় ঃ** সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে, দ্বাদশ্যাং নিশিসন্ধ্যয়োঃ। তুলসীং যে চ ছিন্দন্তি, তে ছিন্দন্তি হরেঃ শিরঃ।" অর্থাৎ সংক্রান্তিতে, অমাবস্যায়, পূর্ণিমায়, দ্বাদশী তিথিতে নিশাকালে ও সন্ধিক্ষণে যে ব্যক্তি তুলসী পত্র চয়ন করেণ, তাহারা শ্রী হরির মস্তক ছেদন করিয়া থাকেন। অতএব উক্ত নিষিদ্ধ দিবসে ও সময়ে কখনো তুলসীপত্র চয়ন করিবেন না। **পুষ্পে তুলসী দিয়া রাখিলে পুষ্প বাসি (পর্য্যুষিত) হয় না।** যথা—"তুলসীলগ্ন-পুষ্পাদি পদ্মং গঙ্গোদকং কুশাঃ। ন পর্য্যুষিত-দোষোঽত্র ছিন্নভিন্নং ন দুষ্যতি।" (শব্দকল্পদ্রুমধৃত পৌরাণিক বচন)। **তুলসীমঞ্জরী ঃ** দুটি পত্রের মধ্যে যেটি ছোট কুঁড়ি পত্র সেটিই মঞ্জরী। দুধারে রাধাকৃষ্ণ, মধ্যে যোগমায়া। অনেকে তুলসীর ফুলকে মঞ্জরী হিসাবে ভোগে ব্যবহার করে থাকেন, ইহা সঠিক নহে। **মণ্ডল করিয়া অন্ন ও পুষ্পাদি দ্রব্য রাখিতে হয়**—কারণ, মণ্ডল না করিয়া অন্ন-পুষ্পাদি দ্রব্য রাখিলে অসুর, পিশাচ ক্রূর যোনিগণ তাহার রসহরণ করিয়া নেয়। যথা—অসুরা যাতুধানাশ্চ পিশাচাঃ ক্রূরযোনয়ঃ। হরতি রসমন্নস্য মণ্ডলেন বিবর্জিত-মিতি (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)।

দূর্ব্বাচয়ন মন্ত্র ঃ

ওঁ ত্বং দূর্ব্বেঽমৃতনামাসি বন্দিতাসি সুরাসুরৈঃ।
দেব-পূজার্থং ত্বং ছিত্বা উত্তিষ্ঠ ভগবৎ-প্রিয়া।।

দূর্ব্বা হরণ মন্ত্র ঃ

ওঁ দূর্ব্বে ত্বং বিষ্ণুরোমাসি ধর্ম্মার্থ-কামদা সদা।
মম কার্য্যবিশুদ্ধ্যর্থং ছেদবাধাং ত্যজ প্রভো।।

দূর্ব্বা শোধন মন্ত্র ঃ

ওঁ সহস্রপরমা দেবি শতমূলা শতাঙ্কুরা।
সর্ব্বং হরতু মে পাপং দূর্ব্বা দুঃস্বপ্ননাশিনী।

তণ্ডুল শোধনমন্ত্র ঃ

ওঁ অন্নং ব্রহ্মরসো বিষ্ণুর্ভোক্তা দেবো জনার্দ্দনঃ।
এহ্যেহি যঃ স্মরেন্নিত্যমন্নদোষো ন বিদ্যতে।।

গন্ধাদি অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া

ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষিণীং।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।।

মন্ত্র বলিয়া গন্ধাদিতে (চন্দনে) দিবেন। অতঃপর বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া মন্ত্র বলিয়া গন্ধাদিতে (পূজাদ্রব্যে) জলের ছিটা দিবেন—**বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ**। এরপর একটি পুষ্প লইয়া—**এতে গন্ধ-পুষ্পে এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ** বলিয়া গন্ধে (পূজদ্রব্যে) পুষ্পটি দিবেন। তৎপরে আর একটি পুষ্প লইয়া—**এতে গন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রী বিষ্ণবে নমঃ**। বলিয়া বিষ্ণুকে পুষ্পটি দিবেন। এরপর অপর একটি লইয়া এতৎ পুষ্পম্ **এতেভ্যো সম্প্রদানেভ্যো পূজনীয় (অথবা-গণেশাদি)দেবতাভ্যোঃ নমঃ**, বলিয়া গন্ধাদিতে (পূজাদ্রব্যে) দিবেন।

দূর্বার ব্যবহার ঃ হোমে সপ্তপত্রযুক্ত, অর্ঘ্যে ত্রিপত্রযুক্ত ও অন্যত্র পঞ্চপত্রযুক্ত দূর্বা দিতে হয়। যথা—'সপ্তপত্রান্বিতা দূর্বা হোমকর্মণি শস্যতে। অন্যত্র পঞ্চপত্রা স্যাৎ ত্রিপত্রা চার্ঘ্য কর্মণি।" পিতৃপূজায় অগর্ভা ও দেবদেবী পূজায় সগর্ভা দূর্বাদান করিতে হয়। যথা—'অগর্ভা পিতৃপূজায়াং সগর্ভা দেবর্তাচনে।।' শিব পূজায় অর্গভা দূর্বাদান করিতে হয়। যথা—গর্ভযুক্তা চ যা দূর্বা দীয়তে হরমস্তকে। শিবদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ সপ্তজন্ম নয়ত্যধঃ।।' গৃহীদের জন্য সগর্ভাদূর্বা ও সন্ন্যাসীদের জন্য অগর্ভা দূর্বা দান করার ব্যবস্থা আছে। (তন্ত্রোক্তনিত্যকর্মপদ্ধতি)। **দূর্বাচয়নে নিষিদ্ধ দিন**—'ভানুবারং বিনা দূর্ব্বাং তুলসীং দ্বাদশীং বিনা। জীবিতস্যাবিনাশায় ন বিচিন্বীত ধর্ম্মবিৎ।। (গরুড় পুরাণ)।

আসনশুদ্ধি

আসনের নীচে সম্মুখে দক্ষিণ হস্তে জল বা চন্দন যোগে মধ্যমা দ্বারা অথবা ফুলের বোটার দ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল করিবেন। তারপর অন্য একটি ফুল লইয়া **'এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।** বলিয়া ঐ পুষ্পটি আসনের সামনে ত্রিকোণ মণ্ডলে দিবেন। অতঃপর দুই হস্ত দ্বারা আসন ধরিয়া মন্ত্র বলিবেন- **'অস্য আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষি সুতলং ছন্দঃ কূর্মোদেবতা আসন পবিত্র করণে বিনিয়োগঃ।**

তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।।

শূদ্রগণের আসনশুদ্ধি ঃ আসনের নীচে দক্ষিণহস্তের মধ্যমা দ্বারা বা পুষ্পের বোটার দ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, অন্য একটি পুষ্প লইয়া **এতে গন্ধপুষ্পে আধার শক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।** বলিয়া ঐ ফুলটি আসনের নীচে ত্রিকোণ মণ্ডলে দিয়া করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।।

গুরুপংক্তি প্রণাম ঃ নিজের বামকর্ণোর্দ্ধে করজোড়ে প্রণাম করিবেন। **ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ পরাপরগুরুভ্যোনমঃ। (পূর্ণাভিষিক্ত ব্রাহ্মণক্ষেত্রে-ওঁ পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ)।** দক্ষিণকর্ণোর্দ্ধে—**ওঁ গণেশায় নমঃ।** পেছনে—**ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ।** উপরে—**ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।** নীচে—**ওঁ অনন্তায় নমঃ।** মধ্যে—**ওঁ নারায়ণায নমঃ।** সম্মুখে—**ওঁ পূজনীয় দেবতাভ্যো নমঃ।।**

আসনশুদ্ধিতে—আসন শুদ্ধির সময় 'বামে', 'দক্ষিণে', 'পশ্চাৎ' এরূপ উচ্চারণ করিতে নাই, শুধু মাত্র দক্ষিণে/বামদিকে করজোড়ে—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ। ওঁ গণেশায় নমঃ ইত্যাদি বলিবেন। যথা—'কৃতাঞ্জলি-পুটোভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ। গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপর গুরং তথা। দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধি দেবং বিভাবয়েৎ।' (গৌতমীয়তন্ত্রে)। অনেকে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ইত্যাদি এরূপ বলার সময় দিকে দিকে ফুল দেন ইহা শাস্ত্রসম্মত নহে। শাস্ত্রে কেবল করজোড়ে প্রণাম করতে বলেছেন। তন্ত্রোক্ত পূজাকর্মে ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ এই মন্ত্রটি প্রয়োগ আছে বৈদিক কর্মে নাই। **কোন আসন পশস্ত ঃ** কৃষ্ণাজিনে ধনং পুত্রং মোক্ষশ্চ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি। কুশাসনে জ্ঞানবৃদ্ধিঃ সর্ব্বসিদ্ধিশ্চ কম্বলে। বস্ত্রাসনে দরিদ্রঃস্যাৎ কাষ্ঠ ব্যর্থপরিশ্রমে (চূর্ণতণ্ডুলচিত্রেণ কাষ্ঠাসনশুভপ্রদা)।।

সামান্যার্ঘ্যস্থাপন

সম্মুখস্থ স্ববামে মধ্যমার সাহায্যে অথবা কুশ, অথবা বিল্বপত্রের বোঁটার বা পুষ্পের বোঁটায় করিয়া জল লইয়া ত্রিকোণ মণ্ডল বৃত্ত-তদুপরি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া ঐ মণ্ডলের উপর নিম্নমন্ত্রে গন্ধ পুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।।

তৎপরে **ওঁ ঐং বং অস্ত্রায় ফট্** মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র অর্থাৎ কোষা ধুইয়া ঐ মণ্ডলের উপর স্থাপন করতঃ **'ওঁ'** মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে জল পূরণ করিবেন। এরপর পুষ্প দ্বারা ঐ অর্ঘ্যপাত্রের জলে পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ।।

অতঃপর ঐ পাত্রস্থ জলের উপর গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, অক্ষত (তণ্ডুল) বিল্বপত্র, তুলসীপত্র, জাতি কক্কোলের ক্বাথ, বড়ো এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি গুড়ো ও কর্পূর প্রদান করতঃ ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ, মৎস্যমুদ্রাদ্বারা আচ্ছাদন, ও অঙ্কশ মুদ্রা দ্বারা তীর্থ সকলের আবাহন করিবেন—**ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।** এরপর অর্ঘ্যপাত্রের জলের উপর **'ওঁ'** মন্ত্র ও **গায়ত্রী** দশবার পাঠ করিবেন। অর্ঘ্য পাত্রের সামান্য জল লইয়া পূজাদ্রব্যে ও নিজমস্তকে ছিটা দিবেন।

করশুদ্ধি ঃ 'ঐঁ' মন্ত্রে রক্তবর্ণপুষ্প লইয়া **ওঁ অস্ত্রায় ফট্** মন্ত্রে ঐ পুষ্প করদ্বয়ে পেষণ করিয়া **হেসৌঃ** মন্ত্রে ঐ পুষ্পটি ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবেন। তৎপরে ঐ নিক্ষেপিত পুষ্পের উপর জল দিবেন ও নিজের দুই হাত ধৌত করিবেন।

মৎস্যমুদ্রা ঃ দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে বামহস্তের তালু স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দুইটি নাড়িতে থাকলে মৎস্যমুদ্রা হয়।

ধেনুমুদ্রা ঃ বাম কনিষ্ঠায় দক্ষিণ অনামিকা, দক্ষিণ কনিষ্ঠায় বাম অনামিকা, বাম তর্জ্জনীতে দক্ষিণ মধ্যমা এবং দক্ষিণ তর্জ্জনীতে বাম মধ্যমা সংলগ্ন করিলে ধেনুমুদ্রা হয়।

মৎস্যমুদ্রা

ধেনুমুদ্রা

সূর্য্যপূজা

অর্ক/জবা অথবা রক্ত বর্ণপুষ্প কূর্ম্ম মুদ্রায় গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবেন—

ধ্যান ঃ

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ-গুণৈক সিন্ধুং, ভানুং সমস্ত-জগতামধিপং ভজামি।।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-র্মাণিক্য-মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ—এই মন্ত্র বলিয়া ফুলটি বিষ্ণুর কাছে বা পূজাধারে দিবেন।

আবাহন মন্ত্র ঃ হাতজোড় করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ কলিঙ্গদেশোদ্ভবং কাশ্যপগোত্রং রক্তবর্ণং সূর্য্যং আবাহয়ামি।।

পূজা ঃ রক্তচন্দন লইয়া—**এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।**
জবাফুল অথবা আকন্দ ফুল লইয়া—**এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায়।**
ধুপ লইয়া—**এষধূপঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।**
দীপ লইয়া—**এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।**

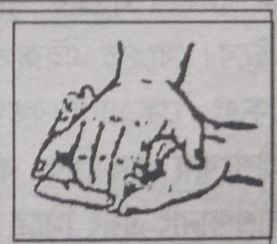
কূর্ম্মমুদ্রা

সমস্ত দেবতার পূজার অগ্রে সূর্যার্ঘ্য দিতে হয় ঃ "যাবন্নদীয়তে অর্ঘ্যং ভাস্করায় নিবেদিতম্। তাবন্ন পূজয়েদ্ বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরীম্।।" **পূজার আধার ঃ** শালগ্রামশিলা, শিবলিঙ্গ, প্রতিমা, পীঠস্থান, স্থাপিত ঘট, লিখিত যন্ত্র, পুস্তক, গঙ্গাজল, স্থণ্ডিল, অগ্নি, সূর্য্য, ছবি, মণ্ডল, নিজমস্তক, জবা ফুল, অপরাজিতা, করবী ও বিল্ববৃক্ষ। বাণলিঙ্গ শিবে ও শালগ্রামে সর্ব্বদেবদেবীর পূজা হইবে। তাহাতে আবাহন-প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জন নাই। যথা—'শালগ্রামে মনৌ যন্ত্রে প্রতিমায়াং ঘটে জলে। পুস্তিকায়াঞ্চ গঙ্গায়াং (গঙ্গাজলে) শিবলিঙ্গে প্রসূনকে (যন্ত্রপুষ্পে) । শালগ্রামে শিবেচাপ্সু বহ্নৌ মনসি পুস্তকে। এষু চাবাহনং নাস্তি দেবতানাং সদা স্থিতিঃ। শালগ্রামে মনৌ যন্ত্রে মণ্ডলে প্রতিমাসু চ। নিত্যং পূজা হরেঃ কার্য্যা ন তু কেবল ভূতলে।।' শালগ্রাম শিলায় কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরাসুন্দরী ও ভৈরবীদেবীর পূজা নিষেধ আছে। যথা—'কালী তারা তথাচ্ছিন্না সুন্দরী ভৈরবী তথা। এতাসাং পূজনং তত্র শিলায়াং নৈব যুজ্যতে। পূজা তু নিষ্ফলা জাতা বিঘ্নস্তস্য পদে পদে'।। (নিরুত্তরতন্ত্র)।। **সূর্য্যপূজায় ফুল নির্ণয় ঃ** ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বলা হয়েছে করবীপুষ্প, বক, মল্লিকা, পদ্ম, পদ্মকুমুদ, জাতী, পুন্নাগ, চম্পক, অশোক, শ্বেত, মন্দার, কর্ণিকা, বান্ধুক, আকন্দ, নাগেশ্বর, এই সমস্ত ফুল দিয়ে সূর্য্য পূজা করিলে শুভ ফল লাভ হয়। **উপচার নিবেদনের নিয়ম ঃ** দেবতার ধ্যান করিয়া গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপ নৈবেদ্য পৃথক পৃথক ভাবে নমস্কার করিয়া দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতে হয়। যথা—'ধ্যাত্বা প্রণব পূর্ব্বন্তু দৈবতন্তু সমাহিতঃ। নমস্কারেণ পুষ্পাদি বিন্যসেত্তু পৃথক পৃথক।' একসঙ্গে যেমন এতে গন্ধ পুষ্পে। এতৌ ধূপদীপৌ ব্যাকরণ সম্মত এই বাক্যগুলোর ঠিক হলেও এইরূপ বলিয়া দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন শাস্ত্রে

নৈবেদ্য লইয়া—এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।
কুশীতে জল লইয়া—এতৎ আচমনীয় জলং ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।
কুশীতে জল লইয়া—এতৎ পানীয় জলং ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।
কুশীতে জল লইয়া—এতৎ পুনরাচমনীয় জলং ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।
ফলতাম্বুল লইয়া—এতৎ ফলতাম্বুলং ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।
এই ভাবে পূজা করিতে অসমর্থ হইলে কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

যোগিরাজ যাজ্ঞবল্ক্য নিষেধ করেছেন। কেবল গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিলে 'এতে গন্ধপুষ্পে' বলা যাবে। যথা-'অনেনৈব বিধানেন গন্ধপুষ্পে নিবেদয়েৎ।' (ব্রহ্মপুরাণ)। দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে উপচার উৎসর্গ করিয়া নিবেদনের সময় দুইটি হাত দুইটি জানুর মধ্যে রাখার নির্দেশ আছে। যথা—'অন্তর্জানু করং কৃত্বা কুসুমন্তু তিলোদকম্। ফলং সমভিসন্ধ্যায় প্রদদ্যাৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। জানুর্বহির্যদ্ধস্তং তৎসর্বমাসুরং ভবেৎ।' (গৌতম)।। **উপচারের অভাবে ভিন্ন উপচার ঃ** অলাভে সর্ব্বদ্রব্যাণামুদকেনাপি পূজিতঃ। যো দদাত্যমুকং স্থানং স ত্বয়া কিং ন পূজিতম্ (নৃসিংহপুরাণ)।। পুষ্পাভাবে জলেনাপি দূর্ব্বয়া তণ্ডুলেন চ। নিত্যপূজা প্রকর্ত্তব্যা পুষ্পাভাবেন সুন্দরি।। কোন উপচারের অভাবস্থলে বা পুষ্পের অভাবে অক্ষত, দূর্বা, অথবা জল দিবেন। জল দিলে 'পুষ্পোদকং' এইরূপ বলিতে হয় না। পুষ্পং বলিতে হয়। **স্ত্রী ব্যক্তির নামের পূর্বে 'শ্রী' হইবে। শ্রীমতী হইবে না-** শ্রীমতী বলিলে ব্যাকরণ দোষ হইবে। যেহেতু এইরূপ স্থলে পুংবদ্ভাব হইয়া যায়। **শ্রীশব্দ প্রয়োগ ঃ** দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদৈবতং। সিদ্ধং সিদ্ধাদিকারাশ্চ শ্রী পূর্ব্বং সমুদীরয়েৎ (শ্রাদ্ধতত্ত্বে)।। **শ্রীশব্দের একাধিক বার প্রয়োগ ঃ** 'ষট্গুরৌ স্বামিনে পঞ্চ দ্বৌ ভৃত্যৌ চতুরোরিপৌ। শ্রীশব্দানাং ত্রয়ং মিত্রে একৈকং পুত্রভার্য্যয়োঃ'॥ **পঞ্চোপচার দ্রব্যানি ঃ** "গন্ধ পুষ্পে তথা ধুপদীপৌ নৈবেদ্যমেব চ। অখণ্ডং ফলমাসাদ্য কৈবল্যং লভতে ধ্রুবম্।। (তন্ত্রসার)।। ১। গন্ধ, ২।পুষ্প, ৩। ধূপ, ৪। দীপ, ৫। নৈবেদ্য। **দশোপচার ঃ** পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং গন্ধপুষ্পে তথা পরে। ধূপ দীপ নৈবেদ্যান্তা উপাচারা দশ ক্রমাৎ।। (তন্ত্রসার) ।। ১। পাদ্য, ২। অর্ঘ্য, ৩। আচমনীয়, ৪। স্নানীয়, ৫। পুনরাচমনীয়, ৬। গন্ধ, ৭। পুষ্প, ৮। ধূপ, ৯।দীপ, ১০।নৈবেদ্য। **গন্ধপুষ্প দেবার নিয়ম ঃ** দেবতাদের উদ্দেশ্যে গন্ধ (চন্দন) দেওয়ার সময় গন্ধ মুদ্রায় অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠা দ্বারা এবং ফুল দেবার সময় পুষ্পমুদ্রা অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা, যথা— কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা গন্ধমুদ্রাপ্রকীর্তিতা। (আহ্নিকতত্ত্ব) অঙ্গুষ্ঠ তর্জনীভ্যাঞ্চ চক্রে পুষ্পং নিবেদয়েৎ (তন্ত্রসার)। মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরঙ্গুল্যগ্রেণ পার্ব্বতি। দদ্যাচ্চ বিমলং গন্ধং মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ। (তন্ত্রসারে)।। প্রণবাদিসমাযুক্তং নমস্কারান্ত কীর্ত্তিতম্। স্বনাম সর্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে। (ব্রহ্মপুরাণ)।। তন্ত্রোক্ত পূজাবিষয়ে অগ্রে মূলমন্ত্র তৎপরে দ্রব্যের নাম, তৎপরে নিবেদন মন্ত্র বলিতে হয় যথা—আদৌ মূলং সমুচ্চার্য্য পশ্চাদ্দেয়মুদীরয়েৎ। সম্প্রদানং তদন্তে তু ত্যাগার্থক পদং ততঃ। এবং ক্রমেণ দেবেশি উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ। (কুলার্ণব)। **উপচারের অভাবে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা**—'অনেনৈব বিধানেন গন্ধপুষ্পে নিবেদয়েৎ। (ব্রহ্মপুরাণ)।।

সূর্য্যার্ঘ্য

অর্ঘ্যপাত্র সুসজ্জীতকরণ ঃ স্ববামে কোশাতে বা কুশিতে দুধ বা জল, রক্তচন্দন, জবাফুল (লালবর্ণের পুষ্প), আকন্দপুষ্প, দূর্বা-আতপচাল, শ্বেতসরিষা সাগ্রকুশ দিবেন,অতঃপর 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করতঃ দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্যে জলের ছিটা দিবেন—**ওঁ এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ। অর্ঘ্যপূজা ঃ** একটি পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্যে দিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ।**

অধিপতি পূজা ঃ একটি ফুল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শালগ্রাম শিলায় বা পূজাধারে দিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।**

সম্প্রদান ঃ ফুল লইয়া মন্ত্র পাঠপূর্বক অর্ঘ্যে দিবেন—**এতৎ সচন্দন-পুষ্পম্ এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।**

পুষ্প ও বিল্বপত্র দেবার নিয়ম ঃ বিল্বপত্র অধোমুখ করিয়া দিতে হয়। পুষ্প যেভাবে উৎপন্ন হয় ঠিক সেইভাবেই দেবতাদিগকে দান করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা বোঁটা ধরিয়া দেবতাদিগেরপুষ্প ও বিল্বপত্র দিতে হয়। বামহস্তে পুষ্প রাখিয়া দক্ষিন হস্তদ্বারা একটি একটি করিয়া দেবতাদিগকে প্রদান করিতে নাই। যথা- যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্রন্ত্বধোমুখম্। অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ বৃন্তং ধৃত্বা সমর্পয়েৎ।। বহুপুষ্প-সমাযুক্ত-প্রদানে নিয়মো ন হি। সংস্থাপ্য বামহস্তে তু ততঃ পুষ্পং ন দীয়তে।। সূর্যপূজায় বিল্বপত্র দিতে নাই। **ধূপ ও দীপ দান বিষয়ে ঃ** দেবতার বামদিকে ধূপ ও দক্ষিণ দিকে দীপ উৎসর্গ করিয়া রাখিতে হয়। ধূপ এবং দীপ মাটিতে, দেবতার আসনে বা ঘটে কখনো রাখিতে নাই। কোন পাত্রের উপর রাখিতে হয়। কারণ ধূপ দীপ এই দুই বস্তুকে পৃথিবী সহ্য করিতে পারেনা। যথা— 'বামতস্তু তথা ধূপমগ্রে বা ন চ দক্ষিণে। দীপো দক্ষিণতো দদ্যাৎ পুরতো বা ন বামতঃ। ন ভূমৌ বিতরেদ্ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা। যথা তথাধারগতং কৃত্বা তং বিনিবেদয়েৎ।।' সর্বং সহা বসুমতী সহতে ন ত্বিদং দ্বয়ম্।। **উৎসর্গবিষয়ে ঃ** উৎসর্গ করার সময় পুঁথিতে তিনবার জলের ছিটা দিতে বলেছেন। এর কোন শাস্ত্রীয় বিধি আজও প্রমাণ স্বরূপ পাওয়া যায় নি। কালিকাপুরাণে কেবল একবার জলের ছিটা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যথা— 'যদন্যদ্দীয়তে বস্ত্রমলঙ্কারাদিকঞ্চ যৎ। তেষাং দৈবতমুচ্চার্যকৃত্বা পূজন-প্রোক্ষণে। উৎসৃজ্য মূলমন্ত্রেণ প্রতিনাম্না নিবেদয়েৎ। বরুণস্য তু বীজেন (বং) তেষাং প্রোক্ষণমাচরেৎ।।' (কালিকাপুরাণ) **দেবকার্য্যে নুব্জ অর্থাৎ উপুড় করে, পৈত্রে কার্যে উত্তান হস্ত দ্রব্যের উপর রাখিয়া উৎসর্গ করার নির্দেশ আছে।** যথা—'অর্চয়িত্বা জগন্নাথং শুভংকর্ম সমাচরেৎ। দত্ত্বাগ্রঃ দেবদেবায় তচ্ছেষান্যুপযুঞ্জয়েৎ। (অগ্নিপুরাণ)। দৈবেঽনুত্তানপাণিভ্যাং পিত্র্যে উত্তান

উৎসর্গবাক্য ঃ দক্ষিণ হস্তে হরিতকী কুশত্রিপত্র তিল তুলসী বাক্যপাত্রে একত্রে ধরিয়া, বামহস্ত উপুড় করিয়া অর্ঘ্যপাত্র স্পর্শ করত বাক্যপাঠ করিবেন—বিষ্ণুরোঁতৎসৎ ওঁ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে সূর্য্যে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা [(স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা শ্রী অমুকীদেবী, শূদ্রপক্ষে—শ্রী অমুক দাস, (শ্রী অমুকী দাসী)] অহোরাত্রকৃত পাপক্ষয়কাম (স্ত্রীপক্ষে-কামা) ইদমর্ঘ্যং (যজুর্বেদে-এষঃ অর্ঘ্যঃ) কাশ্যপ গোত্র ছায়া-সংজ্ঞা-বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-রাশি-লগ্ন হ্রীং হংস মার্ত্তণ্ডভৈরব প্রকাশ শক্তিসহিত ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় অর্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ। বলিয়া অর্ঘ্যে জলের ছিটা দিবেন।

অর্ঘ্য সমর্পণ ঃ জানুদ্বয় ভূমিতে স্পর্শ করাইয়া অর্ঘ্যটি মস্তক পর্য্যন্ত তুলিয়া নিম্নমন্ত্র পাঠান্তে অর্ঘ্য দান করিবেন।

সামবেদীয় সূর্য্যার্ঘ্য দানমন্ত্র ঃ

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে।।

ইদমর্ঘ্যং কাশ্যপগোত্র-ছায়া-সংজ্ঞা-বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-রাশি-লগ্ন সহিত ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।

পাণিভ্যাং কার্যম্।। (যমঃ)।। মাল্যানুলেপনাদগ্রং ন প্রদদ্যাত্তুকস্যচিৎ। অন্যত্র দেবতা বিপ্র গুরুণাং ভৃগুনন্দন।। (বিষ্ণুধর্মোত্তর)।। **সূর্য্যপূজায় অর্ঘ্যপাত্র নির্ণয় ঃ** অর্ঘ্যং বৈনবপাত্রেণ দত্ত্বা যৎ লভতে ফলম্। তস্মাচ্ছতগুণং পুণ্যং মৃৎপাত্রেণ নরাধিপঃ।। তাম্রার্ঘ্যপাত্র-দানেন পুণ্যং শতগুণং যুতম্। পলাশ-পদ্ম-পত্রাভ্যাং তাম্রপাত্রফলং লভেৎ।। রৌপ্যপাত্রেণ বিজ্ঞেয়ং লক্ষার্ঘ্যং নাত্র সংশয়ঃ। সুবর্ণপাত্র-বিন্যস্তমর্ঘ্যং কোটি গুণং ভবেৎ।।" অর্থাৎ মাটির, তাম্র, পলাশ ও পদ্ম পত্রে, রৌপ্য ও সুবর্ণ পাত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দান বিধেয়।। **আদিত্য হৃদয়স্তোত্রান্তর্গত অর্ঘ্যদ্রব্য ঃ** সকেশরাণি পদ্মানি করবীরাণি চার্জ্জুন। তিলতণ্ডুল-যুক্তানি কুশগন্ধোদকানি চ।। রক্তচন্দন-মিশ্রাণি কৃত্বা বৈ তাম্রভাজনে। ধৃত্বা শিরসিতৎপাত্রং জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃশেৎ।। মন্ত্রপূতং গুড়াকেশ। চার্ঘ্যং দদ্যাদ্ গভস্তয়ে।। (আদিত্য হৃদয়)।। **ভবিষ্যপুরাণোক্ত অর্ঘ্যদ্রব্য ঃ** আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি ঘৃতং দধি তথা মধু। রক্তাণি করবীরাণি তথা রক্তঞ্চ চন্দনম্।। অষ্টাঙ্গ এষ অর্ঘ্যো বৈ ব্রহ্মণা পরিকীর্ত্তিতঃ।। **তাম্রপাত্রে দুধের ব্যবস্থাঃ** 'পয়োঽনুধৃত সারঞ্চ তাম্রপাত্রে ন দুষ্যতি।।' (শান্তিমুক্তাবলী—শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ)। **অর্ঘ্যদানের নিয়ম ঃ** অর্ঘ্যটি সূর্য্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া হাঁটু গাড়িয়া পাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিবে। যথা—'ধৃত্বা শিরসি তৎপাত্রং জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃশেৎ।। মন্ত্রপূতং গুড়াকেশ চার্ঘ্যং দদ্যাদ্ গভস্তয়ে। (আদিত্য হৃদয়)। **উৎসর্গ ঃ** অর্ঘ্যশব্দ সামবেদের ও ঋক

যজুর্বেদীয় সূর্য্যার্ঘদানমন্ত্র ঃ

ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর।।

এষোঽর্ঘঃ কাশ্যপগোত্র-ছায়া-সংজ্ঞা-বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-রাশি-লগ্ন সহিত ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।

সর্বসাধারণ সূর্য্যার্ঘ্যদানমন্ত্র ঃ

ওঁ দিশি দিশি তপনং মহোগ্রতাপনং জ্বলিত হুতাশন দীপ্ত তেজসম্।
তিথি-করণ-মুহূর্ত-কালচক্রং দিবসকরং শরণমুপৈমি সূর্য্যম্।।

এষোঽর্ঘঃ কাশ্যপগোত্র-ছায়া-সংজ্ঞা-বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-রাশি-লগ্ন-সহিত ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

তন্ত্রোক্ত সূর্য্যার্ঘ্যদান মন্ত্র ঃ

ওঁ হ্রীঁ হং সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তি সহিতায় এষোঽর্ঘ্যঃ (ইদমর্ঘ্যং) শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।

অথবা—ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য এষোঽর্ঘঃ (ইদমর্ঘ্যং) শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।

ইহারপর ইষ্টদেব বা দেবীকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন।

সূর্যার্ঘ্য দানমন্ত্র বলিয়া বিষ্ণুর সম্মুখে পূজাধারে অর্ঘ্য দিবেন।

বেদের ক্লীবলিঙ্গ, যজুর্বেদের পুংলিঙ্গ। শাস্ত্রে সামবেদের ইদম্ শব্দ, যজুর্বেদের এতদ্শব্দ ব্যবস্থা আছে। নিকটের কোন ব্যক্তি বা বস্তু বুঝাইতে ইদম্ শব্দ, এবং নিকটতর কোন ব্যক্তি বা বস্তু বুঝাইতে এতদ্ শব্দের রূপ ব্যবহৃত হয়। তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে যে সামবেদীব্রাহ্মণগণ অর্ঘ্য উৎসর্গ করার সময় ইদম্ শব্দ ব্যবহার করিবেন। যজুর্বেদের ব্রাহ্মণগণ অর্ঘ্য উৎসর্গ করার সময় এতদ্ শব্দ ব্যবহার করিবেন। ব্যাকরণে বাক্যের মধ্যে 'নমঃ, স্বধা, স্বাহা 'বষট্' শব্দ থাকিলে চতুর্থী বিভক্তি করিতে হয় তাই সমবেদীয় ব্রাহ্মণ ইদম্ শব্দের চতুর্থী 'অস্মৈ' অর্ঘ্য অকারান্তশব্দ হওয়ায় অকারান্ত শব্দের চতুর্থীতে অর্ঘ্যায় হইবে অতএব ওঁ অস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ বলা যুক্তি সংগত। আর যজুর্বেদে এতদ্ শব্দ থাকায় এতদ্ শব্দের চতুর্থী এক বচন 'এতস্মৈ' হইবে আর অর্ঘ অকারান্ত শব্দ হওয়ায় অকারান্ত শব্দের চতুর্থীর এক বচন অর্ঘ্যায় হইবে। অতএব ওঁ এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ বলা যুক্তি সঙ্গ ত। "সামগানাং সর্ব্বত্রাভিলাপে নপুংসক লিঙ্গেনৈব প্রয়োগঃ। তত্রাপি পাদার্ঘাভ্যাং যদিতি পাণিনি সূত্রেণ যৎ যদ্ভিধানং তৎ সামগপ্রয়োগ এব। অন্যত্র নির্বিকার এব অর্ঘ শব্দঃ শ্রাদ্ধতত্ত্ব। অন্যত্র ঋগ্বেদি প্রয়োগে। কিন্তু ঋগ্বেদীয় গৃহ্য পরিশিষ্টে শ্রাদ্ধ প্রকরণে 'ইদমর্ঘ্যং ..... আছে।। সম্প্রদানে—সম্প্রদান শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হওয়া পুং স্ত্রী ক্লীবলিঙ্গে সম্প্রদানায় হইবে। **সূর্য্যার্ঘে মাস নির্ণয় ঃ** সৌরমাস উল্লেখ হইবে। মাস অনুযায়ী রাশি উল্লেখ করিবেন।

সূর্য্য প্রণাম ঃ ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

জয়ধ্বনি ঘণ্টার পূজা ঃ পুষ্প লইযা এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা। মন্ত্র বলিয়া ঘণ্টায় পুষ্পটি প্রদান করতঃ অপর একটি পুষ্প লইয়া ঘণ্টাতে প্রদান করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঘণ্টাস্থিতায় গরুড়ায় নমঃ। যেখানে ঘণ্টাস্থিত নাগ আছে সেখানে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঘণ্টাস্থিতায় অনন্তায় নমঃ। অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘন্টে দেবদেবস্য বল্লভে।
ত্বাং বিনা নৈব সর্ব্বেষাং শুভং ভবতি শোভনে।।
ওঁ আগমার্থং তু দেবানাং গমনার্থং চ রক্ষসাম্।
কুরু ঘন্টে বরং নাদং দেবতাস্থানসংনিধৌ।।

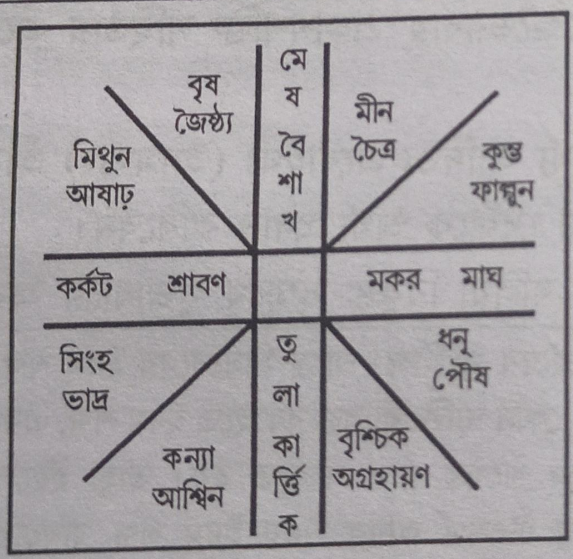

অর্ঘ্যশব্দে নিযকার সামগেতরাণাং'

তন্ত্রোক্ত বিষয়ে ঃ- শ্রীবিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ হ্রীঁ অদ্য অমুকে মাসি .....

নামের পরে	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	শূদ্র
পুংপক্ষে	দেবশর্ম্মা,	ত্রাতৃবর্ম্মা	দত্তভূতিঃ	দাস
৬ষ্ঠ্যন্তপদ	দেবশর্ম্মণঃ	ত্রাতৃবর্ম্মণঃ	দত্তভূতেঃ	দাসস্য
স্ত্রীপক্ষে	দেবী	ত্রাতৃবর্ম্মা	দত্তভূতিঃ	দাসী
স্ত্রীপক্ষে৬ষ্ঠ্যন্ত	দেব্যাঃ	ত্রাতৃবর্ম্মণঃ	দত্তভূতেঃ	দাস্যাঃ

দ্বিজাতীদিগের স্ত্রীগণ সকলেই দেবীপদবি বিশিষ্টা, দ্বিজাতী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

গুরুপূজা

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন—

ওঁ ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়-বিগ্রহম্।
বামেনোৎপল-ধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিত-বিগ্রহম্।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্।।

ধ্যানান্তর ঃ ওঁ ধ্যায়েন্মূর্দ্ধ্নিং সিতে পদ্মে বরাভয়-করং গুরুম্।
শুক্লং শুক্লাম্বরধরং সূর্য্যাসন-কৃতাশ্রয়ম্।।

স্ত্রী গুরুর ধ্যান ঃ

ওঁ সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণ-শোভিতে।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাম্।।
প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুম্।
পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাম্।।
রক্তকঙ্কণপাণিঞ্চ রত্ননূপুরশোভিতাম্।
স্থলপদ্মপ্রতীকাশপাদপল্লবশোভিতাম্।
শরদিন্দুপ্রতীকাশরক্তোদ্ভাসিতকুণ্ডলাম্।
স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাম্।।

বৃহন্নীলতন্ত্রে সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজার নির্দেশ দিয়েছে—মূল মন্ত্রং গুরোর্বাক্যং তস্মাদাদৌ গুরুং যজেৎ।। গুরুপূজাং বিনা দেবি ইষ্টপূজাং করোতি যঃ। মন্ত্রস্য তস্য তেজাংসি হরতে ভৈরবঃ স্বয়ম্ (মুণ্ডমালাতন্ত্র)। গুরুপূজা করিলে জগৎ পূজা হয়। যথা—'কিং দানেন কিং তপসা কিমন্যত্তীর্থসেবয়া। শ্রীগুরোরর্চ্চিতো যেন পাদৌ তে নার্চ্চিতং জগৎ। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ। গুরোঃ পাদতলে তানি নিবসন্তি হি সন্ততমিত্যনেন গুরুপদার্চ্চনবশাৎ বিশ্বপূজা সিদ্ধিঃ স্পষ্টমবগম্যতে।' কুলগুরু অর্থাৎ আপন পৈতৃক গুরু পরিত্যাগ করিতে নাই। যথা— "অবিদ্য বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্। অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদাগতিঃ।" (নিগমকল্পদ্রুম্)।। গুরু বিদ্বান্ হউন বা বিদ্যাহীন হউন, তাহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে হয়। এবং তিনি সৎ পথাবলম্বী হোউন বা অসৎ পথবর্ত্তীই হউন তদ্ভিন্ন অন্যগতি নাই।। গুরু ও মন্ত্র ত্যাগ করিতে নাই ঃ "গুরুত্যাগাদ্ ভবেন্মৃত্যুর্মন্ত্রত্যাগাদ্দরিদ্রতা গুরুমন্ত্রপরিত্যাগা- দ্রৌরবংনরকং ব্রজেৎ।।" (মহানির্বাণে) গুরুত্যাগ করিলে মৃত্যু হয়, মন্ত্র ত্যাগ করিলে দরিদ্র হয়, গুরু ও মন্ত্র ত্যাগ

শ্রী গুরুর ধ্যানান্তর ঃ ওঁ তরুণারুণকল্পাভাং করুণাপূর্ণলোচনাম্।
বরাভয়করাং শান্তাং স্মরামি নব-গৌরবীম্।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।। বলিয়া পুষ্পটি নিজের মস্তকে দিয়া মানস পূজা করিবেন।

তৎপরে চন্দনমিশ্রিত পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান সমাপন করতঃ **'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ** বলিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে ফুলটি দিবেন। অতঃপর যথাশক্তি উপচারে (পঞ্চোপচারে বা দশোপচারে বা ষোড়শোপচারে) পূজা করিবেন। শ্রীগুরুদেবকে আসন সমর্পণ করতঃ পাদ্যনিবেদন করিবেন।

পাদ্য ঃ কুশীতে জল লইয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

অভ্যুক্ষণ ঃ ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কুশীর জলে, জলের ছিটা দিবেন—**ওঁ এতস্মৈ পাদ্যায় নমঃ।**

অর্চ্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কুশীর জলে পুষ্প দিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পাদ্যায় নমঃ।** অপর একটি পুষ্প লইয়া বিষ্ণু বা শিবের সমীপে বা পূজাধারে দিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ (তন্ত্রোক্ত** বিষয়ে—**শিবায় নমঃ)।**

সম্প্রদান ঃ কুশীর জলে, পুষ্প দিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।**

নিবেদন ঃ কুশীর জলটি দক্ষিণ হস্তে ধারণ করতঃ **এতৎ পাদ্যং ওঁ ঐং শ্রীগুরুবে নমঃ। তাহার পর—এতেন পাদ্যেন শ্রীগুরোঃ পাদৌ প্রক্ষালয়ামি** মন্ত্রে গুরুদেবের প্রথমে দক্ষিণপাদে তৎপরে বামপদে সমর্পণ করিবেন।

এইরূপে— **অর্ঘ্য ঃ** ইদমর্ঘ্যং (যজুর্বেদে-এষোঽর্ঘ্যঃ) ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।।

আচমনীয় জল ঃ ইদমাচমনীয়ং ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।

মধুপর্ক ঃ এষ মধুপর্কঃ ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।

করিলে নরকে বাস হয়।। **গুরুশব্দের অর্থ**—'গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো, রেফঃ পাপস্য দাহকঃ। উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মাগুরুঃ পরঃ।।" 'গকার সিদ্ধিদাতা, 'রেফ' পাপদাহক, 'উ'কার স্বয়ং শিব, এই ত্রিতয়াত্মক গুরু পরম দৈবত।। আবার অন্যমতে বলা আছে—"গকারাজ্ জ্ঞান সম্পত্তি রেফঃ পাপস্য দাহকঃ। উকারাচ্ছিব তাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ।।" 'গ'-কার উচ্চারণে জ্ঞান সম্পত্তি ও রেফ উচ্চারণে পাপদাহ এবং উকার শিবস্বরূপত্ব দান।।" গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাৎরুকার স্তেজউচ্যতে। অজ্ঞানধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ।।" 'গু' শব্দে অন্ধকার ও 'রু' শব্দে তেজ অর্থাৎ দীপ্তি কে বুঝা

পুনরাচমনীয় জল ঃ ইদম্ পুনরাচমনীয়ং ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
স্নানীয় জল ঃ ইদং স্নানীয়োদকম্ ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
পুনরাচমনীয় জল ঃ ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
বস্ত্র ঃ ইদম্ বস্ত্রম্ ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
যজ্ঞোপবীত ঃ এতদ্ যজ্ঞোপবীতং (যজ্ঞোপবীতার্থংসূত্রং) ওঁ ঐংশ্রীগুরবে নমঃ।
আভরণ ঃ ইদম্ রৌপ্যাঙ্গুরীয়কম্ (বা-স্বর্ণাঙ্গুরীয়কম্) ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
পুষ্পমাল্য ঃ ইদম্ পুষ্পমাল্যং ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
গন্ধ ঃ এষঃ গন্ধঃ ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
পুষ্প ঃ এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
ধূপ ঃ এষঃ ধূপঃ ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
দীপ ঃ এষঃ দীপঃ ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
নৈবেদ্য ঃ ইদম্ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যম্ ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
পুনরাচমনীয় জল ঃ ইদম্ পুনরাচমনীয় ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
পানীয় জল ঃ ইদম্ পানার্থোদকম্ ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
তাম্বুল ঃ ইদম্ ফলতাম্বুলং ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।

যায়। গুরুশব্দ অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশক, পূর্ণতেজ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিবেন।। **সদ্‌গুরুলক্ষণ ঃ** "বিশুদ্ধ-মাতাপিতৃকো জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বাগমশ্চঃ পরদুঃখকাতরঃ। যথার্থবাগ্বেদাঙ্গ পারগঃ শান্তঃ কুলীনো গুরুরীরিতো দ্বিজঃ।।" যে ব্রাহ্মণ পবিত্র পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়াছেন, সকল বেদশাস্ত্রে যাহার অধিকার আছে, অপরের কষ্টে যিনি দুঃখানুভব করেন, সত্যভাষী, সমগ্রবেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র যিনি সম্যক্ অবগত আছেন, যাহার মন পবিত্র, যিনি আচার ও সন্ধ্যা বন্দনাদি যথা সময়ে নিত্যানুষ্ঠান করেন, এইরূপ সদাচাররত পণ্ডিত ব্যক্তি গুরুর যোগ্য বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।। **স্ত্রী গুরুলক্ষণ ঃ** "সাধ্বী চৈব সদাচারী গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া, সর্ব্বতন্ত্রার্থ-সারজ্ঞা সধবা পূজনে রতা, গুরুযোগ্যা ভবেদয়া বিধবাং পরিবর্জয়েৎ।।" সাধ্বীপতিব্রতা গুরুভক্তিতে ইন্দ্রিয়-জয়কারিণী আচার নিষ্ঠা নিরত, পূজাদি কার্য্যে রতা অথচ তন্ত্র শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ যিনি জানেন, এইরূপ সধবা স্ত্রী গুরু হবার যোগ্য, বিধবাকে গুরুপদে বরণ করিতে নিষেধ আছে। **নিজবংশের গুরুর অবর্তমান কালে কাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবেন—** গুরোস্তু সন্ততিং ত্যক্ত্বা ন গুর্ব্বন্তরমাশ্রয়েৎ। গুরুনিন্দা ন কর্ত্তব্যা ন শ্রোতব্যা কদাচন। গুরোরভাবে চার্ব্বঙ্গি গুরুপত্নীং প্রপূজয়েৎ। তদভাবে চার্ব্বঙ্গিগুরুপুত্রং সমার্চ্চয়েৎ।। তদভাবে বরারোহে গুরুকন্যাঞ্চ পূজয়েৎ। এষামভাবে চার্ব্বঙ্গি গুরুগোত্রং প্রপূজয়েৎ।। তদভাবে বরারোহে তথা মাতামহস্যচ, মাতুলং মাতুলানীং বা পূজয়েৎ বিধিনামুনা।।" অর্থাৎ—গুরুদেবের অবর্তমানে তাহার স্ত্রী, স্ত্রীর অবর্তমানে পুত্র, পুত্রের অবর্তমানে কন্যা,

পুষ্পাঞ্জলি ঃ অঞ্জলি ভর্তি পুষ্প লইয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন—
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং শ্রীগুরুবে নমঃ।
সপরিবারের পূজা ঃএতে গন্ধপুষ্পে সাঙ্গায়সপরিবারায় ওঁ ঐং শ্রীগুরবে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং শ্রীগুরুভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং শ্রীপরমগুরুভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং শ্রীপরাপরগুরুভ্যো নমঃ।
(পূর্ণাভিষিক্তব্রাহ্মণক্ষেত্রে-এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং শ্রী পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ।)
এতে গন্ধপুষ্পে ঐং শ্রী শিক্ষাগুরুভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং শ্রীদীক্ষাগুরুভ্যো নমঃ।।
জপ ঃ 'ঐং' মন্ত্র যথাশক্তি জপ করতঃ (পূর্ণাভিষিক্ত ব্যক্তি গুরুপাদুকা মন্ত্র জপ করিবেন) জপ সমর্পণ করিবেন।
জপ সমর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাৎ ত্বয়িস্থিতে।।

গোযোনিমুদ্রার দ্বারা জপ সমর্পণ করিবেন।

কন্যার অবর্তমানে গুরুবংশজাত সদ্ব্যক্তি গুরু বংশের কেহ যদি না থাকে তাহলে মাতামহের, মাতামহের অভাব হইলে মাতুলের, মাতুলের অভাব হইলে মাতুলানীকে গুরুর ন্যায় ভাবিয়া মন্ত্র গ্রহণ করতঃ পূজাদি করিবেন। কখনো গুরু নিন্দা করিবেন না, অন্যকেহ করিলে তাহা শুনিবেন না। **গুরুর শ্রেণীভাগ ঃ** গুরু হলেন মন্ত্রদাতা, পরমগুরু হলেন মন্ত্র, পরাপর গুরু হলেন ইষ্টদেবতা, পরমেষ্ঠী গুরু হলেন শিব, মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শিব ভগবতীর প্রতি এই উক্তি করেছেন। যথা—'মন্ত্রদাতা গুরু প্রোক্তো মন্ত্রোহি পরমো গুরুঃ। পরাপর গুরুস্ত্বংহি পরমেষ্ঠিগুরুস্ত্বহম্।। পরমগুরবে নমঃ ইত্যাদি না বলিয়া ব্যাকরণের সূত্রানুসারে 'গৌরবে বহুবচনম্' সূত্রে সর্ব্বত্র ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ ইত্যাদি বহুবচন ব্যবহার করিবেন। জপ সংখ্যাবিষয়ে 'সহস্রং বা শতং বাপি দশ বানুদিনং জপেৎ। কূর্যাদূষ্টাধিকং তেযামিতি জপ্যে বিধিস্মৃতঃ। (বিদ্যাধরকৃততন্ত্রবচন)। অর্থাৎ সহস্র, শত বা দশ বার জপ করলে তার সঙ্গে অর্থাৎ জপের সংখ্যার সঙ্গে ৮ বার অতিরিক্ত জপ করিতে হয়। **জপ সমর্পণ ঃ** জপান্তে কুশ, পুষ্প ও অর্ঘ্যবারি দ্বারা পুরুষ দেবতার দক্ষিণ হস্তের (অনেক হাত হইলে নিম্ন হস্ত) উদ্দেশ্যে ফেলিতে হয়। স্ত্রীদেবতার জপান্তে গন্ধ, অক্ষত, কুশোদক দ্বারা বাম হস্তের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিতে হয়। যথা— 'এবং জপং পুরঃ কৃত্বাগন্ধাক্ষতঃ কুশোদকৈঃ। জপং সমর্পয়েদ্দেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ।। দেবস্য দক্ষিণহস্তে কুশ—পুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ।।' **গোযোনি মুদ্রা ঃ** দক্ষিণ হস্ত মুষ্টি করিলে মুষ্টির বামাংশে গোযোনি মুদ্রা হয়।

স্ত্রী গুরুপক্ষে ঃ ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদাৎ ত্বয়িস্থিতে।।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া তর্পণ ওঁ ঐং শ্রীগুরুং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক মস্তকে দিবেন।
ওঁ ঐং শ্রীগুরুমভিষিঞ্চামি নমঃ।।

গুরুপ্রার্থনা ঃ ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগন-সদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্ গুরুং ত্বাং নমামি।।

গুরুপ্রণাম ঃ ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু-গুর্রুদেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
নমোঽস্তুগুরবে তস্মা ইষ্টদেব-স্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞিতম্।

স্ত্রীগুরু-প্রণাম ঃ ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণু শিবত্বাদি-জীবন্মুক্তি-প্রদায়িনী।
জ্ঞান-বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

নানাদেবতার অর্চ্চনা ঃ চন্দন মিশ্রিত পুষ্প লইয়া পূজা করিবেন। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁগণেশাদিপঞ্চদেবতাভ্যোনমঃ। এইরূপে- ওঁমৎস্যাদিদশাবতারেভ্যো নমঃ। ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ। ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ। ওঁ অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রেভ্যো নমঃ। ওঁ রব্যাদি সপ্তবারেভ্যো নমঃ।

গুরুপ্রণাম বিষয়ে ঃ বিষ্ণুকে বামে রাখিয়া, শক্তি ও শঙ্করকে দক্ষিণে রাখিয়া এবং গুরুদেবকে অগ্রে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয়। যথা—"স্ববামে প্রণমেদ্ বিষ্ণুং দক্ষিণে শক্তি শঙ্করৌ। প্রণমেচ্চ গুরোরগ্রে চান্যথা নিস্ফলং ভবেৎ।।" একহস্তে প্রণাম নিষেধ ঃ যথা— "একহস্ত-প্রণামঞ্চ এবং বাপি প্রদক্ষিণম্। অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্।।" কাল্যাদি-দশমহাবিদ্যা ঃ কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।। বগলামুখী সিদ্ধবিদ্যা মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।। দশাবতার ঃ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম,

ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ।ওঁ বিষ্কুম্ভাদিযোগেভ্যো নমঃ। ওঁ ববাদিকরণেভ্যো নমঃ। ওঁ প্রতিপদাদি-তিথিভ্যো নমঃ। ওঁ পূর্ণিমায়ৈ নমঃ। ওঁ অমাবস্যায়ৈ নমঃ। ওঁ মরিচ্যাদিসপ্তর্ষিভ্যো নমঃ। ওঁ পুরুষোত্তমাদিশ্রীক্ষেত্রেভ্যো নমঃ। ওঁ বৃন্দাবনাদিধামভ্যো নমঃ। ওঁ বাস্তুদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ। ওঁ বারবেলায়ৈ নমঃ। ওঁ কালবেলায়ৈ নমঃ (রাত্রিকালে—ওঁ কালরাত্র্যৈ নমঃ।)

সংক্ষেপ সন্ধ্যা

প্রাতঃকালে সন্ধ্যা বন্দনাদি না হইলে এই সময় করিবেন।
(সমর্থ পক্ষে সম্পূর্ণ বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন।)

মার্জ্জন ঃ নিম্নমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পদদ্বয়ে ও হৃদয়ে জলের ছিটা দিবেন-ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ, শমুনঃ সন্ত্বনূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ, শমু নঃ সন্তু কূপ্যাঃ।। ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ।। ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভূব-স্তান ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে।। ওঁ যো বঃ শিবতমো রস-স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ।। ওঁ তস্মা অরং গমাম বো, যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ।। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎতপস্যোঽধ্যজায়ত। অতো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।। ওঁ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্, বিশ্বস্য মিষতো বশী।। ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা, যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।।

সামবেদীয়গায়ত্রী ধ্যান

প্রাতঃসন্ধ্যায় ঃ ওঁ কুমারীমৃগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্।।

মধ্যাহ্নে ঃ ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্।।

সায়াহ্নে ঃ ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাম্।।

রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী। **মরিচ্যাদিসপ্তর্ষি ঃ** মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ। **সন্ধ্যা বিষয়ে ঃ** গায়ত্রী জপই সন্ধ্যা। মার্জ্জনাদি উহার অঙ্গ। অতএব সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে অসমর্থ হইলে কেবল গায়ত্রী জপ করিতে পারা যায়। যথা ঃ 'যা সন্ধ্যা সা তু

যজুর্বেদীয়গায়ত্রী ধ্যান ঃ ওঁ শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কৌশেয়বসনা তথা।
অক্ষসূত্রধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা।
আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থা ব্রহ্মলোকস্থিতাথবা।।

গায়ত্রী আবাহন ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—

(সামবেদে)— ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি চ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে।।

(যজুর্ব্বেদে)—দেবা ঋষয়ো ধাম দেবতা, গায়ত্র্যা আবাহনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি, ধাম নামাসি।
প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেব যজনমসি।।
ওঁ গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদ্যসি ন হি পদ্যসে।
নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায় পদায় পরোরজসে।।
ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি চ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে।।

করন্যাস ঃ ওঁ ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ভূঃ তর্জ্জনীভ্যাংস্বাহা ওঁ ভুবঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ স্বঃ অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।।

অঙ্গন্যাস ঃ তর্জ্জনী-মধ্যমা ও অনামিকাঙ্গুলির দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবেন—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। তর্জ্জনী-মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবেন--ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা। বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবেন—ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্।দক্ষিণ হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাম বাহুমূল এবং বাম হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলির দ্বারা দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করিবেন—ওঁ স্বঃ কবচায় হূং। তর্জ্জনী-মধ্যমা ও অনামিকাঙ্গুলির দ্বারা চক্ষু স্পর্শ করিবেন—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্।দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির যোগ করিয়া বাম হস্তের পিঠ ও তল স্পর্শ করিবেন—ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।।

গায়ত্রী, দ্বিধা ভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।।' (যাজ্ঞবল্ক)। **সন্ধ্যা করার ফল ঃ** যাহারা নিয়মানুযায়ী সন্ধ্যা করেন, তাহারা পাপমুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যথা—'সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ। বিধূতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্।'

গায়ত্রী শাপোদ্ধার

কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবেন—গায়ত্র্যা ব্রহ্মশাপ-বিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মদেবতা ব্রহ্ম শাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্রি ত্বং যদ্‌ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাম্।
পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো বা, গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাদ্ বিমুক্তা ভব।।

গায়ত্র্যা বশিষ্ঠশাপ-বিমোচন মন্ত্রস্য বশিষ্ঠ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ব্রহ্ম-বিষ্ণু রুদ্রাদেবতা বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণু- র্বিষ্ণু জ্যোতিরহং শিবঃ।।
গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ্ বিমুক্তা ভব।।

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রশাপ-বিমোচন-মন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো গায়ত্রী দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।।

ওঁ অহো দেবি মহাদেবি বিদ্যে সন্ধ্যে সরস্বতি।
অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে।।
গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্র-শাপাদ্ বিমুক্তা ভব।।

গায়ত্রীপূজা ঃ চন্দন মিশ্রিত পুষ্প কূর্ম্মমুদ্রায় লইয়া ধ্যান করিয়া পূজা করিবেন-**এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূভুর্বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ।** গায়ত্রী দেবীর উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর উপর দিয়া যথাশক্তি উপচারে এইরূপে পূজা করিবেন। পুনরায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করতঃ নিজের মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন। তৎপরে পুষ্প গ্রহণ করতঃ ধ্যান করিয়া **এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূভুর্বঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ।**

গায়ত্রী শাপোদ্ধার বিষয়ে ঃ ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র বেশ কয়েক বছর ধরিয়া গায়ত্রীদেবীর সাধনা করিয়া কোন কৃপালাভ বা সুফল না পেতে ক্রোধে গায়ত্রী দেবীকে "হত প্রভাবা হও" বলিয়া অভিশাপ দিয়েছিলেন। তা শুনিয়া দেবতারা ব্রহ্মা বশিষ্ঠ ও বিশ্বমিত্রকে সান্ত্বনা দিলে তাঁরা বলিলেন গায়ত্রী শাপোদ্ধার মন্ত্রপাঠ করিলে আমাদের শাপ হইতে গায়ত্রীদেবী মুক্ত হইবেন। তাহার প্রমাণ স্মৃতি গ্রন্থেও আছে। আবার তন্ত্রসারে তারার্ণবে বলা আছে—'বশিষ্ঠারাধিতা বিদ্যা ন তু শীঘ্রফলাযতঃ। অতস্তেনাপি মুনিনা শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ। ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং ফলদাত্রী ন কস্যচিৎ।।'

গায়ত্রী জপ ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র-ঋষির্গায়ত্রী চ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।। গায়ত্রী মন্ত্র ঃ— ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। যথাশক্তি (১০/২৮/১০৮) বার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন—

সামবেদীয়গায়ত্রী সমর্পণ মন্ত্র ঃ দক্ষিণহস্তে একগণ্ডূষ জল-চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূজাধারে সমর্পণ করিবেন—

ওঁ মহেশ বদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সংস্থিতা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া।।

পুনরায় জল লইয়া—**ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তা-বাদিত্য-শুক্রৌ প্রীয়েতাম্। ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাংনমঃ।।** মন্ত্র বলিয়া জলত্যাগ করিবেন

যজুর্বেদীয় গায়ত্রী সমর্পণ মন্ত্র ঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূষ জল-চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূজাধারে সমর্পণ করিবেন—

ওঁ উত্তরে শিখরে জাতে (দেবি), ভূম্যাংপর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া।।

অতঃপর করজোড়ে তিনবার গায়ত্রী পাঠ ও একবার সূর্য্যপ্রণাম করিবেন।

যজ্ঞোপবীত ধরিয়া গায়ত্রী জপ নিষেধ—"যজ্ঞসূত্র করে ধৃত্বা গায়ত্রীং য পঠেদ্বিজঃ। সপ্তজন্ম লাভহানিঃ স্যাৎ জন্মে জন্মে দরিদ্রতা।।" (তোড়লতন্ত্র -যোগিনীতন্ত্রে)।। **গায়ত্রীর অর্থ ঃ** যিনি 'ওঁ' অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্বরূপ। যিনি 'ভূভুর্বঃ স্বঃ' অর্থাৎ ত্রিভুবনের সবকিছু, যিনি 'বরণীয়', যিনি আমাদের বুদ্ধিকে পরিচালনা করেন, সেই ভগবান সবিতার তেজকে আমি চিন্তা করি।। গায়ত্রীর গোত্র সাঙ্খ্যায়ন, অক্ষর ২৪টি, পদ ৩টি, কুক্ষি ৬টি, মস্তক ৫টি, ঋগ্বেদ প্রথম পদ, যজুর্বেদ দ্বিতীয় পদ, সামবেদ তৃতীয় পদ। পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, উর্দ্ধ, অধ এই ৬টি কুক্ষি। ব্যাকরণ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র এই ৫টি শাস্ত্র মস্তক। **গায়ত্রীর উৎপত্তি ঃ** ফেনা হইতে বুদবুদ, বুদবুদ হইতে অণ্ড, অণ্ড হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে ওঙ্কার, ওঙ্কার হইতে ব্যাহৃতি, ব্যাহৃতি হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে সাবিত্রী, সাবিত্রী হইতে সরস্বতী, সরস্বতী হইতে বেদ, বেদ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে চতুর্দ্দশ ভুবন। **ত্রিসন্ধ্যায় জপের প্রণালী ঃ** প্রাতঃ সন্ধ্যায় চিৎহাত করিয়া, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় হৃদয়ের দিকে হাত করিয়া, সায়ং সন্ধ্যায় উপুড় করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়। যথা—'কৃত্বোত্তানৌ করৌ প্রাতঃ সায়ঞ্চাধোমুখৌ করৌ। মধ্যে তির্য্যক্করৌ প্রোক্তৌ জপ এবমুদাহৃতঃ।।' (স্মৃতি)।। **উচ্চারণঃ** বর্ব্বরেণ্যংস্থলে সর্ব্বত্র 'র্বরেণিয়ং' উচ্চারণ করিতে হয়। গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণের সময় প্রথমে প্রণব, তৎপরে মহাব্যাহৃতি, তৎপরে প্রণব সাবিত্রী ও অবশেষে প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়। যথা—'প্রণবত্রয়সংযুক্তং ব্রাহ্মণেষু প্রকীর্ত্তিতম্। ক্ষত্রাদৌ পরমেশানি শস্যতে প্রণবদ্বয়ম্।।' (গায়ত্রীতন্ত্র, ১ম পটল)। 'প্রণবত্রয়সংযুক্তং

বাণেশ্বর শিবের পূজা

শ্বেতচন্দন মিশ্রিত বিল্বপত্র লইয়া ধ্যান করিবেন।

ধ্যান ঃ **ওঁ ঐং প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভুং।**
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্।।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং (ভাবয়েৎ) পরমেশ্বরম্।।
এতৎ সচন্দনবিল্বপত্রং ওঁ ঐং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ।

—বলিয়া বাণেশ্বর শিবের উপর বিল্বপত্রটি অধোমুখ করিয়া দিবেন।

গন্ধ — এষগন্ধঃ ওঁ ঐং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি — এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ।। (তিনবার)

জপ ঃ 'ঐং' মন্ত্র ১০বার জপ করিবেন।

জপ সমর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডূষ জল-চাল-দূর্ব্বা-বিল্বপত্র-পুষ্প লইয়া জপ সমর্পণ করিবেন—**ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।**
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর।।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক শিবের পূজাধারে দিবেন—
ওঁ ঐং বাণেশ্বরং শিবং তর্পয়ামি নমঃ।।

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্র বলিয়া নিজ মস্তকে জল দিবেন—
ওঁ ঐং বাণেশ্বরশিবমভিষিঞ্চামি নমঃ।

গায়ত্রীং প্রজপেত্তু যঃ। গায়ত্র্যাঃ ফলমাপ্নোতি অন্যথারণ্যরোদনম্।'। (গায়ত্রীতন্ত্র ২য় পটল)।। **গায়ত্রী বিসর্জন ঃ** বিসর্জ্জন শব্দের অর্থ প্রেরণ। আবাহন করিলে বিসর্জ্জন করিতে হয়। যথা—তামাবাহ্য জপিত্বা চ নমস্কৃত্য বিসর্জ্জয়েৎ।। (যোঃ যাঃ) **অশৌচে গায়ত্রী জপ ঃ** জননাশৌচে ও মরণাশৌচে গায়ত্রীজপ চলিবে। যথা—ব্রহ্মাবিদ্যা চ অত্যাজ্যা গায়ত্রী মৃতসূতকে। (গায়ত্রীতন্ত্র)।। আপৎকালে ও অশৌচে ১০বার গায়ত্রী জপ করা যায়। যথা—'আপন্নশ্চাশুচৌ কালে তিষ্ঠন্নপি জপেদ্দশ।।' **শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য সকলকেই সর্বপ্রথমে শিবপূজা করিয়া স্ব-স্ব ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয়।** যথা—'শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি। আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপর্ত্রৈবরাননে।। পশ্চাদন্যাং মহেশানি শিবং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ। অন্যথা মূত্রবৎ সর্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে।।' (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে)। আবার তোড়লতন্ত্রে শিবপূজা করিয়া অন্যদেবতার পূজা করিতে বলেছেন। যথা-'আদৌ শিবং পূজয়িত্বা পশ্চাদন্যং প্রপূজয়েৎ।'(তোড়লতন্ত্রে)। **বিল্বপত্রের উপর বাণলিঙ্গ স্থাপন করিতে নাই ঃ** "মদাসনং বিল্বপত্রং ন কুর্ব্বীত কদাচন। যদি মোহাৎ প্রকুর্ব্বীত শিবহা ব্রতমাচরেৎ।।" (শিবার্চ্চনতন্ত্রে)। **বিল্বপত্র দেওয়ার নিয়ম ঃ** শিব ও অন্য দেবতার মস্তকে বিল্বপত্র চিৎ করে না দিয়ে উপুড় করে দিতে হয়। যথা—'জলজং স্থলজং ব্যাপি পত্রং পুষ্পং ফলং তথা। যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্রমধোমুখম্।।' (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে)। **কিরূপ বিল্বপত্র ও তুলসীপত্র দেবতাদের দিতে হয় ঃ**

প্রার্থনা ঃ ওঁ বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো।
নমস্তে উগ্ররূপায় নমস্তে ব্যক্তযোনয়ে।।

অতঃপর 'ওঁ শক্তয়ে নমঃ'। পুষ্প লইয়া পূজা করিবেন—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সায়ুধায় সবাহনায় ঐং সশক্তিক-বাণেশ্বরায় শিবায় নমঃ ।

প্রণাম ঃ ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞান-প্রদায় করুণাময়-সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়।।

ইষ্টপূজা (তান্ত্রিক সন্ধ্যা)

প্রথমতঃ কামিনীর ধ্যান -পূজা- 'কং' মন্ত্রজপান্তে চৌরগণেশন্যাস, কুল্লকা, মহাসেতু, সেতু, মুখশোধন, করশোধন করিবেন।

মার্জ্জন ঃ- ইষ্টমন্ত্রপূর্বক তত্ত্বমুদ্রায় ভূমিতে তিনবার জল নিক্ষেপ করিয়া, ইষ্টমন্ত্রে মস্তকে সাতবার জলের ছিটা দিবেন। ইষ্টদেবতার ঋষ্যাদিন্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস করিবেন।

অঘমর্ষণ ঃ- বাম হস্তে জল নিয়ে তাহার উপর দক্ষিণহস্ত আচ্ছাদন করে 'হং যং বং লং রং' মন্ত্র তিনবার পাঠ করে বাম অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে বিন্দু বিন্দু জল ফেলিবে আর দক্ষিণ হস্তের তত্ত্বমুদ্রায় জলবিন্দু নিয়ে ইষ্টমন্ত্র বলিতে বলিতে সাতবার মস্তকে ছিটা দিতে হবে। তৎপরে অবশিষ্ট জল বাম হস্ত হতে দক্ষিণ হস্তে নিয়ে নাসিকার অধোভাগে ধারণ করত চিন্তা করতে হবে ঐ জল বামনাসিকা দিয়ে দেহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেহস্থিত সমুদয় পাপ রাশিকে ধৌত করে সেইজল কৃষ্ণবর্ণ হয়ে দক্ষিণনাসিকা পথে বাহির হচ্ছে। তারপর সেই জল 'ফট' মন্ত্র বলে নিজের দক্ষিণভাগে শিলার উপর নিক্ষেপ করিতেছি

আর্দ্র অর্থাৎ সজল বিল্বপত্র ও নির্জল তুলসীপত্র দেবতাদিগের দিতে হয়—'সজলং বিল্বপত্রঞ্চ নির্জ্জলং তুলসীদলম্।।' ফলহীনবৃক্ষের বিল্বপত্রদ্বারা পূজা প্রশস্ত নহে। যথা—'ফলশূন্যবৃক্ষজাতৈবিল্বপত্রৈস্তু নার্চয়েৎ।' (বরদাতন্ত্রে)। বিল্বপত্রের অভাবে চূর্ণিত বিল্বপত্র দ্বারা পূজাচলিবে এবং তাহা ছয়মাস পর্য্যন্ত বাসি হইবে না। যথা—'খণ্ডিতৈশ্চ শিবঃ পূজ্যঃ পত্রৈ-রন্যৈরখণ্ডিতৈঃ। যন্মাষানন্তরং বিল্বপত্রং পর্য্যুসিতং ভবেৎ।।' **বিল্বপত্র ধৌত করিবার নিয়ম**—"বিল্বপত্রস্য প্লবনং বৃন্তং হিত্বা তু প্লাবয়েৎ, বৃন্তসংপ্লাবনাদেব ফলং হরতি রাক্ষসঃ"।। (ভবিষ্যপুরাণ)।। বিল্বপত্র ধৌত করিবেন কিন্তু বৃন্তধৌত করিবেন না। **বাণেশ্বর শিবের মন্ত্র ঃ** 'ঐং' তাঁর প্রমাণ যোগাসারে উল্লেখ আছে "এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গং যজেত্তু পরমং শিবম্। মনসা গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ সম্পূজ্যাস্য মুনং স্মরেৎ।। প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা বাণলিঙ্গং তু তোষয়েৎ। তদৈক্যদেবয়োরৈক্যং বিভাব্যবাগ্‌ভবং (ঐং) জপেৎ।।"

ভেবে তিনবার বা একবার নিক্ষেপ করতে হবে। তারপর দুই হস্ত ধুইয়া তান্ত্রিক আচমন করতে হবে।

তর্পণঃ (পূর্ণাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ স্থলে পাদুকামন্ত্র জানিবেন) ওঁদেবাংস্তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি নমঃ। (পাদুকামন্ত্র) সশক্তিক শ্রীগুরু শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। (পাদুকামন্ত্র) দিব্যৌঘ-সিদ্ধৌঘ-মানবৌঘগুরু শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। (পাদুকামন্ত্র) সশক্তিক পরমগুরু-পরাপরগুরু-পরমেষ্ঠীগুরু শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং হসক্ষ ফ্রেং হসক্ষ মালবরযীং আনন্দভৈরব্যে বৌষট্ আনন্দ ভৈরবী শ্রী পাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং হসক্ষ ফ্রেং হসক্ষ মালবরযীং আনন্দভৈরবায় বষট্ আনন্দ ভৈরবী শ্রী পাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।

দেবীপক্ষে ঃ (পাদুকামন্ত্র) বীজমন্ত্র সাঙ্গায়াঃ সায়ুধায়াঃ সাবরণায়াঃ সপীঠ-দেবতায়াঃ সবাহনায়াঃ অমুক ভৈরব সহিতায়াঃ শ্রীমদ্ অমুক দেবতায়াঃ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা। (নিজের ইষ্টদেবতার নাম উল্লেখ করিবেন)।

দেবপক্ষে ঃ (পাদুকামন্ত্র) বীজমন্ত্র সাঙ্গং সাবরণং সায়ুধং সপরিবারং (অমুকীদেবীসহিতং) শ্রীঅমুকদেবং তর্পয়ামি নমঃ।।

(পাদুকামন্ত্র) সশক্তিক (পিতা) - পিতামহ - প্রপিতামহ - বৃদ্ধ প্রপিতামহ, মাতামহ - প্রমাতামহ - বৃদ্ধ প্রমাতামহ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।

(পাদুকামন্ত্র, ওঁ ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।

পাদুকামন্ত্র, সর্ববিঘ্নকৃৎ শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।)।

ইষ্টার্ঘ্য ঃ কু যীতে জল-রক্তচন্দন-আত পচাল-দূর্ব্বা-যন্ত্রপুষ্প ও বিল্বপত্র(বিষ্ণু/কৃষ্ণবিষয়েতুলসীপত্র) লইয়া অভাবে কেবল জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূজাধারে প্রদান করিবেন-

প্রাতসন্ধ্যায়- ওঁ হ্রীঁ উদ্যদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈনিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ এষোঽর্ঘঃ (ইদমর্ঘ্যং) (বীজমন্ত্র) শ্রীমদ্ অমুকদেবতায়ৈ স্বাহা।

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়- ওঁহ্রীংমধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ-নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ এষোঽর্ঘঃ (ইদমর্ঘ্যং) (বীজমন্ত্র) শ্রীমদ্ অমুকদেবতায়ৈ স্বাহা।

সায়ংসন্ধ্যায়- ওঁ হ্রীং সায়াহ্ন-সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিন্যৈ-নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ এষোঽর্ঘঃ (ইদমর্ঘ্যং) (বীজমন্ত্র) শ্রীমদ্ অমুকদেবতায়ৈ স্বাহা।

প্রাতঃসন্ধ্যায়ঃ— ওঁ উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েৎ তারকিতেঽম্বরে।।

মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় ঃ—ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্বাহুং শঙ্খ-চক্র লসৎকরাম্।
গদা-পদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসন-কৃতাশ্রয়াম্।।

সায়ং সন্ধ্যায়ঃ— ওঁ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্।।
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ।।

গায়ত্রীজপ ঃ- স্ব-স্ব ইষ্টদেবতার গায়ত্রীমন্ত্র যথাশক্তি (১০/২৮/১০৮) বার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

সমর্পণ মন্ত্র ঃ দক্ষিণহস্তে একগণ্ডূষ জল-চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূজাধারে সমর্পণ করিবেন—

স্ত্রীদেবতাপক্ষেঃ- ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদাৎ মহেশ্বরি।।

পুংদেবতাপক্ষেঃ-ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাৎ মহেশ্বর।।

ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম ও ব্যাপকন্যাস করতঃ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন। অতঃপর ধ্যান পূর্বক যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ, ইষ্টমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণান্তে প্রণাম করিবেন। ইষ্টদেবতার পরিবার পূজা ও আবরণ দেবতার পূজা করিয়া করজোড়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন।

ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র ঃ ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্।
বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর।।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বর।
যৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে।।

স্ত্রী দেবতার পক্ষে পরমেশ্বর স্থলে ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি। দেব—দেবি। সুরেশ্বর—সুরেশ্বরি।

স্বস্তিবাচন

স্বস্ত্যয়নের স্বস্তিবাচন ঃ তাম্রপাত্রে আতপচাল, দূর্ব্বা, ত্রিপত্র লইয়া বাম হস্তের উপর রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন করিয়া মন্ত্র বলিবেন—**ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ স্বস্ত্যয়ন-কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।**

পুরোহিত বলিবেন—**ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং।।**

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ স্বস্ত্যয়ন-কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ-স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।

পুরোহিত বলিবেন—**ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি।।**

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ স্বস্ত্যয়ন-কর্ম্মনি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।

পুরোহিত বলিবেন—**ওঁ ঋদ্ধতাম্। ওঁ ঋদ্ধতাম্। ওঁ ঋদ্ধতাম্।।**

যজুর্বেদীয় স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ স্বস্ত্যয়ন-কর্ম্মণি স্বস্তিভবন্তো ব্রুবন্তু, স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।

পুরোহিত বলিবেন—**ওঁ স্বস্তি। স্বস্তি। স্বস্তি।**

শূদ্রগণের স্বস্তিবাচন ঃ নমঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ স্বস্ত্যয়ন কর্ম্মণি স্বস্তিভবন্তো ব্রুবন্তু, স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।

পুরোহিত বলিবেন—**স্বস্তি। স্বস্তি। স্বস্তি।**

স্বস্তিবাচন ঃ সঙ্কল্পের বিধিবাক্যানুসারে স্বস্তিবাচন করিতে হয়। যথা—"বাক্যস্য (সঙ্কল্প) রচনা কার্য্যা বিধিবাক্যানুসারতঃ।।" **স্বস্তিবাচনের অর্থ ঃ** পুণ্যাহম্ = পুণ্য + অহ = (পবিত্রদিন)।। স্বস্তি=মঙ্গল।। ঋদ্ধি=অভ্যুদয়।। ঋদ্ধিং=অভ্যুদয় হউক। 'পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু' শব্দের অর্থ আমার কার্য্যে আপনারা শুভদিন বলুন। 'স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু' শব্দের অর্থ আমার কার্য্যে আপনারা মঙ্গল বলুন। 'ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু' শব্দের অর্থ আমার কার্য্যে আপনারা অভ্যুদয় বলুন। **স্বস্তিবাচন বিষয়ে ঃ** সম্যক্‌রূপে (ভালভাবে) গন্ধ-পুষ্পমাল্য দক্ষিণা দ্বারা পূজিত ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণ বা উত্তর মুখে পুণ্যাহ-স্বস্তি ঋদ্ধি তিনবার করে প্রথমে অল্প, মধ্যে মধ্যম ও শেষে উচ্চস্বরে (জোরে) উচ্চারণ করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। স্বস্তিবাচনের কর্তা কুশ হাতে ধরিয়া পুণ্যাহ, স্বস্তি, ঋদ্ধি তিনবার করিয়া বলিবেন। যথা—"অর্চ্চিতাঃ ব্রাহ্মণাঃ সম্যগ্‌গন্ধমাল্যৈঃ সদক্ষিণৈঃ। তিষ্ঠেয়ুঃ প্রাঙ্‌মুখা যুগ্মা বক্তারো দর্ভপাণয়ঃ। তিষ্ঠেদ্ বাচয়িতা তেষাং দক্ষিণস্যামুদঙ্‌মুখঃ। পুণ্যাহং স্বস্তিমৃদ্ধিঞ্চ ভবৎপূর্ব্বং ব্রুবন্বিতি। প্রণবাদ্যং ত্রিরাচষ্টে, ভবদাদি বিনা পরে। পুণ্যাহাদে স্ত্রিরভ্যাসো মন্দমধ্যোচ্চনিস্বনৈঃ।। শ্রাবয়েরন্নিমং সর্ব্বে যথাগমপরস্পরম্। প্রত্যুক্তিবিষয়ে ভেদস্তৃতীয়ে

একসঙ্গে দুটি কর্মের স্বস্তিবাচন হইলে ঃ ওঁ কর্তব্যয়ো-রনয়োঃ অমুক অমুক কর্ম্মণোঃ। ওঁ পুণ্যাহং .....।

একসঙ্গে দুটির বেশি কর্মের স্বস্তিবাচন হইলে ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেষু এষু অমুক অমুক অমুক কর্ম্মসু। ওঁ পুণ্যাহং .....।

মৃতদোষশান্তিতে স্বস্তিবাচন ঃ ওঁকর্ত্তব্যেঽস্মিন্একপাদ/দ্বিপাদ/ত্রিপাদ দোষোপশমন-শান্তি-কর্ম্মণি। ওঁ পুণ্যাহং .....।

ত্রিপুষ্কররিষ্ট শান্তিতে স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ বরাহ সংহিতোক্ত ত্রিপুষ্কররিষ্ট-শান্তি-কর্ম্মণি। ওঁ পুণ্যাহং.....।

গৃহপ্রবেশের স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেষুএষু ইষ্টাকাদিময় (মাটিরগৃহে-তৃণকাষ্টাদিময়) নবগৃহপ্রবেশ-নিমিত্তক-শালাকর্ম্ম-বাস্তুপূজন (বাস্তুযাগ) কর্ম্মসু। ওঁ পুণ্যাহং .....।

বাস্তুযাগের স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ একাশীতিপদ (বা-চতুষষ্টিপদ) বাস্তুযাগ-কর্ম্মণি। ওঁ পুণ্যাহং.....।

(বাস্তুযাগের সংকল্প করিয়া স্বস্তিবাচন করার শাস্ত্রে বিধান আছে।)

দেবতা প্রতিষ্ঠার স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুক দেবতায়াঃ প্রতিষ্ঠা কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং.....।

মন্দির প্রতিষ্ঠার স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইষ্টকাদিময় (মাটির মন্দিরে হইলে তৃণকাষ্ঠাদিময়) অমুক দেবতায়া নবশ্রীমন্দিব (নববেশ্ম) প্রতিষ্ঠা কর্ম্মণি। ওঁ পুণ্যাহং..... ।

ঋধ্যতামিতি।।" (কুমারিলভট্টধৃত জয়ন্তস্বামিবচন)।। **ক্ষেত্রবিশেষে মন্ত্রের তারতম্যতাঃ** একটি কর্ম হইলে 'কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুক কর্ম্মণি'। ২টি কর্ম হইলে—'কর্ত্তব্যয়োরনয়ো অমুক কর্ম্মণোঃ'। ২টির অধিক বা অনেকগুলো কর্ম হইলে—'কর্ত্তব্যেষু এষু অমুক অমুক কর্ম্মসু' বলিতে হয়। **স্বস্তিবাচনের চাল তাম্রপাত্রে বিকীরণের বিধি ঃ** 'ঊর্দ্ধ ক্ষিপ্তং ভবেৎ ব্যাধি অধঃক্ষিপ্তং ধনক্ষয়ং দিগ্বিদিকং সুতং হন্তা, তাম্রপাত্রে ইদং ত্যজেৎ।।' অর্থাৎ ঊর্দ্ধে বিকীরণ করিলে ব্যাধি এবং নিচে নিক্ষেপ করিলে ধনক্ষয় হয়, তাম্রপাত্রে চাল বিকীরণ করিতে হয়। **স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিয়া চাল বিকীরণের নিয়ম ঃ** "ত্রয়ং কৃত্বা ত্রয়ং কৃত্বা এয়ং কৃত্বা ক্ষিপেদ্ বুধঃ। তর্জ্জনী মধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈর্ধৃত্বা চ নব তণ্ডুলান্। স্বস্তিত্রয়ং সমুচ্চার্য্য মুহুর্মুহুঃ ক্ষিপেদিতি।। অর্থাৎ তর্জ্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠের অঙ্গুলের দ্বারা নয়টি তণ্ডুল ধরিয়া তিনটি তিনটি করিয়া তিনবার স্বস্তি বলিয়া (তাম্র) পাত্রে নিক্ষেপ করিবেন। **স্বস্তিবাচনের বিশেষ কিছু নিয়মঃ** ব্রাহ্মণ পুণ্যাহাদির পূর্বে 'ওঁ' বলিবেন, প্রতিবচনে ও পুণ্যাহাদির পূর্ব্বে ওঁ বলিবেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুণ্যাহাদির পূর্বে 'ওঁ' বলিবেন না। প্রতিবচনেও উহাদের পূর্ব্বে 'ওঁ' বলিতে হইবে না। স্ত্রী, শূদ্র ও অনুপনীত দ্বিজাতি পুণ্যাহ ও ঋদ্ধি বলিবেন না, কেবল স্বস্তি বলিবেন

তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠার স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ইষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা কর্ম্মণি। ওঁ পুণ্যাহং.....।

অদ্ভুত শান্তির স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ ছন্দোগপরিশিষ্টীয় কাত্যায়ণোক্তাদ্ভুতশান্তি-কর্ম্মণি। ওঁ পুণ্যাহং .....।

আভ্যুদয়িকের স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেষু এষু অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকা-পূজা-বসোর্ধারা-সম্পাতনায়ুষ্য-সূক্তমন্ত্রজপবসুসত্য সঙ্ককবিশ্বদেবসহিতআভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ (শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ) কর্ম্মসু।

তান্ত্রিক স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ হ্রীং হূং স্বস্তি নঃ কাত্যায়ণী অপর্ণাশ্রবা, হ্রীং স্বস্তি নঃ কালী হ্রৌং মেধামৃতময়ী হূং স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু।। হ্রীঁ শ্রীঁ হুঁ ফট্ স্বাহা।।

তান্ত্রিক স্বস্তিসূক্ত ঃ ওঁ সর্ব্বশ্চ দেব্যশ্চবিভীতকশ্চপ্রভঞ্জতাং মেরুসুবর্ণদায়ী।
কালোর্দ্ধ মা মা সচেন্দ্রিয়াং শ্রিয়ো বিবিক্তরাগায় পুনর্ভবায় বৈ।।
হ্রীং স্বস্তিঃ। হ্রীং স্বস্তিঃ। হ্রীং স্বস্তিঃ।।

অতঃপব স্বস্তি সূক্ত পাঠ করিয়া স্বস্তিবাচনের আতপচাল দূর্ব্বা স্বস্তিসূক্ত তাম্রপাত্রে বিকীরণ করিবেন।

সামবেদীয় স্বস্তিসূক্তঃ

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্।।
ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি।

এবং উহার পূর্ব্বে 'ওঁ'-কারের পরিবর্ত্তে 'নমঃ' পদও বলিবেন। যথা—'সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈ ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচয়েৎ। ধর্ম্ম্যে কর্ম্মণি মঙ্গল্যে সংগ্রামাদ্ভুত-দর্শনে। ধর্ম্মে কর্ম্মণি ইতি সপ্তমীনির্দ্দেশাৎ অমুককর্ম্মাণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু ইতি ব্রুয়াৎ। পুণ্যাহবাচনং দৈবে (বৈধে) ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে। এতদেব নিরোঙ্কারং কুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যয়োঃ।। সোঙ্কারং ব্রাহ্মণে ব্রুয়ান্নিরোঙ্কারং মহীপতৌ। উপাংশু চ তথা বৈশ্যে শূদ্রে স্বস্তি প্রযোজয়েৎ।।' **দেবতা শব্দ পুংদেবতা ও স্ত্রীদেবতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে।** যথা—'অমরানির্জ্জরা দেবাস্ত্রিদশা..... পুংসি বা দেবতা স্ত্রিয়াম্।।' (অমরকোষ স্বর্গবর্গঃ ২ পর্য্যায়)। **মন্দির অর্থে ঃ** 'বাসঃ কুটৌদ্বয়োঃ শালা সভা।।' (অমরকোষ পুরবর্গঃ ১১ পর্য্যায়)। **বাস্তুযাগে প্রথমে সঙ্কল্প পরে স্বস্তিবাচন করিতে হয়।** যথা- 'গ্রহে বাস্তৌ তথা যাগে আরামে চ জলাশয়ে। সঙ্কল্পং প্রথমং কুর্য্যাৎ পশ্চাত্তু স্বস্তিবাচয়েৎ।।'

যজুর্ব্বেদীয় স্বস্তিসূক্তঃ

ওঁ গণানাং ত্বা গণপতি গুঁ হবামহে।
ওঁ প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতি গুঁ হবামহে।
ওঁ নিধীনাং ত্বা নিধিপতি গুঁ হবামহে বসো মম।
ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি।।

ত্রিবেদীয় স্বস্তিসূক্ত ঃ

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি।। যজুর্বেদীয়গণ 'পূষা' স্থলে 'পূখা' বলিবেন।

সঙ্কল্পপাত্র সুসজ্জীত-করণ ঃ

কোষাতে পরিপূর্ণ জল, তিল, যব, অক্ষত আতপ চাল, তুলসী, বিল্বপত্র, পুষ্প, দূর্ব্বা, হরীতকী, কুশত্রিপত্র দিয়া করজোড়ে দৃষ্টিপাত করিয়া সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র ঃ ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃকালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্ পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।।
ওঁ শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।।
ওঁ স্মৃতেঃ সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষস্তমজং নিত্যং ব্রজামি স্মরণং হরিম্।।

সঙ্কল্পের আবশ্যকতা ঃ সঙ্কল্প না করিয়া যদি কোন কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহলে কর্মের পূর্ণফল সংকল্প কর্তা লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মের অর্ধেক ফল ক্ষয় হয়। যথা—"সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ। ফলঞ্চাল্পাল্পকং তস্য ধর্ম্মস্যার্দ্ধক্ষয়োভবেৎ"।।

সঙ্কল্প শব্দের অর্থ ঃ সঙ্কল্প শব্দের অর্থ মানসিক কর্ম্ম অর্থাৎ মনের ইচ্ছা বা প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করা। **হরীতকীর পবিত্রতা ঃ** পুষ্প ও পত্রের বৃন্ত না থাকিলে অঙ্গহীনতা বশতঃ ব্যবহার্য্য হয় না। হরীতকী অতি পবিত্র ও প্রশস্ত ফল বলিয়া উহা বৃন্তহীন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **সঙ্কল্পের নিয়ম ঃ** ভবিষ্য পুরাণে সঙ্কল্পের নিয়ম আছে-প্রথমতঃ, তাম্রাদিপাত্রে জলপূর্ণ করতঃ প্রাদেশ প্রমাণ তিনটি কুশ (কুশত্রিপত্র), ফল (হরীতকী) তিল গ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবার নির্দেশ আছে। **সঙ্কল্পের দিক নির্ণয় ঃ** জলাশয়, উপবন, কূপ প্রতিষ্ঠার সময় পূর্বদিকে এবং জলাশয় ও কূপ প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য সমস্ত কর্মে উত্তর দিকে মুখ করিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ

স্বস্ত্যয়নের সঙ্কল্প ঃ উত্তরমুখে বীরাসনে উপবেশন করতঃ বাম হস্তে সঙ্কল্পপাত্র লইয়া দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন করিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন— বিষ্ণুরোঁতৎসদদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে— অমুক গোত্রা শ্রী অমুকী দাসী, বৈশ্য পুরুষ ও স্ত্রী পক্ষে- দত্তভূতিঃ) এতদ্বাস্তুমধ্যতঃ সর্ব্বদোষপ্রশমণাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকতাপত্রয়-নিবারণ জ্ঞাতাজ্ঞাতৈহিকানৈকসর্ব্বপাপক্ষয়াস্মদ্ গোচর-বিলগ্নাদি-নাক্ষত্রিক দশান্তর্দশা-প্রত্যন্তর্দশাষ্টবর্গ-ষন্নাড়ী-পতাকি-সপ্তশূন্য-ত্রিপাপ-সর্বতো-ভদ্রচক্রাদি চতুরশীতি-চক্রস্থ-রব্যাদিনবগ্রহ-সংসূচিত-সংসূচ্যমান-সংসূচয়িষ্যমানারিষ্ট-প্রশমন শুভগ্রহবিশেষ-সন্তোষপ্রতিপাদনাশুভগ্রহাণামপি-বিশেষশান্তি-বায়ু-পিত্ত-কফোদ্ভবাশ্রিত-শরীরস্থ-সর্ব্বরোগানাং-ঝটিত্যুপশমন-শরীরারোগ্য-দীর্ঘায়ুর্লাভঃ, সাংসারিক-সর্বমঙ্গল-সর্ব্বাপচ্ছান্তি-মনোগতাভীষ্ট-সুসিদ্ধি-শ্রীবৃদ্ধি-লাভঃ, সর্ব্ববাধাবিনির্মুক্তি-সর্বদা-সর্বত্র-জয়লাভ-পূর্ব্বক-শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামশ্চ (স্ত্রীপক্ষে - কামা চ) গণপত্যাদি-দেবতা-পূজানন্তরং ব্রহ্মপুরাণীয় ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বকম্ অষ্টোত্তরশত (বা-সহস্র) সংখ্যক-সচন্দন-তুলসী-পত্রাণামেকৈকেন শালগ্রাম-শিলাধিকরণক শ্রী হরিপূজা, শ্রীমদ্ ভগবদ্ দুর্গায়াঃ পূজাংবিধায় অষ্টোত্তরশত (বা-সহস্র) সংখ্যক দ্ব্যক্ষরাত্মক দুর্গেতি দুর্গানাম-জপঃ, শ্রীমধুসূদনং সম্পূজ্য অষ্টোত্তরশত (বা-সহস্র) সংখ্যক-পঞ্চাক্ষরাত্মক-মধুসূদনেতি মধুসূদন-নাম জপঃ, একৈকশঃ এক

করিয়া এই পাত্রের জল ঈশান কোণে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবার বিধান আছে। যথা— "গৃহীত্বৌডুম্বরং পাত্রং বারিপূর্ণং গুণান্বিতম্। দর্ভত্রয়ং সাগ্রমূলং ফল-পুষ্প-তিলান্বিতম্। জলাশয়ারাম-কূপে সঙ্কল্পে পূর্ব্বাদিঙ্মুখঃ। সাধারণে চোত্তরাস্য ঐশান্যাং নিক্ষিপেৎ পয়ঃ।। (ভবিষ্যপুরাণ)।।" **সঙ্কল্প পাত্রনির্ণয় ঃ** ভবিষ্যপুরাণে শঙ্খে, ঝিনুকে, খালিহাতে, কাংস্য, রৌপ্য, প্রস্তর ও মাটিরপাত্রে সঙ্কল্প করিতে নিষেধ করেছেন। যথা—'শুক্তিশঙ্খাশ্ম-হস্তৈশ্চ কাংস্য-রৌপ্যাদিভিস্তথা। সঙ্কল্পো নৈব কর্ত্তব্যো মৃন্ময়েন কদাচন।' (ভবিষ্য পুরাণ)। **সঙ্কল্প পাত্র ধরিবার নিয়ম ঃ** বামহাতে সঙ্কল্প পাত্র রেখে দক্ষিণ হাতে চাপা দিয়া সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিতে হয়। যথা—'কৃত্বা বামকরে পাত্রমাচ্ছাদ্য দক্ষিণেন চ। সঙ্কল্পমাচরেদ্ধীমান্ ধর্ম্মকামার্থ-সিদ্ধয়ে।' **সঙ্কল্পে ফল নির্ণয় ঃ** সঙ্কল্প কার্য্যে হরীতকী শ্রেষ্ঠ, হরীতকীর অভাব হইলে রম্ভা দিতে হয় কিন্তু সুপারি দিতে নাই। যথা—"হরীতকী ফলং শ্রেষ্ঠং সঙ্কল্পে বিধিপূর্ব্বকম্। তদ্ভাবে চ রম্ভা বা ন গুবাকং কদাচন।" আবার সঙ্কল্পকালে ছোলা, নারাঙ্গা, লেবু, ধাত্রী

(বা-চতুঃ/দ্বাদশ) সংখ্যক-পার্থিব-শিবলিঙ্গাধিকরণক-শ্রীশিবপূজা, শ্রীমচ্চণ্ডিকাং সমভ্যর্চ্য শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষিবেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় মার্কণ্ডেয় উবাচ ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্য-তনয়ঃ ইত্যারভ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুরোমিত্যন্তদেবীমাহাত্ম্যস্য সকৃৎ (বা-ত্রিকৃত্বঃ) পাঠঃ, ঘৃতোড়ুম্বরাদি-সমিদ্ভিঃ সবিষ্ণুক-পূজনীয়-দেবদেবীনাং প্রীতয়ে জপতর্পণাভিষেচন-হোমকর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)। বলিয়া ঈশানকোণে কিঞ্চিত জল ফেলিয়া পূজাধারে সংকল্প পাত্র উপুড় করিবেন। অতঃপর ঐ সঙ্কল্প পাত্র বামহস্তে স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে আতপচাল লইয়া সঙ্কল্প সূক্ত মন্ত্রে সঙ্কল্প পাত্রোপরি বিকীরণ করিবেন।

নির্বিঘ্ন-পরিসমাপ্তির জন্য স্বস্ত্যয়নের সঙ্কল্প ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্র শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা শ্রী অমুকী দাসী) মৎসংকল্পিত অমুক অমুক কর্ম (কর্মণী/কর্মাণি) নির্ব্বিঘ্নেন পরি-সমাপ্তি সুসিদ্ধিপূর্ব্বকঞ্চ শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ (স্ত্রীপক্ষে-কামা) গণপত্যাদি দেবতা পূজানন্তরং ব্রহ্মপুরাণীয় ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বকম্ অষ্টোত্তর শত (বা-সহস্র) সংখ্যক সচন্দন তুলসী পত্রাণামেকৈকেন শালগ্রাম শিলাধিকরণক শ্রীহরিপূজা, শ্রীমদ্ ভগবদ্ দুর্গায়াঃ পূজাংবিধায় অষ্টোত্তরশত (বা-সহস্র) সংখ্যক দ্ব্যক্ষরাত্মক দুর্গেতি দুর্গা নাম জপ, শ্রীমধুসূদনং সম্পূজ্য অষ্টোত্তর শত (বা-সহস্র) সংখ্যক পঞ্চাক্ষরাত্মক মধুসূদনেতি মধুসূদন নাম জপ, একৈকশঃ এক (বা-চতুঃ/দ্বাদশ) সংখ্যক পার্থিব শিবলিঙ্গাধিকরণক শ্রীশিবপূজা, শ্রীমদ্ চণ্ডিকাং সমভ্যর্চ্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষিবেদব্যাস প্রোক্তঃ জয়াখ্যঃ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় মার্কণ্ডেয় উবাচ ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্য তনয়ঃ ইত্যারভ্য সাবর্ণিভবিতা

ও হরীতকী ফল প্রশস্থ। যথা—"মাতুলঙ্গ নাগরঙ্গ ধাতকী চ হরীতকী। ফলান্যেতানি সঙ্কল্পে প্রশস্তমিতি কথ্যতে।" **সঙ্কল্পে নিষিদ্ধ ফল ঃ** "নিষিদ্ধানি প্রবক্ষ্যামি জম্বীরমথ দাড়িমং। নারিকেলং গুবাকঞ্চ তালং খর্জুর্নুরমেব চ জয়ন্তীঞ্চৈব বাসন্তীং সঙ্কল্পে পরিবর্জ্জয়েৎ। দদ্যাদভাবে রম্ভাঞ্চ ন গুবাকং কদাচন।।" অর্থাৎ জামীরলেবু বা পাতি লেবু ডালিম, নারিকেল, সুপারি, তাল, খেজুর, জয়ন্তী ও বাসন্তী এবং কখনো সুপারি দেওয়া চলিবে না। (ভবিষ্যপুরাণ)॥ **সঙ্কল্পে সুপারি দেবার ব্যবস্থাঃ** যথা—"তাম্রপাত্রে জলং দত্ত্বা, ক্রমুকং

মনুরোমিত্যন্তং দেবীমাহাত্ম্যস্য সকৃৎ (বা-ত্রিকৃত্বঃ) পাঠ, তন্মহর্ষিপ্রোক্ত-জয়াখ্যঃ মহাভারতীয়ানুশাসনিক পর্ব্বণ্যুক্ত দানধর্মোত্তরীয় শ্রীবৈশম্পায়ন উবাচ ওঁ শ্রুত্বাধর্ম্মানশেষেন ইত্যারভ্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীমিত্যন্তং শ্রীবিষ্ণোর্দিব্য সহস্রনামস্তোত্রস্য-সকৃৎ (বা-ত্রিকৃত্বঃ) পাঠঃ ঘৃতোড়ুম্বরাদি-সমিদ্ভিঃ সবিষ্ণুক পূজনীয় দেবদেবীনাং প্রীতয়ে জপতর্পণাভিষেচন-হোমকর্ম্মাণ্যহং (পরার্থে—করিষ্যামি)।

(সুপারি) কুশমক্ষতম্। তুলসীদল গন্ধাংশ্চ সঙ্কল্পং কারয়েৎ বুধ।।" (ভবিষ্যপুরাণ)।। 'ক্রমুক' শব্দের অর্থ অমরকোষে নানার্থবর্গে ৬১ পর্য্যায়ে লিখিত আছে—"পূগঃ ক্রমুক বৃন্দয়োঃ।।" ক্রমুকো গুবাক বৃক্ষঃ, তৎ ফলেতু ক্লীবং। **সঙ্কল্পে কয়টি তিল দিতে হয় ঃ** তর্পণে দশ ও আটটি, সঙ্কল্পে সাতটি দানোৎসর্গে পাঁচটি ও শ্রাদ্ধে দ্বাদশটি তিল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। যথা—'তর্পণে দশ অষ্টৌ চ সঙ্কল্পে সপ্ততৈরিতম্। দানোৎসর্গে পঞ্চপঞ্চদ্বাদশ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।।' **সঙ্কল্পের নিয়ম ঃ** তাম্রপাত্রং সদূর্ব্বাঞ্চ সতিলং জলপূরিতং। সকুশং সফলং দেবি গৃহীত্বাচম্য কল্পতঃ। মাসঃ পক্ষং তিথিঞ্চৈব দেবপর্ব্বাদিকস্তথা। আদ্যন্তকাল-মুল্লিখ্য গোত্রং নামাচ কামীনাং ক্রিয়েয়ং করিষ্যেত বৈশান্যামুৎসৃজেৎ পয়ঃ। (যোগিনীতন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে)। আদ্যেত্যাদি সমুচ্চার্য্য সৌরমাসং সমুচ্চরেৎ। তিথি গোত্রঞ্চামুকোঽহং ধর্ম্মকামার্থ-মেবচ।। (মাতৃকাভেদ তন্ত্রে)॥ **বীরাসন ঃ** একপা মাটিতে অধোমুখে রাখিয়া অপর পা অন্য ঊরুর উপর রাখিবেন। পরে সরলভাবে উপবেশন করিলে বীরাসন হয়। যথা—'একং পাদমধঃ কৃত্বা বিনস্যোরৌ তথেতরম্। ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী বীরাসনমিতীরিতম্।। **কর্মের শুভলক্ষণ ঃ** বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহের সময় পূজা কার্য্য করিলে কার্য্য শুভ হয়। বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহের জন্য বামপাকে ভূমিসংলগ্ন করিয়া এবং দক্ষিণ পাকে উত্থিত করিতে হয়। **সঙ্কল্পে মাস নির্ণয় ঃ** সঙ্কল্পে মুখ্যতঃ সৌর, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র এই তিনপ্রকার মাসের উল্লেখ আছে। **সৌরমাস ঃ** প্রচলিত রীতিতে মাস গণনার ব্যবহৃত রূপকেই সৌর মাস বলে। রবি যে রাশিতে থাকে সেই মাসই সৌরমাস। অর্থাৎ কোন মাসের পয়লা থেকে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত সময়কে সৌরমাস বলে। **মুখ্যচান্দ্রমাস ঃ** শুক্লা প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা তিথি পর্য্যন্ত মুখ্য চান্দ্রমাস। যেমন আশ্বিন মাসের ২৮ তারিখ শুক্লা প্রতিপদ্ কার্ত্তিমাসের ২৬ তারিখ অমাবস্যা। অতএব শুক্লা প্রতিপদ থেকে অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্যচান্দ্রমাস, সেইহেতু মুখ্যচান্দ্রমাস হিসাবে কার্ত্তিক মাসকেও আশ্বিন মাস হিসেবে উল্লেখ করা হইবে। **গৌণ চান্দ্রমাস ঃ** কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথিকে গৌণচান্দ্রমাস বলে।। **কর্ম বিশেষে মাসগ্রাহ্য ঃ** "আব্দিকে পিতৃকৃত্যে তু মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ। বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ।।" অর্থাৎ বিবাহাদি ও তন্ত্রোক্ত বিষয়ে সৌরমাস। জন্ম তিথি প্রভৃতি তিথি কৃত্যে গৌণচান্দ্র মাস, শ্রাদ্ধাদি স্বস্ত্যয়ন সকল কার্য্যেই মুখ্যচান্দ্র মাস উল্লেখ করার বিধান আছে। আবার যোগিনীতন্ত্রে কলিযুগে সর্বকর্মে সৌরমাস উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন। যথা—"স্নানে দানে তথা হোমে পৌষ্ট্যপর্ব্বাদিষু প্রিয়ে। মাসে নাক্ষত্রিক প্রোক্তং সাবনো বর্ষ পর্ব্বণি। এবং যুগে যুগে প্রোক্তঃ কলৌ সৌরস্তু সর্ব্বতঃ।।" (যোগিনী

মৃতদোষশান্তিতে সঙ্কল্প ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ পরিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা [(ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা পরিবারবর্গ সহিতা শ্রীঅমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্র পরিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা পরিবারবর্গ সহিতা শ্রীঅমুকী দাসী)] অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (ব্রাহ্মণস্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ অমুকী দেব্যাঃ, শূদ্রপক্ষে—দেবশর্ম্মণঃস্থানে—দাসস্য, শূদ্রস্ত্রীপক্ষে দেব্যাঃস্থানে দাস্যাঃ) মরণকালীন অমুকবার, অমুকতিথি, অমুকনক্ষত্র-যোগজনিত একপাদ-(দ্বিপাদ/ত্রিপাদ) পুষ্কর সূচিত দোষোপশমন কামঃ (স্ত্রীপক্ষে-কামা) গণপত্যাদি পূজনীয় দেবদেবী যম-ধর্ম্ম-চিত্রগুপ্ত-পুষ্করপুরুষ অমুক বার/অমুক তিথি/অমুক নক্ষত্র-আদিত্যাদিগ্রহ-ইন্দ্রাদিদশদিকপালানাঞ্চযথাবিধ্যুপচারৈঃ পূজন ব্রহ্মপুরাণীয় ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বকম্ অষ্টোত্তরশত (বা-সহস্র) সংখ্যক সচন্দন তুলসী-পত্রাণামেকৈকেন শালগ্রাম শিলাধিকরণক শ্রীহরিপূজন, শ্রীমদ্ ভগবদ্ দুর্গায়াঃ পূজাং বিধায় অষ্টোত্তরশত (বা-সহস্র) সংখ্যক দ্ব্যক্ষরাত্মক দুর্গেতি দুর্গানাম-জাপনা, শ্রীমধুসূদনং সম্পূজ্য অষ্টোত্তর শত (বা-সহস্র) সংখ্যক পঞ্চাক্ষরাত্মক মধুসূদনেতি মধুসূদন নাম জাপনা, একৈকশঃ এক (বা-চতুঃ/দ্বাদশ) সংখ্যক পার্থিব শিবলিঙ্গাধিকরণক শ্রীশিবপূজন, শ্রীমচ্চণ্ডিকাং সমভ্যর্চ্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষিবেদব্যাস প্রোক্তজয়াখ্য- মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় মার্কণ্ডেয় উবাচ ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্য তনয়-ইত্যারভ্য সাবর্ণিভবিতা মনুরোমিত্যন্তং দেবীমাহাত্ম্যস্য সকৃৎ (বা-ত্রিকৃত্বঃ) পাঠনা, তন্মহর্ষি প্রোক্ত জয়াখ্য-মহাভারতীয়ানুশাসনিক পর্ব্বণ্যুক্ত দানধর্মোত্তরীয় শ্রীবৈশম্পায়ন উবাচ ওঁ শ্রুত্বাধর্ম্মানশেষেণ ইত্যারভ্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীমিত্যন্তং শ্রীবিষ্ণোর্দিব্য সহস্রনামস্তোত্রস্য সকৃৎ (বা-ত্রিকৃত্বঃ) পাঠনা, তত্তৎ দেবতানাং প্রীতয়ে জপতর্পণাভিষেচন হবনঞ্চ কর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)।।

তন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে)।। **সাবনমাস ঃ** দিন হিসাবে যে মাস তাহাই সাবন মাস। রাত্রিতে কোন কাজ করিলে কেবল "অদ্য" বলিবে "রাত্রৌ" বলিবে না। (আহ্নিক কৃত্য ১ম খণ্ড শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি)। মাসপুংলিঙ্গ হওয়ায় মাস শব্দের ৭মীর ১ম বচনে মাসে, মাসি দুইটি হইবে। মাসি শব্দের ৭মীর ১বচনে মাসে মাসি হইবে। অতএব সঙ্কল্পের সময় অমুকে মাসে বা অমুকে মাসি দুই পদ বলা চলিবে। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে

ত্রিপুষ্কররিষ্ট শান্তির সঙ্কল্প ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ পরিবারবর্গ সহিত শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা [(ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে--অমুকগোত্রা পরিবার সহিতা শ্রীঅমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে-অমুক গোত্র পরিবার সহিত শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে--অমুক গোত্রা পবিবার সহিতা শ্রীঅমুকী দাসী)] অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (ব্রাহ্মণীপক্ষে-অমুক গোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ অমুকী দেব্যাঃ, শূদ্রপক্ষে--দেবশর্ম্মণঃ স্থানে--দাসস্য শূদ্রস্ত্রীপক্ষে দেব্যাঃস্থানে দাস্যাঃ) মরণকালীন অমুকবার, অমুকতিথি, অমুকনক্ষত্রজনিত ত্রিপুষ্কর যোগ সংসূচিত সর্বরিষ্ট প্রশমনকামঃ (স্ত্রীপক্ষে--কামা) গণপত্যাদিদেবতা পূজা পূর্ব্বক বরাহসংহিতোক্ত ত্রিপুষ্কররিষ্ট শান্তি কর্ম্মাহং করিষ্যে।

'মার্গশীর্ষে'' বলিতে হয়। (প্রাচীন কালে কার্ত্তিক মাসে বৎসর শেষ ও মার্গশীর্ষেমাসে বৎসর আরম্ভ হইত বলিয়া উহাকে অগ্রহায়ণ বলে, অগ = প্রথম, হায়ন = বৎসর। (আহ্নিক কৃত্য ১ম খণ্ড শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি)। অমুকে মাসি স্থলে মাসের নাম উল্লেখ করিবেন। অমুকে পক্ষে স্থানে পঞ্জিকা দেখিয়া পক্ষ নির্ণয় করিয়া শুক্লেপক্ষে বা কৃষ্ণেপক্ষে উল্লেখ করিবেন। অমুক তিথৌ স্থানে পঞ্জিকা দেখিয়া তিথি নির্ণয় করিয়া তিথির নাম উল্লেখ করিবেন। 'তিথি বাচকঃ স্ত্রিয়াম্' সূত্রানুসারে তিথি বাচক শব্দ সকল স্ত্রীলিঙ্গ হইবে। তিথি শব্দ মতি শব্দের ন্যায় মতি শব্দের ৭মীর ১ বচন মত্যাম্, মতৌ, তাই তিথি-তিথৌ হয়েছে। প্রতিপৎ তিথিতে প্রতিপদি তিথৌ দ্বিতীয়া তিথি—দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ এইরূপে-তৃতীয়ায়াং, চতুর্থ্যাং, পঞ্চম্যাং, ষষ্ঠ্যাং, সপ্তম্যাং, অষ্টম্যাং, নবম্যাং, দশম্যাং, একাদশ্যাং, দ্বাদশ্যাং, ত্রয়োদশ্যাং, চতুর্দ্দশ্যাং, পৌর্ণমাস্যাং, অমাবস্যায়াং তিথৌ বলিবেন। অনেক স্থানে 'পঞ্চম্যান্তিথৌ' লিখিত আছে তা দেখিয়া কিছু ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারেন না। পঞ্চম্যাং + তিথৌ = পঞ্চম্যান্তিথৌ। ইটি সন্ধি হইয়াছে। এর অর্থ পঞ্চমী তিথিতে। কোন কর্ম যে তিথিতে আরম্ভ হয়েছে সেই তিথিতে শেষ হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে 'অমুক তিথাবারভ্য অমুকতিথিং যাবৎ' সঙ্কল্প বাক্যে বলিতে হইবে। অমুক গোত্র স্থানে নিজের গোত্র বলিবেন। অমুক দেবশর্ম্মা স্থানে নিজের নাম বলিয়া দেবশর্ম্মা বলিবেন। মৃত দোষশান্তিতে অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুকস্থানে প্রেতের নাম বলিবেন। 'অমুক রাশিস্থে সূর্যে/ভাস্করে', 'অমুক স্থানে মাস অনুসারে রাশি উল্লেখ করিবেন। অর্থাৎ বৈশাখ মাসে মেষরাশি, জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষরাশি, আষাঢ় মাসে মিথুন রাশি, শ্রাবণমাসে কর্কটরাশি, ভাদ্রমাসে সিংহরাশি, আশ্বিন মাসে কন্যা রাশি, কার্ত্তিক মাসে তুলা রাশি, অগ্রহায়ণে বৃশ্চিক, পৌষে ধনু, মাঘে মকর, ফাল্গুনে কুম্ভ, চৈত্রে মীন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নামের পরে উপাধি বলিতে হয় না। ব্রাহ্মণের নামের পর দেবশর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের ত্রাতৃবর্ম্মা এবং বৈশ্যের দত্তভূতিঃ বা গুপ্ত বলিতে হয়। শূদ্রের নামের পর উপাধি ও দাস দুই বলিতে হয়। শূদ্রস্ত্রীর নামের পর কেবল দাসী বলিতে হয়, উপাধি বলিতে হয় না।

গৃহপ্রবেশের সঙ্কল্প ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ সদারাপত্য পরিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা [(ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা পরিবারবর্গ সহিতা শ্রীঅমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্র পরিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা পবিবার সহিতাশ্রী অমুকী দাসী)] ধনধান্যাতুলঐশ্বর্য্যলাভঃ সর্ব্বরোগাণাং ঝটিত্যুপশমনং সুচিরং বাসস্থিতি সর্ব্বসম্পত্তি সিদ্ধি-লাভ-সহিত-এতদ্বাস্তু-মধ্যতঃ সর্ব্বদোষোপশমন কামঃ (স্ত্রীপক্ষে—কামা) ইষ্টকাদিময় (মাটির গৃহ হইলে তৃণকাষ্ঠাদিময়) শুভ নব গৃহপ্রবেশ-শালাকর্ম্ম-বাস্তুপূজনঞ্চ (বাস্তু যাগ হইলে- একাশীতিপদ বাস্তুযাগশ্চ) কর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি।)

বাস্তুযাগের সঙ্কল্প ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ সপরিবার সহিত শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা সপরিবার সহিতা শ্রীঅমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্র সপরিবার সহিত শ্রীঅমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা সপরিবার সহিতা শ্রীঅমুকী দাসী) এতদ্বাস্তৌ ধনধান্যসুতানিতত্ব-নীরোগদীর্ঘায়ুষ্ট সুখশান্তিময়-চিরবাসস্থিতিলাভার্থং বাস্তুদোষোপশমন কামঃ (স্ত্রীপক্ষে—কামা) একাশীতিপদ (দেববাস্তু হইলে—চতুষষ্ঠীপদ) বাস্তুযাগ কর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)।

অদ্ভুতশান্তির সঙ্কল্প ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ পবিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে-অমুকগোত্রা পরিবারবর্গ সহিতা শ্রীঅমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্র পরিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে-অমুক গোত্রা পবিবারবর্গ সহিতা শ্রী অমুকী দাসী) এতদ্ বাস্তুমধ্যতঃ গৃহং পরিতশ্চ অমুক অমুক (দৃষ্টাদৃষ্ট জ্ঞাতাজ্ঞাত) অদ্ভুতসূচিত দোষোপশমনকামঃ (স্ত্রীপক্ষে-কামা) ছন্দোগপরিশিষ্টিয় কাত্যায়ণোক্ত অদ্ভুতশান্তি কর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে-করিষ্যামি)।

রামনাম জপ ও অদ্ভুত রামায়ণপাঠের সঙ্কল্প ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ পরিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা [(ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা পরিবারবর্গ সহিতা শ্রীঅমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্র পরিবারবর্গ সহিত পরিজন সহিত শ্রীঅমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা পরিবারবর্গ সহিতা

শ্রীঅমুকী দাসী)] মৎ সঙ্কল্পিত ছন্দোগপরিশিষ্টীয় কাত্যায়নোক্তাদ্ভুতশান্তি কর্ম্মণি পরিপূর্ণ-ফলপ্রাপ্তি কামঃ (স্ত্রীপক্ষে—কামা) শ্রীরামচন্দ্রস্য যথাবিধ্যুপচারৈঃ পূজন (পূজা) পূর্ব্বকষ্টোত্তর শত (বা-সহস্র) সংখ্যক দ্ব্যক্ষরাত্মক রামেতি রাম নাম জাপনা (জপ), মহর্ষি বাল্মীকি প্রোক্তার্ষীয়াদিকাব্যীয়াদ্ভুতোত্তর কাণ্ডান্তর্গত ওঁ (নমঃ) নমস্তস্মৈ মুনীশায় শ্রীযুতায় তপস্বিনে ইত্যারভ্য ভূয়ো ভবেন্নো জঠরে জনন্যা ইত্যন্তং অদ্ভুত রামায়ণসৈকাবৃত্তি পাঠনা (পাঠ) কর্মাণ্যহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।

তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ পরিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা পবিবারবর্গ সহিতা শ্রীঅমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্র পবিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা পরিবারবর্গ সহিতা শ্রীঅমুকী দাসী) এতদিষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ পরমানু সমসংখ্যক সহস্রগুণ বর্ষাবচ্ছিন্ন বিষ্ণুলোক মোদমানত্বপৃথিবী-পতিত্ব প্রাপ্তি (বা-শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি) কামঃ (স্ত্রীপক্ষে—কামা) এতদিষ্টকাদিময় তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা কর্ম্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি।)

মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ পরিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা পবিবারবর্গ সহিতা শ্রীঅমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্র পবিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা পরিবারবর্গ সহিতা শ্রীঅমুকী দাসী) এতদিষ্টকাদিময় (মাটির মন্দির হইলে-এতত্তৃণকাষ্ঠাদিময়) শুভ নবশ্রীমন্দিব (নববেশ্ম) পরমাণু সমসংখ্যক বর্ষ সহস্রদশগুণকালাবচ্ছিন্ন স্বর্গলোক মহিতত্ত্ব (বা—শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি) কামঃ (স্ত্রীপক্ষে-কামা) অমুক দেবতায়াঃ এতদিষ্টকাদিময় (মাটির মন্দির হইলে-এতত্তৃণকাষ্ঠাদিময়) নব শ্রীমন্দিব (নববেশ্ম) প্রতিষ্ঠামহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি।)

দেবতা প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ পরিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা পবিবারবর্গ সহিতা শ্রীঅমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্র পবিবারবর্গ সহিত শ্রীঅমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—

অমুক গোত্রা পরিবারবর্গ সহিতা শ্রীঅমুকী দাসী) অস্যাং প্রস্তরময়মূর্ত্তৌ/ধাতুমূর্ত্তৌ অমুক দেবস্য (স্ত্রী দেবতার পক্ষে-দেবতায়াঃ) সান্নিধ্যসিদ্ধিপূর্ব্বকংসাংসারিক সর্ব্বমঙ্গল-সর্বাপচ্ছান্তি-সর্বাশাপরিপূরণ-সর্বরোগপ্রশমন সহিত শ্রীবিষ্ণু (শ্রীশিব) প্রীতিকামঃ (স্ত্রী ব্রতী পক্ষে—কামা) অমুক দেবতামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি।)

আভ্যুদয়িকের সঙ্কল্প ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা, [শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দাসঃ] মৎসঙ্কল্পিত অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সগণাধিপ গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকা পূজাবসোর্ধারা সম্পাতনায়ুষ্যসূক্তমন্ত্রজপাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ (শ্রাদ্ধানুকল্প-ভোজ্যোৎসর্গ) কর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে। পরার্থে-করিষ্যামি।

সামবেদীয় সঙ্কল্প সূক্ত মন্ত্র ঃ

ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ, পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্।
উদ্ বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্ব-মাদিদ্ বো দেব ওহতে।।

যজুর্বেদীয় সঙ্কল্প সূক্ত ঃ

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং, তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং, তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু।

তন্ত্রোক্ত সঙ্কল্প সূক্ত ঃ

ওঁ ইন্দ্রাদ্যানো বিবেশী পুষ্টাং মা কৃণোতি সতাং সিঞ্চধ্বং
প্রহিতামমরোভিঃ স্বর্গমাদধদ্কল্প কৃষ্ণার্য়ূদেব ওহতে।।

বলিয়া আতপচাল সঙ্কল্পপাত্রে বিকিরণ করিবেন। এই সময়ে স্ত্রী শূদ্র ও অনুপনীত ব্রাহ্মণবালক **স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি** বলিয়া আতপচাল বিকিরণ করিবেন। এরপর সঙ্কল্প পাত্রোপরি জল, পুষ্প, তালত্রয়, ঘণ্টা বাজাইবেন।

সঙ্কল্পের প্রার্থনা মন্ত্র ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধন্তু সিদ্ধাঃসন্তু মনোরথাঃ। শত্রূণাং বুদ্ধিনাশায় মিত্রাণামুদয়ায় চ। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু। (বহুবচনে—ইমে আরম্ভাঃ শুভায় ভবন্তু।) **অয়ংক্ষণঃ শুভক্ষণঃ অস্তু। অস্যাং বেলায়াং যদা-বার-তিথি-নক্ষত্ররাশি লগ্ন-তারা-যোগ-করণানামমৃত-যোগোঽস্তু? (প্রতিবচন-ওঁঅস্তু)। সর্বের গ্রহাঃ একাদশস্থাঃ শুভফল-দায়িনো ভবন্তু?।। প্রতিবচন—ওঁ ভবন্তু।। (বহুবচনে প্রতিবচন- ওঁভবন্তু)।**

ক্ষেত্রপালাদিভূতগণের পূজা

স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া ভূতাদির আবাহনান্তে পূজা করিবেন। পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পুষ্পটি ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর পূজা করিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতেভ্যো নমঃ।**

আবাহন ঃ দক্ষিণ হস্তে চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনী মুদ্রা দ্বারা ভূতাদির আবাহন করিবেন—**ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহ সন্নিধত্ত, ইহ সন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ মম পূজাং গৃহ্ণীত।।**

পূজা ঃ এষ গন্ধঃ ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতেভ্যো নমঃ। এইরূপে পূজা করিবেন।

মাষভক্তবলি

মাষভক্তবলি সুসজ্জিতকরণ ঃ স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া মাটির পাত্রে বা কদলীপত্রে দধিদুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করা (মিষ্টি) হলুদ মিশ্রিত আতপচাল ও মাষকলাই একত্রিত করিয়া বলি সাজাইয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক মাষভক্তবলির উপর জলের ছিটা দিবেন—

ওঁ এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।

অর্চ্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক মাসভক্তবলিতে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।

অধিপতির পূজা ঃ পুষ্প গ্রহণ করতঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শালগ্রাম শিলায় দিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ রুদ্রায় নমঃ।**

সম্প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রে মাষভক্তবলিতে পুষ্প দিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতেভ্যো নমঃ।**

মাষ ভক্তবলি দেওয়ার কারণ ঃ যে শুভ কর্মারম্ভ হইবে সেই শুভ কর্ম্ম ভূত প্রেত পিশাচাদি নানা বিঘ্ন করে, তাই ভূতাদি দিগের সন্তুষ্ট করবার জন্য মাষভক্ত বলি দিতে হয়। ভূতাদির উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ার আগে পূজাস্থানে ইন্দ্রাদিদেবতাগণের উদ্দেশ্যে বলি দিতে হয়। কারণ ভূত প্রেত পিশাচাদি দেবতাদের আজ্ঞায় বিনষ্ট হয়ে যায়, ফলে কর্ম সুষ্ঠভাবে সুসম্পন্ন হয়। এর প্রমাণ মন্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয়। **মাষভক্তবলির অর্থঃ** মাষ এর অর্থ মাষ কলাই। ভক্ত এর অর্থ অন্ন (ভাত) (অন্নমত্র-তণ্ডুলঃ)। অমর কোষে বৈশ্যবর্গের ১৩৯ পর্য্যায়ে—"ভিস্সা স্ত্রী ভক্ত মন্ধোঽন্নমোদনোঽস্ত্রী স দীদিবিঃ"।। বলি শব্দের অর্থ হল

নিবেদন মন্ত্র ঃ দুই হস্তের অঙ্গুলির মধ্যে মাষভক্তবলি লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিবেদন করিবেন—

ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্মাণো রৌদ্রস্থাননিবাসিনঃ।
মাতরোঽপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে।
ওঁ বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্-বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ।
সর্বে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্।
এষ মাস ভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতেভ্যো নমঃ।

প্রার্থনা ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে।
তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষঃ প্রসাধিতঃ।।
ওঁ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈ-র্বলির্ভিস্তর্পিতাস্তথা।
দেশাদস্মাদ্ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্।।
ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ পাতালে ভূতলেস্থিতাঃ।
পর্ব্বতাগ্রে তথা বৃক্ষে গৃহে ক্ষেত্রাদিষু স্মৃতাঃ।
তুষ্টা ভবন্তু তে সর্ব্বে মম গৃহ্নন্ত্বিমং-বলিম্।।
ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ দানবাঃ রাক্ষসাশ্চ যে।
শান্তিং কুর্ব্বন্তু তে সর্ব্বে ইমং গৃহ্নন্ত্বিমং বলিম্।।
এষ মাষভক্তঃ বলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতেভ্যো নমঃ।।

দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর জল দিবেন—**ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতাঃ ইমং মাষভক্তবলিং গৃহ্নীত।**

বিসর্জন ঃ দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর জল দিবেন—**ওঁ ক্ষেত্রপালাদিভূতাঃ ক্ষমধ্বম্।**

উপহার। **মাষভক্ত বলির উপকরণ ঃ**—'মাষতণ্ডুল দধি মিশ্রিত পূজোপহার বিশেষঃ। অত্র কোচিৎ হরিদ্রা ঘৃতমধ্বপি মিশ্রয়ন্তি।।" অর্থাৎ মাষ হরিদ্রা মিশ্রিত কলাই, আতপচাল, দধি, ঘৃত, মধু, শর্করা একত্রে করিয়া পাত্র রাখিয়া নিবেদন করিতে হয়।। **মাষভক্ত বলির দ্রব্যের পরিমাণ ঃ** "পলৈকং মাষকলকং পলমেকঞ্চ-তণ্ডুলম্। অদ্ধতোলং ঘৃতঞ্চৈব দধিত্বদ্ধার্দ্ধতোলকম্।। শর্করৈকতোল-কেন বলিং দদ্যাৎ সুসিদ্ধয়ে। এতেষাং সহযোগেন বলির্ভবতি শান্তবি। পল = ৪ তোলা। অর্থাৎ এক পল মাষকলাই একপল তণ্ডুল অর্ধতোলা ঘৃত, দধি তাহার অর্ধেক। শর্করা একতোলা পরিমাণ সহযোগে মাষভক্ত বলি দিতে হয়।

বিনায়কাদির পূজা

গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ। এইক্রমে-ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ বায়বে নমঃ। ওঁ আকাশায় নমঃ। ওঁ অশ্বিনিকুমারাভ্যাং নমঃ। অসমর্থপক্ষে—ওঁ বিনয়কাদিভ্যো নমঃ।

ভূতাপসারণ

ভূতাপসারণ সুসজ্জিতকরণ ঃ মৃৎপাত্রে বা কদলীপত্রের উপর আতপচাল, সাদাখই, শ্বেতসর্ষপ (সরিষা) চন্দন, ভস্ম (ছাই) দূর্বা, কুশ একত্রিত করিয়া বামহস্তে রাখিয়া 'ফট্' মন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদিত করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে যাবৎ পূজাং করোম্যহং।।
ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া।।
ওঁ অপক্রামন্তু ভূতানি পিশাচাঃ প্রেতগুহ্যকাঃ।
যে চাত্র নিবসন্ত্যন্যে দেবতাঃ ভূবি সংস্থিতাঃ।।
ওঁ বিনয়কা বিঘ্নকরা মহোগ্রা যজ্ঞদ্বিষো যে পিশিতাশনাশ্চ।
সিদ্ধার্থকৈঃ বজ্রসমান-কল্পৈর্ময়া নিরস্তা বিদিশঃ প্রয়ান্তু।।
ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবি সংস্থিতাঃ।
ভূতানাম-বিরোধেন স্বস্ত্যয়নং করোম্যহম্।।

অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার সহিত অথবা নারাচ মুদ্রায় বামহস্তের দ্রব্য লইয়া পূর্বদিক হইতে দশদিক বন্ধন করিবেন—

বিনায়কাদি দেবতাগণ ঃ গণেশ, দুর্গা, বায়ু, আকাশ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়. (অশ্বিনী ও কুমার)। **ভূতাপসারণ বা দ্বিগ্‌বন্ধন ঃ** দ্বিগ্‌বন্ধন করিতে হয় কারণ পৃথিবীতে যে সমস্ত বিঘ্নকারী আছে তারা এই শুভ কর্মে বিঘ্ন না ঘটাতে পারে তাহার জন্য ভূতাপসারণ বা দ্বিগ্‌বন্ধন করিতে হয়। ইহার প্রমাণ মন্ত্রমধ্যে দৃষ্ট হয়। **ভূতাপসারণের উপকরণ ও নিয়ম ঃ** সাদাখই, চন্দন, শ্বেতসর্ষপ (সরিষা) ভস্ম (ছাই), দূর্ব্বা, কুশ, আতপচাল মন্ত্রের দ্বারা দশদিকে বিকীরণ করিতে হয়। যথা—'লাজ চন্দন সিদ্ধার্থ ভস্ম দূর্বাকুশাক্ষতান্। বিকীরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ববিঘ্নৈক-নাশকঃ।। পুনরায় রাঘবভট্ট বলিলেন—বিকীরান্ শুদ্ধ লাজান্ বা সপ্তমন্ত্রাভিমন্ত্রিতাম্।। 'ফট্' ইতি সপ্তমন্ত্র। লাজএর অর্থ সাদাখই, সিদ্ধার্থ-শ্বেত সরিষা, ভস্ম (ছাই), অক্ষত—তণ্ডুল (চাল) বা যব, যথা—অক্ষতাক্ষযবাঃ প্রোক্তা ভৃষ্টাধানা ভবন্তি তে।। (শ্রাদ্ধতত্ত্বে ভট্টাচার্য্য ধৃতবচন)। **নারাচমুদ্রা ঃ** দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা

পূর্বদিকে - ওঁ ইন্দ্রায় সর্ববিঘ্নানুৎসারায় রক্ষ রক্ষ হুংফট্ স্বাহা।
অগ্নিকোণে - ওঁ অগ্নয়ে সর্ববিঘ্নানুৎসারায় রক্ষ রক্ষ হুংফট্ স্বাহা।
দক্ষিণদিকে - ওঁ যমায় সর্ববিঘ্নানুৎসারায় রক্ষ রক্ষ হুংফট্ স্বাহা।
নৈঋতকোণে - ওঁ নৈর্ঋতায় সর্ববিঘ্নানুৎসারায় রক্ষ রক্ষ হুংফট্ স্বাহা।
পশ্চিমদিকে - ওঁ বরুণায় সর্ববিঘ্নানুৎসারায় রক্ষ রক্ষ হুংফট্ স্বাহা।
বায়ুকোণে - ওঁ বায়বে সর্ববিঘ্নানুৎসারায় রক্ষ রক্ষ হুংফট্ স্বাহা।
উত্তরদিকে - ওঁ কুবেরায় সর্ববিঘ্নানুৎসারায় রক্ষ রক্ষ হুংফট্ স্বাহা।
ঈশানকোণে - ওঁ ঈশানায় সর্ববিঘ্নানুৎসারায় রক্ষ রক্ষ হুংফট্ স্বাহা।
উপরদিকে - ওঁ ব্রহ্মণে সর্ববিঘ্নানুৎসারায় রক্ষ রক্ষ হুংফট্ স্বাহা।
নীচদিকে - ওঁ অনন্তায় সর্ববিঘ্নানুৎসারায় রক্ষ রক্ষ হুংফট্ স্বাহা।

বিঘ্নাপসারণ

'হ্রীং' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অনিমেষ (কাহারও দিকে তাকানো চলিবে না) দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধদিকে তাঁকাইবেন (দৃষ্টিদিবেন, ইহাতে স্বর্গস্থ বিঘ্ন বিনষ্ট হয়) **'ওঁ অস্ত্রায় ফট্'** মন্ত্রে ঊর্দ্ধদিকে কুশের জল ছিটাইবেন। (ইহাতে অন্তরীক্ষস্থ বিঘ্ন বিনষ্ট হয়)। নিম্নমন্ত্রে তিনবার বামপায়ের গোড়ালি দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিবেন—(ইহাতে ভূমিস্থ বিঘ্ন বিনষ্ট হয়)—**ওঁ আপদো ধ্বংস, ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারায় পাতালং গচ্ছ।** তিনবার হাততালি দিবেন। দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ধ্বনি উৎপাদিত করিয়া তুড়ি দিয়া দশদিক বন্ধন করিবেন।

ব্রাহ্মণবরণ

কর্মকর্ত্তা নিজেই কর্ম করিলে অথবা পুরোহিত যজমানের নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিলে বরণ করিতে হয় না। কর্মকর্ত্তা (যজমান) সঙ্কল্প করিয়া অন্য ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) দ্বারা কর্ম করিলে তাঁহাকে বরণ করিতে হইবে।

তর্জ্জনীর ঊদ্ধরেখা স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলিগুলি নত করিলে নারাচ মুদ্রা হয়। **বিঘ্নাপসারণ বিষয়ে ঃ** "ততো দিব্যাংশ্চান্তরীক্ষান্ ভৌমান্ বিঘ্নান্নিবারয়েৎ। দিব্য দৃষ্ট্যা চাস্ত্রতোয়ৈঃ পার্ষ্ণিঘাতত্রয়েণ চ।। "অনিমেষদৃশা দৃষ্টির্দিব্য দৃষ্টিঃ প্রকীর্তিতা"।। অনিমেষ দৃষ্টিকে (চোখের পলক না ফেলে) দিব্য দৃশা বলে। এই দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দিব্য বিঘ্ন ও ফট্ মন্ত্রে জল ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া অন্তরিক্ষ বিঘ্ন ও উক্তমন্ত্রে বামপায়ের গোড়ালির তিনটি আঘাত দ্বারা ভৌম বিঘ্ন নিবারণ করিতে হয়। **ব্রাহ্মণ বরণ বিষয়ে**—গন্ধ পুষ্প অনুলেপন সহকারে প্রীতি উৎপাদন করিয়া কর্ম করিতে নিযুক্ত করাকে বরণ বলে। বরণের সময়ে ব্রতী ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) সর্বদা উত্তর মুখে বসিবেন এবং কর্মের সঙ্কল্পকর্ত্তা (যজমান) পূর্ব্বমুখে বসিবেন।

	যজমান বলিবেন—	পুরোহিত বলিবেন—
একজন ব্রাহ্মণে-	ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্।	ওঁ সাধ্বহমাসে।
দুইজন ব্রাহ্মণে-	ওঁ সাধু ভবন্তৌ আসাতাম্।	ওঁ সাধু আবাম্ আস্বহে।
বহুজন ব্রাহ্মণে-	ওঁ সাধু ভবন্ত আসতাম্।	ওঁ সাধু বয়ম্ আস্মহে।
	যজমান বলিবেন—	পুরোহিত বলিবেন—
একজন ব্রাহ্মণে-	ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।	ওঁ অর্চ্চয়।
দুইজন ব্রাহ্মণে-	ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবন্তৌ।	ওঁ অর্চ্চয়।
বহুজন ব্রাহ্মণে-	ওঁ অর্চয়িষ্যামো ভবতঃ।	ওঁ অর্চ্চয়।

ব্রাহ্মণ পূজা

যজমান পুরোহিতকে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন। (একজন/দুইজন/দুই এর অধিক ব্রাহ্মণ থাকিলে ক্রমানুযায়ী এতে গন্ধপুষ্পে ব্রাহ্মণায়/ব্রাহ্মণাভ্যাং/ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ হইবে। এতৎ পাদ্যং ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

এষঅর্ঘঃ/ইদং অর্ঘ্যং ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ইদমাচমনীয়ং ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ইদং স্নানীয়ং ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ইদং বস্ত্রং ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ইদমুত্তরীয়ং ওঁব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ইদংযজ্ঞসূত্রং/যজ্ঞোপবীতার্থং সূত্রংওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ইদং মাল্যং ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। এষ গন্ধঃ ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। এতৎ সচন্দনপুষ্পম্ ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ইদং ফল মিষ্টান্নসহিতং সোপকরণনৈবেদ্যং ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ইদং পানার্থোদকং ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। ইদং ফলতাম্বুলং ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। **পুষ্পাঞ্জলি ঃ এষঃ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।**

দক্ষিণা দান ঃ ইদং কাঞ্চন মূল্যত্বেন প্রচলিত ভারতীয় মুদ্রাখণ্ডং ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। এইভাবে পূজা করিতে সময় না থাকিলে সমস্ত উপচার একসঙ্গে সাজিয়ে দেওয়া যায়—**এতানি পাদ্যার্ঘ-গন্ধ-পুষ্প-মাল্য-বস্ত্র-যজ্ঞোপবীতার্থং সূত্র (যজ্ঞোপবীত)—ফল মিষ্টান্ন—নৈবেদ্য—পানীয়—তাম্বুল—কাঞ্চন মূল্যত্বেন প্রচলিত ভারতীয় মুদ্রাদীনি ব্রাহ্মণেভ্যো সমর্পয়ামি।**

প্রণাম ঃ ওঁ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য মূর্ত্তিভ্যঃ পূতেভ্যঃ সর্ব্ব-সংস্কৃতৈঃ।
গুরুভ্যো সর্ব্ববর্ণাণাং ব্রাহ্মণেভ্যো নমো নমঃ।।

ওঁ নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে।
সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে সহস্রকোটীযুগধারিণে নমঃ।।

ব্রাহ্মণবরণ বাক্য

যজমান দক্ষিণহস্তে চাউল-দূর্ব্বা-দ্বারা পুরোহিতের দক্ষিণ জানু সংলগ্ন দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া বা জানু ধরিয়া বাক্য পাঠ করিবেন—

একজন ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে হইলে ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে শ্রীঅমুক দাস/শ্রীঅমুকী দাসী) মৎসঙ্কল্পিত অমুক (স্বস্ত্যয়ন) কর্মণি শ্রীশ্রীচণ্ডীপূজানন্তরং দেবী মাহাত্ম্য স্তোত্রম্ সকৃৎ (বা-দ্বিকৃত্বঃ/ ত্রিকৃত্বঃ) পাঠক [(শিবপূজক/অষ্টোত্তর শত (বা-সহস্র) সংখ্যক সচন্দন তুলসীপত্রৈঃ বিষ্ণুপূজক/দুর্গাং মধুসূদনঞ্চ সম্পূজ্য অষ্টোত্তর শত (বা- সহস্র) সংখ্যক দ্বয়োর্নাম জাপক /পূজক/হোত্রাচার্য্য/ তন্ত্রধারক)] কর্ম করণায় অমুক গোত্রং (ব্রতীব্রাহ্মণের গোত্র) শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং ব্রাহ্মণং (ব্রতীব্রহ্মণের নাম) এভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্য শ্রীচণ্ডীপূজানন্তরং দেবী মাহাত্ম্য সকৃৎ (বা-দ্বিকৃত্বঃ/ত্রিকৃত্বঃ) পাঠক [(শিবপূজক/ অষ্টোত্তর শত (বা-সহস্র)সংখ্যক সচন্দন তুলসীপত্রৈঃ বিষ্ণুপূজক/দুর্গাং মধুসূদনঞ্চ সম্পূজ্য অষ্টোত্তর শত (বা-সহস্র) সংখ্যক দ্বয়োর্নাম জাপক/পূজক /হোত্রাচার্য্য/তন্ত্রধারক)] ত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। বলিয়া চাউল-দূর্ব্বা পুষ্পগুলি ব্রতী ব্রাহ্মণের হাতে দিবেন। ব্রাহ্মণ বলিবেন—ওঁ বৃতোঽস্মি।

দুইজন ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে হইলে ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী, শুদ্রপক্ষে শ্রীঅমুক দাস/শ্রীঅমুকী দাসী) মৎসঙ্কল্পিত অমুক (স্বস্ত্যয়ন) কর্মনি পূজক-হোত্রাচার্য্য তন্ত্রধারকশ্চ কর্ম্মণী করণায় অমুক অমুক গোত্রৌ (ব্রতীব্রহ্মণেরগোত্র) শ্রীঅমুক অমুক দেবশর্ম্মাণৌ ব্রাহ্মণৌ (ব্রতীব্রহ্মণের নাম) এভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্য পূজক-হোত্রাচার্য্যতন্ত্রধারকত্বেন ভবন্তাবহং (ভবন্তৌ অহং) বৃণে। বলিয়া চাউল-

যথা—"সর্ব্বত্র প্রাঙমুখোদাতা গ্রহীতা চ উদঙমুখঃ। এষএব বিধির্দৃষ্টো বিবাহেতু ব্যতিক্রমঃ।।" **ব্রাহ্মণ কাহাদের বলে ঃ** জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় উচ্যতে।। মাতুর্যদগ্রে জায়ন্তে দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনাৎ।

দূর্ব্বাপুষ্পগুলি ব্রতী ব্রাহ্মণের হাতে দিবেন। ব্রাহ্মণ বলিবেন—ওঁ বৃতৌ স্বঃ।

দুইজনের বেশি ব্রাহ্মণকে বরণ করিতে হইলে ঃ বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী, শুদ্রপক্ষে শ্রীঅমুক দাস/শ্রীঅমুকী দাসী) মৎসঙ্কল্পিত অমুক (স্বস্ত্যয়ন) কর্ম্মণি পূজক-পাঠক-জাপক-হোত্রাচার্য্যতন্ত্রধারক-ব্রহ্মসদস্য-কর্ম্মাণি করণায় অমুক অমুক অমুক গোত্রান্ (ব্রতীব্রহ্মণদের গোত্র) শ্রীঅমুকঅমুক অমুক দেবশর্ম্মণঃ ব্রাহ্মণান্ (ব্রতীব্রহ্মণদের নাম) এভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্য পূজক-পাঠক-জাপক-হোত্রাচার্য্য-তন্ত্রধারক-ব্রহ্মসদস্যত্বেন ভবতোঽহং বৃণে। বলিয়া চাউল-দূর্ব্বা পুষ্পগুলি ব্রতী ব্রাহ্মণের হাতে দিবেন। ব্রাহ্মণ বলিবেন—ওঁ বৃতাঃ স্ম।

যজমান বলিবেন—	পুরোহিত বলিবেন—
একজন ব্রাহ্মণে- ওঁ যথাবিহিতং পাঠক (জাপক/পূজক) কর্ম কুরু।	ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি।
দুইজন ব্রাহ্মণে-ওঁ যথাবিহিত হোতৃ তন্ত্রধারক কর্ম্মণী কুরুতম্	ওঁ যথাজ্ঞানং করবাব।
বহুজন ব্রাহ্মণে- ওঁ যথাবিহিতানি মৎসঙ্কল্পিত কর্ম্মাণি ভবদ্ভিঃ যথাযথং বিভজ্য কুরুত।	ওঁ যথাজ্ঞানং করবাম।

হোত্রাচার্য্য-প্রণাম ঃ ওঁ আচার্যস্ত্বং যথা স্বর্গে শক্রস্য চ বৃহস্পতিঃ।
তথাহি মম কার্য্যেঽস্মিন্ আচার্য্যঃ দ্বিজ-সত্তমঃ।
প্রতিষ্ঠাকরণার্থায় আচার্য্যস্ত্বং হি ভো দ্বিজ।
অক্ষুণ্ণং কুরু কর্মাণি সর্ব্বাণি বিবিধানি চ।।

তন্ত্রধারক বরণ প্রার্থনা ঃ ওঁ যা দৃশো বিশ্বকর্মা চ যথা দেবঃ প্রজাপতিঃ।
তথা ত্বং পুস্তকাচার্য্যো ভব মে যজ্ঞকর্মণি।।

পূজকবরণ প্রার্থনা ঃ ওঁ ধর্ম্মজ্ঞঃ ত্বং মহাভাগ দেবধর্ম্ম-পরায়ণ।
অনুগ্রহেণ চাস্মাকং কুরু শান্তিং কৃপানিধে।।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশস্তস্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ।। হারীতসংহিতায় বলা হয়েছে ব্রাহ্মণীগর্ভে ব্রাহ্মণঔরসে উৎপন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত। যথা- 'ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। তস্য ধর্ম্মং প্রবক্ষ্যামি তদ্‌যোগ্যং দেশমেব চ।।' **যথাজ্ঞানং ঃ** আমার যেমন জ্ঞান তেমন করিব এইরূপ অর্থ সঠিক নহে। যাঁহার যেরূপ জ্ঞান, তিনি সেইরূপ কার্য্য করিলেই যদি কার্য্য সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে লোকে পণ্ডিত পুরোহিত খুঁজিতেন না।

পাঠকবরণ প্রার্থনা ঃ ওঁ কায়িকং বাচিকং বাপি মানসং যচ্চ দুষ্কৃতং।
গ্রন্থপাঠেন ভো বিপ্র! সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতাম্।।

সদস্যব্রাহ্মণ বরণ প্রার্থনা ঃ ওঁ সর্বাবেক্ষণকারস্ত্বং সর্বকর্ম-সুশিক্ষিতঃ।
ত্বৎ-প্রসাদাদবিঘ্নেন রক্ষ সর্বং মমাধ্বরং।।

মৃদঙ্গের ও করতালের পূজা

ফুল লইয়া মৃদঙ্গ ও করতালের পূজা করিবেন—

এষ গন্ধঃ শ্রীশ্রীমৃদঙ্গ-করতালাদিবাদ্যযন্ত্রেভ্যো নমঃ।।
এতৎ পুষ্পম্ শ্রীশ্রীমৃদঙ্গ-করতালাদিবাদ্যযন্ত্রেভ্যো নমঃ।
এইরূপে পঞ্চোপ্রচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

মৃদঙ্গের প্রণাম ঃ ওঁ মৃদঙ্গ ব্রহ্মরূপায় লাবণ্যরসমাধুর।
সহস্রগুণযুক্তায় মৃদঙ্গায় নমো নমঃ।।

করতালের প্রণাম ঃ ওঁ করতাল নমস্তুভ্যং সুরধ্বনিসমুদ্ভব।
তস্মাদ্ ধ্বনিপ্রদানেন করতাল নমোঽস্তুতে।।

হরিনাম সংকীর্ত্তন দলের অধিকারীরবরণ

কর্মকর্তা পূর্বমুখে এবং গায়কদলের অধিকারী উত্তরমুখে বসিবেন। অতঃপর সংঙ্কল্প কর্তা করজোড়ে বলিবেন—ওঁ সাধু ভবন্তঃ আসতাম্। অধিকারী বলিবেন—ওঁ সাধুবয়মাস্মহে। সংকল্প কর্তা বলিবেন—ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবতঃ। অধিকারী বলিবেন—ওঁ অর্চ্চয়।

<u>অতঃপর হরিনাম সংকীর্ত্তন দলের গায়ককে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবেন—</u>

অতএব যথা বিধি করিব ইহাই যুক্তি যুক্ত। যে ব্রাহ্মণকে যে কার্য্যে বরণ করা হয়, তাহাকে সেই কার্য্য করিবার জন্য পুনরায় সঙ্কল্প করিতে হয় না। বরণ না করিলে যজমানের নামে সঙ্কল্প করিয়া কার্য্য করিতে হয়।।

হরিনাম সংকীর্তন বরণ বিষয়ে ঃ- বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শ্রীশ্রীহরিনাম সম্প্রদায়ের সমুপস্থিতিতে প্রায় সর্বত্রই হরিনামসংকীর্তনের প্রথা প্রচলিত আছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে নামসংকীর্তনকারি সম্প্রদায়কে নানাভাবে বরণ করা হয়ে থাকে। স্মৃতি শাস্ত্রে কোথাও এই ব্যবস্থা দেখা যায় না। যদি কেউ ইচ্ছা করেন তবে সংস্কৃত বচনে তা অর্পিত হোক- এই উদ্দেশ্যে এখানে বরণ বাক্য রচনা করা হয়েছে।

হরিনামের মহত্ত্ব ঃ মানবগণ ঈশ্বর আরাধনার জন্য জ্ঞানযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ, জপক্রিয়া, শ্রীনামযজ্ঞাদি নানাবিধ যজ্ঞাদি করে থাকেন। তন্মধ্যে নামযজ্ঞ শ্রেষ্ঠতা নাম ও নামী অভেদ। ভক্তি শাস্ত্রে ভগবান নামের মাহাত্ম্য করেছেন। কলিযুগে হরিনামই শ্রেষ্ঠ- 'কলৌ হরের্নামৈব কেবলম্'। কলিযুগে ম্লেচ্ছ সংহার ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য কল্কি অবতার আবির্ভূত না

এতৎ পাদ্যং সপার্ষদ্-হরিনাম-সংকীর্ত্তন-গায়ক-ভগবদ্ভক্তায় নমঃ।.....

প্রার্থনা ঃ ওঁ বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

হওয়া পর্য্যন্ত হরিনামই কলিযুগের অবতার ও উপাস্য দেবতা। উচ্চস্বরে হরিনাম করিলে অন্য শব্দ কানে প্রবেশ করিতে না পারায় বর্হিমুখি মনকে সংযত, অর্ন্তমুখী ও ঈশ্বরমুখী করা যায়। 'নামকীর্ত্তনঞ্চৈচ্চদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্' (শ্রীজীব গোস্বামী)।। সততং কীর্তয়ন্তো মাং (হরি) - গীতা। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ (ভাগবত)। শ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন - 'কলিকালে একমাত্র হরিনামই সার'। শ্রীমহাপ্রভু কলিহত জীবের নিস্তারহেতু সর্ব্বোত্তম সহজ পথ হরিনাম সংকীর্তনের পথ দেখাইয়াছেন। নাম সংকীর্তনে ধর্ম্মকর্ম্মকারিগণের অচ্ছিদ্রাবধারণ ও কর্মবৈগুণ্য সমাধান হয়। যথাঃ- মন্ত্রতস্তন্ত্রতচ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম সংকীর্তনং তব। (ভাগবত)।। যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং হরের্নামানুকীর্তনাৎ।।

সংকীর্তন-এর অর্থ ঃ সম্যকরূপে উচ্চারণ পূর্বক কীর্তন হইল সংকীর্তন। যে নাম উচ্চারণ করিলে অপরাধীর অপরাধ হইতে উদ্ধার হয়, তাহাই হরিনাম।

ব্রাহ্মণের গায়ত্রীই হরিনাম ঃ হরি, দুর্গা, বিষ্ণু, কালী, শিব, গায়ত্রী মন্ত্র সবই হরিনাম। পূজা অপেক্ষা ধ্যান কোটিগুণ ফলদায়ক। ধ্যান অপেক্ষা জপ কোটিগুণ ফলদায়ক, এবং জপ অপেক্ষা গান সংকীর্তন কোটিগুণ ফলদায়ক। যথাঃ- ধ্যান-যজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশর্ভিগুণৈঃ। উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সহস্রো মানস স্মৃতঃ।। (বশিষ্ঠসংহিতা ও অত্রিস্মৃতিঃ) ।। **অদ্বৈত আচার্য সর্ব্বপ্রথম হরিনাম প্রবর্তন করেন। নগরকীর্তন সর্ব্বপ্রথম প্রবর্তন করেন শ্রীচৈতন্যদেব। সত্যযুগের তারকব্রহ্মনাম ঃ** নারায়ণ-পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ। নারায়ণ পরামুক্তির্নারায়ণ পরাগতিঃ।। **ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্মনাম ঃ** রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুন্ঠবামন।। **দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্মনাম ঃ** হরেমুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।। **কলিযুগের তারকব্রহ্মনাম ঃ** হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।। সত্যযুগে উপাস্য দেবতা হলেন-শ্রীনারায়ণ। শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগের উপাস্যদেবতা। দাপরে উপাস্য দেবতা হলেন শ্রীকৃষ্ণ। হরি ও হরা সম্বোধনে হরে। কৃষ্ণঃ, রামঃ-সম্বোধনে কৃষ্ণ, রাম। সত্যের আট হরে, ত্রেতার চার রাম, দ্বাপরের চার কৃষ্ণ লইয়া কলিযুগের ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের তারকব্রহ্ম মহামন্ত্রের উদয় হইয়াছে। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্বিধ ভজনা কারীকে ভগবান আকর্ষণ করেন বলিয়া চার 'কৃষ্ণ' নাম। ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, খং, মন, বুদ্ধি, অহংকার এই অষ্ট প্রকৃতি হরণ করেণ বলিয়া আট 'হরে' নাম। স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জাগ্রত ও তুরীয় এই চার অবস্থাতে ভগবান ভক্তকে প্রেম দিয়া রমণ করেন বলিয়া মহামন্ত্র চার 'রাম' নাম যুক্ত হইয়াছে। হরিনাম মহামন্ত্রের বৈষ্ণবদের উপাস্য দেবতা হলেন-

বরণবাক্য ঃ সঙ্কল্প কর্তা দক্ষিণ হস্তে চাউল দূর্বা দ্বারা অধিকারীর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ জানুসংলগ্ন ধরিয়া বাক্য পাঠ করিবেন— শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দাস (স্ত্রীপক্ষে-দাসী) শান্তি/স্বস্ত্যয়ন-নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি পূর্ব্বক শ্রীহরিভক্তিলাভ কাম (স্ত্রীপক্ষে-কামা) নারদীয় জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গতে কল্পোক্ত শ্রীনারদউবাচ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ইতি ষোড়শ নাম হৃদয়োক্ত কলি পাবন দ্বাত্রিংশদ্ অক্ষরাত্মক হরে কৃষ্ণ নাম যাবৎ তাল-মান-নৃত্য-বাদ্য-কলস্বর-ভাব-রস সমন্বিত করতাল মৃদঙ্গাদিবাদ্য যন্ত্রৈঃ কর্মারম্ভতঃ সমাপ্তিপর্য্যন্তং নিরবছিন্ন-তারক ব্রহ্মনাম হরি নাম সংকীর্ত্তন কর্ম্ম করণায় সম্প্রদায় শ্রীঅমুক ভগবদ্ভক্তম্ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্য শ্রীহরিনাম গায়কত্বেন সম্প্রদায়ং ভবন্তমহং বৃণে। নাম সম্প্রদায় অধিকারী করজোড়ে বলিবেন—নমো বৃতোঽস্মি। অথবা- সকলে বলিবেন- নমঃ বৃতাঃ স্মঃ। যজমান করজোড়ে বলিবেন- **যথাবিহিতং নামসংকীর্ত্তন-কর্ম্ম কুরুত।** নাম সম্প্রদায় অধিকারী করজোড়ে বলিবেন— **'যথাজ্ঞানং করবাণি। অথবা সকলে বলিবেন- নমঃ যথাজ্ঞানং করবাম।**

কীর্তন মণ্ডলীর প্রণাম ঃ নমস্তে জগন্নাথায় গৌরাঙ্গায় নমো নমঃ।
নমোঽস্তু বাদ্যবৃন্দায় নমঃ কীর্ত্তন-কারিণে।।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ। শৈবদের শ্রীশিবদুর্গা। শাক্তদের শ্রীকালী। অমৃতময়, পরম পবিত্র হরিকথা অবৈষ্ণবের মুখে শ্রবণ করিতে নাই। উহা সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় পরিত্যাজ্য। যথা- 'অবৈষ্ণব-মুখোদগীর্ণং পূতং হরিকথামৃতং। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ।।'(পদ্মপুরাণ)।। **শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্গা অভিন্ন ঃ-** বৈষ্ণবপাদ শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীভগবৎসন্দর্ভে বলেছেন- 'যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাৎ, যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ'।। ইহার দ্বারা চিচ্ছক্তিরূপিণী দুর্গা ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বতঃ অভেদই স্থাপিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় বিধিমতে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জপ করিবার পূর্বে ঋষ্যাদিন্যাস করিবার সময় কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে এই দুর্গার স্মরণ ও হৃদয়ে ন্যাস করিতে হয়। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদনীতি অনুসারে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি যোগমায়া ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্নই। **শ্রীকৃষ্ণের ইষ্টদেবী মহাকালী ঃ-** রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! আমার বচন শ্রবণ কর। তুমি অগ্রে শিবার্চ্চন কর। তদন্তে ইষ্টবিদ্যা মহাকালীর ধ্যান করিলেই তোমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে। যথা-'শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বচনং মম সুন্দরম্। শিবার্চ্চনং কুরুক্ষিপ্রং তথা কাত্যায়নীং শিবাং।। তদন্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ ইষ্টবিদ্যাং সনাতনীং। পূর্ণরূপাং মহাকালীং ধ্যাত্বা সিদ্ধি মবাপ্স্যসি।।' (রাধাতন্ত্র)।।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ

সংস্কারাদিকর্ম, নবগৃহপ্রবেশ, শালাকর্ম, বাস্তুযাগ, প্রতিষ্ঠাদি, গ্রহযাগ, তীর্থযাত্রা, তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন, কাম্যবৃষোৎসর্গে (প্রেতের বৃষোৎসর্গে নহে) আভ্যুদয়িক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য।

সম্পূর্ণ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে সমর্থ না হইলে, পিত্রাদির উদ্দেশ্যে ভোজ্যোৎসর্গ পর্যন্ত কর্ম করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবেন।

সগণাধিপগৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকার পূজা ঃ পীঠের উপর পীতবর্ণের দ্বারা মাতৃকাগনের চিত্র অঙ্কন করিয়া চিত্রমধ্যে যবপুঞ্জ বিকীরণ করিবেন। পীঠের সম্মুখে কদলীপত্রে বা কোন আধারের উপর আঠারোটি নৈবেদ্য করিবেন। নৈবেদ্যে শর্করা, অখণ্ডফলাদি, উপকরণ সহ পান সুপারি, ফুল দিবেন। প্রথমে শ্রীবিষ্ণুকে একটি নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া সগণাধিপ গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাব আবাহনান্তে পূজা করিয়া বিসর্জন করিবেন। যজুর্বেদে সমস্ত আভ্যদয়িক কার্য্যে দেবতার পূজা ও ধ্যানের শেষে নমঃ শব্দের পর ত্যাগবাক্য 'বৃদ্ধি' শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা ঃ 'অন্নপ্রাশে চ সীমন্তে পুত্রোৎপত্তিনিমিত্তকে। পুংসবনে নিষেকে চ নববেশ্ম-প্রবেশনে। দেববৃক্ষ-জলাদীনাং প্রতিষ্ঠায়াং বিশেষতঃ। তীর্থযাত্রা- বৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রকীর্তিতম্।।' (মৎস্যপুরাণ)।। তীর্থযাত্রা সমারম্ভে তীর্থাৎপ্রত্যাগমেঽপি চ। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত বহুসর্পিঃ সমন্বিতম্।। কন্যাপুত্র বিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ। নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা। সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদি মুখদর্শনে। নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী (বিষ্ণুপুরাণ)।। **যজ্ঞাদিকর্ম্মে নান্দীমুখশ্রাদ্ধের আবশ্যকতা**—উৎসবানন্দ-সন্তান-যজ্ঞোদ্বাহাদিমঙ্গলে। মাতরঃ প্রথমং পূজ্যাঃ পিতরস্তদনন্তরং। ততো মাতামহানাঞ্চ বিশ্বদেবাস্তথৈব চ।। (মাৎস্যে)।। **অনেক কার্য্য উপস্থিত হইলে সকল কার্য্যের উদ্দেশ্যে একটি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করণীয়।** 'গণশঃ ক্রিয়মাণে তু মাতৃভ্যঃ পূজনং সকৃৎ। সকৃদেব ভবেচ্ছ্রাদ্ধং নাদৌ ন পৃথগাদিষু।।' **অধিবাসের আবশ্যকতা ঃ** পাণিগ্রহে প্রতিষ্ঠায়াং প্রবেশে নব-বেশ্মনঃ। এতদ্ বৃদ্ধিকরং নাম গৃহস্থস্য বিধীয়তে।(রাজমার্ত্তণ্ডঃ)। সংস্কারভিন্ন (ব্রতপ্রতিষ্ঠাদি) কার্য্যে অধিবাস করিতে হয় না। শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি অহ্নিক কৃত্য। **পূর্ব্বদিনে অধিবাসের ফল ঃ** প্রতিষ্ঠাপূর্ব-সায়াহ্নে দেবতাং যোঽধিবাসয়েৎ। সোঽশ্বমেধাযুতফলং লভতে সাধকোত্তমঃ।। (মহানির্বাণতন্ত্র)।। **তন্ত্রতাঃ** একের বেশি ফল কামনায় একটিমাত্র কর্ম্মকরাকে তন্ত্রতা বলে। যথা—"অনেক মুদ্দিশ্য সকৃৎ প্রবৃত্তিস্তন্ত্রতা।"(স্মৃতিচিন্তামণিঃ)। যদি কোন ফলের ইচ্ছা না থাকে, অথচ ধর্ম্মজনক একজাতীয় কর্ম হয়, তাহা আবার যদি এক কর্ত্তার এক কালে কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম তন্ত্রতার ন্যায় ঘটিবে। যথা—'সা চ অদৃষ্ট প্রযোজকানামেক জাতীয় কর্ম্মণামেককাল কর্ত্তৃকাণাং ফল বিশেষাকাঙক্ষাবিরহে ভবতি।' উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একই কর্ত্তা একই দিনে মঠ প্রতিষ্ঠা, দেবতা প্রতিষ্ঠা বাস্তুযজ্ঞ,গৃহপ্রবেশ,বৃক্ষ ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা,বৃষোৎসর্গ-সংস্কারাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিলে

গণপতির পূজা

গণপতির ধ্যান ঃ রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিবেন— **ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং।**
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধ-মুধপব্যালোল-গণ্ডস্থলম্।।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং।
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ।

(যর্জুবেদে ত্যাগবাক্য 'বৃদ্ধি' বলিবেন)

আবাহন ঃ চাউল-দূর্ব্বা-ফুল লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা গণপতির আবাহন করিবেন। **ওঁ ভূর্ভুবস্বঃ গণপতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।**

পূজা ঃ **এষগন্ধঃ ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ।**
(যর্জুবেদে ত্যাগ বাক্য 'বৃদ্ধি')
এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ। এইরূপে পূজা করিবেন।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ **এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ।।**

প্রণাম ঃ **ওঁ বক্রতুণ্ড মহাকায় সূর্য্যকোটি সমপ্রভ।**
নির্বিঘ্নং কুরু মে দেব সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বদা।।
ওঁ আয়ুর্দেহি যশো দেহি শ্রিয়ং দেহি ত্বমেবচ।
পুত্রং পৌত্রং প্রপৌত্রঞ্চ দেহি মে গণনায়ক।।

গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকার পূজা

আবাহন ঃ ফুল লইয়া পূজা করিবেন—
এতে গন্ধপুষ্পেওঁ গৌর্য্যাদিষোড়শমাতৃকাভ্যো নমঃ।

করদ্বয়ে চাউল-দূর্ব্বা-ফুল লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রাদ্বারা গৌর্য্যাদিষোড়-শমাতৃকার আবাহন করিবেন— **ওঁ গৌর্য্যাদিতঃ কুলদেবতা মাতরঃ ইহাগচ্ছত-ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত-ইহতিষ্ঠত, ইহ সন্নিধত্ত, ইহ সন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মম পূজাং গৃহ্ণীত।।**

তন্ত্রতানুসারে একটিমাত্র আভ্যুদয়িক কর্ম্ম করিলেই হইবে। যদি একের অধিক কর্তা হয় তাহা হইলে একের বেশি আভ্যুদয়িক কর্ম হইবে এবং স্বস্ত্যয়নাদি বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য পৃথক পৃথক যাগ প্রদীপ জ্বালিবার দরকার নাই, একটিমাত্র যাগ প্রদীপ জ্বলিলেই হইবে। **সগণাধিপ গৌয্যাদিমাতৃকাপূজাদির আবশ্যকতা ঃ**—কর্ম্মদিষু তু সর্ব্বেষু মাতরঃ সগণাধিপাঃ। আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যোহ্যন্তে চ কুলাদেবতাঃ। পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন পূজিতাঃ পূজয়ন্তি তাঃ।। প্রতিমাসু চ শুভ্রাসু লিখিত্বা বা পটাদিসু। অপি বাক্ষতপুঞ্জেষু নৈবেদ্যৈশ্চ পৃথগ্বিধৈঃ।।(কাত্যায়ণঃ) ।।**তন্ত্রোক্ত বিষয়ে ব্রহ্মাদিপঞ্চদেবতার** (ব্রহ্মা, দুর্গা, গণেশ, গ্রহগণ, দিক্‌পাল) আবাহনান্তে পূজা করিয়া গণেশের পূজা করিবেন। প্রত্যেকের আদিতে হ্রীং মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন।

করজোড়ে ঃ ওঁ ষড়্দশ মাতৃকে দেবি আয়াহি ত্বং গৃহে মম।
পূজিতা পরয়া ভক্ত্যা বৃদ্ধির্বৃদ্ধিঃ কুলে মম।।
ওঁ নন্দনা নন্দনাশ্চৈব দেব্যো ষোড়শমাতৃকাঃ।
সুগন্ধাদিক-পুষ্পাদ্যৈ র্বন্দিতাঃ স্যুর্মমালয়ে।।
ওঁ ভবন্ত্যো ষোড়শাগত্য মাতরো মম মন্দিরে।
যচ্ছন্তি পূজানৈবেদ্যং গৃহীত্বা স্যুঃ শুভাবহা।।

পূজা ঃ পৃথক পৃথক ভাবে গন্ধপুষ্প বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। পূজান্তে যজুর্বেদে ত্যাগবাক্য 'বৃদ্ধি' বলিবেন।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গৌর্য্যৈ মাত্রে নমঃ। (চাঁপাপুষ্প দ্বারা)
ওঁ গৌরি ত্বং সুভগে দেবি সর্ব্বপাপ ক্ষয়ংকরি।
সর্ব্বেষু মম কার্য্যেষু বরদা শুভদা ভব।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পদ্মায়ৈ মাত্রে নমঃ। (পদ্মপুষ্প দ্বারা)
ওঁ পদ্মালয়া পদ্মহস্তা সূর্য্যকোটি-সমপ্রভা।
আরব্ধে মম যজ্ঞেঽস্মিন্ শুভং কুরু নমোঽস্তুতে।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শচ্যৈ মাত্রে নমঃ। (জবাপুষ্প দ্বারা)
ওঁ শচি ত্বং সর্ব্বদা দেবি শ্বেতপদ্ম-সমাশ্রিতে।
বৃদ্ধিং কুরু কুলং নিত্যং সৌভাগ্যং চ বিবর্দ্ধয়।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মেধায়ৈ মাত্রে নমঃ। (মল্লিকাপুষ্প দ্বারা)
ওঁ মেধে ত্বং পরমাভূতিঃ পরমানন্দ-কারিণি।
দেহস্থাং সর্ব্বভূতানাং মেধে ত্বাং প্রণমাম্যহম্।।

ষোড়শ মাতৃকা ঃ গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া। দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোকমাতরঃ। শান্তিঃ পুষ্টি ধৃতিস্তুষ্টি- রাত্মদেবতয়া সহ। আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যো হ্যন্তে চ কুলদেবতা।। এখানে স্বধা স্বাহা দেবতার নাম, মন্ত্র নহে সুতরাং শূদ্রবলিতে পারে। **ষোড়শ মাতৃকার পুষ্প নির্ণয় ঃ** চম্পা পদ্ম জবা মল্লী পাটলী কুন্দ কেতকী। দূর্ব্বা জাতি চ তুলসী বিল্ব কেশর মালতী। ধাত্রী তগরীকা চৈব বদরী বনমালিকা। এতৈশ্চ ষোড়শৈঃ পুষ্পৈর্মাতষোড়শী পূজয়েৎ।। (চণ্ডিকার্চ্চন পারিজাত)।। তন্ত্রোক্ত বিষয়ে প্রত্যেকের আদিতে হ্রীং মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। **স্ত্রীজাতির মাতৃকাপূজা ও বসুধারা :**—স্ত্রীজাতির বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের বিধান নাই, দেবগণ ও পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। পুরোহিত দ্বারা মাতৃকাপূজা বসুধারা ও কুশণ্ডিকা করিবে। যথা—'স্ত্রীণাংবিধেয়কৃত্যেষু বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং ন বিদ্যতে। দেবতা পিতৃতৃপ্ত্যর্থং ভোজ্যমেকং সমুৎসৃজেৎ।। দেবমাত্রার্চ্চনং তত্র বসুধারা কুশণ্ডিকা। ভক্ত্যা স্ত্রিয়া বিধাতব্যা ঋত্বিজা কমলাননে।। (মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্)।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাবিত্রৈ মাত্রে নমঃ। (পাটলীপুষ্প দ্বারা)

ওঁ সাবিত্রি ত্বং বেদমাতা ব্রহ্মদেহ-সমাশ্রিতা।
যজ্ঞে ব্রতে বিবাহে চ ক্ষেমংকরি নমোঽস্তুতে।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিজয়ায়ৈ মাত্রে নমঃ। (কুন্দপুষ্প দ্বারা)

ওঁ বিজয়ে সর্বলোকানাং সর্বারিষ্ট প্রণাশিনি।
সন্ততিং দেহি মে দেবি শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ায়ৈ মাত্রে নমঃ। (কেতকীপুষ্প দ্বারা)

ওঁ জয়ে ত্বং দেবপূজ্যা চ অক্ষসূত্র-করা শুভা।
রূপং ভাগ্যং যশোধর্মংদিব্যজ্ঞানং চ দেহি মে।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দেবসেনায়ৈ মাত্রে নমঃ। (দূর্ব্বার দ্বারা)

ওঁ দেবসেনে বশিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রেন ধীমতা।
বন্দিতাসি মহাভাগে শুভং কুরুং নমোঽস্তুতে।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ স্বধায়ৈ মাত্রে নমঃ। (জাতিপুষ্প দ্বারা)

ওঁ স্বধে ত্বং পিতৃ লোকানাং পরমপ্রীতিকারিণি।
কুলবৃদ্ধি-করিচৈব দেবি ত্বাং প্রণমাম্যহম্।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ স্বাহায়ৈ মাত্রে নমঃ। (তুলসীপত্রের দ্বারা)

ওঁ স্বাহে ত্বং শুভ্রবর্ণা চ সোমবিম্বধরা শুভা।
ত্বদর্থং যজ্ঞে আরব্ধঃ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শান্ত্যৈ মাত্রে নমঃ। (বিল্বপত্রের দ্বারা)

ওঁ শান্তি ত্বং সর্বদা দেবী সুরাসুর-সু-পূজিতা।
শান্তিং কুরু গৃহাণ ত্বং নমস্কারং সদা মম।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুষ্ট্যৈ মাত্রে নমঃ। (মালতীপুষ্প দ্বারা)

ওঁ পুষ্টি স্ত্বং সর্বভূতানাং সুখ সম্পৎ প্রদায়িনী।
অর্চিতাসি সুরৈর্দেবি যজ্ঞং মে সফলং কুরু।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধৃত্যৈ মাত্রে নমঃ। (ধাত্রীপত্রের দ্বারা)

ওঁ ধৃতে ত্বং সর্বভূতানাং তপোধর্মাদি রক্ষিণি।
প্রসাদং দেহি মে মাতর্বাঞ্ছিতার্থ ফলপ্রদে।।

এতে গন্ধপুষ্পে তুষ্ট্যৈ মাত্রে নমঃ। (টগরপুষ্প দ্বারা)

ওঁ তুষ্টি ত্বং সর্বভূতানাং ত্রৈলোক্য-ব্যাপিনী সদা।
তুষ্টি রূপেণ দেবি ত্বং মম যজ্ঞে স্থিরা ভব।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আত্মদেবতায়ৈ মাত্রে নমঃ। (কুলপত্রের দ্বারা)

ওঁ আত্মন্যর্ক-স্বরূপা যা জ্ঞানানন্দ-প্রকাশিনি।
সর্বসিদ্ধিপ্রদাং নিত্যং বন্দে ত্বামাত্মদেবতাম্।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুলদেবতায়ৈ মাত্রে নমঃ। (বনমল্লিকাপুষ্প দ্বারা)

প্রণাম ঃ ওঁ কুলরূপিনী দেবি ত্বং যজ্ঞাঙ্গানেক-পাবিনি।
ইহ যজ্ঞে স্থিতা নিত্যং কুলং মে বহুলং কুরু।।
ওঁ মাতরঃ সর্বভূতানাং পুজিতাশ্চ সুরাসুরৈঃ।
নিত্যং প্রসাদং কুরুত মাতৃভ্যো বৈ নমো নমঃ।।
ওঁ মৎকুলে দেবতা ত্বং হি কুলালঙ্কার-ভূষিতে।
কুলশ্রেষ্ঠো ভবিষ্যামি ত্বৎপ্রসাদাৎ কুলেশ্বরি।।

বিসর্জন ঃ দক্ষিণান্তের পর বিসর্জন করিবেন—ওঁ সগণাধিপ গৌর্য্যাদিষোড়শমাতরঃ ক্ষমধ্বং। কুশের জলের ছিটা দিবেন।

চেদিরাজ অঙ্কন

পূর্ব বা উত্তর মুখের দেওয়ালে সংকল্পকর্তার নাভি পর্য্যন্ত উচ্চস্থানে, বাটাহরিদ্রাদ্বারা প্রাদেশ প্রমাণ অর্দ্ধচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার মধ্যে সিন্দূর দ্বারা স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কন করিবেন। তৎপরে সিন্দূর দ্বারা (পূর্বদিকে হইলে দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরদিক পর্য্যন্ত, উত্তর দিক হইলে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিক পর্য্যন্ত) অর্দ্ধচন্দ্রের নীচে ৫টি বা ৭টি বিন্দু অঙ্কন করিবেন।

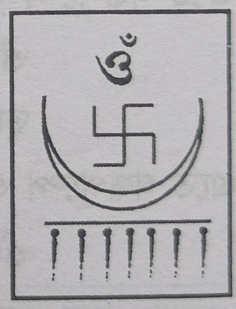

তন্ত্রোক্ত চেদিরাজ

মহানির্বাণতন্ত্রে ষোড়শ মাতৃকার চিহ্ন স্বরূপ কর্তার নাভি প্রমাণ উচ্চতায় ৭টি, তদুপরি ৫টি, তদুপরি ৩টি শীর্ষে ১টি সিন্দূঁরের ফোঁটা দিয়া একটি ত্রিভুজাকৃতি চিত্রাঙ্কন করিয়া নিচের ৭টি বিন্দু থেকে ঘৃতধারা দিয়া থাকেন।

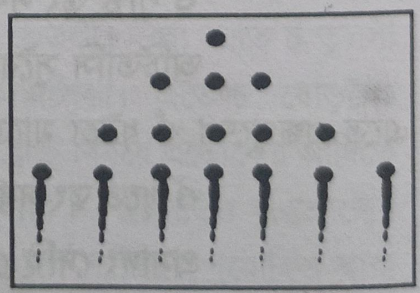

কোন দিকে কোন স্থানে চেদিরাজ অঙ্কন করিতে হয়—উত্তরাস্যাং পূর্বাস্যাং দেহল্যাং বা নাভি পরিমিত দেশে। প্রাদেশ পরিমিত স্থানে চেদিরাজং স্থাপয়েৎ।।

সামবেদীয় বসুধারা ঃ তরলিকৃত ঘৃত কুশীতে লইয়া প্রতিবারে মন্ত্রপাঠ করিয়া (পূর্বদিকে হইলে দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরদিক পর্য্যন্ত, উত্তর দিক হইলে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিক পর্য্যন্ত) অর্দ্ধচন্দ্রের নীচে সিন্দূর বিন্দুগুলিতে অবিচ্ছিন্ন ঘৃতধারা মন্ত্রপাঠ পূবর্বক দিবেন। যাহাতে ধারাগুলো ভূমি সংলগ্ন হয়। **ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চ্চো গবামুত। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মা সং-সৃজামসি।।**

যজুর্ব্বেদীয় বসুধারা ঃ তরলিকৃত ঘৃত কুশীতে লইয়া প্রতিবারে মন্ত্রপাঠ করিয়া (পূর্বদিকে হইলে দক্ষিণ দিক হইতে উত্তরদিক পর্য্যন্ত, উত্তর দিক হইলে পশ্চিম হইতে পূর্ব দিক পর্য্যন্ত) অর্দ্ধচন্দ্রের নিচের সিন্দূর বিন্দুগুলিতে খুব হ্রস্ব নয় আবার খুব দীর্ঘও নয় এমন মাপে ঘৃতধারা দিবেন।

মন্ত্র ঃ ওঁ বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্রধারাং।
দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্তা কামধুক্ষঃ।।

চেদিরাজ আবাহন

ফুল লইয়া পূজা করিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চেদিরাজবসবে নমঃ।** চাউল-দূর্ব্বা-ফুল লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন—

ওঁ চেদিরাজবসো ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

বসোর্ধারা প্রদান প্রকার—কুড্যলগ্নাং বসোর্ধারাং সপ্তবারান্ ঘৃতেন তু। কারয়েৎ পঞ্চবারান্ বা নাতিনীচাং নচোচ্ছ্রিতাং।। (অক্ষতপুঞ্জেষু যবপুঞ্জেষু), কুড্যলগ্ন-দেওয়াল)। (নির্ব্বাণতন্ত্রম্)।।

চেদিরাজ বসুর শাপমোচনের কাহিনী ঃ মহাভারত শান্তিপর্ব ৩৩৭ অধ্যায়ে বর্ণিত কাহিনী ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ এই স্থলে মহর্ষিত্রিদশসংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। একদা সুরগণ মহর্ষিদিগকে কহিলেন, অজচ্ছেদন করিয়া যজ্ঞ করাই কর্তব্য। শাস্ত্রানুসারে ছাগ পশুকেই অজ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। মহর্ষি কহিলেন বেদে নির্দিষ্ট আছে, বীজ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। বীজের নামই অজ, অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করা কদাপি কর্তব্য নহে। যে ধর্মে পশু ছেদন করিতে হয়, তাহা সাধুলোকের ধর্ম বলিয়া কদাপি স্বীকার করা যায় না। বিশেষত ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যযুগ। এই যুগে পশুহিংসা করা কিরূপে কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। দেবতাগণ ও মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ বাদানুবাদ করিতেছেন, এই অবসরে মহারাজ উপরিচর (বসু) আপনার বল ও বাহনের সহিত আকাশমার্গ দিয়া তথায় আগমন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণেরা মহারাজ উপরিচরকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন সুরগণ, এই মহাত্মাই আমাদিগের সন্দেহ দূর করিবেন। এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল, সর্বভূতের হিতানুষ্ঠানে তৎপর, ফলতঃ

চেদিরাজ পূজা

এষ গন্ধ ওঁ চেদিরাজবসবে নমঃ। (যজুর্বেদে ত্যাগবাক্য 'বৃদ্ধি')।

এতৎ পুষ্পম্ ওঁ চেদিরাজবসবে নমঃ।

এই রূপে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ চেদিরাজবসবে নমঃ।।

প্রণাম ঃ **ওঁ চেদিরাজ নমস্তুভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে।**
ক্ষুৎপিপাসানুদে দান্ত চেদিরাজ নমোঽস্তুতে।।
ওঁ বসোর্ধারাভিপাতেন পাপ-প্রধ্বংস-কারক।
ক্ষুৎপিপাসা-নুদেদান্ত চেদিরাজ নমোঽস্তুতে।।

বিসর্জন ঃ দক্ষিণান্তের পর বিসর্জন করিবেন। চেদিরাজে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কুশের জলের ছিটা দিবেন—**ওঁ চেদিরাজবসো ক্ষমস্ব।**

ইনি সর্বাংশেই শ্রেষ্ঠ, অতএব আমরা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কদাচই বিপরীত সিদ্ধান্ত করিবেন না। তাহারা এইরূপ পরামর্শ করিয়া মহারাজ উপরিচয়ের নিকট গমন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! ছাগপশু ও ওষধি এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন বস্তু দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান কর্তব্য? আমাদিগের এই বিষয়ে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তুমি উহা নিবারণ কর। আমদিগের মতে তুমি যাহা কহিবে তাহাই প্রমান। তখন মহারাজ বসু কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাদিগকে কহিলেন, আপনাদিগের মধ্যে কাহার কি অভিপ্রায়, অগ্রে আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করুন। মহর্ষিগণ কহিলেন, মহারাজ আমাদিগের মতে ধান্যদ্বারাই যজ্ঞ করা বিধেয়। কিন্তু দেবগণ কহিতেছেন, যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করাই শ্রেয়। এক্ষণে এবিষয়ে তোমার কি অভিপ্রায় তাহা প্রকাশ কর। তখন মহারাজ বসু দেবগণের অভিপ্রায় পরিগত হইয়া তাহাদিগের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্বক, হে ব্রাহ্মণগণ ছাগ ছেদন করিয়াই যজ্ঞানুষ্ঠান করা বিধেয়। তখন সেই ভাস্বরের ন্যায় তেজস্বী মহর্ষিগণ বিমানস্থ মহারাজ উপরিচরকে আপনাদিগের মতের বিরুদ্ধবাদী দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, মহারাজ! তুমি নিশ্চয়ই দেবগণের প্রতি পক্ষপাত করিয়া এই কথা কহিতেছ। অতএব অচিরাৎ দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হও। আজি হইতে তোমার দেবলোকে গতিরোধ হইল। তুমি আমাদিগের অভিশাপ প্রভাবে ভূমিভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবে। মহর্ষিগণ এইরূপ শাপ প্রদান করিবা মাত্র রাজা উপরিচয় ভূগর্ভে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত নভোমণ্ডল হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে ভগবান নারায়ণের প্রসাদে তাহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইল না। ঐ সময় দেবগণ সমবেত হইয়া স্থিরচিত্তে উপরিচয় বসুর শাপমোচনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহারা কহিলেন, এই মহাত্মা আমাদিগের নিমিত্তই অভিশাপগ্রস্থ হইয়াছেন। এক্ষণে ইহার শাপমোচনের বিধান করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া ইষ্টমনে উপরিচয়কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! তুমি ভগবান

সামবেদীয় আয়ুষ্যসূক্তমন্ত্রজপ

চাউল, দূর্ব্বা ও দুটি সুপারি ললাটে রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন—

ওঁ আয়ুর্বিশ্বায়ুর্বিশ্বং, বিশ্বমায়ু-রশীমহি।
প্রজাস্ত্বষ্ট-রধিনি-ধেহ্যস্মৈ, শতং জীবেম শরদো বয়ং তে।
ওঁ আয়ু-ষে মে পবস্ব বর্চ্চসে মে পবস্ব।
বিদুঃ পৃথিব্যা দিবো জনিত্রাচ্ছ্বস্ত্বাপোঽধঃ ক্ষরন্তীঃ।।
সোমেহোদগায়, মমায়ুষে, মম ব্রহ্মবর্চ্চসায়।
যজমানস্যর্দ্ধ্যৈ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণো রাজ্যায়।।

যজুর্ব্বেদীয় আয়ুস্যসূক্ত মন্ত্র জপ ঃ চাউল, দূর্ব্বা ও দুটি সুপারি ললাটে রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন—

ওঁ আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যগুঁ রায়স্পোষমৌদ্ভিদং।
ইদগুঁ হিরণ্যং বর্চ্চস্ব, জ্জৈত্রায়াবিশতাদু মাং।।
ওঁ ন তদ্রক্ষাগুঁসি ন পিশাচাস্তরন্তি।
দেবানামোজঃ প্রথমজগুঁ হ্যেতৎ।।
যো বিভর্ত্তি দাক্ষায়ণগুঁ হিরণ্যগুঁ।
স দেবেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ, স মনুষ্যেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ।।
ওঁ যদাবধ্নন্ দাক্ষায়ণা হিরণ্যগুঁ, শতানীকায় সুমনস্যমানাঃ।
তন্ম আ বধ্নামি শতশারদা-য়ায়ুষ্মাঞ্জরদষ্টির্যথাসং।।

বিষ্ণুর প্রতি গাঢ়তর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাক। তিনি সুরাসুরগণের পরম গুরু। তিনিই প্রসন্ন হইয়া তোমার শাপমোচন করিয়া দিবেন। এক্ষণে মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। উহাঁদিগের তপোবলে অবশ্যই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অতঃপর তোমাকে নিশ্চয়ই দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। অতএব আমরা এক্ষণে তোমারই উপকারার্থ তোমাকে এই বর প্রদান করিতেছি যে, তুমি অভিশাপ দোষে যতদিন ভূগর্ভে বাস করিবে, ততদিন যজ্ঞকালে ব্রাহ্মণেরা গৃহভিত্তিতে যে ঘৃতধারা প্রদান করিবেন, সেই ঘৃত ভক্ষণ দ্বারা তোমার ক্ষুৎপিপাসা (ক্ষুধাতৃষ্ণা) নিবৃত্তি হইবে। ঐ ঘৃতধারাকে লোকে বসুধারা বলিয়া কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি যখন ভূবিবরে বাস করিবে, তৎকালে ঐ বসুধারা ও আমাদিগের প্রদত্ত তেজঃপ্রভাবে ক্ষুৎপিপাসা তোমাকে কোনক্রমেই নিপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা আরও এই বর প্রদান করিতেছি যে, সর্বদেব প্রধান ভগবান শ্রীবিষ্ণু অবশ্যই তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইবেন। দেবগণ মহারাজ উপরিচরকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ঋষিগণের সহিত স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। আয়ুষ্যসূক্ত জপ ঃ সর্ব্ববিধ শান্তির জন্য সুসংযত হইয়া আয়ুবৃদ্ধি কামনায় জপ করিয়া পিতৃপুরুষগণের নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ

শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ

ভোজ্যস্থাপন ঃ পূর্বাগ্র করিয়া ভোজ্যোৎসর্গের জন্য পিতামহাদি তিন পুরুষের জন্য তিনটি বা একটি ভোজ্য, মাতামহাদি তিন পুরুষের জন্য তিনটি বা একটি ভোজ্য, যজুর্বেদে মাতৃ-পক্ষের জন্য তিনটি বা একটি, দেবপক্ষ ব্রাহ্মণদ্বয়ের জন্য দুটি আতপ চালের ভোজ্য সাজাইবেন। ভোজ্যের পাশে জলপাত্র দিবেন। ভোজ্যমধ্যে বস্ত্র, পৈতা, ফলাদি, কুল (কুলের অভাবে যব) আঙ্গুর বা কিস্‌মিস্‌, আমলকী, আদা, হরীতকী, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা, পান-সুপারী ও দক্ষিণা দিয়া ভোজ্য সাজাইবেন।

দেবপক্ষ ব্রাহ্মণদ্বয়ের ভোজ্যার্চ্চনা

ভোজ্য অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্রের দ্বারা জল লইয়া 'বং' মন্ত্রে ভোজ্যে জলের ছিটা দিয়া পুনরায় জল লইয়া ভোজ্যে জলের ছিটা দিবেন—**ওঁ এতাভ্যাং সবস্ত্রদক্ষিণক দধি-মধু-বদরফল-ঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যাভ্যাং নমঃ।**

ভোজ্যপূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ভোজ্যে পুষ্প দিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সবস্ত্রদক্ষিণক দধি-মধু-বদরফল-ঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যাভ্যাং নমঃ।**

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প গ্রহণ করত মন্ত্রপাঠ পূর্বক বিষ্ণুকে পুষ্প দিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ।**

ভোজ্য সম্প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রে ভোজ্যে পুষ্প দিবেন— **এতেগন্ধপুষ্পে এতাভ্যাং সম্প্রদানাভ্যাং ওঁ ব্রাহ্মণাভ্যাং নমঃ।**

করিতে হয়। যথা- 'আয়ুষ্মানিতি শান্ত্যর্থং জপ্ত্বা তত্র সমাহিতাঃ। ষড়্ভ্যঃ পিতৃভ্যস্তদনু শ্রাদ্ধদানমুপক্রমেৎ।।' (ছন্দোগপরিশিষ্ট)।। আয়ুষ্যসূক্ত মন্ত্রটি যজমান এবং পুরোহিত উভয়েরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। কারণ আয়ু সর্ব্বব্যাপী। ব্রহ্মতেজ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য মন্ত্রোচ্চারণ বিধেয়। 'যজমানস্যর্দ্ধে' এই মন্ত্রটিকে অবিকৃত পাঠ করতে হয়। শূদ্রব্যক্তি আয়ুষ্যসূক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিবে না। **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধনিয়ম ঃ** মাতৃশ্রাদ্ধন্তু পূর্ব্বং স্যাৎ-পিতৃণাং তদনন্তরং। ততো মাতামহানাঞ্চ বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ংভবেৎ।। (শাতাতপঃ)।। **শ্রাদ্ধভেদে দেবতা ঃ** ইষ্টি শ্রাদ্ধে ক্রতুর্দ্দক্ষঃ সত্যে নান্দীমুখে বসুঃ। নৈমিত্তিকে কালকামৌ কাম্যে চ ধুরিলোচনৌ, পুরূরবা মাদ্রবাশ্চ পার্বণে সমুদাহাতৌ। ইষ্টশ্রাদ্ধে ইচ্ছাশ্রাদ্ধে, নৈমিত্তিকে একোদ্দিষ্টে। (বৃহস্পতিঃ)।। **তণ্ডুক্ষালন ঃ**—নিরগ্নেরাম শ্রাদ্ধেতুঅন্নংন ক্ষালয়েৎ ক্বচিৎ। বৃদ্ধৌতুক্ষালয়েদন্নং সংক্রমে গ্রহণেষু চ।। (যোগিনীতন্ত্রে)।।

প্রার্থনামন্ত্র পাঠ ঃ করেজোড়ে পাঠ করিবেন—

ওঁ অন্নে প্রতিষ্ঠিতা দেবাঃ সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ।
তস্মাদন্নপ্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন।
ত্রৈলোক্যনাথ দেবেশ সর্ব্বভূত-দয়ানিধে।
দানেনানেন ভগবন্ যথোক্ত-ফলদোভব।।

সামবেদীয় দেবপক্ষ ব্রাহ্মণদ্বয়ের উদ্দেশ্যে ভোজ্যোৎসর্গ ঃ বামহস্ত (কনুই থেকে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত) উপুড় ও ভূমিষ্ট করিয়া এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা হরীতকী-তিল-তুলসীপত্র-কুশত্রিপত্র বাক্যপাত্রে ধরিয়া বাক্যপাঠ করিবেন—

বিষ্ণুরোঁতৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ (বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ) বাসরে অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ,অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ ইমে সবস্ত্র দক্ষিণক দধি-মধু-বদরফল-ঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যে বসুসত্যয়োঃ বিশ্বেদেবাভ্যাং যুবাভ্যামহং দদানি। ত্রিপত্রে জল লইয়া ভোজ্যের সম্মুখে ভূমিতে জল দিবেন।

ভোজ্যগ্রহণ ঃ প্রতিগ্রহীতা ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি বলিয়া ভোজ্যগ্রহণ করিয়া মন্ত্র বলিবেন-গায়ত্রী, এতৎ সবস্ত্র-দক্ষিণক-দধি-মধু-বদরফল-ঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যে অর্চ্চিতম্ শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ,কামঃ কামায়াদাৎ, কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্র-মা-বিশৎ। কামেন ত্বা প্রতি গৃহ্নামি, কামৈতত্তে।।

সামবেদে—সামগানান্তু মাতৃপক্ষং বিনা ষট্‌পৌরুষিকং কর্ত্তব্যং। (ছন্দোগপরিশিষ্টং)।।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ দক্ষিণহস্তে চাল-দূর্ব্বা লইয়া বলিবেন—ওঁ কৃতৈতৎ সবস্ত্র দক্ষিণক ভোজ্যে-দান-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—ওঁ অস্তু।

যজুর্বেদীয় দেবপক্ষ ব্রাহ্মণদ্বয়ের উদ্দেশ্যে ভোজ্যোৎসর্গ

দক্ষিণহস্তে তিল হরীতকী তুলসী ত্রিপত্র লইয়া বাক্যপাত্রের জলে ডুবাইয়া, বামহস্ত ভূমিসংলগ্ন করিয়া নুজ্জ(উপুড়) করিয়া ভোজ্য ধরিয়া বাক্যমন্ত্র বলিবেন।

শ্রীবিষ্ণুরোঁতৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুকদেবশর্ম্মা (শূদ্রপক্ষে—দাসঃ) অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রাণাং নান্দীমুখীনাং মাতৃপিতামহী প্রপিতামহীনাং অমুকী অমুকী অমুকী দেবীনাং (দাসীনাং), অমুক গোত্রাণাং নান্দীমুখানাং পিতৃপিতামহ প্রপিতামহানাং অমুক অমুক অমুক দেবশর্মণাং (দাসানাং), অমুক গোত্রাণাং নান্দীমুখানাং মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুক অমুক অমুক দেবশর্মণাং (দাসানাং) আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ (বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ) বাসরে অমুক গোত্রাণাং নান্দীমুখীনাং মাতৃপিতামহী প্রপিতামহীনাং অমুকী অমুকী অমুকী দেবীনাং (দাসীনাং),অমুক গোত্রাণাং নান্দীমুখানাং পিতৃপিতামহ প্রপিতামহানাং অমুক অমুক অমুক দেবশর্মণাং (দাসানাং), অমুক গোত্রাণাং নান্দীমুখানাং মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুক অমুক অমুক দেবশর্মণাং (দাসানাং) শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ ইদং সবস্ত্র দক্ষিণক দধি-মধু-বদরফল-ঘৃতোপকরণামান্ন ভোজ্যদ্বয়ং বসুসত্যয়োঃ বিশ্বেদেবাভ্যাং যুবাভ্যামহং দদানি।

বলিয়া ত্রিপত্রে জল লইয়া ভোজ্যের সম্মুখে ভূমিতে জল দিবেন।

ভোজ্যগ্রহণ ঃ প্রতিগ্রহীতা ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি বলিয়া ভোজ্যগ্রহণ করিয়া মন্ত্র বলিবেন—গায়ত্রী, এতৌ সবস্ত্র দক্ষিণক দধি-মধু-বদরফল-ঘৃতোপকরণামান্ন ভোজ্যদ্বয়মচ্চিতম্ শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং ওঁ কোঽদাৎ, কস্মা অদাৎ, কামোঽদাৎ, কামায়াদাৎ, কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামৈতত্তে।। ওঁ দ্যৌস্ত্বা দদাতু, পৃথিবী ত্বা প্রতি-গৃহ্ণাতু।।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ দক্ষিণহস্তে চাল-দূর্ব্বা লইয়া বলিবেন—ওঁ কৃতৈতৎ সবস্ত্র-দক্ষিণক-ভোজ্যে-দান-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—ওঁ অস্তু।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেদক্ষিণা ঃ—দ্রাক্ষামলকমূলানি যবাংশ্চাথ নিবেদয়েৎ। তান্যেব দক্ষিণার্থন্তুদদ্যাদ্‌বিপ্রেষু সর্বদা।। (শূলমাদ্রর্কাদি)।। (ব্রহ্মপুরাণ)।।

পিতৃপক্ষ ব্রাহ্মণদের ভোজ্যার্চ্চনা

ভোজ্যঅভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্রের দ্বারা জল লইয়া 'বং' মন্ত্রে ভোজ্যে জলের ছিটা দিয়া পুনরায় জল লইয়া ভোজ্যে জলের ছিটা দিবেন—ওঁ **এতেভ্যঃ সবস্ত্রদক্ষিণক-দধি-মধু-বদরফল-ঘৃতোপকরনামান্ন-ভোজ্যেভ্যো নমঃ।**

ভোজ্যপূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ভোজ্যে পুষ্প দিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ সবস্ত্র-দক্ষিণক-দধি-মধু-বদরফল-ঘৃতোপকরনামান্ন ভোজ্যেভ্যো নমঃ।**

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প গ্রহণ করত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বিষ্ণুকে পুষ্প দিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ।**

ভোজ্য সম্প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রে ভোজ্যে এতেগন্ধপুষ্পে দিবেন— **এতেগন্ধ পুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ।**

সামবেদীয় ভোজ্যোৎসর্গ ঃ দক্ষিণহস্তে তিল হরীতকী তুলসী ত্রিপত্র লইয়া বাক্যপাত্রের জলে ডুবাইয়া, বামহস্ত ভূমিসংলগ্ন করিয়া নুব্জ (উপুড়) করিয়া ভোজ্য ধরিয়া বাক্য মন্ত্র বলিবেন—

শ্রীবিষ্ণুরোঁতৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুকদেবশর্ম্মা অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ (বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ) বাসবে অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ ইমানি সবস্ত্র দক্ষিণক দধি-মধু-বদরফল সঘৃতোপকরণসোপকরণামান্ন-ভোজ্যানি অর্চ্চিতানি শ্রীবিষ্ণুদেবতানি যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।

বলিয়া ত্রিপত্রে জল লইয়া ভোজ্যের সম্মুখে ভূমিতে জল দিবেন। ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে 'যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়' স্থলে ব্রাহ্মণের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিবেন, ভূমিতে জল না দিয়ে ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন।

প্রার্থনামন্ত্র পাঠ ঃ করেজোড়ে পাঠ করিবেন—

ওঁ পিতৃপূর্ব-পুরুষাণাং মাতামহ-গণাদিষু।
সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু ইদং ভোজ্যং দদাতু তে।।

ভোজ্যগ্রহণ ঃ প্রতিগ্রহীতা ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি বলিয়া ভোজ্যগ্রহণ করিয়া মন্ত্র বলিবেন—গায়ত্রী, এতানি সবস্ত্র দক্ষিণ দধি-মধু-বদরফল-ঘৃতোপকরনামান্ন ভোজ্যানি অর্চ্চিতানি শ্রীবিষ্ণুদেবতানি ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ,কামঃ কামায়াদাৎ, কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্র-মা বিশৎ। কামেন ত্বা প্রতি-গৃহ্নামি, কামৈতত্তে।।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—**ওঁ কৃতৈতৎ সবস্ত্র-দক্ষিণক দধি-মধু-বদরফল-ঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।** পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—**ওঁ অস্তু।**

যজুর্বেদীয় ভোজ্যোৎসর্গ

দক্ষিণহস্তে তিল হরীতকী তুলসী ত্রিপত্র লইয়া বাক্যপাত্রের জলে ডুবাইয়া, বামহস্ত ভূমিসংলগ্ন করিয়া নুজ্জ (উপুড়) করিয়া ভোজ্য ধরিয়া বাক্য মন্ত্র বলিবেন।

শ্রীবিষ্ণুরোঁতৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুকদেবশর্ম্মা (শূদ্রপক্ষে—দাসঃ) অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রাণাং নান্দীমুখীনাং মাতৃপিতামহী প্রপিতামহীনাং অমুকী অমুকী অমুকী দেবীনাং (দাসীনাং), অমুক গোত্রাণাং নান্দীমুখানাং পিতৃপিতামহ প্রপিতামহানাং অমুক অমুক অমুক দেবশর্মণাং (দাসানাং), অমুক গোত্রাণাং নান্দীমুখানাং মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুক অমুক অমুক দেবশর্মণাং (দাসানাং) আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ (বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ) বাসরে অমুক গোত্রাণাং নান্দীমুখীনাং মাতৃপিতামহী প্রপিতামহীনাং অমুকী অমুকী অমুকী দেবীনাং (দাসীনাং), অমুক গোত্রাণাং নান্দীমুখানাং পিতৃপিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুক অমুক অমুক দেবশর্মণাং (দাসানাং), অমুক-গোত্রাণাং নান্দীমুখানাং মাতামহ

প্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুক অমুক অমুক দেবশর্মণাং (দাসানাং) শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ ইমানি সবস্ত্র দক্ষিণক দধি-মধু-বদরফল-সঘৃতোপকরণামান্ন ভোজ্যানি অর্চ্চিতানি, শ্রীবিষ্ণুদৈবতানি যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি। বলিয়া ত্রিপত্রে জল লইয়া ভোজ্যের সম্মুখে ভূমিতে জল দিবেন। ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে 'যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়' স্থলে ব্রাহ্মণের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিবেন, ভূমিতে জল না দিয়ে ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন।

প্রার্থনামন্ত্র পাঠ ঃ করেজোড়ে পাঠ করিবেন—

ওঁ পিতৃপূর্ব-পুরুষাণাং মাতামহ-গণাদিষু।
সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্ত ইদং ভোজ্যং দদাতু তে।।

ভোজ্যগ্রহণ ঃ প্রতিগ্রহীতা ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি বলিয়া ভোজ্যগ্রহণ করিয়া মন্ত্র বলিবেন—গায়ত্রী, এতানি সবস্ত্র দক্ষিণক দধি-মধু-বদরফল-সঘৃতোপকরনামান্ন ভোজ্যানি অর্চ্চিতানি শ্রীবিষ্ণুদেবতানি ওঁ কোঽদাৎ, কস্মা অদাৎ, কামোঽদাৎ, কামায়াদাৎ, কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামৈতত্তে।। ওঁ দ্যৌস্ত্বা দদাতু, পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্ণাতু।।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—**ওঁ কৃতৈতৎ সবস্ত্র দক্ষিণক দধি-মধু-বদরফল-ঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।** পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—**ওঁ অস্তু।**

তন্ত্রোক্ত ভোজ্যোৎসর্গ

দ্বাদশটি ভোজ্য অর্চ্চনা করিয়া দক্ষিনহস্তে তিল হরীতকী তুলসী ত্রিপত্র লইয়া বাক্যপাত্রের জলে ডুবাইয়া, বামহস্ত ভূমিসংলগ্ন করিয়া নুব্জ (উপুড়) করিয়া ভোজ্য ধরিয়া বাক্যমন্ত্র বলিবেন।

শ্রী বিষ্ণুরোঁতৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুকদেবশর্ম্মা অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা পিতামহ্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা প্রপিতামহ্যাঃ অমুকী

দেব্যাঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা মাতামহ্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা প্রমাতামহ্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ, আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ (বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ) বাসরে অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতুঃ অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য পিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রপিতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা মাতুঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা পিতামহ্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা প্রপিতামহ্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য মাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য প্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রস্য নান্দীমুখস্য বৃদ্ধপ্রমাতামহস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা মাতামহ্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা প্রমাতামহ্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ, অমুক গোত্রায়াঃ নান্দীমুখ্যা বৃদ্ধপ্রমাতামহ্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ এতানি সবস্ত্র দক্ষিণক দধি-মধু-বদরফল-সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যানি অর্চ্চিতানি শ্রীবিষ্ণুদৈবতানি যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।

বলিয়া ত্রিপত্রে জল লইয়া ভোজ্যের সম্মুখে ভূমিতে জল দিবেন। ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকিলে 'যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়' স্থলে ব্রাহ্মণের গোত্র ও নাম উল্লেখ করিবেন, ভূমিতে জল না দিয়ে ব্রহ্মণের হাতে জল দিবেন।

প্রার্থনামন্ত্র পাঠ ঃ করেজোড়ে পাঠ করিবেন—

ওঁ হ্রীং পিতৃপূর্ব-পুরুষাণাং মাতামহ-গণাদিষু।

সর্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু ইদং ভোজ্যং দদাতু তে।।

ভোজ্যগ্রহণ ঃ প্রতিগ্রহীতা ওঁ হ্রীং স্বস্তি, ওঁ হ্রীং স্বস্তি, ওঁ হ্রীং স্বস্তি বলিয়া ভোজ্যগ্রহণ করিয়া মন্ত্র বলিবেন-গায়ত্রী, ওঁ হ্রীং এতানি সবস্ত্র দক্ষিণক-দধি-মধু-বদরফল-সঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যানি অর্চ্চিতানি শ্রীবিষ্ণুর্দেবতানি

হ্রীং দাতা কামো গ্রহীতাপি কামায়াদাচ্চ কামিনীং।
কামেন ত্বাং প্রগৃহ্নামি কামঃ পূর্ণোঽস্তু চাবয়োঃ।।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—ওঁ হ্রীং কৃতৈতৎ সবস্ত্র দক্ষিণক-দধি-মধু-বদরফল-ঘৃতোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।

পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—ওঁ হ্রীং অস্তু।

পিতা-বাবা, পিতামহ-দাদু (ঠাকুরদাদা), প্রপিতামহ-দাদুরবাবা, বৃদ্ধ প্রপিতামহ-দাদুর বাবার বাবা, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ-দাদুর বাবার দাদু। অত্যতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ (দাদুর বাবার দাদুর বাবা)।

প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োগ

নিত্যকর্ম সমাপনান্তে গুরুপূজা-ইষ্টপূজা ও গুর্বাদির অর্চনা করিয়া পূর্বদিনে উপবাসাদি না থাকার জন্য স্বস্তিবাচন করিবেন - কুশীতে আতপচাল-দূর্বা-হরীতকী- কুশত্রিপত্র লইয়া- ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অষ্টপণীলভ্য-রজতমূল্য দান-কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু এইভাবে স্বস্তি ও ঋদ্ধি বলিয়া স্বস্তিসূক্ত মন্ত্রে আতপচাল ও দূর্বা তাম্রপত্রে বিকিরণ করতঃ সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিয়া অষ্টপণ উৎসর্গ করিবেন।

অষ্টপণ উৎসর্গ ঃ পাত্রোপরি সবস্ত্র অষ্টপণ রজতখণ্ড বা মূল্য রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

অষ্টপণ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্রের দ্বারা জলের ছিটা দিবেন—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রাষ্টপণীলভ্য-রজতমূল্যায় নমঃ।

অষ্টপণ পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অষ্টপণে পুষ্প দিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রাষ্টপণীলভ্য রজতমূল্যায় নমঃ।

অধিপতি অর্চণা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শালগ্রামে পুষ্প দিবেন- এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

অষ্টপণ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অষ্টপণে পুষ্প দিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ।

প্রায়শ্চিত্ত কি ঃ প্রায়ঃ + চিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত। প্রায় শব্দে নিশ্চয়, চিত্ত শব্দে শুদ্ধি। পাপ করিলে সেই পাপক্ষয়ের জন্য যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার নাম প্রায়শ্চিত্ত। পাপ দুই প্রকার, ১। জ্ঞানকৃত পাপ, ২। অজ্ঞানকৃত পাপ। **প্রায়শ্চিত্ত দিন নিরূপণ ঃ** উভয় পক্ষের অষ্টমী-চতুর্দশী-শনি ও মঙ্গলবার প্রায়শ্চিত্ত, পরীক্ষা (প্রাচীন কালে প্রচলিত তুলাগ্নি জলাদি পাপ পরীক্ষা), এবং বিবাহ পরীক্ষা নিষিদ্ধ। যথা- 'নাষ্টম্যাং ন চর্তুদশ্যাং প্রায়শ্চিত্ত-পরীক্ষণে। ন পরীক্ষা বিবাহশ্চ শনি-ভৌম-দিনে তথা।।' সুতরাং অষ্টমী-চতুর্দশী-শনি ও মঙ্গলবার ভিন্ন অন্য দিনে প্রায়শ্চিত্ত করা যাইবে। প্রায়শ্চিত্তের

অভিলাপ বাক্য ঃ দক্ষিণ হস্তে হরীতকী-ত্রিপত্র-তিল-তুলসীপত্র বাক্য পাত্রে একত্রে ধরিয়া, বামহস্ত উপুড় করিয়া অষ্টপণ স্পর্শে রাখিয়া বাক্যপাঠ করিয়া ভূমিতে জলের ছিটা দিবেন—বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) পূর্বেদ্যুঃ উপবাসাদি-অকরণ-জনিত-পাপক্ষয় কামঃ (স্ত্রীপক্ষে-কামা) ইদং সবস্ত্রাষ্টপণীলভ্য রজতমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে, পরার্থে- দদানি। এই বলিয়া ভূমিতে ও ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন। **অষ্টপণ গ্রহণ ঃ** প্রতিগ্রহীতা ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি বলিয়া অষ্টপণ গ্রহণ করিয়া মন্ত্র বলিবেন—গায়ত্রী, ইদং সবস্ত্রাষ্টপণীলভ্য রজতমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং ওঁ ক ইদং পৃষ্ঠা নং- ৬৮, যর্জু- ওঁ কোঽদাৎ,পৃষ্ঠা নং- ৬৯।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—ওঁ কৃতৈতৎ সবস্ত্রাষ্টপণীলভ্য রজতমূল্য দান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—ওঁ অস্তু।

অষ্টপণ উৎসর্গের দক্ষিণান্ত ঃ 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া, ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ, এইরূপে উৎসর্গ করিয়া পূর্বের অভিলাপ বাক্যের নিয়মানুসারে দক্ষিণান্তের বাক্য বলিবেন-বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) পূর্বেদ্যুঃ উপবাসাদি অকরণ জনিত পাপক্ষয় কামনয়া কৃতৈতৎ সবস্ত্রাষ্টপণীলভ্য রজতমূল্য দানকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে, পরার্থে- দদানি। এই বলিয়া ভূমিতে ও ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন। **অষ্টপণের দক্ষিণা গ্রহণ ঃ** প্রতিগ্রহীতা ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি বলিয়া কাঞ্চনখণ্ড বা মূল্য গ্রহণ করিয়া মন্ত্র বলিবেন—গায়ত্রী, ইদং কাঞ্চনমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং ওঁ ক ইদং পৃষ্ঠা নং- ৬৮, যর্জু- ওঁ কোঽদাৎ,পৃষ্ঠা নং- ৬৯।। **অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ** কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—ওঁ কৃতৈতৎ কাঞ্চনমূল্য-দান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—ওঁ অস্তু।

পূর্বদিনে কার্য্য ঃ প্রায়শ্চিত্তের পূর্বদিনে সকালে সশিখ মুণ্ডণ শ্মশ্রুবপন এবং নখাদি ছেদন করিয়া দিবাভাগে ৩ বার স্নান ত্রিসন্ধ্যা করিয়া আকাশে নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে ঘৃত ভোজন করিয়া মৌন ব্রতালম্বনপূর্বক থাকিবে। উপবাসে একান্ত অশক্ত হইলে ফলাদি ভোজন ও দুগ্ধাদি পান করা যায়। সেই জন্য অষ্টপণ দান করা যায়। যথা- 'বাপ্য কেশান্ নখান্ পূর্বং ঘৃতং প্রাশ্য বহির্নিশি। প্রত্যেকং নিয়তং কালমাত্মনো ব্রতমাদিশেৎ। প্রায়শ্চিত্তমুপাসীনো বাগ্‌যতস্ত্রিবনং স্পৃশেৎ।।' কেশ ধারণ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে নির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ ব্রত বা তদনুকল্প ধেনু মূল্য দান ও তৎসহ দ্বিগুণ দক্ষিণা দিতে

মহাপতক প্রায়শ্চিত্ত ঃ কুশীতে আতপচাল-দূর্বা-হরীতকী- কুশত্রিপত্র লইয়া- ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ পরাকব্রতানুকল্প-পঞ্চপয়স্বিধেনুমূল্য-পঞ্চদশকার্ষাপণীলভ্য-রজতমূল্য দান কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু এইভাবে স্বস্তি ও ঋদ্ধি বলিয়া স্বস্তিসূক্ত মন্ত্রে আতপচাল ও দূর্বা তাম্রপাত্রে বিকিরণ করতঃ করিয়া মহাপাতক প্রায়শ্চিত্তের দক্ষিণা উৎসর্গ করিবেন।

উৎসর্গ ঃ 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া, ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র পরাকব্রতানুকল্প-পঞ্চপয়স্বিধেনুমূল্য-পঞ্চদশকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ, এইরূপে উৎসর্গ করিয়া পূর্বের অভিলাপ বাক্যের নিয়মানুসারে বাক্য বলিবেন-বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) মমৈতৎ স্থূল শরীরাধিকরণক পরাক ব্রতনাশ্য অমুক রোগানুমিত-জন্মান্তরীণ-মহাপাতক শেষপাপ ভোগক্ষয় কামঃ (স্ত্রীপক্ষে-কামা) যথোক্ত ইদং সবস্ত্র পরাকব্রতানুকল্প-পঞ্চপয়স্বিধেনুমূল্য-পঞ্চদশকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে, পরার্থে- দদানি। এই বলিয়া ভূমিতে ও ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন। **দান গ্রহণ ঃ** প্রতিগ্রহীতা ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি বলিয়া দানগ্রহণ করিয়া মন্ত্র বলিবেন—গায়ত্রী, ইদং সবস্ত্র পরাকব্রতানুকল্প-পঞ্চপয়স্বিধেনুমূল্য-পঞ্চদশকার্ষাপণীলভ্য-রজতমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং ওঁ ক ইদং পৃষ্ঠা নং-৬৮, যর্জু - ওঁ কোঽদাৎ,পৃষ্ঠা নং - ৬৯। **অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ** কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—**ওঁ কৃতৈতৎ** সবস্ত্র পরাকব্রতানুকল্প-পঞ্চপয়স্বিধেনুমূল্য-পঞ্চদশকার্ষাপণীলভ্য রজত **দান-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু**। পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—ওঁ অস্তু।

হয়। যথা- 'কেশানাং ধারণার্থন্তু দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ। দ্বিগুণে তু ব্রতে চীর্ণে দ্বিগুণা দক্ষিণা ভবেৎ।।' বিদ্বান, বিপ্র, রাজা ও স্ত্রী ইহাদের মহাপাতক জনিত প্রায়শ্চিত্ত ও গো হত্যা জনিত প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া মুণ্ডন নাই। যথা- 'বিদ্বদ্ বিপ্র নৃপ স্ত্রীণাং নেষ্যতে কেশবাপনং। ঋতে মহাপাতকিনো গাং হন্তুশ্চাবকীর্ণিনঃ।।' সধবা স্ত্রীলোকের সকল কেশ উদ্ধৃত করিয়া দুই অঙ্গুলি পরিমিত ছেদন করিলে মুণ্ডন সিদ্ধ হয়। যথা- 'সর্বান্ কেশান্ সুমদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলিদ্বয়ম্। সর্বত্রৈব হি নারীণাং শিরসা মুণ্ডনং স্মৃতম্।।' বিধবা দিগের মুণ্ডন সর্বদা কর্ত্তব্য। যথা- 'বিধবা করবীবন্ধা ভর্তৃবন্ধায় কেবলং। শিরসো মুণ্ডনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা।।' নিজে প্রায়শ্চিত্ত অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য করিতে পারা যাবে। "রোগী বৃদ্ধস্তু পৌগণ্ডঃ কুর্বন্ত্যনৈর্বতং সদা।" **মহাপাতক ঃ** কুষ্ঠ ব্যাধি, যক্ষাকাশ, প্রমেহ,গ্রহণী, বহুমূত্র,অশ্মরী, কাস, অতীসার, ভগন্দর, দুষ্টব্রণ, গলগণ্ড, চক্ষুর্নাশ ও পক্ষাঘাত থাকিলে মহাপাতক হয়। যথা- 'কুষ্ঠাঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহা গ্রহণী তথা।

মহাপাতক উৎসর্গের দক্ষিণান্ত ঃ 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ, এইরূপে উৎসর্গ করিয়া পূর্বের অভিলাপ বাক্যের নিয়মানুসারে দক্ষিণান্তের বাক্য বলিবেন—বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) মমৈতৎ স্থূল-শরীরাধিকরণক-পরাক ব্রতনাশ্য অমুক রোগানুমিত-জন্মান্তরীণ - মহাপাতক-শেষপাপ-ভোগক্ষয় -কামনয়া কৃতৈতৎ সবস্ত্র পরাকব্রতানুকল্প-পঞ্চপয়স্বিধেনুমূল্য-পঞ্চদশকার্ষাপণীলভ্য রজত মূল্য দানকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে, পরার্থে- দদানি। এই বলিয়া ভূমিতে ও ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন। **মহাপাতক দক্ষিণা গ্রহণ ঃ** প্রতিগ্রহীতা ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি বলিয়া কাঞ্চনমূল্য গ্রহণ করিয়া মন্ত্র বলিবেন—গায়ত্রী, ইদং কাঞ্চনমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং ওঁ ক ইদং পৃষ্ঠা নং- ৬৮, যর্জু- ওঁ কোঽদাৎ,পৃষ্ঠা নং- ৬৯।। **অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ** কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—ওঁ কৃতৈতৎ কাঞ্চ নমূল্য দান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—ওঁ অস্তু।

মুণ্ডন না হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত মূল্য ঃ এতস্মৈ সবস্ত্র পরাকদ্বয়ব্রতানুকল্প-দশপয়স্বিধেনুমূল্য-ত্রিংশৎকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যায় নমঃ,

প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধির জন্য পার্বণশ্রাদ্ধ করিতে হয়। পার্বণশ্রাদ্ধে অসমর্থ হইলে ভোজ্যোৎসর্গ করিতে পারা যায়। স্ত্রীলোকের পার্বণশ্রাদ্ধের অধিকার না থাকার জন্য, স্ত্রীলোকেরা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি ভোজ্যোৎসর্গ করিবেন।

শ্রীবিষ্ণুর প্রীতি ভোজ্যোৎসর্গ ঃ 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রদক্ষিণকসোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ। এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায নমঃ। এইরূপে পূর্বনিয়মে উৎসর্গ করিয়া বামহস্তে ভোজ্যস্পর্শ পূর্বক দক্ষিণ হস্তে হরীতকী-তিল-তুলসী-কুশত্রিপত্র লইয় বাক্যপাত্রে ডুবাইয়া মন্ত্র বলিবেন- বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুকা দেবী (দাসী) মমৈতৎ স্থূল শরীরাধিকরণক পরাক ব্রতনাশ্য অমুক রোগানুমিত-জন্মান্তরীণ-মহাপাতক শেষপাপ ভোগক্ষয় কামা যথোক্ত সবস্ত্র পরাকব্রতানুকল্প-পঞ্চপয়স্বিধেনুমূল্য-পঞ্চদশকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্য দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধ্যর্থং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি কামা ইদং সবস্ত্র দক্ষিণক সোপকরণামান্ন ভোজ্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে, পরার্থে-দদানি। এই বলিয়া ভূমিতে ও ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন।

মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরী কাশা অতিসার ভগন্দরৌ।। দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোক্ষি নাশনম্। ইত্যেবামাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবা মতাঃ।।'

শ্রাদ্ধানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ ঃ ৬৬ পৃষ্ঠায় ন্যায় হইবে কেবল - 'আভ্যুদয়িক' স্থলে' 'পার্বণবিধিক' এবং 'বসুসত্যয়োঃ বিশ্বেদেবাভ্যাং যুবাভ্যাং' স্থলে 'পুরুরবোর্মাদ্রবসোর্বিশ্বেদেবাভ্যাং যুবাভ্যাং' হইবে।

গোগ্রাস দানবিধি ঃ প্রায়শ্চিত্তে পাপক্ষয় পরীক্ষার জন্য গোগ্রাস দান করিতে হয়। **গোরুর কপালে সিন্দূর শৃঙ্গদ্বয়ে তৈল ও হলুদ চর্চ্চিত করতঃ হলুদ জল দ্বারা পা ধুয়াইয়া পঞ্চোপচারে** এষ গন্ধঃ ওঁ গবে নমঃ, এইক্রমে পূজা করিবেন। **ঘাস পত্রোপরি স্থাপন ঃ** পাত্রোপরি আতপচাল-কলা-তিনমুষ্টি ঘাস লইয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

ঘাস অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্রের দ্বারা জলের ছিটা দিবেন—ওঁ এতেভ্যঃ ওঁ সান্নযবসেভ্যো নমঃ।

ঘাস পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ঘাসে পুষ্প দিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ সান্নযবসেভ্যো নমঃ।

অধিপতি অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শালগ্রামে পুষ্প দিবেন- এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

ঘাস সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ঘাসে পুষ্প দিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ গবে নমঃ।

গাভীকে ঘাস নিবেদন ঃ নিজমস্তকে গোগ্রাস ধারণ করতঃ হাঁটুমুড়িয়া গাভীর কাছে লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক নিবেদন করিবেন-

ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ।।

প্রদক্ষিণ ঃ করজোড়ে দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিবেন-

ওঁ যানি কানি চ পাপানি, জন্মান্তর-কৃতানি চ।
তানি সর্বাণি নশ্যন্তু প্রদক্ষিণং পদে পদে।।

প্রণাম ঃ করজোড়ে করিবেন-

ওঁ নমো গোভ্যঃ শ্রীমতিভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্যঃ এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ।।

অতিপাতক প্রায়শ্চিত্ত ঃ স্বস্তিবাচন করিয়া উৎসর্গ—এতস্মৈ সবস্ত্র পরাকদ্বয়ব্রতানুকল্প-দশপয়স্বিধেনুমূল্য-ত্রিংশৎকার্ষাপণীলভ্য-রজতমূল্যায় নমঃ, এইরূপে উৎসর্গ করিয়া পূর্বের অভিলাপ বাক্যের নিয়মানুসারে বাক্য বলিবেন- বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) মমৈতৎ স্থূল শরীরাধিকরণক অমুক রোগসূচিত (অমুক অমুক রোগ সঙ্করানুমিত -জন্মান্তরীণ-অতিপাতক শেষপাপ ভোগক্ষয় কামঃ (স্ত্রীপক্ষে- কামা) ইদং সবস্ত্র পরাকদ্বয়ব্রতানুকল্প-দশপয়স্বিধেনুমূল্য-ত্রিংশৎকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে, পরার্থে-দদানি। এই বলিয়া ভূমিতে ও ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন। **দান গ্রহণ ঃ** প্রতিগ্রহিতা ব্রাহ্মণ পূর্বনিয়মে দান গ্রহণ করিবেন। **অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ** কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—ওঁ কৃতৈতৎ সবস্ত্র পরাকদ্বয়ব্রতানুকল্প-দশপয়স্বিধেনুমূল্য-ত্রিংশৎকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্য দান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—ও অস্তু। পূর্বনিয়মে কাঞ্চ নমূল্য দক্ষিণান্ত করিবেন।

মুণ্ডন না হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত মূল্য ঃ ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র-পরাকদ্বয়ব্রতানুকল্প-বিংশতিপয়স্বিধেনুমূল্য-ষষ্টিকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যায় নমঃ।

উপপাতক প্রায়শ্চিত্ত ঃ স্বস্তিবাচন করিয়া উৎসর্গ—এতস্মৈ সবস্ত্র পরাকার্দ্ধ ব্রতানুকল্প-সার্দ্ধদ্বিপয়স্বিধেনুমূল্য-সার্দ্ধসপ্তকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যায় নমঃ, এইরূপে উৎসর্গ করিয়া পূর্বের অভিলাপ বাক্যের নিয়মানুসারে বাক্য বলিবেন-বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) মমৈতৎ স্থূল শরীরাধিকরণক অমুক রোগসূচিত-জন্মান্তরীণ-উপপাতক শেষপাপক্ষয় কামঃ (স্ত্রীপক্ষে-কামা) ইদং সবস্ত্র পরাকার্দ্ধ ব্রতানুকল্প-সার্দ্ধদ্বিপয়স্বিধেনুমূল্য-সার্দ্ধসপ্তকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে। এই বলিয়া ভূমিতে ও ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন। **দান গ্রহণ ঃ** প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণ পূর্বনিয়মে দান গ্রহন করিবেন।

অতিপাতক ঃ অর্শ কিংবা বৃহৎকুষ্ঠ অথবা মহাপাপের শেষফল যক্ষা ও মধুমেহ প্রভৃতি রোগের ২ টি কি ৩ টি রোগ থাকিলে অতিপাতক হয়। যথা- 'অর্শ আদ্যা নৃণাং রোগা অতি পাপাদ্ ভবন্তি হি। অন্যে চ বহবো রোগা জায়ন্তে রোগ-সঙ্করাঃ।।'

উপপাতক ঃ জলোদরী, যকৃৎ, প্লীহা, স্বল্পব্রণ (সামান্যক্ষত), সাধারণশ্বাস, অজীর্ণ,জ্বর, বমি, একটাতে আর একটার ভ্রম, মূর্ছা, স্বল্পপক্ষাঘাত, বিসর্প, রক্তার্বুদ এবং সাধারণমেহ প্রভৃতি রোগসমূহ থাকিলে উপপাতক হয়। যথা- 'জলোদর যকৃৎ প্লীহা শূল রোগ ব্রণানি চ। শ্বাসাজীর্ণ জ্বরাচ্ছর্দি ভ্রমমোহ গলগ্রহাঃ।। রক্তার্বুদ বিসর্পাদ্যা উপপাপোদ্ভবা গদাঃ।।'

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—ওঁ কৃতৈতৎ সবস্ত্র পরাকার্দ্ধ ব্রতানুকল্প-সার্দ্ধদ্বিপয়স্বিধেনুমূল্য-সার্দ্ধসপ্তকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্য দান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—**ওঁ অস্তু।** পূর্বনিয়মে কাঞ্চ নমূল্য দক্ষিণান্ত করিবেন।

মুণ্ডন না হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত মূল্য ঃ এতস্মৈ সবস্ত্র পরাকার্দ্ধ ব্রতানুকল্প-পঞ্চ পয়স্বিধেনুমূল্য-পঞ্চদশকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যায় নমঃ।

চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত ঃ স্বস্তিবাচন করিয়া উৎসর্গ—এতস্মৈ সবস্ত্র চান্দ্রায়ণ ব্রতানুকল্প-সার্দ্ধসপ্তপয়স্বিধেনুমূল্য-সার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যায় নমঃ, **এইরূপে উৎসর্গ করিয়া** পূর্বের অভিলাপ বাক্যের নিয়মানুসারে বাক্য বলিবেন- বিষ্ণুরোঁতৎসৎ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) ঐহিকানৈহিক-জ্ঞানাজ্ঞানকৃত চান্দ্রায়ণ-ব্রতনাশ্য-সর্ব্বাপক্ষয় কামঃ (স্ত্রীপক্ষে-কামা) ইদং সবস্ত্র চান্দ্রায়ণ ব্রতানুকল্প-সার্দ্ধসপ্তপয়স্বিধেনুমূল্য-সার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে। এই বলিয়া ভূমিতে ও ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন।

দান গ্রহণ ঃ প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণ পূর্বনিয়মে দান গ্রহন করিবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—ওঁ কৃতৈতৎ সবস্ত্র চান্দ্রায়ন ব্রতানুকল্প-সার্দ্ধসপ্তপয়স্বিধেনুমূল্য-সার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্য দানকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—ওঁ অস্তু। পূর্বনিয়মে কাঞ্চ নমূল্য দক্ষিণান্ত করিবেন।

মুণ্ডন না হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত মূল্য ঃ এতস্মৈ সবস্ত্র চান্দ্রায়ণব্রতানুকল্প-পঞ্চদশ পয়স্বিধেনুমূল্য-পঞ্চচত্বারিংশৎ কার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যায় নমঃ।

সপিণ্ডীকরণ কর্তার অপালন নিমিত্ত চান্দ্রায়ণের বাক্য ঃ বিষ্ণুরোঁ..... শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) (স্ত্রীপক্ষে-অমুক গোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ অমুকী দেব্যাঃ (দাস্যাঃ) মরণানন্তরং পরশ্রাদ্ধ-পরান্ন-ভোজন গন্ধ-মাল্য-ধারণ-পাদুকা পরিধান-মৈথুনাদ্যপালন জনিত পাপক্ষয়কামঃ (স্ত্রীপক্ষে-কামা) ইদং সবস্ত্র চান্দ্রায়ণ ব্রতানুকল্প-সার্দ্ধসপ্তপয়স্বিধেনুমূল্য-সার্দ্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে। এই বলিয়া ভূমিতে ও ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন।

সপিণ্ডীকরণ কর্তার অপালন নিমিত্ত চান্দ্রায়ণে শ্রীবিষ্ণু প্রীতি ভোজ্যদান ঃ বিষ্ণুরোঁ.....শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) চান্দ্রায়ণ ব্রতানন্তরং আত্মশরীর শুদ্ধ্যর্থং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি কামশ্চ ইদং সবস্ত্র দক্ষিণক সোপকরণামান্নং ভোজ্যমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে। এই বলিয়া ভূমিতে ও ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন।

ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত ঃ স্বস্তিবাচন করিয়া উৎসর্গ— ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র উদ্দালক ব্রতানুকল্প সপাদ নবধেনুমূল্য-দ্বাদশ পণাধিক সপ্তবিংশতি কার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যায় নমঃ, **এইরূপে উৎসর্গ করিয়া** পূর্বের অভিলাপ বাক্যের নিয়মানুসারে বাক্য বলিবেন- বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য.....অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা যথাকালোচিত উপনয়ন সংস্কারাকরণজনিত-ব্রাত্যতাদোষোপশমন-কামঃ ইদং সবস্ত্র উদ্দালক ব্রতানুকল্প সপাদ নবধেনুমূল্য-দ্বাদশ পণাধিক সপ্তবিংশতি কার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্র নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে। এই বলিয়া ভূমিতে ও ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন। **দান গ্রহণ ঃ** প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণ পূর্বনিয়মে দান গ্রহন করিবেন। **অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ** কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—**ওঁ কৃতৈতৎ** সবস্ত্র উদ্দালক-ব্রতানুকল্প-সপাদ-নবধেনুমূল্য-দ্বাদশ-পণাধিক-সপ্তবিংশতি-কার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্য দান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—ওঁ অস্তু। পূর্বনিয়মে কাঞ্চনখণ্ড বা মূল্য দক্ষিণান্ত করিবেন। **মুণ্ডন না হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত মূল্য ঃ** ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র উদ্দালক ব্রতানুকল্প পাদদ্বয় সহিত অষ্টদশধেনুমূল্য-চতুর্বিংশতি পণাধিক চতুপঞ্চাশৎ কার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যায় নমঃ।

দহন-বহন জনিত পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত ঃ স্বস্তিবাচন করিয়া উৎসর্গ—ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র উদ্দালক সার্ধসপ্তপয়স্বি ধেনুমূল্য সার্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যায় নমঃ।

এইরূপে উৎসর্গ করিয়া পূর্বের অভিলাপ বাক্যের নিয়মানুসারে বাক্য বলিবেন- বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য.....অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (স্ত্রীপক্ষে- অমুক গোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ অমুকী দেব্যা) অবৈধবুদ্ধিপূর্বক গরলপানেন (উদ্বন্ধনেন/ভৃগুপতনেন) কৃতাত্মঘাতিনঃ (কৃতাত্মাঘাতিন্যাঃ) দহন-বহন জনিত পাপক্ষয় কামঃ (স্ত্রীপক্ষে- কামা) যথোক্ত ব্রতাদ্যাচরণাশক্তঃ তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়ানুকল্প সবস্ত্রসার্ধসপ্তপয়স্বি ধেনুমূল্য-সার্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যম্ অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুর্দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনামোভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ অহং সম্প্রদদে। এই বলিয়া ভূমিতে ও ব্রাহ্মণের হাতে জল দিবেন। **দান গ্রহণ ঃ** প্রতিগ্রহীতা ব্রাহ্মণ পূর্বনিয়মে দান গ্রহন করিবেন। **অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ** কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—ওঁ কৃতৈতৎ সবস্ত্রসার্ধসপ্তপয়স্বি ধেনুমূল্য-সার্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্য দান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত প্রতিবচন করিবেন—ওঁ অস্তু। পূর্বনিয়মে রজতমূল্য দক্ষিণান্ত করিবেন। **দক্ষিণান্ত ঃ** বিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য.....পাপক্ষয়কামনয়া কৃতৈতৎ তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়ানুকল্প সবস্ত্রসার্ধসপ্তপয়স্বি ধেনুমূল্য-সার্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্য দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থংদক্ষিণামিদং সবস্ত্রসার্ধসপ্তপয়স্বি ধেনুমূল্য-সার্ধদ্বাবিংশতিকার্ষাপণীলভ্য রজতমূল্যং শ্রীবিষ্ণু দৈবতং .....।।

আরাধনা পদ্ধতি

সন্ধ্যা কৃত্য সমাপন করতঃ গঙ্গাজল দ্বারা নিজ দেহশুদ্ধি, তিলক, শিখাবন্ধন, কুশধারণ, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি পুষ্পশুদ্ধি, বিল্বপত্র চয়ন, তুলসীপত্র চয়ন, দূর্বাচয়ন, গর্দ্ধাদির অর্চনা, আসনশুদ্ধি করিয়া পঞ্চ গব্য শোধন করিবেন।

সামবেদীয় পঞ্চ গব্য শোধন

গোমূত্র ঃ গায়ত্রী পাঠ।

গোময় ঃ ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ স জাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ।
রিহতে ককুভো মিথঃ।

দুগ্ধ ঃ ওঁ গব্যো ষু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্।।

দধি ঃ ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ।।

ঘৃত ঃ ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা-মভিশ্রিয়োবর্ব্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা।।

কুশোদক ঃ ওঁ দ্যৌরাপঃ কণিক্রদৎ সিন্ধোরাপো মরুতো মাদয়ন্তাং ধর্ম্মজ্যোতিঃ।। ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্ণামি।।

একত্রীকরণ ঃ গায়ত্রী পাঠ করিয়া একত্রীকরণ করিবেন।

পঞ্চ গব্যের উপাদান- গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্। পঞ্চ গব্যমিদং প্রোক্তং ঋর্ষিভিস্তত্ত্ব দর্শিভিঃ।। গোমূত্র গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত কে একত্রে পঞ্চ গব্য বলে, ইহার সহিত কুশোদক দিতে হয়। ইহা সমস্ত কার্য্যকে পবিত্র করে। **পঞ্চ গব্যের পরিমান**—পলমাত্রং দুগ্ধভাগং গোমূত্রং তাবদিষ্যতে ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্যাৎগোময়ং তোলকদ্বয়ং। দধি প্রসৃতি মাত্রং স্যাৎ পঞ্চ গব্য মিদং স্মৃতং।। গো শকৃৎ দ্বিগুণং মূত্রং ঘৃতং দদ্যাচ্চতুর্গুণং। ঘৃতাৎ অষ্টগুণং দুগ্ধং দুগ্ধাৎ অষ্টগুণং দধি।। অর্থাৎ গোময়ের দ্বিগুণ মূত্র, মূত্রের চর্তুগুণ ঘৃত, ঘৃতের অষ্টগুণ দুগ্ধ, দুগ্ধের অষ্টগুণ দধি। অথবা- পঞ্চ গব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে। মূলমন্ত্রেণ সংমন্ত্যৈনৈব পরিশোধয়েৎ। পঞ্চ গব্যেন তদ্‌গেহ মণ্ডলঞ্চ বিশোধয়েৎ। ইতি গৌতমীয়ে। গৌতমীয় তন্ত্রে বলা হয়েছে গোমূত্র ৪ তোলা, গোময় ২ তোলা, দুগ্ধ ৪ তোলা, দধি এক কোষ, ঘৃত ৪ তোলা অথবা সমস্তই সমভাগে লইয়া মন্ত্রদ্বারা শোধন করিয়া পূজা স্থান, গৃহে অশুদ্ধ জায়গা শোধন করিতে হইবে। **গোমূত্র - গোময় পবিত্র কেন** ঃ গোমূত্র ও গোময়ের এর অধিকতর পবিত্রতা সম্বন্ধে মহাভারতে (আনুঃ পর্বে ৮২অধ্যায়ে) ইহা বর্ণিত আছে—

যজুর্বেদীয় পঞ্চ গব্য শোধন

গোমূত্র ঃ গায়ত্রী পাঠ।

গোময় ঃ ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।।

দুগ্ধ ঃ ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবাবাজস্য সঙ্গথে।।

দধি ঃ ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ুগুঁষি তারিষৎ।।

ঘৃত ঃ ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামসি।
প্রিয়ং দেবা-নামনাধৃষ্টং দেব যজন-মসি।।

কুশোদক ঃ ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।।

একত্রীকরণঃ গায়ত্রী পাঠ করিয়া একত্রীকরণ করিবেন।

একদা লক্ষ্মীদেবী গোলোকে অবস্থান পূর্বক আপন পরিচয় বিবৃত করে গাভীদিগকে বলেছিলেন যে, তোমরা সকল দেবতাকেই আপন (নিজস্ব) অঙ্গে স্থান দিয়েছ। আমাকেও একটু স্থান দাও, এইরূপ মনোভীপ্সা প্রকাশ করেন। তাহা হইলে তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। গাভীরা বলিল যে আমাদের শ্রীর বিন্দুমাত্র অভাব লক্ষ্য করি নাই। তুমি চঞ্চলা ও সাধারণের ভোগ্যস্বরূপা। আমরা তোমার সংসর্গ পেতে ইচ্ছা (আগ্রহ প্রকাশ) করি না। লক্ষ্মীদেবী সানুনয়ে জানাল, তোমরা যদি আমায় অবহেলা (অবজ্ঞা) কর, তাহলে জগতের সকলেই আমায় অবজ্ঞা করিবে। তাই তোমাদের কোনও কুৎসিত অঙ্গে স্থান দিয়া সম্মানিত কর। এরপর গাভীরা প্রসন্নবদনে তাহাদের বিষ্ঠামূত্রে বাস করিতে সম্মতি প্রদান করিল। লক্ষ্মীও তাহাই স্বীকার করেছিলেন। **যজুর্ব্বেদীয় পঞ্চ গব্য শোধনের সূত্র** ঃ- পঞ্চ গব্যং পবিত্রং তু আহরেৎ তাম্রভাজনে। গায়ত্র্যা চৈব গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্।। আপ্যায়স্বেতি চ ক্ষীরং দধিক্রাব্ণেতি বৈ দধি। তেজোঽসি শুক্রমিত্যাজ্যং দেবস্য ত্বা কুশোদকম্ ।। **পঞ্চ ামৃতের দ্রব্য** ঃ শর্করা মধু দুগ্ধঞ্চ ঘৃতং দধি সমাংশকং। পঞ্চ ামৃতমিদং প্রোক্তং দেহশুদ্ধৌ বিধীয়তে।। (মহানির্ব্বাণ তন্ত্র নবম উল্লাস-১৩০ শ্লোক) ।। দধি দুগ্ধং ঘৃতঞ্চৈব শর্করা সংযুতং মধু। পঞ্চ ামৃতমিদং প্রোক্তং বিহিতং সর্ব্বকর্ম্মসু।। **পঞ্চ ামৃত পরিমাণ** ঃ ক্ষীরং দশগুণং দধ্নাঘৃত্যেনৈবদশোত্তরম্। ঘৃতাদ্দশগুণং ক্ষৌদ্রং ক্ষৌদ্রাশ্চৈক্ষবজং তথা।। দধির শতগুণ ঘৃত, ঘৃতের দশগুণ মধু, মধুর দশগুণ শর্করা। **ভাদ্রমাসে গোরুর প্রসব হইলে সেই দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য দৈব ও পিতৃকার্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।** যথা - সিংহে প্রসূতা যা ধেনুঃ সিংহে গর্ভধরাপি বা। তৎপয়ো রুধিরং তুল্যং

তন্ত্রোক্ত পঞ্চ গব্য শোধন

গোমূত্র ঃ ওঁ হ্রীং, *গোময়* ঃ ওঁ ক্রীং।

দুগ্ধ ঃ ওঁ হূং। *দধি* ঃ ওঁ ক্লীং।

ঘৃত ঃ ওঁ স্বাহা। *কুশোদক* ঃ ওঁ ক্রীং ওঁ।

একত্রীকরণ ঃ ওঁ ক্রীং হ্রীং হূং ক্লীং স্বাহা।

সামবেদীয় পঞ্চ ামৃত শোধন

দুগ্ধ ঃ ওঁ গব্যো ষু ণো যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্।।

দধি ঃ ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ।।

ঘৃত ঃ ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানা-মভিশ্রিয়োর্ব্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা।
দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্ণভিতে অজরে ভূরিরেতসা।।

মধু ঃ ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।। ওঁ মধু নক্তমুতো-ষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমানো বনস্পতি র্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।।

শর্করা ঃ ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ স ভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।

মাংসবত্তদ ঘৃতং স্মৃতম্।। ক্ষীরং সিংহপ্রসূতায়া যত্নতঃ পরিবর্জয়েৎ। তথা ক্ষীরোদ্ ভবং দ্রব্যং দৈবে পৈত্রে চ কর্মণি।। (কৃত্যচিন্তামণি)।। সিংহরাশিস্থে রবি অর্থাৎ সূর্য্য অবস্থান করিলে ভাদ্রমাস হয়। **ভাদ্রমাসে গোরুর প্রসব হইলে সেই দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য পান বা ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।** যথা- সিংহে প্রসূতিকা গাবঃ সিংহে গর্ভধরা তথা। তাসাং দুগ্ধং ন ভোক্তব্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ।। (গরুড়পুরাণ)।। **স্ত্রীলোকের দ্বারা গাভীদোহন, যে গাভীর বৎস মৃত হইয়াছে ও ভাদ্রমাসে যে গাভী প্রসব হইয়াছে এই সকল দুগ্ধ রক্ত তুল্য এবং ঘৃত মদ্যসম।** যথা- স্ত্রী-দোহনা মৃতবৎসা সিংহে প্রসূতা যদি। তদ্দুগ্ধং শোণিতং তুল্যং ঘৃতঞ্চ মদিরা সম।। **গোমূত্র গোময় দধি দুগ্ধ ঘৃত কোন বর্ণের গাভী হইতে সংগ্রহ করিতে হয়** ঃ - কৃষ্ণবর্ণের গাভীর দুগ্ধ ও ঘৃত, শ্বেতবর্ণ গাভীর গোময়, তাম্রবর্ণ গাভীর মূত্র, নীলবর্ণ গাভীর দধি উৎকৃষ্ট। যথা- দুগ্ধং কাঞ্চ ন-বর্ণায়াঃ শ্বেতায়াশ্চৈব গোময়ং। গোমূত্রং তাম্রবর্ণায়া নীলায়াশ্চ ভবেদ্দধি। ঘৃতং তু কৃষ্ণবর্ণায়া এবং পঞ্চ ামৃতেপি চ।। বর্ণালাভে ন দোষোঽস্তি মাত্রাহীনন্তু বর্জ্জয়েৎ।। **গাভী, মহিষ, ছাগল ও ব্রাহ্মণীর প্রসব হইলে তা ১০ দিন পর শুদ্ধি হয়।** যথা- অজাগাবো মহিষশ্চ ব্রাহ্মণী চ প্রসূতিকা। শুদ্ধ্যন্তি দিবসৈরেব দশভি র্নাত্র

যজুর্ব্বেদীয় পঞ্চ ামৃত শোধন

দুগ্ধ ঃ ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবাবাজস্য সঙ্গথে।।

দধি ঃ ও দধিক্রাব্ণো অকারিষং, জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ।
সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ূগুঁষি তারিষৎ।।

ঘৃত ঃ ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি।
প্রিয়ং দেবানা মনাধৃষ্টং দেব যজন-মসি।।

মধ ঃ ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।। ওঁ মধু নক্তমুতোষসো, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।।

শর্করা ঃ ওঁ সহস্রশীর্ষাঃ পুরুখ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিগুঁ সর্ব্বতস্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।

তন্ত্রোক্ত পঞ্চ ামৃত শোধন

দুগ্ধ ঃ ওঁ, *দধি* ঃ ওঁ হ্রীং,
ঘৃত ঃ ওঁ হ্রীং, *মধু* ঃ ওঁ ক্রীং,
শর্করা ঃ ওঁ হূং, *একত্রীকরণ* ঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং ক্রীং হূং।

পূজা স্থান শোধন ঃ (প্রথমে পঞ্চ গব্য তৎপরে পঞ্চ ামৃত দ্বারা)
ওঁ সিঞ্চন্তি পরিষিঞ্চন্তি সিঞ্চন্তি চ পুনন্তি চ ।
সুরায়ৈ বভৈব্রমদে কিন্ত্বো ভবন্তি কিন্ত্বাঃ।।

বেদীশোধন ঃ (প্রথমে পঞ্চ গব্য তৎপরে পঞ্চ ামৃত দ্বারা)
ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্রিয়ম্।
যূপেন যূপ আপ্যতে প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা।।

বিতানশোধন ঃ (প্রথমে পঞ্চ গব্য তৎপরে পঞ্চ ামৃত দ্বারা)
ওঁ ঊর্দ্ধ উষুণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা।
ঊর্দ্ধো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে।।

সংশয়ঃ।। **পঞ্চ গব্য প্রাশন মন্ত্র ঃ** ওঁ যদ্‌যদস্থিগতং পাপং দেহে তিষ্ঠতি মামকে। প্রাশনাৎ পঞ্চ গব্যস্য দহত্বগ্নিরিবেন্ধনম্।। **পঞ্চ গব্য প্রাশন মন্ত্র ঃ** (গর্ভিনীর) ওঁ গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবা-বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ। (যজুর্বেদে- পুষ্করস্রজা)। **পঞ্চ ামৃত প্রাশন মন্ত্র ঃ (গর্ভিনীর)**- ওঁ পিব পঞ্চ ামৃতং দেবি যতস্ত্বং গর্ভধারিণী। দীর্ঘায়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয় সুব্রতে।।

করশুদ্ধি ঃ একটি রক্তবর্ণ পুষ্প ঐং মন্ত্রে লইয়া ওঁ মন্ত্রে করদ্বয়ে পেষণকরতঃ হেঁসৌ মন্ত্রে ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবেন।

করশুদ্ধিপ্রকারান্তর ঃ একটি রক্তবর্ণ পুষ্প ঐং বং অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে পেষণ করিয়া বাম দিকে নিক্ষেপ করিবেন। তারপর ঐ নিক্ষিপ্ত পুষ্পের উপর জলের ছিটা দিয়া হস্ত ধৌত করিবেন।

সূর্য্যপূজাঃ (পৃষ্ঠা নং- ১৭) ও এবং **সূর্য্যার্ঘ্যঃ** (পৃষ্ঠা নং ১৯)।

সম্বিদা (সিদ্ধি) শোধন

স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডল তদুপরি বৃত্ত এবং তদুপরি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, মণ্ডলমধ্যে পাত্রোপরি সিদ্ধি স্থাপন করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ অস্য শ্রীবাগ্বাদিনী মন্ত্রস্য ব্রহ্মঋর্ষিগায়ত্রীছন্দো বাগ্বাদিনী দেবতা ঐং বীজং সৌঃ শক্তিঃ ক্লীং কীলকং বাগ্বাদিনী প্রীত্যর্থং মম সিদ্ধয়ে জপে বিনিয়োগঃ।। শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ বাগ্বাদিন্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে—ঐঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ— সৌঃ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—ক্লীং কীলকায় নমঃ।

করন্যাস ঃ ঐং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ক্লীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। সৌঃ মধ্যমাভ্যাং নমঃ। ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ক্লীং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।।

অঙ্গন্যাস ঃ ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ। ক্লীং শিরসে স্বাহা। সৌঃ শিখায়ৈ বষট্। ঐঁ কবচায় হুং। ক্লীং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। সৌঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান ঃ ওঁ নমামি জননীনাথাং বেশালঙ্কৃতমণ্ডলাং।
ভবসন্তাপ নির্বাপ সুধিয়াত্বং মহানিধে।।
ওঁ সিদ্ধাদ্যাং শিববোধিনীং করলসৎ পাশাঙ্কুশাং ভৈরবীং।
ভক্ত্যাভীষ্ট-বরপ্রদাং সুকুশলাং সংসার-বন্ধোচ্ছিদাং।
পীযুষাম্বুধিমন্থনোদ্ভবরসাং সম্বিদ্ বিলাসাস্পদাং।
বীরারাধিতপাদুকাং সুবিজয়াং ধ্যায়েৎ জগন্মোহিনীম্।।
ওঁ সম্বিদ্দেবী গরীয়সী গুণময়ী বৈগুণ্যবিধ্বংসিনী।
মায়ামোহমদান্ধকার-শমনী তাপত্রয়োন্মূলিনী।
বাগ্‌দেবী বদনাম্বুজে চ রসনা সংব্যাপিনী জ্ঞানদা।
সর্ব্বজ্ঞান-বিবেক-সিন্ধু-নিলয়ে বিজ্ঞানমূর্ত্ত্যৈ নমঃ।।

এরপর সিদ্ধিমধ্যে ত্রিকোণমণ্ডল ওঁ হ্রীং মন্ত্র লিখিয়া তদুপরি ধেনু ও যোনি মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। অতঃ নিম্নমন্ত্রে সিদ্ধিমধ্যে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

১। **শ্বেতবর্ণ পুষ্প মন্ত্রোচারণ পূর্বক সিদ্ধিমধ্যে প্রদান করিবেন—**

ওঁ সম্বিদে ব্রহ্মসম্ভুতে ব্রহ্মপুত্রি সদানঘে।
ভৈরবানাঞ্চ তৃপ্ত্যর্থং পবিত্রা ভব সর্ব্বদা।।
ওঁ ব্রাহ্মণ্যৈ নমঃ স্বাহা।।

২। **রক্তবর্ণ পুষ্প মন্ত্রোচারণ পূর্বক সিদ্ধিমধ্যে প্রদান করিবেন—**

ওঁ সিদ্ধিমূলে ক্রিয়ে দেবি হীনবোধ প্রবোধিনী।
রাজা প্রজা বশংকরি শত্রুকণ্ঠে ত্রিশূলিনী।।
ওঁ ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ স্বাহা।।

৩। **পীতবর্ণ পুষ্প মন্ত্রোচারণ পূর্বক সিদ্ধিমধ্যে প্রদান করিবেন—**

ওঁ অজ্ঞানেন্ধন-দীপ্তাগ্নে জ্বালাগ্নের্জ্ঞান-রূপিণি।
আনন্দস্যাহুতিং নত্বা সম্যক্ জ্ঞানং প্রযচ্ছ মে।।
ওঁ হ্রীং বৈশ্যায়ৈ নমঃ স্বাহা।

৪। **নীলবর্ণ পুষ্প মন্ত্রোচারণপূর্বক সিদ্ধিমধ্যে প্রদান করিবেন—**

ওঁ নমস্যামি নমস্যামি মোক্ষমার্গ-প্রদায়িনি।
ত্রৈলোক্য বিজয়ে মাতঃ সমাধিফলদা ভব।।
ক্লীং শূদ্রায়ৈ নমঃ স্বাহা।।

সম্বিদা (সিদ্ধি) মধ্যে অঙ্কুশ মুদ্রায় মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ঐঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষয়মাকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি অমুকীং (ইষ্টদেবী) মে বশমানয় স্বাহা।। অতঃপর 'যং' মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া 'রং' মন্ত্রে দাহিত হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করতঃ পূজিত দেবতার বীজমন্ত্র ১২ বার জপ করিবেন।

বিজয়াস্ত্রোত্র ঃ

ওঁ সুমিত্রা শূলিনী দেবী বিজয়া চর্চ্চিতাপরা।
অমৃতা তুলসী তুঙ্গা তেজোময়ী সুরেশ্বরী।
এতানি দশনামানি করে কৃত্বা পঠেত্তু যঃ।
দুঃখ-দারিদ্র্যনাশঃ স্যাৎ পরং জ্ঞানমবাপ্নুয়াৎ।।

বিজয়া প্রণাম ঃ ওঁ সম্বিদ্দেবি গরীয়সীং গুণনিধিং বৈগুণ্য-বিধ্বংসিনীম্। মায়ামোহমদান্ধকার-শমনীং তাপ-ত্রয়োন্মূলিনীম্।। বন্দে বীরমুখাম্বুজ-বিলসিনীং সম্বোধিনীং দীপিকাম্। ব্রহ্মজ্ঞানময়ায়ৈ বিবেকবিজয়ায়ৈ বিজ্ঞানমূর্ত্ত্যৈ নমঃ।। [**পূর্ণাভিষিক্তক্ষেত্রে তর্পণ ঃ** সম্বিদা দ্বারা মস্তকে ত্রিকোণ (▽) মণ্ডল এবং বক্ষে (▽) ত্রিকোণ করিয়া বামহস্তের তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা এবং দক্ষিণ হস্তের তত্ত্বমুদ্রায় শুদ্ধি লইয়া মন্ত্রোচারণ করিয়া লেখস্থানে অগ্রে এবং তৎপরে কপালে স্পর্শ করিয়া পূজাধারে নিক্ষেপ করিবেন।

মস্তকে ঃ পাদুকামন্ত্র, সশক্তিক-শ্রীগুরু-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।

মস্তকে ঃ পাদুকামন্ত্র, দিব্যৌঘ-সিদ্ধৌঘ-মানবৌঘগুরু-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।

মস্তকে ঃ পাদুকামন্ত্র, সশক্তিক পরমগুরু-পরাপরগুরু-পরমেষ্ঠিগুরু-শ্রী-পাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।

হৃদি ঃ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং স হ ক্ষ ফ্রেং স হ ক্ষ মলবরযীং আনন্দ ভৈরব্যৈ বৌষট্ আনন্দ ভৈরবী শ্রী পাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।

হৃদি ঃ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং স হ ক্ষ ফ্রেং স হ ক্ষ মলবরয়ূং আনন্দভৈরবায় বষট্ আনন্দভৈরব-শ্রীপাদুকাং তর্পয়ামি নমঃ।

হৃদি ঃ পাদুকামন্ত্র, হ্রীং সাঙ্গায়াঃ সায়ুধায়াঃ সাবরণায়াঃ সপীঠ-দেবতায়াঃ সবাহনায়াঃ অমুক ভৈরব সহিতায়াঃ শ্রীমদ্-অমুক-দেবতায়াঃ শ্রী পাদুকাং তর্পয়ামি স্বাহা।। (নিজ ইষ্টদেব/দেবীর নাম উল্লেখ করিবেন) ইষ্টদেব হইলে স্বাহা স্থলে নমঃ বলিবেন]

সিদ্ধি নিবেদন ঃ (বীজ) এষা দুগ্ধ-মরিচাদিসংযুতা-সম্বিদা অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি।

১। হ্রীং অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি অমৃতমাকর্ষয় অমৃতমাকর্ষয় সিদ্ধিং দেহি বশমানায় স্বাহা।।

২। ঐং বদ বদ বাগ্‌বাদিনি মম জিহ্বাগ্রে স্থিরীভব সর্বসত্ত্ব বশঙ্করি স্বাহা।।

৩। ওঁ জয় জয় বিজয় পরং ব্রহ্মরূপিনী সর্বজনং মে বশমানায় হুং ফট্ স্বাহা।।

তৎপর বামকর্ণোর্ধে— অমুকানন্দ নাথ শ্রীভৈরব গুরু পাদুকাভ্যো নমঃ। দক্ষিণ কর্ণোর্ধে—গাং গণেশায় নমঃ। ইষ্ট (ইষ্টদেবীর নাম) দেবতায়ৈ স্বাহা।।

[প্রাতঃকালে সন্ধ্যা বন্দনাদি না হইলে এই সময় করিবেন।

কামিনীর ধ্যান

ওঁ সিংহস্কন্ধ-সমারূঢ়াং রক্তবর্ণাং চতুর্ভুজম্।
নানালঙ্কার-ভূষাঢ্যাং রক্তবস্ত্র-বিভূষিতাম্।
শঙ্খচক্র-ধনুর্ব্বাণ-বিরাজিত-করাম্বুজাম্।।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ কং কামিন্যৈ নমঃ।।

পুষ্প অথবা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া 'কং' মন্ত্র দশবার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

চৌরগণেশ ন্যাস

হৃদয়ে 'ক্রোং' মন্ত্র দশবার জপ করিয়া নিম্নলিখিত নির্দেশিত অঙ্গগুলিতে দশবার অথবা একবার করিয়া জপ করিবেন। দক্ষিণনেত্রে—হ্রীং হ্রীং, বামনেত্রে—হ্রীং হ্রীং, দক্ষিণকর্ণে—হ্রীং হ্রীং, বামকর্ণে—হ্রীং হ্রীং, দক্ষিণ নাসাপুটে—হূং হূং। বামনাসাপুটে—হূং হূং, মুখে—স্ত্রীং স্ত্রীং। নাভিতে—ক্লীং। লিঙ্গমূলে—হেসৌঃ। মূলাধারে—ব্লুং। ভ্রূমধ্যে—হূং।।

এরপর কুল্লকা, মহাসেতু, সেতু, মুখশোধন, করশোধন করিবেন, পরপৃষ্ঠায় আছে। **গুরুপূজা—গুর্ব্বাদির অর্চনা—গায়ত্রীজপ—ইষ্টপূজা করিবেন]**

অতঃপর মাষভক্তবলি, ভূতাপসারণ, বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

দ্বারদেবতার পূজা

দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ ঃ কুশোদক দ্বারা 'ফট্' মন্ত্রে দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ করিবেন।

আবাহন ঃ আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা দ্বারা দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিবেন। ওঁ দ্বারদেবাঃ ইহাগচ্ছত-ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত-ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত-ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধবম্-ইহসন্নিরুধ্যধবম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ মমপূজাং গৃহ্ণীত।

পূজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। **মধ্যে**—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গং গণেশায় নমঃ। **দক্ষিণদিকে**—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ। **দেহল্যাম্**—এতে গন্ধপুষ্পে ও ক্ষেত্রপালায় বিঘ্নায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অস্ত্রায় নমঃ। **অসমর্থপক্ষে**—এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।

দ্বারদেবতা ঃ ঐশ্যান্যাং গণপতিংস্থাপ্য আগ্নেয্যাং স্কন্দদেবতাম্। নৈঋত্যাং বাণীদেবীং স্যাৎ বায়ব্যাং শ্রিয়মেবচ।। এতানি যজ্ঞস্থানানি যজ্ঞরক্ষাং সদা কুরু।।

দেবতাদিগের নাম	কুল্লকা মস্তকে ৭ বার জপ	মহাসেতু কণ্ঠে ৭বার জপ	সেতু হৃদয়ে ৭ বার জপ	মুখশোধন মুখে সাত বার জপ	করশোধন করতলে ৭ বার জপ
বিষ্ণু	ওঁ নমো নারায়ণায়	স্ত্রীং	ওঁ বিষ্ণবে	ওঁ	বীজমন্ত্র
কৃষ্ণ	ক্লীং	স্ত্রীং	ওঁ ক্লীং ওঁ	ওঁ	বীজমন্ত্র
গোপাল	ক্লী কৃষ্ণায় ক্লীং	স্ত্রীং	ওঁ ক্লীং ওঁ	ওঁ	বীজমন্ত্র
রামচন্দ্র	ক্লীং ওঁ রাং ওঁ ক্লীং	স্ত্রীং	ওঁ রাং ওঁ	ওঁ	বীজমন্ত্র
শিবের	হৌং	স্ত্রীং	হংসঃ	ওঁ	মূলমন্ত্র
গণেশের	ওঁ গং	স্ত্রীং	ওঁ	ওঁ গং	মূলমন্ত্র
দুর্গা, জয়দুর্গা	হূং হ্রীং হূং হ্রীং	স্ত্রীং	হ্রীং স্বাহা	ঐং ঐং ঐং	মূলমন্ত্র
চণ্ডী/কালী	ক্রীংহূংস্ত্রীংহ্রীংফট্	ক্রীং	ঐং হূং ঐং	ক্রীংক্রীংক্রীংওঁওঁওঁ ক্রীং ক্রীং ক্রীং	ক্রীং ঈং ক্রীং করমালে অস্ত্রায়
তারা	হ্রীং স্ত্রীং হূং	হূং	ওঁ হ্রীং	হ্রীং হূং হ্রীং	ফট্
ত্রিপুরাসুন্দরী	ঐং ক্লীং সৌং	হ্রীং	হ্রীং সৌং হ্রীং	শ্রীং ওঁ শ্রীং ওঁ শ্রীং ওঁ	মূলমন্ত্র
ভুবনেশ্বরী	হ্রীং	স্ত্রীং	ওঁহ্রীংহ্রীংওঁওঁ	ঐং ঐং ঐং	মূলমন্ত্র
ভৈরবী	ক্লীং লীং বীং হূং	স্ত্রীং	হেঁ সৌঃ		মূলমন্ত্র
ছিন্নমস্তা	বজ্রবৈরোচনীয়েহূং	স্ত্রীং	হ্রীং স্বাহা	হ্রীং	মূলমন্ত্র
ধূমাবতী	হ্রীং	স্ত্রীং		ওঁ ধূং ওঁ	মূলমন্ত্র
বগলা	স্ত্রীং	স্ত্রীং		ঐং হ্রীং ঐং	মূলমন্ত্র
মাতঙ্গী	ওঁ	স্ত্রীং		ক্রোং ঐং ক্রোং	মূলমন্ত্র
কমলা					
জগদ্ধাত্রী	হূং হ্রীং হূং হ্রীং	স্ত্রীং	হ্রীং স্বাহা	ঐং ঐং ঐং	ওঁ হ্রীংস্ত্রীংহূংশ্রীং
অন্নপূর্ণা	ক্লীং	স্ত্রীং	হ্রীং স্বাহা	ক্লীং	মূলমন্ত্র
লক্ষ্মী/মহালক্ষ্মী	শ্রীং	স্ত্রীং	শ্রীং	শ্রীং	মূলমন্ত্র
মহিষমর্দ্দিনী	হূংওঁ হ্রীংস্বাহাওঁ হূং	স্ত্রীং	হ্রীং স্বাহা	ঐংহ্রীংঐংদুর্গেস্বাহা হ্রীং ঐং ঐং	মূলমন্ত্র
সূর্যের	মূলমন্ত্র	স্ত্রীং	ওঁ	মূলমন্ত্র	মূলমন্ত্র

ভূতশুদ্ধি

'রং' মন্ত্রে জলধারা দ্বারা নিজদেহকে বেষ্টন করিয়া নিজদেহের চারিদিকে অগ্নিচিন্তা করতঃ হাতজোড় করে চারটি মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ও মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্ণাপথেন জীবশিবং
পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা।
ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা।
ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহদহ স্বাহা।
ওঁ পরম শিব সুষুম্ণাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস,
জ্বল জ্বল, প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহা।।

মাতৃকান্যাস

কৃতাঞ্জালি হইয়া বলিবেন—অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মর্ষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দো, মাতৃকাসবস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরাঃ শক্তয়ো, মাতৃকান্যাসে (লিপিন্যাসে) বিনিয়োগঃ। মন্ত্রোচারণ করিয়া নির্দেশিত অঙ্গে তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা স্পর্শ করিবেন। **শিরসি**—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। **মুখে**—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। **হৃদি**—ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। **গুহ্যে**—ওঁ হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। **দুটিপায়ে**—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। **সর্ব্বাঙ্গে**—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।।

করন্যাস

ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তজ্জনীভ্যাং স্বাহা ।
ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্ ।
ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাম্ হুং।
ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ।
ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ
করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।।

অঙ্গন্যাস

তজ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবেন—ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ।

তর্জ্জনী ও মধ্যামা দ্বারা মস্তকে স্পর্শ করিবেন—ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা।

অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শিখাতে স্পর্শ করিবেন-ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্।

বামহস্তের উপর দক্ষিন হস্ত রাখিয়া নিজদেহ জাপটিয়া ধরিয়া সমস্ত অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিবেন - ওঁ এং তং থং দং ধং নংঐং কবচায় হুং। তর্জ্জনী, মধ্যমাও অনামিকা দ্বারা চোখ স্পর্শ করিবেন -ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। দক্ষিণ হস্তের তর্জনী মধ্যমা দ্বারা বামহস্তের তালুতে তিনবার আঘাত করিবেন – ওঁ অং যং রং লং বং শংষং সং হং লং ক্ষং অস্ত্রায় ফট্।।

অর্ন্তমাতৃকান্যাস

কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করতঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ করিবেন—

ওঁ আধারে লিঙ্গনাভৌ হৃদয়-সরসিজে তালুমূলে ললাটে, দ্বেপত্রে, ষোড়শারে দ্বিদশ-দশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে। বাসান্তে বালমধ্যে ড-ফ-ক-ঠ-সহিতে কণ্ঠদেশে স্বরাণাং, হং ক্ষং তত্তার্থ যুক্তং সকল দলগতং বর্ণরূপং নমামি।

মন্ত্রপুটিত ফুল দক্ষিণ হস্তের তত্ত্বমুদ্রাদ্বারা কণ্ঠে স্পর্শ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন—ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং, ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ নমঃ।

হৃদয় স্পর্শ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন—ওঁ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং নমঃ।

নাভিতে স্পর্শ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন—ওঁ ডং ঢং ণংতং থং দং ধং নং পং ফং নমঃ।

লিঙ্গমূলে স্পর্শ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন—ওঁ বং ভং মং যং রং লং নমঃ।

মূলাধারে (নাভির নিম্নদেশ, লিঙ্গের উর্দ্ধদেশ অর্থাৎ তলপেট) স্পর্শ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন—ওঁ বং শং যং সং নমঃ।

ভ্রূমধ্যে স্পর্শ করিয়া মন্ত্রোচারণ করিবেন—ওঁ হং ক্ষং নমঃ।।

বাহ্যমাতৃকান্যাস

কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্পগ্রহণ করতঃ ধ্যান করিবেন—

ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত-মুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃ-স্থলাং, ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধ চন্দ্রশকলামাপীন-তুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্য-কলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্ব্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং, ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে।।

এইরূপে ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্পটি দক্ষিণ হস্তের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা নির্দেশিত অঙ্গে (স্থানে) স্পর্শ করিবেন।

ললাটে—ওঁ অং নমঃ।
মুখে—ওঁ আং নমঃ।
দক্ষিণনেত্রে—ওঁ ইং নমঃ।
বামনেত্রে—ওঁ ঈং নমঃ।
দক্ষিণকর্ণে—ওঁ উং নমঃ।
বামকর্ণে—ওঁ ঊং নমঃ,
দক্ষিণ নাসিকায়—ওঁ ঋং নমঃ।
বামনাসিকায়—ওঁ ৠং নমঃ।
দক্ষিণগণ্ডে—ওঁ ঌং নমঃ।
বামগণ্ডে—ওঁ ৡং।
ওষ্ঠে (ঠোঁটে)—ওঁ এং নমঃ।
ঠোঁটের নিম্নদেশে—ওঁ ঐং নমঃ।
ঊর্দ্ধদন্ত পংক্তিতে—ওঁ ওং নমঃ।
অধোদন্তপংক্তিতে—ওঁ ঔং নমঃ।
মস্তকে—ওঁ অং নমঃ।
মুখে—ওঁ অঃ নমঃ।
দক্ষিণবাহুমূলে—ওঁ কং নমঃ।
দক্ষিণকূর্পরে (কনুই)—ওঁ খং নমঃ।
দক্ষিণমণিবন্ধে—ওঁ গং নমঃ।
দক্ষিণ অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ঘং নমঃ।
দক্ষিণ অঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ ঙং নমঃ।
বামবাহুমূলে—ওঁ চং নমঃ।
বামকূর্পরে (কনুই)—ওঁ ছং নমঃ।
বামমণিবন্ধে—ওঁ জং নমঃ।
বাম অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ঝং নমঃ।
বামঅঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ ঞং নমঃ।
দক্ষিণোরুমূলে—ওঁ টং নমঃ।
দক্ষিণজানুতে—ওঁ ঠং নমঃ।
দক্ষিণগোড়ালিতে—ওঁ ডং নমঃ।
দক্ষিণপদেরঅঙ্গুলিমূলে—ওঁ ঢং নমঃ।
দক্ষিণপদেরঅঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ ণং নমঃ।
বামোরুমূলে— ওঁ তং নমঃ।
বামজানুতে (হাঁটু)— ওঁ থং নমঃ।
বাম গুলফে (গোড়ালি)—ওঁ দং নমঃ।
বামপদেরঅঙ্গুলিমূলে— ওঁ ধং নমঃ।
বামপদঅঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ নং নমঃ।
দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ পং নমঃ।
বামপার্শ্বে—ওঁ ফং নমঃ।
পৃষ্ঠে—ওঁ বং নমঃ।
নাভিতে—ওঁ ভং নমঃ।
উদরে (পেটে)—ওঁ মং নমঃ।
হৃদয়ে—ওঁ যং নমঃ।

দক্ষিণস্কন্ধে—ওঁ রং নমঃ।
ঘাড়ে—ওঁ লং নমঃ।
বামস্কন্ধে—ওঁ বং নমঃ।
ককুদে (ঘাড়ে)—ওঁ লং নমঃ।
হৃদয় হইতে দক্ষিণ হস্ত পর্য্যন্ত— ওঁ শং নমঃ।
হৃদয় হইতে বামহস্ত পর্যন্ত— ওঁ ষং নমঃ।
হৃদয় হইতে দক্ষিণ পদ পর্য্যন্ত— ওঁ সং নমঃ।
হৃদয় হইতে বামপদ পর্য্যন্ত— ওঁ হং নমঃ।
হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত— ওঁ লং নমঃ।
হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত— ওঁ ক্ষং নমঃ।

সংহারমাতৃকান্যাস

কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করতঃ ধ্যান করিবেন—

ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং।
বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্।।
অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং।
বর্ণেশ্বরীং প্রণমত-স্তনভার-নম্রাম্।।

এইরূপে ধ্যান করিয়া ধ্যান ফুলটি দক্ষিণ হস্তের তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা নির্দেশিত অঙ্গে (স্থানে) স্পর্শ করিবেন।

হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত—ওঁ ক্ষং নমঃ।
হৃদয় হইতে পেট পর্য্যন্ত—ওঁ লং নমঃ।
হৃদয় হইতে বামপদের অগ্রপর্যন্ত— ওঁ হং নমঃ।
হৃদয় হইতে দক্ষিণপদের অগ্রপর্য্যন্ত— ওঁ সং নমঃ।
হৃদয় হইতে বাম করাগ্রপর্য্যন্ত— ওঁ ষং নমঃ।
হৃদয় হইতে দক্ষিণ করাগ্র পর্য্যন্ত— ওঁ শং নমঃ।
বামস্কন্ধে— ওঁ বং নমঃ।
ককুদে (ঘাড়ে)—ওঁ লং নমঃ।
দক্ষিণস্কন্ধে— ওঁ রং নমঃ।
হৃদয়ে— ওঁ যং নমঃ।
উদরে—ওঁ মং নমঃ।
নাভিতে— ওঁ ভং নমঃ।
পৃষ্ঠে— ওঁ বং নমঃ।
বামপার্শ্বে—ওঁ ফং নমঃ।
দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ পং নমঃ।
বামপদের অঙ্গুলি অগ্রে—ওঁ নং নমঃ।
বামপদের অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ধং নমঃ।
বামগুল্‌ফে—ওঁ দং নমঃ।
বামজানুতে (হাঁটু)— ওঁ থং নমঃ।

বামপাদমূলে— ওঁ তং নমঃ।
দক্ষিণপদের অঙ্গুল্যগ্রে-ওঁ ণং নমঃ।
দক্ষিণপদের অঙ্গুলিমূলে-ওঁ ঢং নমঃ।
দক্ষিণগুল্‌ফে—ওঁ ডং নমঃ।
জানুতে (হাঁটু)— ওঁ ঠং নমঃ।
দক্ষিণপাদমূলে— ওঁ টং নমঃ।
বামহস্তের অঙ্গুলিঅগ্রে-ওঁ ঞং নমঃ।
বামঅঙ্গুলিমূলে—ওঁ ঝং নমঃ।
বামমণিবন্ধে— ওঁ জং নমঃ।
বামকূর্পরে (কনুই)— ওঁ ছং নমঃ।
বামবাহুমূলে— ওঁ চং নমঃ।
দক্ষিণহস্তের অঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ ঙং নমঃ।
দক্ষিণঅঙ্গুলিমূলে—ওঁ ঘং নমঃ।
দক্ষিণ কব্জিতে—ওঁ গং নমঃ।
দক্ষিণ কনুইয়ে—ওঁ খং নমঃ।
দক্ষিণবাহুমূলে—ওঁ কং নমঃ।
মুখে—ওঁ অঃ নমঃ।
মস্তকে—ওঁ অং নমঃ।
অধোদন্ত পঙ্‌ক্তিতে—ওঁ ঔং নমঃ।
ঊর্দ্ধদন্ত পঙ্‌ক্তিতে—ওঁ ওং নমঃ।
অধরের নিম্নদেশে—ওঁ ঐং নমঃ।
ওষ্ঠে (ঠোঁটে)—ওঁ এং নমঃ।
বামগণ্ডে—ওঁ ৯ং নমঃ।
দক্ষিণ গণ্ডে—ওঁ৯ং নয়ঃ।
বামনাসিকায়—ওঁ ঋং নমঃ।
দক্ষিণ নাসিকায়—ওঁ ঋং নমঃ।
বামকর্ণে—ওঁ ঊং নমঃ।
দক্ষিণকর্ণে—ওঁ উং নমঃ।
বামনেত্রে—ওঁঈং নমঃ।
দক্ষিণ নেত্রে—ওঁ ইং নমঃ।
মুখবৃত্তে—ওঁ আং নমঃ।
ললাটে—ওঁ অং নমঃ।।

প্রাণায়াম

প্রথমে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকার দ্বারা শ্বাস লইতে লইতে ১৬ বার দেবতার মূল মন্ত্র জপ করিবেন। বাম নাসিকা অনামিকা ও কনিষ্ঠা এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বন্ধ করিয়া শ্বাসরোধ করিয়া দেবতার মূল মন্ত্র ৬৪ বার জপ করিবেন। তৎপরে দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে ৩২ বার দেবতার মূলমন্ত্র জপ করিবেন।

এরপর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম

প্রাণায়াম ঃ পূরয়েৎ ষোড়শৈর্ব্বায়ুং ধারয়েত্তচ্চতুর্গুণৈঃ। রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্ত স্তত্তুরীয়তঃ। তদশক্তৌ তচ্চতুর্থ্যা এবং প্রাণস্য সংযমঃ।। প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রী পূজনে নৈতি যোগ্যতাম্। কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্। প্রাণায়ামঃ সঃ বিজ্ঞেয়স্তর্জনী-মধ্যমে বিনা।। (জ্ঞানার্ণবে)। প্রাণায়ামে ১৬,৬৪,৩২ বার জপে অশক্ত হইলে ৪, ১৬,৮ বার জপ করিবার বিধি আছে।

নাসিকার দ্বারা শ্বাস লইতে লইতে ১৬ বার দেবতার মূল মন্ত্র জপ করিয়া বাম নাসিকা অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বন্ধ করিয়া শ্বাসরোধ করিয়া দেবতার মূলমন্ত্র ৬৪ বার জপ করিবেন। তৎপরে দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে ৩২ বার দেবতার মূলমন্ত্র জপ করিবেন।

অতঃপর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা বন্ধ করিয়া বাম নাসিকার দ্বারা শ্বাস লইতে লইতে ১৬ বার দেবতার মূল মন্ত্র জপ করিয়া বাম নাসিকা অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা বন্ধ করিয়া শ্বাসরোধ করিয়াদেবতার মূলমন্ত্র ৬৪ বার জপ করিবেন। তৎ পরে দক্ষিণ নাসিকা ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে ৩২ বার দেবতার মূলমন্ত্র জপ করিবেন।

ব্যাপকন্যাস

হস্তযুগল প্রসারিত করতঃ দেবতার মূলমন্ত্রে পাঁচ, সাত অথবা নয়বার শিরোদেশ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত সবর্বাঙ্গ স্পর্শ করিবেন।

পীঠন্যাস

গন্ধ-পুষ্প তত্ত্বমুদ্রায় গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া নিম্নলিখিত স্থানে স্পর্শ করিবেন। **হৃদয়ে**—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ, **দক্ষিণস্কন্ধে**—ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। **বামস্কন্ধে**—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ। **বামোরুমূলে**—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, **দক্ষিণোরুমূলে**—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। **মুখে**—ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। **বামপার্শ্বে**—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। **নাভৌ**—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। **দক্ষিণপার্শ্বে**—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। **পুনর্হৃদয়ে**—ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, ওঁউং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ,ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ,ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ,ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।।

ঋষাদিন্যাস

মস্তকে ঋষি মুখে ছন্দঃ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পদদ্বয়ে শক্তি ও সর্বাঙ্গে কীলকন্যাস করিবেন। যে দেবতার পূজা যে ঋষি, যে ছন্দ,

সেই সেই নামাদি উচ্চারণ করিয়া উক্ত স্থান সকল স্পর্শ করিবেন। কোন দেবতার ঋষ্যাদিন্যাস না জানা থাকিলে, বিষ্ণুঋষ্যাদি করিবেন। অথবা- ওঁ যথাসম্ভব ঋষয়ে নমঃ, ওঁ যথা সম্ভব চ্ছন্দসে নমঃ, ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

অস্য শ্রী অমুক (দেবতার নাম) মন্ত্রস্য অমুক ঋষিঃ অমুক ছন্দঃ অমুক দেবতা অমুক বীজং অমুক শক্তিঃ অমুক কীলকং মম ইষ্ট সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।। **শিরসি**—ওঁ অমুক ঋষয়ে নমঃ। **মুখে**—ওঁ অমুক চ্ছন্দসে নমঃ। **হৃদি**—ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। **গুহ্যে**—ওঁ অমুক বীজায় নমঃ। **দুই পায়ে**—ওঁ অমুক শক্তয়ে নমঃ। **সর্ব্বাঙ্গে**—ওঁ অমুক কীলকায় নমঃ।

করন্যাস ঃ ওঁ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ ঐং অনামিকাভ্যাং হূং,ওঁ ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ঈং শিরসে স্বাহা, ওঁ ঊং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ঐং কবচায় হূং, ওঁ ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান

কূর্ম্মমুদ্রায় চন্দন মিশ্রিত পুষ্প লইয়া পূজিত দেবতার আকৃতি চিন্তা করিয়া একাগ্রমনে পূজিত দেবতার ধ্যান করিবেন।

ধ্যান ঃ ধ্যান শব্দের অর্থ চিন্তা, দেবতার মূর্ত্তি চিন্তা করা। যে শ্লোকাদির দ্বারা সেই মূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকেও ধ্যান বা ধ্যান মন্ত্র বলে। ধ্যানকার্য্যে সহায়তার জন্য ধ্যানমন্ত্রপাঠ করার ব্যবহার আছে। পাঠ না করিলেও চলে কিন্তু দেবতার মূর্ত্তি চিন্তা করিতে হয়।

কূর্ম্মমুদ্রা.

কূর্ম্মমুদ্রা ঃ বামকরতল ঊর্দ্ধমুখ করিয়া,তাহার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে (পিতৃতীর্থে) অধোমুখ দক্ষিণ করের মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ যোগ করিবেন। পরে বাম অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে দক্ষিণ তর্জ্জনীর অগ্রভাগ, ও বাম তর্জ্জনীর অগ্রভাগে দক্ষিণ কনিষ্ঠার

ঋষাদিন্যাস ঃ ঋষিং ন্যসেন্মুর্দ্ধি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে। দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে। শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ ততস্তু তত্তন্মন্ত্রোক্তন্যাসান্ কুর্য্যাদিতি। (তন্ত্রসার)। **মানসপূজা ঃ** ধ্যান শব্দের অর্থ চিন্তা। ধ্যানের মন্ত্র উচ্চারণ করিতে

অগ্রভাগ যোগ করিয়া, বামহস্তের মধ্যমা,অনামিকা ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ দক্ষিণ করতলের ক্রোড়ে যুক্ত করিবেন, এবং দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ উন্নত রাখিবেন। ভগবান্ কূর্ম্মরূপে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া যেমন নিশ্চল হইয়া আছেন, ধ্যেয় দেবতা ও সেইরূপ হৃদপদ্মে নিশ্চল হইয়া থাকিবেন। এই অভিপ্রায়ে ধ্যান কালে কূর্ম্মমুদ্রা বিহিত হইয়াছে। (আহ্নিককৃত্য)।।

মানসপূজা

কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করত ভক্তিভাবে হৃদয়ের কাছে ধরিয়া দেবতার ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্প নিজের মস্তকে দিবেন। হৃদয়দেশের বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল চিৎকরিয়া চোখ বন্ধ করিবেন। দেবতাকে হৃৎপদ্মে বসাইয়া দেবতার চরণে দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় মনে মনে অর্পণ করিবেন এবং নিম্ন মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন-

ওঁ হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারাচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।।
তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতম্।
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ ক্ষিতি-তত্ত্বকম্।।
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণং প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ।।
অনাহত-ধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্।।
নৃত্যমিন্দ্রিয়-কর্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।
সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা।।

করিতে হৃদপদ্মের মধ্যে দেবতার মূর্ত্তি চিন্তা করিতে হয়। হৃদয়ে প্রার্থনামুদ্রা স্থাপন করিয়া বাক্যমন ও হৃদয় দ্বারা উপচার নিবেদন ক্রমে মানস পূজা করিবেন। যথা- 'বাহ্য পূজা ক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ। সংপূজ্য চিন্তয়েদ্দেবং বচসা মনসা হৃদা। তথৈব, সাধকো লোকে চান্তযোগপরায়ণঃ ।।' (মুণ্ডমালাতন্ত্র)। দেবতার ধ্যান করিয়া দেবতাকে দেহমন সমর্পণ করিয়া শূদ্ধভাবে বাহ্য পূজা করিতে হয়। যথা 'অকৃত্বা মানসং যাগং ন কর্য্যাদ্বহিরর্চ্চনম্। বিনা যাগেন যা পূজা সা পূজা বিফলা ভবেৎ।। বাহ্য পূজা ক্রমেণৈব ধ্যান যোগেন পূজয়েৎ। পূজয়েচ্চিন্তয়েদ্দেবং বচসা মনসা হৃদা। তথৈব সাধকো লোকে চান্তর্যাগপরায়ণঃ।।' (সনৎকুমার তন্ত্র)।। **মানসপূজা বিধি** ঃ- হৃৎপদ্মআসন, সহস্রার পদ্ম হইতে ক্ষরিত অমৃত পাদ্য, মন অর্ঘ্য, সহস্রার পদ্মের রক্ষিত জল আচমনীয় ও স্নানীয়, দেহত্ব আকাশতত্ত্ব, বস্ত্র, ক্ষিতিতত্ত্ব গন্ধ, বুদ্ধি পুষ্প, পাণবায়ু ধুপ, তেজতত্ত্ব দীপ, হৃদয়ে কল্পিত সুধাসমুদ্র নৈবেদ্য, বক্ষস্থলের শব্দ ঘণ্টা বাদ্য, বায়ুতত্ত্ব চামর, শিরস্থ সহস্রদল পদ্ম ছত্র, শব্দ তত্ত্বগীত, ইন্দ্রিয়কর্ম্ম নৃত্যকে মনে মনে চিন্তা করিয়া দেবতার চরণে নিবেদন করিতে হয়। যন্ত্রপুষ্পে মানস পূজা নিষিদ্ধ।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন

পূজক নিজের বামদিকে চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া, চতুষ্কোণ মণ্ডলের মধ্যে বৃত্ত এবং তাহার মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল করিবেন এবং ত্রিকোণ মণ্ডলের মধ্যে "হূং" বীজমন্ত্র লিখিয়া অর্চ্চনা করিবেন। এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, এইরূপে—ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, এরপর ওঁ ঐং বং অস্ত্রায় ফট্ মন্ত্রে ত্রিপদিকা ও শঙ্খ প্রক্ষালন পূর্বক মণ্ডলে স্থাপন করিবেন। দেবতার মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক বিলোম মাতৃকা পাঠ করিতে করিতে বিশুদ্ধ জলধারা শঙ্খে দিবেন ওঁ (বীজমন্ত্র) ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ঌং ৯ং ঋং ৠং ঊং উং ঈং ইং আং অং ইহারপর বীজমন্ত্রে তিনভাগ পূরণ করিয়া পুষ্প লইয়া ত্রিপদিকাতে পূজা করিবেন—এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। পুনরায় পুষ্প লইয়া শঙ্খে পূজা করিবেন—এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। পুনরায় পুষ্প লইয়া শঙ্খের জলে পূজা করিবেন—এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ।। শঙ্খের জলে বীজমন্ত্রে গন্ধ-পুষ্প দূর্ব্বা আতপচাল দিয়া অর্ঘ্য সাজাইয়া ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ, মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া ঐ জলে অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থাদির আবাহন করিবেন—ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু-

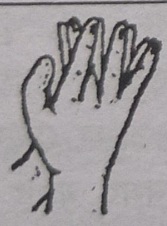

ধেনুমুদ্রা

মৎস্যমুদ্রা

অবগুণ্ঠনমুদ্রা

গালিনীমুদ্রা

অর্ঘ্যপাত্র নির্ণয় ঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, শঙ্খ ও মৃন্ময় পাত্রে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। শিব সূর্য্য দুর্গা পূজাতে শঙ্খ পাত্রে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন না। যথাঃ "সর্ব্বত্রৈব প্রশস্তোঽব্জঃ শিব-সূর্য্যার্চ্চনং বিনা।" (তন্ত্রসার)। 'ন শঙ্খৈরর্ঘ্যপাত্রং স্যাৎ কথিতং পদ্ম যোনিনেতি।' (বিশ্বসার)।। মাটির পাত্রে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিলে স্বহস্ত গঠিত হওয়া আবশ্যক। **অর্ঘ্যপাত্রের পরিমাণ ঃ** ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলি পরিমিত অর্ঘ্যপাত্র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চবিবশ অঙ্গুলি পরিমিত মধ্যম, দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত তদাপেক্ষা অপ্রশস্ত এবং অষ্টাঙ্গ

কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।। অতঃপর শঙ্খের জলে দেবতার ধ্যান আবাহন ও পুনরায় ধ্যান করিয়া গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ দ্বারা পূজা করিবেন। শঙ্খের জলে দেবতার করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করতঃ সকলীকরণ করিয়া হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা, ও **অস্ত্রায় ফট্** মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক, ওঁ মন্ত্রে শঙ্খস্থ জলে দর্শন করাইয়া মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক শঙ্খের জলে বীজমন্ত্র দশবার জপ করিবেন। পুনরায় ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া **ওঁ অস্ত্রায় ফট্** মন্ত্রে সংরক্ষণ পূর্ব্বক শঙ্খের জল কিঞ্চিৎ সামান্যার্ঘ্যের জলে পূজোপকরণাদিতে, বীজ মন্ত্রে নিজের মস্তকে ছিটাইবেন। দক্ষিণান্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত শঙ্খ স্পর্শ (নাড়াইবেন না) করিবেন না।

পীঠপূজা

আবাহন ঃ পঞ্চ গুণ্ডিকা দ্বারা নির্ম্মিত অষ্টদলপদ্ম অথবা সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডলে আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা দ্বারা পীঠদেবতাগণের আবাহন করিবেন—

ওঁ পীঠদেবাঃ ইহাবহতঃ, অথবা "ওঁ পীঠদেবাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধবম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মমপূজাং গৃহ্ণীত।।" **পূজা ঃ** গন্ধপুষ্প দ্বারা মণ্ডলে পূজা করিবেন-

পীঠমধ্যে ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইরূপে— ওঁ প্রকৃত্যৈনমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ রত্নদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ। **অগ্নিকোণে ঃ** ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। **নৈঋর্ত কোণে**—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, **বায়ুকোণে**—ওঁ

লি পরিমিত নূন্য অর্ঘপাত্র হইবে না। **অর্ঘ্যের দ্রব্য ঃ** গন্ধ, পুষ্প (শক্তিপূজায় পদ্ম ও অপরাজিতা), বিল্বপত্র (তুলসীপত্র) তণ্ডুল, যব, তিল, শ্বেতসরিষা, দূববা ও কুশাগ্র। আবার কোন কোন তন্ত্রে কুশাগ্রের পরিবর্তে ফল দেবার ব্যবস্থা আছে। শক্তিপূজায় শ্যামাদূর্বা ব্যবহার করিতে হয়। শ্বেতদূর্বা নিষিদ্ধ। ত্রিপত্রান্বিতা সগর্ভা দূববা অর্ঘ্যপাত্রে প্রশস্ত।

বিষ্ণু বিষয়ক পূজাতে ঃ অষ্টকেশরে পূর্বদিক হইতে পূজিত দেবতার পীঠপূজা করিবেন— ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ। ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ। ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ। ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ। ওঁ যোগায়ৈ নমঃ। ওঁ প্রহ্ব্যৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ। ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ। মধ্যে—ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ। মণ্ডলমধ্যে—ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় নমঃ, সর্বাত্মসংযোগে— ওঁ যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে নমঃ।। **শিববিষয়ে ঃ** ওঁ বামায়ৈ নমঃ। ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ। ওঁ

বৈরাগ্যায় নমঃ, **ঈশানকোণে**—ওঁ ঐশ্বর্য্যায়ঃ নমঃ। **পূর্বদিকে**—ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। **দক্ষিণদিকে**—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, **পশ্চিমদিকে**—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, **উত্তরে**—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, **মধ্যে**—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ। ওঁ আং আত্মনে নমঃ। ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

ঘটস্থাপন

প্রমাণ ঘট গ্রহণ করতঃ **ওঁ ফট্** মন্ত্রে ঘটটি ধুইয়া পুষ্প লইয়া ঘটে পূজা করিবেন। **এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ কুম্ভায় নমঃ**, তৎপরে ওঁ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অষ্টদল পদ্ম মধ্যে পঞ্চ শস্য বা ধানের উপর স্থাপন পূর্বক স্ব স্ব বেদোক্ত অথবা তন্ত্রোক্ত মতে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ঘটে দ্রব্য দিবেন। রৌদ্র্যৈ নমঃ। ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ বলবিকরণ্যৈ নমঃ। ওঁ বলপ্রমথিন্যৈ নমঃ। ওঁ সর্বভূতদমন্যৈ নমঃ। ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তি যুক্তায়ানন্তায় যোগ পীঠাত্মনে নমঃ।। **শক্তিপূজা বিষয়ে ঃ** ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ উং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ। ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ। ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ। ওঁ অং বিজয়ায়ৈ নমঃ। মধ্যে—ওঁ অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ। মণ্ডলমধ্যে—ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।।

ঘটের পরিমাপ ঃ বিস্তার ষট্ত্রিংশৎ অঙ্গুলি, উচ্চে ষোড়শ অঙ্গুলি, কণ্ঠ চারি অঙ্গুলি; মুখের বিস্তার ছয় অঙ্গুলি এবং তলদেশ পঞ্চাঙ্গুলিপরিমাপ। যথা—'ষট্ত্রিংশদঙ্গুলায়াতমং ষোড়শাঙ্গুল মুচ্চকৈঃ। চতুরঙ্গুলকং কণ্ঠং মুখং তস্য ষড়ঙ্গুলম্। পঞ্চাঙ্গুলমিতং মূলং বিধানং ঘটনির্ম্মিতেঃ।।' (মহানির্ব্বণ তন্ত্র)।। **কোন ঘট পশস্তঃ** সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য, মৃত্তিকানির্ম্মিত, পাষাণ, অথবা কাচজ ঘট দেবতার প্রীতিপদ। ঘটনির্ম্মাণের বিত্তশঠতা না ঘটে অর্থাৎ অবস্থানুযায়ী ঘটদান করা হয়, ঘট সুদৃশ্য ও অক্ষত হইলে কর্ম্মে ভাল ফললাভ হয়। যথা—সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্যজং মৃত্তিকোদ্ভবম্। পাষাণং কাচজং বাপি ঘটমক্ষতমব্রণম্। কারয়েদ্দেবতা প্রীত্যৈ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জয়েৎ।।' **কর্ম্ম বিশেষে ঘট প্রশস্ত ঃ** সুবর্ণঘট ভোগকর্ম্মে, রজতঘট মোক্ষদায়ক, তাম্রপ্রীতিকর্ম্মে, কাংশ্যজ পুষ্টিবর্দ্ধনে, কাচজবশীকরণে, পাচনস্তম্ভনে, পরিষ্কৃত সুদৃশ্য মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট সর্বকার্য্যেই প্রশস্ত। **শান্তি কুম্ভপ্রমাণ ঃ** ঐশান্যাং স্থাপয়েৎ কুম্ভং স্বর্ণতাম্রাদিনির্মিতম্। দীর্ঘে বিংশত্যঙ্গুলন্তু গ্রীবাং বেদাঙ্গুলান্বিতাম্।। কণ্ঠমর্দ্ধাঙ্গুলং প্রোক্তং মুখমষ্টাঙ্গুলং স্মৃতম্। দৃঢ় সমতলং কার্য্যংমানং তৎ

সামবেদি-ঘটস্থাপন

ভূমিস্পর্শকরিয়া ঃ ওঁ মহি ত্রীণা মবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্ ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য।। মতান্তরে ওঁ ভূমিরন্তরীক্ষং দ্যৌ র্দ্বা ভূতায়াঃ।।

ধান্য স্পর্শকরিয়া ঃ ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ মপুপবন্ত মুক্থিনং।
ইন্দ্র প্রার্তজ্জুষস্ব নঃ।।

ঘটস্পর্শ করিয়া ঃ ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্যন্নভিশ্রিয়ঃ।
ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে।।

ঘটের জল স্পর্শ করিয়া ঃ ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যুতি-মুক্ষতম্।
মধবা রজাংসি সুক্রতূ।।

ঘটের পল্লব স্পর্শ করিয়া ঃ ওঁঅয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ ঊর্জ্জীব ফলিনী ভব।
পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ।।

ফলস্পর্শ করিয়া ঃ ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে।
যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ।
শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকান আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ।।

বস্ত্র স্পর্শ করিয়া ঃ ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ।
ভবতি জায়মানঃ তং ধীরাস কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্ত।।

সিন্দূর স্পর্শ করিয়া ঃ ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুং রিহন্তি মধবা ভ্যঞ্জতে। সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্ত মুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে।।

পুষ্প স্পর্শ করিয়া ঃ ওঁ পবমানং ব্যশুহি রশ্মিভি বর্বাজসা তমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্যম্।। মতান্তরে—ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব।

স্থিরীকরণ ঃ (দুই হাতে ঘটস্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন)
ওঁ ত্বাবতঃ পুরূবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসিস্থার্তহরীণাম্।।
ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব। যাবৎ পূজাং করোম্যহম্।।

কৃতাঞ্জলি হইয়া ঃ ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি, সর্ব্বদেব-সমন্বিতম্ ।
ইমংঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ ।।

স্ত্রীদেবতার ঘটস্থাপনের সময় 'দেব' স্থলে 'দেবী' হইবে।

পরিকীর্ত্তিতম্।। হৈমং রৌপ্যং তথা তাম্রং মৃত্তিকং বা স্বশক্তিতঃ। বিত্তশাঠ্যং ন কর্তব্যং কৃতে নিস্ফলমাপ্নুয়াৎ।। ষট্ত্রিংশদঙ্গুলং কুম্ভং বিস্তারোন্নতিশালিনম্। ষোড়শং দ্বাদশং বাপি ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ। **রত্নাভাবে সুবর্ণ প্রদেয় ঃ** ঘটমধ্যে নবরত্ন ও পঞ্চ রত্ন প্রদানে অসমর্থ হইলে সুবর্ণ প্রদান করিবেন। যথা—নবরত্নং পঞ্চ রত্নং ঘটমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ।

যজুর্ব্বেদি-ঘটস্থাপন

ভূমিস্পর্শ করিয়া ঃ

ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী।
পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃগুঁহ পৃথিবীং মা হিগুঁসী।।

ধান্যস্পর্শ করিয়াঃ ওঁ ধান্যমসি ধিনূহি দেবান্ ধিনূহি যজ্ঞং ।
ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।।

ঘটস্পর্শ করিয়া ঃ ওঁ আ জিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ ।
পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্বোরুধারা
পয়স্বতী,পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ।।

জলস্পর্শ করিয়া ঃ ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ।
বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি।
বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।।

পল্লবস্পর্শ করিয়া ঃ ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম।
ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম।।

ফলস্পর্শ করিয়া ঃ ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ।
বৃহস্পতি প্রসূতা-স্তা নো মুঞ্চন্তুগুঁ হসঃ।।

তদভাবে মহেশানি সুবর্ণঞ্চ প্রদাপয়েৎ।। **ঘটে দেয় দ্রব্যাণি ঃ** "ভূমির্ধান্যং ঘটশ্চৈব জলং পল্লব মেবচ। ফলং পুষ্পঞ্চ সিন্দূরং স্থিরীকরণমেব চ।।" ভূমি, ধান্য, ঘট, জল, পল্লব, ফল, পুষ্প ও সিন্দূরদ্বারা পুতুলিকা। 'নবরত্নং পঞ্চ রত্নং ঘটমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ। তদভাবে মহেশানি সুবর্ণঞ্চ প্রদাপয়েৎ।। গন্ধপুষ্পাক্ষতাকীর্ণং কুশদূর্বাঙ্কুরার্চিতম্। সিতসূত্রাবৃতং কণ্ঠে নববস্ত্রযুগাবৃতম্।। কাঞ্চনং হরিতালঞ্চ সর্বাভাবে বিনিক্ষিপেৎ।।' **ঘটে দেয় দ্রব্য অর্থ ঃ** পঞ্চ রত্ন তন্তু, ঘটের মাটি বা ঘটটি মাংস, পল্লব-কেশ, জল রুধির ফলের ঊর্দ্ধদিক শিখা, ফল-শির, ফলের নিম্নদিক নাসিকা, ফলের বাম ও দক্ষিণদিক চক্ষু ও কর্ণ, বস্ত্র-ত্বক্। যথা "অস্থিরত্ন শিলাতন্তু মৃণ্ মাংস রুধিরং জলং। পঞ্চ পল্লব কেশশ্চ নারিকেল ফলং শিরং।। ঊর্দ্ধদেশশ্চ শিখায়াং অধো দেশশ্চ নাসিকা। বস্ত্রঞ্চ সর্ব্বগাত্রেষু ত্বকশ্চ পরিধাপয়েৎ।।" **ঘটের কোন স্থানে কোন দেবতার অধিষ্ঠান ঃ** মুখের মধ্যে আছেন শিব, কণ্ঠে বিষ্ণু, মাঝারে দুর্গা, পৃষ্ঠে গণেশ, কক্ষে সূর্য্য চতুর্দিকে সপ্তদ্বীপ, পৃথিবী ও উদরে সর্বতীর্থ গঙ্গা, সর্বশরীরে সর্ব দেবদেবী। যথা 'কলশস্য মুখে রুদ্র কণ্ঠে বিষ্ণু প্রকীর্তিতঃ। অর্দ্ধমাত্রা স্থিতো দুর্গা পৃষ্ঠে মাত্র গণৈঃ সহ। কক্ষে চ সূর্য্যকশ্চৈব সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী। উদরে সর্বতীর্থানি পূজয়েৎ সর্বদেবতা।।' **পঞ্চ শস্য ঃ** ধান্য, মাষকলাই, তিল, মুগ ও যব পঞ্চ শস্য। যথা—'ধান্য মাষাস্তিলা মুদ্গাঃ স যবাঃ পঞ্চ শস্যকাঃ।' মতান্তরে 'পঞ্চ শস্য-যব

বস্ত্র স্পর্শ করিয়া ঃ ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয়।। উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।।

মতান্তরে— ওঁ সুজাতো জ্যোতিষা সহর্শমবরূথ মা সদৎস্বঃ।
বাসো অগ্নে বিশ্বরূপং সংব্যয়স্ব বিভাবসো।।

সিন্দূর স্পর্শ করিয়া ঃ

ওঁ সিন্ধোরিব পাধবনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ।
ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ।।

পুষ্প স্পর্শ করিয়া ঃ

ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্।
ইষ্ণন্নিষাণা মুম্ম ইষাণ, সবর্বলোকম্ম ইষাণ।।

স্থিরীকরণ (দুইহাতে ঘট স্পর্শ করিয়া) ঃ

ওঁ স্থিরো ভব বীড্বঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যবর্বন্।
পৃথুর্ভব সুষদ স্ত্বমগ্নেঃ পুরীষ বাহনঃ।।
ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব, যাবৎপূজাং করোম্যহম্।।

কৃতাঞ্জলি হইয়া ঃ ওঁ সবর্বতীর্থোদ্ভবং বারি সবর্বদেবসমন্বিতম্।
ইমং ঘটং সমারুহ্য, তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ।।

স্ত্রীদেবতার ঘটস্থাপনের সময় 'দেব' স্থলে 'দেবী' হইবে।

গোধূম মুদ্গাশ্চ তথৈব তিলসর্ষপাঃ।' অর্থাৎ যব, গোধূম, মুগ, তিল ও সরিষা পঞ্চ শষ্য। **পঞ্চ পল্লব ঃ** পুরাণ মতে পঞ্চ পল্লব আম, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাঁকুড়, বট। অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষ বটচ্যুতাশ্চ পল্লবাঃ। চ্যুতা-আম, প্লক্ষ-পাঁকুড়। মতান্তরে আম, জাম, বট, অশ্বত্থ, উড়ুম্বর অথবা পাঁকুড়। যথা—'চ্যুতাশোক বটপ্লক্ষোডুম্বরাঃ পঞ্চ পল্লবাঃ।' **তন্ত্রমতে**—'পনসাম্র তথাশ্বত্থং বটং বকুলমেবচ। পঞ্চ পল্লব-মিত্যুক্তং মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ।।' আম, বট, অশ্বত্থ, কাঁঠাল ও বকুল।। **তন্ত্রোক্তমতে পঞ্চ পল্লব ঃ** আম্র জম্বুকপিত্থাশ্চ বিল্বশ্চ বীজপূরকঃ।। আম্র, জাম, কদ্বেল, দাড়িম্ব ও বিল্ব পল্লব। মতান্তরে—শিমুল, আম্র, বট, অশ্বত্থ ও বকুল যথা— কণ্টকাম্রবটাশ্বত্থ বকুলাঃ।' **পঞ্চ পল্লব গঠন ঃ** পল্লব বলিতে পাতা বোঝায়। গাছের পাতা তুলিলে গাছের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু শাখা ভঙ্গ করিলে গাছের বৃদ্ধি ও ফুল ফল ধারণে বাধা সৃষ্টি হয়। অতএব আম,বট, অশ্বত্থ,অশোক ও যজ্ঞডম্বুরের বিযুগ্ম পাতা লইয়া পঞ্চ পল্লবগুচ্ছ তৈরী করিয়া ঘটে দিবেন। **কোন পল্লবে কোন দেবতা ঃ** 'চ্যুত (আম) পত্রে ভবেৎ লক্ষ্মী উড়ম্বরে চ বিনায়ক। অশ্বত্থে চ ভবেৎ রুদ্রঃ প্লক্ষে ভাস্কর এবচ। বটে নারায়ণো নিত্যং পল্লবে পঞ্চ দেবতা।।' **পঞ্চ রত্ন ঃ** প্রবালং হীরকং নীলা মাণিক্যং মৌক্তিকং তথা। এতানি পঞ্চ রত্নানি নিক্ষিপেৎ কলসোদরে।। প্রবাল, হীরক,

তন্ত্রোক্ত ঘটস্থাপন মন্ত্র

ঘট লইয়া 'ক্লীং' মন্ত্রে পোক্ষণ অর্থাৎ কুশের জল দ্বারা ধৌত করিয়া, 'ঐং' মন্ত্রে কুশের জল দ্বারা শোধন করিবেন। 'হ্রীং' মন্ত্রে অষ্টদল পদ্মমধ্যে স্থাপন পূর্বক, 'হ্রীং' মন্ত্রে জল পূরণ করিবেন। অতঃপর কৃতাঞ্জলি হইয়া জলে তীর্থাবাহন করিবেন— **ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।**
সর্ব্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।।
হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ।
সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিম্।।

অতঃপর 'শ্রীং' মন্ত্রে পল্লব, 'হূং' মন্ত্রে ফল, স্ত্রীং মন্ত্রে ঘটস্পর্শ, 'রং' মন্ত্রে সিন্দূর, 'যং' মন্ত্রে পুষ্প, মূলমন্ত্রে দূর্বা, 'ওঁ' মন্ত্রে ঘটে জলের ছিটা, 'হুং ফট্ স্বাহা' মন্ত্রে উপদ্রবকারী ভূতাদিগকে তাড়াইবার জন্য ঘটের চতুর্দ্দিকে কুশ সঞ্চালন করিয়া, ঘট স্পর্শ করিয়া মন্ত্র বলিবেন—'ওঁ স্ত্রীং স্থাং স্থীং স্থিরোভব যাবৎ পূজাং করোম্যহম্।।'

নীলকান্ত মণি, মণি ও মুক্তা। মতান্তরে—মণি, মুক্তা, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণ। যথা—'মণি মুক্তা প্রবালঞ্চ , রজতং কাঞ্চ নন্তথা। পঞ্চ রত্নমিদং প্রোক্তং ঋষিভিঃ পূর্বদর্শিভিঃ।।' **নবরত্ন** ঃ মুক্তা, মাণিক্য, বৈদুর্য্যমণি, গোমেদ, হীরক, প্রবাল, পদ্মরাগমণি, মরকত (পান্না) নীলকান্তমণি শাস্ত্রে উল্লিখিত নবরত্ন। যথা— "মুক্তা-মাণিক্য-বৈদুর্য্য-গোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ। পদ্মরাগং মরকতং নীলঞ্চে তি যথাক্রমাৎ।।" **সর্ব্বৌষধি** ঃ মুরামাংসী, বচ, কুড় শৈলেয়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শটী, চম্পক ও মুথা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্মচূর্ণ করিয়া জল দ্বারা মাড়িয়া বটিকা করিলে সর্বৌষধি হয়। যথা—'মুরামাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ম্। শটী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ।।' **মহৌষধিঃ** বলা নাগবলা বালা জটামাংসী শতাবরী। তেজপত্রং লবঙ্গং চ মহৌষধি গণঃ স্মৃতঃ ।। মতান্তরে পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলিয়া) শ্যামলতা ভৃঙ্গরাজ শতাবরী। (মহাবালা) গুড়ূচী সহদেবী চ মহৌষধিগণঃ স্মৃতঃ।। **তন্ত্রোক্ত ঘট স্থাপনবিধি** ঃ কামবীজেন সংপ্রোক্ষ্য বাগ্‌ভবেনৈব শোধয়েৎ। শক্ত্যা ফলসমারোপ্য মায়য়া পূরয়েজ্জলৈঃ। মন্ত্রেণানেন তীর্থানি দেশিকস্তত্র বিন্যসেৎ। অঙ্কুশমুদ্রয়া ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। সর্বে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদানদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ। সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিম্।। রমা বীজেন জপ্তেন যত্নেন পল্লবং প্রতিপাদয়েৎ কূর্চেন ফলদানং স্যাৎ স্ত্রীবীজেন স্থিরীকৃতিঃ। মূলেন দুর্বাং প্রণবৈঃ কূর্য্যাদভ্যুক্ষণং ততঃ। সিন্ধুরং বহ্নিবীজেন পুষ্পং দদ্যাচ্চবায়ুনা। হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেন কূর্য্যাদ্দর্ভেণ তাড়নম্। (রাজরাজেশ্বরী তন্ত্রে)।।

কাণ্ড রোপন

তীরকাঠি স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি, পরুষ পরুষস্পরি।
এবা নো দূর্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ।।

সূত্রবেষ্টন

মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সূত্র বেষ্টন করিবেন—

ওঁ সূত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্।
দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে।।

কাণ্ড পূজা

ঈশানকোণস্থ তীরে -ওঁ শূলপাণয়ে নমঃ, **অগ্নিকোণস্থ তীরে**-ওঁ কেশবায় নমঃ, **নৈঋতকোণস্থ তীরে**-ওঁ কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ, **বায়ুকোণস্থ তীরে**-ওঁ বিনায়কায় নমঃ।

আবাহন

কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধপুষ্প লইয়া পূজিত দেবতার ধ্যান করিয়া সেই পুষ্প হস্তে রাখিয়া, দেবতাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া গিয়া, যে নাকে নিশ্বাস বহিতেছে - সেই নাকের নিশ্বাসবায়ুর সঙ্গে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে তেজোময়ী দেবতাকে ঐ পুষ্পে আনিয়া, ঐ পুষ্প প্রতিমার ব্রহ্মরন্ধ্রে বা ঘটে পুষ্প দিয়া আবাহনীমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ আবাহন করিবেন। ইহার পর করদ্বয়ে পুষ্প, চালও দব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন। কেবল বিনায়কাদি অর্থাৎ গণেশ, দুর্গা, বায়ু, আকাশ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আবাহনের সময়

কোন তীরে কোন দেবতা ঃ ঐশ্যান্যাং শূলপাণি চ আগ্নেয্যাং কেশবস্তথা। নৈঋত্যাং স্কন্দদেবশ্চ বায়ব্যাংচ বিনায়কঃ ।। চতুর্দিক্ষু চতুর্বেবদ মধ্যে চ সর্ব্বদেবতাঃ।। **সূত্রবেষ্টনঃ** রক্তাক্তেনাপি সূত্রেন ত্রিগুণেন তু পঞ্চ ধা। বেষ্টয়েদ্দক্ষিণাবর্ত্তে সূত্রামানেতি বৈ ঋচা।। (মৎস্যসূক্তে)। **সূত্র বেষ্টনের বর্ণনির্ণয় ঃ** শাক্তগণ লালপট্টসূত্র ও বৈষ্ণবগণ সাদা কার্পাস সূত্র দিয়ে কুম্ভের চারিদিকে তীর দ্বারা সূত্রবেষ্টন করিবেন। যথা—'পট্টসূত্রেন রক্তেন শাক্তঃ কুম্ভন্তু বেষ্টয়েৎ। বৈষ্ণবঃ শুক্লসূত্রেণ কার্পাসাদিভিরেব চ।।' **আবাহনের নিয়ম ঃ** আবাহন শব্দের অর্থ আহবান করা। পূজিত দেবতার মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সুষুম্ণা নাড়ী হইতে তেজ আনিয়া নাসারন্ধে নির্গত করতঃ করদ্বয়ে পুষ্প লইয়া আবাহন করিবেন। যথা ঃ 'মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য সুষুম্ণাবর্ত্মনা সুধীঃ। আনীয় তেজঃ স্বস্থানান্নাসিকারন্ধ্র-নির্গতম্। করস্থে মাতৃকাম্ভোজে চৈতন্যং পুষ্পসঞ্চয়ে। সংযোজ্য পুষ্পমধ্যে তৎ সংস্থাপ্যাহয়েত্ততঃ ।।' (আগম কল্পদ্রুমঃ)।। ইহাগচ্ছ দ্বিধা পৃচ্ছেদিহ তিষ্ঠ দ্বিধা পুনঃ। ইহশব্দাৎ সন্নিধেহি ইহ সন্নিপদাত্ততঃ। রুধ্যস্ব পদমাভাষ্য কুরুদ্বয়মতঃ পরম্।।' (সরস্বতী তন্ত্রম্)।।

ব্যাহৃতি যুক্ত করিয়া আবাহন করিবেন। (শালগ্রাম শিলায় কোন দেবতার পূজাতে আবাহন করিতে হয় না)।

বিনায়ক দেবতার আবাহন ঃ ওঁ ভূর্ভূবঃস্বঃ গণেশ/দুর্গে/বায়ো/ আকাশ/ অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বকীয়-পরিবারগণ-সহিত (সহিতে) ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ, ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

অন্যান্য দেবতার আবাহন ঃ অমুকদেব (অমুকে দেবি) স্বকীয়-পরিবার-গণ-সহিত (সহিতে) ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ, ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

একত্রে দুটি দেবতার আবাহন ঃ অমুকামুকদেবৌ (স্ত্রী দেবতা হলে অমুকামুক দেবতে/দেব্যৌ) ইহাগচ্ছতম্ ইহাগচ্ছতম্, ইহতিষ্ঠতম্ ইহতিষ্ঠতম্, ইহ সন্নিধত্তম্, ইহ সন্নিরুধ্যাথাম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতম্ মম পূজাং গৃহ্নীতম্ ।।

একত্রে দুই-এর বেশি দেবতার আবাহন ঃ অমুকদেবাঃ (অমুক দেবতাঃ/ দেব্যঃ) ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহ সন্নিধত্ত, ইহ সন্নিরুধ্যধবম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ মম পূজাং গৃহ্নীত।।

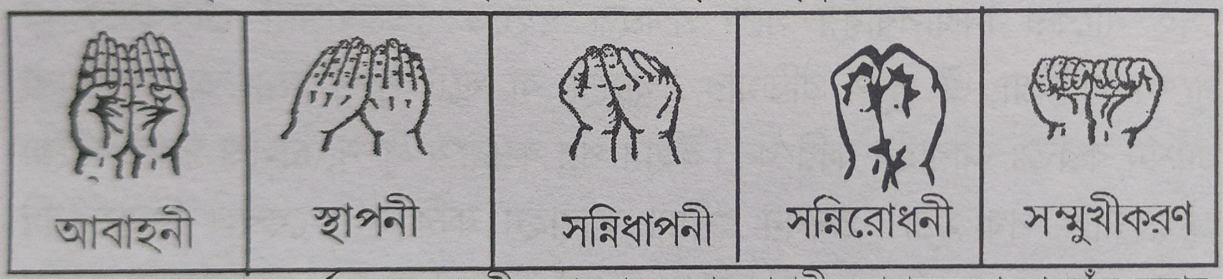

আবাহনের মুদ্রার অর্থ ঃ- আবাহনী- আহবান করা, স্থাপনী- স্থাপন করা বা দাঁড় করান, সন্নিধাপনী- বসান, সন্নিরোধনী- স্থিরীকরণ, সম্মুখীকরআত্মাভিমুখীকরণ। **বিনায়কাদির দেবতার আবাহন ঃ** বিনায়ক (গণেশ), দুর্গা,বায়ু, আকাশ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আবাহনের সময় ব্যাহৃতি-"ভূর্ভুবঃস্বঃ" দ্বারা আবাহন করিবেন। যথা 'বিনায়কং তথা দুর্গাং বায়ুমাকাশমেব চ। আবাহয়েদ্ ব্যাহৃতিভিস্তথৈবাশ্বি-কুমারকৌ।।' **আবাহনী মুদ্রা প্রদর্শণের মন্ত্র অন্য ভাবেও বলা যায়ঃ-** একবচনে- সন্নিধেহি স্থলে সন্নিহিতো (দেবীপক্ষে- সন্নিহিতা) ভব, এবং এবং সন্নিরুধ্যস্ব স্থলে সন্নিরুদ্ধো (দেবীপক্ষে-সন্নিরুদ্ধা) ভব। দ্বিবচনে- ইহ সন্নিধত্তম্ স্থলে ইহ সন্নিহিতৌ ভবতং (দেবীপক্ষে- ইহ সন্নিহিতে ভবতম্)। ইহ সন্নিরুধ্যাথাং (ইহ সন্নিরুদ্ধৌ ভবতং, (দেবীপক্ষে- ইহ সন্নিরুদ্ধে ভবতং)। বহুবচনে (দেব ও দেবী উভয় পক্ষে একই হইবে। ইহ সন্নিধত্ত স্থলে ইহসন্নিহিতা ভবত, ইহ সন্নিরুধ্যধবং স্থলে ইহ সন্নিরুদ্ধা ভবত।। 'দেবতা' শব্দ নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ, উহা দেব দেবী উভয়ের পক্ষেই প্রয়োগ করা যায়, সুতরাং দেবতা শব্দের প্রয়োগ করিলে উহার বিশেষণপদ স্ত্রীলিঙ্গই হইবে। যথা- হে বিষ্ণুদেবতে ইহ সন্নিহিতা ভব ইত্যাদি।।

কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠঃ ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতন্তু মে।
যদাগতোঽসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয়।।
অজ্ঞানাদ্ বা প্রমাদাদ্ বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ।
যদ্যপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যভিমুখো ভব।।

দেবীপক্ষে ঃ- ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার সমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব।।

চক্ষুর্দান

বিল্বপত্রাদিতে কজ্জল গ্রহণ করিয়া কুশাগ্র দ্বারা স্ত্রীদেবতার অগ্রে ঊর্ধ্বনেত্রে পরে বামনেত্রে, তাহারপর দক্ষিণনেত্রে এবং পুরুষদেবতার অগ্রে ঊর্ধ্বনেত্রে, পরে দক্ষিণনেত্রে তাহার পর বামনেত্রে কজ্জল দিয়া চর্ক্ষুদান করিবেন।
ঊর্দ্ধনেত্রে—ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব-দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা।।
বামনেত্রে-ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে।।
দক্ষিণনেত্রে—

ওঁ চিত্রং দেবানা মুদগাদনীকং, চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তু স্থূষশ্চ।।

অতঃপর করজোড়ে পাঠ করিবেন, যথা—

ওঁ ইদং নেত্রত্রয়ং দিব্যং চন্দ্র-সূর্য্যানল-প্রভং।
তারকার-ময়ং দেব (দেবি) পশ্য ত্বং ভুবনত্রয়ং।।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা

দেবতার মস্তকে ১০৮ বার মূলমন্ত্র পাঁচবার জপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা দেবতার কপালে আতপ তণ্ডুল ও দূর্ব্বা ধারণ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র পাঠ করিবেন।

অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণু-মহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋক্‌যজুঃ-সামানি ছন্দাংসি চৈতন্যরূপ-প্রাণশক্তির্দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠাজপে বিনিয়োগঃ।

চক্ষুর্দান ঃ- চক্ষু উন্মিলিত করার জন্য যে মন্ত্রদ্বারা চক্ষুর জ্যোতির্ময়ত্ব আনয়ন করা যায় তাহাকে চক্ষুদান বলে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঃ- মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের বিশেষরূপে অবস্থিতি চিন্তা করাকে প্রাণপ্রতিষ্ঠা বলে। যথা- 'বিশেষসন্নিধেয়া তু ক্রিয়তে ব্যাপকস্য তু। মৃন্মূর্ত্তৌ ভাবনা মন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠা সা বিধীয়তে।।' (মহাকপিলপঞ্চরাত্র)।। চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় দ্বারদেশে আচ্ছাদন দেওয়ার ও বাদ্য করিবার ব্যবহার বিভিন্নদেশে প্রচলিত আছে। দেবতার বাহন থাকিলে এই সময় বাহনাদির চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবস্য (স্ত্রী-দেবতায়াঃ) প্রাণা ইহ প্রাণাঃ।। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবস্য (স্ত্রী-দেবতায়াঃ) জীব ইহ স্থিত।

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবস্য (স্ত্রী-দেবতায়াঃ) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি।

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবস্য (স্ত্রী-দেবতায়াঃ) বাঙ্মনশ্চক্ষুস্ত্বক্ শ্রোত্রঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।।

লেলিহান মুদ্রায় দেবতার হৃদয়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ মনোজুতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তামোম্ প্রতিষ্ঠ।।

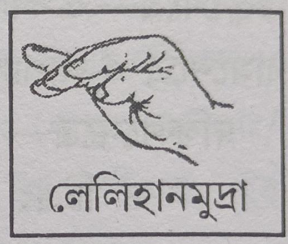
লেলিহানমুদ্রা

অস্মৈ (স্ত্রী অস্যৈ) প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ (স্ত্রী— অস্যৈ) প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ (অস্যৈ) দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।।

ওঁ হংসঃ শুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষস-দ্ধোতা বেদিষ-দতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্ বরস-দৃতসদ্ ব্যোমস-দব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ।।

ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু স্তবতে বীর্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
অস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ।।
ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আ সিঞ্চ তু প্রজাপতি র্ধাতা র্গভং দধাতু তে।।
ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।।
ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।।

প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর পুনরায় নিজদেহে পূজিত দেবতার করন্যাস ও অঙ্গ ন্যাস করিয়া ঘটে বা দেবতায় অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবেন।

করিবেন। লেলিহানমুদ্রা ঃ- দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকাকে সমভাবে অধোমুখ করিয়া, অনামিকার উপর বৃদ্ধাঙ্গুলী রাখিয়া কনিষ্ঠাকে সরল করিলে লেলিহানমুদ্রা হয়। যথা- 'তর্জনীমধ্যমানামং সমং কুর্যাদধোমুখম্। অনামায়াং ক্ষিপেদ্ বৃদ্ধা-মৃজ্বীং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাম্। লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতা।।'

অধিবাস

কর্মের পূর্বদিনে দেবতার অধিবাস করিতে হয়। মহী (গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ (চন্দন), শিলা (পাথরের নুড়ি), ধান্য দূর্বা, পুষ্প, ফল দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (পিটুলি নির্মিত ত্রিকোণাকৃতি দ্রব্য বা আতপতণ্ডুল), সিন্দূর, শঙ্খ, কাজল, গোরোচনা (গোরোচনা, অভাবে হরিদ্রাবাটা), সিদ্ধার্থ (সাদা সরিষা), কাঞ্চন (স্বর্ণ), রৌপ্য, তাম্র, দর্পণ, প্রদীপ একটি পাত্রে সাজাইয়া রাখিবেন। মন্ত্রপাঠ ও ঘণ্টা ধবনি (শঙ্খ ও ঘণ্টাধবনি প্রভৃতি বাদ্যধবনি) সহকারে ঘটে ও শালগ্রাম শিলাতে স্পর্শ করাইয়া পুনরায় অন্য একটি পাত্রে (থালায়) রাখিবেন। গঙ্গামাটি গ্রহণ করতঃ গায়ত্রী পাঠ করিবেন। গন্ধ পুষ্প তৈল হরিদ্রা লইয়া দেবতার কপালে ঘটে ও শালগ্রাম শিলায় দিয়া তৎপরে মৃত্তিকাদির দ্বারা অধিবাস করিবেন। প্রশস্তিপাত্রের পরে মাঙ্গল্যদ্রব্য, শ্রী ও মাঙ্গল্যসূত্র দ্বারা অধিবাস করিবেন।

১। **গন্ধ (চন্দন)** ঃ অনেন গন্ধেন সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
২। **পুষ্প** ঃ অনেন পুষ্পেণ সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
৩। **তৈল-হরিদ্রা** ঃ অনয়া তৈল-হরিদ্রয়া সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
৪। **মৃত্তিকা**ঃঅনয়া মহ্যা সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসন-মস্তু।
৫। **গন্ধ (চন্দন)** ঃ অনেন গন্ধে সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
৬। **শিলা(পাথর)** ঃ অনয়া শিলয়া সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
৭। **ধান** ঃ অনেন ধান্যেন সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।

অধিবাসের সংজ্ঞা ঃ 'সংস্কারো গন্ধমাল্যাদ্যৈর্যঃ স্যাত্তদধিবাসনম্ (অমরকোষে)।' গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারাসংস্কারকে অধিবাসন বা অধিবাস বলে। **অধিবাসের দ্রব্য ঃ** মহী গন্ধঃ শিলাধান্যং দূর্বা পুষ্পং, ফলং দধি। ঘৃতং স্বস্তিক সিন্দূরং শঙ্খ-কজ্জল-রোচনাঃ।। সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রশ্চামর দর্পণৈঃ। দীপঃ প্রশস্তিপাত্রঞ্চ বন্দনীয়ং শুভে দিনে।।' যজুর্বেদীয় মধ্যে অনেক স্থলে সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রো দীপশ্চ দর্পণম্। খড়্গো বরাহদশনং সুপ্রতিষ্ঠঞ্চ বন্দনম্।। এই প্রথা আছে। **অধিবাসের আবশ্যকতা ঃ-** পাণিগ্রহে প্রতিষ্ঠায়াং প্রবেশে নব-বেষ্মণঃ। এতদ্ বৃদ্ধি করং নাম গৃহস্থস্য বিধীয়তে।। (রাজমার্ত্তণ্ডঃ) ।। সংস্কারভিন্ন (ব্রতপ্রতিষ্ঠাদি) কার্য্যে অধিবাস করিতে হয় না। পণ্ডিত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি আহ্নিক কৃত্য। **পূর্ব্বদিনে অধিবাসের ফলঃ** প্রতিষ্ঠাপূর্ব-সায়াহ্নে দেবতাং যোঽধিবাসয়েৎ। সোঽশ্বমেধাযুতফলং লভতে সাধকোত্তমঃ।। (মহানির্বাণতন্ত্র) ।। সাধারণ পূজার পাণপ্রতিষ্ঠার পর অধিবাস কর্ত্তব্য। পূর্ব পতিষ্ঠিত দেবতারঅধিবাস মানসোপচারে পূজার পূর্বেই করিতে হয়।

৮। দূর্ব্বা ঃ অনয়া দূববর্বয়া সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
৯। পুষ্প ঃ অনেন পুষ্পেণ সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
১০। ফল ঃ অনেন ফলেন সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু। (অখণ্ড কলা এক ছড়া)
১১। গব্য দধি ঃ অনেন দধ্না সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
১২। গব্য-ঘৃত ঃ অনেন ঘৃতেন সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
১৩। স্বস্তিক ঃ অনেন স্বস্তিকেন সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু। (পিটুলি দ্বারা নির্মিত ত্রিকোণাকৃতি দ্রব্য)
১৪। সিন্দূর ঃ অনেন সিন্দূরেণ সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
১৫। শঙ্খ ঃ অনেন শঙ্খেন সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
১৬। কজ্জল ঃ অনেন কজ্জলেন সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
১৭। রোচনা ঃ অনয়া রোচনয়া সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু। (গো-রোচনা অভাবে হরিদ্রা)
১৮। সিদ্ধার্থ ঃ অনেন সিদ্ধার্থেন সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু। (শ্বেত সরিষা)
১৯। কাঞ্চন ঃ অনেন কাঞ্চনেন সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
২০। রৌপ্য ঃ অনেন রৌপ্যেণ সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
২১। তাম্র ঃ অনেন তাম্রেণ সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
২২। চামর ঃ অনেন চামরেণ সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
২৩। দর্পণ ঃ অনেন দর্পণেন সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
২৪। দীপ ঃ অনেন দীপেন সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু।
২৫। প্রশস্তিপাত্র ঃ অনেন পশস্তিপাত্রেণ সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু। (বরণ ডালা)
২৬। মাঙ্গল্যদ্রব্য ঃ অনেন মাঙ্গল্যদ্রব্যেণ সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু। (আই ভাঁড়)
২৭। শ্রী ঃ অনয়া শ্রিয়া সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু। (নানা বর্ণে চিত্রিত পিটুলি দ্বারা নির্মিত টোপর আকৃতিবিশিষ্ট দ্রব্য)
২৮। মাঙ্গল্যসূত্র ঃ অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেণ সায়ুধবাহন-পরিবার-সহিত-অমুক দেবতায়াঃ শুভাধিবাসনমস্তু। (সাতটি অথবা পাঁচটি দূর্বা কুঙ্কুমাক্ত হরিদ্রাসূতায় বেঁধে পুরুষদেবতার দক্ষিণ ও স্ত্রীদেবতার বাম মণিবন্ধে বাঁধিতে হয়।)

আচারাং স্নান

বিষ্ণু ও বিষ্ণু-বিষয়ক দেতাদের পুরুষসূক্ত দ্বারা, চণ্ডী ও দুর্গা বিষয়ে পৌরাণিক মন্ত্রে স্নান, ঘণ্টাবাদ্য ও শঙ্খধবনি সহকারে শুদ্ধজল দ্বারা স্নান করাইবেন। শিবকে ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান করাইবেন।

সামবেদীয় পুরুষসূক্ত

১। ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, সহস্রাক্ষ ঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সবর্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।

২। ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধমুদৈৎ পুরুষঃপাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।।

৩। ওঁ পুরুষ এবেদং সবর্বং, যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যং।
পাদোঽস্য সবর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।

৪। ওঁ এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি।।

৫। ওঁ ততো বিরাড়জায়ত, বিরাজো অধি পূরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ।।

যজুর্বেদীয় পুরুষসূক্ত

১। ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুখঃ, সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিগুঁ বিশ্বতো স্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।

২। ওঁ পুরুষ এবেদগুঁ সবর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি।।

৩। ওঁ এতাবানস্য মহিমা, ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।

৪। ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধমুদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।।

৫। ওঁ ততো বিরাড়জায়ত, বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত, পশ্চাদ্ভূমি মথোপুরঃ।।

৬। ওঁ তস্মাদ্, যজ্ঞাৎ সবর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূং স্তাং-শ্চক্রে বায়ব্যা, নারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে।।

৭। ওঁ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত, ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ।
ছন্দাগুঁসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়তঃ।।

পুরুষসূক্তের ছন্দ ও দেবতা ঃ- ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্, দেবতা জগৎ কারণ পুরুষ এবং ঋষি নারায়ণ। যথা—'আনুষ্টুভস্য সূক্রস্য ত্রৈষ্টুভস্য চ দৈবতম্। পুরুষো যো জগদ্বীজ মৃষিনারায়ণঃ স্মৃতঃ।' (বৃহৎ পরাশর স্মৃতিঃ)।।

৮। ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত, যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।।

৯। ওঁ ত্বং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাত মগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।।

১০। ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহূ কি-মূরূ পাদা উচ্যেতে।।

১১। ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্, বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাগুঁ শূদ্রো অজায়তঃ।।

১২। ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
শ্রোত্রাদ্ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নি রজায়ত।।

১৩। ওঁ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষগুঁ শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্।।

১৪। ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা, দেবা যজ্ঞ মতন্বত।
বসন্তোঽস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধাঃ শরদ্ধবিঃ।।

১৫। ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয় স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।।

১৬। ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞ মযজন্ত দেবা স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বের সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।।

———

পৌরাণিক স্নানমন্ত্র

১। ওঁ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযুর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেত গঙ্গা চ কৌশিকী।।
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ।।

২। ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বাসুদেবো জগন্নাথ স্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।।

৩। ওঁ আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈর্ঋতস্তথা।
বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ।

ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা।।

৪। ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ।
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তি-স্তুষ্টিশ্চ মাতরঃ।।
এতাস্তামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সুসংযতাঃ।।

৫। ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ।
গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ।।

৬। ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
দেবপত্ন্যো দ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাংগণাঃ।।
অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবায়বাশ্চ যে।।

৭। ওঁ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।
দেব-দানব-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে।।

৮। ওঁ সিন্ধুভৈরব-শোণাদ্যা যে নদা ভুবি সংস্থিতাঃ।
সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তুতে।।

৯। ওঁ তক্ষকাদ্যাশ্চ যে নাগাঃ পাতাল-তলবাসিনঃ।
সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে।।

১০। ওঁ কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগশ্চ অক্ষয়ো বট-সংজ্ঞকঃ।
গোদাবরী বিয়দ্‌গঙ্গা নর্ম্মদা মণিকর্ণিকা।।
সর্বাণ্যেতানি তীর্থানি ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে।।

১১। ওঁ দুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্ত্তিকী তথা।
হরসিদ্ধা তথা কালী ইন্দ্রাণী বৈষ্ণবী তথা।।
ভদ্রকালী বিশালাক্ষী ভৈরবী সর্বরূপিনী।
এতাঃ সর্বাশ্চ যোগিন্যঃ ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ।।

শিবের স্নানমন্ত্র

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।।

ত্র্যম্বকং মন্ত্রে বশিষ্ঠ ঋষি, উমাপতি দেবতা এবং ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ- যথা—'ত্র্যম্বকমিতি চৈবাত্র বসিষ্ঠস্যার্ষমুচ্যতে। দৈবত্যোমাপতির্হ্যত্র ছন্দস্ত্রিষ্টুপ্ প্রকীর্তিতম্।। (বৃহৎপরাশর স্মৃতিঃ) ।।

গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা

করদ্বয়ে পুষ্প, চালও দ্ববর্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন। ওঁ গণেশাদিপঞ্চ দেবতাঃ ইহাবহতঃ, অথবা "ওঁ গণেশাদিপঞ্চ দেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধবম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মমপূজাং গৃহ্ণাত।।"

গণেশ পূজা

আবাহন ঃ করজোড় করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ আবাহয়ামি বিঘ্নেশ সুররাজার্চিতেশ্বর।
অনাথ নাথ সর্ব্বজ্ঞ পূজার্থং গণনায়ক।।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন—

ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং।
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধ-মধুপব্যালোল-গণ্ড স্থলম্।।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং।
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।।

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ গং গণেশায় নমঃ।

পঞ্চোপচার পূজা ঃ এষ গন্ধঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ।
এতৎ পুষ্পম্ ওঁ গং গণেশায় নমঃ।
এষ ধূপঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ।
এষ দীপঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ।
এতৎ সোপকরণ-নৈবেদ্যং ওঁ গং গণেশায় নমঃ।
এতৎ আচমনীয়ং ওঁ গং গণেশায় নমঃ।
ইদং পানীয়ং ওঁ গং গণেশায় নমঃ।
ইদং ফলতাম্বুলং ওঁ গং গণেশায় নমঃ।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ।।

গণেশ গায়ত্রী ঃ ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।। যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

গণেশ বীজ—'গং'। যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক দেবতাকে সমর্পণ করিবেন—ওঁ গং গণেশং তর্পয়ামি নমঃ।

গণেশাদি পঞ্চ দেবতা ঃ গণেশং পূজয়িত্বা চ সূর্য্যং বিষ্ণুং শিবং শিবাম্ । (বিশ্বসারতন্ত্র)।।

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক নিজ মস্তকে দিবেন—ওঁ গং গণেশমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ করজোড়ে—**ওঁ দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দারমকরন্দ-কণারুণাঃ।**
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজরেণবঃ।।
ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্।।

সূর্য্য পূজা

আবাহন ঃ করজোড় করিয়া আবাহন মন্ত্রপাঠ করিবেন—
ওঁ আবাহয়ামি দেবেশং সর্ব্ববীজগতং বিভুং।
মমপূজাং গৃহাণেহ প্রসন্নোভব সর্ব্বদা।।

ওঁ ভূর্ভুব স্বঃ কলিঙ্গদেশোদ্ভব কাশ্যপগোত্র রক্তবর্ণ ভোঃ সূর্য্য আবাহয়ামি।।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন—

ধ্যান ঃ- ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ-গুণৈক-সিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈঃ, মাণিক্য-মৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্।। এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

অতঃপর এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এইরূপে পূর্ববৎ পূজা করিবেন।

সূর্য্যগায়ত্রী ঃ ওঁ আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।। যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

সূর্য্য বীজমন্ত্র ঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ। যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া ওঁ সূর্য্যং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক নিজ মস্তকে দিবেন—ওঁ সূর্য্যমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ করজোড়ে—**ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।**
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

নারায়ণ পূজা

আবাহন ঃ করজোড়ে আবাহন মন্ত্রপাঠ করিবেন—
ওঁ গোলোকধামাধিপতে রমাপতে গোবিন্দ দামোদর দীনবৎসল।

রাধাপতে মাধব সাত্বতাং পতে সিংহাসনেঽস্মিন্মম সম্মুখো ভব।।

ওঁ কৌমোদকীপদ্ম-শঙ্খ-চক্রোপেতং চতুর্ভূজংসৌম্যাধিদেবতাংবিষ্ণুং আবাহয়ামি।।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেত পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী, হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত-শঙ্খচক্রঃ।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

এরপর এষ গন্ধঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এইরূপে পূজা করিবেন।

বিষ্ণুগায়ত্রী ঃ ওঁ নমো নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।। যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

বিষ্ণুবীজ ঃ 'ওঁ নং' যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া ওঁ বিষ্ণুং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চ ন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক নিজ মস্তকে দিবেন— ওঁ বিষ্ণুমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ **ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।**
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।
ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিত শ্রীমন্ সদাবিজয়বর্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তুতে।।

শিব পূজা

আবাহন ঃ কৃতাঞ্জলি লইয়া আবাহন মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ ত্রিলোচনোপেতং পঞ্চ বক্ত্রং বৃষারূঢ়ং।
কপালশূল খড়্গ-খট্টাঙ্গধারিণং চন্দ্রমৌলিং
সদাশিবমাদিত্যাধিদেবং রুদ্রমাবাহয়ামি।।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত ধুতূরা/আকন্দ/অপরাজিতা/কলিকা পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতি-হস্তং প্রসন্নম্।।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চ বক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।

এরপর—এষ গন্ধ ওঁ হৌং শিবায় নমঃ। এইরূপে পূর্ববৎ পূজা করিবেন।

শিবগায়ত্রী ঃ ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ, যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

বীজমন্ত্র ঃ 'হৌং' যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া ওঁ হৌং শিবং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক নিজ মস্তকে দিবেন—ওঁ শিবমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ করজোড়ে—**ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।**
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।।

জয়দুর্গার পূজা

আবাহন ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া আবাহন মন্ত্র পাঠ করিবেন—

ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি দৈত্যদর্প-নিসূদিনি।
পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন—

ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুল-ভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং।
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং।
ধ্যায়েদ্ দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।।

এরপর এষ গন্ধ ওঁ হ্রীং জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। এইরূপে পূর্ববৎ পূজা করিবেন।

দুর্গাগায়ত্রীঃ ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নশ্চণ্ডী প্রচোদয়াৎ। যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

বীজমন্ত্র ঃ 'ওঁ হ্রীং' যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া ওঁ হ্রীং জয়দুর্গাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া নিজমস্তকে দিবেন—
ওঁ হ্রীং জয়দুর্গামভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

দেবতাদির অর্চ্চনা

এক একটি গন্ধ পুষ্প লইয়া পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশাদি-পঞ্চ দেবতাভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশাদি-ষড়্দেবতাভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাল্যাদি-দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৎস্যাদি-দশাবতারেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি-দশদিকপালেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অশ্বিন্যাদি-সপ্তবিংশতি-নক্ষত্রেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রব্যাদি-সপ্তবারেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্কুম্ভাদি-যোগেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ববাদি-করণেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রতিপদাদি-তিথিভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণিমায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অমাবস্যায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মরিচ্যাদিসপ্তঋষিভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুরুষোত্ত মাদি-শ্রীক্ষেত্রেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নদীভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পর্বতেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বারবেলায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কালবেলায়ৈ নমঃ। (ওঁ কালরাত্রৈ) নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৃন্দাবনাদিধামভ্যো নমঃ।

গণেশাদি ষড়্দেবতা ঃ ১। গণেশ ২। সূর্য্য ৩। বিষ্ণু ৪। শিব ৫। দুর্গা ৬। অগ্নি। **সমস্ত দেবতার পূজার অগ্রে গণেশের পূজা করিতে হয়।** যথাঃ 'দেবতাদৌ যদা মোহাদ্ গণেশঞ্চ ন পূজয়েৎ। তদা পূজা ফলং হন্তি বিঘ্নরাজো গণাধিপঃ।।' (পদ্মপুরাণ)।। **শিবাদি পঞ্চ দেবতা ঃ** (১) শিব, (২) বিষ্ণু (৩) গণপতি (৪) সূর্য্য (৫) কৌশিকী। **আদিত্যাদি নবগ্রহ ঃ** রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু। **ইন্দ্রাদি দশদিকপালঃ** ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত্ত বরুণ, বায়ু, কুবের, মহাদেব, ব্রহ্মা, অনন্ত। **মৎস্যাদি দশাবতার ঃ** মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথিরাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কি। **কাল্যাদি দশমহাবিদ্যা ঃ** কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী,বগলা, মাতঙ্গী, কমলা। **গণেশ-সূর্য্য-বিষ্ণু-শিব-দুর্গা বা চণ্ডী পূজা করতে হয় কেন ঃ-** বিঘ্ননাশের জন্য গণেশ, ব্যাধি নিবারণের জন্য সূর্য্য, দেহ-শুদ্ধির জন্য অগ্নি, মুক্তির হেতু বিষ্ণু, জ্ঞানলাভের জন্য শিব এবং ঐশ্বর্যলাভের জন্য দুর্গার পূজা করতে হয়। পূজা করলে সুফল, পূজা না করলে বিপরীত ফল হয়। যথা—'গণেশং বিঘ্ননাশায় ব্যাধিনাশায় ভাস্করম্। আত্মনঃ শুদ্ধয়ে বহ্নিং শ্রীবিষ্ণুং মুক্তি

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুদেবতাভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বেবভ্যো-দেবেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বাভ্যো-দেবীভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।।

নারায়ণের ও শিবের পূজা

নারায়ণ ও শিবের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রধান পূজা করিবেন।

নারায়ণের ধ্যান ঃ-
ওঁ শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং।
বিশ্বাকারং গগন সদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং।
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথম্।।
পূজামন্ত্র ঃ- এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
প্রণাম ঃ ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

শিবের ধ্যান ঃ-
ওঁ শান্তাকারং শিখরশয়নং সর্পহারং সুরেশং।
বিশ্বাধারং স্ফটিক সদৃশং গৌরবর্ণং শুভাঙ্গম্।।
গৌরীকান্তং ত্রিনয়নযুতং যোগীর্ভিধ্যানগম্যং।
বন্দে শম্ভুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈক নাথম্।।
পূজামন্ত্র ঃ- এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।
প্রণাম ঃ ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।।

হেতবে।। জ্ঞানায় শঙ্করং দুর্গাং পরমৈশ্বর্যহেতবে। সম্পূজনে ফলমিদং বিপরীতমপূজনে।।'
পূজিত দেবতার পূজার পূর্বে নারায়ণের পূজা করিয়া অন্য দেবতার পূজা করিতে হয় ঃ অর্চ্চয়িত্বা জগন্নাথং শুভং কর্ম্ম সমাচরেৎ। দত্ত্বাগ্রং দেবদেবায় তচ্ছেষানুপযুঞ্জয়েৎ।। (অগ্নিপুরাণ)।। **শিবপূজা সমাধা করিয়া অন্য দেবতার পূজা করিতে হয় ঃ** আদৌ শিবং পূজয়িত্বা পশ্চাদন্যং প্রপূজয়েৎ।। (তোড়লতন্ত্র)।। কেহ বলেন গণেশাদি পঞ্চ দেবতা, কেহ বলেন শিবাদিপঞ্চ দেবতা, কেহ বলেন নারায়ণাদিদেবতা। আবার কেহ বলেন- গুরুং গণপতিং পূজ্য, বৈষ্ণবগণ বলেন- 'অন্যদেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ।' এ বিষয়ে কোন তর্কে না গিয়া, যিনি যে দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বা ইষ্ট মনে করেন তিনি আগে তাঁরই পূজা করিবেন। এখানে ভক্তি এবং বিশ্বাসই বড় বিষয়। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।'

প্রধান পূজা

চন্দন মিশ্রিত পুষ্প কূর্ম্মমুদ্রায় রাখিয়া ধ্যান করিয়া পূজিত দেবতার ঘটে পুষ্প দিয়া উপাচার উৎসর্গ করিয়া নিবেদন করিবেন।

পাত্র স্থাপন ঃ স্ববামে ষট্‌কোণ (✡) মণ্ডল করতঃ পুষ্প লইয়া মণ্ডলে পূজা করিবেন—**এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ।** অতঃপর একটি আধার (পাত্র) ষট্‌কোণ মণ্ডলে স্থাপন করিবেন। এই পাত্রোপরি সমস্ত উপচার দ্রব্য রাখিয়া উৎসর্গ করিয়া যথাশক্তি উপচারে (পঞ্চোপচারে/দশোপচারে/ষোড়শোপচারে) পূজা করিবেন।

পঞ্চোপচার ঃ ১। গন্ধ, ২। পুষ্প, ৩। ধূপ, ৪। দীপ, ৫। নৈবেদ্য। যথা—"গন্ধপুষ্পে তথা ধূপদীপৌ নৈবেদ্যনেব চ। অখণ্ডং ফলমাসাদ্য কৈবল্যং লভতে ধ্রুবম্ ।।" (তন্ত্রসার)।। **দশোপচার ঃ** ১। পাদ্য ২। অর্ঘ্য ৩। আচমনীয় ৪। মধুপর্ক ৫। পুনরাচমনীয় ৬। গন্ধ ৭। পুষ্প ৮। ধূপ ৯। দীপ ১০। নৈবেদ্য। যথা— পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ মধুপর্কাচমৌ তথা। গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশক্রমাৎ।। (মধুপর্কের স্থলে স্নানীয়জলের ব্যবহার আছে)। **বিষ্ণুপক্ষে দশোপচার**—"অর্ঘ্যাদ্যাঃ পঞ্চ পঞ্চৈ ব গন্ধাদ্যাঃ ইতি ভেদতঃ।"১। অর্ঘ্য ২। আচমনীয় ৩। মধুপর্ক ৪। স্নানজল ৫। আচমনীয় ৬। গন্ধ ৭। পুষ্প ৮। ধূপ ৯। দীপ ১০। নৈবেদ্য। **ষোড়শোপচার ঃ** আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচনীয়কম্। মধুপর্কাচম-স্নান-বসনাভরণানি চ। সুগন্ধ-সুমনো-ধূপদীপ-নৈবেদ্যবন্দনম্। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়া-মুপচারস্তু ষোড়শ।। **ষোড়শোপচার ঃ পুংদেবপক্ষে** —১। আসন ২। স্বাগত ৩। পাদ্য ৪। অর্ঘ্য ৫। আচমনীয় ৬। মধুপর্ক ৭। পুনরাচমনীয় ৮। স্নানীয় ৯। বস্ত্র ১০। আভরণ ১১। গন্ধ ১২। পুষ্প ১৩। ধুপ ১৪। দীপ ১৫। নৈবেদ্য ১৬। বন্দনা। যথা—**স্ত্রীদেবতাপক্ষে ঃ** ১। আসন ২। স্বাগত ৩। পাদ্য ৪। অর্ঘ্য ৫। আচমনীয় ৬। মধুপর্ক ৭। স্নানীয় ৮। বস্ত্র ৯। আভরণ ১০। চন্দন ১১। পুষ্প ১২। ধূপ ১৩। দীপ ১৪। নেত্রাঞ্জন ১৫। নৈবেদ্য ১৬। আচমনীয়।। যথা— আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচনীয়কম্। মধুপর্কঃ স্নানজলং বস্ত্রং ভূষণচন্দনম্। পুষ্পং ধূপশ্চ দীপশ্চ নেত্রাঞ্জনমতঃ পরম্। নৈবেদ্যাচমনীয়ে তু উপচারাংস্তু ষোড়শ।। **ষোড়শোপচারে তাম্বুল, স্তোত্রপাঠ ,তর্পণ ও নমস্কার করিতে হয় ঃ** আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচনীয়কম্। মধুপর্ক স্তথা স্নানং বসনাভরণানি চ।। গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনন্ততঃ, তাম্বুলমর্চ্চনা স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া। প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ।। (তন্ত্রসারঃ)।। **অষ্টাদশোপচার ঃ** ১। আসন ২। স্বাগত ৩। পাদ্য ৪। অর্ঘ্য ৫। আচমনীয় ৬। মধুপর্ক ৭। স্নানীয় ৮। যজ্ঞোপবীত ৯। আভরণ ১০। গন্ধ ১১। পুষ্প ১২। ধূপ ১৩। দীপ ১৪। নৈবেদ্য ১৫। দর্পণ ১৬। মাল্য। ১৭। অনুলেপন ১৮। নমস্কার। যথা— আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচনীয়কম্। মধুপর্কস্তথা স্নানং যজ্ঞোপবীত ভূষণম্। গন্ধপুষ্পে তথা ধূপদীপাবন্নঞ্চ দর্পণম্। মাল্যানুলেপনঞ্চৈ ব নমস্কার বিসর্জ্জনে। অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ।। (তন্ত্রসার)।। **এছাড়াও ষট্‌ত্রিংশৎ উপচার এবং চতুঃষষ্টি উপচার শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। উপচার বিশেষে পুনরাচমনীয় দান ঃ** মধুপর্কে, স্নানে, বস্ত্রে ও নৈবেদ্যে পুনরাচমনীয় দিতে হয়, যথা— "স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে

ষোড়শোপচার

রজতাসন

রজতাসন স্থাপনঃ পাত্রোপরি রজতাসনে পাঁচটি পুষ্প রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

রজতাসন অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত, দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া, দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্রের দ্বারা জল লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক রজতাসনে জলের ছিটা দিবেন—

ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় (পুষ্পাসনায়) নমঃ।

রজতাসন অর্চনা ঃ দক্ষিণ হস্তে পুষ্প লইয়া রজতাসনে পূজা করিবেন-

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ রজতাসনায় (পুষ্পাসনায়) নমঃ।

অধিপতিপূজায় ঃ একটি পুষ্প লইয়া বিষ্ণুর অর্চনা করিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

রজতাসন সম্প্রদান ঃ রজতাসনে গন্ধপুষ্প দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণুপূজায়—রজতাসনে শঙ্খমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

দদ্যাদাচনীয়কম্।।" **দেবতা বিশেষে উপচার দ্রব্যনিষেধ ঃ** বিষ্ণুকে অক্ষত (আতপচাল), গণেশকে তুলসী, দুর্গাকে দূর্ব্বা এবং সূর্য্যকে বিল্বপত্র দিতে নাই। যথা— নাক্ষতৈরর্চয়েৎ বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কম্। ন দূর্ব্বয়া যজেদ্ দুর্গাং বিল্বপত্রৈর্দিবাকরম্।। **দেবতাদের উপচার দ্রব্য অর্চনা করিয়া দিতে হয়, অর্চনার সময় হাত দুটি জানুর মধ্যে রাখিতে হয়।** যথা—অন্তর্জানুঃ করং কৃত্বা সকুশন্তু তিলোদকম্। ফলাংশমভিসন্ধায় প্রদদ্যাৎশ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।। জানোর্বহিশ্চ যদ্ধস্তং তৎসর্বমাসুরং ভবেৎ।। (গৌতম)। **ষোড়শোপচারপ্রদানের নিয়ম ঃ** "দ্রব্যাণাং যাবতী সংখ্যা পাত্রাণামপি তাবতী। হাটকং রাজতং তাম্র-মারকূট-মৃদাদিনা।। আসনে পঞ্চ পুষ্পাণি স্বাগতে ষট্ চতুষ্পলম্। জলং শ্যামাক দূর্বাজবিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতম্।। পাদ্যে চার্ঘ্যে জলং তাবদ্ গন্ধপুষ্পাক্ষতং যবাঃ।। দূর্বাস্তিলাশ্চ চত্বারঃ কুশাগ্র-শ্বেতসর্ষপাঃ। জাতী-লবঙ্গ কক্কোল-ক্বাথ-তোয়ঞ্চ ষট্পলম্। প্রোক্তমাচমনং কাংস্যে মধুপর্কে ঘৃতং মধু। দধ্না সহ পলৈকন্তু শুদ্ধং বারি তথাচমে। পরিমাণন্তু পঞ্চাশৎ পলং স্নানার্থমম্ভসঃ।। বিতস্তিমাত্রাদধিকং বাসোযুগ্মঞ্চ নূতনম্। স্বর্ণাদ্যাভরণান্যেব মুক্তারত্নযুতানি চ। চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কো গন্ধঃ পলাবধিঃ। নানাবিধানি পুষ্পাণি পঞ্চ দশাধিকানি চ। কাংস্যাদিনির্মিতে পাত্রে ধূপো গুগ্গুলকর্ষভাক্। কর্পূরাদিযুতা বর্ত্তিঃ সা চ কার্পাসনির্মিতা। সপ্তাবৃত্ত্যা সুসংযুক্তো দীপঃ

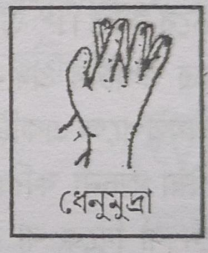
ধেনুমুদ্রা

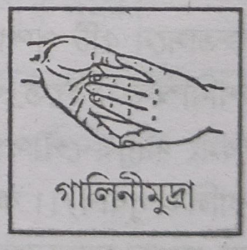
গালিনীমুদ্রা

শঙ্খমুদ্রা

রজতাসন নিবেদন ঃ বামহস্তে ঘন্টাধবনি করতঃ দক্ষিণ হস্তে রজতাসন বা পুষ্পাসন লইয়া দেবতাকে নিবেদন করিবেন—এতৎ (বা- ইদম্) রজতাসনং (পুষ্পাসনং) ওঁ অমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি। তন্ত্রোক্ত মতে অগ্রে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এতৎ (বা- ইদম্) রজতাসনং (পুষ্পাসনং) ওঁ অমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি। তন্ত্রোক্ত মতে অগ্রে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া

(এইক্রমে সমস্ত দ্রব্য উৎসর্গ করিয়া নিবেদন করিবেন।)

স্বাগত

করদ্বয়ে ছয়টি পুষ্প লইয়া—

ওঁ অমুক দেব (দেবি) স্বাগতং সুস্বাগতং কুশলং তে।

স্বাগতার্থং ষট্‌পুষ্পাণি অমুক দেবতায়ৈ বৌষট্।।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণুপূজায় চক্রমুদ্রা, শক্তিপূজায় ধেনু ও গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

স্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ। যাবদ্ভক্ষ্যং ভবেৎ পুংসস্তাবদ্দদ্যাজ্জনার্দনে। নৈবেদ্যং বিবিধং বস্তু ভক্ষ্যাদিকচতুর্বিধম্। শিলাপিষ্টং বন্দনায়াং সপ্তধাবর্ত্তয়েন্নরঃ।। কার্য্যং তাম্রাদিপাত্রেণ প্রীতয়ে পরিমেধসঃ। দূর্বাক্ষত প্রমাণন্তু বিজ্ঞেয়ঞ্চ শতাধিকম্। উত্তমেঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তো বিভবে সতি সর্বদা।। এষামভাবে সর্বেষাং যথাশক্ত্যা তু পূজয়েৎ। অনুকল্পং বর্জয়েচ্চ দ্রব্যাণাং বিভবে সতি।।" উপচার প্রদানের সময় যতগুলো উপচার প্রদান করা হইবে ততগুলো পাত্রে উপচার প্রদান করিতে হয়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিতল বা মৃত্তিকা পাত্রে দিতে হয়। অসামর্থপক্ষে একটি পাত্রকে ধৌত করিয়া ব্যবহার করা যাইবে। এক একটি দ্রব্য পাত্রোপরি রাখিয়া অর্চনা করিতে হয়। যে দ্রব্যটি দেবতার যেই দিকে বা যে স্থানে দিতে হয়, সেই স্থানে বা দিকে বা সম্মুখভাগে তাম্রকুণ্ডে (পূজাধারে) দিতে হয়। **আসন ঃ** স্বর্ণ অথবা রজতাসনে ৫টি পুষ্প দিয়া অর্চনা করিতে হয়। আসন পুষ্পময়, কাষ্ঠনির্ম্মিত, বস্ত্র, চর্ম্ম বা কুশনির্ম্মিত হইতে পারে। মণ্ডলের উত্তরদিকে স্থাপন করিতে হইবে। যথা- ' আসনং প্রথমং দদ্যাৎ পৌষ্পং দারবমেব বা বাস্ত্রং বা চার্ম্মণং কৌশং মণ্ডলস্যোত্তরে সৃজেৎ।।। (কালিকাপুরাণ)।। কাষ্ঠাসনের মধ্যে চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত আসন সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। চৈত্য বৃক্ষ, শ্মশান সম্ভূতবৃক্ষ এবং বিভীতক- ইহাদের আসন বর্জ্জনীয়। বস্ত্রাসনের মধ্যে কম্বলাসনই প্রশস্ত। সিংহ,ব্যাঘ্র, তরক্ষু, ছাগ, মহিষ, হস্তী, ঘোটক, সৃমর প্রভৃতি এবং নয় প্রকার মৃগ- ইহাদের চর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত আসন সকল দেবতারই প্রীতিপ্রদ। চর্ম্মাসনের মধ্যে রাঙ্কব আসন (রঙ্কুমৃগচর্ম্ম নির্ম্মিত) সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত। আসন একহস্তের ন্যূন হইবে না। মাতৃকাভেদতন্ত্রে কথিত আছে, সুবর্ণাসন ও রজতাসন চারি অঙ্গুলি পরিমাণ অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। 'যন্ত্রনির্ম্মাণযোগ্যং হি পীঠং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ' অর্থাৎ যাহাতে যন্ত্র অঙ্কিত করিতে পারা যায়, তাদৃশ আসন দেবতাকে নিবেদন করিতে হয়। **স্বাগত ঃ** ৬টি পুষ্প দুইহাতে রাখিয়া মন্ত্র বলিতে হয়। ৬টি পুষ্প উৎসর্গ করিতে হয় না।

পাদ্য

পাদ্য সুসজ্জিতকরণ ঃ পাত্রোপরি একটি পাত্রে চন্দন মিশ্রিত ১৬ তোলা অর্থাৎ ৪ পল জল (১ পল = ৪ তোলা), শ্যামাঘাস, দূর্ব্বা, পদ্ম ও শ্বেত অপরাজিতা পুষ্প লইয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

গদামুদ্রা

পাদ্য অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ পাদ্যায় নমঃ।

পাদ্য অর্চনা ঃ এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ পাদ্যায় নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বরুণায় নমঃ।

পাদ্য সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রাপ্রদর্শন ঃ বিষ্ণুপূজায়—গদামুদ্রা, শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

পাদ্য নিবেদন ঃ ইদং পাদ্যং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

অর্ঘ্য

অর্ঘ্য সুসজ্জিত-করণ ঃ ঃ পাত্রেপরি একটি পাত্রে চন্দন মিশ্রিত ১৬ তোলা অর্থাৎ ৪ পল জল, গন্ধ (চন্দন),শ্যামাঘাস, ১০৮টি ত্রিপত্রান্বিত দূর্ব্বা, পুষ্প, ১০৮ টি আতপচাল, যব, ৪টি তিল, শ্বেত সরিষা, সাগ্রকুশ, শিবপূজায় বোটাসহ বিল্বপত্র কাঁঠালীরম্ভা, কুশাগ্র রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

পদ্মমুদ্রা

অর্ঘ্য অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ।

অর্ঘ্য অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বরুণায় নমঃ।

অর্ঘ্য সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রাপ্রদর্শন ঃবিষ্ণুপূজায়—পদ্মমুদ্রা,শক্তিপূজায়—ধেনু, গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

নিবেদন ঃ ইদমর্ঘ্যং (যজুর্বেদে—এষঃঅর্ঘঃ) অমুক দেবতায়ৈ স্বাহা।

অর্ঘ্য মস্তকে সমর্পণ করিবেন।

পাদ্য ঃ দেবতার পদদ্বয় ধৌত করিতে হয়। পাদ্যশব্দের অর্থ পা ধোয়ার জল। পাদ্যজল তৈজস পাত্রে অথবা শঙ্খে রাখিয়া দান করিতে হয়। যথা- 'তৈত্তজসেন পাত্রেণ শঙ্খেনাপি প্রদাপয়েৎ।।' (কালিকাপুরাণ)।। **অর্ঘ্য ঃ** দেবতার মস্তকে দিতে হয়। **দেবী বিষয়ে অর্ঘ্যদ্রব্যঃ**- রক্তচন্দন-বিল্বাদিজবাকুসুম-ববর্বরৈঃ। অর্ঘ্যং দত্ত্বা মহেশানিঃ সর্বকামার্থ সাধনম্।। (মুণ্ডমালাতন্ত্র)।।**অর্ঘ্যদ্রব্য ঃ** গন্ধ-পুষ্পাক্ষত-যব-কুশাগ্র-তিল-সর্ষপৈঃ। সদূর্বৈঃ সর্বদেবানামর্ঘ্যমেতদুদীরিতম্।। (শারদাতিলক)।।

আচমনীয়

আচমনীয় সুসজ্জিত-করণ ঃ পাত্রোপরি একটি পাত্রে চন্দন মিশ্রিত জল, জাতি, লবঙ্গ, কক্কোলের ক্বাথ রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

আচমনীয় অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ আচমনীয়ায় নমঃ।

আচমনীয় অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ আচমনীয়ায় নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বরুণায় নমঃ।

আচমনীয় সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—মুষল মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

নিবেদন ঃ ইদমাচমনীয়ং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বধা।

আচমনীয় মুখে সমর্পণ করিবেন।

মধুপর্ক

মধুপর্ক সুসজ্জিত-করণ ঃ পাত্রোপরি একটি কাংস্যপাত্রে দুগ্ধ-দধি-ঘৃত-মধু-শর্করা (দেবীপক্ষে—সমভাগ দধি, ঘৃত, চিনি এবং অধিক মধু ও অল্প নারিকেল জল) লইয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

মধুপর্ক অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ মধুপর্কায় নমঃ।

মধুপর্ক অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মধুপর্কায় নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণেবে নমঃ।

মধুপর্ক সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—শার্ঙ্গমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

নিবেদন ঃ এষঃ মধুপর্কঃ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মধুপর্ক দেবতার মুখে নিবেদন করিবেন।

শার্ঙ্গমুদ্রা ঃ বামহস্তের মধ্যমার অগ্রভাগ দক্ষিণহস্তের তর্জনীর অগ্রভাগের দ্বারা সংযোজিত করিয়া সেই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে নিপীড়িত করত বামস্কন্দ স্পর্শ করিলে উক্ত মুদ্রা হয়। **মুষলমুদ্রা ঃ** উভয় হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া বাম মুষ্টির উপর দক্ষিণ মুষ্টি সংস্থাপন করিলে মুষল মুদ্রা হয়।

গালিনীমুদ্রা

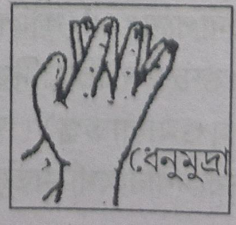
ধেনুমুদ্রা

পুনরাচমনীয়

পুনরাচমনীয় সুসজ্জিত-করণঃ পাত্রোপরি একটি পাত্রে শুদ্ধ জল রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

পুনরাচমনীয় অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ পুনরাচমনীয়ায় নমঃ।

পুনরাচমনীয় অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুনরাচমনীয়ায় নমঃ।

অধিপতিপূজাঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে ওঁ বরুণায় নমঃ।

পুনরাচমনীয় সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

খড়্গামুদ্রা

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—খড়্গামুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।
শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

নিবেদন ঃ ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বধা। আচমনীয় মুখে নিবেদন করিবেন।

স্নানীয়

স্নানীয় সুসজ্জিত-করণ ঃ পাত্রোপরি চন্দন মিশ্রিত ৫০ পল অর্থাৎ ২০০ তোলা জল রাখিয়া ঐ জলে সর্বৌষধি, মহৌষধি লইয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

স্নানীয় অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ স্নানজলায় নমঃ।

স্নানীয় অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ স্নানজলায় নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বরুণায় নমঃ।

স্নানীয় সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শনঃ বিষ্ণু পূজায়—পাশমুদ্রা, শক্তিপূজায় ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

স্নানীয় নিবেদন ঃ ইদং স্নানজলং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি।

পুনরাচমনীয় ঃ প্রথম আচমনীয় জল ছাড়া সর্ব্ব পুনরাচমনীয় জলই ১ পল হইবে। বিশুদ্ধ জলই পুনরাচমনীয় জল। যথা- 'শুদ্ধাভিরদ্ভির্বিরহিতং পুনরাচমনীয়কমিতি।' পুনরাচমনীয় আচমনীয় মন্ত্রে কেবল বিশুদ্ধ জল দ্বারাই দিতে হয়। যথা- 'তেনৈব মনুনা কুর্য্যাদদ্ভিরাচমনীয়কম্।' (শারদাতিলক)।। **পাশমুদ্রা ঃ** বামমুষ্টির মুদ্রা হয়। তর্জনী দক্ষিণ মুষ্টির তর্জনীতে সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্বস্ব তর্জনীর অগ্রভাগে সংযুক্ত করিলে উক্ত মুদ্রা হয়।

পুনরাচমনীয়

পুনরাচমনীয় সুসজ্জিত-করণঃ পাত্রোপরি একটি পাত্রে শুদ্ধ জল রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

পুনরাচমনীয় অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ পুনরাচমনীয়ায় নমঃ।

পুনরাচমনীয় অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুনরাচমনীয়ায় নমঃ।

অধিপতিপূজাঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে ওঁ বরুণায় নমঃ।

পুনরাচমনীয় সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—খড়্গমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।
শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

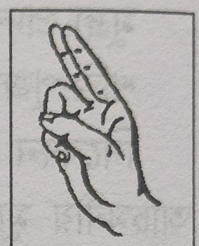
খড়্গমুদ্রা

নিবেদন ঃ ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বধা। আচমনীয় মুখে নিবেদন করিবেন।

বস্ত্র

বস্ত্র সুসজ্জিত-করণ ঃ পাত্রোপরি বস্ত্রযুগল/বস্ত্র রাখিয়া (নিজে যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিবেন সেইরূপ দেবতাকে বস্ত্র দিবেন, বস্ত্রের সাথে পরিধেয় ও উত্তরীয় এবং দেবপক্ষে যজ্ঞোপবীত দিয়া) 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

বস্ত্র অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ বস্ত্রায় (বস্ত্রযুগলায়) নমঃ।

বস্ত্র অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বস্ত্রায় (বস্ত্রযুগলায়) নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ।

বস্ত্র সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—অঙ্কুশ মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।
শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

বস্ত্র নিবেদন ঃ এতৎ বস্ত্রং (বস্ত্রযুগলং) ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

বস্ত্র নিবেদন বিষয়ে ঃ শ্রীবিষ্ণুকে শ্বেত বা পীত বস্ত্র, গণেশ ও শক্তি বিষয়ক দেবীকে রক্ত বস্ত্র নিবেদন করিতে হয়। যথা- 'পীতকৌশেয় বসনং বিষ্ণুপ্রীত্যৈ প্রকীর্ত্তিতম্। রক্তং শক্ত্যর্কবিঘ্নেশ ঈশ্বরস্য সিতং শুভম্।।' যে ব্যক্তির যেমন শক্তি সামর্থ্য তাহাকে সেইরূপ সামর্থ্যের বস্ত্র দেবতায় অর্পণ করিতে হয়। অর্থাৎ স্বয়ং যেরূপ সামর্থ্যের বস্ত্র পরিধান করেন, সেইরূপ বস্ত্র দেবতায় নিবেদন করিতে হয়। গৃহিনীকে যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়ে প্রীতি লাভ করেন, সেইরূপ বস্ত্র দেবতায় অর্পণ করিতে হয়, বিত্তশাঠ্য করিতে নাই।

পুনরাচমনীয়

পুনরাচমনীয় সুসজ্জিত-করণঃ পাত্রোপরি একটি পাত্রে শুদ্ধ জল রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

পুনরাচমনীয় অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ পুনরাচমনীয়ায় নমঃ।

পুনরাচমনীয় অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুনরাচমনীয়ায় নমঃ।

অধিপতিপূজাঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে ওঁ বরুণায় নমঃ।

পুনরাচমনীয় সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—খড়্গামুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

নিবেদন ঃ ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বধা। আচমনীয় মুখে নিবেদন করিবেন।

যজ্ঞোপবীত (পুরুষ দেবতার পক্ষে)

যজ্ঞোপবীত সুসজ্জিত-করণ ঃ আধারে যজ্ঞোপধীত স্থাপন করিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

যজ্ঞোপবীত অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ যজ্ঞোপবীতায় (যজ্ঞোপবীতার্থং সূত্রায়) নমঃ।

যজ্ঞোপবীত অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ যজ্ঞোপবীতায় (যজ্ঞোপবীতার্থং সূত্রায়) নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

যজ্ঞোপবীত সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—

যজ্ঞোপবীত নিবেদন ঃ ইদং যজ্ঞোপবীতং (যজ্ঞোপবীতার্থং সূত্রং) ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি।

যজ্ঞোপবীত বিষয়েঃ পুরুষ এবং স্ত্রী দেবতা পক্ষে আভরণ স্বরূপ যজ্ঞোপবীত নিবেদন করিতে হয়। যথা- 'ততো যজ্ঞোপবীতং নিবেদ্য স্ত্রীপুংসভেদেনাভরণান্যর্পযেৎ (সারসংগ্রহে)। যজ্ঞোপবীতং দত্ত্বাথ ভূষণানি সমর্পযেৎ। তানি নানাবিধানি স্যুর্মুকুটাদি প্রভেদতঃ। স্ত্রীণাং প্রভেদস্যাপি বিজ্ঞেয়ানি বিচক্ষণৈঃ।। অষ্টবর্ষকন্যকায়া নোপযুক্তং ভবেত্ যৎ। অলঙ্কারং ন দদ্যাচ্চ বিত্তশাঠ্যং বিবর্জ্জযেৎ।'

শঙ্খাদি (স্ত্রী দেবতার পক্ষে)

শঙ্খাদি সুসজ্জিতকরণ ঃ আধারে সিন্দূরচুপড়িতে শঙ্খ-লৌহ-অলক্ত-সিন্দূর রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভুক্ষণ করিবেন।

শঙ্খাদি অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতেভ্যঃ শঙ্খ-লৌহালক্ত-সিন্দূরাভরণেভ্যঃ নমঃ।

শঙ্খাদি-অর্চনাঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ শঙ্খ-লৌহ-অলক্ত-সিন্দূরভরণেভ্যঃ নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ. শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

শঙ্খাদি সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

শঙ্খাদি নিবেদন ঃ এতানি শঙ্খ-লৌহালক্ত-সিন্দূরাভরণানি ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

গন্ধ (দেব ও দেবী পক্ষে)

গন্ধ সুসজ্জিতকরণ ঃ পাত্রোপরি চন্দন, অগুরু, অষ্টগন্ধ, ভালো সেন্ট, কর্পূর রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন। গণেশ, সূর্য্য ও শক্তি বিষয়ে রক্ত চন্দন, অন্যত্র শ্বেতচন্দন প্রশস্ত।

গন্ধ অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ গন্ধায় নমঃ।

গন্ধ অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ গন্ধায় নমঃ

অধিপতিপূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ গন্ধর্বায় নমঃ।

গন্ধ সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণুপূজায়-শ্রীবৎসমুদ্রা, শক্তিপূজায়- ধেনু গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

গন্ধ নিবেদন ঃ পুষ্পে গন্ধ লইয়া অঙ্গুষ্ঠ যুক্ত কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবতাকে নিবেদন করিবেন। **এষ গন্ধঃ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।**

শ্রীবৎসমুদ্রা ঃ উন্নত হস্তের পৃষ্ঠদেশ বিপর্য্যস্তভাবে সংলগ্ন করিয়া, দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, বামহস্তের মধ্যমা ও অনামিকাকে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া তর্জনীদ্বয়কে কনিষ্ঠামূলে সংস্থাপিত করিলে উক্ত মুদ্রা হয়। **গন্ধ বলতে কি বোঝায় ঃ** চন্দন, অগুরু ও কর্পূরপঙ্ক গন্ধ নামে পরিচিত। যথা-'চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধমিহোচ্যতে।' (আগমে)। দুইভাগ কস্তুরী, চারিভাগচন্দন, তিনভাগকুঙ্কুম, একভাগ কর্পূর-এইভাগ ক্রমে ঐ চারিদ্রব্য একত্রিত করিলেহ তাহাকে গন্ধ বলা হয়। উহা নিখিল দেবগনের প্রিয়। যথা- কস্তুরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য তু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনম্ স্যাচ্চতুঃ সমম্।। কর্পূরং চন্দনং দর্পঃ কুঙ্কুমঞ্চ চতুঃ সমম্। সর্ব্বং গন্ধমিতি প্রোক্তং সমস্ত সুরবল্লভম্।।' (গরুড়পুরাণ)।। **গন্ধ দেবার নিয়ম ঃ** দেবতাদের উদ্দেশ্যে গন্ধ (চন্দন) দেওয়ার সময় গন্ধমুদ্রায় নিবেদন করিতে হয়। **গন্ধমুদ্রা ঃ** অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাকে সংযুক্ত করলে গন্ধমুদ্রা হয়। যথা-কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ সংযুক্তা গন্ধমুদ্রা প্রকীর্তিতা।। (আহ্নিকতত্ত্ব)।।

পুষ্প

পুষ্প সুসজ্জিতকরণ ঃ পাত্রোপরি পূজিত দেবতার প্রিয় নানা রকম ৫টি, ১০টি বা তদধিক প্রিয় পুষ্প রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

পুষ্প অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ পুষ্পায় (ওঁ এতেভ্যো পুষ্পেভ্যো) নমঃ।

পুষ্প অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ পুষ্পায় (এতেভ্যো পুষ্পেভ্যো) নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

পুষ্প সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণুপূজায়—কৌস্তুভ মুদ্রা।

শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

পুষ্প নিবেদন ঃ এতৎ পুষ্পম্ (এতানি পুষ্পাণি) ওঁ অমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি। (তন্ত্রোক্ত-বিষয়ে 'সমর্পয়ামি'স্থলে 'বৌষট্' হবে)।

কৌস্তুভমুদ্রা ঃ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিকে দক্ষিণ-অনামিকার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠা দ্বারা দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী আবদ্ধ করিয়া বামহস্তের অনামিকা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমুলে সংলগ্ন করিবেন এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা সরলভাবে সঙ্কোচিত করিয়া অপর চারি অঙ্গুলি পরস্পর অগ্রভাগে সংযুক্ত করিলে উক্ত মুদ্রা হয়। **দেবতা বিশেষে পুষ্প ঃ** দেবতা বিশেষে বিহিত ও অবিহিত পুষ্প থাকলেও ভক্তিপূর্বক সকল দেবতাকে সমস্ত পুষ্পই দেওয়া যাইবে। যথা—"সর্ব্বপুষ্পৈঃ সদা পূজা বিহিতাবিহিতৈরপি। কর্ত্তব্যা সর্ব্বদেবানাং ö Ä̂M ।Ëû ±Ëá ±হএ কারণম্।।" সূর্য্য ও শক্তিপূজায় রক্তজবা, কালীপূজায় কৃষ্ণাপরাজিতা এবং শিবপূজায় ধুস্তূর পুষ্প প্রশস্ত। পুষ্পদানের পর বিষ্ণুকে তুলসী এবং শিব ও শক্তিকে বিল্বপত্র দিতে হয়। বিষ্ণুর প্রত্যেক উপচারেই তুলসী দিতে হয়। বিষ্ণু পূজায় প্রতিনিধিরূপে চাল দিতে নাই, কিন্তু অর্ঘ্যে চাল দিতে হইবে। দুর্গাকে দূর্বা দিতে নাই, সূর্য্যকে বিল্বপত্র দিতে নাই, গণেশকে তুলসী দিতে নাই। যথা—"নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্ বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কম্। ন দূর্ব্বয়া যজেদ্ দুর্গাং বিল্বপত্রৈর্দিবাকরম্।। পুষ্পাভাবে অতিদেশ প্রাপ্তস্য তণ্ডুলাদেনিষেধপরং, নতু অর্ঘ্যাদিনিষেধপরম্।।" **পুষ্পাভাবে তণ্ডুলাদি দানের বিধি**—পুষ্পের অভাবে দূর্ব্বা বা তণ্ডুল দ্বারা ও নিত্য পূজা করিবেন—"সদূর্বৈর্বঃ সর্ব্বদেবানা-মেতদর্ঘ্য-মুদাহৃতম্।" দুর্গাকে দূর্ব্বাদিতে নাই যথা—"ন দূর্ব্বয়াপি পার্ব্বতীম্।" যে পুষ্প যেভাবে উৎপন্ন হয়, তাহা সেই ভাবেই নিবেদন করিতে হয়। কেবল বিল্বপত্র অধোমুখ করিয়া দিতে হয়। সমস্তই অঙ্গুষ্ট ও তর্জ্জনী অঙ্গুলির দ্বারাবোঁটা ধরিয়া দিতে হয়। বহুপুষ্পদানে কোন নিয়ম নাই। বামহস্তে পুষ্প ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটি একটি করিয়া দেবতাকে পদান করিতে নাই। যথা-'যথাৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্রং ত্বধোমুখম্। অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ বৃন্তং ধৃত্বা সমর্পয়েৎ।। বহুপুষ্পসমাযুক্ত প্রদানে নিয়মো ন হি। সংস্থাপ্য বামহস্তে তু ততঃ পুষ্পং ন দীয়তে।।' শিখাযুক্ত জবাপুষ্প দিয়ে দেবীপূজা করিতে নাই। যথা-শিখাযুক্ত জবাপুষ্পৈনার্চয়েৎ পরমেশ্বরীমিতি।। (বরদাতন্ত্র)।। **পুষ্পাদির অভাবে দেয় দ্রব্যঃ**—'পুষ্পাভাবে চ দেয়ানি পত্রাণি চ জনার্দ্দনে। পত্রাভাবে জলংদেয়ং তেন পুণ্য মবাপ্যতে।। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)।। **পুষ্পদান নিয়ম ঃ**—'দেবস্য মস্তকং কুর্য্যাৎ কুসুমোহপঞ্চি ং সদা। সর্বপুষ্পং স্তনৌ দদ্যাৎ পঙ্কজং শিরসোপরি।।'

বিল্বপত্র

বিল্বপত্র সুসজ্জিত-করণ ঃ পাত্রোপরি সচন্দন বিল্বপত্র রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

বিল্বপত্র অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ সচন্দন-বিল্বপত্রায় নমঃ।

বিল্বপত্র অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সচন্দন-বিল্বপত্রায় নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

গালিনীমুদ্রা

বিল্বপত্র সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

বিল্বপত্র নিবেদন ঃ এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রং ওঁ শিবায় (অমুক দেবতায়ৈ) বৌষট্।

বিষ্ণুপূজায় সচন্দন তুলসীপত্র

তুলসীপত্র সুসজ্জিত করণ ঃ পাত্রোপরি সচন্দন তুলসীপত্র রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

তুলসীপত্র অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ সচন্দন-তুলসীপত্রায় নমঃ।

তুলসীপত্র অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ-সচন্দনতুলসীপত্রায় নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

তুলসীপত্র সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ কৌস্তুভ মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

তুলসীপত্র নিবেদন ঃ এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।

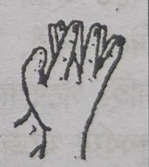
ধেনুমুদ্রা

কিরূপ বিল্বপত্র ও তুলসীপত্র দেবতাদের দিতে হয় ঃ আর্দ্র অর্থাৎ সজল বিল্বপত্র ও নির্জল তুলসীপত্র দেবতাদিগের দিতে হয়। যথা—"সজলং বিল্বপত্রঞ্চ নির্জ্জলং তুলসীদলম্।" ফলহীন বৃক্ষের বিল্বপত্র দ্বারা পূজা প্রশস্ত নহে। যথা—'ফলশূন্যবৃক্ষজাতৈ র্বিল্বপত্রৈস্তু নার্চ্চয়েৎ।' (বরদাতন্ত্র) ।। বিল্বপত্র অভাবে চূর্ণিত বিল্বপত্র দ্বারা পূজা চলিবে এবং ছয় মাস পর্য্যন্ত বাসি হইবে না। যথা—'খণ্ডিতৈশ্চ শিবঃ পূজ্যঃ পত্রৈ রন্যৈর খণ্ডিতৈঃ। যন্মাযানন্তরং বিল্বপত্রং পর্য্যুসিতং ভবেৎ।।' **বিল্বপত্র দেওয়ার নিয়ম ঃ** শিব ও অন্য দেবতার মস্তকে বিল্বপত্র চিৎ করে না দিয়া উপুড় করিয়া দিতে হয়। যথা—"জলজং স্থলজং ব্যাপি পত্রং পুষ্পং ফলং তথা। যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্রমধোমুখম্।।" (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে) তুলসী চিৎ করিয়া ও বিল্বপত্র উপুড় করিয়া দিতে হয়। কিন্তু পুষ্পাঞ্জলিতে কোনো নিয়ম নেই। **তুলসীপত্রের দ্বারা দেবী পূজার বিধিঃ**—'বাজিদন্তক পত্রৈশ্চ পুষ্পৌঘৈরপি চণ্ডিকাম্। তুলসীকুসুমৈঃ পত্রৈরর্চয়েচ্ছ্রিবিবৃদ্ধয়ে।। (কালিকা পুরাণ)

ধূপ

ধূপ স্থাপন ঃ ধূপ জ্বালিয়া পাত্রোপরি রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

ধূপ অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ ধূপায় নমঃ।

ধূপ অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ ধূপায় নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

ধূপ সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রাপ্রদর্শন বিষ্ণু পূজায়— বেণুমুদ্রা।

শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

ধূপ নিবেদন ঃ এষঃ ধূপঃ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

ধূপ দেবতার নাভি হইতে মুখমণ্ডল পর্যন্ত ঘুরাইয়া দেবতার বামদিকে রাখিবেন।

বেণুমুদ্রা ঃ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ওষ্ঠে সংযুক্ত করিয়া বাম কনিষ্ঠা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠকে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত কনিষ্ঠাকে প্রসারিত পূর্ব্বক তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা-এই অঙ্গুলিত্রয়কে কিঞ্চি ৎ সংকুচিত করত পরিচালিত করিলে উক্ত মুদ্রা হয়।

ধূপ ঃ ধূপ তিন প্রকার—১। ষড়ঙ্গ ২। দশাঙ্গ ৩। ষোড়শাঙ্গ।

ষড়ঙ্গ ধূপ ঃ চিনি, ঘৃত, মধু, গুগ্‌গুল, অগুরুচন্দন ও শ্বেতচন্দন একত্রে বাটিয়া বর্ত্তিকাকৃতি করিয়া ধূপ তৈরী করিতে হয়। যথা—"সিতাজ্যমধুসংমিশ্রং গুগ্‌গুল্বগুরুচন্দনম্। ষড়ঙ্গধূপমেতত্তু সর্বদেবপ্রিয়ং সদা।" ষড়ঙ্গ ধূপ সমস্ত পূজাতে ব্যবহার চলিবে।

দশাঙ্গ ধূপ ঃ কুড়, হরীতকী, গুড়, জটামাংসী, দেবদারু, গালা, অগুরু, তেজপত্র, সরলকাষ্ঠ ও মুথা একত্রে বাটিয়া বর্ত্তিকাকৃতি করিয়া ধূপ তৈরি করিতে হয়। যথা—"রোগ-রোগহর-রোগদ-কেশাঃ, সুরতরু-জতু-লঘু-পত্রবিশেষাঃ। বক্রবিবর্জ্জিত-বারিজমুদ্রা, ধূপবর্ত্তিরিহ সুন্দরি ভদ্রা।।" **ষোড়শাঙ্গ ধূপ ঃ** গুগ্‌গুল, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, তেজপত্র, চন্দন, বালা, অগুরু, কুড়, গুড়, ধূনা, মুথা হরীতকী, নখী, গালা, জটামাংসী, শৈলেয় একত্রে বাটিয়া বর্ত্তিকাকৃতি করিয়া ধূপ তৈরী করিতে হয়। এই ধূপ দৈব ও পিতৃকার্য্যে প্রশস্ত। যথা—"গুগ্‌গুলং সরলং দারু পত্রং মলয়সম্ভবম্। হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড় সর্জ্জরসং ঘনম্। হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজম্। ষোড়শাঙ্গং বিদুধূপং দৈবে পিত্রে চ কর্ম্মনি।।"**ধূপপ্রদানের নিয়মঃ** বামকরের অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী দ্বারা ধূপস্পর্শ পূর্ব্বক পূজা করিয়া তারপর ঘন্টাবাদন ও জয়শব্দোচ্চারণ সহকারে প্রভুকে ধূপ প্রদান করিতে হয়। যথা- ততঃ সমর্পয়েদ্ধূপং ঘন্টাবাদ্যজয়স্বনৈঃ। ধূপস্থানং সমভ্যর্চ্চ্য তর্জ্জন্যা বাময়া হরেঃ।। (হরিভক্তিবিলাসঃ)।। ধূপদানের সময় যক্ষধূপ অর্থাৎ ধূনা তৎসহ গুগ্‌গুল ১ তোলা পোড়াইবেন।

দীপ

দীপ সুসজ্জিতকরণ ঃ দীপ জ্বালিয়া পাত্রোপরি রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

দীপ অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ প্রজ্জ্বলিত দীপায় নমঃ।

দীপ অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ প্রজ্জ্বলিত—দীপায় নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বহ্নয়ে নমঃ।

অভয়মুদ্রা

দীপ সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রাপ্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—অভয়মুদ্রা।

শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

দীপ নিবেদন ঃ এষঃ প্রজ্জ্বলিত দীপঃ ওঁ অমুক-দেবতায়ৈ প্রদর্শয়ামি। দীপ দেবতার নাভি হইতে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত ঘুরাইয়া দেবতার দক্ষিণ দিকে রাখিবেন।

দীপ ঃ ৪ অঙ্গুলি কাঠিতে কার্পাস তুলার ভিতরে কর্পূর দিয়া ৭ ফের জড়াইয়া দীপ প্রস্তুত করিবেন। সরিষা তৈল বা তিল তৈল বা ঘৃত মাখাইবেন। যথা—"বর্ত্ত্যা কর্পূরগর্ভিণ্যা সর্পিষা তিলজেন বা। আলিপ্য দর্শয়েদ্দীপানুচ্চৈঃ সৌরভশালিনঃ।" **ধূপদীপ দানের নিয়ম ঃ** দেবতার বামদিকে ধূপ ও দক্ষিণদিকে দীপ উৎসর্গ করিয়া হয়। ধূপ দীপ মাটিতে, দেবতার আসনে বা ঘটে কখনো রাখিতে নাই। কোনো পাত্রের উপর রাখিতে হয়। কারণ ধূপ ও দীপ—এই দুই বস্তুকে পৃথিবী সহ্য করিতে পারে না। যথা—"বামতস্তু তথা ধূপমগ্রে বা ন চ দক্ষিণে। দীপো দক্ষিণতো দদ্যাৎ পুরতো বা ন বামতঃ।। ন ভূমৌ বিতরেদ্ধ্রং নাসনে ন ঘটে তথা। যথা তথাধারগতং কৃত্বা তং বিনিবেদয়েৎ।। সর্বং-সহা বসুমতী সহতে ন ত্বিদং দ্বয়ম্।" ঘৃত ধূপ ও দীপ দক্ষিণে, তৈল ধূপ ও দীপ বামে অথবা উভয় দীপই সম্মুখে উচ্চস্থানে রাখিতে হয়। দেবগৃহে দীপ নিভালে কানা হয়, চুরি করিলে অন্ধ হয়। ধূপ এবং দীপ দেবতার নাভি হইতে মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত তিনবার ঘুরাইতে হয়। **দীপ বিষয় বর্ণনাঃ** যে ব্যক্তির যেমন শক্তি-সামর্থ্য সেইব্যক্তি সেইরূপে কর্পূরযোগে বা গব্যঘৃতযোগে দীপ প্রজ্জ্বলিত করিবেন। তাহাতে অসমর্থ হইলে সুগন্ধি তৈলযোগে দীপ প্রজ্জ্বলিত করিবেন। যথা- দীপং প্রজ্জ্বালয়েচ্ছক্তৌ কূর্পরেণ ঘৃতেন চ। গব্যেন তত্রাসামর্থ্যে তৈলেনাপি সুগন্ধিনা।।

নৈবেদ্য

নৈবেদ্য স্থাপন ঃ স্ববামে ষট্‌কোণ, তদুপরি বৃত্ত ও তদুপরি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া পুষ্প লইয়া ঐ মণ্ডলে পূজা করিবেন। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ। অতঃপর ঐ মণ্ডলে নৈবেদ্য রাখিয়া বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া নৈবেদ্য 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

নৈবেদ্য অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যায় নমঃ।

নৈবেদ্য অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যায় নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

নৈবেদ্য সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

নৈবেদ্যে পূজিত দেবতার গায়ত্রী মূলমন্ত্র দশবার জপ করিবেন।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—বরমুদ্রা,

শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

নৈবেদ্যবেষ্টন ঃ কুশীতে জল লইয়া সেই জল দ্বারা নৈবেদ্যের চারিদিকে 'ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' মন্ত্রে বেষ্টন করিবেন।

নৈবেদ্য ঃ মণ্ডল (অনেকের মতে- ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিকোণ পর্যন্ত, অগ্নিকোণ হইতে নৈঋর্তকোণ পর্যন্ত, নৈঋর্তকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্যন্ত ও বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্যন্ত চতুষ্কোণ মণ্ডল) আঁকিয়া নৈবেদ্য রাখিতে হয়। আমান্ন নৈবেদ্য দক্ষিণে, পক্কান্ন বামে, অথবা সবর্ববিধ নৈবেদ্য সম্মুখে রাখিতে হয়, পৃষ্ঠভাগে রাখিতে নাই। দেবতার বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে নৈবেদ্য দান করিতে হয়। পৃষ্ঠে দান করিতে নাই। যথা- 'নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ।।' বিনা উপকরণে বা বিনা আচ্ছাদনে নৈবেদ্য দিতে নাই। আচ্ছাদনার্থ পুষ্প দিতে হয়। **কীরূপে নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হয় ঃ** উষ্ণ অন্ন ও পরমান্ন, দধি দুগ্ধ এক মুহূর্ত, ঘৃত এক প্রহর, ফলাদি সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন করিতে হয়। **নৈবেদ্য কীরূপে সুসজ্জিত করিতে হয় ঃ** জবিত্তাস্তন বৎ কৃত্বা স্থলিতং শালিতণ্ডুলম্। সভা নৈবেদ্য দিব্যং ততো বিষ্ণুং নিবেদয়েৎ।। **নিম্নে নৈবেদ্যর কিছুর নাম দেওয়া হল, দ্রব্যবিশেষে** নাম জানা না থাকিলে চুষ্যাদিষড়বিধ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে যে দ্রব্য যাহার অন্তর্গত, তাহার নাম উল্লেখ করিয়াও দিতে পারা যায়। "আহারং ষড়্‌বিধং চুষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈব চ। ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চবর্ব্যং গুরুবিদ্যাদ্ যথোত্তরম্।।" চুষ্যদ্রব্য—ইক্ষু। পানীয়—দুগ্ধাদি। লেহ্যদ্রব্য— চাটিয়া খাওয়ার দ্রব্য (রসালা)। ভোজ্য—ভাত, ডাল। ভক্ষ্য—মুড়কি, লুচি, সন্দেশ। চবর্ব্য-চিড়া, ছোলা। সরবত— সুমিষ্টপানীয়।

বরমুদ্রা

ধেনুমুদ্রা

গালিনীমুদ্রা

নৈবেদ্য নিবেদন ঃ বামহস্তের পঞ্চ াঙ্গুলির সম্মিলিত অগ্রভাগ সমান করিয়া অনামিকার মধ্যস্থলে অঙ্গুষ্ঠযোগ করিয়া সামান্য বক্রভাবে রাখিয়া করতলে সামান্য জল লইয়া আহার্য্য বস্তুর পাত্রটি হস্তে আছে-এই ভাবনা করিয়া **দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা যোগ করিয়া মন্ত্র বলিবেন—হং যং রং লং বং শং এতৎ সোকরণামান্ন নৈবেদ্যং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি (তর্জ্জনী-মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ যোগে) ওঁ প্রাণায় স্বাহা। মধ্যমা-অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠযোগে—ওঁ অপানায় স্বাহা। সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ একত্র করিয়া—ওঁ সমানায় স্বাহা।**

তর্জ্জনী ভিন্ন সমস্ত অঙ্গুলি একত্র করিয়া—ওঁ উদানায় স্বাহা।

কনিষ্ঠা-অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠযোগে-ওঁ ব্যানায় স্বাহা।

অতঃপর বামহস্তের জল দক্ষিণহস্তে লইয়া দেবতার উদ্দেশ্যে পূজাধারে দিবেন।

গ্রাসমুদ্রা

নৈবেদ্য বেষ্টন ঃ দক্ষিণহস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া- **'ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা'-মন্ত্রে** নৈবেদ্যের চারিদিকে জলধারা দিবেন।

চাল	–	তণ্ডুলম্	টম্যাটো	–	রক্তফলম্	জিলিপি	–	কুণ্ডলিনী
ভাত	–	অন্নম্	ওল	–	ওলম্	মিছরী	–	মৎস্যাণ্ডী/খণ্ড
পায়স	–	পায়সম্/পরমান্নম্	আদা	–	আর্দ্রকম্	চিড়ে	–	চিপিটকঃ
খিচুড়ি	–	খেচরান্নম্/কৃষরান্নম্	ডাঁটা	–	নলকম্	গম	–	গোধূমঃ
বাসীভাত	–	পর্যুসিতান্নম্	নুন	–	লবণম্	বিস্কুট	–	পুপঃ
মুড়ি	–	ভর্জতণ্ডুলম্	লঙ্কা	–	মরিচম্	ঝোল	–	সারঃ
পিঠে	–	পিষ্টকম্	কাঁচালঙ্কা	–	অপক্ক মরিচম্	মাছ	–	মৎস্যম্
আটা	–	গোধূমচূর্ণম্	পান	–	তাম্বুলম্	ছোলা	–	চণকম্
পাঁপড়	–	পর্পটম্	সুপারি	–	পূগফলম্/গুবাকম্	ডাল	–	সূপঃ
চাটনি	–	উপসেচনম্	চা	–	চায়ম্	সুজি	–	পক্কান্নম্
আচার	–	উপদংশম্	পাঁউরুটি	–	সুপিষ্টকম্	আম	–	আম্রম্/চতম্
পাতিলেবু	–	নিম্বুকম্	মিষ্টি	–	মিষ্টান্নম্	জাম	–	জম্বুকম্
ডিম	–	অণ্ডম্	রসগোল্লা	–	রসগোলকম্	কাঁঠাল	–	পনসম্
আলু	–	আলুকম্	লুচি	–	লোচিকা/পক্কান্নম্	কুমড়ো	–	কুষ্মাণ্ডম্
ঘি	–	ঘৃতম্	ছানা	–	আমীক্ষা	লাউ	–	অলাবু
মূলো	–	মূলকম্	চিনি	–	শর্করা	দাড়িম্	–	দাড়িম্বম্
পালংশাক	–	পালঙ্কম্	ময়দা	–	সমিতা	পেঁয়াজ	–	সুকন্দকম্
বাঁধাকপি	–	বন্ধকেম্বুকম্	কলা	–	কদলী	সজনে	–	শোভাঞ্জনম্
ফুলকপি	–	পুষ্পকেম্বুকম্	তেঁতুল	–	তিন্তিড়ী/যমদূতিকা	পুঁইশাক	–	উপোদকী

প্রাণাহুতি মুদ্রা ঃ—'তর্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈর্লগ্না প্রাণাহুতির্ভবেৎ। মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরপানে জুহুয়াওতঃ। কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ব্যানে চ জুহুয়াদ্ধবিঃ। তর্জনীস্তু বহিস্কৃতা উদানে জুহুয়াওতঃ। সমানে সর্বহস্তেন সমুদায়াহুর্তিভবেৎ।।' (শৌনক, অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব)।।

পুনরাচমনীয়

পুনরাচমনীয় জল সুসজ্জিত-করণ ঃ পাত্রোপরি একটি পাত্রে বিশুদ্ধ জল রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

পুনরাচমনীয় অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ পুনরাচমনীয়ায় নমঃ।

পুনরাচমনীয় অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুনরাচমনীয়ায় নমঃ।

অধিপতিপূজাঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বরুণায় নমঃ।

পুনরাচমনীয় সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—খড়্গামুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।
শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

পুনরাচমনীয় নিবেদন ঃ এতৎ পুনরাচমনীয়ং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বধা।
আচমনীয় মুখে নিবেদন করিবেন

পানীয় জল

পানীয় জল সুসজ্জিতকরণ ঃ স্ববামে ষট্ কোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি গ্লাসে শুদ্ধ জল রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

পানীয় জল অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ পানীয়জলায় নমঃ।

পানীয় জল অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ পানীয়জলায় নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বরুণায় নমঃ।

পানীয় জল অভ্যুক্ষণ ঃ এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—বরমুদ্রা। শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

পানীয় জল নিবেদন ঃ ইদং পানীয়জলং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ।

পুনরাচমনীয় ঃ প্রথম আচমনীয় জল ছাড়া সবর্ব পুনরাচমনীয় জলই ১ পল হইবে। বিশুদ্ধ জলই পুনরাচমনীয় জল। যথা-শুদ্ধাভিরদ্ভিবির্বহিতং পুনরাচমনীয়কমিতি।

বরমুদ্রা

খড়্গামুদ্রা

তাম্বুল

তাম্বুল সুসজ্জিতকরণ ঃ পানটিকে সুপারি, এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ, যষ্টিমধু দিয়া সুন্দরভাবে সাজাইয়া পাত্রোপরি রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

তাম্বুল অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ তাম্বুলায় নমঃ

তাম্বুল অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তাম্বুলায় নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

তাম্বুল সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুকায় দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—বনমালামুদ্রা।

শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

তাম্বুল নিবেদন ঃ এতৎ ফলতাম্বুলং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মাল্য

মালা স্থাপনঃ পাত্রোপরি মালা রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

মালা অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ মাল্যায় নমঃ।

মাল্য অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ মাল্যায় নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

মালা সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—বনমালামুদ্রা।

শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

মাল্য নিবেদন ঃ এতৎ মাল্যং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

বনমালামুদ্রা ঃ উভয়হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী পৃথক পৃথক সংযুক্ত করিয়া কণ্ঠ হইতে পাদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া করদ্বয় মালাবৎ করিলে উক্ত মুদ্রা হয়।

তাম্বুল ঃ পানটিকে সুপারি লবঙ্গাদি চূর্ণ শোভিত করিলে তাহাকে তাম্বুল বলাহয়। তাম্বুল দ্বারা দেবতার মুখশোভন এবং তুষ্টি লাভ হয়। খদির বিষ্ণুকে দিতে নাই। স্বয়ং বাস্তু জাত সুপারি সমন্বিত শঙ্খ ও ঝিনুকের চূর্ণের চুন লেপন করিয়া পান নিবেদন করিতে হয়। যথা- 'গুবাক-পর্ণ-চূর্ণৈশ্চ লবঙ্গাদিবিশোভিতম্। তাম্বুলমুচ্যতে দেবতুষ্টিদং মুখশোভনম্। তথা ন দদ্যাৎ খদিরং বিষ্ণবে পরমাত্মনে।।' (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ)। 'অথ বাস্তুগুবাকঞ্চ কৃত্বা পর্ণসমন্বিতম্। শঙ্খ শম্বুকচূর্ণেন বিলিপ্তেন নিবেদয়েৎ।।' (মৎস্যসূক্ত)।।

মাল্য ঃ মাল্য শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ বাচক, সুতরাং উৎসর্গের সময় এতস্মৈ মাল্যায় নমঃ। নিবেদনের সময় এতৎ মাল্যং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। মালা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া উৎসর্গের সময় এতস্যৈ মালায়ৈ নমঃ। নিবেদনের সময় এষা মালা ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

দেবীপক্ষে

কজ্জল

কজ্জল প্রস্তুতকরণ ঃ ঘৃত দ্বারা প্রদীপের শিখার শীষের কালিতে কজ্জল করিয়া পাত্রোপরি রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

কজ্জল অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ নেত্রাঞ্জনায় নমঃ।

কজ্জল অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নেত্রাঞ্জনায় নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

কজ্জল সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

কজ্জল নিবেদন ঃ এতৎ নেত্রাঞ্জনং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

সিন্দূর

সিন্দূর স্থাপন ঃ পাত্রোপরি সিন্দূর রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

সিন্দূর অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ সিন্দূরায় নমঃ।

সিন্দূর অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সিন্দূরায় নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

সিন্দূর সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

সিন্দূর নিবেদন ঃ এতৎ সিন্দূরং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি।

দেবদেবী পক্ষে

ভোজ্য

ভুরিভোজ্য সুসজ্জিতকরণ ঃ স্ববামে ষট্‌কোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি বস্ত্র দক্ষিণা দিয়া ভোজ্য সাজাইয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

ভোজ্য অভ্যুক্ষণ ঃওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র-দক্ষিণক-সোপকরণামান্ন-ভোজ্যায় নমঃ।

ভোজ্য অর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্র-দক্ষিণক-সোপকরণামান্ন ভোজ্যায় নমঃ

কজ্জল ঃ তাম্রপাত্রে ঘৃততৈলাদি যোগে দীপের শিখাতে কজ্জল প্রস্তুত করিতে হয়। যথা- 'ঘৃততৈলাদি যোগেন তাম্রাদৌ দীপবহ্নিনা। যদঞ্জনং জায়তে তু দর্বিকা পরিকীর্তিতা।।' কজ্জল উৎসর্গ করিয়া দেবতার চোখে দিতে হয়।

অধিপতি পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

ভোজ্য সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ বিষ্ণু পূজায়—বরমুদ্রা।

শক্তিপূজায়—ধেনু ও গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

ভোজ্য নিবেদন ঃ ইদং সবস্ত্রদক্ষিণক-সোপকরণামান্নভোজ্যং ওঁ অমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ামি।

বাদ্য

দেবতার মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ঘন্টাধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিবেন। এই সময়ে নানাবিধ বাদ্য বাজাইবেন।

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

অঞ্জলিভর্ত্তি চন্দনমিশ্রিত পুষ্প লইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

১। এষ সচন্দন-পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

২। এষ সচন্দন-পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

৩। এষ সচন্দন-পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

৪। এষ সচন্দন-পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

৫। এষ সচন্দন-পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

অতঃপর মনের কামনা বাসনা জানিয়ে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দিবেন।

বন্দনা

তাম্রাদিপাত্রে নির্ম্মিত শিলাপিষ্ট অর্থাৎ স্বস্তিক মূলমন্ত্রে ৭ বার ঘুরাইবেন।

বাদ্য ঃ শিবপূজায় ও শিবগৃহে করতাল, সূর্য্যপূজায় শঙ্খ, দুর্গাপূজায় বাঁশী ও সানাই, ব্রহ্মাপূজায় ঢাক, লক্ষ্মীপূজায় ঘন্টা বাজাইতে নাই। বাদ্যের অভাবে ঘণ্টা বাজাইতে পারা যায়। যথা—"শিবাগারে ঝল্লকঞ্চ সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকম্। দুর্গাগারে বংশীবাদ্যং মাধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ। বিরিঞ্চে স্তু গৃহে ঢক্কাং ঘণ্টাং লক্ষ্মীগৃহে ত্যজেৎ। সবর্বাদ্যময়ীং ঘণ্টাং বাদ্যাভাবে প্রযোজয়েৎ।।" **বন্দনা ঃ** বরণডালায় ২টি স্বস্তিক নির্মাণ করিয়া দেওয়ার ব্যবহার আছে, একটি অধিবাসের জন্য অন্যটি বন্দনার জন্য।

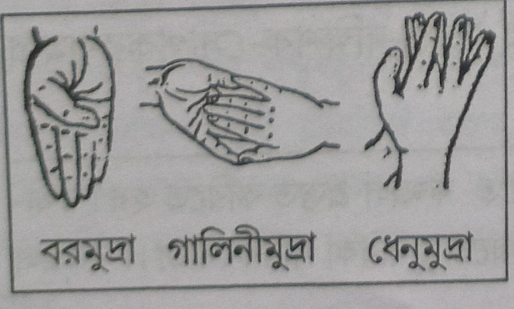

বরমুদ্রা গালিনীমুদ্রা ধেনুমুদ্রা

গায়ত্রীমন্ত্র জপ

পূজিত দেবতার গায়ত্রীমন্ত্র যথাশক্তি জপ করতঃ জপ সমর্পণ করিয়া প্রাণায়াম করিবেন।

বিভিন্ন দেবতার গায়ত্রী

শ্রীগুরুগায়ত্রী	ঃ	ওঁ গুরুদেবায় বিদ্মহে লীলাবিগ্রহায় ধীমহি তন্নঃ শিবঃ প্রচোদয়াৎ।।
সদ্‌গুরুগায়ত্রী	ঃ	ওঁ ঐংগুরুদেবায় বিদ্মহে পরতত্ত্বায় ধীমহি তন্নো গুরুঃ প্রচোদয়াৎ।।
বিষ্ণুগায়ত্রী	ঃ	ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহিতন্নোবিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।।
নারায়ণগায়ত্রী	ঃ	ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।।
গরুড়গায়ত্রী	ঃ	ওঁ গরুড়ায় বিদ্মহে সুপর্ণায় ধীমহি তন্নো গরুড় প্রচোদয়াৎ।।
গোপালগায়ত্রী	ঃ	ওঁ কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।।
নৃসিংহগায়ত্রী	ঃ	ওঁ বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।।
কৃষ্ণগায়ত্রী	ঃ	ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ক্লীং।।
রাধাগায়ত্রী	ঃ	ওঁ শ্রীরাধায়ৈ বিদ্মহে কৃষ্ণবল্লভায়ৈ ধীমহি তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ।।
রামগায়ত্রী	ঃ	ওঁ দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।।
সীতাগায়ত্রী	ঃ	ওঁ সীতায়ৈ বিদ্মহে রামবল্লভায়ৈ ধীমহি তন্নঃ সীতা প্রচোদয়াৎ।।
শিবগায়ত্রী	ঃ	ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।।
শক্তি গায়ত্রী	ঃ	ওঁ সর্ব্বসম্মোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ।।
দুর্গা গায়ত্রী	ঃ	ওঁ মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।।
জয়দুর্গা গায়ত্রী	ঃ	ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।।
লক্ষ্মীগায়ত্রী	ঃ	ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নো শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ।।
সরস্বতীগায়ত্রী	ঃ	ওঁ বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।।
জগদ্ধাত্রীগায়ত্রী	ঃ	ওঁ মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ(সিংহবাহিন্যৈ) ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।।
চণ্ডীগায়ত্রী	ঃ	ওঁ ঐং চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে ত্রিপুরায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ক্লীং।।
অন্নপূর্ণাগায়ত্রী	ঃ	ওঁ ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণা প্রচোদয়াৎ।।
মহিষমর্দ্দিনীগায়ত্রী	ঃ	ওঁ মহিষমর্দ্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।।
দক্ষিণামূর্ত্তিগায়ত্রী	ঃ	ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বিদ্মহে ধ্যানস্থায় ধীমহি তন্নো ধীশঃ প্রচোদয়াৎ।।
কালীগায়ত্রী	ঃ	ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।।
শ্মশানকালীগায়ত্রী	ঃ	ওঁ শ্মশানকাল্যৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ভীমা প্রচোদয়াৎ।।
তারাগায়ত্রী	ঃ	ওঁ তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।।
ত্রিপুরাসুন্দরীগায়ত্রী	ঃ	ওঁ ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্য্যৈ ধীমহি সৌ স্তন্নঃ ক্লিন্না প্রচোদয়াৎ।।
ভুবনেশ্বরীগায়ত্রী	ঃ	ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।।
ভৈরবীগায়ত্রী	ঃ	ওঁ ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।।
ছিন্নমস্তাগায়ত্রী	ঃ	ওঁ বিরোচিন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।।
ত্বরিতাগায়ত্রী	ঃ	ওঁ ত্বরিতায়ৈ বিদ্মহে মহানিত্যায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।।

জপ সমর্পণ

দেবী বিষয়ে জপ সমর্পণঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডুষ কুশের জল-গন্ধ—পুষ্প-দূর্বা-আতপচাল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় বামকরে জপ সমর্পণ করিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।।
এতৎ জপফলং ওঁ অমুক দেব্যা বাম করে সমর্পিতমস্তু।।

জপের প্রণালী ঃ জপের প্রণালী দুইপ্রকার ১। শক্তিমালা ২। শৈবমালা, স্ত্রীদেবতার জপের সময় শক্তিমালাক্রমে জপ করিতে হয়।পুরুষদেবতার জপের সময় শৈবমালাক্রমে জপ করিতে হয়। শক্তিমালাক্রমঃ- দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা, দক্ষিণ হস্তের অনামিকার মধ্যপর্ব্বথেকে আরম্ভ করিয়া অনামিকার মূলপর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল-মধ্য ও অগ্রপর্ব্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব্ব, মধ্যমার অগ্র—মধ্য ও মূলপর্ব্ব, এবং তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব এইরূপে জপ করিবেন। যথা- অনামিকাদ্বয়ং পর্ব কনিষ্ঠাদিক্রমেণতু। তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং প্রজপেৎ সুসমাহিতঃ।। **শৈবমালাঃ-** দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা, দক্ষিণ হস্তের অনামিকার মধ্যপর্ব্বথেকে আরম্ভ করিয়া অনামিকা মূলপর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল-মধ্য-অগ্রপর্ব্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব্ব মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব, তর্জ্জনীর অগ্র-মধ্য ও মূলপর্ব্ব এই রূপে জপ করিবেন। যথা-'তিস্রোঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বণো মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা। মধ্যমায়া দ্বয়ং পর্ব্ব মেরুত্বেনোপকল্পিতম্।।' যথাশক্তি জপের উল্লেখ থাকলে দশ, অষ্টাদশ, অষ্টাবিংশতি বা অষ্টোত্তর শত বা সহস্র জপ করিতে হয়। জপের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকিলে তাহার চারিগুণ জপকরা বিধেয়। কারণ কলিতে চারিগুণের ব্যবস্থা আছে।যথা- 'প্রজপেদুক্তসংখ্যায়াশ্চতুর্গুণজপঃ কলৌ'। সহস্র, শত বা দশবার জপে আটবার অধিক জপ করিতে হয়। এক হাজারে এক হাজার আট, একশতে একশতআট এবং দশে আঠারোবার জপ করিতে হয়। যথাঃ- 'সহস্র বা শতং বাপি দশ বানুদিনং জপেৎ। কুর্য্যাদষ্টাধিকং তেষামিতি জপ্যে বিধিঃ স্মৃতঃ'।। **আটবার জপের নিয়মঃ-** দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা, দক্ষিণ হস্তের অনামিকার মূলপর্ব্বথেকে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার মূল-মধ্য-অগ্রপর্ব্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব্ব মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব, তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্য পর্ব্ব এই রূপে জপ করিবেন। যথা- 'অনামিকামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু। তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সঞ্জপেৎ। ' **জপের নিয়মঃ-** দক্ষিণ হস্তের অঙ্গষ্ট ছাড়া সকল অঙ্গুলি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া চিৎ করিয়া হৃদয়মধ্যে বামহাতের উপর রাখিয়া বস্ত্রআচ্ছাদন করতঃ দক্ষিণাবর্ত্তে জপ করিতে হয়। যথা- 'হৃদয়ে হস্তমাধায় তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ। আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ।' জপের সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্পন্দন, দন্তবিকাশ, বাক্যোচ্চারণ, হাস্য ও জৃম্ভা প্রভৃতি নিষিদ্ধ আছে। জপের প্রথমে ও শেষে প্রাণায়াম করিতে হয়। যথা-জপস্যাদৌ তথা চান্তে প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।। জপ সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে হয়। জপ সংখ্যা রাখিবার দ্রব্যঃলাক্ষা, কুশিতসিন্দূর, গোময় বা করীষক (ঘুঁটে) দ্বারা গুটিকা করিয়া তদ্দ্বারা জপসংখ্যা রাখিতে হয়। যথা- 'লাক্ষা কুশিতসিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্। বিলোড্য গুটিকাং কৃত্বা জপসংখ্যাঞ্চ

দেববিষয়ে জপ সমর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডুষ জল-গন্ধ--পুষ্প-দুর্বা-আতপচাল-কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ করিবেন। ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর।।
এতৎ জপফলং ওঁ অমুক দেবস্য দক্ষিণকরে সমর্পিতমস্তু।।

মূলমন্ত্র জপ

পূজিত দেবতার বীজমন্ত্র যথাশক্তি জপ করতঃ জপ সমর্পণ করিয়া প্রাণায়াম করিবেন।

কারয়েৎ।। **জপ সংখ্যা রাখিবার নিষিদ্ধ দ্রব্যঃ** : চাল, হস্তপর্ব্ব,ধান্য,পুষ্প,চন্দন ও মৃত্তিকা দ্বারা জপ সংখ্যা রাখিতে নাই। যথা- নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈবা ন ধার্ন্যৈন চ পুষ্পকৈঃ। ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ। **ত্রিসন্ধ্যায় জপের নিয়মঃ** প্রাতঃকালে উত্তান (চিৎ)হস্তে, মধ্যাহ্নে কাত(তির্য্যক্) হস্তে,সায়ংকালে অধোমুখে(উপুড়)হস্তে জপ করিতে হয়। যথা- কৃত্বোত্তানৌ করৌ প্রাতঃ সায়ঞ্চাধোমুখৌ করৌ। মধ্যে তির্য্যক্করৌ প্রোক্তৌ জপ এবমুদাহৃতঃ।। **জপসমর্পণ বিধিঃ** এবং জপং পুরঃ কৃত্বা গন্ধাক্ষতকুশোদকৈঃ। জপং সমর্পয়েদ্দেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ। দেবস্য দক্ষিশহস্তে কুশ-পুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ।। **গোযোনিমুদ্রা ঃ** দক্ষিণ হস্ত মুষ্টি করিলে মুষ্টির বামাংশে গোযোনি মুদা হয়। মুদ্রার দ্বারা দেবগণের আমোদ বর্দ্ধিত হয় এবং পাপ বিনাশ করে, এই জন্য মুনিগণ মুদ্রা নামে আখ্যাত করেছেন। **দেবতাদের মূল(বীজ)মন্ত্র ঃ গুরুঃ** ঐং, **গণেশঃ** গং, **সূর্য্যঃ** হ্রাং হ্রীং সূর্য্যায়, **বিষ্ণুঃ** নং (ক্লীং), **শিবঃ** হৌং, **বাণেশ্বরশিবঃ** ঐং, **দুর্গা-জয়দুর্গা-শান্তি-শক্তি-চণ্ডী-মঙ্গলচণ্ডী-গন্ধেশ্বরী-সুবচনীবিষয়েঃ** হ্রীং, **রামচন্দ্রঃ** রাং (শ্রীং রাম শ্রীং) (হ্রীং রাম হ্রীং) , **সীতাদেবীঃ** সীং, **লক্ষ্মণঃ** রং, **রামকৃষ্ণঃ** ঐং, **সারদাদেবীঃ** হ্রীং, **জগদ্ধাত্রীঃ** দুং, **অন্নপূর্ণাঃ** হ্রীং, **সরস্বতীঃ** ঐং, **লক্ষ্মীঃ** শ্রীং, **লক্ষ্মী-নারায়ণেরঃ** হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং, **কার্ত্তিকঃ** কাং, **শীতলারঃ** হ্রীং শ্রীং(শাং), **ঘন্টাকর্ণেরঃ** ঘং, **মনসারঃ** মাং, **বিশ্বকর্মাঃ** বাং, **সত্যনারায়ণঃ** সাং, **রাধা-কৃষ্ণেরঃ** শ্রীং ক্লীং, **কৃষ্ণেরঃ** ক্লীং, **রাধারঃ** রাং, **গোপালেরঃ** ক্লীং, **ষষ্ঠীরঃ** ষং, **মার্কণ্ডেয়ঃ** মাং, **ব্রহ্মারঃ** ব্রৌং, **বরুণেরঃ** বং, **সন্তোষীঃ** সাং, **নৃসিংহেরঃ** আং হ্রীং ক্ষৌং ক্রৌং হুং ফট্। **মৃত্যুঞ্জয় ও মহামৃত্যুঞ্জয়ঃ** ওঁ জুং সঃ, **মহিষর্দ্দিনীঃ** হ্রীং মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা, **দক্ষিণাকালীঃ** ক্রীং (ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা), **শ্মশানকালিঃ** ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং কালিকে ক্লীং শ্রীং হ্রীং ঐং, **রক্ষাকালীঃ** ক্রীং হ্রীং হ্রীং (ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা), **মহাকালীঃ** ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং মহাকালি ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা, **মহাকালেরঃ** হুং ক্ষৌং যাং রাং লাং বাং আং ক্রোং মহাকাল ভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা, **তারাঃ** হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্, **ত্রিপুরাসুন্দরীঃ** ঐং হ্রীং শ্রীং, **ভুবনেশ্বরীঃ** হ্রীং (একাক্ষর), **ভৈরবীঃ** হ্সরৈং হসক্ল্রীং হ্সরৌঁ, **ছিন্নমস্তাঃ** শ্রীং ক্লীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা, **ধূমাবতীঃ** ধূং ধূঁ ধূমাবত্যৈ স্বাহা, **বগলামুখীঃ** ওঁ হলীঁ বগলামুখি-সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং পদং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হলীঁ ওঁ স্বাহা (একাক্ষর- হ্লীং), **মাতঙ্গীঃ** ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা, **কমলাঃ** নমঃ কমলাবাসিন্যৈ স্বাহা(বা শ্রীং)।

তর্পণ

বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকাযোগে সম্বিদা পাত্র হইতে সম্বিদা লইয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকাযোগে শুদ্ধিপাত্র হইতে শুদ্ধি লইয়া তিনবার তর্পণ করিবেন। ওঁ অমুকং তর্পয়ামি নমঃ। (ওঁ হ্রীং অমুকীং তর্পয়ামি স্বাহা)।

অভিষিঞ্চ ন

মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জলের সহিত দেবতায় অভিষিঞ্চ ন করিবেন।
ওঁ অমুকমভিষিঞ্চ ামি নমঃ (ওঁ হ্রীং অমুকীমভিষিঞ্চ ামি নমঃ)।
কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক মস্তকে জল দিবেন—
ওঁ অমুকমভিষিঞ্চ ামি নমঃ (ওঁ হ্রীং অমুকীমভিষিঞ্চ ামি নমঃ)।

প্রণাম

পূজিত দেবতার প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করিবেন।

তর্পণ ঃ শ্রীপাত্র স্থাপিত অমৃতের দ্বারা তিনবার তর্পণ করিতে হয়। অর্ঘ্যপাত্রের বা সামান্যার্ঘ্য জলে তর্পণ চলিবে। যথা- ততঃ শ্রীপাত্র সংস্থেনামৃতেন ত্রিঃ প্রতর্পয়েৎ। (শ্রীপাত্র সংস্থেন—অর্ঘ্যপাত্রস্থেন, অমৃতেন—সামান্যার্ঘ্য জলেন ইতি)। (অন্নদা তন্ত্রে)।। **অভিষিঞ্চনঃ** দ্বিতীয়ান্ত পদ দ্বারা কুম্ভমুদ্রায় জলের সহিত দেবতায় ও স্বমস্তকে অভিষিঞ্চন করিতে হয়। যথা- নমোঽন্তং মূলমুচ্চার্য্য তদন্তে দেবতাভিধাং। দ্বিতীয়ান্তামহং পশ্চাদভিষিঞ্চাম্যনেন তু। অভিষিঞ্চেৎ স্বমূর্দ্ধানং তোয়ৈঃ কুম্ভাখ্য-মুদ্রয়া।। (গৌতমীয়ে)।। **প্রণাম বিধি ঃ** প্রণাম চারপ্রকার১। অভিবাদন ২। অষ্টাঙ্গ ৩। পঞ্চাঙ্গ ৪। করশিরঃসংযোগাখ্য। স্বীয় নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণম্যের পাদস্পর্শ করাতে অভিবাদন বলে। পূজা বিষয়ে অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই প্রশস্ত। **অষ্টাঙ্গ প্রণাম ঃ** হস্ত, পদ, জানুদ্বয় বক্ষঃস্থল ও মস্তক ভূমিসংলগ্ন করিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইয়া, চক্ষুদ্বারা মূর্ত্তি দর্শন, বাক্য দ্বারা প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ এবং মন দ্বারা রূপ চিন্তা করাকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে। যথা—"পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা। বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ।।" **পঞ্চাঙ্গ প্রণাম ঃ** হস্ত, জানু ও মস্তক ভূমি সংলগ্ন করিয়া চক্ষু দ্বারা মূর্ত্তি দর্শন ও বাক্য দ্বারা প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করত প্রণাম করাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে। যথা—"বাহুভ্যাঞ্চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা। পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরর্ষিণা"।। **দণ্ড প্রণাম ঃ** প্রদক্ষিণ না করিয়া আসন পরিত্যাগান্তে দেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম করাকে দণ্ড প্রণাম বলে। **দেবতা বিষয়ে প্রণাম ঃ** —বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাকে বামে রাখিয়া, শক্তি ও শঙ্করকে দক্ষিণে রাখিয়া এবং গুরুদেবকে অগ্রে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয়। যথা—"স্ববামে প্রণমেদ্ বিষ্ণুং দক্ষিণে শক্তিশঙ্করৌ। প্রণমেচ্চগুরোরগ্রে চান্যথা নিস্ফলং ভবেৎ।।" **একহস্তে প্রণাম নিষেধ ঃ** "এক হস্ত প্রণামঞ্চ এবং বাপি প্রদক্ষিণম্। অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্।।" **কোন স্থানে প্রণাম নিষেধ ঃ** সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়াতনেষু চ। প্রত্যেকন্তু নমস্কারং হন্তি পুণ্যং পুরা কৃতম্।।

পরিবারবর্গের পূজা

তন্ত্রমতে কেবল পরিবারবর্গের পূজা।

অনুজ্ঞা ঃ করজোড়ে শ্রীমৎ অমুক দেব/দেবি আজ্ঞাপয় ভবতঃ/ ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি।

পূজা ঃ যথাশক্তি উপচারে বা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অমুক দেবস্য/ দেব্যাঃ পরিবারেভ্যো নমঃ।

পরিবারবর্গ জানা থাকিলে তাহাদের নামোচ্চারণ করিয়া পূজা করিবেন।

আবরণ পূজা

আবরণ দেবতার নাম জানা থাকিলে অষ্টদলপদ্মের অগ্নিকেশর হইতে পূজা করিবেন। না জানা থাকলে কেবল মধ্যে পূজা করিবেন। যথাশক্তি উপচারে বা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অমুক দেবস্য/ দেব্যাঃ আবরণদেবতাভ্যো নমঃ। আবরণ দেবতার নাম জানা থাকিলে তাহাদের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিবেন।

বাহনের পূজা

যথাশক্তি উপচারে বা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অমুক দেবস্য/ দেব্যাঃ (বাহনায়) বাহনেভ্যো নমঃ।

অস্ত্র পূজা

যথাশক্তি উপচারে বা গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। অস্ত্রের নাম জানা থাকলে নামোচ্চারণ পূর্বক পূজা করিবেন।

দশদিকপাল পূজা

গন্ধপুষ্প বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

মণ্ডলের পূর্বদিকে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ লাং ইন্দ্রায় সুরধিপতয়ে পীতবর্ণায় বজ্রহস্তায় ঐরাবতবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

মণ্ডলের অগ্নিকোণে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোঽধিপতয়ে রক্তবর্ণায় শক্তিহস্তায় ছাগবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

মণ্ডলের দক্ষিণে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে কৃষ্ণবর্ণায় দণ্ডহস্তায় মহিষবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

মণ্ডলের নৈঋতকোণে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষাং নির্ঋতয়ে রক্ষোঽধিপতয়ে ধুম্রবর্ণায় খড়্গহস্তায় অশ্ববাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

আবরণ দেবতা ঃ মূল দেবতাকে সর্ব্বদা পরিবেষ্টন করিয়া যে সকল দেবতা অবস্থান করেন তাঁহাদিগকে সেই সেই দেবতার আবরণ দেবতা বলে।

মণ্ডলের পশ্চিমদিকে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বং বরুণায় জলাধিপতয়ে শুকবর্ণায় মকরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

মণ্ডলের বায়ুকোণে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাং বায়বে প্রাণাধিপতয়ে ধূম্রবর্ণায় অঙ্কুশহস্তায় মৃগবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

মণ্ডলের উত্তরদিকে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাং কুবেরায় যক্ষাধিপতয়ে শুকবর্ণায় নরবাহনায় গদাহস্তায় সপরিবারায় নমঃ।

মণ্ডলের ঈশানকোণে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হাং ঈশানায় ভূতাধিপতয়ে শুকবর্ণায় বৃষবাহনায় শূলহস্তায় সপরিবারায় নমঃ।

মণ্ডলের পূর্ব ও ঈশানের মধ্যে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে রক্তবর্ণায় পদ্মহস্তায় হংসবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

মণ্ডলের পশ্চিম ও নৈঋতের মধ্যে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাপিতয়ে গৌরবর্ণায় চক্রহস্তায় গরুড়বাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

প্রার্থনা ঃ ওঁ ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ব্রহ্ম বিষ্ণুশিবৈঃ সার্ধং রক্ষাং কুর্বন্তু তানি মে।। (পরার্থে-তে)
ওঁ দেবদানবগর্ন্ধবা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
ঋষয়ো মুনয়োগাবো দেবমাতর এব চ।
সর্বে মমাধ্বরে রক্ষাং প্রকুর্বন্তু মুদান্বিতাঃ।।

আদিত্যাদি নবগ্রহপূজা

গন্ধপুষ্প দ্বারা বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

সূর্য্য ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রৌং শিবায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাং অগ্নয়ে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রুং মাতঙ্গ্যৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রাং হ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীনারায়ণায় নমঃ।

নয়টি গ্রহ ঃ ১। সূর্য্য (Sun) ২। চন্দ্র (Moon) ৩। মঙ্গল (Mars) ৪। বুধ (Mercury) ৫। বৃহস্পতি (Jupiter) ৬। শুক্র (Venus) ৭। শনি (Saturn) ৮। রাহু (Dragon's head) ৯। কেতু (Dragon's Tail) । যথা—সূর্য্যশ্চন্দ্রোমঙ্গলশ্চ বুধশ্চাপি বৃহস্পতিঃ। শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চাপি নবগ্রহাঃ।। **গ্রহগণের উৎপত্তি ঃ** 'বৃহজ্জাতক' গ্রন্থে গ্রহগণের আর্বিভাব সম্পর্কে উক্ত আছে বিশ্বসংসার সৃষ্টিকালে তিমিররাশি অর্থাৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। তৎকালে পরমেশ্বর ভগবান স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি বিশ্বজগৎ, মেষাদিরাশি, নবগ্রহ ও অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র সকল সৃষ্টি করিয়া

চন্দ্র ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং উমায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ফট্ কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং শ্রীং হ্রীং দধিবামনায় নমঃ।

মঙ্গল ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ স্কন্দায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্লীং বগলামুখ্যৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নৃসিংহায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ক্লীং লক্ষ্মীবরাহায় নমঃ।

বুধ ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরাসুন্দর্য্যৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বুদ্ধায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং লক্ষ্মীজনার্দনায় নমঃ।

বৃহস্পতিঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং স্ত্রীং হুং ফট্ তারায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বামনায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং ঐং শ্রীধরায় নমঃ।

নিজেই সূর্য্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। যথা- 'তমস্তোমাবৃতে বিশ্বে জগদেতচ্চরাচরম্। রাশিগ্রহোড়ুসংঘাতং সৃজন্ সূর্য্যোঽভবত্তদা।' **গ্রহ পূজা করিতে হয় কেন ?** বেদে উক্ত আছে সূর্য্যের উপাসনাই হল পরমব্রহ্মের উপাসনা। গ্রহ পূজার কারণ গ্রহকে প্রীত করা। অবতার কথনাধ্যায়ে ৩নং শ্লোকে উক্ত আছে—অবতারণ্যনেকানি হ্যজস্র পরমাত্মনঃ। জীবানাং কর্ম ফলদো গ্রহরূপী জনার্দনঃ।।" পুনরায় গ্রহযামলে উক্ত আছে "গ্রহে তুষ্টে জগৎ তুষ্টং ত্রিত্রিংশদ্দেবকোটয়ঃ। প্রীতিরুষ্টা গ্রহাস্তস্য সর্বান্ কামান্ দহন্ত্যনম্।।" সেই হেতু গ্রহগণকে প্রীত করিলে জগৎ প্রীত হয় এবং দেবতাগণও প্রীত হন। গ্রহপূজার মাধ্যমে গ্রহগণকে প্রীত করা যায়। গ্রহগণ রুষ্ট হইলে মানবের দুঃখদুর্দশার শেষ থাকে না। সমস্ত কার্য্যই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব গ্রহশান্তির জন্য গ্রহপূজা একান্তই প্রয়োজন।

শুক্র ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ। (ওঁ শচ্যৈ নমঃ)
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ভুবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরশুরামায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং হ্রীং ঐং দামোদরায় নমঃ।

শনি ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যমায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং হ্রীং ঐং বামনায় নমঃ।
(মতান্তরে-ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং রাঘবায় নমঃ)

রাহু ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কালায় নমঃ।এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্পায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং হুং ফট্ ছিন্নমস্তায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বরাহায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং হ্রীং সুদর্শনায় নমঃ।

কেতু ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ঐং কেতুভ্যঃ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধূং ধূং ধূমাবত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৎস্যায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং ঐং শ্রীধরায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং ঐং নৃসিংহায় নমঃ।

প্রার্থনা ঃ **ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরাঃ।**
যৎপূজিতং ময়া দেবাঃ পরিপূর্ণং তদস্তু মে।।
ওঁ যৎকৃতং পূজনং দেবাঃ ভক্তি-শ্রদ্ধাবির্জিতম্।
পরিগৃহ্ণন্তু তৎসর্বং সূর্য্যাদ্যা গ্রহনায়কাঃ।।

পুনঃ পূজা

পূজিতদেবতার ধ্যান করিয়া পঞ্চোপচারে বা দশোপচারে বা ষোড়শোপচারে বা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া, গন্ধপুষ্প নিয়ে নিম্নমন্ত্রে পূজা করিবেন।

দেবপক্ষেঃএতে গন্ধপুষ্পে সায়ুধ-বাহন-পরিবারায় ওঁ অমুক দেবায় নমঃ।

দেবীপক্ষেঃ এতে গন্ধেপুষ্পে সায়ুধ-বাহন-পরিবারায়ৈ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

ভোগনিবেদন ঃ পূর্বনিয়মে ভোগনিবেদন করিয়া আচমনীয় জল, পানীয়জল, পুনরাচমনীয়, তাম্বুল দিয়া পুনরায় আচমনীয় জল প্রদান করিবেন।

গায়ত্রী জপ ঃ পূজিত দেবতার গায়ত্রী ১০৮ বা যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

মূলমন্ত্র জপ ঃ পূজিত দেবতার মূলমন্ত্র ১০০৮ বা যথাশক্তি জপ করতঃ জপ সমর্পণ করিয়া প্রাণায়াম করিবেন। অতঃপর মূল দেবতার তর্পণ-অভিষিঞ্চন-স্তবপাঠ-কবচপাঠ ও প্রণাম করিয়া আরাত্রিক করিবেন।

আবাত্রিক (আরতি)

পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূর, ধূপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, শুদ্ধবস্ত্র, পল্লব, চামর, পাখা ও দর্পণ লইয়া আরাত্রিক করিতে হয়। পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া প্রথমে উৎসর্গ করিবেন- **'ওঁ এতস্যৈ আরাত্রিকদীপমালায়ৈ নমঃ'** ৩বার জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবেন। একদ্রব্য উৎসর্গ করিলে আর দ্রব্য উৎসর্গ করিতে হয় না। বামপদ সামান্য অগ্রসর পূবর্বক ভূমিতে রাখিয়া দক্ষিণপদটি আসনের উপর রাখিয়া ঘণ্টাধ্বনি সহকারে গুরু ও পূজিত দেবতার স্তব কবচ পাঠ করিতে করিতেদেবতার নিম্ন অঙ্গের নিকট ৪বার, নাভিদেশে ২বার, মুখমণ্ডলে ৩বার, সর্বাঙ্গে ৭বার আরতির প্রদীপ ও দ্রব্যগুলি ঘুরাইবেন নিম্নমন্ত্রে—

ওঁ সমস্ত-চক্রচক্রেশি (চক্রেশ) শুভে দেবিনবাত্মিকে। (পুং দেবতাস্থলে-দেব)
আরাত্রিকমিদং তুভ্যং গৃহাণ মম সিদ্ধয়ে।।

আরত্রিক ঃ 'আ' অর্থে বিস্তৃতি, 'রতি' অর্থে প্রেম বা ভালবাসা। যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবতার স্বকীয় প্রীতির চরমসীমা লাভ ঘটে এবং দেবতার প্রতি আমাদের প্রেম বা ভালবাসার উদয় হয় তাহাকেই আরতি বলা হয়। আরো বলাআছে আরতির দ্বারা নিরতিশয় রাজন অর্থাৎ শোভা হয় বলিয়া ইহার নাম নীরাজন,। রাত্রিতে করিতে নাই বলিয়া ইহাকে আরতি (আরাত্রিক) বলে। রাত্রির প্রথম ও শেষ দণ্ডকে দিবা বলে। প্রথম ৪ দণ্ডের পর ৬ দণ্ডকে রাত্রি বলে। যথা—"দিবাচার্দ্ধপ্রহকাবাদ্যন্তে সুরসুন্দরি। ততো বৈ ঋতুদণ্ডাস্তু রাত্রিরুক্তা মনীষিভিঃ। শেষাৎ প্রাগৃতুদণ্ডাস্তু দিবারাত্রিশ্চ সা মতা। ততোঽবশিষ্টা যা রাত্রিঃ সর্ব্বদা পরিকীর্ত্তিতা।।"

প্রণাম ক্ষমাপ্রার্থণা

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
পূর্ণংভবতু তৎসর্ব্বং তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর (সুরেশ্বরি)।।
ওঁ অপরাধ-সহস্রানি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশম্ ময়া।
দাসোঽয়মিতিমাং মত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বর (পরমেশ্বরি)।।
ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বর (সুরেশ্বরি)।
যৎ পূজিতংময়া দেব (দেবি) ক্ষমস্ব পরমেশ্বর (পরমেশ্বরি)।।
ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
ক্রিয়াভাবং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর (পরমেশ্বরি)।।

নির্ম্মঞ্ছন শব্দেও নীরাজন বুঝায়। বিসর্জ্জনের পূর্ব্বেও নির্ম্মঞ্ছন বা নীরাজনের বিধি আছে। স্ত্রীলোকেরা প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্বে আরতির পরিবর্তে বরণ করিয়া থাকেন। সর্ব্ববিধ নিরাজনে করুণা প্রার্থনার সহিত দেবদিগের কীর্ত্তন এবং জয়ঘোষ করা উচিৎ। যথা- নীরাজনেষু সর্বেষু দেবনামাদি কীর্ত্তয়ন্। জয়ঘোষং প্রকুর্বীত কারুণ্যঞ্চাপি কীর্ত্তয়েৎ।। **আরতির গুরুত্বঃ**- ভগবান শিব পার্ব্বতী বলছেন- ভগবানের পূজাতে যদি মন্ত্রহীন ও ক্রিয়াহীন হয় তবে নীরাজন বা আরতির দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যথা- মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎকৃতং পূজনং হরেঃ। সর্ব্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে শিবে।। **আরতির দ্রব্য ঃ** ১ম দীপমালা বা পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূরদীপ, ২য় জলপূর্ণ শঙ্খ (শিব সূর্য্য ও শক্তি পূজায় শঙ্খ নিষিদ্ধ থাকায় কুশী দ্বারা জল) ৩য় ধৌত বস্ত্র (গামছা) ও দর্পণ, ৪র্থ পল্লব (পঞ্চপল্লব, আম্রপল্লব, বিল্বপত্র বা ফুল) , ও চামরাদি, ৫ম প্রণাম। যথা—"পঞ্চনীরাজনং কুর্য্যাৎ প্রথমং দীপমালয়া। দ্বিতীয়ং সোদকাব্জেন তৃতীয়ং ধৌতবাসসা। চ্যুতাশ্বত্থাদিপত্রৈশ্চ চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতম্। পঞ্চমং প্রণিপাতেন সাষ্টাঙ্গে ন যথাবিধি।। উত্থান একাদশী থেকে মাঘী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চামর দর্শন করাইতে নাই। **আরতি ঘুরাইবার নিয়ম ঃ** "আদৌ চতুষ্পাদতল প্রদেশে দ্বিনার্ভিদেশে মুখমণ্ডলে ত্রিঃ। সর্ব্বেষু চাঙ্গেষু চ সপ্ত বারানারাত্রিকং ভক্তজনঃ প্রকুর্য্যাৎ।।" **আরতির মাহাত্ম্য ঃ** দেবতার দেহ পুষ্পের চেয়েও কোমল। সেই কোমলাঙ্গে আমি আমার আনন্দের জন্য পুষ্প দিয়ে আঘাত করেছি। সেই পুষ্পাঘাতে আমার. অজ্ঞাতেই দেবদেহে বেদনা বা যন্ত্রণা হয়েছে। আরতির উদ্দেশ্য সেই বেদনার অপনোদন। এইজন্য প্রথমে বিষমবর্ত্তী দীপমালায় দেবতার বেদনা কাতর দেহে তাপ প্রদান। যাতে কল্পনা করলাম যেমন আমাদের দেহে কোথাও ব্যথা হলে সেঁক দিয়ে সেই ব্যথার উপশম বোধ করি, সেইভাবনা করছি। শঙ্খ জলে সেই দেবদেহে জল সিঞ্চন করে শীতলীকরণ করছি। ধৌত শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা সেই সিঞ্চিত জল মুছে নিচ্ছি। পরে চামর, পল্লব অথবা অশ্বত্থ পল্লবাদির দ্বারা ব্যজন বা বাতাস করছি, যাতে আঘাতপ্রাপ্ত দেহ উপশমের পর দেবতা শান্তিতে বিশ্রাম করতে পারেন। আমি মূঢ় আমার আনন্দের জন্য দেবতাকে কষ্ট দিয়েছি। দেবতা আমার উপর প্রসন্ন হোন, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুণ। এইজন্য ধূল্যব-লুণ্ঠিত হয়ে প্রণিপাত করছি।

সামবেদীয় কুশণ্ডিকা

উপবেশন ঃ কুশাসনে পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া মস্তকে উষ্ণিস্ বাঁধিয়া তিলকাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া দুইবার আচমন করতঃ আসনশুদ্ধি ও গায়ত্রীজপ সমাপনান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া মঙ্গলাচরণ করিবেন।

মঙ্গলাচরণম্ ঃ ওঁ চতুর্ব্বদন সদ্মস্থ-চর্তুব্বেদ কুটুম্বিনে।
দ্বিজানুষ্ঠেয়-সৎ-কর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ।।

স্থণ্ডিল নির্মাণ ঃ গোময়াদি পরিলিপ্ত স্থানে কেশ তুষাঙ্গারাদি রহিত (বর্জ্জিত) বালুকা দ্বারা এক অঙ্গুলি উচ্চ এক হস্ত পরিমাণ পূর্ব-উত্তরে ঢালু অথবা সম চতুষ্কোণ স্থণ্ডিল নির্মাণ করিবেন।

হোম ঃ দেবতার তৃপ্তির জন্য অগ্নিতে আহুতি প্রদানকে হোম বলে। **হোমের শ্রেণিবিভাগ ঃ** হোম তিন ভাগে বিভক্ত ১। কুশণ্ডিকা (অগ্নিস্থাপন)। ২। প্রকৃত কর্ম। ৩। উদীচ্য কর্ম।

কুশণ্ডিকা অর্থাৎ অগ্নিস্থাপন। **প্রকৃত কর্ম**—প্রধান হোম অর্থাৎ পূজিত দেবতার হোম। **উদীচ্য কর্ম**—হোমের বৈগুণ্য সমাধান। কি দিনে, কি রাত্রে হোম পূর্বমুখে করিতে হয়।

কুশণ্ডিকা = কুশ + অণ্ডচ্ + ঈপ্ = কুশণ্ডা + স্বার্থে ক + আপ্। যে প্রক্রিয়ায় হোমার্থ দ্রব্যের আয়োজন করা হয় তাকে কুশণ্ডিকা বলে। **বেদী নির্মাণ ঃ** বেদী শব্দের অর্থ পরিষ্কৃত ভূমি। চারিদিকেই চারি হাত মাপিয়া হোমের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে হয়। যথা—'পূর্ব্বপশ্চিমে উভে, দক্ষিণোত্তরে উভে, তাসু উভয়াসু দিক্ষু চতুর্হস্তপ্রমাণম্'।। চতুর্হস্তপ্রমাণ চতুষ্কোণ বেদীই প্রামাণ্য। গৃহমধ্যে পরিষ্কৃত স্থানে ছায়ামণ্ডপ করিয়া বেদী করিতে হয়। গৃহের বাহিরে নারিকেল শাখা পুতিয়া ছায়ামণ্ডপ প্রস্তুত করিতে হয়। যজমানের হস্ত ও অঙ্গুলির পরিমাপ লইতে হইবে। যথা—"মানক্রিয়ায়ামুক্তায়ামনুক্তে মান কর্ত্তরি। মানকৃদ্ যজমানঃ স্যাদ্ বিদুষামেষ নিশ্চয়ঃ"।। (ছন্দোগপরিশিষ্ট) ।। ভূমির উপর হোম করিলে হোমস্থান রেখা দ্বারা বা মৃত্তিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে হয়। **বেদী সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী ঃ** শ্রুতি বলিয়াছেন—দেবতা ও অসুরদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হইলে, অসুরেরা সমস্ত ত্রিভুবন অধিকার করলেন। অসুরেরা ভোগের জন্য পৃথিবী বিভাগ করতে উদ্যত হইলে, দেবতারা বামন রূপী যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে লইয়া, সেখানে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর কিঞ্চিৎ অংশ প্রার্থনা করলেন। অসুরেরা সম্মতি প্রকাশ করিয়া দেবতাদের জানালেন—তোমাদের ঐ প্রধান পুরুষ বিষ্ণু যতস্থান ব্যাপিয়া শয়ন করিবেন ততটুকুস্থান তোমাদের প্রদান করিব। বামনরূপী বিষ্ণু অপেক্ষা না করিয়াই পূর্বদিকে মস্তক রাখিয়া সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া শয়ন করিলেন। সমস্ত পৃথিবী দেবতারা এইভাবে জয় করিলেন। 'বিদ্' ধাতুর অর্থ হল লাভ করা। বিদ্ ধাতু হইতে বেদী শব্দের উৎপত্তি। দেবতারা লাভ করিয়া ছিলেন বলিয়া পৃথিবীর নাম বেদী হইল। বামনরূপী বিষ্ণু সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান

কুশপাতন ঃ স্থণ্ডিলের দক্ষিণ প্রান্তে এক অঙ্গুলি বাদ দিয়া এবং পশ্চিম দিকে দুই অঙ্গুলি ছাড়িয়া পূর্ব্বাগ্রে বারো (১২) অঙ্গুলি প্রমান কুশপাতিয়া, পাতিত কুশের মূল হইতে উত্তরাগ্র করিয়া একুশ (২১) অঙ্গুলি পরিমিত কুশ পাতিয়া, বারো (১২) অঙ্গুলি রেখার মূল হইতে সাত (৭) অঙ্গুলি উত্তরে একটি পূর্ব্বাগ্র প্রাদেশ-প্রমাণ, তাহা হইতে সাত (৭) অঙ্গুলি উত্তরে আর একটি পূর্ব্বাগ্র প্রাদেশ-প্রমাণ এবং তাহা হইতে সাত (৭) অঙ্গুলি উত্তরে অপর একটি পূর্ব্বাগ্র প্রাদেশ-প্রমাণ কুশ পাতিবেন।

করিতে হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নয় বলিয়া বেদি নির্মাণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়। বেদি সমগ্র পৃথিবী বলিয়া পরিগণিত হয় যথা—"যাবতী বেদিস্তাবতী পৃথিবী"।

১। কনুই হইতে মধ্যমার অগ্র পর্য্যন্ত এক হাত।

২। মুষ্ঠি বদ্ধ মানকে রত্নি বলে।

৩। কনুই হইতে কনিষ্ঠাগ্র পর্য্যন্ত হস্তপ্রমাণ কে অরত্নি বলে।

৪। অঙ্গুষ্ঠের অগ্র হইতে তর্জ্জনীর অগ্র পর্য্যন্ত মাপকে প্রাদেশ বলে।

৫। অঙ্গুষ্ঠের অগ্র হইতে মধ্যমার অগ্র পর্য্যন্ত মাপকে তাল বলে।

৬। অঙ্গুষ্ঠের অগ্র হইতে অনামিকার অগ্র পর্য্যন্ত মাপকে গোকর্ণ বলে।

৭। অঙ্গুষ্ঠের অগ্র হইতে কনিষ্ঠার অগ্র পর্য্যন্ত মাপকে বিতস্তি বলে। (১২ অঙ্গুলি বা অর্দ্ধহস্ত) বৃহৎ পবের্বর গ্রন্থির মান—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগের এবং মধ্যাঙ্গুলির মধ্য পর্বের মূলগ্রন্থির মান)। **বেদীতে গোময় লেপন করিতে হয় কেন?** ভগবান বিষ্ণু বামনাবতার রূপে তাঁর পায়ের দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং বরাহ অবতাররূপে দন্ত দ্বারা রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবী পবিত্র। তা সত্বেও পৃথিবীতে গোময় লেপন করিতে হয় তার কারণ—দেবরাজ ইন্দ্র 'বৃত্রাসুর' নামক অসুরকে তাঁর বজ্রদ্বারা বধ করলে বৃত্রাসুরের মেদে পৃথিবী লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাই পৃথিবীকে পবিত্র করার জন্য গোময় লেপন করিতে হয়। যথা—"বিষ্ণুপাদপরিক্রান্তা বরাহেণোদ্ধৃতা চ যা। শুচির্মেধ্যা চ পূতা চ কিমর্থমুপলিপ্যতে।। ইন্দ্রেণ বজ্রাভিহতঃ পুরা বৃত্রো মহাসুরঃ। মেদসা তস্য সংক্লিন্না তদর্থমুপলিপ্যতে।।" **পূর্বদিক মুখ করিয়া হোম করিতে হয় কেন?** দিনের বেলায় বা রাত্রিকালে হোম পূর্বমুখে বসিয়া হোম করিতে হয়, কারণ বেদীর উৎপত্তি কাল প্রসঙ্গে বলা হয়েছে বামন রূপী যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু পূর্ব দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমদিকে ছিলেন তাঁহার পাদতল, সেই জন্যেই পশ্চিমদিকে বসিয়া পূর্বমুখে হোম করিতে হয়। **স্থণ্ডিল কাহাকে বলে**—কিছুটা উচ্চ করিয়া নির্ম্মিত সমতল ভূমিকে স্থণ্ডিল বলে। যথা—"কিঞ্চিদুচ্ছ্রিতা সমা কৃত্রিমা ভূমিঃ স্থণ্ডিলমুচ্যতে"।। চতুর্দ্দিকে হস্তপ্রমাণ ও অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ উচ্চ করিয়া বালুকা দ্বারা সুন্দর রূপে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিতে হয়। শ্রুতির বচনে উক্ত আছে বালুকা অগ্নির একটি মূর্ত্তি, এ মূর্ত্তিতে অগ্নিকে

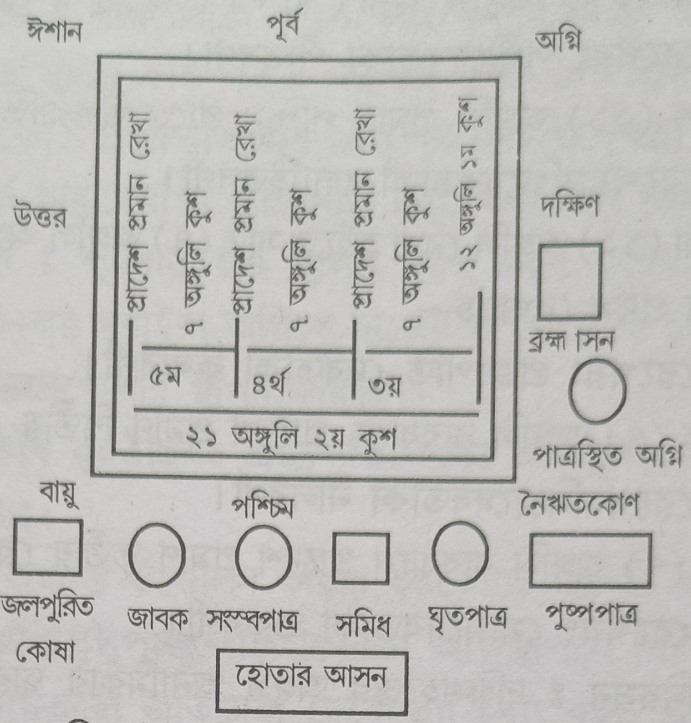

রেখাকরণ ঃ দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া আসন হইতে চারি অঙ্গুলি দূরে উত্তরাগ্র করিয়া একগাছি কুশ পাতিয়া এই পাতিত কুশে বামহস্ত চিৎ করিয়া রাখিবেন। (অগ্নিস্থাপন পর্য্যন্ত চিৎ করিয়া রাখিতে হইবে)। দক্ষিণহস্তের অঙ্গষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা প্রাদেশ প্রমাণ কুশমূল দ্বারা রেখাকরণ করিবেন।

রুদ্ধ করিতে পারা যায় না। যথা—'সিকতা নির্বপতি। এতদ্ বা অগ্নেবৈশ্বানরস্য রূপম্।। **উষ্ণিষ ব্যতিরেকে হোম করিতে নাই ঃ** 'উষ্ণীষেণ বিনা রাজন্ হোমং যঃ কুরুতে নরঃ। হোতুর্শ্চক্ষু বিনাশ স্যাৎ হবনঞ্চবৃথা ভবেৎ।।' (হোমকর্মে)।। **উষ্ণীষ ধারণের আবশ্যকতা ঃ** 'উষ্ণীষেণ বিনা যস্তু হুয়তে চ হুতাশনে। কত্তুর্যজ্ঞ ফলং নাস্তি হোতা চ নরকং ব্রজেৎ।।' **উষ্ণীষের বর্ণ ও পরিমাণ ঃ** 'শুক্লেন নববস্ত্রেণ চোষ্ণীষং কারয়েদ্বুধঃ। অষ্টাবিংশতিরষ্টৌ বা দৈর্ঘ্যমাণং প্রকীর্তিতম্।।' **উষ্ণীষ ধারণের কারণ ঃ** মানবদেহের মস্তিষ্ক হল প্রধান দপ্তর। এর সুরক্ষার জন্যই উষ্ণীষ বাঁধিতে হয়। কর্ণ কুহরের সঙ্গে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে সরাসরি সংযোগ থাকায় তাপ তরঙ্গ ঐ পথে মস্তিষ্ককে দ্রুত উত্তপ্ত করিতে পারে। সাধারণতঃ চুলের রং কালো বর্ণ, সমস্ত বর্ণের আলোক রশ্মিকে কালো বর্ণ শোষণ করে মাথার উপরিভাগকে দ্রুত উত্তপ্ত করতে পারে, এরই প্রতিকার হিসাবে মাথার চুল ও কর্ণকুহর আবৃত করিয়া উষ্ণীষ বাঁধিতে হয়। **সাদা বর্ণের উষ্ণীষ ব্যবহার করিতে হয় কেন ঃ** সাদা রং হল সাতটি মৌলিক বর্ণের (বেনীআসহকলা) মিশ্রণ। এই বর্ণের বস্তু বা বস্ত্রের উপর যেকোনো বর্ণের আলোক রশ্মি পড়লে তা প্রতিফলিত হয়। তাই যেকোনো রশ্মির আপতনে ঐ বস্ত্রধারীর কম তাপ অনুভূত হয়, এইজন্যই যজ্ঞস্থলে সাদাবর্ণের উষ্ণীষ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সাদা বস্ত্র পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

১। বারো (১২) অঙ্গুলি প্রমাণ দক্ষিণপ্রান্তে পূর্বাভিমুখীরেখাতে—
ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা।

২। একুশ (২১) অঙ্গুলি প্রমাণ পশ্চিম প্রান্তে উত্তরাভিমুখী রেখাতে
ওঁ রেখেয়মগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা।

৩। বারো (১২) অঙ্গুলি রেখা হইতে সাত (৭) অঙ্গুলি অন্তরিত পূর্বাভিমুখী প্রাদেশ প্রমাণ প্রথম রেখাতে—
ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতি দেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা।

৪। সাত (৭) অঙ্গুলি ব্যবধানে প্রাদেশ প্রমাণ দ্বিতীয় রেখাতে—
ওঁ রেখেয়মিন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা।

৫। সাত (৭) অঙ্গুলি ব্যবধানে প্রাদেশ প্রমাণ তৃতীয় রেখাতে—
ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা।

উৎকর নিরসন ঃ দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা রেখা করণের কুশমূলের সহিত পাঁচরেখার মূলদেশ হইতে উৎকর স্বরূপ বালুকা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ঈশানকোণে অরত্নি প্রমাণ দূরস্থানে নিক্ষেপ করিবেন।

প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দেবতা উৎকরনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।।

স্থণ্ডিল অভ্যুক্ষণ ঃ পূর্বস্থাপিত স্থণ্ডিলের রেখাসমূহে কুশ-পুষ্পের দ্বারা জল লইয়া অভ্যুক্ষণ করিবেন।

কাষ্ঠপাতন ঃ প্রথমরেখা ও চতুর্থরেখার উপর পূর্ব-পশ্চিমে কাষ্ঠপাতন করিয়া তদুপরি উত্তর দক্ষিণ করিয়া কাষ্ঠপাতন করিবেন।

উৎকরনিরসন ঃ স্থণ্ডিলে রেখাকরণের সময় রেখায় পাতিত বালুকণাকে দূরে নিক্ষেপ করিবার নাম উৎকর নিরসন। **অভ্যুক্ষণ ঃ** রেখাকরণের সময় পৃথিবীর যে যন্ত্রণা হয়, তাহা শান্তির জন্যই জলের ছিটা (অভ্যুক্ষণ) করিতে হয়। জলের অপর নাম জীবন, জলই মহৌষধ। **জলের ছিটার দেওয়া প্রভেদ ঃ** ১। চিৎ হাতে জলের ছিটা দেওয়াকে **প্রোক্ষণ বলে** ২। উপুড় হাতে জলের ছিটা দেওয়াকে **অভ্যুক্ষণ বলে** ৩। কাইত হাতে জলের ছিটা দেওয়াকে **অবোক্ষণ বলে**। যথা—"উত্তানেনৈব হস্তেন প্রোক্ষণং সমুদাহৃতম্! নুজ্জতাভ্যুক্ষণং প্রোক্তং তিরশ্চাবোক্ষণং মতম্।।" 'অবোক্ষ্য প্রোক্ষ্যেতি রত্নাকর!'—রঘুনন্দন। অপোঽবোক্ষতি শান্ত্যৈ-শ্রুতি। **ক্রব্যাদ অগ্নি ঃ** ক্রব্যাদ্ শব্দের অর্থ হল শবদেহাদিরূপে মাংসভোজী। রঘুনন্দনের মতে ক্রব্যাদ্ অগ্নি দক্ষিণ দিকে নিক্ষেপ করিতে হয় যথা—"যমরাজ্যমিতি মন্ত্রলিঙ্গাৎ দক্ষিণ স্যাং দিশি ক্ষিপ্তা"—রঘুনন্দন। **হোমের কাষ্ঠ ঃ** হোমের জন্য খদির ও পালশ কাষ্ঠই প্রশস্ত। কাষ্ঠ বিভীতক (বয়ড়া), তিন্ত্বক

অগ্নিসংস্কার ঃ দক্ষিণদিকে কাংস/তাম্র/মৃৎপাত্রের উপর অগ্নি রাখিয়া ঐ অগ্নি হইতে জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক নৈঋতকোণস্থ পাত্রোপরি নিক্ষেপ করিবেন। প্রজাপতির্ঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং, যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।।

অগ্নিস্থাপন ঃ পুনরায় শুদ্ধ জ্বলন্ত অগ্নি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবার ঘুরাইয়া অগ্নিকে নিজের সম্মুখ দিকে রাখিয়া স্থণ্ডিলের মধ্যস্থানে তৃতীয়রেখোপরি স্থাপন করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষি র্বৃহতীছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ।

প্রার্থনা ঃ বামহস্ত উত্তোলন করিয়া করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌চ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতদেবা দেবেভ্যো হ্ব্যং বহতু প্রজানন্।
ওঁ সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্ব-কর্ম্মসু।।

অগ্নির নামকরণ ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—

ওঁ অগ্নে ত্বং অমুক নামাসি।

(অমুকস্থানে প্রকৃত কর্মের অগ্নির নাম হইবে)

অগ্নিপূজা ঃ কূর্মমুদ্রায়পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবেন—

ওঁ পিঙ্গভ্রশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ, সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।

(লোধ), বাধক, কদম্ব, নিম্ব, রাজবৃক্ষ (সোঁদাল), শিমুল, অরলু (শোনাগাছ), কপিত্থ (কয়েত বেল), কেবিদার (রক্তকাঞ্চন), শ্লেষ্মাতক (বহুয়ার) এই সমস্ত কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিতে নাই। হোমের বিহিত কাষ্ঠ বনস্পতি কাষ্ঠ অর্থাৎ বট, অশ্বত্থ, শাল, সেগুন, যজ্ঞোডুম্বর, বিল্ব, বকুল, চম্পক, নাগেশ্বর চাঁপা, ক্ষিরিবৃক্ষের কাষ্ঠ, দ্বারা হোম করা যাইবে। কোন কোন তান্ত্রিক ক্রিয়ায় কুলকাষ্ঠের হোম বিহিত আছে। ভিজে অসার, অম্লরস বিশিষ্ট ও কণ্টকপূর্ণ কাষ্ঠাদিতে হোম নিষিদ্ধ। **অগ্নি প্রজ্জ্বলন ঃ** হোম করিতে করিতে অগ্নি জ্বালাইবার দরকার হইলে হস্ত, শূর্প, স্ফ্য (খড়্গাকৃতি যজ্ঞপাত্র বিশেষ), কাষ্ঠ বস্ত্র ও পাখা দ্বারা বাতাস দিবেন না। ফুঁ দিয়া অগ্নি জ্বালিবেন। কারণ পুরুষসূক্ত মন্ত্রে আছে—'মুখাদগ্নিরজায়ত' মুখ হইতে অগ্নির উৎপত্তি। যথা- 'জুহূষংশ্চ হুতে চৈব

আবাহন ঃ আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবেন—

ওঁ অমুকাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া অগ্নিতে ধ্যান পুষ্প দিয়া পূজা করিবেন।

এষ গন্ধঃ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।।

এতৎ পুষ্পম্ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।।

এষ ধূপঃ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।।

এষ দীপঃ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।

এতৎ নৈবেদ্যং অমুকাগ্নয়ে নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে, মখেশ্বরাণাং মখতামুপেয়ুষে।
চরাচরাণাং জঠরেষু সংস্থিতে, ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে।।

অগ্নিতে সমিধ্‌দান ঃ একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

ব্রহ্মস্থান সিঞ্চ ন ঃ দক্ষিণদিকে স্থণ্ডিলের অগ্নি হইতে অরত্নি প্রমাণ অর্থাৎ কনুই হইতে কনিষ্ঠার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্থান ব্যবধানে (যে স্থানে ব্রহ্মা াসন হইবে) পূর্ব্বাগ্রে করিয়া জলধারা দিবেন।

পাণিসূর্পস্ফ্যদারুভিঃ। ন কুর্য্যাদগ্নিধমনং ন কুর্য্যাদ্ ব্যজনাদিনা।। মুখেনাগ্নিজ্বালনং তত্রৈব। মুখেনৈব ধমেদগ্নিং মুখাৎ শুদ্ধিঃ প্রজায়তে।।' (কাত্যায়নঃ)। আবার শাস্ত্রে বলা আছে যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হয় তাহলে ফুৎ কারের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলন করিবেন। তালবৃন্তের বাতাসে পণ্ডিতগণ শুদ্ধ অগ্নি প্রজ্বলন করিবেন। যথা- ফুৎকারাগ্নিং জ্বলদ্বিপ্রাঃ সাগ্নিকত্বং ভবেৎ যদি। তালবৃন্ত সমীরেণ শুদ্ধাগ্নিনা হুতং হুধাঃ।। (স্মৃতৌ)।। **অগ্নির উৎপত্তি ঃ-** মহাযোগী ব্রহ্মার একবার রতিদেবীকে দর্শনমাত্র রেতঃ পাত হয়। ব্রহ্মা অতিশয় লজ্জিত হয়ে নিজ পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই রেতঃ সহসা আবরণ বস্ত্র দগ্ধ করে জাজ্বল্যমান শিখাসমূহে পরিবেষ্টিত অতিপ্রকাণ্ড দেবপ্রধান জ্বলন্ত অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া উঠলেন। এইরূপে অগ্নির উৎপত্তি হল। **অগ্নিপূজা ঃ** অগ্নিতে গন্ধ,পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যের দ্বারা পূজা করিবেন। ধূপের পরিবর্তে জল দিতে নাই। ঘৃত দিতে হয়। **ব্রহ্মাস্থাপন ঃ** ৫০টি সাগ্র কুশ দ্বারা ব্রহ্মা করিতে হয়। কিন্তু সামবেদে দর্ভ সংখ্যা বিহিত নাই যথা—'যজ্ঞবাস্তুনি মুষ্ট্যাঞ্চ স্তম্বে দেববটৌ তথা। দর্ভসংখ্যা ন বিহিতা বিষ্টরাস্তরণেষ্বপি।।' (ছন্দোগপরিশিষ্ট)।। সাগ্রকুশগুলিকে ঊর্দ্ধে রাখিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে 'ওঁ' মন্ত্রে আড়াই পেঁচ দিয়া ব্রহ্মা নির্ম্মাণ করিতে হয়। যথা—ঊর্দ্ধকেশো ভবেদ্

ব্রহ্মাসন করণ ঃ দক্ষিণদিকে অরত্নি প্রমাণ দূরে জলধারার উপর পূর্বাগ্র করিয়া কতকগুলি কুশ পাতন করিবেন।

তৃণনিরসন ঃ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হাঁটু দ্বারা বামহাঁটু স্পর্শ করিয়া, বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা ব্রহ্মাসন হইতে একটি কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক নৈর্ঋতকোণে নিক্ষেপ করিবেন। কুশময় ব্রহ্মা হইলে এই কর্ম্ম হোতা করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপছন্দোঽগ্নির্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।। অতঃপর ব্রহ্মাসনে জলের ছিটা দিবেন।

ব্রহ্মাস্থাপন ঃ দক্ষিণহস্তে জল স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণপায়ের দ্বারা বামপাকে চাপিয়া উত্তরমুখে বসিয়া পঞ্চাশগাছি কুশ নির্মিত ব্রহ্মাকে জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া দুইহস্তে ব্রহ্মাকে ধরিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক দক্ষিণদিকে পূর্বাগ্র করিয়া কুশোপরি স্থাপন করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষি-রনুষ্টুপছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আ বসোঃ সদনে সীদ। কুশময় ব্রহ্মাস্থলে হোতা স্বয়ং **'সীদামি'** বলিবেন।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা স্থলে ঃ— প্রজাপতির্ঋষি-রগ্নির্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ বসোঃ সদনে সীদামি। এই মন্ত্র বলিয়া উত্তর মুখে বসিবেন।

ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ। দক্ষিণাবর্ত্তকো ব্রহ্মা বামাবর্ত্তস্তু বিষ্টরঃ।। (ছন্দোগপরিশিষ্ট)।। 'ওঁ' মন্ত্রে ব্রাহ্মণ বাঁধিতে হয়। যথা—'ওঙ্কারেণৈব মন্ত্রেণ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ কুশদ্বিজম্'। (শান্তিদীপিকা) ।। পূর্বদিকে ব্রহ্মার মাথা রাখিতে হয়। কুশময় ব্রহ্মার পরিবর্তে শালগ্রামকে অগ্ন্যভিমুখে অর্থাৎ উত্তরমুখ করিয়া বসাইতে হয়। **ব্রহ্মস্থাপনের প্রকার ঃ** কুশময় ব্রাহ্মণকে অথবা বেদজ্ঞ সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণকে, ছত্রকে, উত্তরীয় বস্ত্রকে কিংবা কমণ্ডলুকে ব্রহ্মা রূপে কল্পনা করিতে হয়। **সীদামি ঃ-** সামবেদি অগ্নিস্থাপনে স্থণ্ডিলের দক্ষিণপ্রান্তে ব্রহ্মাস্থাপনের ব্যবস্থা আছে। ব্রহ্মার প্রতিনিধি রূপে বেদজ্ঞব্রাহ্মণ, কুশময়ব্রাহ্মণ, ছত্র, উত্তরীয় বস্ত্র, কমণ্ডলু এবং শালগ্রামশিলা স্থাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। যদি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হন সেইক্ষেত্রে হোতার অনুরোধে তিনি 'সীদামি' বলিয়া আসন গ্রহণ করিবেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে কুশময়াদি ব্রাহ্মণ উত্তরদিতে সমর্থ না হাওয়ায়, তাঁহাদের পক্ষে 'সীদামি' পদ ব্যবহার হয় না। কিন্তু সর্বত্রই ব্রহ্মা হোতাকে স্পর্শ করিয়া থাকিবেন। যদি মনুষ্যব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হন তাহাহইলে, হোতা নিজের বামহস্ত দক্ষিণ বাহুমূলে স্পর্শ করিয়া হোম করিবেন। ইহার উদ্দেশ্য মনে মনে কল্পনা করা যে ব্রহ্মা আমাকে স্পর্শ করিয়া লইয়াছেন। সাক্ষাৎ ব্রহ্মার পরিবর্তে যদি এই কল্পনা করিতে হয় সেইক্ষেত্রে ব্রহ্মার উত্তর 'সীদামি' শব্দ প্রয়োগে দোষ কি? সামবেদীয় বা অন্যান্য বেদি বিবাহে বধূ যদি লজ্জাবশত

ব্রহ্মার পূজা ঃকতকগুলো কুশ নিয়ে ব্রহ্মাকে চাপা দিয়া পূজা করিবেন—

এষ গন্ধঃ ওঁ কুশময় ব্রহ্মণে নমঃ। এতানি কুশ কুসুমানি ওঁ কুশময় ব্রহ্মণে নমঃ। এষ ধূপ ওঁ কুশময় ব্রহ্মণে নমঃ। এষ দীপ ওঁ কুশময় ব্রহ্মণে নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ কুশময় ব্রহ্মণে নমঃ। এতৎ ফলতাম্বুলং ওঁ কুশময় ব্রহ্মণে নমঃ।(সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণের উপর কুশ দিতে হয় না। 'এতানি সচন্দন কুশ কুসুমানি ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।' এইরূপে পূজা করিবেন।)

অযজ্ঞিয় বাগ্‌বচন ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা অযজ্ঞিয়বাগ্-বচন নিমিত্ত জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংসুলে (পাংসুড়ে)। ওঁ নমো বিষ্ণবে।

চরুপাক ঃ প্রকৃত কর্মে চরুহোম থাকিলে এইসময়ে মুষ্টিগ্রহণ পূর্বক চরুপাক করিবেন।

ভূমিজপ ঃ দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া অধোমুখ বামহস্ত নৈর্ঋতকোণের ভূমিতে তদুপরি দক্ষিণহস্ত বায়ুকোণের ভূমিতে অধোমুখে পরস্পর অসংলগ্ন অবস্থায় রাখিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন।

পরমেষ্ঠী ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইদং ভূমের্ভজামহ ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলম্।
পরা সপত্নান্ বাধ স্বান্যেষাং বিন্দতে ধনম্।।

(রাত্রিতে কর্ম্ম হইলে 'ধনম্' স্থলে 'বসু' হইবে।)

মন্ত্র না বলেন সেইক্ষেত্রে বর বলিলেই তাহা সিদ্ধ হইবে। বর তো বিবাহ করছে, বধূর হইয়া তিনি কি রূপে প্রতিজ্ঞা করিতেছে। প্রাচীন পদ্ধতিকারগণ কিন্তু বধূর বক্তব্য বর বলিলেই সিদ্ধ হইবে বলিয়াছেন। এক্ষেত্রে অগ্নিস্থাপনে 'সীদামি' এই ব্রহ্মার উত্তর হোতা বলিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না কেন? এই বিষয়ে সুধীগণের মতামত আলোচনীয়। তন্ত্রোক্ত অগ্নিস্থাপনে কুশময়াদিব্রহ্মার বক্তব্য হোতা বলিবেন, এইরূপ নির্দেশ আছে। বর্তমান সময়ে বৈদিকী তান্ত্রিকী এবং পৌরানিকী মিশ্র প্রচলিত ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে। তাহা শাস্ত্র মধ্যে গণ্য। সেইক্ষেত্রেও ব্রহ্মার বক্তব্য হোতা বলিবেন। **কুশময় ব্রহ্মার পূজা ঃ** কুশময় ব্রহ্মাকে পূজা করার সময় পূজোপকরণগুলি দক্ষিণাবর্ত্তে অর্থাৎ অগ্নির উত্তর-পূর্ব দিক দিয়া লইয়া দক্ষিণ দিকে কুশময় ব্রহ্মার কাছে দিবেন। **অযজ্ঞিয় বাগ্‌বচন ঃ** যজ্ঞের সময় অযাজ্ঞিক বাক্য বা অসংস্কৃত বাক্য বলিলে বৈষ্ণবী ঋক্, অথবা বৈষ্ণব যজুঃ পাঠ করিতে হয়। 'ওঁ নমো বিষ্ণবে' মন্ত্র বিধান আছে। বৈষ্ণবী ঋক্—'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংশুলে। বৈষ্ণব যজুঃ—বিষ্ণো রবাটমসি, বিষ্ণোঃ শপ্তে স্থো, বিষ্ণোঃ স্যূরসি, বিষ্ণোধ্রুর্বোঽসি বৈষ্ণব মসি, বিষ্ণবেত্বা।।' যজ্ঞের সময় কেবল একবার

স্থণ্ডিল মার্জন ঃ দক্ষিণহস্তে কতকগুলো কুশ লইয়া অগ্নির উত্তর দিক হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে (দক্ষিণাবর্ত্তে অর্থাৎ উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এইরূপক্রমে) তিনবার তিনটি মন্ত্রপাঠ করিয়া মার্জন করিবেন। নিম্নলিখিত প্রতিটি মন্ত্রের ঋর্ষি চ্ছন্দ এক সেইহেতু একবার ঋষিচ্ছন্দ বলিলেই হইবে।

ঋষিচ্ছন্দ ঃ কুৎস (কৌৎস) ঋষির্জগতী চ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা, পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহনি, আগ্নিমারুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ।

১। **ওঁ ইমং স্তোমমর্হতে জাতবেদসে, রথমিব সম্মহেমা মনীষয়া।**
ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।।

২। **ওঁ ভরামেধাং কৃণুবামা হবীংষি তে, চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণা পর্ব্বণা বয়ম্।**
জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়োঽগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।।

৩। **ওঁ শকেমত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়স্ত্বে দেবা হবিরদন্ত্যা হুতম্।**
ত্বমাদিত্যাঁ আ বহ তান্ হ্যশ্ম স্যগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।।
মার্জনের পর কুশগুলো ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবেন।

কুশাস্তরণ ঃ উপমূললূন অর্থাৎ মূলের উপরিভাগে ছিন্ন কতগুলি কুশ পৃথকভাবে পূর্বাগ্র করিয়া অগ্নির পূর্বদিকে উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত, একের অগ্র দ্বারা অন্যের মূল অচ্ছাদন পূর্বক তিনবার বিছাইবেন। কুশসখ্যার নিয়ম না থাকায় ন্যূনপক্ষে তিনগাছি প্রাদেশ প্রমাণ সাগ্র কুশ লইয়া অগ্নির পূর্বদিকে কতকটা স্থান বাদ দিয়া পূর্বাগ্র করিয়া উত্তর দিক ঘেঁসিয়া একগাছি, মধ্যে একগাছি ও দক্ষিণদিকে একগাছি পাতিবেন। তারপর আর তিনগাছি ঐরূপ কুশ লইয়া তাহাদের অগ্র দ্বারা পূর্ব পাতিত প্রথম সারির কুশ

অযজ্ঞিয়মন্ত্র বলিলে হইবে, অযজ্ঞিয় বাক্য বলিলে মন্ত্র বলিতে হইবে বৈষ্ণবীঋক বা ওঁ নমো বিষ্ণবে বলিবেন, যথা—যদ্যযজ্ঞিয়াং বাচং বদেৎ বৈষ্ণবীমৃচং যজুর্বা জপেদপি বা নমো বিষ্ণবে ইত্যেবং ব্রূয়াৎ"—গোভিল। **কুশাস্তরণ ঃ** অগ্নির চতুর্দিকে বেদির উপর কুশ বিছাইতে হয় কারণ, বেদিই হলেন স্ত্রী, সেইরূপ উলঙ্গ অর্ধনগ্ন রাখা উচিত নয়। কুশ দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয়। যথা—'যোষা বৈ বেদিঃ .....অনগ্নতায়া এব তস্মাদ্বর্হিস্তৃণাতি।।" (শ্রুতি) বেদির উপর কুশ আস্তরণ করিলে যজমানের প্রজা ও পশু বিস্তার লাভ করে। যথা—'যজ্ঞস্য ত্বা সন্তত্যৈ স্তৃণামি...যজমানস্য প্রজায়ৈ পশূনাং সন্তত্যৈ।।' (শ্রুতি)। কুশাচ্ছাদনের কুশগুলো এমন ভাবে বিছাইতে হইবে, কোনোটি কোনটির গায়ে না লাগে। পূর্বাগ্র করিয়া বিছাইতে হইবে। কুশাস্তরণের কুশ হইতে কখনো কুশ লওয়া যাইবে না। যথা—"আস্তৃতেভ্যো ন প্রচিন্বীয়াৎ যাতযামং স্তৃতং স্মৃতম্" (গৃহ্যাসংগ্রহ)। স্থণ্ডিলের পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিম ক্রমে বিছাইতে হয়। কিন্তু, পূর্ব,

গুলির মূল যথাক্রমে চাপা দিবেন, আবার তিনগাছি কুশ লইয়া তাহাদের অগ্র দ্বারা দ্বিতীয় সারির কুশগুলির মূল যথাক্রমে চাপা দিবেন। এইরূপে অগ্নির দক্ষিণদিকে পূর্বান্ত হইতে পশ্চিমান্ত পর্য্যন্ত, উত্তরদিকে পূর্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত, এবং পশ্চিম দিকে দক্ষিণান্ত হইতে উত্তরান্ত পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বিছাইবেন। অর্থাৎ অগ্নির দক্ষিণদিকে পূর্ব দিক ঘেঁসিয়া তিনগাছি পূর্বাগ্র কুশ পাতিয়া, তিনগাছি কুশের অগ্র দ্বারা ঐ কুশগুলির মূল চাপা দিবেন। আবার তিনগাছি কুশের অগ্র দ্বারা দ্বিতীয় সারির কুশের মূল চাপা দিবেন। তারপর উত্তর দিকে পূর্বদিক ঘেঁসিয়া পূর্বাগ্র তিনগাছি কুশ পাতিয়া আর তিনগাছি কুশের অগ্র দ্বারা ঐ কুশগুলির মূল চাপা দিবেন। আবার তিনগাছি কুশের মূল চাপা দিবেন। পশ্চিমদিকে দক্ষিণদিক ঘেঁসিয়া একগাছি, মধ্যে একগাছি ও উত্তরদিক ঘেঁসিয়া একগাছি পূর্বাগ্র কুশ পাতিয়া, আর তিনগাছি কুশের অগ্র দ্বারা ঐ কুশগুলির মূল যথাক্রমে চাপা দিবেন। আবার তিনগাছি কুশের অগ্রদ্বারা দ্বিতীয় সারির কুশগুলির মূল চাপা দিবেন।

দিকপাল পূজা

ঘৃতমিশ্রিত চাল দ্বারা অগ্নিতে নিক্ষেপ রূপ পূজা করিবেন।

স্থণ্ডিলের পূর্বদিকে—ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা।
,, অগ্নিকোণে—ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।
,, দক্ষিণদিকে—ওঁ যমায় স্বাহা।
,, নৈঋত কোণে—ওঁ নৈঋতায় স্বাহা।
,, পশ্চিমদিকে—ওঁ বরুণায় স্বাহা।
,, বায়ুকোণে—ওঁ বায়বে স্বাহা।
,, উত্তর দিকে—ওঁ কুবেরায় স্বাহা।
,, ঈশান কোণে—ওঁ ঈশানায় স্বাহা।
,, পূর্ব ও ঈশানের মধ্যে—ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা।
,, পশ্চিম ও নৈঋতের মধ্যে—ওঁ অনন্তায় স্বাহা।

দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ক্রমে নয়। যথা—"অগ্নিমুপসমাধায় কুশৈঃ সমন্তং পরিস্তৃণুয়াৎ পুরস্তাদ্দক্ষিণত উত্তরতঃ পশ্চাদিতি" ।। আস্তরণে দর্ভসংখ্যার নিয়ম না থাকায় চারিদিকেই এক এক সারিতে প্রচুর কুশ বিছানো যাইতে পারে। কিন্তু সর্বত্রই প্রথম সারির কুশ পৃথক্ পৃথক্ পাতিতে হইবে। প্রথম সারিতে যতগুলো কুশ পাতা হইবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারিতেও ঠিক ততগুলো কুশই অগ্রদ্বারা পূর্ব পাতিত কুশ গুলির মূল চাপা দিয়া পাতিত হইবে।

বিংশতিকাষ্ঠ প্রদান ঃ কেবল সংস্কার কর্মে। ঘৃতমিশ্রিত কুড়িটি দুইপ্রাদেশ প্রমাণ বা প্রাদেশ-প্রমাণ খদির/পলাশ/উড়ুম্বর কাষ্ঠ লইয়া 'প্রজাপতি' দেবতাকে মনে মনে চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ উঠিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

পবিত্রচ্ছেদনঃ দুটি সাগ্রকুশকে অন্য একটি কুশ দ্বারা বেষ্টন করিয়া অগ্র থেকে প্রাদেশ প্রমাণ রাখিয়া নখব্যাতিরেকে অন্যকিছুর দ্বারা নিম্নমন্ত্রে ছেদন করিবেন—**'প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ।**

ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।।

পবিত্র মার্জন ঃ ছেদিত সাগ্র দুটি কুশ (পবিত্র) লইয়া ত্রিপত্রের জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবেন—**প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ।।**

আজ্য সংস্কার ঃ ঘৃতপাত্রে ঘৃত ঢালিয়া ঘৃত গলাইয়া, শোধিত পবিত্র উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবেন। অতঃপর বামহস্তের অধোমুখ অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা পবিত্রের মূলদেশ এবং দক্ষিণহস্ত অধোমুখ অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা অগ্রভাগ ধরিবেন। দুইহাত পরস্পর সংলগ্ন করিবেন। পবিত্রের মধ্যভাগ দ্বারা ঘৃত লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে একবার ঘৃতাহুতি দিবেন—**প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ।ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎ-পুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ। বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।।**

বিংশতিকাষ্ঠিকা ঃ পূজা, ব্রতপ্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে বিংশতি কাষ্ঠ দিতে হয় না। সংস্কার কার্য্যে বিংশতি কাষ্ঠ দিতে হয়। যথা—"নবপত্রিকেতিবৎ সংজ্ঞায়ামেকষচনম্। বিংশতিকাষ্ঠিকারূপ সমিধামঙ্গহোমমাত্র নিষেধাৎ বৃষোৎসর্গাঙ্গ হোমেঽপি নিষেধঃ।।" (বৃষোৎসর্গতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ)। **পবিত্রচ্ছেদন ঃ** পবিত্র শব্দের অর্থ সাগ্রকুশ, পবিত্রে অর্থাৎ দুটি কুশ। পবিত্র শব্দের প্রথমার দ্বিবচন পবিত্রে। পবিত্র দুটিকে নখব্যতিরেকে অর্থাৎ কুশের দ্বারা ছেদন করিতে হয়। **পবিত্র কাকে বলে**—অনন্তর্গর্ভিনং সাগ্রং কৌশং দ্বিদলমেব চ। প্রাদেশ মাত্রং বিজ্ঞেয়ং পবিত্রং যত্রকুত্রচিৎ।। (ক্যাত্যায়ন)।। **স্বাহা ঃ** 'স্বাহা' শব্দের অর্থ প্রদান করা। 'স্বাহা' শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। সর্বত্র 'স্বাহা' বলিয়া হোম করিতে হয়। যথা—স্বাহাবসানে জুহুয়াদ ধ্যায়ন্ বৈ মন্ত্রদেবতাম্'।। হোমের মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' বলিতে হয়। এই স্বাহা শব্দটি মন্ত্র নহে। হোমের অনুরোধে বলিতে হয়। স্বাহা বলিয়া আহুতি অগ্নিতে দিতে হয়। যথা—'মন্ত্রেণোঙ্কারপূতেন স্বাহান্তেন বিচক্ষণঃ। স্বাহাবসানে জুহুয়াদ্ ধ্যায়ন্ বৈ মন্ত্রদেবতাম্।।' (স্মৃতি)।। তন্ত্রমতে 'স্বা' উচ্চারণের পর নিক্ষেপের আরম্ভ এবং 'হা' উচ্চারণে শেষ। **আজ্য ঃ** অগ্নি, মন্ত্র, পবিত্র ও দৃষ্টি এবং এই চতুষ্টয় দ্বারা সংস্কৃত ঘৃতকে আজ্য বলে। **আজ্যসংস্কার ঃ** আজ্য সংস্কারের পর হোম করিতে করিতে আজ্য শেষ হইয়া গেলে, আজ্যস্থালীতে আজ্য ঢালিবেন। পরে

পুনরায় একইভাবে পবিত্রের মধ্যভাগ দ্বারা ঘৃত লইয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিবেন। এরপর পবিত্রে জলের ছিটা দিয়া অগ্নিতে পবিত্র নিক্ষেপ করিবেন।

আজ্যপাত্র সংস্কার ঃ ত্রিপত্রের দ্বারা ঘৃতপাত্রের তলদেশে জল ছিটাইয়া অগ্নিতে স্পর্শ করিবেন। এইরূপে তিনবার করিয়া কুশোপরি উত্তরদিকে রাখিবেন।

স্রুব ও স্রুক্ সংস্কার ঃ দক্ষিণ হস্তে স্রুব ধরিয়া অগ্নিতে স্রুবের অধোমুখ তাপিত করিয়া ঐ স্রুব বামহস্তে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে কতগুলো জলমিশ্রিত কুশ লইয়া কুশের অগ্রভাগ দ্বারা স্রুবের মূল হইতে অগ্র এবং অগ্র হইতে মূলদেশ পর্য্যন্ত মার্জন করিয়া কুশগুলো পরিত্যাগ করিবেন। এইভাবে স্রুবাদি সংস্কার করিবেন।

উদকাঞ্জলিসেক ঃ

১। দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া এক অঞ্জলি জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নির দক্ষিণ দিকের ভূমিতে পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক পর্য্যন্ত জলধারা দিবেন।

প্রজাপতির্ঋষি-রদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অদিতেঽনুমন্যস্ব।।

২। এক অঞ্জলি জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমদিকের ভূমিতে দক্ষিণদিক হইতে উত্তরদিক পর্য্যন্ত জলধারা দিবেন—

প্রজাপতির্ঋষি-রনুমতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অনুমতেঽনু মন্যস্ব।।

তাহার আর সংস্কার করিতে হয় না। যথা—"যথা সীমন্তিনী নারী পূর্ব্বগর্ভেণ সংস্কৃতা। এবমাজ্যস্য সংস্কারঃ সংস্কারবিধিচোদিতঃ"।। (গৃহ্যসংগ্রহ)। সকৃৎকৃতসংস্কারা সীমন্তেন কুলস্ত্রিয়ঃ। যং যং গর্ভ প্রসূয়ন্তে স গর্ভঃ সংস্কৃতো ভবেৎ।।' (হারীত)। **স্রুবদিলক্ষণ ঃ** খদিরো বাঽথ পলাশো দ্বিবিস্তিঃ স্রুবঃ স্মৃতঃ। স্রুগ্‌বাহুমাত্রা বিজ্ঞেয়া বৃত্তস্তু প্রগ্রহস্তয়োঃ।। খদির-পলাশান্যতরকাষ্ঠনির্ম্মিতঃ। বর্ত্তুলদণ্ডঃ প্রাদেশদ্বয় পরিমাণঃ স্রুবঃ বাহুমাত্রা সা স্রুক্।। (ছন্দোগপরিশিষ্ট)।। **উদকাঞ্জলিসেক ঃ** স্থাণ্ডিলের চারিদিকে প্রচুর পরিমাণে জল বেষ্টন করিলে হ্রদ সৃষ্ট হয়, ঐ হ্রদের জল শুষ্ক হয় না। এমনভাবে জল দ্বারা বেষ্টন করিতে হইবে তাহাতে স্নান করা যায়, তাহা হইলে অগ্নি প্রচুর পরিমাণ যজ্ঞফল সাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন। যথা—'মধ্যে স্থণ্ডিলমন্তে চ বারিণা পরিসংবৃতম্। আবিদাসিনং হ্রদং বিদ্যাৎ তাদৃশং কর্ম্মাণো বিদুঃ।।' (গৃহ্যসংগ্রহ)।।

৩। এক অঞ্জলি জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নির উত্তরদিকের ভূমিতে পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত জল ধারা দিবেন—

প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব।

অগ্নিপর্য্যুক্ষণ ঃ দক্ষিণ হস্তে এক অঞ্জলি জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমদিক হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব-দক্ষিণ ক্রমে ঘুরাইয়া পুনরায় পশ্চিম দিকে মিশাইয়া অগ্নিকে দক্ষিণাবর্তে বেষ্টন করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং, প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়।

দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু, বাচস্পতির্ব্বাচন্নঃ স্বদতু।।

কাম্যকর্মে প্রার্থনা ঃ দক্ষিণ জানু তুলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ, সত্যঞ্চ ক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ বাক্ চ, মনশ্চাত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে, তানি মামবন্তু।

বিরূপাক্ষ জপ ঃ কাম্যকর্ম ও সংস্কার কর্মে—দক্ষিণ জানু তুলিয়া—দক্ষিণ হস্তের মুষ্টির উপরে এবং বামহস্তের মুষ্টির নীচে রাখিয়া মুষ্টির মধ্যে ফল অর্থাৎ হরিতকী, ফুল ও কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠ সমাপনান্তে কুশটিকে অগ্নির ঈশান কোণে ফেলিয়া ফুল ও ফল ব্রহ্মাকে নিবেদন করিবেন।

পরমেষ্ঠীঋষি রুদ্ররূপোঽগ্নির্দেবতা বিরূপাক্ষ জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভূবঃস্বরোঁ মহান্ত-মাত্মানং প্রপদ্যে, বিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জি, স্তস্য তে শয্যা পর্ণে, গৃহান্তরিক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং, তদ্দেবানাং হৃদয়ান্যয়স্ময়ে কুম্ভেঽন্তঃ সন্নিহিতানি। তানি বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোঽপ্রমণী অনিমিষতঃ। তৎ সত্যং যত্তে দ্বাদশ পুত্রা-স্তে ত্বা সংবৎসরে সংবৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা, পুনর্ব্রহ্মচর্য্যমুপয়ন্তি ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽস্যহং মনুষ্যেষু। ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাবত্যুপ ত্বা ধাবামি। জপন্তং মা মা প্রতিজাপী, র্জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ, কুর্ব্বন্তং মা মা প্রতিকার্ষী স্তাং প্রপদ্যে। ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি; তন্মে রাধ্যতাং, তন্মে সমৃধ্যতাং, তন্ম উপপদ্যতাম্। সমুদ্রো

বিরূপাক্ষ জপ ঃ নিজের কর্ম্ম নিজে করিলে ও করিষ্যামি বলিতে হইবে। বিরূপাক্ষ জপের মন্ত্রে 'ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি' বলা হইয়াছে, কারণ এই মন্ত্রে অগ্নিদেবকে বলা হইয়াছে—তুমি দেবলোকে ব্রাহ্মণ, আর মনুষ্যলোকে আমি হোতা ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ হইয়া আমি

মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মন্নু-জানাতু, তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোঽনুজানাতু, শ্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণোঽনুজানাতু তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে, তুথায় বিশ্ব-বেদসে, শ্বাত্রায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ।।

প্রকৃত কর্ম

সঙ্কল্প ঃ শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ /শূদ্রপক্ষে—দাসস্য/ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ/ শূদ্রস্ত্রীপক্ষে—দাস্যাঃ) সঙ্কল্পিত অমুক (যে কর্ম হইবে সে কর্মের নাম) কর্ম্মণি অমুক দেবতা প্রীতয়ে অষ্টাবিংশতি (অষ্টোত্তর শত/অষ্টোত্তর সহস্র) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব-মিশ্রিত উডুম্বর (বিল্ব/পলাশ) সমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ অমুক মন্ত্র (বা- ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বাহেতি) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।

অগ্নিনামকরণ ঃ করজোড়ে বলিবেন—**ওঁ অগ্নেত্বং অমুক নামাসি**। কর্মবিশেষে অমুক স্থানে অগ্নিরনাম বলিবেন। পূজাকর্মে ও স্বস্ত্যয়নে—বলদ,শান্তিকর্মে—বরদ (দোষশান্তি, ত্রিপুষ্কর, পুষ্কর, অদ্ভুতশান্তি)। শালকর্মে—ভব/শুভ। বাস্তুযাগে—প্রজাপতি। প্রতিষ্ঠা কর্মে—লোহিত।

পূজা-হোমাদির দ্বারা তোমার ন্যায় ব্রাহ্মণের সেবা করিতেছি। এই হেতু করিষ্যামি পদ হইয়াছে। অনেক ব্রাহ্মণ 'ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি'- উচ্চারণ করিবার সময়ে 'ইদং' স্থলে কর্ম্মের নাম বলিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা যুক্তি সঙ্গত নয়। কারণ এখানে 'ইদং' বলিতে **সমস্ত যজ্ঞ-সংস্কারাদি কর্ম এখানে একত্ব বোধক। সুতরাং এখানে ইদং বলাই যুক্ত সঙ্গত।। অগ্নির নামকরণ ঃ** লৌকিকে পাবকোহ্যগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। অগ্নিস্তু মারুতো নাম গর্ভধানে বিধীয়তে।। পুংসবনে চান্দ্রমসঃ শুঙ্গা কর্ম্মণি শোভনঃ। সীমন্তে মঙ্গলো নাম প্রগল্‌ভো জাতকর্ম্মণি।। নাম্নি স্যাৎ পার্থিবো হ্যগ্নিঃ প্রাশনে চ শুচিস্তথা। সত্যনামা চ চূড়ায়াং ব্রতাদেশে সমুদ্ভবঃ।। গোদানে সূর্য্যনামা চ কেশান্তে হ্যগ্নিরুচ্যতে। বৈশ্বানরো বিসর্গে তু বিবাহে যোজকঃ স্মৃতঃ। চতুর্থ্যান্তু শিখী নাম ধৃতিরগ্নিস্তথাপরে। প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে চ সাহসঃ।। লক্ষহোমে তু বহ্নিঃ স্যাৎ কোটিহোমে হুতাশনঃ। পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদস্তথা।। পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোঽগ্নিশ্চাভিচারিকে। কোষ্ঠে তু জঠরো নাম ক্রব্যাদো মৃতভক্ষণে।। আহূয়চৈব হোতব্যং যো যত্র বিহিতোঽনলঃ।। (গৃহ্যাসংগ্রহ)।। প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতশ্চ বাস্তুযাগে প্রজাপতিঃ। জলাশয়প্রতিষ্ঠায়াং বরুণঃ সমুদাহৃতঃ।। (মৎস্যসূক্ত)।। কর্মবিশেষে অগ্নির নাম জানা না থাকিলে বিশ্বরূপনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কর্ম করা যায়। যথা—'বিশেষতো নামাজ্ঞানে সর্ব্বত্র বিশ্বরূপ নামাগ্নির্ভবতি'। (রঘুনন্দন)।। **অগ্নির অঙ্গ ঃ** কাষ্ঠ অগ্নির কর্ণ, ধোঁয়া নাসিকা, যে স্থানে অল্প অল্প

অগ্নিপূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া কর্মবিশেষে অগ্নির নামোচ্চারণ করিয়া পুষ্প দিবেন।

ওঁ পিঙ্গভ্রুশ্মশ্রু-কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ-জঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থ-সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।।

এতৎ ধ্যান পুষ্পং ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ, (অমুকের স্থানে কর্মবিশেষে অগ্নির নাম বলিবেন।)

আবাহন ঃ দুইহস্তে চাল-দূর্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা দ্বারা মন্ত্রপাঠ পূর্বক আবাহন কবিবেন। **ওঁ অমুকাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।।**

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া অগ্নিতে ধ্যানপুষ্প দিয়া পূজা করিবেন— এষগন্ধ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ। এতৎপুষ্পম্ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।

এষ ধূপঃ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ। এষ দীপ ঃ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।

এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে, মখেশ্বরাণাং মখতামুপেয়ুষে।
চরাচরাণাং জঠরেষু সংস্থিতে, ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে।।

জ্বলিতেছে সেইস্থানে নেত্র, অঙ্গার হইল শির, প্রজ্বলিত অগ্নিই হইল শিখা ও জিহ্বা। যথা— 'যত্র কাষ্ঠং তত্র শ্রোত্রং যতো ধূমোঽত্র নাসিকা। যত্রাল্পজ্বলনং নেত্রং যতোঽঙ্গারস্ততঃ শিরঃ। যত্র প্রজ্বলিতা জ্বালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ।।' **অঙ্গ হোমের ফল ঃ** অগ্নির কর্ণে হোম করিলে হোমকর্ত্তার ব্যাধি, নেত্রে অন্ধত্ব, নাসিকায় মানসিক কষ্ট, মস্তকে অর্থহানি, জিহ্বায় সর্বকার্য্যে সিদ্ধি। যথা—'কর্ণহোমে ভবেদ্ব্যাধিনেত্রেঽন্ধত্বং সমীরিতম্। নাসিকায়াং মনঃপীড়া মস্তকে ধন ক্ষয়ঃ। জিহ্বায়াঞ্চ কৃতে হোমে সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্।।' **অগ্নির জিহ্বা ঃ** অগ্নির ৭টি জিহ্বা। যথা—'কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চৈব সুধুম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী চৈব শুচিস্মিতা চ লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা।। **আহুতি প্রদান ঃ** স্রুব দ্বারা হোম করিলে উপুড় হাতে হোম করিতে হয়। হস্ত দিয়া হোম করিলে উত্তান হস্তে অঙ্গ ষ্ঠ দ্বারা আক্রমণ করিয়া দৈবতীর্থে হোম করিতে হয়। তান্ত্রিক হোমে উপুড় হাতে হোম করিতে হয়। "আহুতীস্তু ঘৃতাদীনাং স্রুবেণাধোমুখেন তু। হুনেৎ তিলাজ্যাহুতীস্তু দৈবেনোত্তানপাণিনা।।" "আদায় দক্ষিণে পানৌ স্রুবং ত্রিমধুরং হবিঃ। প্রাঙ্মুখো বহ্নি জায়ান্তে জুহুয়ান্নুজ্জপাণিনা।।" (যজ্ঞপার্শ্ব)। সামবেদীয় হোমে দেবতাদ্দেশ করিতে হয় না, কিন্তু ঘৃতশেষ রাখিতে হয়। জলন্ত অগ্নিতে হোম করিতে হয়। 'যোঽর্চ্চিষি জুহোত্যগ্নৌ হি ব্যঙ্গারিণি চ মানবঃ। মন্দাগ্নিরাময়াবী চ দরিদ্রশ্চ স জায়তে। তস্মাৎ সমিদ্ধে হোতব্যং না সমিদ্ধে কদাচন। (কাত্যায়ন)। **অগ্নির স্থান নির্ণয় ঃ** অগ্নি রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতিবারে অবস্থান করেন স্বর্গে, সোম বার ও বুধবারে মর্ত্তে। শুক্র ও শনিবার অবস্থান করেন

মহাব্যাহৃতি হোম ঃ প্রকৃত কর্মে চরুহোম থাকিলে চরুহোম করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। চরুহোমের অগ্রে মহাব্যাহৃতি হোম করিতে নাই। প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশসমিধ (খাদিকুশ) অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া স্রুবে (কুশীতে) করিয়া ঘৃত লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিবেন এবং হুতশেষ সংস্রবপাত্রে রাখিবেন।

১। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।।

২। প্রজাপতির্ঋষি-রুষিঙক্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূবঃ স্বাহা।।

৩। প্রজাপতির্ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।। মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রকৃত কর্মের হোম সমাপনান্তে উদীচ্য কর্ম করিবেন।

সমিধ হোম

সমিধ সুসজ্জিতকরণ ঃ যত সংখ্যক সমিধ হোম হইবে সেই সমিধগুলো পাত্রোপরি তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা মিশ্রিত করিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্রদ্বারা জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক সমিধে ছিটা দিবেন—ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টাবিংশতি (অষ্টোত্তর শত/অষ্টোত্তর সহস্র) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব মিশ্রিত উডুম্বর (বিল্ব/পলাশ) সমিদ্ভ্যো নমঃ।

পাতালে। যথা—"রবৌভৌমগুরৌ স্বর্গে, মর্ত্তে চ বুধ-সোময়ো। শনৌ শুক্রে চ পাতালে অগ্নিস্থানং বিধিয়তে।।" **সংস্রব ঃ** স্রুক স্রুব বা হস্তের দ্বারা হোম করিলে স্রুক্, স্রুব বা হস্তে যে আহুতি লাগিয়া থাকে, তাহাকে সংস্রব বলে। সংস্রব ঝাড়িয়া যে পাত্রে রাখিতে হয় সেই পাত্রকে সংস্রব পাত্র বলে। সংস্রব বা হুতশেষ যজমানকে খাইতে হয়। যথা—"পাকযজ্ঞেষ্ববত্তস্যাসবর্ব্বহোমো হুত্বা শেষপ্রাশনমিতি কাত্যায়নোক্তেঃ। স্রুবেণাবত্তস্য হোমদ্রব্যস্য সবর্বস্য নিষেধাৎ, হুতশেষস্য প্রাশনবিধানাৎ সবের্বষামাহুতীনাং হোমদ্রব্যং স্রুবেঽবশেষিতং। সংস্রবত্বেন প্রসিদ্ধং পাত্রান্তরে প্রক্ষিপ্যতে, তৎ প্রাশ্যমিতি।।"সংস্রব খাইতে হয়, কিন্তু চরুস্থালীর অবশিষ্ট অন্ন খাইতে নাই।। **মহাব্যাহৃতি ঃ** ব্যাহৃতি সাতপ্রকার ১। ভূঃ ২। ভূবঃ ৩। স্বঃ ৪। মহঃ ৫। জন ৬। তপঃ ৭। সত্য। এদের মধ্যে মহাব্যাহৃতি তিনটি ১। ভূঃ ২। ভুবঃ ৩। স্বঃ।

সমিধ লক্ষণ ঃ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর ন্যায় স্থূল(মোটা)ত্বক্যুক্ত কীটাদিক্ষতশূন্য প্রাদেশের অনধিক

সমিধ পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টাবিংশতি (অষ্টোত্তর শত/অষ্টোত্তর সহস্র) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত উড়ুম্বর (বিল্ব/পলাশ) সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবতায় পুষ্প দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠপূর্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত সমিধ একটি একটি করিয়া সমিধ অগ্নিতে প্রদান করিবেন—

ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বাহা।

অথবা মন্ত্রপাঠপূর্বক স্বাহা উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবেন। (অমুক স্থানে দেবতার নাম বলিবেন।)

প্রার্থনা ঃ ঘন্টাধ্বনি সহকারে প্রার্থনা করিবেন—

ওঁ বেদানাং বচনং রক্ষ ব্রাহ্মণানাং বচং শৃণু।
যদর্থং ক্রিয়তে হোমঃ তদ্ধোমং সফলং কুরু।।

প্রণাম ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রণাম করিবেন।

আজ্যাহুতি

সমিধহোমে অসমর্থ হইলে আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন।

অভিলাপ বাক্য ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া, দক্ষিণহস্তে তিল-তুলসীপত্র হরীতকী কুশত্রিপত্রের সহিত বাক্যপাত্র স্পর্শ করিয়া বাক্যপাঠ সমাপনান্তে ঈশানকোণে ভূমিতে জল ছিটা দিবেন।

শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ /শূদ্রপক্ষে—দাসস্য/ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ/

ও অন্যূন এবং বহুশাখারহিত সমিধ যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রশস্ত। প্রাজ্ঞব্যক্তি হোমকার্য্যে প্রাদেশ প্রমাণ শিখা, ত্বক, ও পত্রযুক্ত সমিধ গ্রহন করেন। যথা-'নাঙ্গুষ্ঠাদধিক ন্যূনা সমিৎ স্থূলতয়া ক্বচিৎ্ন ন নির্ম্মুক্তত্বচা চৈব ন সকীটা ন পাটিতা। প্রাদেশান্নাধিকা নোনা ন তথা স্যাদ্ বিশাখিকা।। প্রাদেশমাত্রাঃ সশিখা সবল্কাঃ সপলাশিনীঃ। সমিধঃ কল্পয়েদ্ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বকর্মসু সর্ব্বদা।।' (ছন্দোগপরিশিষ্ট)।

শূদ্রস্ত্রীপক্ষে—দাস্যাঃ) সঙ্কল্পিত অমুক (যে কর্ম হইবে সেই কর্মের নাম) কর্ম্মণি অমুক দেবতা প্রীতয়ে অষ্ট (অষ্টাবিংশতি) কৃত্বঃ ত্রিমধ্বক্ত তিল-যবৈঃ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ঃ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব-স্রুবে লইয়া ৮ বা ২৮ বার আহুতি প্রদান করিয়া, মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

উদাচ্যকর্ম

মহাব্যাহৃতিহোম ঃ প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্তকুশসমিধ (খাদিকুশ) অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া স্রুবে (কুশীতে) করিয়া ঘৃত লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিবেন এবং হুতশেষ সংস্রবপাত্রে রাখিবেন।

১। প্রজাপতির্ঋষিগার্য়ত্রী চ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।

২। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা।।

৩। প্রজাপতির্ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতি হোম বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।।

সঙ্কল্প ঃ উত্তরমুখে বসিয়া কোশার জলে কুশ-তিল-হরিতকী দিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র লইয়া তদ্দ্বারা ঐ জল স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে বামহস্ত উপুড় করিয়া রাখিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠান্তে ঈশানকোণে জল ফেলিবেন।

একটিকর্মের ঃ শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি (সংস্কার কর্মে-অমুক রাশিস্থে সূর্য্যে) অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) কৃতেঽস্মিন্ সঙ্কল্পিত অমুক-হোম-কর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ (সংস্কারকর্মে—শ্যাট্যায়ন হোম রূপ) প্রায়শ্চিত্ত হোমমহং কুর্ব্বীয় (করিষ্যে)

উদীচ্যকর্ম ঃ কেবল সংস্কার কর্মে উদীচ্য কর্মের সংকল্পের সময় সৌরমাস ও রাশি উল্লেখ হইবে। **প্রায়শ্চিত্ত হোম ঃ** প্রকৃত কর্মে যদি কিছু দোষ হয়, সেই দোষ শোধন করা কে প্রায়শ্চিত্ত হোম বলে। সংস্কারে শাট্যায়ন হোম হইবে, কিন্তু সংস্কার কর্মভিন্ন সমস্ত কর্মে 'ব্যস্ত-সমস্ত-মহাব্যাহৃতি' হোম করিবেন। যথা—ব্যাহৃতিভির্হোমঃ

দুইটিকর্মের ঃ শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি (সংস্কার কর্মে-অমুক রাশিস্থে সূর্য্যে) অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) কৃতয়োঃ অনয়োঃ সঙ্কল্পিত অমুক হোম কর্ম্মণোঃ যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্ত মহাব্যহৃতিভিঃ (সংস্কারকর্মে—শ্যাট্যায়ন হোম রূপ) প্রায়শ্চিত্ত হোমমহং কুর্ব্বীয় (করিষ্যে)।

অনেকগুলিকর্মে ঃ শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি (সংস্কার কর্মে-অমুক রাশিস্থে সূর্য্যে) অমুকেপক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) কৃতেষু এষু সঙ্কল্পিত অমুক-অমুক-হোমকর্মসু যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ (সংস্কার কর্মে-শাট্যায়ন হোম রূপ) প্রায়শ্চিত্ত হোমমহং কুর্ব্বীয় (করিষ্যে)।

অগ্নির নাম করণ ঃ করজোড়ে—**ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামাসি।**

ধ্যান ঃ **পিঙ্গাভ্রূশ্মশ্রু-কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।**
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।।

আবাহন ঃ দুইহস্তে চাল-দূর্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আবাহন করিবেন। **ওঁ বিধ্বগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।।**

অগ্নিপূজাঃ কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্পগ্রহণ করিয়া ধ্যান করিয়া অগ্নিতে পুষ্প দিয়া পঞ্চোপাচারে পূজা করিবেন।

এষ গন্ধঃ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ।
এষ ধূপ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ। এষ দীপ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ।
এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ।

প্রায়শ্চিত্তাত্মাকো ভবেৎ।। **চতস্রস্তত্র বিজ্ঞেয়াঃ** স্ত্রীপাণিগ্রহণে যথা—ততশ্চ প্রায়শ্চিত্ত হোমার্থং সঙ্কল্প অগ্নে ত্বং বিধুনামাসীতি নাম কৃত্বা আবাহ্য সংপূজ্য, সমিধং প্রক্ষিপ্য তিসৃভির্মহাব্যাহৃতিভির্হুত্বা, ব্যস্তসমস্তাভির্হুত্বা, প্রায়শ্চিত্তরূপাশ্চতস্র আহুতিংহুত্বা, ব্যস্তসমস্তাভিঃ পুনস্তিসৃভির্মহাব্যাহৃতি-হুত্বা। সমিৎ প্রক্ষেপেণ প্রায়শ্চিত্তং সমাপয়েৎ (সংস্কারতত্বে রঘুনন্দন)।। ব্যস্ত-সমস্ত-মহাবাহৃতি অর্থাৎ ব্যস্ত = পৃথক পৃথক, সমস্ত = মিলিত। হোমকর্ত্তার দোষে হোম কর্মে বৈগুণ্য হয় বলিয়া স্বার্থে বা পরার্থে সর্ব্বত্রই আত্মনেপদ করিষ্যে বা কুর্ব্বীয় হইবে।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে, মখেশ্বরাণাং মখতামুপেয়ুষে।
চরাচরাণাং জঠরেষু সংস্থিতে, ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে।।

মহাব্যাহৃতিহোম ঃ প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্তকুশসমিধ (খাদিকুশ) অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া স্রুবে (কুশীতে) করিয়া ঘৃত লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিবেন এবং হুতশেষ সংস্রবপাত্রে রাখিবেন।

১। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা।

২। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা।।

৩। প্রজাপতির্ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতি হোম বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।।

ব্যস্তমসমস্ত মহাব্যাহৃতিপ্রায়শ্চিত্ত হোম ঃ প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্তকুশসমিধ (খাদিকুশ) অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া স্রুবে (কুশীতে) করিয়া ঘৃত লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিবেন এবং হুতশেষ রাখিবেন।

১। প্রজাপতির্ঋষি গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্যস্ত-সমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।

২। প্রজাপতির্ঋষি-রুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্যস্ত-সমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূবঃ স্বাহা।

৩। প্রজাপতির্ঋষি-রনুষ্টুপ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা ব্যস্ত-সমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।

৪। প্রজাপতির্ঋষি বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্ত-সমস্ত মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ স্বাহা।।

মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন—পূর্বের ন্যায়।

নবগ্রহ হোম

রবিঃ ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা।।
চন্দ্র ঃ ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্।
ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা।।

মঙ্গল ঃ ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ, পতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্।
অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা।।
বুধ ঃ ওঁ অগ্নে বিস্বদুষস-শ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য।
আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্ব-মদ্যা দেবাঁ উষর্ব্বুধঃ স্বাহা।।
বৃহস্পতি ঃ ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন, রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ।
প্রভঞ্জন্‌ৎ সেনাঃ প্রমৃণো যুধা, জয়ন্নস্মাক-মেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা।।
শুক্র ঃ ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যদ্, বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্, ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা।।
শনি ঃ ওঁশন্নো দেবী-রভিষ্ঠয়ে, শন্নো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা।।
রাহু ঃ ওঁ কয়া নশ্চিত্র আ ভুব-দূতী সদা বৃধঃ সখা।
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা।।
কেতু ঃ ওঁ কেতুং কৃন্বন্ন কেতবে, পেশো মর্য্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা।।

ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল হোম

১। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ২। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ যমায় স্বাহা ৪। ওঁ নৈর্ঋতায় স্বাহা ৫। ওঁ বরুণায় স্বাহা ৬। ওঁ বায়বে স্বাহা ৭। ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ৮।ওঁ ঈশানায় স্বাহা ৯। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ১০। ওঁ অনন্তায় স্বাহা।।

নবগ্রহ হোম ঃ সামবেদীয় নবগ্রহমন্ত্র পৌরাণিক (মৎস্যপুরাণোক্ত বৈদিক মন্ত্র) বলিয়া সর্ব্ববেদিসাধারণ। ঋক্‌বেদী ও যর্জুবেদী সকলেই সামবেদী মন্ত্রে হোম করিতে পারবেন। যথা—'লোকপালেভ্যঃ স্বস্বমন্ত্রৈঃ তত্তদ্বেদোক্ত-দশদিক্‌পাল-মন্ত্রৈঃ, সূর্য্যাদিভ্যঃ স্বস্বমন্ত্রৈঃ সর্ব্ববেদিসাধারণা-কৃষ্ণেনেত্যাদি। মৎস্যপুরাণোক্ত মন্ত্রৈঃ (মঠ প্রতিষ্ঠাতত্ত্বে রঘুনন্দন)।।" নবগ্রহ মন্ত্রের শেষে যে 'স্বাহা' আছে তাহা মন্ত্রের অন্তর্গত নয়, হোমের সময় বলিতে হয়। **নবগ্রহমন্ত্র বিষয়ে ঃ** আকৃষ্ণেনেতি সূর্য্যায় হোমঃ কার্য্যোদ্বিজন্মনা। আপ্যায়স্বেতি মন্ত্রেণ সোমায় জুহুয়াৎ পুনঃ। অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবো মন্ত্রমিতি ভৌমায় কীর্ত্তয়েৎ। অগ্নে বিবস্বদুষস ইতি সোমসুতায় চ। বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেনেতি গুরোর্মতঃ। শুক্রংতে অন্যদিতি চ শুক্রস্যাপি নিগদ্যতে। শন্নো দেবীরিতি পুনঃ শনৈশ্চরায় হোময়েৎ। কয়া নশ্চিত্র আ ভুবদূতী রাহোরুদহৃতঃ। কেতু কৃণ্বন্নেতি কুর্য্যাৎ কেতূনামুপশান্তয়ে।।' (মৎস্যপুরাণ)।।

প্রত্যক্ষদেবতা হোম

ওঁ গুরুভ্যো স্বাহা। ওঁ গণেশাদিপঞ্চদেবতাভ্যো স্বাহা।
ওঁ নারায়ণায় স্বাহা। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা।
ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা, ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা, ওঁ মনসায়ৈ স্বাহা।
ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা। ওঁ কালিকায়ৈ স্বাহা, ওঁ গ্রাম্যদেবতাভ্যো স্বাহা।
ওঁ স্থানস্থদেবতাভ্যো স্বাহা। ওঁ স্বর্গমর্ত্তপাতালস্থ দেবতাভ্যঃ স্বাহা।।

অগ্নিপর্য্যুক্ষণ ঃ প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্তকুশসমিধ (খাদিকুশ) অমন্ত্রক অগ্নিতে দিবেন। দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া এক অঞ্জলি জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নির পশ্চিমদিক হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ ক্রমে ঘুরাইয়া পুনরায় পশ্চিম দিকে মিশাইয়া অগ্নিকে দক্ষিণাবর্তে বেষ্টন করিবেন।

প্রজাপতিঋর্ষি-স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সবিতা দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়।
দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু।
বাচস্পতির্বাচন্নঃ স্বদতু।।

উদকাঞ্জলিসেক ঃ দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া এক অঞ্জলি জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নির দক্ষিণদিকের ভূমিতে পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক পর্য্যন্ত জলধারা দিবেন।

প্রজাপতিঋষি-রদিতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অদিতেঽন্বমংস্থাঃ।

২। এক অঞ্জলি জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নির পশিমদিকের ভূমিতে দক্ষিণদিক হইতে উত্তরদিক পর্য্যন্ত জলধারা দিবেন—

প্রজাপতিঋষি-রনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অনুমতেঽন্বমংস্থাঃ।।

৩। এক অঞ্জলি জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অগ্নির উত্তরদিকের ভূমিতে পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক পর্য্যন্ত জলধারা দিবেন—

প্রত্যক্ষ দেবতা ঃ যে সকল দেবতার প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যেমন গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, বাস্তুদেব, গঙ্গা; শীতলা, মনসা, কালী ইত্যাদি প্রত্যক্ষদেবতা। যথা—গণেশং ভাস্করং বিষ্ণু শিবং দুর্গাং সরস্বতীং। শ্রিয়ং বাস্তোষ্পতিং গঙ্গাং সমুদ্দিশ্য ঘৃতং হুনেৎ।।'

প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ।
ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থাঃ।

দর্ভজুটিকা হোম

চিৎ করিয়া দুই হাতের মুঠোয় কতকগুলি কুশ লইয়া মন্ত্রের ঋষিচ্ছন্দ বলিবেন।

প্রজাপতির্ঋষির্ব্বয়ো দেবতা-দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ।

অতঃপর কুশগুলির অগ্রভাগে ঘৃত মাখাইবেন—**ওঁ অক্তগুঁ রিহাণা বিয়ন্তু বয়ঃ। মতান্তরে—ওঁ অক্তং রিহাণা ব্যন্তুবয়ঃ।**

কুশগুলির মধ্যভাগে ঘৃতমাখাইবেন—**ওঁ অক্তগুঁ রিহাণা বিয়ন্তু বয়ঃ।**

কুশগুলির শেষভাগে ঘৃত মাখাইবেন—**ওঁ অক্তগুঁ রিহাণা বিয়ন্তু বয়ঃ।**

অমন্ত্রক ঘৃতাক্ত কুশগুলিতে জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবেন।

মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কুশগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন—

প্রজাপতির্ঋষি-রনুষ্টুপ্‌ছন্দো রুদ্রো দেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যঃ পশূনামধিপতী, রুদ্রস্তন্তিচরো বৃষা। পশূনস্মাকং মা হিংসী-রেতদস্তু হুতং তব স্বাহা।

পূর্ণহোম

অগ্নির নামকরণ ঃ করজোড়ে-**ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি।**

অগ্নিরধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া অগ্নিতে দিবেন—

ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রু-কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।।
এতৎ ধ্যানপুষ্পং ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ।

আবাহন ঃ দুইহস্তে চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা মন্ত্রপাঠ পূর্বক আবাহন করিবেন। **ওঁ মৃড়াগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।।**

দর্ভজুটিকা ঃ দর্ভসমষ্টি অর্থাৎ কুশসমষ্টি। **পূর্ণাহুতির দ্রব্য ঃ** বস্ত্রং মাল্যং কুশোদূর্ব্বা গন্ধপুষ্পাক্ষতং তিলাঃ। সুবর্ণং নারিকেলঞ্চ এভিঃ পূর্ণাহুতিঃ স্মৃতা।। **হোমে কোনদ্রব্যের কতভাগ দিতে হয় ঃ** কদলী ও নারঙ্গ দ্বারা হোমে এক-একটি করিয়া, নারিকেল আটভাগের একভাগ দিয়া, বিল্বহোমে তিনভাগের একভাগ দিয়া, কদবেল হোমে দুইভাগের একভাগ

অগ্নিপূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্পগ্রহণ করিয়া ধ্যান করিয়া অগ্নিতে পুষ্প দিয়া পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

এষগন্ধঃ ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ।

এষ ধূপঃ ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ।

এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং মৃড়াগ্নয়ে নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে, মখেশ্বরাণাং মখতামুপেয়ুষে।
চরাচরাণাং জঠরেষু সংস্থিতে, ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে।।

পুর্ণহুতি প্রদান ঃ বস্ত্র-মাল্য-কুশ-দূর্বা-গন্ধ-পুষ্প-তিল-আতপ চাল—সুবর্ণ-নারিকেল-(আচারবশত পান ও সুপারি) সংস্রব পাত্রের ঘৃত লইয়া শক্তি বিষয়ে বামপদ অগ্রে এবং অন্য দেবতা বিষয়ে দক্ষিণপদ অগ্রে রাখিয়া দাঁড়াইয়া যজমানের হইলে যজমানের সহিত দাঁড়াইয়া জয়ধ্বনি সহকারে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রদান করিবেন-**প্রজাপতির্ঋষি র্বিরাড়নুষ্টুপ্ ছন্দ অগ্নির্দেবতা যশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ।**

ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি যোঽস্মৈ জুহোতি, বরমস্মৈ দদাতি।
বরং বৃণে, যশসা ভামি লোকে স্বাহা।।

পূর্ণপাত্র অর্চনা ঃ দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক

দিয়া, কাকুঁড় হোমে তিনভাগের একভাগ দিয়া হোম করিতে হয়। যথা-'কদলী ফল নারঙ্গং ফলান্যেকৈকশো বিদুঃ। অষ্টধা নারিকেলানি খণ্ডিতানি বিদুর্ব্বুধাঃ।। ত্রিধাকৃতং ফলং বিল্বং কপিত্থং খণ্ডিতং দ্বিধা। উবর্ব্বারুক ফলং হোমে কথিতং খণ্ডিতং ত্রিধা।।' **পূর্ণাহুতি দেওয়ার নিয়ম ঃ** ঘৃত ও পূর্ণহোমের দ্রব্য লইয়া দাঁড়াইয়া পূর্ণাহুতি দিতে হয়। যথা—'দদ্যাদুত্থায় পূর্ণাং বৈ নোপবিশ্য কদাচন'—(অগ্নি ও ভবিষ্যপুরাণ) 'পূর্ণাহুতিং সমুত্থায় দদ্যাদেবায় নিশ্চয়ঃ। **সংস্রবপাত্রের ঘৃত লইয়া পূর্ণাহুতি দিতে হয় যথা**—মূর্দ্ধানং দিবমন্ত্রেণ সংস্রবেণ চ ধারয়া। দদ্যাদুত্থায় পূর্ণাংবৈ নোপবিশ্য কদাচন।। মূর্দ্ধানং দিবেতি যজুর্ব্বেদিনাং মন্ত্রঃ, সামগানান্তু পূর্ণহোমমিত্যাদিঃ।। (রঘুনন্দন)।। পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় ভবদেব পদ্ধতিতে ও ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতিতে বলেছেন- 'পূর্ণাহুতি দিবার সময় যজমান বা সংস্কার্য্য ব্যক্তি হোতাকে স্পর্শ করিয়া থকিবে, স্ত্রীশূদ্রাদি আহুতি দিবার সময় স্পর্শ ত্যাগ করিবেন। পণ্ডিত মহাশয় তাহার ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতিতে বলেছেন- প্রথমে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাজ্যনৈবেদ্য-সঘৃতবস্ত্র-সঘৃতফল-সঘৃততাম্বুল দ্বারা মৃড়াগ্নির পূজা করিয়া স্রুবপূর্ণ সংস্রব ঘৃত লইয়া দাঁড়াইয়া পূর্ণাহুতি দিতে হয়। পণ্ডিত মহাশয় ভবদেব পদ্ধতিতে পূর্ণাহুতির ফল বলেছেন- হরীতকী বা কদলীফল।

পূর্ণপাত্রে 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া, পুনরায় অভ্যুক্ষণ করিবেন—

ওঁ এতস্মৈ পূর্ণপাত্রায় (পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায়) নমঃ।

পুষ্প লইয়া পূর্ণপাত্রে পূজা করিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ পূর্ণপাত্রায় (পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায়) নমঃ।

অপর একটি পুষ্প লইয়া বিষ্ণুকে দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

পুষ্প লইয়া পূর্ণপাত্রে মন্ত্রপাঠপূর্বক দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

পূর্ণপাত্র উৎসর্গ ঃ দক্ষিণ হস্তে তিল-হরীতকী তুলসী-ত্রিপত্র লইয়া বাক্যপাত্রের জলে ডুবাইয়া, বামহস্ত ভূমি সংলগ্ন করিয়া উপুড় করিয়া ভোজ্য ধরিয়া মন্ত্র বলিবেন—শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ, অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) সংকল্পিত অমুক কর্ম্মাঙ্গ হোম কর্মণি কৃতৈতদ্ ব্রহ্ম কর্ম প্রতিষ্ঠার্থং পূর্ণপাত্রং (পূর্ণপাত্রাণুকল্প ভোজ্যং) অর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং ব্রহ্ম ণে অহং দদানি (স্বার্থে-সম্প্রদদে)।

প্রার্থনা ঃ ওঁ ত্বমগ্নে সর্বভূতানামন্তশ্চ রসি পাবক।
হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে।।
ওঁ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন।
সাক্ষী ত্বং পুণ্যপাপানাং ধনঞ্জয় নমোঽস্তুতে।।
ওঁ শ্রদ্ধাং মেধাং যশঃ প্রজ্ঞাংবিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলং।
তেজশ্চৈবায়ুরারোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন।।

হবিঃ প্রাশন ঃ সংস্রব পাত্রের অবশিষ্ট ঘৃত যজমান প্রাশন করিয়া আচমন করিবেন।

ব্রহ্মগ্রন্থি মোচন ঃ ওঁ ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব মন্ত্রে ব্রহ্মা বিসর্জন দিয়া ব্রহ্ম গ্রন্থি মোচন করিবেন।

কশ্যপ গ্রহণ ঃ অগ্নির ঈশান কোণে দুগ্ধ দিয়া ঐ স্থান হইতে স্রুবের সাহায্যে ভস্ম গ্রহণ করিবেন।

তিলকদান ঃ সংগৃহীত ভস্ম প্রথমে নারায়ণ, অগ্নি, ব্রহ্মা ও ব্রাহ্ম ণদিগকে

পূর্ণপাত্রে পরিমাণ ঃ 'অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চি কুঞ্চয়োঽষ্টৌ তু পুষ্কলম্। পুষ্কলানি চ চত্বারি পূর্ণপাত্রং বিধীয়তে।।' (২৫৬ মুষ্টি পরিমিত তণ্ডুল)। **ভস্মগ্রহণ বিধি ঃ** অগ্নির ঈশান কোণে দুগ্ধ দিয়া ভস্ম গ্রহণ করিয়া, ঐ ভস্ম যত্নসহকারে তিলক ধারণ করিবেন। যথা—'পয়সা

দিয়া যজমানকে দিতে হয়। ললাটে—ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং। কণ্ঠে—ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং। দক্ষিণবাহুমূলে—ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং। হৃদয়ে—ওঁ তন্মে অস্তু ত্র্যায়ুষং।

অগ্নিবিসর্জন ঃ অগ্নিতে জলের ছিটা দিবেন। **ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।** অগ্নির ঈশান কোণে দুধ/দধি প্রদান করিবেন— **ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।**

শান্তিজল প্রদান ঃ কোষার জল কুশ ও ফুলের দ্বারা লইয়া ঋষিচ্ছন্দ একবার ও মন্ত্রগুলি তিনবার পাঠ করিয়া মস্তকে জলের ছিটা দিবেন—

ঋষিচ্ছন্দ ঃ কয়া নশ্চিত্র ইতি ঋক্ত্রয়স্য বামদেব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ।।

শান্তিমন্ত্র ঃ

ওঁ কয়া নশ্চিত্র আ-ভুব-দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা।।

ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মং হিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু।।

ওঁ অভীষুণঃ সখীনা, মবিতা জরিতণাম্। শতং ভবাস্যূতয়ে।।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

শীতলীকুর্য্যাৎ ঐশান্যাং ভস্ম চাহরেৎ। ঐশান্যাং আহরেদ্ ভস্ম স্রুচা বাথ স্রুবেণ বা। বন্দনাং কারয়েত্তেন শিরঃ কণ্ঠাংসকেষু চ। কশ্যপস্যেতি মন্ত্রেণ যথানুক্রমযোগতঃ।। (শান্তিদীপিকা) "দুগ্ধেন পরিষিচ্যাগ্নিং প্রার্থয়ীত ততো গুরুঃ। ভো ভো বহ্নে মহাশক্তে সর্ব্বকাম প্রদায়ক। কর্ম্মান্তরেঽপি সম্প্রাপ্তে সান্নিধ্যং কুরু সাদরম্।। ইতি মন্ত্রেণ সংপ্রার্থ্য বহ্নিমুদ্বাসয়েদপি"।। (মেরুতন্ত্র ও গণেশবিমর্ষিণী)।। **তিলক ঃ** ভস্ম দ্বারা ললাটে, কণ্ঠে, দক্ষিণবাহুমূলে (বামবাহুমূলে নয়) ও হৃদয়ে তিলক ধারণ করিতে হয় যথা—"ত্র্যায়ুষাণি করোতি ভস্মনা ললাটে গ্রীবায়াং দক্ষিণাংসে হৃদি চ ত্র্যায়ুষমিতি প্রতিমন্ত্রম্।।" (পারস্কর গৃহ্যসূত্র)।। **ভস্মগ্রহণের গুরুত্বঃ** 'যজ্ঞং কৃত্বা তু যো ভস্মং ন গৃহ্নাতি বিমুঢ়ধীঃ। অজ্ঞানাতথবা মোহাৎ তস্য তন্নিষ্ফলং ভবেৎ।।' (ভবদেব কৌমুদী)।। **শান্তিমন্ত্র ঃ** সামবেদীয় মন্ত্রকে গান করিয়া বলিতে না পারিলে তিন বার পাঠ করিতে হয়, যথা—"গানশক্তৌ ঋচস্ত্রিধা"—(ছন্দোগপরিশিষ্ট)। শান্তি মন্ত্রের যে ঋষিচ্ছন্দ আছে তা একবার পাঠ করিলেই হইবে। প্যত্যেকবার পাঠ করিতে হয় না। শান্তিমন্ত্রের ঋষিচ্ছন্দে প্রায় সমস্ত পুস্তকে "মহাবামদেব্য ঋষির্বিরাড্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ" লিখিত আছে, ইহা ভুল। মহাবামদেব্য নামে কোন ঋষি ছিলেন না। ঋষি অর্থে মহাবামদেব্য পদ ব্যাকরণ সিদ্ধ নয়। তিনটি মন্ত্রকে বামদেব ঋষি বলে। ১) কয়ানশ্চিত্র.....২। কস্ত্বা সত্যো.....৩। অভীষুণঃ.....এই তিনটি মন্ত্র গান করিলে 'মহাবামদেব্য' হইয়া থাকে।

যজুর্বেদি-কুশণ্ডি কা

উপবেশন ঃ কুশাসনে পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া মস্তকে উষ্ণীষ বাঁধিয়া, তিলকাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া দুইবার আচমন করতঃ আসনশুদ্ধি ও গায়ত্রীজপ সমাপনান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া মঙ্গলাচরণ করিবেন।

মঙ্গলাচরণম্ ঃ ওঁ চতুর্ব্বদন-সদ্মস্থ-চর্তুর্ব্বেদকুটুম্বিনে।
দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্ম্ম-সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ।।

স্থণ্ডি ল নির্মাণ ঃ গোময়াদি পরিলিপ্ত স্থানে কেশতুষাঙ্গারাদি রহিত বর্জ্জিত বালুকা দ্বারা এক অঙ্গুলি উচ্চ, এক হস্ত পরিমাণ সম চতুষ্কোণ স্থণ্ডিল নির্মাণ করিবেন।

কুশপাতন ঃ মধ্যস্থানে পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ৭ অঙ্গুলিঅন্তর তিনটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ বা স্থণ্ডিলের পশ্চিম হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত ৭অঙ্গলি ব্যবধানে তিনটি কুশ পাতন করিবেন।

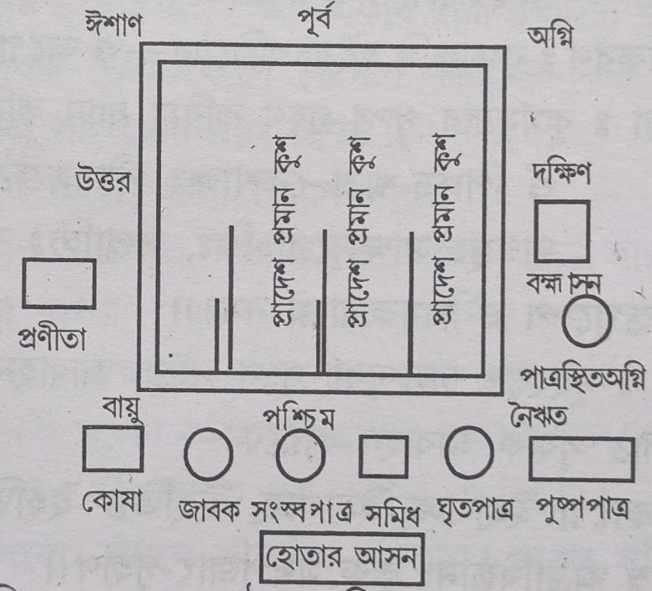

রেখাকরণ ঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ, অনমিকার দ্বারা প্রাদেশ প্রমাণ একটি কুশ লইয়া পূর্বাভিমুখী তিনটি রেখাতে অমন্ত্রক রেখাকরণ করিবেন।

উৎকর নিরসন ঃ দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা রেখা করণের কুশমূলের সহিত তিনটি রেখার মূলদেশ হইতে উৎকর স্বরূপ বালুকা লইয়া ঈশানকোণে অরত্নি প্রমাণ দূরস্থানে নিক্ষেপ করিবেন।

স্থণ্ডি ল অভ্যুক্ষণ ঃ পূর্বস্থাপিত স্থণ্ডিলের রেখাসমুহে কুশ-ফুলের দ্বারা জল লইয়া অভ্যুক্ষণ করিবেন।

কাষ্ঠপাতন ঃ প্রথম রেখা ও তৃতীয় রেখার উপর পূর্ব পশ্চিমে কাষ্ঠ পাতন করিয়া তদুপরি উত্তর দক্ষিণ করিয়া কাষ্ঠপাতন করিবেন।

অগ্নিসংস্কার ঃ দক্ষিণ দিকে কাংস / তাম্র/ মৃৎ পাত্রে অগ্নি রাখিয়া ঐ অগ্নি হইতে জলন্ত কাষ্ঠ লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক নৈঋতকোণস্থ পাত্রোপরি নিক্ষেপ করিবেন।

ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।।

অগ্নিস্থাপন ঃ পুনরায় শুদ্ধজলন্ত অগ্নি গ্রহণ করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবার ঘুরাইয়া অগ্নিকে নিজের সম্মুখ দিকে রাখিয়া স্থণ্ডিলের মধ্যস্থানে মধ্যরেখার উপর স্থাপন করিবেন।

ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।।

প্রার্থনা ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ সর্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্বকর্মসু।।

অগ্নির্নামকরণ ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—**ওঁ অগ্নে ত্বং অমুক নামাসি।**

অগ্নিপূজা ঃ কূর্মমুদ্রার পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবেন—

ওঁ পিঙ্গভ্রুশ্মশ্রু-কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ, সপ্তাচ্চিঃ শক্তিধারকঃ।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।।

আবাহন ঃ দুইহস্তে চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আবাহন করিবেন—

ওঁ অমুকাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমূদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া অগ্নিতে পুষ্প দিয়া পূজা করিবেন।

এষগন্ধঃ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ। এতৎপুষ্পম্ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।
এষধূপঃ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।
এতৎ নৈবেদ্যংওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে, মখেশ্বরাণাং মখতামুপেয়ুষে।
চরাচরাণাং জঠরেষু সংস্থিতে, ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে।।

অগ্নিতে সমিধদান ঃ একটি প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিবেন।

ব্রহ্মস্থান সিঞ্চ নঃ দক্ষিণ দিকে অগ্নি হইতে অরত্নি প্রমাণ অর্থাৎ কনুই হইতে কনিষ্ঠার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্থান ব্যবধানে (যেই স্থানে ব্রহ্মাসন হইবে) দক্ষিণাগ্র করিয়া জলধারা দিবেন।

ব্রহ্মাসন করণঃ অগ্নির দক্ষিণদিকে অরত্নি প্রমাণ দূরে জলধারায় যজ্ঞকাষ্ঠ নির্মিত পীঠোপরি কতকগুলো কুশ পূর্ব-পশ্চিম করিয়া পাতন করিবেন।

ব্রহ্মাসন অবলোকন ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মাসনে দৃষ্টিপ্রদান করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ অহেদৈধি ষব্যোদত স্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদ যোঽস্মৎপাক-তরঃ।।

তৃণনিরসন ঃ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হাঁটু দ্বারা বাম হাঁটু স্পর্শ করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা ব্রহ্মাসন হইতে একটি কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক নৈর্ঋতকোণে নিক্ষেপ করিবেন, এবং কুশময় ব্রহ্মা হইলে হোতা বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা ব্রহ্মাসন হইতে একটি কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক নৈঋতকোণে নিক্ষেপ করিবেন——

ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মা সহ তেন বয়ং দ্বিষ্মঃ।।

অতঃপর ব্রহ্মাসনে জলের ছিটা দিবেন।

ব্রহ্মাস্থাপন ঃ দক্ষিণ হস্ত জল স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণ পায়ের দ্বারা বামপাকে চাপিয়া উত্তরাভিমুখে বসিয়া পঞ্চাশগাছি কুশ নির্মিত ব্রহ্মাকে জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া দুইহস্তে ব্রহ্মাকে ধরিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক অগ্নির দক্ষিণদিকে পূর্ব্বাগ্র করিয়া কুশোপরি স্থাপন করিবেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা হইলে অগ্নির দক্ষিণ দিকে অগ্ন্যভিমুখে অর্থাৎ উত্তরদিকে মুখ করিয়া বসাইবেন।

ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সাদামি, প্রসূতো দেবেন সবিত্রা,
তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি তদ্ বায়বে তৎ পৃথিব্যৈ।।

অযজ্ঞীয়বাগ্‌বচন ঃ হোতা এবং তন্ত্রধারক উভয়েই কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন— **ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়মস্য পাংসুলে।।**

ব্রহ্মার পূজা ঃ কতগুলো কুশ লইয়া ব্রহ্মাকে চাপা দিয়া পূজা করিবেন।

এষগন্ধঃ ওঁ দর্ভময়ব্রহ্মণে নমঃ।

এতানি কুশকুসুমানি ওঁ দর্ভময় ব্রহ্মণে নমঃ।

এষধূপঃ ওঁ দর্ভময়ব্রহ্মণে নমঃ। এষদীপঃ ওঁ দর্ভময়ব্রহ্মণে নমঃ।

এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ দর্ভময়ব্রহ্মণে নমঃ। ফলতাম্বুলং ওঁ দর্ভময়ব্রহ্মণে নমঃ।

প্রণীতা পাত্র স্থাপন ঃ বায়ুকোণে ও ঈশানকোণে পূর্বাগ্র করিয়া কতগুলো কুশ পাতিয়া যজ্ঞকাষ্ঠনির্মিত বারঅঙ্গুলি দীর্ঘও ছয় অঙ্গুলি বিস্তৃত চারি অঙ্গুলি গর্ত প্রমাণ পাত্রকে প্রণীতা পাত্র কল্পনা করিয়া, বামহস্তে রাখিয়া বাক্যপাত্র হইতে দক্ষিণ হস্তদ্বারা জল প্রণীতা পাত্রে জল পূরণ করিয়া কুশদ্বারা প্রণীতা পাত্র আচ্ছাদন করিয়া ব্রহ্মা মুখ দর্শন পূর্বক বায়ুকোণে স্থাপন করিয়া ঈশানকোণে স্থাপন করিবে।

কুশাচ্ছাদন ঃ কতকগুলো সাগ্রকুশ লইয়া অগ্নিকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত, ব্রহ্মা সন হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত, নৈঋত কোণ হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত অগ্নি হইতে প্রণীতা পাত্র পর্য্যন্ত পূর্বাগ্র করিয়া এইভাবে তিনবার কুশপাতন করিয়া ডগা কুশের দ্বারা মূল আচ্ছাদিত করিবেন।

হোমীয় দ্রব্য স্থাপন ঃ পশ্চিমদিকে অর্থাৎ নিজ সম্মুখে পবিত্রছেদনের জন্য তিনটি কুশপত্র, পবিত্রের জন্য অন্যকুশ দ্বারা বাঁধা গর্ভশূন্য কুশপত্র দুইটি, প্রোক্ষনীপাত্র, আজ্যস্থালী, বিঁড়ে তিনটি, (চরুহোমে—চরুস্থালী, উদূখল, মূষল, সূর্প, মেক্ষন) আতপতণ্ডুল, সম্মার্জন কুশ উপযমন কুশ তেরটি, প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ তিনটি, প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ তিনটি, প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্র, সমিধ, খদিরকাষ্ঠ নির্ম্মিত স্রুব ও স্রুচ, গব্যঘৃত, দুধ, দই, মধু, চিনি, যাবকপাত্র, হুতশেষ ধারণ পাত্র (সংসব) পূর্ণাহুতির দ্রব্য ও পূর্ণপাত্র ইত্যাদি দ্রব্যগুলি রাখিবেন।

পবিত্রছেদন ঃ পূর্বস্থাপিত পবিত্রছেদনার্থ তিনটি কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক নখব্যাতিরেখে একটি কুশপত্রের দ্বারা সাগ্রকুশ দুইটির প্রাদেশ প্রমাণ অগ্রভাগ ছেদন করিবেন। **ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ। অতঃপর পবিত্র দুটিকে অন্যকুশ দ্বারা বাঁধিবেন।**

পবিত্র মার্জ্জনঃ ছিন্নপবিত্র দুইটি প্রণীতা পাত্রের জলদ্বারা মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অভ্যুক্ষণ করিয়া প্রোক্ষনী পাত্রে উত্তরাগ্র করিয়া স্থাপন করিবেন—

ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ।।

প্রোক্ষণী পাত্রস্থাপন ঃ স্রুব বা কুশীতে করিয়া প্রণীতা পাত্র হইতে জল লইয়া প্রোক্ষণীপাত্রে পূরণ করিবেন। বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা পবিত্রের অগ্রভাগ এবং দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা পবিত্রের মূলদেশ ধারণ করিয়া দুইটি হস্তকে অধোমুখ করতঃ পবিত্রের মধ্যস্থানের

দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রের কিঞ্চিৎ জল উত্তোলন করিয়া তিনবার ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন।

অতঃপর বামহস্তের তালুতে প্রোক্ষণীপাত্র রাখিয়া পবিত্র দক্ষিণ হস্তে রাখিয়া, পবিত্র দ্বারা কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্র হইতে লইয়া ঐ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন। পবিত্রদ্বয়ের দ্বারা প্রণীতা পাত্র হইতে জল লইয়া প্রোক্ষণীপাত্রে অভ্যুক্ষণ (জলের ছিটা দিবেন) করিবেন। পূর্বস্থাপিত হোমীয় দ্রব্যে (জলের ছিটা দিবেন) অভ্যুক্ষণ করিবেন। অবশেষে প্রোক্ষণীপাত্রকে প্রণীতা ও অগ্নির মধ্যস্থানে অর্থাৎ প্রণীতার দক্ষিণদিকে স্থাপন করিবেন।

আজ্যস্থালী স্থাপন ঃ প্রোক্ষণীপাত্রের জল দ্বারা আজ্যপাত্র ধৌত করিয়া ঐ পাত্রে ঘৃত রাখিয়া অগ্নিতাপে গালিত করিয়া অগ্নির পশ্চিমে নিজের সম্মুখে রাখিবেন। অতপর হোমকুণ্ড হইতে জলন্ত কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া আজ্যস্থালীতে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন।

স্রুবাদিসংস্কার ঃ দক্ষিণ হস্তে স্রুব ধরিয়া অগ্নিতে স্রুবের অধোমুখ তাপিত করিয়া ঐ স্রুব বামহাতে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে কতকগুলো কুশ লইয়া কুশের অগ্রভাগ দ্বারা স্রুবের মূল হইতে অগ্র এবং অগ্র হইতে মূলদেশ পর্য্যন্ত মার্জন করিয়া কুশগুলো পরিত্যাগ করিবেন। প্রণীতাপাত্রের জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ঐ স্রুব পুনরায় তাপিত করিয়া প্রোক্ষণী পাত্রের উত্তরে স্থাপন করিবেন। এইভাবে স্রুবাদি সংস্কার করিবেন

চরুপাক ঃ যদি প্রকৃত কর্মে চরু হোম থাকে তবে এইসময়ে চরুপাক করিবেন।

আজ্যসংস্কার ঃ উত্তান বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার দ্বারা পবিত্রের অগ্রভাগ, উত্তান দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা দ্বারা পবিত্রের মূলদেশ ধারণ করিয়া, পবিত্রের মধ্যভাগ দ্বারা ঘৃত লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক ঐ ঘৃত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। **ওঁ সবিতু স্ত্বা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।।**

ঘৃত-দর্শন ঃ দুই হস্তে একই ভাবে পবিত্রদ্বয় রাখিয়া ঘৃতদর্শন করিতে করিতে মন্ত্রপাঠ করিবেন—**ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধাম নামাসি। প্রিয়ং দেবানামনা-ধৃষ্টং দেব যজনমসি।।**

প্রোক্ষণীপাত্রে পবিত্রস্থাপন ঃ পবিত্রদ্বয় দ্বারা প্রোক্ষণী জল লইয়া ঐ পবিত্রদ্বয় মন্ত্রপাঠ পূর্বক প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিবেন।

ওঁ সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যা-মাদদে।।

উপযমন কুশ ধারণ ঃ উপযমনার্থ ১৩টি কুশবামহস্তের মধ্যমাও অনামিকা অঙ্গুলিতে ধারণ করিবেন। হোম সমাপ্তি পর্য্যন্ত বামহস্তে উপযমনকুশ ধারণ করিয়া রাখিবেন।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ ঘৃতাক্ত তিনটি সমিধ গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া প্রজাপতিকে মনে মনে চিন্তা করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন।

অগ্নিপর্য্যুক্ষণ ঃ প্রোক্ষণীপাত্র হইতে দক্ষিণ হস্তে পবিত্র সহজল লইয়া ঈশানকোণ হইতে (পূর্ব অগ্নি-দক্ষিণ-নৈঋত-পশ্চিম-বায়-উত্তর ঈশান) দক্ষিণাবর্ত্তে অবিছিন্নধারায় মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিবেষ্টন করিবেন।

ওঁ এষো হ দেব প্রদিশো নু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বোঽজাতঃ স উ গর্ভেঽন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ।।

পবিত্রদ্বয় প্রণীতা পাত্রে স্থাপন ঃ পবিত্রদ্বয় প্রণীতাপাত্রে উত্তরাভিমুখে স্থাপন করিবেন।

সংস্রব পাত্র স্থাপন ঃ আজ্যস্থালীর পাশে সংস্রব (হুতশেষ রাখার পাত্র) স্থাপন করিবেন।

আঘার আজ্যভাগ হোম ঃ দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া ব্রহ্মাকে অন্বারব্ধ অর্থাৎ কুশের দ্বারা ব্রহ্মাসন স্পর্শ করিয়া বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মার সন্তুষ্ট হেতু স্রুবেরদ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া হুতশেষ সংস্রবপাত্রে রাখিবেন।

১। বায়ুকোণ হইতে অগ্নি কোণ পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ পূর্বক অগ্নিতে ঘৃতধারা দিবেন **ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা**। স্রুবের অবশিষ্ট ঘৃত মন্ত্রপাঠ পূর্বক প্রত্যাহুতি সংস্রব পাত্রে রাখিবেন **ইদং প্রজাপতয়ে**। প্রত্যাহুতি এইভাবে সংস্রব পাত্রে রাখিবেন।

উপযমনকুশ ঃ ১৩টি প্রাদেশ প্রমাণকুশ বামহাতে অঙ্গুলিতে বাঁধিতে হয়। যথা—"সম্মার্জ্জনকুশাঃ ষট্ উপযমনকুশা—স্ত্রয়োদশ"। (পারস্করগৃহ্যসূত্র)।।

আঘার আজ্যভাগ আহুতি ঃ সব্যাপসব্যমধ্যভাগেষু....। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, মধ্যে সুষুম্ণা নাড়ী চিন্তাকরিতে হয়। **অন্বারব্ধ ঃ** সংপৃষ্ট হইয়া, ব্রহ্মা দক্ষিণ হস্তে

২। নৈঋত কোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত অগ্নিতে ঘৃত ধারা দিবেন **ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা।** দেবতোদ্দেশ—**ইদং ইন্দ্রায়।**

৩। উত্তর ইহতে পশ্চিম হইয়া পূর্ব পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ পূর্বক অগ্নিতে অবিছিন্ন ঘৃতধারা দিবেন—**ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।** দেবতোদ্দেশ—**ইদং অগ্নয়ে।**

৪। অগ্নির দক্ষিণ হইতে পশ্চিম হইয়া পূর্ব পর্য্যন্ত—**ওঁ সোমায় স্বাহা।** দেবতোদ্দেশ— **ইদং সোমায়।**

অতঃপর অন্বারব্ধ অর্থাৎ কুশের দ্বারা ব্রহ্মাসন স্পর্শমুক্ত করিবেন।

প্রকৃত কর্ম্ম

সঙ্কল্প ঃ—শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ/শূদ্রপক্ষে—দাসস্য/ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ/শূদ্রস্ত্রীপক্ষে—দাস্যাঃ) সঙ্কল্পিত অমুক (যে কর্ম হইবে সে কর্মের নাম) কর্ম্মণি অমুক দেবতা প্রীতয়ে অষ্টাবিংশতি (অষ্টোত্তর শত/অষ্টোত্তর সহস্র) সংখ্যক ত্রিমধুক্ত তিল-যব-মিশ্রিত উড়ুম্বর (বিল্ব/পলাশ) সমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ অমুক মন্ত্র (বা- ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বাহেতি) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।

হোতার দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিয়া থাকিবেন। কুশময় ব্রহ্মা হইলে নিজেই বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিবেন। দক্ষিণহস্তে দেবতাকে দান করা হয়, সেই দক্ষিণ-হস্তের মূলদেশে বামহস্তের অঙ্গুলি সমূহ স্পর্শ করাইয়া দান করাকে অন্বারব্ধ বলে।। **আঘার ঃ** আঘার অর্থাৎ আঘারৌ দুইটি আহুতির বিশেষ সংজ্ঞা। **দেবতোদ্দেশ ঃ** স্বাহা মন্ত্রটি উচ্চারণের পর যে দেবতার উদ্দেশ্যে স্বাহা উচ্চারিত হইলে, সেই দেবতার উদ্দেশ্যে 'ইদমগ্নয়ে'- এইটি অগ্নির জন্য এইরূপ কথাটি বলাকে দেবতোদ্দেশ বলে। আহুতি দেবারপর যজুর্ব্বেদীয় মতে দেবতোদ্দেশ করিতে হয়। যেমন—ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা। দেবতোদেশ ইদং বিষ্ণবে। সামবেদী ও ঋক্‌বেদীর দেবতোদ্দেশ নাই। যর্জুবেদীর দেবতোদ্দেশ করিতে হয়। যজুর্বেদিগণের মধ্যে তৈত্তিরীয় ও কঠ শাখার আহুতি দানের পূর্বে দেবতোদ্দেশ এবং কান্ব ও মাধ্যন্দিন শাখার আহুতি দানের পর দেবর্তোদ্দেশ করিতে হয়। অন্যের দেবতোদ্দেশ নাই। যথা—"কর্কমতসংবাদিনী স্মৃতিঃ-আদৌতু দেবতোদ্দেশং তৈত্তিরি-কঠশাখিনোঃ। কান্বমাধ্যন্দিনানাঞ্চ পশ্চদুল্লেখয়েৎ সুরান্।। অন্যেষাং নাস্ত্যেব দেবতোদ্দেশঃ।" (তিথিতত্ত্ব)।। **আজ্যভাগ ঃ** আজ্যভাগ অর্থাৎ আজ্যভাগৌ—দুইটি আহুতির নাম। অগ্নি ও সোম যজ্ঞপুরুষের চক্ষু। যজ্ঞপুরুষ

অগ্নিরনামকরণ ঃ করজোড়ে বলিবেন—ওঁ অগ্নেত্বং অমুক নামাসি। কর্মবিশেষে 'অমুক' স্থানে অগ্নিরনাম বলিবেন।

[পূজাকর্মে ও স্বস্ত্যয়নে—বলদ। শান্তিকর্মে—বরদ (দোষশান্তি/ ত্রিপুষ্কর/ পুষ্কর/ অদ্ভুতশান্তি)। শালাকর্মে—ভব/শুভ। বাস্তুযাগে—প্রজাপতি। প্রতিষ্ঠা কর্মে—লোহিত।]

অগ্নিপূজা ঃ কূর্ম্ম মুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া কর্মবিশেষে অগ্নির নামোচ্চারণ করিয়া পুষ্প দিবেন।

ওঁ পিঙ্গভ্রুশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পানাঙ্গ-জঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চি শক্তিধারকঃ।।

এতৎ ধ্যান পুষ্পং ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ, (অমুকের স্থানে কর্মবিশেষে অগ্নির নাম বলিবেন।)

আবাহন ঃ দুইহস্তে চাল-দূর্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা মন্ত্রপাঠ পূর্বক আবাহন কবিবেন।

ওঁ অমুকাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাংগৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্পগ্রহণ করতঃ ধ্যান করিয়া অগ্নিতে ধ্যান পুষ্প দিয়া পূজা করিবেন— এষগন্ধঃ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।

এতৎ পুষ্পংওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।
এষ ধূপঃ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।
এষ দীপ ঃ ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।
এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে, মখেশ্বরাণাং মখতামুপেয়ুষে।
চরাচরাণাং জঠরেষু সংস্থিতে, ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে।।

যদি প্রকৃত কর্মে চরুহোম থাকে সেক্ষেত্রে চরুহোম করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

পশ্চিমমুখে বলিয়া উত্তরদিকে তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু (অগ্নি) এবং দক্ষিণদিকে বাম চক্ষু সোম। উভয় আজ্যভাগের মধ্যস্থলে সব হোম করিতে হয়। কিন্তু স্বিষ্টকৃদ্ধোম করিতে নাই।

মহাব্যাহৃতি হোম ঃ স্রুবের দ্বারা ঘৃত গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া দেবতোদ্দেশ করিয়া হুতশেষ সংস্রবপাত্রে রাখিবেন।

১। **ওঁ ভূঃ স্বাহা।।** দেবতোদ্দেশ—**ইদমগ্নয়ে** অথবা **ইদংভূঃ।।**

২। **ওঁ ভুবঃ স্বাহা।।** দেবতোদ্দেশ- **ইদংবায়বে** অথবা **ইদং ভুবঃ।।**

৩। **ওঁ স্বঃ স্বাহা।।** দেবতোদ্দেশ- **ইদং সূর্য্যায** অথবা **ইদং স্বঃ।।**

সমিধ হোম

সমিধ সুসজ্জিত করণ ঃ যত সংখ্যক সমিধ হোম হইবে সেই সমিধগুলো পাত্রোপরি তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা মিশ্রিত করিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্রদ্বারা জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক সমিধে ছিটা দিবেন—

ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টাবিংশতি (অষ্টোত্তর শত/অষ্টোত্তর সহস্র) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত উড়ুম্বর (বিল্ব/পলাশ) সমিদ্ভ্যো নমঃ।

সমিধ পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক সমিধে ফুল দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টাবিংশতি (অষ্টোত্তর শত/অষ্টোত্তর সহস্র) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত উড়ুম্বর (বিল্ব/পলাশ) সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ ফুল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবতায় পুষ্প দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠপূর্বক সমিধে ফুল দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত সমিধ একটি একটি করিয়া সমিধ অগ্নিতে প্রদান করিবেন—

ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—**ইদং অমুক দেবতায়ৈ।**

অথবা মন্ত্রপাঠপূর্বক স্বাহা উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিয়া দেবতোদ্দেশ-**ইদং অমুক দেবতায়ৈ** (অমুক স্থানে দেবতার নাম বলিবেন।)

প্রার্থনা ঃ ঘন্টাধ্বনি সহকারে প্রার্থনা করিবেন—

ওঁ বেদানাং বচনং রক্ষ ব্রাহ্মণানাং বচ শৃণু।
যদর্থং ক্রিয়তে হোমঃ তদ্ হোমং সফলং কুরু।।

প্রণাম ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রণাম করিবেন।

আজ্যাহুতি

সমিধহোমে অসমর্থ হইলে তিল-যব-মধু-শর্করা মিশ্রিত আহুতি প্রদান করিবেন।

সঙ্কল্প ঃ শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ /শূদ্রপক্ষে—দাসস্য/ব্রাহ্ম ণ স্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ/ শূদ্রস্ত্রীপক্ষে—দাস্যাঃ) সঙ্কল্পিত অমুক (যে কর্ম হইবে সেই কর্মের নাম) কর্ম্মণি অমুক দেবতা প্রীতয়ে অষ্ট (অষ্টাবিংশতি) কৃত্বঃ ত্রিমধ্বক্ত তিল-যবৈঃ ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন অমুক দেবতায়াঃ হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ঃ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব-স্রুবে লইয়া ৮ বা ২৮ বার আহুতি প্রদান করিবেন। মন্ত্রে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিয়া ঘন্টাধ্বনি সহকারে প্রার্থনা ও প্রণাম করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ অনেন কর্মণা দেব কৃত্বারিষ্টপ্রণাশক।
মম বিঘ্ন বিনাশায় শান্তিং কুরু নমোহস্তুতে।।

প্রণাম ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রণাম করিবেন।

উদাচ্য কর্ম

মহাব্যাহৃতি হোম ঃ স্রুবের দ্বারা ঘৃত গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া দেবতোদ্দেশ করিয়া হুতশেষ সংস্রবপাত্রে রাখিবেন।

১। **ওঁ ভূঃ স্বাহা।।** দেবতোদ্দেশ—**ইদমগ্নয়ে** অথবা **ইদং ভূঃ।।**

২। **ওঁ ভুবঃ স্বাহা।।** দেবতোদ্দেশ—**ইদংবায়বে** অথবা **ইদং ভুবঃ।।**

৩। **ওঁ স্বঃ স্বাহা।।** দেবতোদ্দেশ—**ইদং সূর্য্যায** অথবা **ইদং স্বঃ।।**

প্রায়শ্চিত্তহোম ঃ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাক্যপাত্রে তিল, কুশ, হরীতকী ধরিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থ অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) স্ত্রীপক্ষে-দেব্যা (দাস্যাঃ) কৃতেঽস্মিন্ অমুক হোম কর্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় ওঁ তন্নোঅগ্নে ইত্যাদিভিঃ পঞ্চর্ভিমন্ত্রৈঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমমহং কুর্ব্বীয়।। (বা-করিষ্যে)।।

অগ্নিরনামকরণ ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—**ওঁ অগ্নে ত্বং বিধু নামাসি।।**

অগ্নিপূজা ঃ কূর্মমুদ্রার ফুল গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবেন—

ওঁ পিঙ্গভ্রুশ্মশ্রু-কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ, সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ।।

আবাহন ঃ দুইহস্তে চাল-দূর্ব্বা-ফুল লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আবাহন করিবেন—

ওঁ বিধ্বগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমূদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া অগ্নিতে পুষ্প দিয়া পূজা করিবেন।

এষগন্ধঃ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ। এতৎপুষ্পম্ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ।
এষধূপ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ। এষ দীপ ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ।
এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ বিধ্বগ্নয়ে নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে, মখেশ্বরাণাং মখতামুপেয়ুষে।
চরাচরাণাং জঠরেষু সংস্থিতে, ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে।।

অগ্নিতে সমিধপ্রদান ঃ প্রাদেশ প্রমাণ একটি ঘৃতাক্তসমিধ গ্রহণ করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন।

প্রায়শ্চিত্তের পাঁচটিমন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবেন ঃ

১। ত্বন্নো অগ্নে ইত্যস্য বামদেব ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নী বরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ত্বন্নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্, দেবস্য হেড়ো অব যাসিসীষ্ঠাঃ।
যজিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো, বিশ্বা দ্বেষাগুঁসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা।।

দেবতোদ্দেশ—**ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্।।**

২। স ত্বন্নো অগ্নে ইত্যস্য বামদেব ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নীবরুণৌ দেবতে প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ।।

ওঁ স ত্বন্নো অগেঽবমো ভবোতী, নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ।
অব যক্ষ নো বরুণ গুঁ ররাণো, বাহি মৃড়ীকগুঁ সুহবো ন এধি স্বাহা।।

দেবতোদ্দেশ—**ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্।।**

৩। অয়াশ্চাগ্নে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ পংক্তিছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ।।

ওঁ অয়াশ্চাগ্নেঽস্য নভি শস্তিপাশ্চ, সত্যমিত্ত্ব-ময়া অসি। অয়া নো যজ্ঞং বহা,-স্যয়া নো ধেহি ভেষজ গুঁ স্বাহা।।

দেবতোদ্দেশ—**ইদমগ্নীবরুণাভ্যাম্** (অথবা **ইদমগ্নয়ে**)।

৪। যে তে শতমিত্যস্য শুনঃশেফর্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণাদয়ো দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ।।

ওঁ যে তে শতং বরুণ যে সহস্রং, যজ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ। তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণু-র্বিশ্বে মুঞ্চ ন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা।।

দেবতোদ্দেশ—ইদং বরুণায়, সবিত্রে, বিষ্ণবে, বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো, মরুদ্ভ্যঃ, স্বর্কেভ্যশ্চ।।

৫। উদুত্তমমিত্যস্য শুনঃশেফ র্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণো দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ।।

ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্ম, দবাধমং বি মধ্যম গুঁ শ্রথায়।
অথা বয়মাদিত্য ব্রতে, তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা।।

দেবতোদ্দেশ—**ইদং বরুণায়।।**

ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—**ইদং প্রজাপতয়ে।।** **ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা।** দেবতোদ্দেশ—**ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।।**

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ প্রাদেশ প্রমাণ একটি ঘৃতাক্ত সমিধ গ্রহণ করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন।

নবগ্রহ হোম

রবি ঃ ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্-স্বাহা।।
ইদং সূর্য্যায়।।

চন্দ্র ঃ ওঁ ইমং দেবা অসপত্নগুঁ সুবধ্বং মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যৈষ্ঠায়, মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্র-স্যেন্দ্রিয়ায়। ইম মমুষ্য পুত্র-মমুষ্যৈ পুত্র মস্যৈ বিশ, এষ বোঽমী রাজা, সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাগুঁ রাজা স্বাহা।।
হদং সোমায়।।

মঙ্গল ঃ ওঁ অগ্নির্মূ র্দ্ধা দিবঃ ককুৎ পতিঃ পৃথিব্যা অয়ং।
অপাগুঁরেতাগুঁসি জিন্বতি স্বাহা।। ইদং মঙ্গলায়।

বুধ ঃ ওঁ উদ্‌বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্ব-মিষ্টা পূর্ত্তে সগুঁসৃজেথা-ময়ঞ্চ।
অস্মিন্‌ৎ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্‌, বিশ্বে, দেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা।।
ইদং বুধায়।।

বৃহস্পতি ঃ ওঁ বৃহস্পতে অতি যদর্যো অর্হাদ্‌ দ্যুমদ্‌ বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু।
যদ্দীদয়চ্ছবস। ঋত প্রজাত, তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রগুঁ স্বাহা।।
ইদং বৃহস্পতয়ে।।

শুক্র ঃ ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্ম ণা ব্যপিবৎ, ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানগুঁ শুক্র-মন্ধস, ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয মিদং পয়োঽমৃতং মধু স্বাহা।।
ইদং শুক্রায়।।

শনি ঃ ওঁ শন্নো দেবী-রভিষ্টয়, আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যো-রভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা।। ইদং শনৈশ্চরায়।।

রাহু ঃ ওঁ কাণ্ডাৎ-কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি।
এবা নো দূর্ব্বে প্র তনু সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা।। ইদং রাহবে।।

কেতু ঃ ওঁ কেতুং কৃন্বন্নকেতবে, পেশো মর্য্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভি রজায়থাঃ স্বাহা।। ইদং কেতুভ্যঃ।।

দিক্‌পালহোম

১। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং ইন্দ্রায়। ২। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং অগ্নয়ে। ৩। ওঁ যমায় স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং যমায়। ৪। ওঁ নৈর্ঋতায় স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং নৈর্ঋতায়। ৫। ওঁ বরুণায় স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং বরুণায়। ৬। ওঁ বায়বে স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং বায়বে। ৭। ওঁ কুবেরায় স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং কুবেরায়। ৮। ওঁ ঈশানায় স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং ঈশানায়। ৯। ওঁ ব্রহ্ম ণে স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং ব্রহ্মণে। ১০। ওঁ অনন্তায় স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং অনন্তায়।।

প্রত্যক্ষদেবতা হোম

ওঁ গুরুভ্যো স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং গুরুভ্যো। ওঁ গণেশাদিপঞ্চ দেবতাভ্যো স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং গণেশাদিপঞ্চদেবতাভ্যো। ওঁ নারায়ণায় স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং নারায়ণায়। ওঁ লক্ষ্ম্যৈ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং লক্ষ্ম্যৈ। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং সরস্বত্যৈ। ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং ষষ্ঠ্যৈ। ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং শীতলায়ৈ। ওঁ মনসায়ৈ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং মানসায়ৈ। ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং গঙ্গায়ৈ।ওঁকালিকায়ৈ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং কালিকায়ৈ। ওঁ গ্রাম্যদেবতাভ্যঃ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং গ্রাম্যদেবতাভ্যঃ। ওঁস্থানস্থদেবতাভ্যঃ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং স্থানস্থদেবতাভ্যঃ। ওঁ স্বর্গমর্ত্তপাতালস্থ-দেবতাভ্যঃ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং স্বর্গমর্ত্তপাতালস্থ-দেবতাভ্যঃ।।

মহাব্যাহৃতি হোম ঃ

স্রুবের দ্বারা ঘৃত গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া দেবতোদ্দেশ পূর্বক হুতশেষ সংস্রবপাত্রে রাখিবেন। পৃষ্ঠানং- ১৭৮

অগ্নির নামকরণ

কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন— **ওঁ অগ্নেত্বং মৃড়নামাসি।**

অগ্নিপূজা ঃ কূর্ম্ম মুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া কর্মবিশেষে অগ্নির নামোচ্চারণ করিয়া পুষ্প দিবেন।

ওঁ পিঙ্গভ্রুশ্মশ্রু-কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ-জঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।।

এতৎ পুষ্পং ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ।

আবাহন ঃ দুইহস্তে চাল-দূর্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা মন্ত্রপাঠ পূর্বক আবাহন কবিবেন।

ওঁ মৃড়াগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাংগৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্পগ্রহণ করতঃ ধ্যান করিয়া অগ্নিতে ধ্যান পুষ্প দিয়া পূজা করিবেন—এষগন্ধ ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ।

এতৎ পুষ্পং ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ।
এষ দীপ ঃ ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ।
এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং ওঁ মৃড়াগ্নয়ে নমঃ।
প্রণাম ঃ ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে, মখেশ্বরাণাং মখতামুপেয়ুষে।
চরাচরাণাং জঠরেষু সংস্থিতে, ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে।।

পূর্ণাহুতি ঃ হোতা বস্ত্রমাল্য কুশ দূর্বা গন্ধ পুষ্প তিল, যব, আতপচাল, স্বর্ণ, নারিকেল, পান, সুপারি ও স্রুবপূর্ণ সংস্রব পাত্রের ঘৃত লইয়া (পরার্থে যজমানের সহিত) দাঁড়াইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

মূর্দ্ধানমিত্যস্য ভরদ্বাজঋষিস্ত্রিষ্টুপছন্দো বৈশ্বানরঽগ্নির্দ্দেবতা পূর্ণাহুতি হোমে বিনিয়োগঃ।।

ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা, বৈশ্বানর মৃত আজাতমগ্নিম্।
কবি গুঁ সম্রাজ মতিথিং জননা মাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা।।
দেবতোদ্দেশ—ইদমগ্নয়ে।।
ওঁ পূর্ণাদর্বি পরাপত সুপূর্ণা পুনরাবত।
বস্নেন বিক্রীণাবহা ঈশমুর্জং শতক্রতো স্বাহা।।
দেবতোদ্দেশ ইদমগ্নয়ে।।

ব্রহ্মদক্ষিণা-পূর্ণপাত্র দান

পূর্ণপাত্র সুসজ্জিত করণ ঃ পরিমাণ মত দক্ষিণাসহিত পূর্ণপাত্র বা অনুকল্পভোজ্য সুসজ্জিত করিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

পূর্ণপাত্র অর্চ্চনা ঃ ওঁ এতস্মৈ সবস্ত্রদক্ষিণকপূর্ণপাত্রায় (পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায়) নমঃ। পুনরায় পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক পূর্ণপাত্রে পুষ্প দিবেন এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সবস্ত্রদক্ষিণকপূর্ণপাত্রায় (পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায়) নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

পূর্ণপাত্র সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।।

বাক্যপাঠ ঃ শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ.....সঙ্কল্পিত অমুক হোম কর্মণি কৃতাকৃতাবেক্ষণ ব্রহ্মকর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং সবস্ত্রদক্ষিণক পূর্ণপাত্রং (পূর্ণপাত্রানুকল্পভ্যোজ্যং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে (পরার্থে দদানি)

প্রার্থনা ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবেন।

ওঁ ত্বমগ্নে সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক।
হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে।
ওঁ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন।
সাক্ষী ত্বং পূণ্যপাপানাং ধনঞ্জয় নমোঽস্তুতে।।
ওঁ শ্রদ্ধাং মেধাং যশপ্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলং।
তেজশ্চৈবায়ুরারোগ্যং দেহি মে হব্যবাহনম্।

কশ্যপ গ্রহণ ঃ অগ্নির ঈশান কোণে দুগ্ধ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতমিশ্রিতস্রুবের সহিত ঐ স্থান থেকে ভস্মগ্রহণ করিয়া তাহা তিলকে পরিণত করিবেন।

তিলক গ্রহণ ও দান ঃ স্রুব হইতে ভস্মকৃত তিলক গ্রহণ করিয়া দেবতাকে সমর্পণ করিবেন। মন্ত্রপাঠ পূর্বক ব্রাহ্ম ণদেরও দেওয়ার পর নিজে তিলক গ্রহণ করিবেন ও (পরার্থে যজমানকে তিলক দেবেন)

ললাটে—**ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষম্**। কণ্ঠে—**ওঁ যমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষম্**। বাম ও দক্ষিণ বাহুমূলে—**ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্**। হৃদয়ে—**ওঁতত্তেঽস্তু ত্র্যায়ুষম্।**

হবিপ্রাশন ঃ সংস্রবপাত্রের অবশিষ্ট ঘৃত প্রাশন করিয়া আচমন করিবেন। যজমানের কর্ম হইলে যজমানকে হবিপ্রাশন করাইয়া আচমন করাইবেন।

মার্জন ঃ পবিত্রদ্বয় দ্বারা প্রণীতাপাত্রের জল মন্ত্রপাঠ পূর্বক মস্তকে দিবেন।
ওঁ সুমিত্রিয়া ন আপ ওষধয়ঃ সন্তু।।

ভূমিসিঞ্চ নঃ পবিত্রদ্বয় দ্বারা প্রণীতা পাত্রের জল মন্ত্রপাঠপূর্বক ভূমিতে ফেলিবেন—**ওঁ দুর্মিত্রিয়া স্তস্মৈ সন্তু।**

প্রণীতা পাত্র নুব্জীকরণ ঃ সপবিত্রদ্বয় প্রণীতাপাত্র মন্ত্রপাঠ পূর্বক ঈশানকোণে উপুড় করিয়া দিবেন—**ওঁ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি, যঞ্চ বয়ং দিষ্মঃ।।**

বহির্হোম ঃ **ওঁ দেবা গাতুবিদো গাতুং বিত্ত্বা গাতুমিত।**
মনসস্পত ইমং দেব যজ্ঞং স্বাহা। বাতো ধাঃ স্বাহা।।

কুশময় ব্রহ্মা বিসর্জন ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্বক ব্রহ্ম গ্রন্থি মোচন করিবেন—
ওঁ ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব।

অগ্নিবিসর্জন ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্বক কুশময় ব্রহ্ম ায় জলের ছিটা দিবেন অতঃপর অগ্নিতে জলের ছিটা দিবেন।

ওঁ অগ্নেত্বং সমুদ্রংগচ্ছ। ওঁ যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ যজ্ঞপতিং গচ্ছ।
স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা। এষ তে যজ্ঞো যজ্ঞপতে
সহসূক্তবাকঃ সর্ব্ববীরস্তং জুষস্ব স্বাহা। মাহিভূর্ম্মা পৃশদাশু।।
ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।

অতঃপর অগ্নির ঈশানকোণে দধি বা দুগ্ধ দিবেন

ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।।

শান্তিজল দান ঃ বিসর্জিত পঞ্চাশগাছি ব্রহ্মসূত্র দ্বারা প্রোক্ষণীপাত্রের জল লইয়া মস্তকে শান্তিজল দিবেন।

ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনো যজুঃ প্রপদ্যে, সামপ্রাণং
প্রপদ্যে, চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে, বাগোজঃ সহৌজো ময়ি, প্রাণাপানৌ।
ওঁ যন্ মে চ্ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃণং,
বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু। শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ।।
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা (খা) বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তিঃ নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।।
ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।

———

তন্ত্রোক্ত কুশণ্ডিকা

উপবেশন ঃ কুশাসনে পূর্ব্বাভিমুখে বসিয়া মস্তকে উষ্ণীষ বাঁধিয়া-তিলকাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া দুইবার আচমন করতঃ আসনশুদ্ধি ও গায়ত্রীজপ সমাপনান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া মঙ্গলাচরণ করিবেন।

মঙ্গলাচরণ ঃ ওঁ চতুর্ব্বদনসদ্মস্থ-চতুর্ব্বেদ কুটুম্বিনে।
দ্বিজানুষ্ঠেয়-সৎকর্ম্ম-সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ।

স্থণ্ডিল নির্মাণ ঃ গোময়াদি পরিলিপ্ত স্থানে কেশতুষাঙ্গারাদি বর্জ্জিত বালুকাদ্বারা এক অঙ্গুলি উচ্চ, এক হস্ত প্রস্থ পরিমাণ সম চতুষ্কোণ স্থণ্ডিল নির্মাণ করিবেন।

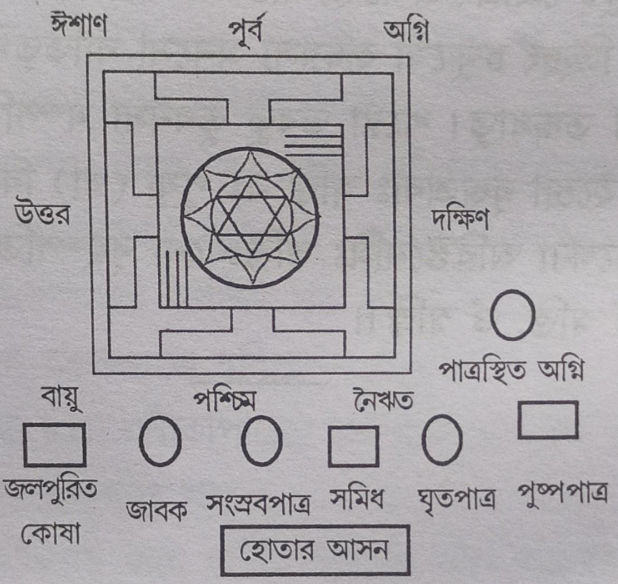

স্থণ্ডিলে অঙ্কন ঃ কুশ বা বিল্বপত্রের বোটার দ্বারা স্থণ্ডিলের মধ্যস্থানে ত্রিকোণ (▽) মণ্ডল করিয়া ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর আর একটি ত্রিকোণ (△) মণ্ডল করিয়া ষট্‌কোণ (✡) মণ্ডল করিবেন। ষট্‌কোণের মধ্যে 'হ্রীং' মন্ত্র লিখিবেন। তৎপরে ষট্‌কোণের বাহিরে বৃত্ত (০) করিবেন। তদন্তর ওই বৃত্তের গাত্রে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবেন। উহার চারিদিকে চতুষ্কোণ (□) অঙ্কিত করতঃ চতুষ্কোণের অগ্নিকোণে 'নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্দ্ধহস্ত পরিমিত তিনটি সরলরেখা বা প্রাদেশ প্রমাণ তিনটি কুশ উত্তরাভিমুখে এবং বায়ুকোণে অর্দ্ধহস্ত পরিমিত তিনটি সরলরেখা বা প্রাদেশ প্রমাণ তিনটি কুশ পূর্ব্বাভিমুখে অঙ্কিত করিবেন।

স্থণ্ডিল শোধন ঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত স্থণ্ডিল দর্শন করিবেন। 'ফট্' মন্ত্রে স্থণ্ডিলে ত্রিপত্র দ্বারা আঘাত করিবেন। ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া চিৎহস্তে মূলমন্ত্রে স্থণ্ডিলে জল ছিটাইবেন। তৎপরে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া উপুড়হাতে মূলমন্ত্রে স্থণ্ডিলে জল ছিটাইবেন। 'ফট্' মন্ত্রে স্থণ্ডিলের উপর তালত্রয় দিবেন।

মূলমন্ত্রে স্থণ্ডিলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, 'ওঁ' মন্ত্রে স্থণ্ডিলে জল ছিটাইবেন। ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া পূর্ব্বাভিমুখী ও উত্তরাভিমুখী রেখাগুলিতে জলের ছিটা দিবেন।

স্থণ্ডিল পূজা ঃ স্থণ্ডিলের ষট্‌কোণের মধ্যস্থলে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বহ্নের্যোগপীঠাসনায় নমঃ।

বায়ুকোণে পূর্ব্বাভিমুখী তিনটি রেখাতে উত্তরদিক হইতে পুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ মুকুন্দায় নমঃ।
এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ ঈশানায় নমঃ।
এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ পুরন্দরায় নমঃ।

অগ্নিকোণস্থ উত্তরাভিমুখী তিনটি রেখাতে পশ্চিমদিক হইতে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন। এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।
এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ।
এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ ইন্দবে নমঃ।

ষট্‌কোণের মধ্যস্থলে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং অমুক দেবতায়াঃ স্থণ্ডিলায় নমঃ। (সুন্দরী বিষয়ক হোমে ষট্‌তারা মন্ত্রে পূজা করিবেন। ষট্‌তারা মন্ত্র—ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ)।

স্থণ্ডিলসিঞ্চন ঃ ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া 'ওঁ' মন্ত্রে স্থণ্ডিলে জল ছিটাবেন।

হোমীয় দ্রব্য অভুক্ষণ ঃ 'ওঁ' মন্ত্র হোমীয় দ্রব্যে জল ছিটাবেন।

যোগপীঠের পূজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

হোমবিধি ঃ অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য তিস্রো রেখাঃ সমালিখেৎ। বিধিবদগ্নিমাদায় হুঁ ফট্ ক্রব্যাদংশং পরিত্যজেৎ। মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলেঽপিবা। ভূমৌ বা স্থাপয়েৎ বহ্নিং ব্যাহৃতিত্রিতয়েণ চ। স্বাহান্তেন ত্রিধা হুত্বা ষড়ঙ্গেন চ হোময়েৎ। ততো দেবীং সমাবাহ্য মূলেন ষোড়য়াহুতিং। হুত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্য বিসৃজেদিন্দু মণ্ডলে।।

স্থণ্ডিলের অগ্নিকোণে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ।
নৈঋতকোণে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ।
বায়ুকোণে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ।
ঈশানকোণে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ।
পূর্ব্বদিকে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ।
দক্ষিণদিকে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ।
পশ্চিমদিকে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ।
উত্তরদিকে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ।
স্থণ্ডিলের ষট্‌কোণে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পদ্মায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। অষ্টদলের পূর্ব পাপড়িতে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পীতায়ৈ নমঃ। অষ্টদলের অগ্নি পাপড়িতে —এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্বেতায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের দক্ষিণ পাপড়িতে —এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের নৈঋত পাপড়িতে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের পশ্চিম পাপড়িতে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধূম্রায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের বায়ু পাপড়িতে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের উত্তর পাপড়িতে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ।
অষ্টদলের ঈশান পাপড়িতে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের মধ্য/ষট্‌কোণে পাপড়িতে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ।
অষ্টদলের মধ্য/ষট্‌কোণে পাপড়িতে—ওঁ বং বহ্ন্যাসনায় নমঃ।

অসমর্থপক্ষে এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্ত্যাদি পীঠদেবতাভ্যো নমঃ।

বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্বরীর পূজা ঃ গন্ধপুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিবেন।

ধ্যান ঃ ওঁ বাগীশ্বরীমৃত্যুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্।
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাব সমন্বিতাম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিতায়ৈ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।

পূজা ঃ এষগন্ধঃ ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিতায়ৈ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।
এতৎপুষ্পম্ ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিতায়ৈ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।

এষধূপঃ ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিতায়ৈ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।
এষদীপঃ ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিতায়ৈ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।

এতৎ সোপকরণামান্যনৈবেদ্যং ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিতায়ৈ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ। এতৎ আচমনীয় জলং ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিতায়ৈ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।

এতৎ পানীয় জলং ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিতায়ৈ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।

এতৎ ফলতাম্বুলং ওঁ হ্রীং বাগীশ্বর সহিতায়ৈ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।

সুন্দরীপক্ষে কামেশ্বরীর পূজা করিবেন : ওঁ কং কামেশ্বর্য্যৈ নমঃ।

স্থণ্ডিলের চারিদিকে পূজা ঃ গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন।

পূর্বদিকে — এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বামায়ৈ নমঃ।
দক্ষিণদিকে — এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ জ্যেষ্ঠ্যায়ৈ নমঃ।
পশ্চিমদিকে — এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ।
উত্তরদিকে — এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ।

অগ্নিশোধন ঃ দক্ষিণদিকে কাংস্য/তাম্র/মৃতপাত্রের উপর অগ্নি রাখিয়া, 'ওঁ' মূলমন্ত্রে অগ্নি দর্শন করিবেন। 'ফট্' মন্ত্রে অগ্নি পাত্রে কুশদ্বারা আঘাত করিবেন। 'ফট্' মন্ত্রে অগ্নিতে জল ছিটাবেন। 'হূং' মন্ত্রে অগ্নিতে অবগুন্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। 'বং' মন্ত্রে অগ্নিতে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

অগ্নিসংস্কার ঃ শোধিত অগ্নি হইতে কিঞ্চিৎ অগ্নি লইয়া 'ওঁ হূং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা' মন্ত্রে নৈঋতকোণে পাত্রোপরিত্যাগ করিবেন।

কাষ্ঠপাতন ঃ স্থণ্ডিলের পূর্ব পশ্চিমে কাষ্ঠ তদুপরি উত্তর দক্ষিণ করিয়া কাষ্ঠ পাতন করিবেন।

অগ্নিস্থাপন ঃ দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া পুনরায় শুদ্ধ জ্বলন্ত অগ্নি গ্রহণ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে তিনবার ঘুরাইয়া অগ্নিকে নিজের সম্মুখদিকে রাখিয়া 'ওঁ হ্রীং' মন্ত্রে স্থণ্ডিলের মধ্যস্থানে 'ভগবতীর যোনিতে শিববীজ বোধে' অগ্নিস্থাপন করিবেন। কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত হইলে অগ্নিপূজা করিবেন।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি পূজা ঃ গন্ধপুষ্পদ্বারা অগ্নিতে পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ।।

অগ্নিতে মুদ্রা প্রদর্শন ঃ অগ্নিতে ফুঁ দেবেন। জ্বালিনীমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক

ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞা-জ্ঞাপয় স্বাহা।।

প্রার্থণা ঃ ওঁ অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণ বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্।।

অগ্নির নামকরণ ঃ করজোড়ে পাঠ করিবেন—
ওঁ অগ্নে ত্বং অমুক দেবতা নামাসি।
(অমুক স্থানে পূজিত দেবতার নাম করণ করিবেন)

গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অমুকাগ্নয়ে নমঃ।

অগ্নির আবাহন ঃ দুই হস্তে চাল-দূর্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অগ্নির আবাহন করিবেন।

ওঁ অমুকাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুদ্ধস্ব, ইহসন্নিরুদ্ধস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।

অগ্নি পূজা ঃ ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা এষ গন্ধঃ ওঁ অমুক অগ্নয়ে নমঃ।

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা এতৎ পুষ্পং ওঁ অমুক অগ্নয়ে নমঃ।

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা এষ ধূপঃ ওঁ অমুক অগ্নয়ে নমঃ।

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা এষদীপঃ ওঁ অমুক অগ্নয়ে নমঃ।

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা এতৎ ঘৃতনৈবেদ্যং ওঁ অমুক অগ্নয়ে নমঃ।

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা এতৎ আচমনীয়ং ওঁ অমুক অগ্নয়ে নমঃ। এইরূপে পূজা করিবেন।

গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বহ্নের্হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সহস্রাচিষে হৃদয়ায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইত্যাদ্যগ্নি ষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ।

অগ্নির মূল মন্ত্র হ্ল ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা।
অগ্নির হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বা ঃ "হিরণ্যা কণকারক্তা কৃষ্ণা চ সুপ্রভা তথা। বহ্নরূপাতিরক্তেতাং সাত্ত্বিকে যাগকর্ম্মাণি।।"

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মাদ্যষ্ট শক্তিভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।

স্রুক্-স্রুব সংস্কার ঃ পৃথক পৃথকভাবে স্রুক, ও স্রুব রাখিয়া তাহার অগ্র, মধ্য ও মূলদেশ কুশের জল দ্বারা মার্জন করিবেন। মার্জিত স্রুক ও স্রুবে কুশের জলের ছিটা দিবেন। মার্জিত কুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। পুনরায় তপ্ত করিবেন। দক্ষিণ দিকে স্রুক ও স্রুব স্থাপন করিবেন।

ঘৃত সংস্কার ঃ **'ফট্'** মন্ত্রে ঘৃতপাত্র ধৌত করিয়া, কুশোপরি স্থাপন করিবেন। তৎপরে পাত্রে ঘৃতপ্রদান করিবেন। মূলমন্ত্রে ঘৃত পাত্র দর্শন করিবেন। **'ফট্'** মন্ত্রে ঘৃতপাত্রে কুশের দ্বারা আঘাত করিবেন। **'হূং'** মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন। **'ফট্'** মন্ত্রে ঘৃতপাত্রের উপর তিনটি করতালি দিবেন। **'বং'** মন্ত্রে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন। দুটি কুশ জ্বেলে **হূং** মন্ত্রে ঘৃতোপরি ঘুরাইবেন।

অগ্নিপর্য্যুক্ষণ ঃ দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া 'হ্রীং মন্ত্রে অগ্নি বেষ্টন করিবেন।

সংস্রব পাত্রস্থাপন ঃ ঘৃতপাত্রের উত্তরদিকে সংস্রবপাত্র স্থাপন করিবেন। আহুতির পর সংস্রবপাত্রে হুতাশেষ ত্যাগ করিবেন।

আঘার আজ্যভাগ আহুতি ঃ ২টি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ ঘৃতের উপর পূর্ব্বাভিমুখে রাখিয়া ঘৃতকে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুপ্ম্না ভাবনা করিবেন। অতঃপব দক্ষিণ ভাগ হইতে **'নমঃ'** মন্ত্রে ঘৃত লইয়া অগ্নির দক্ষিণনেত্রে আহুতি প্রদান

পদ্মাদিঅষ্টনিধি ঃ তন্ত্রপদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকর কচ্ছপৌ। মুকুন্দ নীলৌ নন্দশ্চ শঙ্খশ্চৈবাষ্টমো নিধিঃ।। **ব্রাহ্মাদি অষ্ট শক্তি** ঃ ১। ব্রাহ্মা, ২। মাহোশ্বরী, ৩। কৌমারী, ৪। বৈষ্ণবী, ৫। বারাহী, ৬। ইন্দ্রানী, ৭। চামুণ্ডা, ৮। মহালক্ষ্মী। যথা- 'ব্রাহ্মা মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা। বারাহী চ তথেন্দ্রানী চামুণ্ডা চ ততঃ পরং। মহালক্ষ্মীশ্চ ইত্যেতাঃ শক্তয়োঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।' **আঘার আজ্যভাগ আহুতি** ঃ সব্যাপসব্যমধ্যভাগেষু....। বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, মধ্যে সুষুম্ণা নাড়ী চিন্তাকরিতে হয়।

করিবেন **ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা**। (প্রত্যেক বারে শেষাহুতি রাখিবেন)। বাম ভাগ হইতে **'নমঃ'** মন্ত্রে ঘৃত লইয়া অগ্নির বামনেত্রে আহুতি প্রদান করিবেন **ওঁ সোমায় স্বাহা**, মধ্যভাগ হইতে **'নমঃ'** মন্ত্রে ঘৃত গ্রহণ করিয়া অগ্নির ললাটে আহুতি প্রদান করিবেন **ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা**, দক্ষিণ ভাগ হইতে **'নমঃ'** মন্ত্রে ঘৃত গ্রহণ করিয়া অগ্নির মুখে আহুতিপ্রদান করিবেন **ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা**।

মহাব্যাহৃতি হোম ঃ ঘৃতপাত্র হইতে স্রুবের দ্বারা ঘৃত লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিয়া হুতাশেষ সংস্রবপাত্রে রাখিবেন।

১। ওঁ ভূঃ স্বাহা, ২। ওঁ ভুবঃ স্বাহা,

৩। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ৪। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।

মতান্তরে ঃ

ওঁ ভূরগ্নয়ে চ পৃথিবৈ চ মহতে স্বাহা।

ওঁ ভূবো বায়বে চান্তরিক্ষায় চ মহতে স্বাহা।

ওঁ স্বরাদিত্যায় চ দিবে চ মহতে চ স্বাহা।

ওঁ ভূর্ভুবস্ব সুবশ্চন্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিক্‌ভ্যশ্চ মহতে চ স্বাহা।

অগ্নির গর্ভধানাদি সংস্কার

মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। ওঁ অগ্নেগর্ভধানাদি সংস্কারং সম্পাদয়ামি স্বাহা।

গন্ধপুষ্প দ্বারা অগ্নিতে পূজা করিবেন- এতে গন্ধপুষ্পে (বীজমন্ত্র) পীঠাদি সহিত অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তিনবার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন এবং হুতশেষ স্রংসব পাত্রে রাখিবেন।

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা।

পঞ্চ বিংশতি আহুতি প্রদান ঃ মূলমন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ২৫ বার আহুতি প্রদান করিয়া প্রতিবারে হুতশেষ সংস্রবে রাখিবেন।

একাদশ আহুতি প্রদান ঃ মূলমন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ১১ বার আহুতি প্রদান করিয়া প্রতিবারে হুতশেষ সংস্রব পাত্রে রাখিবেন।

একাহুতি প্রদান ঃ **ওঁ (বীজমন্ত্র) অমুকদেবতায়াঃ অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা।**

ওঁ (বীজমন্ত্র) অমুকদেবতায়াঃ আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা।

প্রকৃত কর্ম

সঙ্কল্প ঃ শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে সূর্য্যে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ /শূদ্রপক্ষে—দাসস্য/ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ/শূদ্রস্ত্রীপক্ষে—দাস্যাঃ) সঙ্কল্পিত অমুক (যে কর্ম হইবে সে কর্মের নাম) কর্ম্মণি অমুক দেবতা প্রীতয়ে অষ্টাবিংশতি (অষ্টোত্তর শত/অষ্টোত্তর সহস্র) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব-মিশ্রিত উড়ুম্বর (বিল্ব/পলাশ) সমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ অমুক মন্ত্র (বা-ওঁ অমুক দেবতায়ৈ স্বাহেতি) মন্ত্রোচ্চারণেন হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।

মহাব্যাহৃতি হোম ঃ ঘৃতপাত্র হইতে স্রুবের দ্বারা ঘৃত লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিয়া হুতশেষ সংস্রবপাত্রে রাখিবেন।

১। ওঁ ভূঃ স্বাহা ২। ওঁ ভুবঃ স্বাহা ৩। ওঁ স্বঃ স্বাহা ৪। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।

সমিধ হোম

সমিধ সুসজ্জিতকরণঃ যত সংখ্যক সমিধ হোম হইবে সেই সমিধগুলো পাত্রোপরি তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা মিশ্রিত করিয়া'বং'মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্রদ্বারা জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক সমিধে ছিটা দিবেন—ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টাবিংশতি (অষ্টোত্তর শত/অষ্টোত্তর সহস্র) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত উড়ুম্বব (বিল্ব/পলাশ) সমিদ্ভ্যো নমঃ।

সমিধ পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টাবিংশতি (অষ্টোত্তর শত/অষ্টোত্তর সহস্র) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত উড়ুম্বর (বিল্ব/পলাশ) সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবতায় পুষ্প দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠপূর্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত সমিধ একটি একটি করিয়া সমিধ অগ্নিতে প্রদান করিবেন—

ওঁ হ্রীং অমুক দেবতায়ৈ স্বাহা।

অথবা মন্ত্রপাঠপূর্বক স্বাহা উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবেন। (অমুক স্থানে দেবতার নাম বলিবেন।)

প্রার্থনা ঃ ঘন্টাধ্বনি সহকারে প্রার্থনা করিবেন—

ওঁ বেদানাং বচনং রক্ষ ব্রাহ্মণানাং বচং শৃণু।
যদর্থং ক্রিয়তে হোমঃ তদ্ধোমং সফলং কুরু।।

প্রণাম ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রণাম করিবেন।

আজ্যাহুতি

সমিধহোমে অসমর্থ হইলে আজ্যাহুতি প্রদান করিবেন।

অভিলাপ বাক্য ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া, দক্ষিণহস্তে তিল-তুলসীপত্র হরীতকী কুশত্রিপত্রের সহিত বাক্যপাত্র স্পর্শ করিয়া বাক্যপাঠ সমাপনান্তে ঘৃতে ও ঈশানকোণে ভূমিতে জল ছিটা দিবেন।

শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে সূর্য্যে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ / শূদ্রপক্ষে—দাসস্য/ব্রাহ্ম ণ স্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ/শূদ্রস্ত্রীপক্ষে—দাস্যাঃ) সঙ্কল্পিত অমুক (যে কর্ম হইবে সেই কর্মের নাম) কর্ম্মণি অমুক দেবতা প্রীতয়ে অ॰ (অষ্টাবিংশতি) কৃত্বঃ ত্রিমধ্বক্ত তিল-যবৈঃ ওঁ হ্রীং অমুক দেবতায়ৈ স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ঃ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব-স্রুবে লইয়া ৮ বা ২৮ বার আহুতি প্রদান করিবেন। মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

প্রকৃত কর্ম শেষ করিয়া প্রচুর পরিমাণে ঘৃত, মধু, শর্করা, তিল, যব, মিশ্রিত চরু লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি দিবেন। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা।

মহাব্যাহৃতি হোম ঃ ঘৃতপাত্র হইতে স্রুবের দ্বারা ঘৃত লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিয়া হুতশেষ সংস্রবপাত্রে রাখিবেন।

১। ওঁ ভূঃ স্বাহা ২। ওঁ ভুবঃ স্বাহা ৩। ওঁ স্বঃ স্বাহা ৪। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।

পূর্ণাহুতি ঃ বস্ত্র, মাল্য, কুশ, দূর্ব্বা, গন্ধপুষ্প, তিল, যব, চাল, স্বর্ণ, নারিকেল, পান, সুপারি এবং স্রুবপূর্ণ সংস্রবপাত্রের ঘৃত লইয়া যজমানের সহিত দাঁড়াইয়া মন্ত্র বলিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

ওঁ (বীজ) ইদন্তু পাত্রভরিতং মহত্তাপ পরামৃতম্।
পূর্ণাহুতিময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্ স্বাহা।।

ওঁ (মূলমন্ত্র) ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধি দেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতং তৎসর্বং ব্রহ্মাপর্ণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীঅমুকদেবতায়াঃচরণে সমর্পয়ে। ওঁ তৎসৎ।।

প্রার্থনা ঃ ওঁ ভো ভো বহ্নে মহাশক্তে সর্ব্বকাম প্রদায়ক।
কর্ম্মান্তরেঽপি সংপ্রাপ্তে সান্নিধ্যং কুরু সাদরং।।
ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।। ওঁ তৎসৎ।।

ভস্মগ্রহণ

অগ্নির ঈশান কোণে সামান্য দুধ দিয়া স্রুবে করিয়া ভস্ম লইবেন। সেই ভস্ম প্রথমে দেবতাকে অর্পণ করিয়া নিজে পরে অন্যদের প্রদান করিবেন।

তিলকদানমন্ত্র

নিজপক্ষে ঃ ওঁ যং যং স্পৃশামি হস্তেন যং চ পশ্যামি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ।।

অন্যপুরুষব্যক্তির পক্ষে ঃ ওঁ যং যং স্পৃশামি হস্তেন যস্ত্বাং পশ্যতি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যাতু রাজানো দুষ্টদস্যবঃ ।।

মহিলাদিগের পক্ষে ঃ ওঁ যং যং স্পৃশামিপাদেন যং চ পশ্যামি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ।।

অগ্নি বিসর্জন

সংহার মুদ্রায় দেবীকে অগ্নি হইতে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিবেন—ওঁ ক্ষমস্ব। অগ্নিকে দক্ষিণদিকে চালনা করিবেন—ওঁ অগ্নে ত্বং চন্দ্রমণ্ডলং গচ্ছ। অগ্নির ঈশানকোণে দধি বা দুগ্ধনিক্ষেপ করিবেন—ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।।

প্রণাম

ক্ষমা প্রার্থনা

পুরুষদেবতা বিষয়ে—

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর।।
ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরঃ।
যৎ পূজিতঞ্চময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তুমে।।
ওঁ অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়মিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বরঃ।।

স্ত্রীদেবতা বিষয়ে—ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
বিসর্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি।।
ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরি।
যৎ পূজিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে।।
ওঁ অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসোঽয়মিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি।।

প্রদক্ষিণ ঃ দক্ষিণহস্তে বিশেষার্ঘ্য লইয়া নতশিরা হইয়া দেবতাকে আপন দক্ষিণভাগে রাখিয়া ঘণ্টাবাদ্য ও শঙ্খধ্বনিসহকারে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রদক্ষিণ করিবেন। ওঁ যানি কানি চ পাপানি জ্ঞাতাজ্ঞাত কৃতানি চ।
তানি সর্বাণি নশ্যন্তু প্রদক্ষিণং পদেপদে।।

প্রদক্ষিণের নিয়ম ঃ দক্ষিণহস্তে বিশেষার্ঘ্য লইয়া নতশির হইয়া দেবতাকে আপন দক্ষিণভাগে রাখিয়া তিনবার বেষ্টন করাকে প্রদক্ষিণ বলে। যথা—'প্রসার্য্য দক্ষিণংহস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ পুনঃ। দর্শয়েদ্দক্ষিণং পার্শ্বং মনসাপি দক্ষিণম্।। ত্রিধা চ বেষ্টয়েৎ সম্যগ্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণম্। শঙ্খ হস্তেন সর্বত্র দক্ষিণং পরিকীর্ত্তিতম্।।' দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ এবং বামহস্তে ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গপ্রণাম ও স্তব করিতে হয়। যথা- ততঃ প্রদক্ষিণী-কুর্বন্ দক্ষহস্তেঽব্জমুত্তমং। বামে ঘন্টাং বাদয়ংশ্চ অষ্টাঙ্গ প্রণতঃস্তরেৎ।। শক্তিকে (দেবীকে) একবার, সূর্যকে সাতবার, গণেশকে তিনবার, বিষ্ণুকে চারবার, মহাদেবকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে একবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। যথা—একং দেব্যৌ রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাদ্ বিনায়কে। চত্বারি কেশবে কুর্য্যাচ্ছিবে চার্দ্ধপ্রদক্ষিণম্, শক্তিকে (দেবীকে) তিনবার প্রদক্ষিণ করা হয়। যথা—'সকৃৎ ত্রিধা বেষ্টয়িত্বা দেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে। স চ প্রদক্ষিণোজ্ঞেয়ঃ সর্বদেবস্য তুষ্ঠিদঃ।। (কলিকাপুরাণ)।।

ব্রাহ্মণ দক্ষিণা অর্চনা

দক্ষিণা সুসজ্জিত করণ ঃ নিজের বামভাগে পাত্রোপরি হরীতকী, কাঞ্চন অথবা কাঞ্চনমূল্য রাখিবেন, দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া 'বং' মন্ত্রে দক্ষিণাতে জল ছিটা দিবেন।

দক্ষিণা অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা-কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ।

দক্ষিণা অর্চ্চনা ঃ পুষ্প লইয়া দক্ষিণায় পূজা করিবেন—এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা-কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ একটি পুষ্প লইয়া শালগ্রাম শিলায় পূজা করিবেন—এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

দক্ষিণা সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণায় পুষ্প দিবেন—**একটি ব্রাহ্মণ থাকিলে**—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্ম ণায় নমঃ।

এইরূপে দুটি ব্রাহ্মণ থাকিলে—এতাভ্যাম্ সম্প্রদানাভ্যাং ওঁ ব্রাহ্ম ণাভ্যাং নমঃ।

দুটির অধিক ব্রাহ্মণ থাকিলে এতেভ্যো সম্প্রদানেভ্যো ওঁ ব্রাহ্ম ণেভ্যো নমঃ।

দক্ষিণা বাক্য ঃ দক্ষিণ হস্তে তিল-তুলসী-হরীতকী-ত্রিপত্র লইয়া বাক্যপাত্র

শিবের প্রদক্ষিণ বিধি ঃ শিবকে একবার দক্ষিণ ভাগে ও একবার বামভাগে রাখিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। সোমসূত্র অর্থাৎ পিনাকের অগ্রভাগ হইতে যে স্থানে জলধারা পড়ে সেইস্থান লঙঘন করিতে নাই। যথা—'শিব প্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচক্র মেণতু। সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙঘয়েৎ।' দক্ষিণদিক হইতে বায়ুকোণে গেলে সেখান হইতে আবার দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া আসিয়া নমস্কার করিলে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদক্ষিণ হয়। যথা—'দক্ষিনাদ্ বায়বং গত্বা অস্মাদ্ ব্যববৃত্য দক্ষিণম্। গত্বা যোঽসৌ নমস্কারঃ সোঽর্দ্ধচন্দ্রঃ প্রকীর্ত্তিত।।' **শিবকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ বিধি ঃ** অর্দ্ধচন্দ্র প্রদক্ষিণ মহাদেবের পৃষ্ঠদেশেই করিতে হয়, যথা—'অর্দ্ধচন্দ্রং মহেশস্য পৃষ্ঠতশ্চ সমীরিতম্।' মহাদেব সংহার কর্ত্তা; সংহার কর্ত্তার সম্মুখে থাকিতে নাই। পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের প্রধান পঞ্চমুখ পূর্বাভিমুখে থাকে, আর একবক্ত্র মহাদেবের সেই একটি মুখই পূর্বাভিমুখে থাকে, এইজন্য তাহার দক্ষিণপার্শ্বে উত্তরমুখে বসিয়া পূজা করিতে হয়। প্রদক্ষিণকালেও পূর্বদিকে তাঁহার সম্মুখভাগ বলিয়া সে দিকেও যাইতে নাই, সুতরাং পশ্চিমদিকে তাঁহার পৃষ্ঠভাগেই প্রদক্ষিণ করিতে হইবে।

দক্ষিণা বিষয়ে ঃ কর্ম করিলে দক্ষিণা দান করিতে হয়। দক্ষিণা না দিলে কর্ম নিষ্ফল হয়। প্রথমে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়ে, তারপর দেবতাদের দক্ষিণা দিতে হয়। দৈবকার্য্যে

জলে ডুবাইয়া, বামহস্তে উপুড় করিয়া দক্ষিণা স্পর্শ করিয়া বাক্য বলিবেন—

দক্ষিণা বাক্য ঃ শ্রীবিষ্ণু ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য (শূদ্রপক্ষে—শ্রীবিষ্ণুনমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে-দেবী, শূদ্রপক্ষে-দাসঃ, স্ত্রীশূদ্র পক্ষে-দাসী) অমুকামুক কামনয়া কৃতৈতদ্ মৎসঙ্কল্পিত অমুক কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা—কাঞ্চনমূল্যং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণে পূজকায় ব্রাহ্মণায় তুভ্যং সম্প্রদদে (পরার্থে-দদানি)।।

এইভাবে—পূজকায় স্থানে তন্ত্রধারকায়, ব্রহ্মণে, হোত্রে, সদস্যায়, পাঠকায়, গুরুবে বলিবেন।

প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে দক্ষিণা দান কর্তব্য কিন্তু সময় সংক্ষেপ করার নিমিত্ত একই বাক্যে বহু ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেওয়া যায়।

একত্রে দক্ষিণা বাক্য ঃ শ্রীবিষ্ণু ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য (শূদ্রপক্ষে—শ্রীবিষ্ণুনমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে-দেবী, শূদ্রপক্ষে-দাসঃ, স্ত্রীশূদ্র পক্ষে-দাসী) অমুকামুক কামনয়া কৃতৈতানি অমুকামুক কর্ম্মণাং সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা—কাঞ্চনমূল্যং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং অমুকামুক গোত্রেভ্যো শ্রীঅমুকামুক দেবশর্ম্মভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো সম্প্রদদে (পরার্থে-দদানি)।।

বাক্য বলিয়া ভূমিতে জলের ছিটা দিবেন। ব্রাহ্মণ বলিবেন—ওঁ স্বস্তি,

---

স্বর্ণ বা স্বর্ণমূল্য। পৈত্রিকার্য্যে রজত বা রজতমূল্য। দক্ষিণা প্রদানের মুহূর্ত অতীত হইলে দ্বিগুণ, তিনদিন গত হইলে ১০গুণ, ১৫ দিন গত হইলে ১০০ গুণ, ১ মাস গত হইলে ৫০০ গুণ, ৬ মাস গত হইলে ২ হাজার গুণ দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়। এক বৎসর অতীত হইলে তিনকোটিগুণ প্রদান করিতে হয়, অন্যথা কর্ম্ম, নিষ্ফল হয়। যথা—"কর্ত্তা কর্ম্মণি পুর্ণে চ তৎক্ষণং যদি দক্ষিণাম্। ন দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দৈবেনাজ্ঞানতোঽথবা। মুহূর্ত্তে সমতীতে তু দ্বিগুণা সা ভবেদ্ ধ্রুবম্। একরাত্রে ব্যতীতে তু ভবেচ্ছতগুণা চ সা। ত্রিরাত্রে তচ্ছতগুণা সপ্তাহে দ্বিগুণা ততঃ। মাসে লক্ষগুণা প্রোক্তা ব্রাহ্মণানাঞ্চ বর্দ্ধতে। সংবৎসরে ব্যতীতে তু সা ত্রিকোটি গুণা ভবেৎ। কর্ম্ম তদ্ যজমাণানাং সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলং ভবেৎ।।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)।। দক্ষিণা না দিলে কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। যথা—"বৃথা বিপ্রবচো যস্তু গৃহ্ণাতি মনুজঃ শুভে। অদত্ত্বা দক্ষিণাং বাপি স যাতি নরকং ধ্রুবম্।। (নারদীয়পুরাণ)। স্বর্ণদান শ্রেষ্ঠ ঃ 'সুবর্ণং পরম্ দানং সুবর্ণং দক্ষিণা পরা। সর্ব্বেষামেব দানানাং সুবর্ণং দক্ষিণেষ্যতে।। ইতিবচনাৎ কাঞ্চনং দক্ষিণা

গায়ত্রী পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা গ্রহণ পূর্বক কামস্তুতি পাঠ করিবেন।

একটি কর্ম্মে	দুইটি কর্ম্মে	দুই এর অধিক কর্ম্মে
কৃতৈতৎ	কৃতব্রতে/কৃতয়েতে	কৃতৈতাণি
কর্ম্মণঃ	কর্ম্মণোঃ	কর্ম্মণাং

সামবেদীয় ঃ ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায়াদাৎ, কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্র মাবিশৎ। কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি, কামৈতত্তে।।

যজুর্ব্বেদীয় ঃ

ওঁ কোঽদাৎ, কস্মা অদাৎ, কামায়াদাৎ, কামঃ দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে। ওঁ দ্যৌস্ত্বা দদাতু, পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্লাতু।।

দেবদক্ষিণা অর্চনা

দক্ষিণা সুসজ্জিত করণ ঃ নিজের, বামভাগে পাত্রোপরি হরীতকী, কাঞ্চনমূল্য রাখিবেন, দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া 'বং' মন্ত্রে দক্ষিণাতে জলের ছিটা দিবেন।

দক্ষিণা অভ্যুক্ষণ ঃ ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা-কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ।

দক্ষিণা অর্চ্চনা ঃ ফুল লইয়া দক্ষিণায় পূজা করিবেন—এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা-কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ একটি ফুল লইয়া শালগ্রাম শিলায় পূজা করিবেন—এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

দক্ষিণা সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণায় ফুল দিবেন দিবেন—**একটি দেবতা পূজা হইলে**—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। **এইরূপে দুইটি দেবতাপূজা হইলে**---এতাভ্যাং সম্প্রদানাভ্যাং ওঁ অমুক দেবতাভ্যাং নমঃ। **দুইএর অধিক দেবতার পূজা হইলে**—এতেভ্যো

দেয়া।' (রঘুনন্দন)।। সুবর্ণশব্দ পুংলিঙ্গ হইলে ১ ভরি সোনা বোঝায় এবং ক্লীবলিঙ্গ হইলে সোনা বোঝায়। উল্লিখিত শ্লোকে সুবর্ণ অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গ নির্দেশ করায় সোনার পরিমাণ নেই।। **স্বর্ণদানের পরিবর্তে দান ঃ** অলাভে ফলমূলাণাং ভক্ষ্যাণাং দক্ষিণাং দদতি। (গৃহ্যপরিশিষ্ট), হতমশ্রোত্রিয়ং দানং হতো যজ্ঞস্বদক্ষিণঃ। তস্মাৎ পণং কাকিনীং বা ফলপুষ্পমথাপিবা। প্রদদ্যাদ্দক্ষিণাং যজ্ঞে তয়া স সফলো ভবেৎ।। (বৃহস্পতি) কাকিনী চ চতুর্ভাগো মাষকস্য পর্ণস্য চ। (কাকিণী অর্থাৎ ৫ গণ্ডাকড়ি) পিতৃকার্য্যে রজত বিহিত।।

সম্প্রদানেভ্যো ওঁ পূজিত দেবতাভ্যো নমঃ।

দক্ষিণাবাক্য ঃ দক্ষিণ হস্তে তিল-তুলসী-হরীতকী-ত্রিপত্র লইয়া বাক্যপাত্রে জলে ডুবাইয়া, বামহস্ত উপুড় করিয়া দক্ষিণা স্পর্শ করিয়া বাক্য বলিবেন—

শ্রীবিষ্ণু ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য (শূদ্রপক্ষে—শ্রীবিষ্ণুনমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে-দেবী, শূদ্রপক্ষে-দাসঃ, স্ত্রীশূদ্র পক্ষে-দাসী) অমুকামুক কামনয়া মৎসঙ্কল্পিতামুককর্ম্মণি কৃতৈতদমুক কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা—কাঞ্চনমূল্যং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং অমুকগোত্রায় অমুক দেবতায়ৈ তুভ্যং সম্প্রদদে (পরার্থে-দদানি)।।

বাক্য বলিয়া ভূমিতে জলের ছিটা দিবেন। ব্রাহ্মণ প্রতিবচনকরিবেন- ওঁ অস্তু।

একত্রে দক্ষিণা বাক্য ঃ শ্রীবিষ্ণু ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য (শূদ্রপক্ষে—শ্রীবিষ্ণুনমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে-দেবী, শূদ্রপক্ষে-দাসঃ, স্ত্রীশূদ্র পক্ষে-দাসী) অমুকামুক কামনয়া কৃতৈতানি অমুকামুক কর্ম্মণাং সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা—কাঞ্চনমূল্যং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমহং অমুকামুক গোত্রেভ্যো শ্রীঅমুকামুক পূজিত দেবতাভ্যো সম্প্রদদে (পরার্থে-দদানি)।। **বাক্য বলিয়া ভূমিতে জলের ছিটা দিবেন। ব্রাহ্মণ প্রতিবচনকরিবেন- ওঁ সন্তু।**

একটি কর্ম্মে	**দুইটি কর্ম্মে**	**দুই এর অধিক কর্ম্মে**
কৃতৈতৎ	কৃতএতে/কৃতয়েতে	কৃতৈতাণি
কর্ম্মণঃ	কর্ম্মণোঃ	কর্ম্মণাং

দক্ষিণাদানের নিয়ম ঃ নামগোত্র উচ্চারণ করিয়া দান করিতে হয়। যথা—"নাম গোত্রে সমুচ্চার্য্য প্রদদ্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। পরিতুষ্টেন ভাবেণ তুভ্যং সম্প্রদদে ইতি-ব্যাস।।" অহমস্মৈ দদানীতি ব্রবমাভাষ্য দীয়তে। (কাত্যায়ন)।। শ্রাদ্ধের দক্ষিণাবাক্যে তৃপ্তিরূপ ফলভাগী পিত্রাদি বলিয়া পরস্মৈপদ দদানি বলিতে হয়। দেবতাকে যে সকলদ্রব্য গুলি দান করাহইয়াছে সেই গুলো এবং দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দিতে হয়, নচেৎ নিষ্ফল হয়। জপ হোম পূজাদিতে দক্ষিণা যত্নের সহিত ইষ্টদেবী ও গুরুকে দিতে হয়। যথা- 'দেবে দত্বা তু দানানি দেবে দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং। তৎসর্ব্বং ব্রাহ্মণে দদ্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।। জপেহোমেঽর্চ্চনে দেবি দক্ষিণামপি যত্নতঃ। ইষ্টদৈব্যৈ প্রদায়াথ গুরবে প্রতিপাদয়েৎ।।' (মৎস্যসূক্ত)।। **বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** দক্ষিণা বাক্যে দক্ষিণা বহুবচনে করা আছে। একবচনে হইবে.....সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা-কাঞ্চনমূল্যং) অর্চিতংশ্রীবিষ্ণু দৈবতং অমুকামুক গোত্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো

বিশেষার্ঘ্য উত্তোলন

দক্ষিণ হস্তে বিশেষার্ঘ্য লইয়া জয়ধ্বনি সহকারে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতার মস্তকে সমর্পণ করিবেন—

ওঁ ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধি দেহ ধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতংতৎসর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু, মাং মদীয়ং সকলং অমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ে।।

সামান্যার্ঘ্য উত্তোলন

দক্ষিণ হস্তে সামান্যার্ঘ্য লইয়া জয়ধ্বনি সহকারে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতার পদে সমর্পণ করিবেন—**(বীজমন্ত্র) ইদং পরাঙ্মুখার্ঘ্যং শ্রী অমুক দেবতায়ৈ স্বাহা ।।**

আত্ম সমর্পণ

দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূষ জল লইয়া বামহস্ত দক্ষিণ হস্তের নীচে দিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতার চরণে উদ্দেশ্যে পূজাধারে নিক্ষেপ করিবেন—

ওঁ ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধি দেহ ধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতংতৎসর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু, মাং মদীয়ং সকলং অমুক দেবতায়ৈ সমর্পয়ে।।

অছিদ্রাবধারণ

চালদুর্বা লইয়া যজমান পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিবেন—

একটি কর্ম্ম হইলে—ওঁ কৃতৈতৎ অমুক কর্ম্ম অচ্ছিদ্রমস্তু,

পুরোহিত বলিবেন—ওঁ অস্তু ।

দুটি কর্ম্ম হইলে—ওঁ কৃতয়েতে অমুক অমুক চ কর্ম্মণী অচ্ছিদ্রেস্তাম্,

পুরোহিত বলিবেন—ওঁ স্তাম্।

দুই এর অধিক কর্ম্ম হইলে—কৃতৈতানি অমুক অমুক অমুক চ কর্ম্মাণিঅচ্ছিদ্রাণি সন্তু, পুরোহিত বলিবেন—ওঁ সন্তু।।

(পূজিতদেবদেবীভ্যো) অহং সম্প্রদদে। (পরার্থে-দদানি)। একজন ব্রাহ্মণ হইলে-ব্রাহ্মণায়। দুইজন ব্রাহ্মণ হইলে-ব্রাহ্মণাভ্যাং। দুই এর অধিক ব্রাহ্মণ হইলে-ব্রাহ্মণেভ্যো হইবে। একজন দেবতা হইলে- দেবতায়ৈ। দুইজন দেবতা হইলে-দেবতাভ্যাম্। দুই এর অধিক দেবতা হইলে-দেবতাভ্যো হইবে।

পাত্রউত্তোলন বিষয়েঃ তন্ত্রোক্ত বিষয়ে শ্রীপাত্র বিশেষার্ঘ্য উত্তোলনের মন্ত্রে উত্তোলন করিয়া বিশেষার্ঘ্য উত্তোলন করিবেন। **আছিদ্রাবধারণ ঃ** কর্মে অছিদ্র অর্থাৎ দোষমুক্ত হইল কিনা, তাহা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাস করার নাম অছিদ্রাবধারণ।

বৈগুণ্যশান্তি

করদ্বয়ে পাত্রোপরি জল লইয়া—

একটি কর্ম্মের বৈগুণ্য হইলেঃ শ্রী বিষ্ণু ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) কৃতেঽস্মিন্ অমুক কর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। **দুটি কর্ম্মের বৈগুণ্য হইলেঃ** শ্রী বিষ্ণু ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) কৃতয়োঃ অনয়োঃ অমুক অমুক চ কর্মণোঃ যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

দুটির বেশি কর্ম্মের বৈগুণ্য হইলেঃ শ্রী বিষ্ণু ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) কৃতেষু এষু অমুক অমুক চ কর্ম্মসু যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ বলিয়া তিনবার ভূমিতে জল দিবেন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।।

শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ।

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।।

ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেবতদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ।।

ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ।।

ওঁ শ্রীহরিঃ, ওঁ শ্রীহরিঃ, ওঁ শ্রীহরিঃ।।

মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক করজোড়ে প্রণাম করিবেন— কর্ম্ম সাক্ষিণে ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। প্রদীপের তাপে করদ্বয় আচ্ছাদিত করতঃ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক করজোড়ে প্রণাম করিবেন—কর্ম্ম সাক্ষিণে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। করজোড়ে---- কর্ম্ম সাক্ষিভ্যঃ ওঁ পূজিতদেবতাভ্যঃ নমঃ। কর্ম্ম সাক্ষিভ্যো ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

বৈগুণ্য ঃ কর্ম্মে যে ত্রুটি ঘটে তা সংশোধন করার জন্য বিষ্ণুর স্মরণাপন্ন হওয়াকে বৈগুণ্য সমাধান বলে।

কর্ম্মসমর্পণ

অতঃপর দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডুশ জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূজাধারে অর্পণ করিবেন—**একটি কর্ম্ম হইলে**—ওঁ এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণায়ার্পণমস্তু।

দুটি কর্ম্ম হইলে—ওঁ এতে কর্ম্মণী শ্রীকৃষ্ণায়ার্পণং স্তাম্।

দুই এর অধিক কর্ম্ম হইলে—ওঁ এতানি কর্ম্মাণি শ্রীকৃষ্ণায়ার্পণং সন্তু।

বিসর্জন

আবরণ দেবতাগণ দেবতার অঙ্গে লীন হইল চিন্তা করিয়া স্বস্ব পূজিত দেবতার বীজমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শক্তিপূজায় যোনিমুদ্রা, বিষ্ণুপূজায় চন্দ্র মুদ্রা, শিবপূজায় সংহার মুদ্রা তিনবার প্রদর্শন করিবেন। ঘট বা দেবতা স্পর্শ করিয়া দেবপক্ষে—ওঁ (বীজমন্ত্র) অমুকদেব পরিবারগণ সহিত ক্ষমস্ব, দেবীপক্ষে—ওঁ (বীজমন্ত্র) অমুকদেবি পরিবারগণ সহিতে ক্ষমস্ব। অথবা—একটি দেবতা হইলে—ওঁ আবাহিত দেব ক্ষমস্ব। অনেক দেবতা হইলে—ওঁ আবাহিতদেবতাঃ ক্ষমধ্বম্। মন্ত্রে দেবতা ও কিঞ্চিৎ ঘটচালন করিবেন।

অতঃপর সংহার মুদ্রায় ঘট হইতে নির্ম্মাল্যপুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক ঘ্রাণের দ্বারা নিজের সুষুম্নাপথে পুষ্পের গন্ধের সহিত দেবতার তেজ নিজ হৃদয়ে আনয়ন করিবেন। এরপর ঈশান কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি ঘ্রাতপুষ্পটি প্রদান করিবেন। অতঃপর ঘটে বা মণ্ডলে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

বিসর্জ্জন ঃ বিসর্জ্জন করা অর্থাৎ ত্যাগ করা। বিসর্জ্জনকে উদ্বাসন বলে। উদ্বাসন শব্দের অর্থ উত্তোলন পূর্ব্বক স্থাপন করা। পূজিত দেবতাকে প্রতিমা বা ঘট হইতে তুলিয়া নিজ হৃদয়ে স্থাপন করা। যথা—"উদ্বাস্য দেবং স্বে ধাম্নি তন্নিবেদিতমগ্রতঃ। অদ্যাদাত্মবিশুদ্ধ্যর্থং সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে"।। স্বে ধাম্নি শব্দের অর্থ স্বকীয় হৃদয়। উদ্বাস্য শব্দের অর্থ সংস্থাপ্য।। কোন দেবতাকে বিসর্জ্জন করার অর্থ সেই দেবতার প্রতিমা বা ঘটকে বিসর্জ্জন করা। দেবতাকে নিজ হৃদয়ে স্থাপন। সংহার মুদ্রায় নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া সুষুম্নাপথে পুষ্পের গন্ধের সহিত নিজ হৃদয়পদ্মে আনয়ন করিতে হয়। যথা—"সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ পুষ্পৈঃ সার্দ্ধং স্বহৃদয়মানয়েৎ। তথাচ—নিধায় দেবতাং পশ্চাৎ স্বীয়হৃৎসরসীরুহে। সুষুম্নাবর্ত্মনা পুষ্পমাঘ্রায়োদ্বাসয়েওতঃ।।" (তন্ত্রসার)।। **বিসর্জ্জন বিধিঃ** 'সংহার মুদ্রয়া দেবি ক্ষমস্বেতি বিসর্জয়েৎ। হৃদ্যারোপ্য চ তত্তেজঃ পুষ্পেণ সহ নাসয়া।। কিঞ্চিনৈবেদ্যশেষঞ্চ দদ্যাদীশান কোণকে। শক্তাবুচ্ছিষ্ট চাণ্ডাল্যৈ শিবে চণ্ডেশ্বরায় চ। সুষুম্না বর্ত্মনা পুষ্পমাঘ্রায়োদ্বাসয়েৎ সুধীঃ।।' অমুক দেব ক্ষমস্ব এখানে দেবতার নাম সম্বোধান হইবে। **নির্ম্মাল্য ঃ** নিবেদিত পুষ্পাদি।।

বিষ্ণুপূজায় ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ।
শক্তিপূজায় ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ।
শিবপূজায় ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ।
সূর্য্যপূজায় ঃ এতেগন্ধপূষ্পে ওঁ তেজশ্চণ্ডায় নমঃ।
গণেশ পূজায় ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ উচ্ছিষ্ট গণেশায় নমঃ।
কালিকাদিপূজায় ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ উচ্ছিষ্টচণ্ডালিন্যৈ নমঃ।
অন্যান্য দেব পক্ষে ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ নির্ম্মাল্যবাসিনে নমঃ।
অন্যান্য দেবী পক্ষে ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ।
মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঘটচালিত করিবেন—
ওঁ গচ্ছগচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বর। (স্ত্রীদেবতার-পরমেশ্বরি)
পূজাধারণকালে চ পুনরাগমনায় চ।।
স্ত্রী দেবতা পক্ষে ঃ ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মযোনি-সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরম্।।
ওঁ জলে তিষ্ঠ মহামায়ে পূর্ণাং সন্তাপনাশিনি।
যত এবাগত দেবি তত্রৈব প্রতিগম্যতাম্।।
একসঙ্গে অনেক দেবতার পূজা হইলে ঃ
ওঁ যান্তু দেবাঃ গণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাজ্ঞিকাৎ।
ইষ্টকাম প্রসিদ্ধর্থ্যং পুনরাগমনায় চ।।

শান্তিজল সিঞ্চ ন

শান্তি কলস হইতে জল লইয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঘণ্টাধ্বনি সহকারে মস্তকে জল সিঞ্চন করিবেন।

সামবেদীয় শান্তি মন্ত্র ঃ
ঋষিছন্দ ঃ কয়া নশ্চিত্র ইতি ঋক্ত্রয়স্য বামদেব ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ
ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ।।
মন্ত্র ঃ ওঁ কয়া নশ্চিত্র আ-ভুব-দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা।।
ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মং হিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু।।
ওঁ অভীষুণঃ সখীনা, মবিতা জরিতণাম্। শতং ভবাস্যূতয়ে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।।

ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।

যজুর্বেদীয় শান্তি মন্ত্র ঃ

ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনো যজুঃ প্রপদ্যে, সাম প্রাণং
প্রপদ্যে, চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে, বাগোজঃ সহজো ময়ি প্রাণাপানৌ।
ওঁ যন্ মে চ্ছিদ্রং চক্ষুষো-র্হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃণং
বৃহস্পতি মে তদ্দধাতু। শন্নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ।।
ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।।
ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূখা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তিঃ নো বৃহস্পর্তিদ্দধাতু।।
ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।

যজুর্বেদে বিশেষ শান্তি মন্ত্রঃ ওঁ দ্যৌ শান্তিঃ, অন্তরীক্ষগুঁ শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ, ওষধয়ঃ শান্তিঃ, বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, বিশ্বেদেবাঃ শান্তিঃ, ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্ব্বগুঁ শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ, সা মা শান্তিরেধি।। ওঁ যতএবা গতং পাপং, তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু।। ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।।

পৌরাণিক শান্তি মন্ত্র ঃ ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ। বাসুদেবো জগন্নাথ স্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চভবন্তু বিজয়ায় তে।। ওঁ আখণ্ডলোঽগ্নি র্ভগবান্ যমো বৈ নৈর্ঋতস্তথা। বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্পালাঃ পান্তু তে সদা।। ওঁ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তি স্তুষ্টিশ্চ মাতরঃ।। এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সুসংযতাঃ।। ওঁ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তুরাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ।। ওঁ ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপত্ন্য ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাংগণাঃ।। অস্ত্রাণি সর্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চযে।। ওঁ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ।দেব-দানবগন্ধর্ব্বা, যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে।।

ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ, ওঁ শান্তিঃ।।

সর্ব্বসাধারণ শান্তি মন্ত্রঃ ওঁ সর্ব্বরোগঃ শান্তিঃ, ওঁ সর্ব্বপাপ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু বিনশ্যন্তুশুভঞ্চ যৎ। যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু।।

ওঁ শান্তিঃ,ওঁ শান্তিঃ,ওঁ শান্তিঃ।

আশীর্বাদ বর্ষণ

ওঁ নিবসতু তব গেহে নিশ্চলা সিন্ধুপুত্রী।
বিহরতু কর পদ্মে চণ্ডিকা শক্রহন্ত্রী।।
বিলসতু রসনায়াং ভারতী ভাতুনিত্যং।
ন টলতু তব চিত্তং পাদপদ্মান্মুরারেঃ।।
ওঁ লক্ষ্মীস্তে পঙ্কজাক্ষী নিবসতু ভবনে ভারতী কণ্ঠদেশে।
বর্দ্ধন্তাং বন্ধুবর্গাঃ সকল রিপুগণাঃ যান্তু পাতাল দেশম্।।
দেশে দেশে চ কীর্তির্ভবতু সুবিপুলা কুন্দপুষ্পেন্দু-শুভ্রা।
জীবেয়ুঃ পুত্র-পৌত্রাঃ সকলগুণযুতাঃ কেশবে ভক্তিরাস্তাম্।।
ও স্বস্তি-রস্তু শিবঞ্চাস্তু মহালক্ষ্মী প্রসীদতু।
শুভং কুবর্ন্তু তে দেবাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।।
ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব।
আয়ুঃ শ্রীকান্তি-পুত্রায়ুর্ধনধান্যং সদাস্তুতে।।
ওঁ সর্ব্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্ত মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।।

চন্দনাদিলেপন বিধি ঃ

১। পূজিত দেবতার নির্ম্মাল্য পুষ্পাদি মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিবেন। ২। দেবতার ভক্তদের নৈবেদ্যপ্রদান করিয়া নিজে ভক্ষণ করিবেন। ৩। দেবতার্চ্চনের অবশিষ্ট শঙ্খের জল সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবেন। পূজার শেষে এই তিনটি কর্ম্ম করিলে ব্রহ্ম হত্যাদি পাপ বিনষ্ট হয়।

বৃথা ও রিক্ত হস্তে আশীর্বাদ গ্রহণ নিষেধ—'বৃথাবিপ্রবচোযস্তু গৃহ্নাতি মনুজঃ শুভম্। অদত্ত্বা দক্ষিণাং বাপি স যাতি নরকং ধ্রুবম্।। **চন্দনদি লেপন বিধি ঃ** নির্ম্মাল্যং শিরসাধার্য্যং সর্ব্বাঙ্গেচানুলেপনম্। নৈবেদ্যং চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্ভক্তিশালিনে। দেবতার্চ্চাবশিষ্টং যৎ সলিলং শঙ্খমধ্যগম্। অঙ্গলগ্নং মনুষ্যাণাং ব্রহ্ম হত্যাং ব্যপোহতি।। (তন্ত্রসার)।।

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন

পঠেচ্চণ্ডীং জপেদ্দুর্গাং পূজয়েৎ পার্থিবং শিবং।
মধুসূদন-জাপ্যশ্চ তুলস্যা পূজয়েদ্ধরিং।
এষা পঞ্চাঙ্গশান্তিঃ স্যাৎ সর্ব্বারিষ্ট-বিনাশিনী।।

চণ্ডীপূজা পূর্বক দেবীমাহাত্ম্যপাঠ, দুর্গাপূজা - দুর্গানাম জপ, পার্থিব শিবপূজা, মধুসূদন পূজা - মধুসূদন নাম জপ, বিষ্ণুপূজা ও সচন্দতুলসীপত্র দান এই পাঁচটি কর্মকে বলা হয় পঞ্চাঙ্গ শান্তি বা স্বস্ত্যয়ন।

এছাড়া আরো একটি স্বস্ত্যয়ন আছে - চণ্ডীপূজা সহ দেবীমাহাত্ম্যপাঠ, দুর্গাপূজা - দুর্গানাম জপ, পার্থিব শিবপূজা খোল করতালাদির দ্বারা হরিনাম সংকীর্ত্তন ও শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনামাদি স্তব পাঠ এই চারটি কর্মকে চতুরঙ্গ স্বস্ত্যয়ন বা শান্তি বলা হয়। এই কর্মের দ্বারা ও মানুষের আপদ দুর হয়। যথা—

'পঠেচ্চণ্ডীং জপেদ্দুর্গাং পূজয়েৎ পার্থিবং শিবং।
কারয়েদ্ধরিনামানি কলৌ কার্য্যং চতুষ্টয়ম্।।'

মঙ্গল কার্যের বিধি দুইভাগে বিভক্ত। ১। স্বস্ত্যয়ন ২। শান্তি।

স্বস্ত্যয়নঃ- ভাবী মঙ্গল কামনায় বিশেষ ভাবে যে ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করা হয় সেই কর্মকে স্বস্ত্যয়ন বলা হয়। স্বস্তি শব্দের অর্থ হল মঙ্গল, অয়ন শব্দের অর্থ পরিণতি বা প্রাপ্তি। ইহলোকে ধর্ম কর্মের দ্বারা যাহা সাধিত হয় তাহাই স্বস্ত্যয়ন ও রত্নাদিধারণ বলে কথিত। যেমন কবচ ধারণ করে অস্ত্র নিবারণ হয় সেই হেতু দৈব কর্মের দ্বারা শান্তিলাভ হয়। যথা—

'ঐহিকং মঙ্গলং যেন সাধ্যতে ধর্ম্ম কর্ম্মণা।।
তদ্ধি স্বস্ত্যয়নং প্রোক্তং রত্নাদি ধারণাদিকং।।
যথা শস্ত্রপ্রহারাণাং কবচং বিনিবারকম্।
তথা দৈবোপঘাতানাং শান্তির্ভবতি বারণম্।।'

শান্তি ঃ যে ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা বিরুদ্ধগ্রহ দোষ নিবারণ, ভূতাদির উপদ্রব উপশম, রোগাদি ত্রিবিধ অনিষ্ট নিবারণ, মৃতদোষ নিবারণ করা যায়, তাহাতে শান্তি বলা হয়। ইহলোকে অনিষ্ট নিবারণ জন্য ধর্ম্ম দ্বারা যে কর্ম্ম হয় তাই শান্তি। যথা—

'নিবৃত্তিরৈহিকানিষ্টহেতুভূতস্য যা ভবেৎ।
ধর্ম্ম দ্বারা দুরীতস্য সা শান্তিরভিধীয়তে।।'

জন্মকালীন রাশিচক্রে গ্রহগণের অশুভ অবস্থান, অশুভদৃষ্টি ও গোচরে অশুভ স্থানে অবস্থান ও দৃষ্টির দরুণ শান্তি কার্য্যের বিধি আছে। শান্তি বা স্বস্ত্যয়ন কর্মের দ্বারা দৈবকৃত আপৎসমুদয়ের প্রতীকার করা যায়। যথা—'শান্তিস্বস্ত্যয়নৈর্দৈবোপঘাতান্ শময়েৎ পরচক্রোপবাতাংশ্চ'।

স্বস্তি শব্দে যে ধর্ম্মকর্মের দ্বারা অভীষ্টফলসিদ্ধি, তাহার নিষ্পাদক কার্য্য-যাগ, যজ্ঞ, দান প্রভৃতিকে স্বস্ত্যয়ন বলে। শান্তিকর্মে নিজ দুরিতজাত অনিষ্ট ফল ভোগের ক্ষয় হয়। যথা—'স্বস্তি ধর্ম্মদ্বারা অভিপ্রেতার্থসিদ্ধিঃ তস্যায়নং প্রাপকং যাগদানাদি'।

নানাবিধ অমঙ্গল হলে, বাস্তুদোষ, রাজভয়, বিবাদে জয়লাভ, শত্রুভয়, ধনলাভ, রোগশান্তি, নানাবিধ অভীষ্ট কামনায় এবং গৃহপ্রবেশ, প্রতিষ্ঠা ও যজ্ঞাদিকর্মে স্বস্ত্যয়ন বিহিত আছে।

ত্রিপুষ্করদোষ তথা মৃত দোষ শান্তিতে শান্তি কার্য্য বিহিত আছে ।

শান্তি-স্বস্ত্যয়নের দিন নিরূপণ ঃ- রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে শুক্লপক্ষে কর্মকর্তার শুভলগ্নে, শুভরাশিতে, শুভতিথি, শুভযোগ, শুভকরণে এবং অশ্বিনী, রোহিনী, মৃগশিরা, পুষ্যা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, অনুরাধা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাভাদ্রপদ, রেবতী নক্ষত্রে শান্তি ও স্বস্ত্যয়ন প্রশস্ত। যথা—

'শুভগ্রহার্কবারেষু মৃদুক্ষিপ্রধ্রুবেষু চ
শুভরাশি-বিলগ্নেষু শুভশান্তি কপৌষ্টিকম্।।'

অবিহিত দিনে শান্তি বা স্বস্ত্যয়ন ও পুষ্করশান্তির ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেওয়া আছে যথা—

'নৈমিত্তিকানি কাম্যানি নিপতন্তি যথা যথা। তথা তথৈব কার্য্যানি ন কালস্তু বিধীয়তে।। নিমিত্তাৎ গ্রহদৌস্থ্যদুঃ স্বপ্নাদেঃ কর্ত্তব্যত্বেন প্রতীতানি নৈমিত্তিকানি, নিমিত্তসূচিত দোষ শান্তিকামনয়া ক্রিয়মানানি তান্যেব কাম্যানি ন কালস্তু বিধীয়তে ইতি-উদ্‌গয়ন-শুক্লপক্ষ দিন-পূর্ব্বভাগাদিরূপঃ কালো নানুরুধ্যতে। তেন এতদ্ব্যতিরিক্তে দক্ষিণায়-নাদৌ মলিম্লু-চাদৌ চ শান্তিকং কর্ত্তব্যমিতি।।'

অশৌচ কালের মধ্যে শান্তি ও স্বস্ত্যয়ন করতে পারা যায়। যথা—

'স্বস্থকালে ত্বিদং সর্ব্বং সূতকং পরিকীর্ত্তিতম্।
আপদ্‌গতস্য সর্ব্বস্য সূতকোঽপি ন সূতকম্।। (দক্ষ)।।

বালক গ্রহভূত, ভূতাদির উপদ্রব,প্রবল শত্রু, দুরারোগ্যব্যাধি, দুঃস্বপ্ন, গ্রহগণের

দুঃস্থান, গ্রহদোষ নিমিত্ত শান্তি কর্ম মলমাসে করা যায়। শুদ্ধকালের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। যথা—'বালগ্রহভূত-গ্রহ-নরাধিপ-প্রবল-শত্রু-দুঃসহরোগাভি-ভবাদ্ভুত-দুঃস্বপ্ন-গ্রহদৌঃস্থ্যাদি নিমিত্তকং শান্তিকর্ম্ম মলমাসেঽপি কর্ত্তব্যম্। শুদ্ধকাল প্রতীক্ষায়ামস-ত্বেনানন্যগতিকত্বাৎ।।'

নানাবিধ মঙ্গল কামনায় পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়নের মধ্যে কেবল তুলসী দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিলে সমস্ত প্রকার শান্তি হয়। যথা- 'সর্বশান্তি করঃ শ্রীমান্ তুলস্যা পূজিতো হরিঃ। (জ্যোতিষতত্ত্বে)।।

ক্ষেত্র বিশেষে পণ্ডিতগণ কর্মের তারতম্যানুসারে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নকে দুইভাগে ভাগ করেছেন। ১। লঘু শান্তি ও স্বস্ত্যয়ন, ২। বৃহৎ শান্তি ও স্বস্ত্যয়ন।

লঘু শান্তি ও স্বস্ত্যয়ন প্রচলিত আছে - শ্রী শ্রী চণ্ডীপূজাসহ একরূপ দেবীমাহাত্ম্যপাঠ, শ্রী শ্রী দুর্গাপূজাসহ ১০০৮ দুর্গানাম জপ, চারটি পার্থিব শিব পূজা, শ্রী শ্রী মধুসূদন পূজা সহ ১০০৮ মধুসূদন নাম জপ, শ্রী শ্রী বিষ্ণুর পূজাসহ ১০৮ সচন্দন তুলসীপত্রদান ও শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ এবং পূজিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান।

বৃহৎ শান্তি ও স্বস্ত্যয়ন প্রচলিত আছে - শ্রী শ্রী চণ্ডীপূজাসহ তিনরূপ দেবীমাহাত্ম্যপাঠ, শ্রী শ্রী দুর্গাপূজাসহ ১০০০৮ দুর্গানাম জপ, বারটি পার্থিব শিবপূজা, শ্রী শ্রী মধুসূদন পূজা সহ ১০০০৮ মধুসূদন নাম জপ, শ্রী শ্রী বিষ্ণুর পূজা সহ ১০০৮ সচন্দন তুসলীপত্র দান ও শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ এবং পূজিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান।

অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা শান্তি ও স্বস্ত্যয়নকার্য্যাদি করিলে কর্মের সুফল পাওয়া যায়, অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা কর্ম করিলে সুফলের চেয়ে কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

শান্তি ও স্বস্ত্যয়নের প্রত্যক্ষীভূত ফলের আশায় যজমানকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে, অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও বিশুদ্ধঘৃতাদি যজ্ঞিয় উপকরণ যথাযথ আয়োজন করতে হইবে। বিত্তশাঠ্য করিতে নাই।

প্রয়োগ বিধি ঃ কর্তা পূর্ব্বদিনে ক্ষৌরকর্ম্ম হবিষ্যান্ন ভোজন করে. সর্ব্বদা দুর্গা-শিব-বিষ্ণুকে চিন্তা করতে করতে শয়ন করবেন। পরদিবসে কর্তা প্রাতঃ কৃত্য (মল,মূত্র ত্যাগ) সমাপনান্তে প্রাতঃ সন্ধ্যা করতঃ স্বস্তিবাচন সঙ্কল্প শেষ করিয়া ব্রাহ্মণ বরণান্তে ঘটস্থাপন পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্য

সমাপন পূর্ব্বক দক্ষিণাদান, অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

শান্তি-স্বস্ত্যয়নের সঙ্কল্প সম্পর্কে ঃ-

'পঠেচ্চণ্ডীং জপেদ্দুর্গাং পূজয়েৎ পার্থিবং শিবং।
মধুসূদন-জাপ্যশ্চ তুলস্যা পূজয়েদ্ধরিং।
এষা পঞ্চাঙ্গশান্তিঃ স্যাৎ সর্ব্বারিষ্ট বিনাশিনী।।'

এই শ্লোকে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নে কি কি কর্ম হইবে তাহা উদ্ধৃত রহিয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মতে উপরিলিখিত শ্লোকের ক্রমানুসারে সঙ্কল্প বাক্য হইবে। কিন্তু কলির ব্যাসদেব অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় তাঁর আহ্নিক কৃত্যম্ গ্রন্থের প্রথম ভাগে স্বস্ত্যয়নের সঙ্কল্পে প্রথমতঃ বিষ্ণুপূজা পূর্ব্বক তুলসীদান, দ্বিতীয়তঃ দুর্গানাম জপ, তৃতীয়তঃ মধুসূদন নাম জপ,চতুর্থতঃ পার্থিব শিবপূজা, পঞ্চমতঃ চণ্ডীপাঠের সঙ্কল্প লিখিয়াছেন। বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় তাঁর পুরোহিত দর্পণ গ্রন্থে স্বস্ত্যয়নের সঙ্কল্পে প্রথমতঃ বিষ্ণুপূজা পূর্ব্বক তুলসীদান, দ্বিতীয়তঃ দুর্গানাম জপ, তৃতীয়তঃ মধুসূদন নাম জপ, চতর্থতঃ পার্থিব শিবপূজা, পঞ্চমতঃ চণ্ডীপা ঠের সঙ্কল্প লিখিয়াছেন। বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর শান্তিস্বস্ত্যয়ন-পারিজাতঃ গ্রন্থে স্বস্ত্যয়নের সঙ্কল্পে প্রথমতঃ বিষ্ণুপূজা পূর্ব্বক তুলসীদান, দ্বিতীয়তঃ দুর্গানাম জপ, তৃতীয়তঃ মধুসূদন নাম জপ, চতর্থতঃ পার্থিব শিবপূজা, পঞ্চমতঃ চণ্ডীপা ঠের সঙ্কল্প লিখিয়াছেন।

মহাশয়গণের বিচারানুসারে শাস্ত্রার্থের মর্যাদা লঙঘন না করিয়া উহাদের মতানুযায়ী আমি এই 'শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কৌমুদী' পুস্তকে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নের সঙ্কল্পের ধারা সেই ভাবে লিখিলাম।

চণ্ডীপাঠ অসম্ভবে বিষ্ণু সহস্রনাম সম্পর্কে— পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ-জ্যোতির্ব্বিনোদমহোদয়-সংশোধিত পণ্ডিত শ্রীমৎ শরচ্চন্দ্র সাংখ্যরত্ন সম্পাদিত ও প্রকাশিত শান্তিমুক্তাবলী গ্রন্থে বলেছেন চণ্ডীপাঠ অসম্ভব হইলে একরূপ বিষ্ণুসহস্রনাম পাঠ করিলে সেইকার্য্য হইবে। যথা— 'চণ্ডীপাঠাসম্ভবে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রং সকৃৎ পঠেৎ।'

শ্রীশ্রী বিষ্ণু পূজা

সঙ্কল্প ক্রিয়া সমাপন করিয়া ব্রতী ব্রাহ্মণ (সাধক) ঃ গুরু, ঠাকুর ও ব্রাহ্মণদের প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন। অতঃপর মন্ত্রস্নানে নিজদেহশুদ্ধি, তিলক, শিখাবন্ধন, কুশধারণ, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, পুষ্পাদিশুদ্ধি, গন্ধাদির অর্চনা, আসনশুদ্ধি, গুরুপংক্তি প্রণাম, পঞ্চগব্য শোধন, পঞ্চামৃত শোধন, বেদীশোধন, চন্দ্রাতপশোধন, স্থানশুদ্ধি, করশুদ্ধি, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, সূর্য্যপূজা সহকারে সূর্য্যার্ঘ্য, জয়ধ্বনি ঘণ্টার পূজা, গুরুপূজা, গুর্ব্বাদির অর্চ্চনা, [প্রাতঃকালে সন্ধ্যা বন্দনাদি না হইলে এই সময় করিবেন। বৈদিক সন্ধ্যা (গায়ত্রীর পূজা সহকারে গায়ত্রীমন্ত্র জপ), বাণেশ্বর শিবের পূজা, ইষ্টপূজা] মাষভক্তবলি, ভূতাপসারণ, বিঘ্নাপসারণ, পুনরায় আসন শুদ্ধি করিবেন।

দ্বারদেবতার পূজা ঃ ত্রিপত্র দ্বারা সামান্যার্ঘের জল লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দ্বারদেশে ছিটা দিবেন—ওঁ ফট্।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ দ্বারদেবাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত-ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধও, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত, মমপূজাং গৃহ্নীত।

বিষ্ণু শব্দের অর্থ ঃ সর্ব্বদা এক স্বভাব, সকলের অন্তস্থিত আত্মা, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বপ্রভু, রোগাদি দুঃখ শূন্য, বলিয়া সকলের নিয়ন্তা জ্যোতির্ম্ময় এবং যথেষ্ট ফলদাতা বলিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু বলা হয়। যথা—'সদৈকরূপরূপত্বাৎ সর্ব্বাত্মত্বাদ্‌বিভুত্বতঃ। অনাময়ত্বাদীশত্বাদ্ গভস্তিত্বাদ্ ঘৃণিত্বতঃ। যথেষ্ট ফলদাতৃত্বাদ্ বিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে।।' (বৃদ্ধহারীত স্মৃতি)।। যিনি সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বব্যাপ্ত-তিনিই বিষ্ণু। ব্যাপ্যত্বও ব্যাপকত্ব হেতু তাঁহাকে বিষ্ণু বলা হয়। "বিষ্ ৯ ব্যাপ্তৌ" এই অর্থে 'বিষ্ণু' পদ নিষ্পন্ন, সুতরাং যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনিই বিষ্ণু। মূর্দ্ধণ্য 'ণ' কারের অর্থ হল বল, 'ষ' এর অর্থ প্রাণ, যেখানে উহাদের মিলন আছে, সেখানে তদাত্মস্বরূপ বিষ্ণু - এই বুদ্ধি হয়। এই জন্যই 'ণ' কার ও 'ষ' কারের একত্র তাদৃশ উত্তম সন্ধি হইয়াছে। উত্তম সন্ধিযুক্তহেতু তিনি সপ্রাণ ও সবল।। যথা—"ণ কারো বলমিত্যুক্তঃ ষ কার প্রাণ উচ্যতে। তয়োস্তু সঙ্গতির্যত্র তদাত্মেত্যুচ্যতে ধৃতিঃ।। তস্মান্নকার-ষকারাবনুসংহিতমুত্তমম্। স প্রাণং সবলং দেব! সংহিতামুক্ত মাং তু যঃ।।" (বৃদ্ধহারীতস্মৃতিঃ)। **শালগ্রাম নামের তাৎপর্য্য ঃ** শালঙ্কায়ন মুনি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতে করিতে সম্মুখে সহসা শালবৃক্ষের আবির্ভাব দেখিলেন। পরক্ষণেই তাহার তলদেশে বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া বলিলেন-আমি গণ্ডকী নদীতে শিলারূপে উৎপন্ন হইতে চলিলাম। এই জন্যই ঐ শিলারূপী বিষ্ণুর নাম শালগ্রাম। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর) শালে (শালবৃক্ষসমীপে) গ্রামঃ (শালঙ্কায়ন-মুনিনাসহ আমন্ত্রণং) যস্য।। শালগ্রাম শিলা পরমব্রহ্ম পুরুষোত্তমের প্রতিকৃতি, ইহা এক প্রকার বৈষ্ণব লিঙ্গ। শালগ্রাম

গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

ঊর্দ্ধোড়ুম্বরে —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দায়নমঃ।
	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সুনন্দায় নমঃ।
	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চণ্ডায় নমঃ।
দক্ষিণ শাখায় —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রচণ্ডায় নমঃ।
বাম শাখায় —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বলায় নমঃ।
দক্ষিণ পার্শ্বে —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রবলায় নমঃ।
বাম পার্শ্বে —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভদ্রায় নমঃ।
মণ্ডপদ্বারের পুরোবর্ত্তী স্থানে—	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সুভদ্রায় নমঃ।
অসমর্থ পক্ষে —	এতেগন্ধ পুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।

ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহার মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, ব্যাপকন্যাস করিয়া পীঠন্যাস করিবেন।

পীঠন্যাস ঃ সাধারণ পীঠন্যাস করিয়া **'হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ'** (পৃষ্ঠানং- ৯১) এরপর তত্ত্বমুদ্রায় গন্ধপুষ্প লইয়া ন্যাস করিবেন।

হৃদয়ে ঃ ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ, ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ যোগায়ৈনমঃ, ওঁ প্রহ্ব্যৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ, ঈশানায়ৈ নমঃ।**হৃদয়মধ্যে ঃ** ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ যোগপদ্ম-পীঠাত্মনে নমঃ।

শিলায় পূজাধিকার ঃ শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুপূজা ও স্পর্শ ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কোন জাতিকে করিতে নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির স্পর্শ ব্যাতিরেকে পূজা চলিবে। স্ত্রী ও শূদ্রের স্পর্শ চলিবে না। যথা—"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানং ত্রয়াণাং মুনিসত্তম। অধিকারঃ স্মৃতঃ সম্যক্ শালগ্রাম শিলার্চ্চনে।।" (পদ্মপুরাণ)।। "ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি। স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতাধিকো মম।। ইতি লিঙ্গপুরাণবচনে ব্রাহ্মণস্যৈব ইত্যত্র অন্যযোগব্যবচ্ছেদ পরেণ এবকারেণ ব্রাহ্মণমাত্রস্যৈব স্পর্শবৎ পূজায়ামধিকারো গম্যতে। ক্ষত্রিয়াদীনাং স্পর্শমাত্রং নিষিদ্ধমিতি। (প্রাণতোষণী)।। **যুগ্মপূজা নিষিদ্ধ ঃ** এক সঙ্গে দুই শিব, দুই গণেশ, দুই শক্তি, দুই সূর্য্য ও শালগ্রাম পূজা করিতে নাই। এক সময়ে ঐরূপ যুগ্মপূজা করিলে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়। যথা-"লিঙ্গদ্বয়ং তথা নার্চ্চ্যং গণেশদ্বয়মেব চ। শক্তিদ্বয়ং তথা সূর্য্যদ্বয়মেকত্রনার্চ্চয়েৎ।। দ্বে চক্রে দ্বারকায়াস্তু শালগ্রাম-শিলাদ্বয়ম্। এতেষামর্চ্চনান্নিত্যমুদ্বেগং প্রাপ্নুয়াদ্ গৃহী।।" (মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশঃ)।। অনেক শালগ্রাম শিলা থাকিলে একটির পূজাতেই সকলের পূজা সিদ্ধ হইবে। **শালগ্রাম শিলা মাহাত্ম্য ঃ** শালগ্রাম শিলারূপী শ্রীহরি

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ তত্ত্বমুদ্রায় গন্ধ-পুষ্প দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নির্দেশিত স্থান স্পর্শ করিবেন—অস্য শ্রীবিষ্ণু-মন্ত্রস্য সাধ্যনারায়ণ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুদের্বতা মমাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থং পূজনে বিনিয়োগঃ।

শিরসি—ওঁ সাধ্যনারায়ণায়-ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ বিষ্ণবে দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস ঃ ওঁ বাং (নাং) অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁবীং (নীং) তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁবূং (নূং) মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ বৈং (নৈং) অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ বৌং (নৌং) কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ওঁ বঃ (নঃ)) করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ বাং (নাং) হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ বীং (নীং) শিরসে স্বাহা, ওঁ বূং (নূং) শিখায়ৈ বষট্, ওঁ বৈং (নৈং) কবচায় হূং, ওঁ বৌং (নৌং) নেত্রাভ্যাং বৌষট্, ওঁ বঃ (নঃ) অস্ত্রায় ফট্।

ব্যাপকন্যাস ঃ 'বাং' অথবা **'নাং'** মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাদপর্য্যন্ত এবং পা হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক গাত্রের অতি সন্নিকট স্থান দিয়া পাঁচ, সাত বা নয় বার সঞ্চালন করিবেন।

ব্যাপকন্যাসমন্ত্র ঃ ওঁ কিরীট-কেয়ূর-হার মকরকুণ্ডলধর শঙ্খ চক্র গদাম্ভোজ পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষস্থল শ্রীভূমিসহিত স্বাত্ম জ্যোতির্ময়ী।

ধ্যান ঃ ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী, হারী হিরন্ময়বপুর্ধৃত-শঙ্খচক্রঃ।।

যেথায় বিদ্যমান, দেবতা, দানব, যক্ষ ও চতুর্দশ ভুবন তথায় অধিষ্ঠিত। যথা—'শালগ্রাম শিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ।।' (হরিভক্তিবিলাসঃ)। যে ব্যক্তি শালগ্রামজাত শিলাগ্রে শ্রীহরির উপাসনা করেন, প্রত্যহ তাঁহার সহস্র রাজসূয় যজ্ঞ হয়। যথা—'যঃ পূজয়েদ্ধরিং চক্রে শালগ্রামশিলোদ্ভবে। রাজসূয়সহস্রেণ তেনেষ্টং প্রতিবাসরম্।।' (পদ্মপুরাণে)।। শালগ্রামশিলা স্পর্শে কোটি জন্মার্জিত পাতক দূরীভূত হয়। যথা—'শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মাঘনাশনম্।' তীর্থসেবা, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান ও জ্ঞানার্জন ব্যতীত কেবলমাত্র শালগ্রাম শিলার দ্বারাই মানবের মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যথা—'বিনা তীর্থৈর্বিনা দানৈর্বিনা যজ্ঞৈর্বিনা মতিম্। মুক্তিং যাতি নরোহবশ্যং শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।।' একমাত্র শালগ্রামশিলায় পূজা করিলে সহস্র শিবলিঙ্গ দর্শনেরও পূজনের ফল হইয়া থাকে। যথা 'লিঙ্গৈস্তু কোটিভির্দৃষ্টৈর্যৎ ফলং পূজিতৈস্তু তৈঃ।।' যে ব্যক্তি শালগ্রাম শিলায় শ্রাদ্ধ করে সেই ব্যক্তির পিতৃকুল তৃপ্ত হইয়া শতকল্পকাল দেবলোকে বিরাজ করেন। যথা—"শালগ্রামশিলায়ান্তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ। পিতরস্তস্য তিষ্ঠতি তৃপ্তাঃ কল্পশতং দিবি।।"। (হরিভক্তি বিলাস)। যাঁহার মস্তকে তুলসী হৃদয়ে মনোহরা শালগ্রামশিলা, মুখে অথবা কর্ণে

মানস পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় ফুল লইয়া ভক্তিভাবে হৃদয়ের কাছে ধরিয়া শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করিয়া ঐ ফুল নিজের মস্তকে দিবেন। হৃদয় দেশে বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল চিৎ করিয়া চোখ বন্ধ করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে হৃৎপদ্মে বসাইয়া শ্রীবিষ্ণুর চরণে দেহমন প্রাণ ইন্দ্রিয় মনে মনে অর্পণ করিবেন, এবং মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন— পৃষ্ঠা নং—৯৩

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ঃ পৃষ্ঠা নং—৯৪

পীঠ পূজা ঃ সাধারণ পীঠপূজা (পৃষ্ঠানং—৯৫) করিয়া, 'হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ' এরপর গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

অষ্টদলের পূর্ব পাপড়িতে— এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের অগ্নি পাপড়িতে— এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ।
অষ্টদলের দক্ষিণ পাপড়িতে— এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের নৈঋত পাপড়িতে —এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের পশ্চিম পাপড়িতে —এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁযোগায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের বায়ু পাপড়িতে — এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের উত্তর পাপড়িতে — এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ প্রহ্বৈ নমঃ।
অষ্টদলের ঈশান পাপড়িতে — এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের মধ্য পাপড়িতে — এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ অনুগ্রহায়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের মধ্য পাপড়িতে — এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্বাত্ম-সংযোগ-পদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।

রামনাম তৎক্ষর্ণাৎ সে মুক্ত। যথা—"তুলসী মস্তকে যস্য শিলা হৃদি মনোহরা। মুখে কর্ণেঽথবা রামনাম মুক্তস্তদৈব হি।।" (পদ্মপুরাণে)।। **শালগ্রাম শিলা দানের ফল ঃ** যিনি উৎকৃষ্ট শালগ্রাম শিলা দান করিতে পারেন তাঁহার গিরি-কাননাদি বিরাজিতা পৃথিবী দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। যথা—"শালগ্রামশিলাচক্রং যো দদ্যাদ্দানমুত্তমম্। ভূচক্রংতেন দত্তং স্যাৎ সশৈলবনকাননম্।।" (পদ্মপুরাণ)।। **শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি বা সৃষ্টির রহস্য**—শালগ্রাম শিলার সৃষ্টিরহস্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীক ভাবে যুক্ত রয়েছে এক অনুপম পৌরাণিক গল্প গাঁথা শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণই এই উপকাহিনীর সূতিকাগার। একদা ভগবান নারায়ণ সতী তুলসীর স্বামীর ছদ্মবেশ ধারণ করে তুলসীর কুটীরে প্রবেশ করেণ। দানবের সহিত দেবতাদের যুদ্ধে দেবতাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য নারায়ণ ছলনার আশ্রয় নেন। দীর্ঘদিন পরে পতিসঙ্গ লাভ করে তুলসীর হৃদয়ে আনন্দের ফল্গুধারা বইতে থাকে। তুলসীর জীবনে আসে বসন্তের (হরিভক্তবিলাস) সমাগম এবং শরীরে মদনের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু রমণকালে তুলসীর অতৃপ্তিবোধ থেকে আসে সন্দেহ এবং সতী তুলসী বুঝতে পারে তাঁর স্বামীর ছদ্মবেশে দ্বিতীয় কোন পুরুষের প্রবেশ এবং সে প্রতারিত হয়েছে। ঘটনাচক্রে নারায়ণের আসল রূপের

পীঠপূজা সমাপনান্তে শালগ্রামশিলা বসিবার আসন সিংহাসন অষ্টদল পদ্মমধ্যে স্থাপন করিবেন।

নারায়ণ স্নান ঃ শালগ্রাম শিলা তাম্রকুণ্ডে রাখিয়া পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃত ও শঙ্খজল দ্বারা নিম্ন মন্ত্রে বা পুরুষসূক্তের সম্পূর্ণ মন্ত্রে স্নান করাইবেন—

সামবেদে ঃ ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতঃ বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং।।

যজুর্বেদে ঃ ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ, সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতস্পৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্।।

অতঃপর ধৌত বস্ত্রদ্বারা শালগ্রাম শিলা ভালোভাবে মুছিয়া একটি সচন্দন তুলসীপত্র লইয়া চিৎভাবে শালগ্রাম শিলার নীচে অমন্ত্রক দিবেন। আরো দুটি সচন্দন তুলসীপত্র লইয়া চিৎ ভাবে শালগ্রাম শিলার উপর অমন্ত্রক দিয়া সিংহাসনে বসাইবেন।

শিলার্চ্চন ঃ শালগ্রামশিলার চারিদিকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

পূর্বে —	এতে গন্ধপুষ্পে	ওঁ কর্ত্রে নমঃ।
দক্ষিণে —	এতে গন্ধপুষ্পে	ওঁ হর্ত্রে নমঃ।
পশ্চিমে —	এতে গন্ধপুষ্পে	ওঁ ধাত্রে নমঃ।
উত্তরে —	এতে গন্ধপুষ্পে	ওঁ বিধাত্রে নমঃ।
অগ্নিকোণে —	এতে গন্ধপুষ্পে	ওঁ সামবেদায় নমঃ।
নৈঋতকোণে —	এতে গন্ধপুষ্পে	ওঁ যজুর্বেদায় নমঃ।
বায়ুকোণে —	এতে গন্ধপুষ্পে	ওঁ ঋগ্বেদায় নমঃ।
ঈশানকোণে —	এতে গন্ধপুষ্পে	ওঁ অথর্ব্ববেদায় নমঃ।

গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা ঃ পৃষ্ঠা নং—১১০

বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এবং নারায়ণ তাঁর অভীষ্ট লাভে সচেষ্ট হন। প্রথমতঃ, অনায়াসে তার স্বামীর মৃত্যুবাণ লাভ করেন এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি তুলসীর সতীত্ব নাশেও সফল হন। তুলসী সতী এবং বীরের পত্নী তাই সে স্বয়ং নারায়ণকে অভিশাপ দিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হন। জগৎ বিদিত যে, দয়াময় নারায়ণের হৃদয় পাষাণ নির্মিত, তাই অনাথিনী তুলসী অভিশাপ স্বরূপ নারায়ণকে মর্ত্ত্যে ভূমিযাপনের অভিশাপ দেন। প্রকারান্তরে নারায়ণও তুলসীর দেহকে গণ্ডকী নদীরূপে এবং কেশগুচ্ছকে তুলসী বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়ার অভিশাপ দেন। এবং এই তুলসীপত্র পূজাকর্মে নারায়ণের পরমপ্রিয় বস্তু। তাই আজ নারায়ণের স্থান হয়েছে গণ্ডক গিরিতে, বজ্রকীটের আকারে পাষাণ কেটে চলেছে। সেই শিলাখণ্ডই আজ শালগ্রামশিলা নামে পরিচিত। যার আকৃতি ও চিহ্ন বিশেষে বিভিন্ন নামাকিত হয়ে থাকে পুরাণে। আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিভিন্নগৃহে

প্রধান পূজা

শ্বেতচন্দন নিশ্রিত শ্বেতপুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া ধ্যানপুষ্প বিষ্ণুকে দিয়া পঞ্চোপচারে/দশোপচারে/ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন।

উপাচার উৎসর্গ (পৃষ্ঠানং—১১৬) করতঃ স্তুতি করিয়া নিবেদন করিবেন—

১। রজতাসন ঃ ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতঃ বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং ।।
ওঁ সুমেরু পাদ পীঠাস্তে পদ্ম কর্ণিকনাসনং।
সর্বসত্ত্ব-হিতার্থায় গৃহ্যাপ মধুসূদন।।

ইদং রজতাসনং (বা- পুষ্পাসনং) ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।

২। স্বাগত ঃ ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং, যদ্ভূতং যচ্চভাব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতি রোহতি।।
ওঁ মীনরূপো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
আরাত্রু সেবো বরসো মন নারায়ণোগ্রতঃ।।
শ্রীবিষ্ণুসেব স্বাগতং সুস্বাগতং কুশলং তে।।

৩। পাদ্য ঃ ওঁ এতাবানস্য মহিমা, -তো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যা-মৃতং দিবি।।
ওঁ পাদ্যঞ্চ পাদয়োর্দ্দেব পদ্মনাভ সনাতন।
বিল্বো কমলপত্রাক্ষ গৃহাণ মধুসূদন।।
ইদং পাদ্যং শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ পাদৌপ্রক্ষালয়ামি।

৪। অর্ঘ্য ঃ ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ-মুদৈৎ পুরুষঃ, পাদঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ, সাশনানশনে অভি।।
ওঁ ত্রৈলোক্য-পতীনাং পতে দেবদেব জনার্দন।
গৃহ্যাণার্ঘ্যং জগন্নাথ নানানলরজং প্রভো।।

সামবেদে ঃ ইদং অর্ঘ্যং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় স্বধা।
যজুর্বেদে ঃ এবঃ অর্ঘ্যঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় স্বধা।

৫। আচমনীয় জল ঃ ওঁ ততোবিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমি মথোপুরঃ।।
ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভং।
গৃহ্যাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্।।
ইদং আচমনীয়ং জলং শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।

৬। মধুপর্ক ঃ ওঁ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশুং স্তাংশ্চক্রে বায়ব্যা নারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে।।
ওঁ মধুপর্কঃ মহাদেব ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ মধুসূদন।।
এষ মধুপর্কঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারাণায় নমঃ।।

পুনরাচমনীয় ঃ ওঁ ভক্ত্যা সমর্পিতং দেব তুভ্যং মে পরমাত্মনে।
বাসুদেবায় নিত্যায় গৃহাণাচমনীয়কম্।।
ইদং পুনরাচমনীয় জলং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

৭। স্নানীয় ঃ ওঁ তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত।।
ওঁ ত্বমাপ পৃথিবীচৈব জ্যোতিস্ত্বং বহ্নিরেব চ।
লোক সম্বিতি-মাত্রেণ বারিণা স্নাপয়াম্যহম্।।
ইদং স্নানীয় জলং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

পুনরাচমনীয় ঃ পূর্ববৎ

৮। বস্ত্র ঃ ওঁ তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কেচোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।।
ওঁ দেববস্ত্রসমাযুক্তং যজ্ঞবর্ণ বিভূষিতম্।
স্বর্ণবর্ণপ্রভেদেন বাসসী তব কেশব।।
ইদং বস্ত্রং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।

পূজিত হয়ে থাকে। নারায়ণের অভিপ্রায় অনুসারে নারায়ণ ও সতী তুলসীর সহাবস্থান ঘটে পূজাক্ষেত্রে।।

কিরূপ বস্ত্র বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে হয় ঃ শ্বেত বসন দানে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি লাভ হয়, কুসুম্ভ কুসুম দ্বারা রঞ্জিত বসন দানে সৌভাগ্যশালী হওয়া যায় এবং কুঙ্কুম দ্বারা সুরঞ্জিত বস্ত্র শ্রীহরিকে প্রদান করিলে রমণীগণের প্রিয়পাত্র হইতে পারে। হে বিপ্রসত্তম! নীল ও লোহিত ব্যতীত অন্য বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র নিবেদন করিলে ধার্মিক ব্যক্তিগণ সকল প্রকার ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। যথা—'শুক্লবস্ত্রপ্রদানেন শ্রিয়মাপ্নোত্যনুত্তমাম্। মহারজন-রক্তেন সৌভাগ্যং মহদশ্নুতে।। তথা কুঙ্কুমরক্তেন স্ত্রীণাং বল্লভতাং ব্রজেৎ। নীলীরক্তং বিনা রক্তং শেষরঙ্গৈর্দ্বিজোমত্তমাঃ। দত্ত্বা ভবতি ধর্ম্মাত্মা সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ।।" (হরিভক্তিবিলাসঃ)।। যে ব্যক্তি মৃদু লঘু কৌশেয় বসন শ্রীহরিকে নিবেদন করেণ, তাঁহার অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। যথা—'কৌশেয়ানি চ বস্ত্রানি সুমৃদুনি লঘুনি চ। যঃ প্রযচ্ছতি দেবায় সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ।।'(হরিভক্তিবিলাসঃ)।। পরিষ্কার হলুদ এবং কৌশেয় বস্ত্র বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে হয়। যথা—'পীতকৌশেয় বসনং বিষ্ণুপ্রীত্যৈ প্রকীর্ত্তিতম্।।' (মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশ)।। নিষিদ্ধবস্ত্র

পুনরাচমনীয় ঃ পূর্ববৎ

৯। আভরণ ঃ ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষংজাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।।
ওঁ দিব্যরত্ন সমাযুক্তা বহ্নি ভানু সমপ্রভা।
গাত্রানি তব শোভন্তাং অলঙ্কারা শুভা ইমে।।
ইদং আভরণং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।

১০। উপবীত ঃ ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহূ কিমূরূ পাদা উচ্যতে।।
ওঁ ঋগ্ যজুঃ সামমন্ত্রেণ নির্ম্মিতং পদ্মযোনিনা।
সাবিত্রী গ্রন্থি সংযুক্তমুপবীতং তবাচ্যুত।।
ইদং যজ্ঞসূত্রং (যজ্ঞপবীতার্থ যজ্ঞসূত্রং) ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।

১১। গন্ধ ঃ ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্‌বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।
ওঁ শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাঞ্চৈব চ কেশব।
ময়া নিবেদিতো গন্ধঃ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্।।
এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।

ঃ নীলবর্ণে রঞ্জিত, জীর্ণ ও অন্যকর্ত্তৃক পরিহিত বসন দেবদেব শ্রীহরিকে অর্পন করলে সকলপ্রকার পাপ হয়। যথা—নীলীরক্তং তথা জীর্ণং বস্ত্রমন্যধৃতং তথা। দেবদেবায় যে দদ্যাৎ স তু পাপৈর্হি যুজ্যতে।।' (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)।। মেষলোম দ্বারা তৈরী বসন অথবা পট্টবসন নীলবর্ণের হইলে দূষণীয় হয় না। যথা—'আবিকে পট্টবস্ত্রে চ নীলীরোগ ন দূষ্যতি।।' (হরিভক্তিবিলাসঃ)। **বস্ত্রের পরিমাণ ঃ** ৩৬ অঙ্গুলের কম নয় এমন বস্ত্র দেবতাদের দিতে হয়। যথা—'ষট্‌ত্রিংশাদঙ্গুলায়াম্ নূনং বস্ত্রং ন চার্পয়েৎ।। (বরদাতন্ত্র)।। **কিরূপ উপবীত দেবতাকে দান করিতে হয় ঃ** যে ব্যক্তি নয়গাছি শুভ্র অথবা পীতবর্ণ পট্টসূত্রাদি দ্বারা নির্মিত যজ্ঞোপবীত শ্রীহরিকে প্রদান করেন সেই ব্যক্তি বেদান্তশাস্ত্রের পারদর্শিতা অর্জন করেন। যথা—'ত্রিবিৎ শুক্লঞ্চ পীতঞ্চ পট্টসূত্রাদি নির্ম্মিতম্। যজ্ঞোপবীতং গোবিন্দে দত্ত্বা দেবান্তগো ভবেৎ।।' **গন্ধ কি?** চন্দন, অগুরু ও কর্পূরপঙ্ক গন্ধ নামে পরিচিত। যথা—'চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধমিহোচ্যতে।।' (আগমে)।। দুইভাগ কস্তুরী, চারিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কুম, একভাগ কর্পূর - এইভাগ ক্রমে ঐ চারিদ্রব্য একত্রিত করিলেই তাহাকে গন্ধ বলা হয়। উহা নিখিল দেবগণের প্রিয়। যথা—'কস্তুরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্যতু। কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনম্ স্যাচ্চতুঃ সমম্।। কর্পূরং চন্দনং দর্পঃ কুঙ্কুমঞ্চ চতুঃ সমম্। সর্ব্বংগন্ধমিতি প্রোক্তং সমস্ত সুরবল্লভম্।।' (গারুড়ে)।। **তুলসী কাষ্ঠচন্দন মাহাত্ম্য ঃ** কলিযুগে যে ব্যক্তি ভগবানের ভক্ত হইয়া শ্রীহরিকে তুলসীকাষ্ঠের চন্দন প্রদান না করিয়া থাকেন তিনি ভগবানের ভক্ত নন

১২। পুষ্প ঃ ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
শ্রোত্রাদ্ বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নি রজায়ত।।
ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধি দেবনির্মিতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাং।।
এতানি সচন্দনপুষ্পাণি ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

এবং ভগবান ও তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইতে পারেন না। যথা—'যো হি ভাগবতো ভূত্বা কলৌ তুলসীচন্দনম্। নার্পয়তি সদা বিষ্ণোর্ন স ভাগবতো নরঃ।।' (হরিভক্তিবিলাসঃ)।।

শ্রীবিষ্ণুকে কিরূপ পুষ্প নিবেদন করিতে নাই ঃ শুষ্ক অথবা দলিত, বাসি, ভূপতিত, ছিদ্রান্বিত, কীটবিশিষ্ট, কেশদুষ্ট, গন্ধহীন, উগ্রগন্ধযুক্ত ও যে পুষ্প হাতে লইয়া প্রণাম করা হইয়াছে, যাহা বাম হাতে লওয়া হইয়াছে এবং যাহা সলিলমগ্ন করিয়া ধৌত করা হইয়াছে, সেই পুষ্প অর্চনা বিষয়ে বর্জন করিতে হয়। শাখা প্রভৃতি ভগ্ন করিয়া, বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া এবং গাছে উঠিয়া যে পুষ্প আহরণ করা হয় তৎসমস্তই অসুরগ্রাহ্য। চৌর্যদ্বারা সংগৃহীত, অধিকারীর অজ্ঞাতে আনীত, অপবিত্র দ্রব্য-সংস্পৃষ্ট, অপ্রোক্ষিত, আঘ্রাত, অধোবসনে স্থাপিত (আঁচলে রাখা) অথবা ক্রীত পুষ্প পরিবর্জন করিবেন। যথা—'ক্লিষ্টং পর্য্যুষিতঞ্চ ভূমিপতিতং ছিদ্রঞ্চ কীটান্বিতম্। যৎকোশোপ তঞ্চ গন্ধরহিতং যচ্চোগ্রগন্ধান্বিতম্।। হস্তে যদ্বিধৃতং প্রণামসময়ে যদ্বামহস্তে কৃতম্। যচ্চান্তর্জলধৌতমর্চ্চনবিধৌ পুষ্পঞ্চ তদ্বর্জ্জয়েৎ।। ভঙ্ক্তা যদ্বিট-পাদিকং ক্ষিতিরুহং চোৎপাদ্য যচ্চাহৃতম্। যচ্চাক্রম্য সমাহৃতং তদখিলং পুষ্পং ভবত্যাসুরম্।। চৌর্য্যাকৃষ্টমনুক্তি দুষ্টমশুচিস্পৃষ্টং যদপ্রোক্ষিতম্। যচ্চাঘ্রাতমধোঽম্বরে বিনিহিতং ক্রীতঞ্চ তদ্বর্জ্জয়েৎ।।' (হরিভক্তিবিলাসঃ)।।

কি কি জিনিস বাসি হলেও দোষ হয় না ঃ পদ্ম, তুলসী, বক (অগস্ত্য) ও বকুলকুসুম এবং বিল্বপত্র ও গঙ্গোদক পর্য্যুষিত হইলেও দোষ হয় না। যথা—'ন পর্য্যুষিত দোষোঽস্তি জলজোৎপলচম্পকে। তুলস্যগস্ত্যবকুলে বিল্বে গঙ্গাজলে তথা।।' (জ্ঞানমালাতে)।।

শ্রীবিষ্ণুপূজায় বিহিত পুষ্প ঃ মল্লিকা, মালতী, জাতি, কেতকী, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগ, বকুল, পদ্ম ও উৎপল জাতীয় সর্বপ্রকার কুসুম এবং অপরাপর প্রশস্ত পুষ্পযোগে শ্রীহরির পূজা করিলে প্রতি পুষ্পে দশস্বর্ণমুদ্রার্পণের ফল লাভ হয়। যথা—'মল্লিকা-মালতী-জাতী-কেতকাশোকচম্পকৈঃ। পুন্নাগ-নাগ-বকুলৈঃ পদ্মৈরুৎপলজাতিভিঃ।। এতৈরন্যৈশ্চ কুসুমৈঃ প্রশস্তৈরচ্যুতং নর। অর্চ্চন্ দশ সুবর্ণস্য প্রত্যেকং ফলমাপ্নুয়াৎ।।' (নারসিংহে)।। জাতী, শতপত্রিকা (পদ্ম), মালতী, কুন্দ, কর্ণিকার, ঝিন্টী, চম্পক, অশোক, করবী, যূথিকা, মন্দার, পাটলা (পারুল), বকুল, শ্বেতকূটজ, তিল, জবা, পীতক (পিয়ালী) এবং তগর (টগর) এই সমস্ত পুষ্প শ্রীহরিপূজায় প্রশস্ত। যথা—জাতী শতাঙ্গা সুমনাঃ কুন্দং চারুপুটং তথা। বাণঞ্চ চম্পকাশোকং করবীরঞ্চ যূথিকা।। পারিভদ্রং পাটলা চ বকুলং গিরিশালিনী। তিলকং জাসুবনজং পীতকং তগরন্তথা।। এতানি সুপ্রশস্তানি কুসুমান্যচ্যুতার্চ্চনে।।' (বামনপুরাণে)।। মালতী, বকুল, অশোক, শেফালী, নবমল্লিকা, আম্র, টগর, মল্লিকা, মধুক (মৌয়াফুল), পিণ্ডিকা (নন্দ্যাবর্ত) যূথিকা, নাগকেশর, কুন্দ, কদম্ব, শিখি, হরিদ্রা, পাটলা, চম্পক, লবঙ্গ, মাধবী, কেতকী, কুরুবক,

তুলসীপত্র ঃ ওঁ বল্লভাস্তে জগন্নাথ কোমলাতি-মনোহরাম্।
গৃহাণ তুলসীং বিষ্ণো যয়াসন্তোষিতো ভুবি।।
এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

বিল্ব, কহলার ও বাসক এই পঁচিশটি ফুল লক্ষ্মীর ন্যায় প্রীতিকর। যথা—'মালতী বকুলাশোক শেফালী নবমালিকা। আম্রঞ্চ তগরাখ্যঞ্চ মল্লিকা মধুপিণ্ডিকা।। যূথিকাষ্টপদং কুন্দকদম্বশিখিপিঙ্গকম্। পাটলা চম্পকং হৃদ্যং লবঙ্গ মতিমুক্তকম্। কেতকং কুরুবকং বিল্বং কহলারং বাসকং দ্বিজ। পঞ্চবিংশতিপুষ্পাণি লক্ষ্মীতুল্যপ্রিয়াণি মে।। (নারদীয়ে সপ্তসাহস্রে শ্রীভগবন্নারদসম্বাদে)।। রক্তোৎপল অর্পণ করিলে একমাষা কাঞ্চনদানের ফল লাভ হইবে। ধার্মিক ব্যক্তি একশত পদ্ম প্রদান করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল পাইবেন। সহস্র সংখ্যক পদ্ম প্রদান করিলে ভাস্করলোকে সসম্মানে বাস করিতে পারিবেন। লক্ষসংখ্যক রক্তোৎপল দ্বারা অর্চনা করলে হরিধামে গমন করিয়া থাকেন। কমলা স্বীয় ইচ্ছাতেই তাঁহাকে ভজনা করেন সংশয় নাই। রক্তোৎপল নিবেদন করা অপেক্ষা শুক্ল পদ্মে দ্বিগুণ ফল হইয়া থাকে। যথা—'রক্তপদ্মপ্রদানেন রুক্মমাষকদো ভবেৎ। শতং দত্ত্বা চ ধর্ম্মাত্মা বহ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।। সহস্রঞ্চ তথা দত্ত্বা সূর্য্যলোকে মহীয়তে। বিষ্ণু-লোকমবাপ্নোতি লক্ষপূজাবিধায়কঃ।। স্বয়মেব তথা লক্ষ্মীর্ভজতে নাত্র সংশয়ঃ। রক্তপদ্মপ্রদানাদ্ধি শ্বেতস্য দ্বিগুণং ফলম্।। শুভ্র (সাদা) বর্ণপদ্ম দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিলে মুক্তিলাভ হয়, পীত (হলুদ) বর্ণ পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে সংসারে নিখিল কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে, শত্রুর প্রতি অভিচার ইচ্ছুক ব্যক্তি কৃষ্ণপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিবেন। যথা—'শ্বেতৈঃ পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। কামনবাপ্নুয়াল্লোকে পীতৈর্দেবং সমর্চ্চয়ন। শত্রূণামভিচারেষু তথা কৃষ্ণৈঃ প্রপূজয়েৎ।।' **শ্রীবিষ্ণুকে পুষ্পের অভাবে কি কি দ্রব্য দ্বারা পূজা করিতে হয় ঃ** পুষ্পের অভাবে দূর্বাঙ্কুর সমস্ত নিবেদন করিলে পুষ্পদানের ফল প্রাপ্তি হয়। পুষ্পের অভাবে পত্র এবং পত্রাভাবে জল প্রদান করিলে পূণ্য সঞ্চয় হয়। যথা—'পুষ্পাভাবেন যো দদ্যাদত্র দূর্ব্বাঙ্কুরানপি। সোঽপি পুণ্যমবাপ্নোতি পুষ্পদানস্য বৈ দ্বিজাঃ। পুষ্পাভাবে হি দেয়ানি পত্রাণ্যপি জনার্দ্দনে। পত্রাভাবে পয়ো দেয়ং তেন পুণ্যমবাপ্নুয়াৎ।।' (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)।। **শ্রীবিষ্ণুকে কি কি পত্র দ্বারা অর্চনা করিতে হয় ঃ** বিল্বপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র, তমালপত্র, আমলকীপত্র এই সমস্ত শ্রীহরির পূজায় প্রশস্ত। প্রভুর অর্চনোপযুক্ত প্রশস্ত কুসুম যে সকল ব্যক্তির সঞ্চিত নাই, তাহার পল্লব দ্বারা জনার্দনের অর্চনা করিলে প্রশস্ত ফল লাভ করেণ। যথা—'বিল্বপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গরাজস্য চ। তমালামলকীপত্রং শস্তং কেশব পূজনে।। যেষাং ন সন্তি পুষ্পাণি প্রশস্তান্যর্চ্চনে বিভোঃ। পল্লবান্যপি তেষাং স্যুঃ শস্তান্যর্চ্চাবিধৌ হরেঃ।।' (শ্রী শ্রী হরিভক্তিবিলাসঃ)। প্রথমে অপামার্গ দ্বারা এবং পরে ভৃঙ্গরাজ দ্বারা পূজা করিতে হয়। যথা—'অপামার্গস্তু প্রথমং ভৃঙ্গরাজং ততঃ পরম্।।' **বিল্বপত্র দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অর্চনার ফল ঃ** অখণ্ড বিল্বপত্র দ্বারা একটিবার মাত্র শ্রীহরির অর্চনা করিলে নিখিল পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ঈশ্বর লোকে অবস্থান করেন। যথা—'বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ সকৃদ্দেবং প্রপূজ্য বৈ। সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তো মম লোকং স তিষ্ঠতি।।' (শ্রী শ্রী হরিভক্তিবিলাস ও স্কন্দপুরাণ)।। বিল্বপত্র দ্বারা একবার মাত্র জনার্দনের অর্চনা করিলে মুক্ত ও নির্ভীক হয়ে

১৩। ধূপ ঃ ওঁ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথালোকাঁ অকল্পয়ন্।।
ওঁ বনস্পতি রসোৎ পন্ন গন্ধাঢ্যঃ সুর-সম্মতঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।
এষ ধূপ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

১৪। দীপ ঃ ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞ মতন্বত।
বসন্তোস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্ম শরদ্ধবিঃ।।
ওঁ সূর্য্যাচন্দ্র মনোজ্যোতি র্বিদ্যুদগ্ন্যোস্তথৈব চ।
ত্বমেব জ্যোতিষাং জ্যোতি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।
এষ দীপ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

শ্রীবিষ্ণুর অনুচর হইতে পারে। যথা—'সকৃদভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং বিল্বপত্রেন মানবঃ। মুক্তিভাগী নিরাতঙ্কঃ কৃষ্ণস্যানুচরো ভবেৎ।।' (শ্রী শ্রী হরিভক্তিবিলাস ও বিষ্ণুধর্মে)।। **কিরূপে শ্রীবিষ্ণুকে পত্র, ফুল, ফল অর্পণ করিতে হয় ঃ** ঊর্দ্ধমুখপত্র, পুষ্প ও ফল অর্পণ করিতে হয়। যথা—'দেয়ান্যূর্দ্ধমুখান্যেব পত্রপুষ্পফলানি হি।।' (শ্রী শ্রী হরিভক্তিবিলাস)।। অধোমুখপত্র, ফুল কিম্বা ফল শ্রীহরির অপ্রীতিকর ঐ সমস্ত দুঃখপ্রদ বলিয়া অভিহিত, সুতরাং যে ভাবে জন্মে, সেই ভাবেই ঐ সমস্ত শ্রীহরিকে অর্পণ করিতে হয়। যথা—'পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখম্। দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পণম্।।' (শ্রী শ্রী হরিভক্তিবিলাসঃ)। **সকল জাতীয় পত্র পুষ্প অপেক্ষা তুলসী শ্রীবিষ্ণুর কাছে অধিকতর প্রিয়া এবং তুলসী দেবী সর্বদা জনার্দন বল্লভা।** যথা—'সর্ব্বাসাং পত্রজাতীনাং তুলসী কেশবপ্রিয়া' (শ্রী শ্রী হরিভক্তিবিলাসঃ ও পদ্মপুরাণ)।। 'সর্ব্বথা সর্ব্বকালেষু তুলসী বিষ্ণুবল্লভা।।' (শ্রী শ্রী হরিভক্তিবিলাসঃ ও পদ্মপুরাণ)।। পুরাকালে বুদ্ধিমতী দেবী তুলসী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করিয়া বরগ্রহণ করেন। তাই তিনি যাবতীয় পুষ্প ও পত্র অপেক্ষা শ্রীগোবিন্দের বল্লভা হইয়াছেন। যথা—'পূর্ব্বমুগ্রতপঃ কৃত্বা বরং বব্রে মনস্বিনী। তুলসী সর্ব্বপুষ্পেভ্যঃ পত্রেভ্যো বল্লভা ততঃ।।' **ধূপদান মাহাত্ম্য ঃ** যিনি তুলসী কাষ্ঠাগ্নি দ্বারা প্রভুকে ধূপপ্রদান করেন তাঁহার শত যজ্ঞের সমান পূণ্যলাভ হইয়া থাকে। আবার তিনি দশ সহস্র গোধন দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যথা—'যো দদাতি হরেধূপং তুলসীকাষ্ঠবহ্নিনা। শতক্রতুসমং পূণ্যং গোঽযুতং লভতে ফলম্।।' **দীপদানমাহাত্ম্য ঃ** দীপ চক্ষুপ্রদ, উহাদ্বারা ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। যে পরিমাণে দীপশিখা ঊর্দ্ধগামী হয়, দীপ প্রদাতাও সেই পরিমানে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া থাকেন। দেবমন্দিরে দীপ যতসংখ্যক নেত্রের নিমেষকাল জ্বলিতে থাকে, দীপদাতা তত সহস্র বর্ষ সসম্মানে বৈকুণ্ঠধামে নিবসতি করে। যথা—'দীপং চক্ষুঃপ্রদং দদ্যাৎ তথৈবোর্দ্ধগতিপ্রদম্। ঊর্দ্ধং যথা দীপশিখা দাতা চোর্দ্ধগতিস্তথা।। যাবদক্ষিণিমেষাণি দীপো দেবালয়ে জ্বলেৎ। তাবদ্বর্ষ সহস্রাণি নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে।।' (হরিভক্তিবিলাস)। দীপপ্রদান করিয়া হরণ করিলে মহাপাপ হইয়া থাকে। দীপ নির্বাপণ ও হিংসন মহাপাপ। তৈল শূন্য দীপ প্রদানে চোখের রোগ সৃষ্টি হয়।

১৫। নৈবেদ্য ঃ ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয় স্ত্রিঃ সপ্তসমিধঃ কৃতাঃ।
দেবাযদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।।
ওঁ অন্নং চতুর্ব্বিধঞ্চৈব রসৈঃ ষড়্ভিঃ সমন্বিতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং তব কেশব।।
এতৎ সোপকরণামান্ন নৈবেদ্যং ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

পুনরাচমনীয় ঃ পূর্ববৎ।

পানীয় ঃ ওঁ জলং সু-শীতলং দেব সুগন্ধি সুমনোহরং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।
ইদং পানীয় জলং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

যে ব্যক্তি দীপ হরণ করে তাহাকে অন্ধ হইতে হয়। আর যে নির্বাণ করিয়া দিয়া থাকে সে কানা হয়। যথা—'দত্ত্বা দীপো ন হর্ত্তব্যস্তেন কর্ম্ম বিজানতা। নির্ব্বাপণঞ্চ দীপস্য হিংসনঞ্চ বিগর্হিতম্। ।যঃ কুর্য্যাদ্ধিংসনংতেন কর্ম্মণা পুষ্পিতেক্ষণঃ।। দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কানো নির্ব্বাণকোভবেৎ। '। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)।। নীল ও লাল বর্ণ দশাযুক্ত দীপ দেবতাকে দান করিতে নাই। যথা—'নীলরক্তদশং দীপং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ।।' (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)।। তৈজসাদি (ধাতুনির্মিত) দীপাধারে দীপ নিবেদন করিতে হয়। মৃত্তিকায় দীপ স্থাপন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যথা—'দীপবৃক্ষাশ্চ কর্ত্তব্যাস্তৈজসাদৈশ্চ ভৈরব। বৃক্ষেষু দীপো দাতব্যো ন তু ভূমৌ কদাচন।।' (কালিকাপুরাণ)।। **নৈবেদ্যপাত্র নির্ণয় ঃ** সুবর্ণপাত্র, রজতপাত্র, তাম্রপাত্র, কাংস্যপাত্র, মৃত্তিকাপাত্র, পলাশপত্র ও পদ্মপত্ররচিত পাত্র শ্রী হরির অতীব প্রীতিকর। যথা—'নৈবেদ্যপাত্রং বক্ষ্যামি কেশবস্য মহাত্মনঃ। হৈরণ্যং রাজতং তাম্রং কাংস্যং মৃন্ময়মেব চ। পলাশং পদ্মপত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতিপ্রিয়ম্।।' (স্কন্দপুরাণ)।। **নৈবেদ্যপাত্র দান মাহাত্ম্য ঃ** যিনি শ্রীবিষ্ণুকে পাত্র সমূহ অর্পণ করেন তাহাকে আর নরকেগমন করিতে হয় না। যথা—'পাত্রাণান্তু প্রদানেন নরকঞ্চ ন গচ্ছতি।' (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)।। **নৈবেদ্যপাত্রের পরিমাপ ঃ** ৩৬ অঙ্গুলি প্রমাণ পাত্র উত্তম, ২৪ অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র মধ্যম, ১২ অঙ্গুলি পরিমিত পাত্র অধম, কখনো অষ্টাঙ্গুলের কমপাত্র নির্মাণ করিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিতে নাই। যথা—'ষট্ত্রিংশদঙ্গুলংপাত্রমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্। মধ্যমঞ্চ ত্রিভাগোনং কন্যসং দ্বাদশাঙ্গুলম্। বস্বঙ্গুলবিহীনন্তু ন পাত্রং কারয়েৎ ক্বচিৎ।।' **নৈবেদ্যলক্ষণ ঃ** সুশিতেন সুশুদ্ধেন পায়সেন সসর্পিষা। সিতৌদনং সকদলি দধ্নাদৈশ্চ নিবেদয়েৎ।। (প্রপঞ্চসারে)।। চতুর্বিধং কুলেশানি দ্রব্যং তে ষড়্রসান্বিতম্। নিবেদনাদ্ভবেত্তৃপ্তৈনৈবের্দ্যং তদুদাহৃতং। যুবতীস্তনবৎ কৃত্বা ক্ষালিতং শালিতণ্ডুলম্। মোচাফল সমাযুক্তং নানোপচার সংযুতম্। তুলসীদলবদ্বিষ্বৈঃ শিবে বিল্বদলান্বিতম্। শক্তৌ স্বয়ম্ভু কুসুমৈঃ সুরয়া বা সমন্বিতম্।। স্বয়ম্ভু কুসুমানুকল্পং রক্তচন্দনং দদ্যাৎ। (কুলার্ণবে)।। **কোন স্থানে কিভাবে নৈবেদ্য দেবেন ঃ-** শূদ্রের গৃহেও ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত পক্কান্ন দেবতাকে দেওয়া যায়। যথা- শূদ্রকর্ত্তৃক বৃষোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চরুবৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্কান্ননৈবেদ্যাপি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি। এবঞ্চ, আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং

পুনরাচমনীয় ঃ পূর্ববৎ

ফল তাম্বুল ঃ ওঁ ফলপত্র সমাযুক্তং কর্পূরাদি সমন্বিতং।
তাম্বুলং গৃহ্যতাং দেব ভক্তির্ভবতু মে ত্বয়ি।।
এতৎ ফলতাম্বুলং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

১৬। বন্দনা ঃ ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তেহনাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ

১। ওঁ নানা সুগন্ধি পুষ্পাণি যথাকালোদ্ভবানি চ।
পুষ্পাঞ্জলির্ময়া দত্তো গৃহাণ পরমেশ্বর।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

২। ওঁ যন্ময়া ভক্তি-যোগেন পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্‌গৃহাণা-নুকম্পয়া।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

৩। ওঁ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভব।
এাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপ হরোহরিঃ।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

৪। ওঁ জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণু, বির্ষ্ণু পর্ব্বত-মণ্ডলে।
জ্বালামালা-কুলে বিষ্ণুঃ সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।

৫। ওঁ প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।।

বিষ্ণু গায়ত্রী মন্ত্র জপ ঃ দশবার বিষ্ণু গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। **ওঁ ত্রৈলোক্য-রক্ষণায় বিদ্মহে নারায়ণায় ধীমহি তন্নোবিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।**

অথবা **ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।।**

বিষ্ণু বীজ মন্ত্র জপ ঃ 'ক্লীং' অথবা 'নং' মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

জপ সমর্পণ ঃ দেববিষয়ে জপ সমর্পণঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূষ জল-গন্ধ--পুষ্প-দূর্বা-আতপচাল-কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ করিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি-গুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর।।
এতৎ জপফলং ওঁ শ্রী নারায়ণস্য দক্ষিণকরে সমর্পিতমস্তু।।

তর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা যোগে আতপ চাল লইয়া এবং বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা যোগে সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতায় নিবেদন করিবেন। ওঁ শ্রীবিষ্ণুং তর্পয়ামি নমঃ (তিনবার)

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজমস্তকে দিবেন—
ওঁ শ্রীবিষ্ণুমভিষিঞ্চামি নমঃ। (একবার)

প্রণাম ঃ ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।
ওঁ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ।।

আবরণ দেবতা পূজা ঃ

কৃতাঞ্জলি লইয়া বলিবেন— ওঁ শ্রীমন্ নারায়ণ আজ্ঞাপয় আবরণান্তে পূজয়ামি। অতঃপরগন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

বিষ্ণুর অগ্নি কোণে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ।
বিষ্ণুর নৈঋত কোণে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহোল্কায় শিরসে স্বাহা।
বিষ্ণুর বায়ু কোণে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বীরোল্কায় শিখায়ৈ বষ্‌ট।
বিষ্ণুর ঈশান কোণে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অত্যুল্কায় কবচায় হুং।
বিষ্ণুর মধ্যে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সহস্রোল্কায় অস্ত্রায় ফট্।

পক্কমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে ইতি স্বয়ংপাক বিষয়ম্।।।(দুর্গোৎসবতত্ত্ব)।।ব্রাহ্মণের ভোজন নিষিদ্ধ বলিয়া উহার ব্যবহার নাই।।

প্রণাম বিধি ঃ- ভগবানের পুরোভাগস্থ গরুড়কে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া তৎপৃষ্ঠে (বামদিকে) প্রণাম করিবেন অর্থাৎ দেবদেবের অতি সন্নিধানে প্রণতি করিতে নাই। প্রণাম তিনবার কর্তব্য, কিন্তু সক্ষম হইলে তাহা অপেক্ষা অধিকবার করিলে ও ক্ষতি নাই। যথা— 'গরুড়ং দক্ষিণে কৃত্বাপ্রণমেৎপৃষ্ঠতো বুধঃ। অবশ্যঞ্চ প্রণামাংস্ত্রীন্ শক্তশ্চেদধিকাধিকান্।।' **প্রণাম মাহাত্ম্য ঃ-** নমস্কার যজ্ঞ স্বরূপ এবং নিখিল যজ্ঞের মধ্যে প্রধান। একমাত্র নমস্কার দ্বারা মানব বিশুদ্ধ

অক্ষর পূজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—
অষ্টদল পদ্মের পূর্বকেশরে— এতে গন্ধপুষ্পেওঁ ওঁ নমঃ।
অষ্টদল পদ্মের অগ্নি কেশরে— এতে গন্ধপুষ্পেওঁ ন নমঃ।
অষ্টদল পদ্মের দক্ষিণ কেশরে—এতে গন্ধপুষ্পেওঁ মো নমঃ।
অষ্টদল পদ্মের নৈঋত কেশরে—এতে গন্ধপুষ্পেওঁ না নমঃ।
অষ্টদল পদ্মের পশ্চিম কেশরে—এতে গন্ধপুষ্পেওঁ রা নমঃ।
অষ্টদল পদ্মের বায়ু কেশরে— এতে গন্ধপুষ্পেওঁ য় নমঃ।
অষ্টদল পদ্মের উত্তর কেশরে— এতে গন্ধপুষ্পেওঁ ণা নমঃ।
অষ্টদল পদ্মের ঈশান কেশরে—এতে গন্ধপুষ্পেওঁ য় নমঃ।
বাসুদেবাদির পুজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—
অষ্টদলের পূর্বদলে— এতে গন্ধপুষ্পেওঁ বাসুদেবায় নমঃ।
অষ্টদলের দক্ষিণদলে— এতে গন্ধপুষ্পেওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ।
অষ্টদলের পশ্চিমদলে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ।
অষ্টদলের উত্তরদলে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ।
শান্ত্যাদি শক্তির পূজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—
অষ্টদলের অগ্নিদলে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ।
অষ্টদলের নৈঋত দলে—এতে গন্ধপুষ্পেওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ।
অষ্টদলের বায়ু দলে— এতে গন্ধপুষ্পেওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।
অষ্টদলের ঈশান দলে—এতে গন্ধপুষ্পেওঁ রত্যৈ নমঃ।
অস্ত্রপূজা ঃ গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—
অষ্টদলের পূর্বদলে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শঙ্খায় নমঃ।
অষ্টদলের অগ্নিদলে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চক্রায় নমঃ।
অষ্টদলের দক্ষিণদলে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গদায়ৈঃ নমঃ।
অষ্টদলের নৈঋত দলে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পদ্মায় নমঃ।
অষ্টদলের পশ্চিমদলে— এতে গন্ধপুনষ্পে ওঁ কৌস্তুভায় নমঃ।
অষ্টদলের বায়ুদলে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মুষলায় নমঃ।
অষ্টদলের উত্তর দলে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ খড়্গায় নমঃ।
অষ্টদলের ঈশান দলে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ।
আবরণাঙ্গ পুজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—
বিষ্ণুর পূর্বদিকে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গরুড়ায় নমঃ।

বিষ্ণুর দক্ষিণে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ।
বিষ্ণুর উত্তরে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ।
বিষ্ণুর পশ্চিমে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধ্বজায় নমঃ।
বিষ্ণুর অগ্নিকোণে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ।
বিষ্ণুর নৈঋতকোণে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আর্যায়ৈ নমঃ।
বিষ্ণুর বায়ুকোণে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।
বিষ্ণুর ঈশানে কোণে— এতে গন্ধপুষ্পেওঁ সেনান্যৈ নমঃ।

চক্র পূজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আচক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিচক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সুচক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ত্রৈলোক্যচক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সুদর্শন চক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দৈত্যান্তক চক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অসুরান্তক চক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীধর চক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জগচ্চক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরমচক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাচক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে শালগ্রামশিলাধিষ্ঠাতৃ ওঁ বাসুদেবায় নমঃ।

গরুড়পূজা

গন্ধপুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া ধ্যানপুষ্প গরুড়ে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন—

ধ্যান ঃ ওঁ ধর্মান্ত-বহ্নিযুগ্মাক্ষর-কমলগতং পঞ্চভূতাদ্যবর্ণং।
ক্লিপ্তা-কল্পং ফনীন্দ্রৈরভয়বরকরং পদ্মনেত্রং সুবক্ত্রম্।।
দুষ্টাহিচ্ছেদিতুণ্ডং স্মরদখিলবিষ-পোষণং প্রাণভূতং।
প্রাণশ্রেণ্যাং ত্রিবেদী তনুমমৃতময়ং পক্ষিরাজং ভজেঽহম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গরুড়ায় নমঃ।

পূজাঃ-

এষ গন্ধ ঃ ওঁ গরুড়ায় নমঃ এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ নমস্তে পতগশ্রেষ্ঠ পন্নগান্তকর প্রভো।
ত্বৎ প্রসাদান্মহাবাহো মোদন্তেদ্দিবি দেববৎ।।
যথা ত্বং সংপুটকরঃ সততং নতকন্ধরঃ।
তথৈব পুরতো বিষ্ণো-স্তৎ প্রসাদাৎ ভবাম্যহম্।।

প্রণাম ঃ সুপর্ণং বৈনতেয়ঞ্চ নাগারিং নাগভীষণম্।
গরুড়ন্তু খগ-শ্রেষ্ঠং তার্ক্ষ্যঞ্চ প্রণমাম্যহম্।।

ইন্দ্রাদি লোক পাল পূজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

পূর্বদিকে— এতে গন্ধপুষ্পেওঁ লাং ইন্দ্রায় পীতবর্ণায় দেবাধিপতয়ে সবজ্রায় ঐরাবতবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

অগ্নিকোণে — এতে গন্ধপুষ্পেওঁ রাং অগ্নয়ে রক্তবর্ণায় তেজোঽধিপতয়ে সশক্তয়ে ছাগবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

দক্ষিণদিকে— এতে গন্ধ পুষ্পেওঁ যাং যমায় কৃষ্ণবর্ণায় প্রেতাধিপতয়ে সদণ্ডায় মহিষবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

নৈঋতকোণে— এতে গন্ধপুষ্পেওঁ ক্ষাং নিঋতয়ে ধূম্রবর্ণায় রক্ষোধিপতয়ে সশক্তয়ে অশ্ববাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

পশ্চিমদিকে— এতে গন্ধপুষ্পেওঁ বং বরুণায় শুক্লবর্ণায় জলাধিপতয়ে সপাশায় মকরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

হইয়া শ্রীহরিকে লাভ করেন। যথা - 'নমস্কারঃ স্মৃতোযজ্ঞঃ সর্ব্বযজ্ঞেষু চোত্তমঃ। নমস্কারেণ চৈকেন নরঃ পূতো হরিং ব্রজেৎ।।' (নারসিংহে)।।

বিষ্ণুর বাহন কেন গরুড়? পুরাণে উল্লেখ্য আছে, একদা গরুড় তার জননীকে দাস্যবৃত্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য স্বর্গ থেকে অমৃত এনেছিলেন। এর ফলে দেবতাদের সহিত তার প্রবল যুদ্ধ হয়। অবশেষে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন। বজ্রের সম্মান রক্ষার জন্য গরুড় বিসর্জ্জন করেন নিজের একটিমাত্র পালক (মাতৃভক্তিতে গরুড় অদ্বিতীয়)। অমৃত গরুড়ের হস্তগত হলেও অমৃতের প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। গরুড়ের এই গুণে মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণু তাকে বরদান করেন। গরুড় তাই বর স্বরূপ চেয়ে নেন যে - সে অমৃত পান ব্যতীত অমর হতে চায় এবং সর্বদা বিষ্ণুর কাছে থাকতে চায়। বিষ্ণু তার ইচ্ছা পূরণ করেন। গরুড় ও বিষ্ণুকে বরদান করতে চায়। বরদান ছলে ভগবান ভক্তকে স্থানদেন নিজের উপরে, এবং ভক্ত ও তার দাসরূপে সেবা করতে থাকেন। শক্তি ও ভক্তি দুই এর সমন্বয় ঘটেছে গরুড় চরিত্রে। বেদের সুপর্ণ পক্ষীর সঙ্গে গরুড়ের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। গরুড়ের পথ অনুসরণ ও আমাদের

বায়ুকোণে—এতে গন্ধপুষ্পেওঁ বাং বায়বে ধূম্রবর্ণায় প্রাণাধিপতয়ে সাঙ্কুশায় মৃগবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

উত্তরদিকে—এতে গন্ধপুষ্পওঁ কাং কুবেরায় শুক্লবর্ণায় ধনাধিপতয়ে সগদায় নরবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

ঈশানকোণে— এতে গন্ধপুষ্পেওঁ হাং ঈশানায় শুক্লবর্ণায় গণাধিপতয়ে সশূলায় বৃষবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

পূর্ব ও ঈশানের মধ্যে—এতে গন্ধপুষ্পেওঁ আং ব্রহ্মণে রক্তবর্ণায় প্রজাধিপতয়ে সপদ্মায় হংসবাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

পশ্চিম ও নৈঋতের মধ্যে—এতে গন্ধপুষ্পেওঁ হ্রীং অনন্তায় গৌরবর্ণায় নাগাধিপতয়ে সচক্রায় গরুড়বাহনায় সপরিবারায় নমঃ।

অসমর্থপক্ষে—এতে গন্ধপুষ্পেওঁ ইন্দ্রাদিদশদিকপালেভ্যো নমঃ।

আদিত্যাদি নবগ্রহ পূজা ঃ গন্ধ পুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিব-অগ্নি-মাতঙ্গী-রামচন্দ্র সহিতায় হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উমা-জল-কমলাত্মিকা-শ্রীকৃষ্ণসহিত ঐং ক্লীং সোমায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ স্কন্দ-পৃথিবী-বগলামুখী-নৃসিংহ সহিত হূংশ্রীং মঙ্গলায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণ-বিষ্ণু-ত্রিপুরাসুন্দরী-বুদ্ধ সহিত ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ।
এতে গন্ধপষ্পে ওঁ ব্রহ্ম-ইন্দ্র-তারা-বামন সহিত হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্র-ইন্দ্রানী-ভুবনেশ্বরী-পরশুরাম সহিত হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যম-প্রজাপতি-কালী-কূর্ম্ম সহিত ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাল-সর্প-ছিন্নমস্তা-বরাহ সহিত ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ।
এতে গন্ধপষ্পে ওঁ চিত্রগুপ্ত-ব্রহ্ম-ধূমাবতী-মৎস্য সহিত হ্রীং ঐং কেতুভ্যঃ নমঃ।

অষ্টমূর্ত্তি পূজা ঃ গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অচ্যুতায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কেশবায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হরয়ে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সত্যায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জনার্দনায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হংসায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ।

লক্ষ্মী পূজা

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ অস্য লক্ষ্মীমন্ত্রস্য ভৃগুঋষিনিবৃচ্ছন্দঃ শ্রীদের্বতা লক্ষ্মীপূজনে বিনিয়োগঃ। শিরসি—ওঁ ভৃগুঋ ষয়ে নমঃ। মুখে-ওঁ নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি-ওঁ শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস ঃ ওঁ শ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ শ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ শ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ শ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ শ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ শ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ শ্রূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ শ্রৈং কবচায় হুং। ওঁ শ্রৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ শ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান ঃ শ্বেতচন্দন মিশ্রিত পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া শালগ্রাম শিলায় পুষ্পটি দিবেন—

ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ-সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্।।
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতাম্।
রৌক্ম-পদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।

এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ' এইরূপে দশোপচারে বা ষোড়শোপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

লক্ষ্মীপুষ্পাঞ্জলি ঃ

১। ওঁ নমস্তে সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াৎত্বদর্চ্চনাৎ।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।।

২। ওঁ মহালক্ষ্মী মহামায়া বিষ্ণুপ্রিয়া মনোহরা।
সর্ব্ব-শান্তি-করা মাতর্নিত্যং মে বরদা ভব।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।।

৩। ওঁ গৌরবর্ণান্ত দ্বিভুজাং সিতপদ্মোপরিস্থিতাম্।
বিষ্ণোর্বক্ষ স্থলস্থাঞ্চ জগচ্ছোভা-প্রকাশিনীম্।
ধ্যায়েদাদ্যাং সদা দেবীং পূজাকালে বিশেষতঃ।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।।

লক্ষ্মীগায়ত্রী মন্ত্র ঃ 'ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে, মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি, তন্ন শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ।' ১০ বার জপ করিয়া জপ সমর্পন করিবেন।

জপসমর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূষ কুশের জল-গন্ধ—পুষ্প-দূর্বা-আতপচাল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় বামকরে জপ সমর্পণ করিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।।
এতৎ জপফলং ওঁ লক্ষ্মীদেব্যাঃ বামকরে সমর্পিতমস্তু।।

লক্ষ্মীবীজমন্ত্র ঃ 'শ্রীং' মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পন করিবেন।

তর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকাযোগে আতপচাল এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা যোগে সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতায় নিবেদন করিবেন।

ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্মীং তর্পয়ামি স্বাহা। (তিনবার)

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক নিজমস্তকে দিবেন—
(একবার) ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্মীমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রার্থনা ঃ করজোড়ে পাঠ করিবেন—

ওঁ যা সা পদ্মাসনস্থা বিপুল-কটিতটী পদ্মপত্রায়তাক্ষী।
গম্ভীরাবর্ত্তনাভিঃ স্তনভরা নমিতা শুভ্রবস্ত্রোত্তরীয়া।।
যা লক্ষ্মীর্দিব্যরূপৈর্মণিগণ-খচিতৈঃ স্থাপিতা হেমকুম্ভৈঃ।
সা নিত্যং পদ্মহস্তা মম বসতু গৃহে সর্ব্বমাঙ্গল্যযুক্তা।।

আবরণ পূজা ঃ গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অষ্টসিদ্ধিভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অষ্টলক্ষ্মীভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুবেরায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অষ্টনিধিভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধিষণায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধনধান্যেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পেচকায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গজায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুম্ভায় নমঃ।

স্তোত্রপাঠ ঃ করজোড়ে পাঠ করিবেন—

ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবি কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা।।
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদ্ রমা শ্রীঃ পদ্মধারিণী।।
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেৎ তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ।।

প্রণাম ঃ ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে।।

—ঃ সরস্বতী পূজা ঃ—

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ অস্য সরস্বতী-মন্ত্রস্য কণ্বঋষি র্বিরাড্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ বাগীশ্বরী দেবতা মমাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থং পূজার্থে বিনিযোগঃ। শিরসি—ওঁ কণ্বায় ঋ ষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ বিরাড্ গায়ত্রীচ্ছদসে নমঃ। হৃদি—ওঁ বাগীশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস ঃ ওঁ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।
ওঁ উং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ঐং অনামিকাভ্যাং হুং।
ওঁ ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ অঃ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ঈং শিরসে স্বাহা।
ওঁ উং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ঐং কবচায় হুং।
ওঁ ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ অঃ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান ঃ শ্বেতচন্দন মিশ্রিত কুন্দ বা শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া শালগ্রাম শিলায় পুষ্পটি দিবেন—

ওঁ তরুণশকল মিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ।
কুচভরন মিতাঙ্গী সন্নিষন্না সিতাব্জে।।
নিজকর কমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তক-শ্রীঃ।
সকল-বিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।।

'এতৎ পাদ্যং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ' এইরূপে দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন—

১। ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদান্ত বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এব চ।।

এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।।

২। ওঁ অর্ঘ্যং পুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং মাল্যং গন্ধানুলেপনম্।
গৃহাণ বরদে দেবি কল্যাণং কুরুমে সদা।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।।

৩। ওঁ সদা বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তক ধারিণী।
মুরারী-বল্লভা দেবী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।।

সরস্বতী গায়ত্রীমন্ত্র জপ ঃ 'ওঁ বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ'। দশবার জপ করিয়া জপ সমর্পন করিবেন।

জপ সমর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূষ কুশের জল-গন্ধ—পুষ্প-দূর্বা-আতপচাল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় বামকরে জপ সমর্পণ করিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।।
এতৎ জপফলং সরস্বতী-দেব্যাঃ বামকরে সমর্পিতমস্তু।।

বীজমন্ত্র জপ ঃ 'ঐং' মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপসমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা যোগে আতপ চাল এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা যোগে সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক দেবতায় নিবেদন করিবেন।

ওঁ ঐং সরস্বতীং তর্পয়ামি স্বাহা। (তিনবার)

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজ মস্তকে দিবেন—

ওঁ ঐং সরস্বতীমভিষিঞ্চামি নমঃ। (একবার)

প্রার্থনা ঃ

ওঁ শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা।।
শ্বেতাক্ষ-সূত্র-হস্তা চ শ্বেতচন্দন-চর্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কার-ভূষিতা।।
বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরর্চিতা দেবদানবৈঃ।
পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈর্ঋষিভিঃ স্তুয়তে সদা।।
স্তোত্রেনানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্।
যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে।।

আবরণ পুজা ঃ গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পুজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মস্যাধারায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ লেখন্যৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুস্তকেভ্যোঃ নমঃ।
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ হংসায় নমঃ।
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ শ্বেতপদ্মায় নমঃ।

স্তোত্রপাঠ ঃ ওঁ যা কুন্দেন্দু-তুষার-হার-ধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা।
যা বীণাবর-দণ্ড-মণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।।
যা ব্রহ্মাচ্যুত-শঙ্কর প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা।
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ-জাড্যাপহা।।

প্রণাম ঃ ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।।

বিষ্ণুর পুনঃ পুজা ঃ পুনরায় পঞ্চোপচারে বা যথশক্তি উপচারে পূজা করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষিঞ্চন-ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবেন।

জপ ঃ স্বস্ব বেদানুযায়ী মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন—

সামবেদে-**ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।।**

যজুর্বেদে—**ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরম্‌গুঁ পদগুঁ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।।**

জপসমর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূষ জল-গন্ধ—পুষ্প-দূর্বা-আতপচাল-কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ করিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর।।
এতৎ জপফলং ওঁ শ্রী নারায়ণস্য দক্ষিণকরে সমর্পিতমস্তু।।

তর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা যোগে আতপচাল এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকাযোগে সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতায় নিবেদন করিবেন। **ওঁ শ্রী বিষ্ণুং তর্পয়ামি নমঃ।** (তিনবার)

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজমস্তকে দিবেন—

ওঁ শ্রীবিষ্ণুমভিষিঞ্চামি নমঃ। (একবার)

ক্ষমাপ্রার্থনা ঃ ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
ক্রিয়াভাবং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর।।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

স্তব ঃ ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং।
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং।
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং।
ধর্মিষ্ঠ আর্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিত-মন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

অনঘমন্ত্র ঃ ওঁ অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্।
বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনম্।।
বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনম্।
দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজম্।।
গোবিন্দ-মচ্যুতং কৃষ্ণমনন্ত-মপরাজিতম্।
অধোক্ষজং জগন্নাথং সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারিণম্।।
অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্র-গদাধরম্।।
পীতাম্বরধরং নিত্যং বনমালা-বিভুষিতম্।
শ্রীবৎসাঙ্কং জগৎসেতুং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীধরং হরিম্।।
প্রপদ্যেঽহং সদাদেবং বাসুদেবং জগৎপতিম্।।

শ্রীবিষ্ণুনামাষ্টক ঃ

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনম্।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব এতান্নামাষ্টকং শুভম্।।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং পাপং তস্য ন বিদ্যতে।
শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি দুঃস্বপ্নঃ সুস্বপ্নো ভবেৎ।।
গঙ্গায়াং মরণঞ্চৈব দৃঢ়া ভক্তিশ্চ কেশবে।
ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবোধশ্চ তস্মান্নিত্যং পঠেন্নরঃ।।

ইতি শ্রী ব্রহ্মপুরাণে শ্রীবিষ্ণোর্নামাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্।।

শ্রীবিষ্ণু-ষোড়শনাম

ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনম্।
শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্।।
যুদ্ধে চক্রধরং দেবং প্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্।
নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয়সঙ্গমে।।
দুস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদম্।
কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িনম্।।
জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্ব্বতে রঘুনন্দনম্।
গমনে বামনঞ্চৈব সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্।।
ষোড়শৈতানি নামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।।

ইতি শ্রী বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শ্রীবিষ্ণোঃ ষোড়শনামস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

নানা বিধ নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডুষ জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক দেবতায় নিবেদন করিবেন।

ওঁ যৎ কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে দেব ময়া সুকৃত-দুষ্কৃতম্।
তৎ সর্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎ প্রযুক্তং করোম্যহম্।।

—ঃ তুলসী পত্রদান বিধি ঃ—

তুলসীপূজা

তুলসী দর্শন মন্ত্র ঃওঁ দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে মাতস্তুলসি প্রিয়দর্শনে।
হরিদর্শন-দীপার্চ্চিঃ প্রসীদ ভক্তবল্লভে।।

তুলসীতলা মার্জন মন্ত্র ঃ ওঁ মাতস্তুলসি কল্যাণি স্থলং তে সুমনোহরম্।
ক্রীড়ন্ত্যাগত্য বিবুধা মার্জয়েত্তৎ প্রসীদ মে।।

তুলসী জাগরণ মন্ত্র ঃ ওঁ উত্তিষ্ঠ তুলসি দেবি উত্থানং কুরু সত্বরম্।
অরুনোদয়-প্রাতর্হি চরণে প্রণমাম্যহম্।।

কাম্য। শাস্ত্রে বলা হয় -'যথা ত্বং সং পুটকরঃ সততং নতস্কন্ধরঃ। তথৈব পুরতো বিষ্ণো স্ত্বৎপ্রসাদাদ্ ভবাম্যহম্।।'

তুলসীর আবির্ভাব ঃ তুলসীর গুণকীর্ত্তন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এর উৎপত্তি প্রসঙ্গে এক পৌরাণিক গল্পগাথা প্রচলিত রয়েছে। ভগবান শঙ্কর এবং পার্বতী শূদ্ররূপে মর্তে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে ভক্তগণ কিরূপে তাঁর (শিব) পূজা করে থাকেন তা জানার জন্য। শিবভক্তগণ মহানন্দের সহিত তাহা ব্যক্ত করিতেছেন শিব

তুলসী স্পর্শ মন্ত্র ঃ ওঁ বৈকুণ্ঠনাথ পাদাব্জবাসিনী প্রিয়দর্শনে।
স্পৃশামি ত্বা মহাপাপ সঞ্চয়ান্ মে প্রণাশয়।।

তুলসীবৃক্ষে জল দান মন্ত্র ঃ ওঁ তুলসি ত্বং জটাধারী কলৌ কল্মষ-নাশিনী।
তন্মূলে দীয়তে বারি মম পাপ-ক্ষয়ং কুরু।।

তুলসী স্নান মন্ত্র ঃ ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনীম্।।

তুলসীদেবীকে সুন্দরভাবে বস্ত্র পরাইয়া পূজা করিবেন।

ধ্যান ঃ শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতপদ্ম বা শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া তুলসী বৃক্ষে ধ্যানপুষ্পটি দিবেন—

পার্বতীর নিকট। অবশেষে তাঁরা এক স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পেলেন, সেই স্ত্রীলোকটি কিছুটা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে এবং পূজা অর্চনা সম্পর্কে অনীহা প্রকাশ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এক ঘটনা প্রমাণ করেন স্ত্রীলোকটি বাহ্যিক আড়ম্বর দিয়ে নয়, মন প্রাণ সঁপে দিয়েছেন, যা পূজার অধিক বৈ কিছু নয়, শিবের পায়ে কাঁটা ফুটে এবং রক্তপাত হতে থাকে এবং আর্তনাদ করতে থাকে, তা শুনে, শিবের পা দুটি নিজের কোলে স্থাপন করে এবং শাড়ীর কিছুটা টুকরো দিয়ে পা বেঁধে দেন। এই রূপ মানব সেবায় আপ্লুত শিব সন্তুষ্ট হয়ে নিজরূপ ধারণ করেন এবং বর দানে ইচ্ছুক হন। স্ত্রীলোক বর স্বরূপ চান যে সমস্ত মানবের সেবায় নিজের জীবন যেন উৎসর্গ করতে পারেন, শিব তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে সে বলে তুলসী। তা শুনে শিব বলেন যে তুলসী নামেই পৃথিবীতে চিরজীবন সকলের সেবা করে যেতে পারবে। সেই থেকে আজও আবালবৃদ্ধবনিতার প্রতি তার সেবাকার্য্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধরাধামে হয়ে চলেছে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)। এছাড়া আরও অন্যন্য উপকাহিনী প্রচলিত রয়েছে। অনেক শাস্ত্রমতে, শিবের কিছু রোম থেকে তুলসীর জন্ম। **সংশয়বাদীয় দৃষ্টিতে তুলসী ঃ-** তুলসী মানব কল্যাণে নিত্য প্রয়োজনীয় অপরিসীম উপকার সাধনে অধিকারী, হয়তো এই জন্যই নারায়ণের প্রতীক শিলাপূজার প্রধান উপচার হিসেবে তুলসীকে অপরিহার্য্য করা হয়েছে, আর নাম দেওয়া হয়েছিল তুলসী-অর্থাৎ যার তুলনা নেই। এই নামকরণই যেন সে যুগের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের প্রতীক। ক্ষুপ জাতীয় গাছটি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কয়েকটি অধ্যায়েই রাধাকৃষ্ণের মানবীয় চরিত্রের সঙ্গে একীভূত করে আদিতে তুলসী যেন মানবী আর নারায়ণ যেন মানব - উভয়ে শাপাশাপি হয়ে একজন শিলা আর একজন বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছেন অর্থাৎ অভিশপ্তবিষ্ণু হলেন শিলা আর অভিশপ্তা তুলসী হলেন এই বৃক্ষ। কিন্তু কোথায় এঁরা শিলা ও বৃক্ষ? উত্তরে বলেছেন-গণ্ডকী নদীতে এবং সেই তুলসীর মাথার চুলগুলিই রূপান্তরিত হলো বৃক্ষের মঞ্জরীতে। **স্নান না করিয়া তুলসীপত্র চয়ণ দোষ ঃ** স্নান না করিয়া তুলসীচয়ন করতঃ পূজা করিলে অপরাধী হয় এবং তাহার পূজাও নিষ্ফল হয়। 'অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ। সোঽপরাধী ভবেৎসত্যং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।।' (বায়ুপুরাণ)।। **তুলসীপত্র অপেক্ষা তুলসী মঞ্জরীর গুরুত্ব বেশি**

ওঁ ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশীমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং।
বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরানম্র-কল্পাঙ্গ-যষ্টিম্।।
ঈষদ্ধাস্যাং ললিত-বদনাং চন্দ্র-সূর্যাগ্নি-নেত্রাং।
শ্বেতাঙ্গীং তামভয়-বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।।

পূজা ঃ ষোড়শোপচারে-দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।

অর্ঘ্যদান ঃ কুশী/শঙ্খে চাল-দূর্বা-পুষ্প-জল-শ্বেতচন্দন লইয়া উৎসর্গ করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তুলসীবৃক্ষে দিবেন।

ওঁ শ্রিয়ঃ প্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধর সৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তুতে।।

কেন ঃ জীব দেহের বলবীর্য্যের একান্ত নিকেতন শিরোদেশ। তুলসী মঞ্জরী সেই ঊর্ধ্বভাগেরই প্রতীক। তুলসীর সমস্ত কার্যকারী শক্তির উৎস ও তার শীর্ষভাগে। এই জন্যই তুলসী মঞ্জরীর গুরুত্ব বেশি। **তুলসীর মঞ্জরী কাকে বলে ঃ-** দুটিপত্রের মধ্যে যে ছোট কুঁড়ি পত্র ইহা মঞ্জরী। দুইধারে রাধা কৃষ্ণ, মাঝখানে যোগমায়া। অনেকে তুলসীর ফুলকে তুলসী মঞ্জরী হিসাবে ভোগে ব্যবহার করে থাকেন ইহা সঠিক নহে। **শিলায় তুলসীপত্র দেওয়া হয় কেন ঃ-** অথর্ব-বৈদিক উপবর্হণ সংহিতায় আছে - তুলসীর রস শিলাকীটের প্রাণশক্তি বাড়ায় কিন্তু অন্য যে কোন কীটকে বিনাশ করে, যথা - 'সুভগা কীট সংচ্ছেদি অন্তঃমার্গং বিশোধয়েৎ।' এখানে সুভগা হলেন তুলসী। তুলসীর দ্বারাই বিষ্ণু অভিশপ্ত হয়ে পাষাণ ভূত হয়েছিলেন, তারই জন্য ক্ষমা প্রার্থী হয়ে তুলসী মস্তকে ও ধারণ করেছিলেন। **তুলসী পত্র দান মাহাত্ম্য ঃ-** দূর্ব্বা, ধাত্রী পাপ দগ্ধ করে, হরীতকী রোগ হরণ করে, তুলসী পাপ ও রোগসমুহ হরণ করে, তুলসী লইয়া যে নিত্য পূজা করে, তাহার দশবৎসরের পূজা গ্রহণ করেন, শুষ্ক তুলসীপত্র বাসি হয় না। তুলসী যুক্ত জল বাসী হয় না। গঙ্গাজল তুলসীপত্র বর্জনীয় নহে। তুলসী পত্র লইয়া যে পূজা করে সে মুক্তি লাভ করে এবং পুনর্জন্ম হয় না। যথা - দূর্বা দহতি পাপানি ধাত্রী দহতি পাতকম্। হরীতকী হরেদ্রোগং তুলসী হরতে ত্রয়ম্। তুলসীং প্রাপ্য যো নিত্যং ন করোতি মমার্চনম্। তস্যাহং প্রতি-গৃহ্নামি ন পূজাং দশবার্ষিকীম্। গৃহ্নাতি তুলসীং শুষ্কামপি পর্যুসিতাং হরিঃ। বর্জ্যং পর্যুসিতং তোয়ং বর্জ্যং পর্যুসিতং দলম্। ন বর্জ্যং জাহ্নবীতোয়ং ন বর্জ্যং তুলসীদলম্। তুলসীদল-মাদায় যঃ করোতি মমার্চনম্। ন পুনর্যোনিমাপ্নোতি মুক্তিভাগী ভবেদ্ধি সঃ।। (স্কন্দ পুরাণে)।। **তলসীবৃক্ষে জলদান মাহাত্ম্য ঃ**—জলক্লিন্না ভবেৎ যাবত্তুলসী মূলমৃত্তিকা। তাবৎ প্রীণাতি বিশ্বাত্মা ভগবান্ পিতৃভিঃ সহ।। **তুলসী কয় প্রকার ঃ-** সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার ১। সাদাতুলসী বা হরিৎ তুলসী, ২। কৃষ্ণতুলসী, ৩। বাবুই তুলসী, ৪। রামতুলসী,

সামবেদে—ইদমর্ঘ্যং ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।
যর্জুবেদে—এষঅর্ঘঃ ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।
পূজাপর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রার্থনা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ নির্ম্মিতা ত্বংপুরা দেবৈরর্চিতা ত্বংসুরাসুরৈঃ।
তুলসি হর মেঽবিদ্যাং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তুতে।।

তুলসী স্তুতি ঃ ওঁ মহাপ্রসাদ জননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
আধি-ব্যাধিহরে নিত্যং তুলসি ত্বং নমাম্যহম্।।
ওঁ জগদ্ধাত্রি নমস্তুভ্যং বিষ্ণোশ্চ প্রিয়-বল্লভে।
ব্রহ্মাদিদেবানাং মাতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারিণি।।
সত্যে সত্যবতীচৈব ত্রেতায়াং মানবীতথা।
দ্বাপরে অবতীর্ণাসি বৃন্দা ত্বং তুলসী কলৌ।।
নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেব্যৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তুতে।।

তুলসী প্রণাম ঃ ওঁ নমস্তুলসি কল্যাণি নমো বিষ্ণু-প্রিয়ে শুভে।
নমোমোক্ষ-প্রদে দেবি নমঃ সম্পৎ প্রদায়িকে।।
ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।

প্রদক্ষিণ ঃ ওঁ ইন্দ্রাদ্যৈঃ সকলৈর্দেবৈরচির্তাং ভব সুন্দরীম্।
ভক্তানাং বরদাং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্।।
ওঁ সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং বেদগর্ভাং মনোরমাম্
যোগগম্যা মহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্।।

৫। কর্পূর তুলসী। বাবুই তুলসীকে অনেকে দুলাল তুলসী বলে এর সংস্কৃত নাম বর্ব্বরা তুলসী। মুম্বাইতে সল্‌বা (Salba) নামে পরিচিত। তান্ত্রিক পূজায় ব্যবহার করা হয়। মুম্বাইয়ে মুসলমানগণ প্রতি শুক্রবার কবরের ওপর প্রদান করে তৃপ্তি লাভ করেন। রামতুলসী ইউনানি সম্প্রদায় ব্যবহার করে থাকেন। কর্পূর তুলসী গাছ থেকে কর্পূর পাওয়া যায়। এটির আদিম জন্মস্থান আফ্রিকার কিলিমানজারো পর্ব্বতে। হরিৎবর্ণের ও কৃষ্ণবর্ণের দুটি তুলসীর একই গুণ। যথা - 'হরিৎ কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্তিতা।' **তুলসীর মঞ্জরী দ্বারা পূজার ফল ঃ-** 'তুলসী মঞ্জরী দ্বারা বিষ্ণুপূজাও শিবপূজায় বিশেষ ফল লাভ করা যায়। যিনি মঞ্জরী দ্বারা বিষ্ণুও শিবের পূজা করেন তাঁকে আর গর্ভে বাস করতে হয় না। তিনি মুক্তি লাভ করেন। ইহাতে কোন সংশয় নাই। যথা - 'তুলসীমঞ্জরীভির্যঃ কুর্য্যাদ্ হরিহরার্চনম্। ন স গর্ভগৃহং যাতি মুক্তিভাগী ন সংশয়ঃ'।। **নারায়ণকে তুলসী দানের নিয়ম ঃ-** শালগ্রাম

ওঁ যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদি-কানি চ।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতু তুলসি ত্বৎ প্রদক্ষিণাৎ।

তুলসীপত্র চয়নঃ যত সংখ্যক তুলসীপত্র প্রদান হইবে তত সংখ্যক তুলসীপত্র মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা-অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়া তুলসীপত্র ধরিয়া, একটি একটি করিয়া তুলসীপত্র চয়ন করিবেন।

ওঁ তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশব প্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে।।
তদঙ্গ সন্তবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিম্।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌ মল-বিনাশিনী।।

তুলসীপত্রসুসজ্জিত করণ ঃ সঙ্কল্প অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক তুলসীপত্রে শ্বেত চন্দন মাখাইয়া পাত্রোপরি রাখিয়া তাহার উপর কৃষ্ণতিল ছড়াইয়া দিবেন।

তুলসীপত্র উৎসর্গ

তুলসীপত্র অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া 'বং' মন্ত্রে তুলসীপত্রে ছিটা দিয়া পুনরায় তুলসীপত্রে জলের ছিটা দিবেন—ওঁ এতেভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (সহস্র) সংখ্যক সচন্দন (মঞ্জরী সহিত) তুলসী পত্রেভ্যো নমঃ।

তুলসীপত্র অর্চ্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তুলসীপত্রে পুষ্প দিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (সহস্র) সংখ্যক সচন্দন (মঞ্জরী সহিত) তুলসীপত্রেভ্যোঃ নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শালগ্রাম শিলায় পুষ্প দিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ।

তুলসীপত্র অভ্যুক্ষণ ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তুলসীপত্রে কুশের জলে ছিটা দিবেন—এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ।

অভিলাপ বাক্য ঃ দক্ষিণহস্তে হরীতকী-ত্রিপত্র-তিল-তুলসীপত্র বাক্যপাত্রে

একত্রে ধরিয়া বামহস্ত উপুড় করিয়া তুলসীপত্র স্পর্শ করিয়া বাক্যপাঠ করিবেন—

শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে-অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) সঙ্কল্পিত অমুক কর্ম্মাঙ্গীভূত শ্রীবিষ্ণুপূজন কর্ম্মণি ব্রহ্মপুরাণীয় ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শত (বা-সহস্র) সংখ্যক সচন্দন (মঞ্জরীসহিত) তুলসীপত্রাণামেকৈকেন শ্রীশ্রী হরয়ে সমর্পিত মস্তু। বলিয়া তুলসীপত্রে জলের ছিটা দিবেন।

তুলসীপত্র দান ঃ উৎসর্গকৃত তুলসীপত্রের একটি বোঁটা দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা-অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে ধরিয়া দান মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণাবর্ত্তে আড়াই বার ঘুরাইয়া শালগ্রাম শিলার উপর রাখিবেন।

দান মন্ত্র ঃ এতৎ সচন্দন (মঞ্জরী সহিতং) তুলসী পত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা।

প্রণাম ঃ স্বস্ত্যয়নে-ওঁ হরয়ে নমঃ, শান্তিকর্মে-ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ বলিয়া করজোড়ে প্রণাম করিবেন।

শিলাচক্রের নিম্নদেশে চিৎ করিয়া তুলসীপত্র সমর্পন করতঃ অপর তুলসীগ্রহণ করিয়া তুলসীর পৃষ্ঠভাগ দ্বারা বিধিমতে বিষ্ণুচক্রে সমর্পন করিতে হয়। যথা- 'তুলসীক্রোড়দেশে তু বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি সর্ব্বদা। তথৈব বিধিনা দদ্যাৎ পৃষ্ঠদেশং ন দর্শয়েৎ।।' ১।'তুলস্যা দক্ষিণাবর্ত্তে বিষ্ণুচক্র প্রদক্ষিণম্। কৃত্বা চক্রঞ্চ সংস্পৃশ্য চার্পয়েৎ তুলসীদলম্।। তুলসী পৃষ্ঠতো দদ্যাদ্ বিল্বপত্রমধোমুখম্। জলজং স্থলজং পুষ্পং যথোদ্ভূতং তথার্পয়েৎ।। তুলসীং দক্ষিণে দদ্যাদ্ বামাবর্ত্তে বিসর্জয়েৎ। ক্ষমস্বেতি দলং মন্ত্রৈবিসর্জন্যা বিসর্জয়েৎ। ২। নির্জলং তুলসীপত্রং গৃহ্নীয়াৎ পুষ্পমুদ্রয়া। চক্রেচ স্পর্শনং কৃত্বা বিষ্ণবে তৎ সমর্পয়েৎ। ত্র্যঙ্গুলী মুষ্টিকং কুর্য্যাৎ সন্দশ্য বৃদ্ধতর্জনীম্। সা পুষ্প-মুদ্রা বিজ্ঞেয়া তয়া পত্রং নিবেদয়েৎ।। মধ্যমানামিকে কৃত্বা চাঙ্গুষ্ঠং তত্র যোজয়েৎ। বিসর্জনী সা বিজ্ঞেয়া তয়া পত্রং বিসর্জয়েৎ।' ১। তুলসীপত্র দক্ষিণদিক দিয়ে শালগ্রাম চক্রে ঘুরিয়ে চক্র স্পর্শ করিয়া রাখিবেন। তুলসী চিৎ করিয়া ও বিল্বপত্র উপুড় করিয়া দিবেন। জলজ পুষ্প ও স্থলজ পুষ্প যেমন ভাবে উৎপন্ন হয় ঠিক সেই ভাবেই সমর্পন করিতে হয়। তুলসী দক্ষিণাবর্তে সমর্পন করিতে হয় এবং বামাবর্ত্তে ক্ষমস্ব বলিয়া বিসর্জন করিতে হয়। ২। জল রহিত তুলসীপত্র পুষ্প মুদ্রায় গ্রহণ করিয়া চক্র স্পর্শ করতঃ

তুলসীপত্র মোচন ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অথবা অমন্ত্রক, দানকৃত তুলসী পত্রটি বামাবর্ত্তে ঘুরাইয়া শালগ্রাম শিলার বামদিকে শিলার আসন থেকে দূরে একটি পাত্রে রাখিবেন। অতঃপর জল স্পর্শকরিয়া ও হাত মুছিয়া অপর তুলসীপত্র এই রূপে দান করিবেন।

তুলসীপত্র মোচন মন্ত্র ঃ ওঁ ক্ষমস্ব ত্বং মহাবাহো তুলসী তব মস্তকে।
ত্যজ্যতাং পুনঃ সংগৃহ্ণ বরং দেহি যথেপ্সিতম্।।

সমস্ত তুলসীপত্র দান শেষ হইলে পুনরায় বিষ্ণুর পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া অনঘমন্ত্র, নারায়ণোপনিষদ, শ্রীবিষ্ণুপুঞ্জর স্তোত্র সহস্রনাম পাঠের পর প্রদক্ষিণ করিবেন।

প্রদক্ষিণ ঃ **ওঁ যানি কানি চ পাপানি জ্ঞাতাজ্ঞাত-কৃতানি চ।**
তানি সর্বাণি নশ্যন্তু প্রদক্ষিণং পদে পদে।।

শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করিতে হয়। তিন অঙ্গুলি মুষ্টির মত করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্টটি ও তর্জনী দর্শন করিয়ে সেই পুষ্প মুদ্রার দ্বারা সেইপত্র নিবেদন করিতে হয়। মধ্যমা-অনামিকাও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট যোগ করিলে বিসর্জনী মুদ্রা হয়, সেই মুদ্রায় তুলসী পত্র বিসর্জন করিতে হয়। তুলসী পত্র ও **বিল্বপত্র কি কি অঙ্গুলি দ্বারা সমর্পন করিতে হয় ঃ-** মধ্যমা-অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠযোগে শ্রীবিষ্ণুকে তুলসীদান কর্ত্তব্য। অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনীযোগে বিল্বপত্র দান করিতে হয় যথা— 'মধ্যমানামিকাভ্যঞ্চ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেন পার্ব্বতি। দাপয়েৎ তুলসীপত্রং কেশবায় মহাত্মনে।। যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্রং ত্বধোমুখম্। অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনীভ্যাঞ্চ বৃন্তং ধৃত্বা সমর্পয়েৎ।। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে) ।। পণ্ডিতশ্রী শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় তাঁর পুস্তকে তুলসী দানের নিয়ম বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের শ্লোকানুসারে নির্দেশ দিয়েছেন। পণ্ডিত শ্রী ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ মহাশয় তাঁর হিন্দুক্রিয়াকল্পদ্রুমঃ পুস্তকে তুলসীদানের নিয়ম বলিয়াছেন 'দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর দ্বারা তুলসী লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শালগ্রাম শিলার গাত্র স্পর্শ করিবেন।' **তুলসীর উপকারিতা ঃ** তুলসীর সবকিছুঅত্যন্ত উপকারী এবং পবিত্র, পাতা, মূল, ছাল, কাষ্ঠ, মঞ্জরী, ফুল (বীজ) , তুলসীর রস অমৃত তুল্য। যথা—'তুলসীসম্ভবং সর্বজীবনং মৃত্তিকা দিব্যম্। পত্রং পুষ্পং ফলং মূলং ত্বক চৈব স্কন্দ সংজ্ঞিতম্।।' তুলসী সমস্ত রোগ নির্মূল করে। **তুলসীর নাম বৃন্দা কেন ঃ** বৃন্দা শব্দের অর্থ হলো বিদ্যুৎ (বিজলী) তুলসীতে এই গুণ থাকায় এর নাম বৃন্দা। অনেকে বাড়ীর ছাদে তুলসীবৃক্ষ রাখেন ও বাহুতে তুলসীর মূল ধারণ করেন বিদ্যুৎ এর হাত থেকে রক্ষার জন্য।

আত্মসমর্পণ ঃ দক্ষিণহস্তে এক গণ্ডূষ জল-চন্দন-দূর্বা-পুষ্প-আতপচাল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পুজাধারে দিবেন—

ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহ-ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ কৃতং যৎ স্মৃতং যদুক্তং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু, মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীনারায়ণ-চরণে সমর্পয়ামি।।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য-দেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

বিষ্ণুচরণামৃত গ্রহণের মন্ত্রঃ-

ওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামার্ত্তিনাশন।
সর্ব্বপাপ-প্রশমনং পাদোদকং প্রযচ্ছ মে।।

বিষ্ণুচরণামৃত মস্তকে ধারণ মন্ত্রঃ-

ওঁ অকালমৃত্যু-হরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসি ধারয়াম্যহম্।।

হোমের পর দক্ষিণান্ত আছিদ্রাবধারণ—বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

কি কি দ্রব্যের সাহায্যে চরণোদক হয় ঃ ব্রাহ্মণ তাম্রপত্রে শিলা রাখিয়া শঙ্খে সচন্দন তুলসীপত্র জল দিয়া বাম হস্তে ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে পুরুষসূক্তের (ঋক্‌মন্ত্রের) দ্বারা শালগ্রাম শিলায় স্নান করাইলে এই নয়টি দ্রব্যে চরণোদক হয়। যথা—'তোয়ঞ্চ তুলসীঞ্চৈব চন্দনং দ্বিজমজ্জকং। ঘণ্টা ঋচা শিলা তাম্রং নবেতি চরণোদকম্।।' (অজ্জ-শঙ্খ, ঋচা-পুরুষসূক্ত)।।

—ঃ শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা ও দুর্গানাম জপ ঃ—

সঙ্কল্পক্রিয়া সমাপন করিয়া ব্রতী ব্রাহ্মণ (সাধক) ঃ চণ্ডীদেবীর ঘটে বা শান্তি ঘটে বা জলে বা বাণেশ্বরশিবে বা শালগ্রাম শিলায় দুর্গাদেবীর পূজা করিবেন। চণ্ডীপূজার ন্যায় দেবী দুর্গার পূজা হইবে। কেবল ঋষ্যাদিন্যাস-পূজামন্ত্র-ধ্যানমন্ত্র পৃথক হইবে।

—ঃ ঋষ্যাদিন্যাস ঃ—

অস্য শ্রী দুর্গামন্ত্রস্য নারদঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রী দুর্গাদেবতা মম সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থং শ্রী দুর্গাপূজায়াং বিনিয়োগঃ।। শিরসি—ওঁ নারদ ঋ ষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি-ওঁ শ্রীশ্রী দুর্গায়ৈ নমঃ।।

করন্যাস ঃ—ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।
ওঁ হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং।
ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ—ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীংশিরসে স্বাহা।
ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং।
ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

দুর্গা নামের অর্থ ঃ- দুর্-গম্ + ড (কর্ম্মবাচ্যে) আপ্ প্রত্যয় করে হয় দুর্গা। 'দ' শব্দের অর্থ দৈত্যনাশকারী, 'উ' কার শব্দের অর্থ বিঘ্ননাশ কারী, 'রেফ্' শব্দের অর্থ রোগঘ্ন, 'গ' কার শব্দের অর্থ পাপঘ্ন, 'আ' কার শব্দের অর্থ ভয়শত্রুঘ্ন। অতএব দুর্গা শব্দের অর্থ হল—যিনি দৈত্য, বাধা-বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রু থেকে রক্ষা করেন তিনিই দুর্গা। যথা—দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদ সম্মতঃ।। রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ। ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চকারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।। স্মৃত্যুক্তি-শ্রবণাদ্ যস্যা এতে নশ্যন্তি নিশ্চিতম্। ততো দুর্গা হরেঃ শক্তির্হরিণা পরিকীর্ত্তিতা।।' (শব্দকল্পদ্রুম)।। 'দুর্গ' শব্দে দৈত্যবাচক, 'আ' কার শব্দ নাশবাচক, যিনি দুর্গনামক অসুরকে নাশ করেছেন তিনি নিত্য দুর্গা নামে পরিচিতা। যথা—'দুর্গেতি দৈত্যবচনোপ্যাকারোনাশবাচকঃ। দুর্গং নাশয়তি নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্ত্তিতা। ।' (শব্দকল্পদ্রুম)। আবার দুর্গা শব্দ বিপত্তিবাচক, 'আ' কার শব্দ নাশবাচক, অর্থাৎ যিনি বিপত্তারিনী তিনিই দুর্গা নামে পরিচিতা। যথা-'বিপত্তিবাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ। তং ননাশ পুরা তেন বুধৈর্দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা।।' (শব্দকল্পদ্রুম)।। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীমাহাত্ম্য অংশে দেবী বল্লেন "আমি দুর্গম্ নামক অসুরকে বধ করে দুর্গা নামে প্রসিদ্ধা হব।" যথা—'তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্। দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।।' 'দুর্গা' শব্দটি অতি প্রাচীন কৃষ্ণ যজুর্বেদের আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদে 'দুর্গা' নামের উল্লেখ আছে। যাজ্ঞিকা উপনিষদে 'দুর্গি' শব্দ পণ্ডিতেরা দুর্গা নামের অভিন্ন বলে মনে করেন।

ধ্যান

রক্ত চন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণপুষ্প কূর্ম্মমুদ্রায় লইয়া দেবতার আকৃতি চিন্তা করিয়া একাগ্রমনে ধ্যান করিয়া ধ্যানপুষ্প ঘটে দিবেন—

ওঁ জটাজুটসমাযুক্তা-মর্দ্ধেন্দু-কৃত-শেখরাম্।
লোচনত্রয়-সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু-সদৃশাননাম্।।
অতসী পুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবন-সম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতাম্।।
সুচারু-দশনাং তদ্বৎ পীনোন্নত-পয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থান-সংস্থানাং মহিষাসুর-মর্দ্দিনীম্।।
মৃণালায়ত-সংস্পর্শদশবাহু-সমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ।।
তীক্ষ্ণবাণং তথাশক্তিং দক্ষিণেষু বিচিন্তয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ।।
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ।।
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্য্যদন্ত্র-বিভূষিতম্।।
রক্তারক্তি-কৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটি-ভীষণাননম্।
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ।।
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি।
শত্রুক্ষয়-করীং দেবীং দৈত্যদানব-দর্পহাম্।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকাম-ফলপ্রদাম্।।
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ।
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি-চণ্ডিকা।
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থ মোক্ষদাম্।।
এতে গন্ধপষ্পে ওঁ হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।।

মানসপূজা পৃষ্ঠা নং - ৯৩ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন - পৃষ্ঠা নং - ৯৪

আবাহনঃ- রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণ পুষ্প/জবা/অপরাজিতা/পদ্ম/দ্রোণপুষ্প কূর্ম্মমুদ্রায় লইয়া ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্পটি সমর্পণ পূর্ব্বক করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন— ওঁ দুর্গে দেবি সমাগচ্ছ সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।

যজ্ঞভাগং গৃহাণ ত্বম্ অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ।।

অতঃপর করদ্বয়ে আতপচাল—দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ ভগবতি দুর্গে স্বকীয় পরিবারগণ সহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

প্রার্থনা ঃ করজোড়ে পাঠ করিবেন—

ওঁ দেবেশি ভক্তি-সুলভে পরিবার-সমন্বিতে।
যাবত্তাং পূজয়িষ্যামি তাবত্বাং সুস্থিরা ভব।।
ওঁসৌভাগ্যমম্বিকে দেবি ভগং রূপং যশোঽপি চ।
স্ত্রিয়ং পুত্রঞ্চ কামাংশ্চ তথা শৌর্য্যঞ্চ দেহি মে।।
ওঁ গণেশ-মাতর্হে বালে যৎ কিঞ্চি ন্মদভীপ্সিতম্।
এক নামৈব তদ্দেবি দেহি গৌরি বরান্ বরান্।।

অধিবাস—মহাস্নান—গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া যথাবিধি উপচারে পূজা করিবেন—

ষোড়শোপচার

সমস্তই চণ্ডী পূজার ন্যায় হইবে কেবল পূজামন্ত্র পৃথক—

পূজা মন্ত্র ঃ ওঁ হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা দুর্গায়ৈ নমঃ।

মূল মন্ত্র ঃ 'হ্রীং'

গায়ত্রী ঃ— ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে চণ্ডিকায়ৈ ধীমহি তন্নোশ্চণ্ডি প্রচোদয়াৎ।।

দুর্গাদেবীর মূলমন্ত্র ঃ দুর্গাদেবীর মূলমন্ত্র পাঁচপ্রকার ১। হ্রীং (কালিকাপুরাণ), ২। ঐং হ্রীং শ্রীং (কালিকাপুরাণ), ৩। ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা - ইহা তন্ত্রোক্ত জয়দুর্গামন্ত্র, (সারদাতিলক), ৪। ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধানমোঽস্তুতে।। (দুর্গোৎসবতত্ত্বধৃত দেবীপুরাণ)।, ৫। ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ কোটিযোগিনী পরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। **নিবেদন মন্ত্র ঃ** ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দুর্গা পূজা ঃ- পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে সৃষ্টির পূর্বে গোলকে বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলে দুর্গাদেবীর পূজা করেন। যথা- ' প্রথমে পূজিতা সা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা। বৃন্দাবনে চ সৃষ্ট্যাদৌ গোলোকে রাসমণ্ডলে'।। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড)।। রাধাতন্ত্রে উল্লেখ আছে - শ্রীকৃষ্ণ

দুর্গাস্তোত্রম্ —

ওঁ ঐং দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্
সর্ব্বলোক-প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদাম্বিকাম্।।
মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্।।
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বলোকভয়াপহাম্।
ব্রহ্মেশ-বিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা উমাম্।।
বিন্ধ্যস্থাং বিশ্বনিলয়াং দিব্যস্থাননিবাসিনীম্।
যোগিনীং যোগমায়াঞ্চ চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্।।
ঈশানমাতরং দেবীমীশ্বরীমীশ্বরপ্রিয়াম্।
প্রণতোঽস্মি সদা দুর্গাং সংসারার্ণবতারিণীম্।।
য ইদং পঠতি স্তোত্রং শৃণুয়াদ্ বাপি ভক্তিতঃ।
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মোদতে দুর্গয়া সহ।।
ইতি শ্রীমৎস্যসূক্তে শ্রীদুর্গাস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

দুর্গা কবচ

ঈশ্বর উবাচ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ।।
অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি দুর্গামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ।।
ইদং গুহ্যতমং দেবি কবচং তব কথ্যতে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানাবধারয়।।

রাধিকার বাক্য শুনিয়া পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজানন্তর কাত্যায়নীর অর্চনা করিলেন। যথা- ' তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ। সম্পূজ্য পার্থিবং লিঙ্গং ততঃ কাত্যায়নীং যজেৎ'।। (রাধাতন্ত্র)।। দুর্গাপূজা সাধারণত বছরে চারবার হইয়া থাকে। শারদীয়া- জগদ্ধাত্রী- কাত্যায়নী এবং বাসন্তীপূজা। তন্মধ্যে শারদীয়া- জগদ্ধাত্রী ও বাসন্তী বিশেষ সমাদরের সহিত হইয়া থাকে। **ব্রহ্মসংহিতায় দুর্গা ঃ-** শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় নবমপরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে- " সিদ্ধান্ত শাস্ত্র নাহি ' ব্রহ্মসংহিতা' সমান। গোবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরমকারণ।। অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার। সকল-বৈষ্ণব শাস্ত্র মধ্যে অতিসার"।। এই ব্রহ্মসংহিতায় ৪৪ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে- ' সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়-সাধন-শক্তিরেকা, ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা। ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা, গোবিন্দমাদিপুরুষং ত্বমহং ভজামি'।। স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি- প্রলয়- সাধিনী মায়াশক্তিই ভুবনপূজিতা 'দুর্গা', তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

উমা দেবী শিরঃপাতু ললাটং শূলধারিণী।
চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চ দ্বারবাসিনী।।
সুগন্ধা নাসিকাং পাতু বদনং সর্ব্বসাধিনী।
জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা পাতু গ্রীবাং সৌভদ্রিকা তথা।।
অশোকবাসিনী চেতো দ্বৌ বাহূ বজ্রধারিণী।
কণ্ঠং পাতু মহাবাণী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ম্।
হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিনী।
কটীং ভগবতী দেবী দ্বাবুরূ বিন্ধ্যবাসিনী।।
মহাবলা চ জঘে দ্বে পাদৌ ভূতল-বাসিনী।
এবং স্থিতাসি দেবি ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণাত্মিকে।।
রক্ষমাং সর্ব্বগাত্রেষু দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে।
ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যা ফলপ্রদম্।।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ।।
যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ।
ভূতপ্রেত পিশাচেভ্যো ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে।
রণে রাজকুলে বাপি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
সর্ব্বত্র পূজামাপ্নোতি দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ।।
ইতি শ্রী কুব্জিকাতন্ত্রে শ্রী দুর্গাকবচং সমাপ্তম্।।

দুর্গাষ্টক স্তোত্রম্ (আপদুদ্ধারে)

ওঁ নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পদারবিন্দে,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।১।।
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান-স্বরূপে,
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে মহানন্দ-নন্দস্বরূপে,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।।২।।
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারদাত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।। ৩।।

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্ত ঘোরে
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা।।
র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।। ৪।।
অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যে
অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।। ৫।।
নমশ্চণ্ডিকে চণ্ড দোর্দণ্ডলীলা
লসৎ খণ্ডিতা খণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোঽহন্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।। ৬।।
ত্বমেকা জিতারাধিতা সত্যবাদিন্যমেয়াজিতা ক্রোধনাক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।। ৭।।
নমোদেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে,
সরস্বত্যরূন্ধত্য-মোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে।। ৮।।
শরণমসি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিদনুজনরাণাং
ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতি-গৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং।
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ।। ৯।।
ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকম্।
ত্রিসন্ধ্যমেক সন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ।। ১০।।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে।
সমস্তশ্লোকমেকং একং বা যঃ পঠেদ্ভক্তিতঃ সদা।। ১১।।
স সর্ব্বদুষ্কৃতিং তীর্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।
পঠনাদস্য দেবেশি কিংন সিধ্যতি ভূতলে
স্তবরাজমিমং দেবি সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি।। ১২।।
ইতি শ্রী দুর্গাষ্টক স্তোত্রম্ সমাপ্তম্।।

দুর্গানাম জপ

দুর্গানাম জপঃ ঃ 'দুর্গে' (দ্ব্যক্ষরাত্মকমন্ত্র)

জপের প্রণালী ঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা, দক্ষিণ হস্তের অনামিকার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অনামিকার মূলপর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল-মধ্য ও অগ্রপর্ব্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব্ব, মধ্যমার অগ্র—মধ্য ও মূলপর্ব্ব, এবং তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব এইরূপে জপ করিবেন।

জপ সমর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূষ কুশের জল-গন্ধ—পুষ্প-দূর্বা-আতপচাল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় বামকরে জপ সমর্পণ করিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।।
এতৎ জপফলং ওঁ হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা।

তর্পণ ঃ- দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা যোগে আতপচাল এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা যোগে সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতায় নিবেদন করিবেন- ওঁ হ্রীং দুর্গাং তর্পয়ামি স্বাহা। (তিনবার)।

অভিষিঞ্চন ঃ- কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজ মস্তকে দিবেন— ওঁ হ্রীং দুর্গামভিষিঞ্চামি নমঃ। (একবার)।

প্রণাম ঃ- ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সবার্থ সাধিকে।
শরণ্যে এ্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।
ওঁ দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহি মাং শঙ্কর প্রিয়ে।
মহিষাসৃঙ্ মদোন্মত্তে প্রণতোঽস্মি প্রসীদ মে।।
ওঁসৌভাগ্যমম্বিকে দেবি ভগং রূপং যশোঽপি চ।
স্ত্রিয়ং পুত্রঞ্চ কামাংশ্চ তথা শৌর্য্যঞ্চ দেহি মে।।
ওঁ গণেশ-মাতর্হে বালে যৎ কিঞ্চি ন্মদভীপ্সিতম্।
এক-নামৈব তদ্দেবি দেহি গৌরি বরান্ বরান্।।

আপদুদ্ধার (বটুকভৈরবঃ) স্তোত্র ও অপরাজিতা স্তোত্র পাঠ করিবেন।

দুর্গা নামের মাহাত্ম্য ঃ 'দুর্গ' শব্দে দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধন, কর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড,জন্ম,মহাভয়, অতিরোগ এবং 'আ' শব্দে হনন—যিনি এই সকলকে হনন অর্থাৎ ছেদন করেন, তিনিই দুর্গানামে অভিহিতা। যথা- 'দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে চ কর্ম্মণি। শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি। মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃ-বাচকঃ। এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা।।' (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ড ৫৭ অধ্যায় ৭ ও ৮ শ্লোক)। যে কোন দেবতার নাম জপে বা মন্ত্র জপে সম্বোধন পদ হইবে।

শ্রী শ্রী মধুসূদন পূজা ও মধুসূদন নাম জপ

সঙ্কল্প ক্রিয়া সমাপন করিয়া বৃতব্রাহ্মণ (সাধক) শান্তি ঘটে বা জলে বা শালগ্রাম শিলায় মধুসূদনের পূজা করিবেন। বিষ্ণুপূজার ন্যায় মধুসূদনের পূজা করিবেন কেবল ঋষ্যাদিন্যাস ধ্যানমন্ত্র-পূজামন্ত্র প্রণাম ও স্তোত্র পৃথক হইবে।

ঋষ্যাদিন্যাস

অস্য মধুসূদন মন্ত্রস্য নারায়ণ ঋর্ষি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রী শ্রী মধুসূদন দেবতা মমাভীষ্ট সিদ্ধয়ে মধুসূদন নাম জপে বিনিয়োগঃ।। শিরসি—ওঁ নারায়ণায় নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ বাসুদেব দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস ঃ ওঁ মধুসূদনায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ জয়-মধুসূদনায় তজ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ জয়-মধুসূদনায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ বিপত্তিনাশন-মধুসূদনায় অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ শ্রী মধুসূদনায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ সুখদায়ক মধুসূদনায় করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ মধুসূদনায় হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ জয়মধুসূদনায় শিরসে স্বাহা। ওঁ জয়মধুসূদনায় শিখায়ৈ বষট্। ওঁ বিপত্তি নাশন-মধুসূদনায় কবচায় হুং। ওঁ শ্রী মধুসূদনায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সুখদায়ক মধূসদনায় করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

ধ্যান

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণপুষ্প কূর্ম্মমুদ্রায় লইয়া দেবতার আকৃতি চিন্তা করিয়া একাগ্রমনে ধ্যান করিয়া ধ্যানপুষ্প দেবতায় পূজাধারে দিবেন।—

ওঁ অমৃতার্ণব-মধ্যস্থমিন্দ্রনীল মণিপ্রভম্।
শঙ্খ-চক্রধরং দেবং মধুদৈত্যনিসূদনং।।
সর্ব্বপাপহরং শান্তং যোগমায়া সমাবৃতং।
নানাবিপত্তিহরণং বন্দেঽহং মধুসূদনং।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মধুসূদনায় নমঃ।

মধুসূদন কে ঃ- বিষ্ণুর এক নাম মধুসূদন। মধু ও তার ভাই কৈটভ নামক দৈত্যকে বধ করে বিষ্ণু মধুসূদন নামে প্রসিদ্ধ হন। শ্রীকৃষ্ণের এক নাম মধুসূদন। শালগ্রাম মধুসূদন নামে পরিচিত। **মধুসূদন নামের অর্থ ঃ-** মধু-সূদ + অন (কর্ত্তৃবাচ্যে) = মধুসূদন (বিশেষ্য)।

মধুসূদনের ধ্যানান্তরঃ-

ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্র কোটি সদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদা
মম্ভোজং—দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।।
আবদ্ধাঙ্গদ-হার-কুণ্ডল-মহামৌলিং স্ফুরৎ কঙ্কণম্।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মধুসূদনায় নমঃ।

মানসপূজা—(পৃষ্ঠানং- ৯৩),বিশেষার্ঘ্য স্থাপন(পৃষ্ঠানং- ৯৪) ।

আবাহন ঃ (শালগ্রামে পূজা হইলে আবাহন করিতে হইবে না)

শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ পুষ্প কর্ম্মমুদ্রায় লইয়া দেবতার আকৃতি চিন্তা করিয়া একাগ্রমনে ধ্যান করিয়া ধ্যানপুষ্প দেবতার পূজাধারে দিবেন।

অতঃপর করদ্বয়ে চাল-দূর্ব্বা-পুষ্পলইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ ভগবান্ মধুসূদনদেব ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব-ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।।

অধিবাস-মহাস্নান-গণেশাদিপঞ্চদেবতার পূজা করিয়া যথাবিধি উপচারে পূজা করিবেন—

ষোড়শোপচার

বিষ্ণুপূজার ন্যায় পূজা হইবে, কেবল পূজা মন্ত্র পৃথক।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ মধুসূদনায় নমঃ।

— ঃ যোগমায়ার পূজা ঃ —

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণপুষ্প কূর্ম্মমুদ্রায় লইয়া দেবতার আকৃতি চিন্তা করিয়া একাগ্রমনে ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্প পূজাধারে দিবেন—

ওঁ শ্বেতচন্দন-বর্ণাভাং চন্দ্রকোটি-সমপ্রভাং।
বিভ্রৎ-কবরী-ভারঞ্চ মালতী-মাল্য-ভূষিতাম্।।
ঈষদ্ধাস্য-প্রশান্তাস্যাং ভক্তানুগ্রহ-কারিকাং।
গোলককামিনী-গোপস্ত্রী-বিধাত্রীং মহাদেবীং।
সুযোগ্য-যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রীং বৃন্দাবন-বিনোদিনীং।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং সিদ্ধাং সিদ্ধেশীং সিদ্ধযোগিনীং।।
রত্নসিংহাসনস্থাঞ্চ রত্নদর্পনধারিণীং।
বরদাং বরদাত্রীঞ্চ পরাং কৃষ্ণপ্রিয়াং ভজে।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং যোগমায়ায়ৈ নমঃ।।

আবাহন ঃ করজোড়ে পাঠ করিবেন—

ওঁ আগচ্ছন্তু পৌর্ণমাসী যোগমায়া স্বরূপিণী।
পূজামহং করিষ্যামি সন্নিধ্যমুপকল্পয়।।
যস্যা দর্শনমিচ্ছন্তি দেবব্রহ্মহরাদয়ঃ।
কৃপয়া দেবদেবেশি মদগ্রে সন্নিধিঃ ভব।।

— ঃ পূজা ঃ—

ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্প দেবতায় সমর্পণ করতঃ যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ শ্রীং যোগমায়ায়ৈ নমঃ।।

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ জপ করিবেন—

মূল মন্ত্রজপ ঃ 'শ্রীং' মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা যোগে আতপচাল এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা যোগে সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতায় নিবেদন করিবেন। **'ওঁ শ্রীং যোগমায়াং তর্পয়ামি স্বাহা।** (তিনবার)।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নিজ মস্তকে দিবেন— **'ওঁ শ্রীং যোগামায়ামভিষিঞ্চামি নমঃ।** (একবার)।

প্রণাম ঃ **ওঁ বিলাস-নিলয়াং দেবীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং।**
পৌর্ণমাসীং যোগমায়াং নিত্যাশক্তিং নমাম্যহং।।

ফুল লইয়া পূজা করিবেন—এতেগন্ধ পুষ্পে ওঁ সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবার মধুসূদনায় নমঃ।

মধুসূদন স্তোত্রম্

ওঁ ওমিত্যুচ্চারতো মোহনিদ্রা দূরং পলায়তে।
তথা গ্রস্তং জগন্নাথ ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
ন ন গতির্ব্বিদ্যতে নাথ! ত্বমেব শরণং মম।
পাপ-পঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন
মো মোহিতোঽজ্ঞান-জালেন পুত্র-দারাগৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়া পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
ভ ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখ-শোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন।।

গ গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ-সংসার বর্ত্মসু।
পুনর্নাগন্ত-মিচ্ছামি ত্রাহিমাং মধুসূদন।।
ব বহবো হি ময়া দৃষ্টা যোনিদ্বারঃ পৃথক্ পৃথক্।
গর্ভবাস-মহাদুঃখাৎ ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
তে তেন দেব প্রপন্নোঽস্মি ত্রাণার্থস্ত্বৎ পরায়ণঃ।।
দুঃখার্ণবে-নিমগ্নোঽহং ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
বা বাচা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণো নোপপাদিতম্।
তৎপাপাব্ধি নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
সু সুকৃতং ন কৃতং কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া।
সংসারার্ণবং-মগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
দে দেহান্তর-সহস্রেষু প্রাপিতং ভ্রমতাং ময়া।
তির্য্যক্ ত্বং মানুষত্বঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
বা বাচয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রলপামি তবাগ্রতঃ।
জ্বরা-মরণ-ভীতোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন।।
য় যত্র যত্র চ জাতোঽস্মি স্ত্রীষু বা পুরুষেষু বা।
দেহি তত্রাচলাং ভক্তিং ত্রাহি মাং মধুসূদন।।
গত্বা গত্বা নিবর্ত্তন্তে চন্দ্র সূর্য্যাদয়ো গ্রহাঃ।
কদাপি ন নিবর্ত্তন্তে দ্বাদশাক্ষর চিন্তকাঃ।।
ইতি স্তোত্রাণি বহবো বাঞ্ছিতার্থ-প্রদানি বৈ।
দ্বাদশার্ণাৎ পরং নাস্তি বাসুদেবেন ভাষিতম্।।
দ্বাদশার্ণাৎ মহাস্তোত্রং সর্ব্বকাম-ফল-প্রদম্।
গর্ভবাস-নিরাসায় শুকেন পরিভাষিতম্।।
দ্বাদশাণান্ নিরাহারো যঃ পঠেৎ হরিবাসরে।
স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং ধাম যত্র যোগেশ্বরো হরিঃ।।
ইতি শ্রীশুকদেব-বিরচিতং মধুসূদনস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।।

মধুসূদন নাম মন্ত্র জপ ঃ 'মধুসূদনঃ' (পঞ্চাক্ষর মন্ত্র)

জপের প্রণালী ঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা, দক্ষিণ হস্তের অনামিকার মধ্যপর্ব্বথেকে আরম্ভ করিয়া অনামিকা মূলপর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল-মধ্য-অগ্রপর্ব্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব্ব মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব, তর্জ্জনীর অগ্র-মধ্য ও মূলপর্ব্ব এই রূপে জপ করিবেন।

জপ সমর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূষ জল-গন্ধ—পুষ্প-দূর্বা-আতপচাল-কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ করিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি-গুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর।।

এতৎ জপফলং ওঁ মধুসূদনস্য দক্ষিণ করে সমর্পিতমস্তু।।

তর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা যোগে আতপচাল এবং বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা যোগে সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতায় নিবেদন করিবেন—

ওঁ মধুসূদনং তর্পয়ামি নমঃ। (তিনবার)।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নিজ মস্তকে দিবেন—

ওঁ মধুসূদনমভিষিঞ্চামি নমঃ। (একবার)।

প্রণাম ঃ— **ওঁ নমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খচক্রধরায় চ।**
পদ্মনাভায় দেবায় তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।

———

—ঃ পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা ঃ—

সঙ্কল্পক্রিয়া সমাপন করিয়া বৃতব্রাহ্মণ (সাধক) গুরু, ঠাকুর ও ব্রাহ্মণদের প্রণাম করত শুভ্রবস্ত্র-উত্তরীয়বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা পরিধান করিয়া উত্তরাভিমুখে আসনে উপবেশন করিবেন। অতঃপর মন্ত্রস্নানে নিজদেহশুদ্ধি, করিয়া তিলক ধারণ করিবেন।

তিলক ঃ ভস্ম দ্বারা ললাটে ত্রিপুণ্ড্র তিলক ধারণ করিতে হয়। ভস্ম ত্রিপুণ্ড যজ্ঞাবশেষ, ভস্মদ্বারা অথবা বৃষগোময় ভস্ম দ্বারা কর্ত্তব্য। অনেক স্থলে ভস্মের পরিবর্তে বিভূতির ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

শিবপূজার আবশ্যকতা ঃ বৈষ্ণব, শাক্ত বা শৈব এই সম্প্রদায়ের মানুষ শিবপূজা না করে যদি অন্য পূজা করে তাহলে সেই পূজা বিফলে যায়। বিল্বপত্র দ্বারা শিবপূজা বিধেয়। যথা - 'লিঙ্গপূজাং বিনা দেবি অন্যপূজাং করোতি যঃ। বিফলা তস্যপূজা স্যাদন্তে নরকমাপ্নুয়াৎ।। তস্মাৎ লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পরিকল্পয়েৎ।। শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি। আদৌ লিঙ্গং সমভ্যর্চ্চ্য বিল্বপত্রৈরবাননে।। (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র)।। **শিব শব্দের অর্থ ঃ** 'শিব' শব্দের অর্থ হল মঙ্গল বা কল্যাণ। শ + ই + ব এই তিনটি বর্ণের সমন্বয়ে শিব শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'শ' শব্দের অর্থ হল নিত্য সুখ ও আনন্দ, 'ই' শব্দের অর্থ হল পুরুষ এবং 'ব' শব্দের অর্থ হল অমৃতশক্তি। যথা -'শং নিত্যং সুখমানন্দমিকার পুরুষঃ স্মৃতঃ। বকারঃ শক্তিরমৃতং মেলনং শিব উচ্যতে।।'(শিব পুরাণ)। **লিঙ্গ শব্দের অর্থ ঃ-** 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ হল প্রতীক বা চিহ্ন। শিব ও বিষ্ণু এই দু'জন প্রধান দেবতার প্রতীক বা চিহ্নে পূজার প্রচলন আছে। বিষ্ণুর প্রতীক যেমন শালগ্রাম শিলা; তেমন শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ। **শিবলিঙ্গ বলা হয় কেন ঃ-** আকাশ হল শিবময় শিব মূর্ত্তি। আকশকে বলা হয় লিঙ্গ আর পৃথিবী আকাশের পীঠিকা। এই আকাশ বা শিবমূর্ত্তি সমস্ত দেবতার আলয় বা আধার বলিয়া, উহাতে লীন হয় বলিয়া লিঙ্গবলে। যথা-'আকাশং লিঙ্গ মিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা। আলয়ঃ সর্বদেবানাং-লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে।।' (স্কন্দপুরাণ)। **পার্থিব শিবলিঙ্গ কয়প্রকার ও কি কি ঃ** মৃত্তিকা নির্ম্মিত শিবলিঙ্গকে পার্থিব লিঙ্গ বলে। পার্থিব শিবলিঙ্গ চার প্রকার। ১।শুক্লবর্ণ শিবলিঙ্গ ২। রক্তবর্ণশিবলিঙ্গ৩।পীতবর্ণশিবলিঙ্গ ৪।কৃষ্ণবর্ণ শিবলিঙ্গ।ব্রাহ্মণের শুক্লবর্ণ শিবলিঙ্গ প্রশস্ত, ক্ষত্রিয় জাতির রক্ত বর্ণ শিবলিঙ্গ প্রশস্ত, বৈশ্যজাতির পীতবর্ণ শিবলিঙ্গ শ্রেয়, শূদ্রজাতির কৃষ্ণবর্ণশিবলিঙ্গ শ্রেষ্ঠ। চন্দন সমস্ত জাতির প্রশস্ত। যে রকম শিবের যে বর্ণ সেই রকম চন্দন দিয়ে পূজা করিতে হয়।যথা-'পার্থিবং শিবং মৃত্তিকানির্ম্মিতং শিবলিঙ্গং। চতুর্দ্ধাপার্থিবং লিঙ্গং মৃৎস্নাভেদেন পার্ব্বতি। শুক্লং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণঞ্চ পরমেশ্বরী।।শুক্লন্তু ব্রাহ্মণে শস্তং ক্ষত্রিয়ে রক্তমিষ্যতে। হরিতং বৈশ্য জাতৌতু কৃষ্ণং শূদ্রে প্রকীর্ত্তিতম্।। চন্দনঞ্চ মহেশানি সর্ব্বজাতিষু শস্যতে।। অথবা পরমেশানি যত্র চিত্তং প্রসীদতি।।' (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র)।। **শিবের বসতি নির্ণয় ঃ-** যে তিথিতে পূজা হইবে সেই তিথিকে দ্বিগুণ করিয়া পাঁচ যোগ করতঃ যোগফলকে সাত দিয়ে ভাগ করলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে সেই অঙ্কটি শিবের বসতি জানিতে হইবে।

শিখাবন্ধন, কুশধারণ, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, পুষ্পাদি শুদ্ধি, গন্ধাদির অর্চনা, আসনশুদ্ধি, গুরুপংক্তি প্রণাম, পঞ্চগব্যশোধন, পঞ্চামৃত শোধন, বেদীশোধন, চন্দ্রাতপ শোধন, স্থানশুদ্ধি, করশুদ্ধি, সম্বিদাশোধন, সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, সূর্য্যপূজাসহকারে সূর্য্যার্ঘ্য, জয়ধ্বনিঘণ্টার পূজা, [প্রাতঃকালে সন্ধ্যা বন্দনাদি না হইলে এই সময় করিবেন। কামিনীপূজা, চৌরগণেশন্যাস] গুরুপূজা, গুর্ব্বাদির অর্চ্চনা, [বৈদিক সন্ধ্যা (গায়ত্রীপূজা সহকারে গায়ত্রীমন্ত্রজপ), বাণেশ্বর শিবের পূজা, ইষ্টপূজা করিবেন।]

১ অবশিষ্ট	থাকিলে	শিবের	বসতি	কৈলাসে।
২ অবশিষ্ট	থাকিলে	শিবের	বসতি	গৌরীর নিকট।
৩ অবশিষ্ট	থাকিলে	শিবের	বসতি	বৃষভারূঢ়।
৪ অবশিষ্ট	থাকিলে	শিবের	বসতি	সভায়।
৫ অবশিষ্ট	থাকিলে	শিবের	বসতি	ভোজনরতাবস্থায়।
৬ অবশিষ্ট	থাকিলে	শিবের	বসতি	ক্রীড়ায় আসক্ত।
৭ অবশিষ্ট	থাকিলে	শিবের	বসতি	শ্মশানে।

শিবের বসতি অনুসারে পূজার ফল ঃ-

কৈলাসে	বসতি	হইলে	সুখলাভ।
গৌরীর নিকট	বসতি	হইলে	সুখসম্পত্তি লাভ।
বৃষভারূঢ়াবস্থায়	বসতি	হইলে	অভীষ্টসিদ্ধ।
সভায়	বসতি	হইলে	সন্তাপ।
ভোজনাসক্তাবস্থায়	বসতি	হইলে	কার্য্যসিদ্ধি।
ক্রীড়াসক্তাবস্থায়	বসতি	হইলে	কার্য্যনাশ।
শ্মশানে	বসতি	হইলে	মৃত্যু।

কৈলাসে চ ভবেৎ সৌখ্যং গৌর্য্যাঞ্চ সুখ সম্পদঃ। বৃষভে চাভীষ্ট সিদ্ধিঃ স্যাৎ সভা সন্তাপকারিণী।। ভোজনে চ ভবেৎ কার্য্যং ক্রীড়াকার্য্য বিনাশিনী। শ্মশানে চ ভবেন্মৃত্যুঃ ফলমেবং বিচারয়েৎ।। শিববাসমবিজ্ঞায় প্রবৃত্তঃ শিব কর্মসু। ন তস্য ফলমাপ্নেতি সত্যং কার্য্যশতৈরপি।।'

তিথি অনুসারে শিবপূজার ফল ঃ-

১।	প্রতিপদ, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়	-	মৃত্যু
২।	দ্বিতীয়া ও নবমীতে	-	সুখসম্পত্তি
৩।	তৃতীয়া ও দশমীতে	-	সন্তাপ
৪।	চতুর্থী ও একাদশীতে	-	কার্য্যহানি
৫।	পঞ্চমী ও দ্বাদশীতে	-	সুখলাভ
৬।	ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশীতে	-	অভীষ্টসিদ্ধি
৭।	সপ্তমী ও চতুর্দশীতে	-	কার্য্যসিদ্ধি

শিবপূজার নির্দেশ ঃ হরিভক্তি বিলাসে বলা হয়েছে শিবপূজা করিলে বা ব্রতপালন করিলে শ্রীহরিভক্তিরসের সারবর্ষী ভগবান শঙ্করের প্রসাদে শ্রীহরির প্রতি প্রেমভক্তি বর্ধিত হইয়া

দ্বারদেবতার পূজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা দ্বারদেশে পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে পুষ্প-চাল-দূর্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন— ওঁ দ্বারদেবাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মম পূজাং গৃহ্ণীত।

থাকে। এই স্থলে শিবের নিকট প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি হয়। যথা - "শ্রীকৃষ্ণে বৈষ্ণবানান্তু প্রেমভক্তি র্বিবর্দ্ধতে। কৃষ্ণভক্তিরসাসারবর্ষিরুদ্রানুকম্পয়া।।" **একত্রে যুগ্ম শিবালিঙ্গ পূজা নিষেধ ঃ** দুটি শিবপূজা একত্রে করা যাবে না। একটি পূজা করা যাবে কিন্তু পাঁচশত পূজা করা যাবে না। শিবলিঙ্গকে বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করতে হবে। যথা-'একং বা পূজয়েল্লিঙ্গং যুগলং ন তু পূজয়েৎ। একীকৃত্য মহেশানি ন চ পঞ্চশতানি চ। প্রত্যেকেনাথবা দেবী বিল্বপত্রৈঃ প্রপূজয়েৎ। একৈকং পূজয়েল্লিঙ্গং যুগলং ন তু পূজয়েৎ। দরিদ্রো জায়তে দেবি যুগলস্য তু পূজনাৎ।।' **পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজার ফল ঃ** পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা করিলে আয়ু, বল, ঐশ্বর্য্য, পুত্র, ধন, সুখ ও অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যথা-'আয়ুষ্মান্ বলবান্ শ্রীমান্ পুত্রবান্ ধনবান্ সুখী। বরমিষ্টং লভেল্লিঙ্গং পার্থিবং যঃ সমর্চ্চয়েৎ।।' (নন্দিপুরাণ)।। **শিবকে ফল দানের ফল ঃ** শিবকে একটি পাকা আম নিবেদন করিলে অযুতবর্ষ শিবপুরে থাকা যায় এবং একটি পাকা কলা নিবেদন করিলে একলক্ষ বর্ষ ধরে শিবলোকে ভোগ করা যায়। যথা—'একমাম্রফলং পক্কং যঃ শম্ভোবিনিবেদয়েৎ। বর্ষাণামযুতং ভোগৈঃ ক্রীড়তে স শিবে পুরে।। একং মোচাফলং পক্কং যঃ শিবায় নিবেদয়েৎ। বর্ষলক্ষং তথা ভোগৈঃ শিবলোকে মহীয়তে।।' **বিভিন্ন কামনায় পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজার ফল ঃ** একটি শিবপূজায় পাপ নাশ করে, দুটি পূজায় কার্য্যসিদ্ধি এবং তিনটি পূজায় সর্ববিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যথা—'এক পাপ হরং প্রোক্তং দ্বিলিঙ্গং চার্থ সিদ্ধিদম্। ত্রিলিঙ্গং সর্বকামানাং কারণং পরমীরিতম্।।' (বীরমিত্রোদয়ে) কলিতে লিঙ্গপূজা চতুর্গুণ করিতে হয়। যথা—'কলৌ লিঙ্গপূজা চতুর্গুণম্'। এই মতানুসারে ১টি স্থানে ৪টি, ২টি স্থলে ৮টি ও তিনটি স্থানে ১২টি শিবপূজা বিধেয়। বীরমিত্রোদয়ে বলা আছে শিবপূজায় ঐহিক ভোগ ও পারত্রিক মুক্তি উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদ্যা-ধন-কন্যা-সর্বপাপহরণ-রাজ্য-স্ত্রী, মোক্ষ, ঐশ্বর্য্য, রূপ, তীর্থফললাভেচ্ছায়-বন্ধু-বাসগৃহ-শত্রুদ্ধারণার্থে-অত্যন্ত রাজভয় মুক্তি, সঙ্কটাপন্ন বিপদে-সর্বাভীষ্টসিদ্ধি-রাজভয়-কারাগৃহ-বিমুক্তি-ভূত-ডাকিনী-যোগিনী-পুত্র-নরকভয়-নানাবিধ ভোগ্য বস্তুর কামনায় শিবলিঙ্গ পূজায় বিশেষ শুভফল পাওয়া যায়। **কি কি দ্রব্য পরিধান করে শিব পূজা করিতে হয় ঃ-** ভস্ম ত্রিপুণ্ড এবং রুদ্রাক্ষ মালা পরিধান করিয়া শিব পূজা করিতে হয়। পরিধান না করিয়া পূজা দ্বারা ফলপ্রাপ্তি হয় না। যথা-'বিনা ভস্ম ত্রিপুণ্ডেন বিনা রুদ্রাক্ষ মালয়া। পূজিতোঽপি মহাদেবো ন স্যাত্তস্য ফলপ্রদঃ।।' (লিঙ্গপুরাণ)।। **রুদ্রাক্ষের মালা পরিধান করে শিবপূজা করিতে হয় কেন ঃ-** 'রুদ্রাক্ষ' শব্দের অর্থ রুদ্রদেবতা তথা শিবের অক্ষি বা চোখ। জাবাল উপনিষদ মেরুতন্ত্র, রুদ্রাক্ষমালা, শিবপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবীপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বায়ুপুরাণ, বৃহৎতন্ত্রসার, সারদাতিলক তন্ত্র, তন্ত্রতত্ত্ব ইত্যাদি প্রাচীন শাস্ত্রসমূহে বিভিন্ন স্থানে রুদ্রাক্ষের মঙ্গলদায়ী ও গুণাবলীর বর্ণনা আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে, পৃথিবীকে প্রলয় দ্বারা ধ্বংস

পূজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন —

ঊর্দ্ধোড়্ষরে —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ।
	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।
দক্ষিণ দেওয়ালে—	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ।
দক্ষিণদেওয়ালেরপার্শ্বে—	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ।
মণ্ডপ দ্বারের পুরোবর্ত্তী স্থান—	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অস্ত্রায় নমঃ।
পূর্বদিকে —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাকালায় নমঃ।
দক্ষিণদিকে —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ।
পশ্চিমদিকে —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দিনে নমঃ।
উত্তরদিকে —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভঙ্গিনে নমঃ।
ঈশানকোণে —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৃষভায় নমঃ।
অগ্নিকোণে —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ স্কন্দায় নমঃ।
নৈঋতকোণে —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পার্ব্বতীশায় নমঃ।
বায়ুকোণে —	এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ।
অসমর্থপক্ষে —	**এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।**

মাষভক্তবলি, ভূতাপসারণ করিয়া বিঘ্নাপসারণ করিবেন।

করার পর মহাদেব অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। করুণার অশ্রুবিন্দু তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। সেই অশ্রুবিন্দুই রুদ্রাক্ষ। আবার কথিত আছে, হিমালয়ের দুর্দান্ত অসুর ত্রিপুর বধের জন্য বহু বছর অপলক দৃষ্টিতে রুদ্রকে (শিবকে) যুদ্ধ করতে হয়েছিল। যার জন্য তাঁর অবসাদগ্রস্থ চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার আদেশে তা থেকে যে বৃক্ষের উদ্ভব হয়, তার নাম হল রুদ্রাক্ষ। শিবের অক্ষি থেকে সৃষ্টি হওয়ায় শিবের প্রিয়বস্তু রুদ্রাক্ষ তাই শিব পূজার পূর্বে ধারণ করলে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং এর পাশাপাশি রুদ্রাক্ষ ধারণকারীর শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হয় ও সংসারে মঙ্গলসাধন ঘটে। তাই শিব ও ব্রহ্মার পূজার পূর্বে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতে হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে রুদ্রাক্ষ না পরিধান করে বৈদিক কর্ম ও পূজা, জপহোমাদি করিলে সেই কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। যথা - 'অরুদ্রাক্ষ ধরো ভূত্বা যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ বৈদিকং। করোতি জপহোমাদি তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।। (সম্বৎসর প্রদীপ)।। **ত্রিপুণ্ড্র তিলক ঃ-** ভস্মদ্বারা কপালে তির্য্যক রেখা তিনটিকে ত্রিপুণ্ড্র বলে। যথা - ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মাদিকৃতকপালস্থ - তির্য্যগ্‌রেখা ত্রয়ম্। (শব্দকল্পদ্রুম)।। **শিবপূজার দিক্ নিরূপণ ঃ-** সর্বদাই উত্তরমুখে ত্রিপুণ্ড্র তিলক ও রুদ্রাক্ষ মালা ধারণ করে শিবপূজা করিতে হয়। যথা - 'শিবার্চনং সদাপ্যেবং শুচিঃ কুর্য্যাদুদঙ্‌মুখঃ।। দিবা বা রাত্রে সর্বদাই উত্তর মুখে বসে শিব পূজা করতে হয়। যথা-'ন প্রাচীমগ্রতঃ শম্ভোর্নোদীচীং শক্তিসংস্থিতাম্। ন প্রতীচীং যতঃ পৃষ্ঠমতো দক্ষং সমাশ্রয়েৎ।।'

বিঘ্নাপসারণ ঃ 'হৌং' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধদিকে তাঁকাইবেন। **'ওঁ অস্ত্রায় ফট্'** মন্ত্রে উর্দ্ধদিকে কুশের জল ছিটাইবেন। 'ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারায় পাতালং গত' মন্ত্রে তিনবার বাম পায়ের গোড়ালি দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিবেন। 'ওঁ সর্ব্বভূত নিবারকায় শার্ঙ্গায় সশরাস্ত্ররাজায় **সুর্দশনায় হুংফট্'** মন্ত্রে ছোটিকা ও তালি দিয়া দিগ্‌বন্ধন করিবেন।

ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, করণ্যাস, অঙ্গন্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহার মাতৃকান্যাস, 'হৌং' মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া পীঠন্যাস করিবেন।

পীঠন্যাস ঃ সাধারণ পীঠন্যাসের **'হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ'** (পৃষ্ঠানং- ৯১) পর্য্যন্ত করিয়া তত্ত্বমুদ্রায় গন্ধ পুষ্প দ্বারা ন্যাস করিবেন।

হৃদয়ে ঃ ওঁ বামায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ, ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কলবিকরণ্যৈ নমঃ, ওঁ বলবিকরণ্যৈ নমঃ, ওঁ বলপ্রমথন্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বভূতদমন্যৈ নমঃ, ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ, ওঁ নমোভগবতে সকলগুণাত্ম শক্তি যুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ।

ঋষাদিন্যাস ঃ অস্য শিবমন্ত্রস্য বামদেব ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ শ্রীসদাশিব দেবতা মমেষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। শিরসি—ওঁ বামদেবঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ সদাশিবায় দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হ্রৌং বীজায় নমঃ। পাদয়ো—ওঁ শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে—ওঁ শিবায় কীলকায় নমঃ।

করণ্যাস ঃ ওঁওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ মং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ শিং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ য়ং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ নং শিরসে স্বাহা। ওঁ মং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ শিং কবচায় হুং। ওঁ বাং নেত্রত্রায়য় বৌষট্। ওঁ য়ং অস্ত্রায় ফট্।

রাত্রাবুদঙ্‌মুখঃ কুর্য্যাৎ দৈবকার্য্যং সদৈবহি। শিবার্চ্চনং সদাপেব্যং শুদ্ধিঃ কুর্য্যাদুদঙমুখঃ ।। সদা দিবারাত্রৌ। (গৌতমীয়ে)।। **উত্তরমুখে বসিয়া শিবপূজা করিতে হয় কেন ঃ-** শিবের পাঁচটি মুখ সেইজন্য তাঁহাকে পঞ্চানন বলা হয়। পশ্চাৎ বা পশ্চিমদিকের মুখের নাম 'সদ্যোজাত', বাম বা উত্তরদিকের মুখের নাম 'বামদেব', ডান বা দক্ষিণ দিকের মুখের নাম 'অঘোর' সম্মুখ বা পূর্বদিকের মুখের নাম 'তৎপুরুষ', এবং ঊর্দ্ধমুখের নাম 'ঈশান' অতএব শিবের সম্মুখ দিক হল পূর্বদিক। শাস্ত্রে বলা আছে দেবতাকে বাম দিকে রাখিয়া পূজা করিতে হয়, সেইহেতু উত্তরদিকে মুখ করিয়া বসিয়া শিবপূজা করিতে হয়।

কি রূপ মাটি দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিতে হয় ঃ- তীর্থমৃত্তিকা দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্মাণ করে ভক্তি ভাবে পূজা করলে সমস্ত অশুভ নষ্ট হয়। তীর্থ মৃত্তিকার অভাবে বল্মীক্ মৃত্তিকা। এই

ব্যাপকন্যাস ঃ 'হৌং' মন্ত্রে বা নিম্নলিখিত মন্ত্রে মস্তক হইতে পাদ পর্যন্ত ও পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ৭বার, ৫ বার বা ৩ বার কর দ্বারা মার্জন করিবেন।

ওঁ নমোঽস্তু স্থাণুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গামৃতাত্মনে।
চতুর্মূত্তি-র্বপুশ্ছায়া ভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে।।

মৃত্তিকাহরণ ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শিবগঠনের মৃত্তিকা জল দ্বারা প্রস্তুত করিবেন।—

ওঁ সর্ব্বশক্তি-ময়ে দেবি মৃত্তিকে ত্রিদশেশ্বরি।
নির্মায় পার্থিবলিঙ্গং শিবপূজাং করোম্যহম্।।
ত্বয়ি কামাশ্চ ধর্মশ্চ তৎক্রমে সত্যমীশ্বরি।
চতুবর্গ-প্রদে দেবি নানারত্ন-বিভূষিতে।।
ত্বং বিনা পরমেশানি কুতো মোক্ষঃ কুতোফলম্।
অথঃ কামশ্চ দেবেশি ত্বং বিনা নহি জায়তে।।
ওঁ হ্রীং মৃত্তিকে দুষ্কৃত-হরে হ্রীং ওঁ।।

মৃত্তিকাগ্রহণ ঃ 'ওঁ হরায় নমঃ' মন্ত্রে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবেন।

সমস্ত মাটির অভাব হলেই ছোট নদীর বা গোষ্পদস্থ মাটি অথবা যে মাটিতে চিত্ত প্রসন্ন হয় সেই মাটির দ্বারা শিব নির্মাণ করিতে হয়। যথা - 'তীর্থমৃৎস্নাং সমাহৃত্য নির্মায় লিঙ্গমদ্ভুতম্। তীর্থাভাবে মহেশানি ক্ষুদ্রস্য মৃত্তিকা প্রিয়ে। সর্বাভাবে মহেশানি কুল্যাপঙ্কং বিধীয়তে। অথবা পরমেশানি গোষ্পাদস্থাঞ্চ মৃত্তিকাম্।। সম্পূজ্য পরয়া ভক্ত্যা সর্বাশুভবিনাশিনিম্। অথবা পরমেশানি যত্রচিত্তং প্রসীদতি।।' (লিঙ্গার্চনতন্ত্র)।। বালির দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া পূজা করিলে একহাজার শিবপূজার ফল পাওয়া যায়। যথা-'বালুকানি চ লিঙ্গানি পার্থিবাণি চ কারয়েৎ। সহস্র সোঽপি পূজিতে লভতে বাঞ্ছিতম্ ফলম্।। (শুদ্ধিতত্ব)।। **শিবলিঙ্গ নির্মাণে মাটির পরিমাণ ঃ-** একটি শিবলিঙ্গ একতোলা বা দুই তোলা মাটি দিয়া তৈরী করিতে হয়। এই পরিমাণ মাটি কম হবে না কিন্তু বেশিতে দোষ নাই। যথা - 'মৃত্তিকা তোলকং গ্রাহ্যমথবা তোলকদ্বয়ম্। এতন্ন্যূনং ন কর্ত্তব্যং কদাচিদপি পার্বতি।।' (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র)।। **শিবলিঙ্গ কিভাবে নির্মাণ করিতে হয় ঃ-** মাটি গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া শিব নির্মাণ পর্য্যন্ত এক হাতে করিতে হয়। বাম হাতে তৈরী (নির্মাণ) করিলে একটি শিব পূজাতে শতগুণ ফল লাভ করা যায়। যথা - "এক হস্তে চ নির্মায় পার্থিবংলিঙ্গমুত্তমম্। তদেকং স্যাচ্ছতগুণং বামহস্তে চ নির্মিতম্।। মৃদাহরণ কেশাদি শোধনঞ্চৈক-পাণিনা।।" (লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র)।। **শিবলিঙ্গের পরিমাপ ঃ-** মাতৃকাভেদতন্ত্র ও বিশ্বসারতন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত শিব গঠনের উল্লেখ আছে। যথা- "অঙ্গুষ্ঠপর্বমানন্তু কৃত্বা লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ (বিশ্বসারতন্ত্র)। সাঙ্গুষ্ঠপর্ব মানন্তু কৃত্বা লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ। মৃদাদি লিঙ্গ গঠনে প্রমাণং পরিকীর্তিতম্"।।
(মাতৃকাভেদতন্ত্র)।। আবার মাতৃকাভেদতন্ত্রে চার অঙ্গুলি পরিমাপ শিবগঠনের উল্লেখ আছে। যথা-'উত্তমং মধ্যমাধমং ত্রিবিধিং লিঙ্গমীরিতম্, চতুরঙ্গুলমুৎ সেধে রম্যবেদিকমুত্তমম্।।'

শিবলিঙ্গ গঠন ঃ 'ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ' মন্ত্রে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত সবজ্র শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবেন।

শিবলিঙ্গ স্থাপন ঃ শিবলিঙ্গ গঠন করারপর স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্র-প্রস্তর-কাংস্য পাত্রে বা পদ্ম-পলাশ-কদলীপত্রের উপর অখণ্ড বিল্বপত্রোপরি উত্তরাভিমুখে অর্থাৎ শক্তিউত্তর দিকে রাখিয়া স্থাপন করিবেন।

ধ্যান ঃ ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং।
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈ-র্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল-ভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।।

মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।

মন্ত্রমহোদধির বচনে উল্লেখ আছে পার্থিব শিব অঙ্গুষ্ঠ পরিমাপের অপেক্ষা ছোট হবে না এবং বিতস্তির বেশি হবে না। যথা-'অঙ্গুষ্ঠমানাদধিকং ন ন্যূনং নাধিকং চ তৎ।।' **শিবলিঙ্গের আকৃতি ঃ-** শিলাময় শিবলিঙ্গ অতিকতর ফলপ্রদ। সুবর্ণ ময় শিবলিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ। প্রস্তর ময় শিবলিঙ্গ স্থূল থেকে অধিকতর স্থূল ফলদায়ক। যথা - 'শিলাদৌ চ মহেশানি স্থূলঞ্চ ফলদায়কম্। অঙ্গুষ্ঠমানং দেবেশি যদ্বা হেমাদ্রি মানকম্।। ক্রমেণ দেবদেবেশ ফলং বহুবিধং লভেৎ। স্থূলাৎ স্থূলতরং লিঙ্গম্ রুদ্রাক্ষং পরমেশ্বরি। পূজনাদ্ধারণাদ্দেবি ফলং বহুবিধং স্মৃতম্।।' (মাতৃকাভেদতন্ত্র)।। **বজ্র নির্মাণ করে পূজার বিধি ঃ-** যদি শিব লিঙ্গে ছিদ্র থাকে তাহলে প্রচুর অগ্নি হয়। সেই হেতু শিব লিঙ্গের মস্তকে একটি বজ্র দিয়া স্থাপন করে সবজ্র শিব লিঙ্গকে স্নান করিয়ে বজ্র পরিত্যাগ করিতে হয়। যথা-'লিঙ্গছিদ্রে মহেশানি মহাবহ্নিঃ প্রজায়তে। অতএব বরারোহে বজ্রং দদ্যাচ্ছিরোপরি। সবজ্রে গঠয়েদ্দেবি সবজ্রে স্থাপনঞ্চরেৎ। সবজ্রে স্নাপয়িত্বা চ ততো বজ্রং পরিত্যজেৎ'।। (বৃহল্লিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে)।। যদি শিবলিঙ্গ বজ্রহীন হয় তাহলে সেই পূজা বৃথা হয় এবং গন্ধর্বগণ সেই পূজার ফললাভ করে। যথা - 'নির্মায় পার্থিবং লিঙ্গং বজ্রহীনং যজেদ্ যদি। বৃথা তস্য ভবেৎ পূজা গন্ধর্ব্বৈঃপূজিতং যতঃ।' (মনু).।। **শিবলিঙ্গ স্থাপন ঃ-** শিবলিঙ্গ তৈরী করার সময় মাটির মধ্যে চুল, কাঁকর, পোকা এইসব থাকলে দুঃখ হয়,সেই দোষ নিবারণের জন্য বিল্বপত্রে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিতে হয়। যথা - 'কেশকঙ্করকীটাদি স্থিতে দুঃখং যতো ভবেৎ। তদ্দোষস্যোপশান্ত্যর্থং মালূরে স্থাপয়েচ্ছিবম্।।' (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র)।। **শিবপূজার আধার ঃ-** স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্র-প্রস্তর, পদ্মপত্রে,পলাশপত্রে, কদলীপত্র, পাত্রে শিব পূজা করিলে কাশীক্ষেত্রের সমান ফল পাওয়া যায়। তৈজস (কাঁসা), কাঠের পাত্রে সামান্য ফল পাওয়া যায়। উল্লিখিত পাত্রভিন্ন অন্য পাত্রে শিবপূজার আধার করা চলিবে না। যথা - 'স্বর্ণপাত্রে তথা রৌপ্যে তাম্রে চ প্রস্তরে তথা। পদ্মপত্রে পলাশে চ তথা বা কদলীদলে। পূজনং মৃন্ময়ং লিঙ্গং কাশীক্ষেত্রসমং প্রিয়ে। তৈজসে দারবে পত্রে সামান্য-ফলদঃ সদা। অন্যৎ পাত্রঞ্চ চার্ব্বঙ্গি বর্জয়েচ্ছিব পূজনে।।' (মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্র)। **পার্থিব শিবলিঙ্গে প্রাণপ্রতিষ্ঠা বিধি ঃ-** শিবলিঙ্গের মস্তকে 'শূলপাণে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব' বলে তারপর মাতৃকামন্ত্র বলিতে

প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঃ লেলিহান মুদ্রায় আতপচাল-পুষ্প-দূর্ব্বা লইয়া শিবের মস্তক স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন।

ওঁ হ্রাং হ্রীং ক্রোং হং যং রং লং বং শং ষং হং ক্ষং হোং অস্য শূলপাণেঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ।

ওঁ হ্রাং হ্রীং ক্রোং হং যং রং লং বং শং ষং হং ক্ষং হোং অস্য শূলপাণে জীব ইহস্থিতঃ।

ওঁ হ্রাং হ্রীং ক্রোং হং যং রং লং বং শং ষং হং ক্ষং হোং অস্য শূলপাণেঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি।

ওঁ হ্রাং হ্রীং ক্রোং হং যং রং লং বং শং ষং হং ক্ষং হোং অস্য শূলপাণেঃ বাঙ্ মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র-ঘ্রাণ-প্রাণাঃ ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।।

করজোড়ে পাঠ করিবেন— ওঁ মনোজুতির্জুষতামাজস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং (যজুর্বেদে-যজ্ঞগুঁ) সমিমং দধাতু, বিশ্বেদেবাস ইহমাদয়ন্তা মোঁ প্রতিষ্ঠ।

ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু, অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ অস্মৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা।

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকামব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃত্যাৎ।।

মতান্তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঃ লেলিহান মুদ্রায় আতপচাল-পুষ্প-দূর্ব্বা লইয়া শিবের মস্তক স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন।

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।।
ওঁ শূলপাণেঃ ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব।

আবাহন ঃ শ্বেত চন্দন মিশ্রিত আকন্দ বা ধুতুরা পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্প শিবের মস্তকে দিয়া করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ ত্রিলোচনোপেতং পঞ্চবক্ত্রং বৃষারূঢ়ং।
কপালশূল-খড়্গা-খট্টাঙ্গ ধারিণং চন্দ্রমৌলিং।
সদাশিবমাদিত্যাধিদেবং রুদ্রমাবাহয়ামি।।

হয়। যথা - 'উচ্চার্য্য মাতৃকামন্ত্রং শূলপানে স্ততঃপরম্। সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব ইতি উচ্চার্য্য মাতৃকাং ততঃ।।' পার্থিব শিবলিঙ্গে প্রাণ নিয়োজন করার জন্য ওঁ হ্রাং হ্রীং ইত্যাদি প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্র বলিতে হয়। যথা - 'প্রাণান্ নিয়োজয়েদ্দেবি পার্থিবে শিবলিঙ্গকে, প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণানিয়োজয়েত্ততঃ।।'

শিব বীজমন্ত্রের অর্থ ঃ- হৌং - শিববাচী হকারস্ত ঔকারঃ স্যাৎ সদাশিবঃ। শূন্যং দুঃখঃ হরার্থন্তু তস্মাত্তেন শিবং যজেৎ।। হ্ = শিব। ঔ = সদাশিব। ং = দুঃখহরণ। সর্বদা মঙ্গলকারী

অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল-দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ হোং পিনাকধৃক্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

প্রার্থনা ঃ করজোড়ে—

ওঁ আগচ্ছ দেবদেবেশ লিঙ্গেঽস্মিন্ সুস্থিরো ভব।
স্থিরো ভূত্বা মহাদেব পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তুতে।।
ওঁ স্বামিন্ সর্ব্বজগন্নাথ যাবৎ পূজাবসানকম্।
তাবত্ত্বং প্রীতিভাবেন লিঙ্গেঽস্মিন্ সন্নিধো ভব।।
ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরোভব যাবৎ পূজাং করোম্যহম্।।

পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান ঃ পঞ্চগব্য লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শিবের মাথায় পঞ্চগব্য প্রদান করিবেন-

ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং বাজেবাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্র মুতয়ে।।
ইদং পঞ্চগব্যং ওঁ হৌং পশুপতয়ে নমঃ।

পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান ঃ পঞ্চামৃত লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শিবের মাথায় পঞ্চামৃত দিবেন— ওঁ পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপিয়ন্তি সস্রোতসঃ।
সরস্বতী তু পঞ্চধা সো দেশেঽভবৎ সরিৎ।।
ইদং পঞ্চামৃতং ওঁ হৌং পশুপতয়ে নমঃ।

শিব আমার দুঃখ হরণ করুন। **শিবমন্ত্র ঃ-** শিবমন্ত্র দুই প্রকার ১। পঞ্চাক্ষর ২। ষড়ক্ষর দ্বিজাতিরা ষড়ক্ষর মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবেন। দ্বিজাতিভিন্ন অন্যজাতির মানুষ,অনুপনীত দ্বিজ বালক সকলেই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবেন। **পঞ্চাক্ষর ও ষড়ক্ষর মন্ত্র ঃ** প্রথমে নমঃ,পরে লকারের পরবর্তী বর্ণ শকারে অক্ষি অর্থাৎ ইকার যোগ করিয়া পরে বকারের পর অনন্ত অর্থাৎ আকারে যোগ করিয়া তদন্তে বায়ু অর্থাৎ য় যোগ করিলে 'নমঃ শিবায়' এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের পূর্ব্বে প্রণব যোগ করিলে 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই ষড়ক্ষর মন্ত্র হয়। যথা- 'হৃদয়ং বপরং সাক্ষি লান্তোনন্তান্বিতো মরুৎ। পঞ্চাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তস্তারাদ্যোঽয়ং ষড়ক্ষর।।' (তন্ত্রসার)।। পঞ্চাক্ষর ও ষড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা গো,ভূমি,হিরণ্য,বস্ত্র,পুষ্প,বলি দ্বারা পূজা, মন্ত্র জপ,করিতে হয়। যথা-'গোভূহিরণ্যবস্ত্রাদিবলি পুষ্প নিবেদনে। জ্ঞেয়ো নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ। সর্ব্বামন্ত্রাধিশ্চায়মোঙ্কারাদ্যঃ ষড়ক্ষর। তন্মন্ত্রজাপী তৎ কর্ম্মরতস্তদ্ গত মানসঃ। নিষ্কামঃ পুরুষো রাজন্ স রুদ্রপদমশ্নুতে।(নন্দিপুরাণ)।

কিরূপ জল দ্বারা শিবকে স্নান করাতে হয়? বস্ত্র দ্বারা ছাঁকা নির্মল জল দিয়ে শিবকে স্নান করাইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। যথা-'বস্ত্রপূতং জলৈর্লিঙ্গং স্নাপিত্বা মম মানবাঃ

শুদ্ধজল দ্বারা স্নান ঃ কুষীতে জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শিবের মাথায় জল দিবেন— **ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি বর্দ্ধনম্।**
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।।
ইদং স্নানীয় জলং ওঁ হৌং পশুপতয়ে নমঃ।।

বজ্র পূজা ঃ গন্ধ-পুষ্প লইয়া বজ্রের উপর পূজা করিবেন— এতে **গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রায় নমঃ।**

বজ্রপ্রার্থনা ঃ করজোড়ে—
ওঁ বজ্রং ত্যজ মহাদেব কারণং শুভকারকং।
পূজয়াম্যহ-মীশানং বরং দেহি যথেপ্সিতম্।।

বজ্রমোচন ঃ 'ফট' মন্ত্রে শিবের মস্তক থেকে বজ্রলইয়া পীনেটে স্থাপন করিবেন। বৈষ্ণবেরা বজ্রটি শিবের পৃষ্টদেশে টিপে রাখিবেন।

গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা ঃ যথা শক্তি উপচারে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিবেন। পৃষ্ঠা নং-১১০

— ঃ প্রধান পূজা ঃ—

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত আকন্দ বা ধুতুরা পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্প শিবের মস্তকে দিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পঞ্চোপচারে/দশোপচারে/ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। উপচার উৎসর্গ (পৃষ্ঠানং-১১৬) করতঃ স্তুতি করিয়া বা স্তুতি না করিয়া নিবেদন করিবেন।

লক্ষণোপ্তাশ্ব মেধানাং ফলমাপ্নোতি সপ্তমঃ।।' **শিবের মাথার জল ঢালা হয় কেন ঃ-** সূর্য্যকে প্রণাম করা হয় কারণ সূর্য্য প্রণামে সন্তুষ্ট,শিবের মাথার জল ঢাললে শিব প্রীত হন,বিষ্ণুকে উপচার দ্বারা পূজা করলে বিষ্ণু প্রীত হন, ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা ভোজন প্রিয়। শিব জল ধারায় সন্তুষ্ট, তাই শিবের মাথার জল ঢালতে হয়। যথা-'নমস্কার প্রিয়ো ভানু জলধারা-প্রিয়ঃ শিব। উপচার প্রিয়ো বিষ্ণু ব্রাহ্মণো ভোজনপ্রিয়ঃ।।' **বজ্রপরিত্যাগ বিধি ঃ-** বজ্রটি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শাক্তগণ যোনিপীঠে, গাণপত্যগণ দক্ষিণ পিনাটে, বৈষ্ণবেরা পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে টিপিয়া রাখিবেন। যথা-'শাক্তঃ ক্ষিপেৎ শক্তি যোনৌ দক্ষদণ্ডে চ গাণপাঃ। বৈষ্ণবো বজ্র শিলায়াং পৃষ্ঠদেশে চ তং ত্যজেৎ।।' (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র)।। আবার বলা আছে বজ্রটি বায়ুতে,অগ্নিতে,ভূমিতে পরিত্যাগ না করে যন্ত্রপুষ্পে পরিত্যাগ করিতে হয়। যথাঃ- 'ন বায়ৌ প্রক্ষিপেৎ বজ্রং ন বহ্নৌ প্রক্ষিপেত্ততঃ। ন পৃথিব্যাং ক্ষিপেৎ বজ্রং পুষ্পযন্ত্রে বিনিক্ষিপেৎ।। পুষ্পং স্ত্রীরজস্তস্য যন্ত্রং যোনিস্তস্যাং বজ্রং ক্ষিপেৎ স্থাপয়েৎ।।'

১। রজতাসন ঃ ওঁ নমস্তে রুদ্র মন্যব, উতোত ইষবে নমঃ।
বাহুভ্যামুততে নমঃ।।
ইদং রজতাসনং (পুষ্পাসনং) ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

২। স্বাগত ঃ ওঁ যাতে রুদ্র শিবাতনু রঘোরা পাপকাশিনী।
তয়া ন স্তন্বা শন্তময়া গিরি শন্তাভি চাকশীহি।।
ওঁ হৌং শিবদেব স্বাগতং সুস্বাগতং কুশলং তে।।

৩। পাদ্য ঃ ওঁ যা মিষুং গিরি শন্ত হস্তে বিভর্য্য স্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিং (যজুর্বেদে—মাহিগুঁ) সীঃ পুরুষং জগৎ।।
ইদং পাদ্যং ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

৪। অর্ঘ্য ঃ ওঁ শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছা বদা-মসি।
যথা নঃ সর্ব্বমিজ্জগদয়ক্ষ্মং সুমনা অসৎ।।
ইদমর্ঘ্যং (যজুর্বেদে- এষ অর্ঘ্য) ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

আচমনীয় ঃ ওঁ অধ্যবোচদধি-বক্তা, প্রথমো দৈব্যো ভিষক্।
অহীংশ্চ সর্ব্বান্, জম্ভয়ন্, সর্ব্বাশ্চ যাতু ধান্যোঽধরাচীঃপরাংসুব।
ইদং আচমনীয় জলং ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

মধুপর্ক ঃ ওঁ অসৌ য স্তাম্রো অরুণ উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ।
যে চৈনং রুদ্রা অভিতোদিক্ষুশ্রিতাঃ সহস্র-শোঽবৈষাং হেড় ঈমহে।।
এষ মধুপর্কঃ ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

পুনরাচমনীয় ঃ ওঁ উচ্ছিষ্টৌঽপ্য-শুচির্ব্বাপি যস্যস্মরণ মাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈতে পুনরাচমনীয়কম্।।
ইদং পুনরাচমনীয় জলং ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

স্নানীয় ঃ ওঁ অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীবো বিলোহিতঃ।
উতৈনং গোপা অদৃশ্রন্নংদৃশ্রন্নুদহার্য্যঃ স-দষ্টো মৃড়য়াতি নঃ।।
ইদং স্নানীয় জলং ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

পুনরাচমনীয় ঃ পূর্ববৎ

অর্ঘ্যঃ- শিবের অর্ঘ্যে বিল্বপত্র ও বোঁটা সহ কাঁঠালী রম্ভা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। **শিবকে ফল দানের ফল ঃ** শিবকে একটি পাকা আম নিবেদন করলে অযুতবর্ষ শিব পুরে থাকা যায় এবং একটি পাকা কলা নিবেদন করলে একলক্ষ বর্ষ ধরে শিবলোকে ভোগ করা যায়। যথা—
'একমাম্রফলং পক্কং যঃ শম্ভোর্বিনিবেদয়েৎ। বর্ষাণামযুতং ভোগৈঃ ক্রীড়তে স শিবে পুরে।।
একং মোচাফলং পক্কং যঃ শিবায় নিবেদয়েৎ। বর্ষলক্ষং তথা ভোগৈঃ শিবলোকে মহীয়তে।।'

বস্ত্র ঃ ওঁ নমোঽস্তু নীলগ্রীবায়, সহস্রাক্ষায় মীঢুষে।
অথো যে অস্য সত্বানোঽহংতেভ্যোঽকরং নমঃ।।
ইদং বস্ত্রং ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

পুনরাচমনীয় ঃ পূর্ববৎ

আভরণ ঃ ওঁ প্রমুঞ্চ ধন্ব-নস্ত্ব মুভয়ো-রাত্ন্যোর্জ্যাং যাশ্চ তে—
হস্ত ঈষবঃ, পরা তাভগবো বপ।।
ইদং আভরণং ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

মাল্য ঃ ওঁ বিজ্যং ধনুঃ কপর্দিনো, বিশল্যো বাণবাং উত।
অনেশন্নস্য যা ইষব, আভুরস্য নিষঙ্গধিঃ।।
ইদং মাল্যং ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

যজ্ঞোপবীত ঃ ওঁ যাতে হেতি-র্মীঢুষ্টম্, হস্তে বভূব তে ধনুঃ।
তয়াস্মান্ বিশ্বতস্ত্ব মযক্ষ্ময়া পরি ভুজ।।
ইদং যজ্ঞোপবীতার্থং (যজ্ঞোপবীতার্থ সূত্রং) ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

গন্ধ ঃ ওঁ পরিতে ধন্বনো হেতি-রস্মান্ বৃণক্তু বিশ্বতঃ।
অথো য ঈষুধিস্তবারে অস্মন্নিধেহি তং।।
এষ গন্ধ ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

পুষ্প ঃ ওঁ অবততত্য ধনুষ্টংং সহস্রাক্ষ শতেষুধে।
নিশীর্য্য শল্যানাং মুখা, শিবো নঃ সুমনা ভব।।
এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

শিবকে কিরূপ চন্দন দিতে হয়? শিবকে শ্বেতচন্দনের গন্ধ দান প্রশস্ত। **শিবপূজায় বিহিত পুষ্প ঃ-** বিল্ব-মন্দার শ্বেতপদ্ম, ধুতুরা, পদ্মে মধ্যস্থিত বীজকোষ, সোদালি, দ্রোণ, মল্লিকা, কুশ, অপামার্গ, তুলসী, মাধবী, চম্বক, বৃহতী ফুলগুলি সাধক যে ভাবে সংগ্রহ করবে তার দ্বারাই শিবপূজা চলিবে। যথা- 'ততশ্চ বিল্বমন্দার কহ্লার সরসীরুহম্। ধুস্তুরং কর্ণিকারঞ্চ দ্রোণপুষ্পঞ্চ মল্লিকাম্। কুশাপামার্গ তুলসী মাধবী চম্পকাদিকম্ বৃহত্যাদীনি পুষ্পাণি যথা লব্ধানি সাধকঃ।। (ব্রহ্মোত্তরখণ্ডে)।। পার্থিব শিব বিষয়ে বিষ্ণুক্রান্তা (এশিয়া মহাদেশে) অর্থাৎ আমাদের এই ভারতবর্ষে শ্বেতপদ্ম, টগর, মল্লিকা, মালতী, যুঁই, করবী, পদ্ম, কেতকী, কুন্দ, আমলকী, শালুক, রক্তপদ্ম সর্ব্বজাত পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, চাঁপা এবং এই ভূখণ্ডে যে সমস্ত ফুল আছে তাদের দ্বারা পার্থিব শিবপূজা চলিবে। যথা-'বিষ্ণুক্রান্তা চ কহ্লারং টগরং মল্লিকাং তথা। মালতীং যূথিকাং দেবি করবীরং মনোহরম্। পদ্মঞ্চ কেতকীং কুন্দং তথাচামলকীং প্রিয়ে। কুমুদং কোকনদঞ্চৈব দত্ত্বা সংপূজ্য পার্থিবম্। অন্যানি যানি পুষ্পাণি চম্পকাদীনি ব্রহ্মাণ্ডোদরজানি চ।। তানি তানি চ পুষ্পাণি বিদদ্যাৎ পার্থিবোপরি।। (লিঙ্গার্চনতন্ত্র)।। হাজার আকন্দফুল,

বিল্বপত্র ঃ ওঁ নমস্ত আয়ুধায়ানা-ততায় ধৃষ্ণবে।
উভাভ্যামুত তে নমো, বাহুভ্যাং তব ধন্বনে।।
এতানি সচন্দন বিল্বপত্রাণি ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

হাজার করবী, বিল্বপত্র এবং অখণ্ড বিল্বপত্র দ্বারা শিবপূজা করলে সে পাপ থেকে বিনির্মুক্ত হয়ে শিব লোকে স্থান পায়। যথা—'অর্কপুষ্প সহস্রেভ্যঃ করবীরং বিশিষ্যতে। করবীর-সহস্রোতা বিল্বপত্রং বিশিষ্যতে। বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ যো লিঙ্গং পূজয়েৎ সকৃৎ। সর্বপাপ বিনির্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে।।' (ভবিষ্যপুরাণ)।। এই ব্রহ্মাণ্ডে যেই যেই ফুল পাওয়া যায়, সেই ফুল দ্বারা শিবের পূজা করিতে হয়। যথা- 'যানি যানি চ পুষ্পানি ব্রহ্মাণ্ড ভবিতানি চ। তানি সর্বাণি দেবেশি প্রদদ্যাৎ পার্থিবোপরি।' (লিঙ্গার্চন তন্ত্র)।। **শিবপূজায় নিষিদ্ধ পুষ্প ঃ** লবঙ্গ, মালতী, জাতী, কুন্দ, শেফালি, জবা এইসব পুষ্প শিবকে দিতে নাই এবং দিলে দাতার স্থান হয় নরকে। যথা - 'লবঙ্গ মালতী জাতী কুন্দ-শেফালিকা জবাঃ। শঙ্করায় ন দাতব্যংদাতা চ নরকং ব্রজেৎ।।' (লিঙ্গার্চনতন্ত্রে)।। কেতকী, জাতি কুন্দ যূথিকা, মদন্তিকা, সিরিষ, শাল, বন্ধুক ফুলগুলি শিবপূজায় নিষিদ্ধ। যথা - 'কেতকী জাতিমুক্তশ্চ কুন্দ যূথীমদন্তিকাঃ। শিরীষ-সর্জ বন্ধুক কুসুমানি বিবর্জয়েদিতি।।' (আহ্নিক তত্ত্ব)।। টগর, বকুল, কুন্দ শেফালিকা জবা এই ফুলগুলো শিবকে দিতে নাই। যথা - 'টগরং বকুলং চৈব কুন্দ শেফালিকা জবা। শঙ্করায় ন দাতব্যং দাতা চ নরকং ব্রজেৎ।।' কুন্দ, নবমল্লিকা, যূঁই, বন্ধূক, কেতকী, রক্তজবা, সন্ধ্যামনি, মালতী, কুঙ্কুম, শেফালী, কুমুদ ও রক্তকরবীর দ্বারা শিবপূজা নিষিদ্ধ। যথা-'শিবে কুন্দং মদন্তীঞ্চ যূথীং বন্ধূক কেতকে। রক্তাং জবাং ত্রিসন্ধ্যে দ্বে মালতীং কেতকীন্তথা।। শেফালিং কুমুদং রক্তং হয়ারিঞ্চ বিবর্জয়েৎ।।' **পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজায় বিল্বপত্রের আবশ্যকতা ঃ** গুপ্তসাধনতন্ত্রে বলা আছে বিল্বপত্র ছাড়া যে পৃথিবীতে শিবপূজা করে তাহার পূজাদিকর্ম্ম নষ্ট হয়। যথা- 'বিনা মালূর-পত্রেণ ভূতলে যোঽর্চয়েচ্ছিবম্। তস্য পূজাদিকং সর্বং নষ্টং ভবতি নান্যথা।।' (গুপ্তসাধনতন্ত্র) ।। **বিল্বপত্র চয়নের নিষিদ্ধতিথি ও সময় ঃ** পূর্ণিমা, অমাবশ্যা, দ্বাদশী, সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে বিল্বপত্র চয়ন ও শাখা ভঙ্গ করতে নাই বরং গাছে উঠে বিল্বপত্র চয়ন করা যাবে কিন্তু শাখা ভঙ্গ করতে নাই। যথা- 'পক্ষান্ত দ্বাদশী সায়ং মধ্যাহ্নে ভিন্নকালতঃ। শাখাভঙ্গো ন কর্ত্তব্যো নৈবারোহেৎ তথা তরুম্। বরুমারহ্য চিনুয়ান্ন শাখা ভঞ্জনং ক্বচিৎ।।' **তুলসীপত্র ও মঞ্জরী শিবকে দেওয়া যায় ঃ-** তুলসী স্বর্ণতুল্য, মঞ্জরী রত্নতুল্য শিব ও বিষ্ণুকে দান করলে সেই ব্যক্তির পুনর্জন্ম হয় না, অর্থাৎ সে শিবলোকে বা বিষ্ণুলোকে গমন করে। যথা- 'তুলসী হেম তুল্যা চ রত্ন তুল্যা চ মঞ্জরী। হরে বা কেশবে দদ্যাৎ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।' (বিষ্ণুপুরাণ)।। **শিবপূজায় কিরূপ দূর্ব্বা দিতে হয়?** অগর্ভা দুর্ব্বা দিয়া শিব পূজা করিতে হয় যথা-'গর্ভযুক্তা তথা দূর্ব্বা দীয়তে হরমস্তকে। শিবদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ সপ্তজন্ম তরত্যধঃ।।' কিন্তু তন্ত্রোক্ত নিত্যকর্মে বলা আছে যোগীরা অগর্ভা দূর্ব্বা দ্বারা পূজা করিবে। গৃহীরা সগর্ভা দূর্ব্বা দ্বারা পূজা করিবে।

ধূপ ঃ ওঁ মা নো মহান্ত মুত মানো অর্ভকং, মা ন উক্ষন্ত-
মুত মা ন উক্ষিতং। মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং,
মা ন প্রিয়াস্তন্বো রুদ্ররীরিষঃ।।
এষ ধূপ ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

দীপ ঃ ওঁ মান স্তোকে, তনয়ে মান আয়ুষি, মা নো গোষু।
মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। মা নো বীরান্ রুদ্র ভামিনো
বধী, র্হবিষ্মন্তঃ সদমি-ত্বা হবামহে।।
এষ দীপ ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

নৈবেদ্য ঃ ওঁ নমো হিরণ্য-বাহবে সেনান্যে, দিশাঞ্চ পতয়ে নমঃ,
নমো বৃক্ষেভ্যো হরিকেশেভ্যঃ, পশূনাং পতয়ে নমো,
নমঃ শষ্পিঞ্জরায় ত্বিষীমতে, পথীনাং পতয়ে নমো,
নমো হরিকেশায়ো-পবীতিনে, পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ ।।
এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

পুনরাচমনীয় ঃ পূর্ববৎ।

পানীয় ঃ ওঁ নমো বভ্লুশায় ব্যাধিনেঽন্নানাং পতয়ে নমো,
নমো ভবস্য হেত্যৈ জাগতাং পতয়ে নমো।
নমো রুদ্রায়াততায়িনে, ক্ষেত্রাণাম্পতয়ে নমো,
নমঃ সুতায়া হন্ত্যৈ বনানাং পতয়ে নমঃ।।
ইদং পানীয় জলং ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

পুনরাচমনীয় জল ঃ পূর্ববৎ।

ফলতাম্বুল ঃ ওঁ নমো রোহিতায় স্থপতয়ে, বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো,
নমো ভুবন্তয়েবারিবস্কৃতায়ৌষধীনাং পতয়ে নমো,
নমো মন্ত্রিণে বাণিজ্যায় কক্ষাণাং পতয়ে নমো,
নমঃ উচ্চৈর্ঘোষায়াক্রন্দয়তে, পত্তীনাং পতয়ে নমো ।।
ইদং ফলতাম্বুলং ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

বন্দনা ঃ ওঁ নমঃ কৃৎস্নায়তয়া ধাবতে, সত্ত্বনাং পতয়ে নমো,
নমঃ সহমানায় নির্ব্যাধিনে, আব্যাধিনীনাং পতয়ে নমো,
নমো নিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাং পতয়ে নমো,
নমো নিচেরবে পরিচরায়া-রণ্যানাং পতয়ে নমঃ।।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

১। ওঁ শিবেঽতি চন্দ্রচূড়েঽতি শঙ্করেঽতি হরেঽতি চ।
পার্ব্বতী প্রাণনাথেঽতি বদ জিহ্বে নিরন্তরম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

২। ওঁ নমস্তে ভগবান্ রুদ্র ভাস্করামিত-তেজসে।
নমো ভবায় রুদ্রায় রসায়াম্বুময়ায় চ।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

৩। ওঁ মন্ত্রেণাক্ষর-হীনেন পুষ্পেণ বিফলেন চ
পূজিতোঽসি মহাদেব তৎসর্বং ক্ষম্যতাং মম।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

৪। ওঁ শর্বায় ক্ষিতিরূপায় সদাসুরভিনে নমঃ।
পশূনাং পতয়ে তুভ্যং পাবকামিত-তেজসে।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

৫। ওঁ অলিঙ্গ লিঙ্গ রূপায় রূপাতীতায় তে নমঃ।
ত্বং মাতা সর্বলোকানাং ত্বমেব জগতঃ পিতা।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ হৌং নমঃ শিবায় নমঃ।।

শিবগায়ত্রী মন্ত্র জপ ঃ ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। দশবার শিবগায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

জপ সমর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূষ জল-গন্ধ-পুষ্প-দূর্বা-আতপচাল-কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় দক্ষিণকরে জপ সমর্পণ করিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদান্মহেশ্বর।।
এতৎ জপফলং হৌং মহাদেবস্য দক্ষিণকরে সমর্পিতমস্তু।।

শিব বীজমন্ত্র জপ ঃ 'হৌং' মন্ত্র ১০৮ বার বা যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা যোগে আতপচাল এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকা যোগে সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতায় নিবেদন করিবেন-ওঁ হৌং শিবং তর্পয়ামি নমঃ। (তিনবার)।

শিবজপের করমালাঃ- দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর মূল-মধ্য ও অগ্রপর্ব্ব, মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব, অনামিকার অগ্রপর্ব্ব, কনিষ্ঠার অগ্র-মধ্য ও মূলপর্ব্ব, অনামিকার মূল ও মধ্যপর্ব্ব এই ভাবে জপ করিতে হয়। যথা- 'তর্জ্জনী মধ্যমানামাকনিষ্ঠা চেতি তৎক্রমাৎ। তিস্রোঙ্গুল্য স্ত্রিপর্ব্বাতো

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজমস্তকে দিবেন—

ওঁ হৌং শিবমভিষিঞ্চামি নমঃ। (একবার)

প্রণাম ঃ ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়-হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ।।

অষ্টমূর্ত্তি পূজা

শিবের বেড়ের উপর পূর্বাদি ক্রমে বামাবর্ত্তে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবেন—

পূর্বদিকে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ।

ঈশানকোণে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ।

উত্তরদিকে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ।

বায়ুকোণে— সোম সূত্র(শক্তিপীঠ) লঙঘন না করিয়া দক্ষিণাবর্তে হাত ঘুরাইয়া বায়ুকোণে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ।

পশ্চিমদিকে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ।

নৈঋতকোণে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ।

দক্ষিণদিকে— এতে গন্ধপুষ্পে ও মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ।

অগ্নিকোণে— এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।

পঞ্চবক্ত্রের পূজা

শিবের পিনাটের উপর দিকে দিকে গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

পূর্বদিকে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হং সদ্যোজাতায় নমঃ।

পশ্চিমদিকে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হিং বামদেবায় নমঃ।

উত্তরদিকে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হুং অঘোরায় নমঃ।

দক্ষিণ দিকে— এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ হেং তৎপুরুষায় নমঃ।

শিবের মস্তকে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হোং ঈশানায় নমঃ।

মধ্যমা চৈক পর্ব্বিকা। এভিশ্চ দশভিঃ পর্ব্বৈঃ করমালা শিবস্য চ। পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া মেরুত্বেনোপ কল্পয়েৎ।। (সনৎকুমারসংহিতা)।। **অষ্টমূর্ত্তির পূজা কিভাবে করিতে হয়?** দক্ষিণাবর্তে অর্থাৎ শিবলিঙ্গের পূর্বদিক-ঈশানকোণ এইভাবে আরম্ভ করে অগ্নিকোণে পূজা শেষ করতে হয় এবং পূজার সময় নজর রাখতে হবে। সোমসূত্র অর্থাৎ শক্তিপীঠ (জল নিঃসরণ স্থান) লঙঘন না হয়। যথা— 'মূর্ত্তয়োঽষ্টৌ শিবস্যৈতাঃ পূর্ব্বাদিক্রমযোগতঃ আগ্নেয্যন্তাঃ প্রপূজ্যা স্তাঃ সোমসূত্রং ন লঙঘয়েৎ।। (সোমসূত্রং জল নিঃসরণ স্থাপনম্)। তোড়লতন্ত্র। **শিবের পাঁচদিকে পাঁচটি মুখের নাম ঃ** পূর্বদিকের মুখের নাম সদ্যোজাত, পশ্চিম দিকের মুখের নাম বামদেব, উত্তর দিকের মুখের নাম অঘোর, দক্ষিণ দিকের মুখের নাম তৎপুরুষ, ঊর্দ্ধদিকের মুখের নাম ঈশান।

একাদশ রুদ্রের পূজা

গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হুং অঘোরায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রৌং শিবায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিরূপায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভৈরবায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ত্র্যম্বকায় নমঃ।
এদে গন্ধপুষ্পে ওঁ শূলপাণয়ে নমঃ।
এত গন্ধপুষ্পে ওঁ কপর্দিনে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হোং ঈশানায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ।

অসমর্থপক্ষে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ একাদশরুদ্রেভ্যো নমঃ।।

শক্তি পূজা

গৌরীপীঠে শক্তি পূজা করিবেন।

রক্ত চন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণপুষ্প কর্ম্মমুদ্রায় লইয়া ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্পটি গৌরীপাঠে দিবেন।

ধ্যান ঃ

ওঁ সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্মাং পরমাং পরমাত্ম-স্বরূপিনীম্।
চৈতন্যাং শাশ্বতীং নিত্যাং শিবস্থাং ত্রিগুণাত্মিকাম্।।
বালার্ককোটি-সঙ্কাশাং চন্দ্রকোটি-নিভাননাম্।
চতুর্ভূজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ পঞ্চবাণ-ধনুর্ধরাম্।।
পাশাঙ্কুশধরাং দিব্যাং সর্বাভরণ-ভূষিতাম্।
রক্তবস্ত্র পরীধানাং তাম্বুল-পূরিতাননাম্।।
স্তনদ্বয়-যুতাং দেবীং তারহার-বিরাজিতাম্।
নূপুরাদি-কলকলৈঃ শোভিতং চরণদ্বয়ম্।
সর্বদেব-ময়ীংদেবীং সর্বমন্ত্রময়ীং ভজে।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ।।

যথা—'পূর্বে সদ্যোমুখং প্রোক্তং পশ্চিমে বামদেবকম্। অঘোরমুত্তরে দেবী দক্ষে তৎপুরুষং স্মৃতম্ ঊর্দ্ধদেশে চ ঈশানং সর্ব্বকামফলপ্রদম্।। (যোগিনীহৃদয়ে)।। গৌরীপীঠের আবশ্যকতা ঃ সর্বদা শিবত্ব লাভের জন্য সাক্ষাৎ শিব উপাধি ভগবতীর শক্তি ছাড়া নিরর্থক। শক্তি ছাড়া

পূজা ঃ রক্ত চন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণ পুষ্প কূর্ম্মমুদ্রায় লইয়া ধ্যানকরিয়া ধ্যান পুষ্প নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন। পুনরায় পুষ্প গ্রহণ করতঃ ধ্যান করিয়া গৌরীপীঠে ধ্যান পুষ্পটিদিয়া যথাশক্তি উপাচারে পূজা করিবেন।
পূজামন্ত্র ঃ ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলিঃ এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ হ্রীং শক্তয়ে নমঃ।
(এইভাবে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন)।

জপ ঃ 'হ্রীং' মন্ত্র দশবার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

জপসমর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূষ কুশের জল-গন্ধ—পুষ্প-দূর্বা-আতপচাল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় বামকরে জপ সমর্পণ করিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।।
এতৎ জপফলং ওঁ হ্রীং শক্তিদেব্যাঃ বামকরে সমর্পিতমস্তু।।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া তর্পণ করিবেন—
ওঁ হ্রীং শক্তিং তর্পয়ামি স্বাহা। (তিনবার)

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া নিজমস্তকে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দিবেন— ওঁ হ্রীং শক্তিমভিষিঞ্চামি নমঃ। (একবার)

প্রণাম ঃ ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে এ্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

অষ্টসিদ্ধির পূজা

শিবের পিনেটের উপর গন্ধ-পুষ্পদ্বারা দক্ষিণাবর্তে পূজা করিবেন

পূর্বদিকে— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অণিম্নে নমঃ।
অগ্নিকোণে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ লঘিম্নে নমঃ।
দক্ষিণদিকে — এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ প্রাপ্তয়ে নমঃ।
নৈঋতকোণে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রাকাম্যায়ৈ নমঃ।
পশ্চিমদিকে — এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ মহিম্নে নমঃ।

শিব হয় না। যথা-'সদাশিবত্বং যৎপ্রাপ্তা শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তি স্তয়া হীনো নিরর্থকঃ।। ন শিবেন বিনা শক্তির্ন্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ'।। (সূতসংহিতা)।। **অষ্টসিদ্ধিপূজার দিক ও দ্রব্য নিরূপণ ঃ** শিবলিঙ্গের পিনেটের উপর দিকে দিকে ও কোণে কোণে পূজা হইবে। পূর্বদিকে - অণিমা, অগ্নিকোণে - লঘিমা, দক্ষিণদিকে প্রাপ্তি, নৈঋত কোণে - প্রকামা, পশ্চিমে - মহিমা, বায়ুকোণে-ঈষিত্বা, উত্তরদিকে বশিত্বা, ঈশানে কামসুন্দরী। যথা- 'অণিমা পূর্ব্বরেখায়াং

বায়ুকোণে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশিত্বায় নমঃ।
উত্তরদিকে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বশিত্বায় নমঃ।
ঈশাণকোণে— সোমসূত্র (শক্তিপীঠ) লঙঘন না করিয়া—
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কামসুন্দর্য্যৈ নমঃ।।

আবরণ পূজা

শিবের চতুর্দিকে দক্ষিণাবর্তে পূজা করিবেন—

পূর্বদিকে — এতে গন্ধপুষ্পে গণেশায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।
দক্ষিণদিকে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দীশায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কেশবায় নমঃ।
পশ্চিম দিকে—এতে গন্ধপষ্পে ওঁ বীরভদ্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কালাগ্নিরুদ্রায় নমঃ।
উত্তরদিকে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহামায়ায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ।
মধ্যে — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দিনে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভঙ্গিনে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্-পালেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ।

—ঃ বৃষভপূজা ঃ—

ধ্যান ঃ শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প কূর্ম্মমুদ্রায় লইয়া ধ্যান করতঃ ধ্যান পুষ্পটি শিবের সম্মুখভাগে দিবেন—

ওঁ হিমালয়াভং বৃষভং তীক্ষ্ণশৃঙ্গং ত্রিলোচনম্।
সর্ব্বাভরণ-সন্দীপ্তং সাক্ষাচ্ছুন্দঃ স্বরূপিণম্।।
এতে গন্ধ পুষ্পেওঁ বৃষভায় নমঃ।

লঘিমা বহ্নিকোণকে প্রাপ্তিত্ব যাম্যবেখায়াং প্রাকাম্যা নৈঋতে তথা। মহিমা পশ্চিমে দেবী ঈষিতং বায়ুকোণকে। বশিত্বমুত্তরে দেবী ঈশানে কামসুন্দরী।। (লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র)।। ইহাঁদের নিজ নিজ মন্ত্রে বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিতে হইবে। যথা - 'স্ব স্ব মন্ত্রৈঃ প্রপূজ্যার্থ বিল্বপত্রৈব্বরাননে।।

শিবের বাহন বৃষভ ঃ- শিবের সৌম্য এবং রুদ্র দুই ভাবের প্রকাশই বৃষভে বিদ্যমান। রাগান্বিত

পূজা ঃ পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ বৃষভায় নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ নমস্তে সর্বতোভদ্র শিবস্য বাহনং পরম্।
ত্রৈলোক্যজয় শক্রুঘ্ন বৃষাসন নমোঽস্তুতে।।

— ঃ অস্ত্রপূজা ঃ—

গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শক্তয়ে নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শূলায় নমঃ।

এত গন্ধপুষ্পে ওঁ খড়্গায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পাশায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গদায়ৈ নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ টঙ্কায় নমঃ।

অবস্থায় বৃষভের সংহার মূর্ত্তির বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় গৃহস্থের কার্য্যে নিত্য সহায়ক ও নানা অভীষ্টধর্মী। বৃষভ যেমন প্রজননকালে নানা গাভীর কামনা পূরণে সমর্থ তেমন শিবও ভক্তগণের নানা কামনা পূরণে সর্ব্বদা উন্মুখ। শিবের ন্যায় বৃষভের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্যতা। শক্তি ও বীর্যবত্তার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। তাই শক্তিমান দেবতা শক্তিমান বাহন করেছেন। মহাভারতে জানা যায় কপিলাদের মাতৃস্তন্য পানের পর মুখের ফেন দৈবক্রমে শিবের মস্তকে পতিত হয় এবং শিব প্রবল ক্রুদ্ধ হন। মহাদেবকে শান্ত করার অভিপ্রায়ে, দক্ষ কতকগুলি গাভীসহ একটি বৃষভ শিবকে দান করেন। এইভাবে শিব তুষ্ট হয়ে বৃষভকে নিজের বাহন ও ধ্বজ হিসেবে গ্রহণ করেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে বর্ণিত আছে - সতীর জন্য দক্ষ স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করলেও সতী কিন্তু মনে মনে, মহাদেবকে পতিরূপে বরণ করে নেয়। শিব বরমাল্য নিয়েছেন কিন্তু বিয়ে করে যাননি। একদা সত্যিই শিব সতীদর্শনের জন্য দক্ষের বাড়িতে উপস্থিত হন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। তখন ছদ্মবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সতীর পাণিগ্রহণ করার সম্মতি জানালে সতীর এক সখী রত্নমুখী ভীষণ রেগে যান, এবং শিবকে ভৎর্সনা করেন। নীলকুন্তলা রত্নমুখীর কথার প্রতিবাদ করেন এবং রত্নমুখী নীলকুন্তলার বুদ্ধিকে বৃষভের সঙ্গে তুলনা করেন। ঘটনাচক্রে শিবের আসল রূপের প্রকাশ ঘটে এবং নীলকুন্তলা বৃষভের রূপ নিয়ে শিব সন্নিধানে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে, নীলকুন্তলা তখন বৃষভের রূপ ধারণ করেন এবং শিব তাকে তার বাহন রূপে গ্রহণ করেন এবং তার মনের ইচ্ছা পূরণ করেন। **শিবের হস্তে ত্রিশূল কেন?** বিশ্বসংসারে প্রতিটি জীবই বদ্ধ অবস্থায় তিনটি গুণের অধীন। বস্তুতঃ শিবের ত্রিশূল এখানে প্রতীকী ভূমিকা (Symbolic Part) হিসাবে কাজ করেছে।

এত গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্পায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঘন্টায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অভয়ায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বরায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরশবে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৃগায় নমঃ।

অক্ষরপূজাঃ- গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন-

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ওঁকারায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নকারায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মকারায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিকারায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাকারায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ য়কারায় নমঃ।

পুনঃ পূজা ঃ পুনরায় পঞ্চোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

গঞ্জিকা নিবেদন ঃ কলকের মধ্যে গঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া অগ্নি সংযোগ পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ সহকারে নিবেদন করিবেন—

ওঁ শম্ভোর্জটা সমুদ্ভুতা ত্বরিতা-নন্দদায়িনী।
সাধকানাং হিতার্থায় পবিত্রা ভব সর্ব্বদা।
এতৎ ত্বরিতা-নৈবেদ্যং ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।।

ত্রিশূলের তিনটি ফলক ১। সত্ত্ব (সত্ত্বগুণময় ফলকে আছেন বিষ্ণু) ২। রজঃ (রজগুণময় ফলকে আছেন ব্রহ্মা) ৩। তমঃ (তমোগুণময় ফলকে আছেন স্বয়ং শিব) গুণের প্রতীক। "রজঃসত্ত্বং তমশ্চৈতৎত্রিশূলং ত্রিগুণাত্মিকম্। তসৈব শিবকোষস্য কুঞ্চিকা কথিকা বুধৈঃ।। ত্রিশূলের দুটি অংশ গুণময় ও গুণাতীত এই দুইভাব নিয়েই এর উৎপত্তি। সিন্দুক থেকে মূল্যবান ধনরত্ন পেতে চাবিকাঠির সহায়তায় ধনকোষ উন্মুক্ত করতে হয়, সেইরূপ শিবের ত্রিশূলের আঘাতে তিনটি গুণের গ্রন্থি অবলীলাক্রমে ছিন্ন হয় এবং জীবসত্তা মুক্তি পায় অতএব শিবতত্ত্বের রহস্য তার সামনে রবির কিরণের ন্যায় হয় উদ্ভাসিত। **শিবলিঙ্গের উৎপত্তিঃ** বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বর্ণিত ঘটনা ছাড়াও আরো ঘটনা রয়েছে। নারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে—ব্রহ্মা নারদকে বললেন যে তিনি স্ত্রী পুরুষ সহযোগে প্রজা সৃষ্টি করেছেন এবং প্রায় সকলেই রমণীর বশীভূত একমাত্র মহাদেব বাদে। একদা সকল দেবতা শিবের নিকট গিয়ে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। বিবাহের পাত্রী হিসাবে

পুনরাচমনীয় জল ঃ পূর্ববৎ

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ লিঙ্গ, যোনি, ত্রিশূল, অক্ষমালা, বর, অভয়, মৃগ,খট্টাঙ্গ, কপালিকা ও ডমরু মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

জপ ঃ 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পন ঃ পূর্ববৎ।

অভিষিঞ্চন ঃ পূর্ববৎ।

— ঃ প্রার্থনা ঃ—

ওঁ স্তুতিং করোমি কাং প্রভো মতিস্তু কুণ্ঠিতা মম।
ভবৎ কিং গুণানুবাদ পারমেতি চতুর্মুখঃ।।
ততঃ প্রণামমেব মে করোমি দণ্ডবদ্ বিভো।
ক্ষমস্বাপরাধরূপ-দোষজালং মমেশ্বর।।
ওঁ অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনং মহেশ্বর।
পূজিতোঽসি মহাদেব তৎক্ষমস্ব ভ্রমাৎকৃতম্।।
ওঁ উগ্রায় যজমানায় নমস্তে কর্ম্মযোগিনে।
পার্থিবস্য চ লিঙ্গস্য যন্ময়া পূজনং কৃতম।।
তেন মে ভগবান্ রুদ্রো বাঞ্ছিতার্থং প্রযচ্ছতু।।

জগদীশ্বরী দেবী কালিকা স্থির হয়। দেবী দক্ষের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তারপর একদিন শিবের সহিত সতীর বিবাহ হয়। রমণকালে সতী শিবের নির্ভর আলিঙ্গন সহ্য করতে পারলেন না। মহাদেবকে সতী তাই ক্ষমা করতে বললেন। দেবাদিদেব শিব সমস্ত কিছু শুনেও নির্দয় চিত্তে রমণ করতে লাগলেন। কোন বাধাই মানলেন না। রতিক্রীড়া শেষ হওয়ার পর উভয়ের তেজ ধরণীতে পড়ল। ঐ তেজ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে সব পরিব্যপ্ত হয়ে গেল। এবং ঐ সমবেত তেজ থেকেই শিবলিঙ্গের উৎপত্তি। তাই উভয়ের জননরস থেকে সৃষ্টি বলে শিবলিঙ্গ সর্বদা যোনী সংযুক্ত থাকে। বামন পুরাণে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—একদা মহাদেব মদনের দেবদারুবনে লুকিয়ে যান। মদনও শিবের পিছু পিছু যান। মহাদেব দেখেন যে দেবদারুবনে ঋষিরা স্ব স্ব পত্নীর সঙ্গে বাস করছেন। তখন মহেশ্বর আশ্রমে প্রবেশ করেন। দিগম্বর মহাদেবকে দর্শন করে ঋষিপত্নীরা কামার্তা হয়ে ওঠে, এবং তারা শিবের দিকে মত্ত হস্তিনীর ন্যায় ছুটে যান। ঋষিরা আশ্রমে ফিরে এরূপ দৃশ্য দেখেন এবং শিবকে অভিশাপ দেন যে তার লিঙ্গ ভূতলে খসে পড়বে। তখন শিবের লিঙ্গ ভূতলে পতিত হয় এবং বড় হতে থাকে এবং স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল কাঁপতে থাকে। তখন সকল দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। কিন্তু ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু দুজনেই লিঙ্গের আদি ও অন্ত খুঁজে পেলেন না এবং তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। পরে তারা স্বয়ং শিবের নিকট উপস্থিত হন এবং লিঙ্গ পুনরায় গ্রহণ করার আর্জি জানায়। মহেশ্বর শর্ত দেন যে যদি তার লিঙ্গের পূজা করা হয় ভবিষ্যতে তবেই তিনি লিঙ্গ পুনর্গ্রহণ

— ঃ শিবস্তোত্র ঃ—

বৃহস্পতিরুবাচ — নমো হরায় দেবায় ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলিনে।
তাপসায় মহেশায় তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িনে।।
নমোস্ত্বজাত শুভ্রায় নমঃ কারুণ্যমূর্ত্তয়ে।
নমো দেবাধিদেবায় নমো বেদান্ত-বাদিনে।।
নমঃ পরায় রুদ্রায় সুপরায় নমো নমঃ।
বিশ্বমূর্ত্তিমহেশায় বিশ্বাধারায় তে নমঃ।।
নমোভক্তভবচ্ছেদ-কারণায়ামলাত্মনে।
কালায় কালকালায় কালাতীতায় তে নমঃ।।
জিতেন্দ্রিয়ায় নিত্যায় জিতক্রোধায় তে নমঃ।
নমঃ পাষণ্ডভঙ্গায় নমঃ পাপহরায় তে।।
নমঃ পর্ব্বতরাজেন্দ্রকন্যকাপতয়ে নমঃ।
যোগানন্দায় যোগায় যোগিনাং পতয়ে নমঃ।।
মূলাধার-প্রবিষ্টায় মূলদীপায় তে নমঃ।
নাভিকন্দ প্রবিষ্টায় নমোহৃদ্দেশবর্ত্তিনে।।
সাচ্চিদানন্দপূর্ণায় নমঃ সাক্ষাৎ পরাত্মনে।
নমঃ শিবায়াদ্ভূত তেজসে নমঃ।।
নমঃ শিবায়াদ্ভুত-বিক্রমায় তে ।।
নমঃ শিবায়াখিলনায়কায় তে।।
নমঃ শিবায়াদ্ভুত-হেতবে নমঃ।।

সূত উবাচ

য ইদং পঠতে নিত্যং স্তোত্রং ভক্ত্যাসুসংযুতঃ
তস্য মুক্তিঃ করস্থাস্যাচ্ছঙ্করপ্রিয়-কারণাৎ।।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং বিবাহার্থী গৃহী ভবেৎ।
বৈরাগ্যকামো লভতে বৈরাগ্যং ভবতারকং।।
তস্মাদ্দিনে যূয়মিদং শিব স্তোত্রং সমাহিতাঃ।
পঠত ভবনাশার্থমিদং হি ভব নাশনম্।।

ইতি শ্রীসূতসংহিতায়াং জ্ঞানযোগখণ্ডে দ্বিতীয়ধ্যায়ে শ্রীপরমশিবস্তোত্রং সমাপ্তং।। ওঁতৎ সৎ।।

—ঃ শিব কবচ ঃ—

দেব্যুবাচ— দেবদেব মহাদেব বিরূপাক্ষ ত্রিলোচন।
কৃপয়া কথ্যতাং দেব পার্থিবস্য মহা প্রভোঃ।।
কবচং দুল্লর্ভং তস্য শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।

ঈশ্বর উবাচ— দেবেশি শৃণু চার্ব্বঙ্গি জগদ্ধাত্রি মনোরমে।।
কবচং তস্য গিরিজে ত্রিষু লোকেষু গোপিতম্।
তব স্নেহান্মহাদেবি বক্তব্যং কবচং শুভম্।
অপ্রকাশ্যং পরং গুহ্যং সাধকাভীষ্টদায়কম্।।

অস্য শ্রী পার্থিব শিব কবচস্য উন্মত্ত ভৈরব ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শিবোদেবতা পার্থিব শিব কবচ পাঠে বিনিয়োগঃ।।

ওঁঙ্কারো মস্তকং পাতু নকারস্তু শিখান্তরম্।
মকারো ভ্রূযুগে পাতু শিকারঃ পাতু চক্ষুষী।।
বা পাতু নাসিকারন্ধ্রে য় জিহ্বায়াঞ্চ সদাবতু।
ষড়ক্ষরঃ শক্তিপুটো বসুবর্ণাত্মকো মনুঃ।।
গৌরীনাথঃ স্বরূপস্তু ভুজৌ মে পরিরক্ষতু।
ত্রিদশাধিপতির্ভৌমঃ পাতালে পরিরক্ষতু।

করবেন। তারপর ব্রহ্মা শিবলিঙ্গ পূজার জন্য শাস্ত্র ও রেপ্লিকা তৈরী করেন। এই শাস্ত্রের প্রথম অংশের নাম শৈব, দ্বিতীয় পাশুপত, তৃতীয় অংশ কালবদন এবং চতুর্থ অংশ কপালন নামে পরিচিত। শিবপুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—প্রাচীন কালে দারুবন নামে এক বন ছিল। এক সময় শিব ঋষিগণদের পরীক্ষার জন্য দিগম্বর বেশে বনে এলেন। ঋষিরা কাঠসংগ্রহের জন্য বাইরে গিয়েছেন। তখন ঋষির পত্নীরা শিবের শরীরের নানা অংশ আলিঙ্গন করতে লাগল। এই সময় ঋষিরা আশ্রমে প্রবেশ করেলন। ঋষিগণ এই দৃশ্য দেখে দিগম্বর বেশধারী শিবকে অভিশাপ দিলেন-'হে দুরাচার! তুই ন্যায় বিরুদ্ধ ও ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম করিতেছিস-তোর লিঙ্গ এখনই ভূতলে পতিত হউক।' তখন শিবলিঙ্গ আগুনের মত তেজঃ সম্পন্ন হয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল দগ্ধ করতে লাগল। দেবগণ ও মহর্ষিগণকে ব্রহ্মা বললেন ভগবতী গৌরীর আরধনা করতে। একমাত্র গৌরীর যোনিই শিবলিঙ্গ ধারণ করতে সক্ষম। তখন শিবের নিকট সবাই উপস্থিত হয়ে সমস্ত কিছু জানালেন। শিব অনুমতি দিলে দেবগণ উদগীথ-রুদ্রশতক পাঠদ্বারা পার্ব্বতীর যোনিতে লিঙ্গ স্থাপন করেন। তখন শিব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন এতে ত্রিলোকস্থ লোক সুখী হইবে। তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ ত্রিলোকস্থ লোকের প্রীতি দয়া

অধঃ ঊর্দ্ধানমীশানো মম রক্ষতু সর্ব্বদা।
তৎপুরুষো স্তনৌ পাতু সর্ব্বাঙ্গং কেশবপ্রিয়ঃ।।
ইত্থং রক্ষাকরং দেবি কবচং দেবদুর্ল্লভং।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নিত্যং কবচং সাধকোত্তমঃ।।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা চ ধনবান্ পুত্রবান্ ভবেৎ।
পূজাকালে পঠেদ্ যস্তু কবচং চৈকভাবতঃ।।
রাজদ্বারে শ্মশানে বা বৃহস্পতিসমো ভবেৎ।
কণ্ঠে যো ধারয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপকম্।।
যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি সাধকো নাত্র সংশয়।
কবচং শিরসি যস্তু ধারয়েদ্ যত্নমানসঃ।।
করস্থং তস্য দেবেশি অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ।
ভুর্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং শুক্লপট্টেন বেষ্টিতাম্।।
রজতোদরসংনীতাং কৃত্বাপি ধারয়েদ্ বুধঃ।
সম্প্রাপ্য মহতীং বিদ্যামন্তে মৎস্নানকং ব্রজেৎ।।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং অপ্রকাশ্যং কদাচন।
শিষ্যায় ভক্তি যুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।।
অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ স্বয়মেব মনোরমে।।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো যজেৎ পার্থিবং শিবম্।।
পূজনে কোটিলিঙ্গানাং ক্রিয়াসিদ্ধির্ন জায়তে।
স্নেহার্থং কথিতং দেবি কবচং সর্ব্বকামদম্।
ন দেয়ং কস্যচিদ্ ভদ্রে যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্।
কাম্য স্বস্ত্যয়নে যত্র পূজয়েৎ পার্থিবং শিবম্।।
তত্রৈব প্রপঠেদ্দেবি ফলার্থী ফলভাগ্ ভবেৎ।।

ইতি শ্রী উত্তরতন্ত্রে হরপার্ব্বতী সংবাদে পার্থিব শিবকবচম্ সম্পূর্ণম্ ওঁতৎসৎ।।

প্রকাশ করে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে সর্বত্রই শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন এবং সেই থেকে জগতে শিবলিঙ্গ পূজা প্রবর্ত্তিত হয়।

শিবাষ্টক স্ত্রোত্রম্

প্রভু-মীশ-মনীশ-মশেষ গুণং, গুণহীন-মহীশ গণাভরণম্।
রণনির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুরং, প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।
গিরিরাজ-সুতান্বিত বামতনুং, তনু-নিন্দিত-রাজিত-কোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণুশিরোঽর্চিত-পাদযুগং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্।।
শশলাঞ্ছন-রঞ্জিত-সন্মুকুটং কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনী-কৃত-পূতজটং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্।।
নয়ন ত্রয়-ভূষিত-চারুমুখং মুখপদ্ম বিনিন্দিত কোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ড-বিমণ্ডিত-ভালতটং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্।।
বৃষরাজ-নিকেতন-মাদিগুরং গরলাশন-মার্তি-বিনাশকরম্।
বরদাভয়শূল বিষাণধরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্।।
মকরধ্বজ-মত্ত-মাতঙ্গহরং করিচর্ম্ম-বিলাস-বিশেষকরম্।
স্ফুরদদ্ভুত-কীকস-মাল্যধরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্।।
জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং করুণেশ-গুণত্রয়-রূপধরম্।
প্রিয়মাধব-সাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্।।
প্রমথাধিপ-সেবক-রঞ্জনকং, মুনিযোগি-মনোঽম্বুজ-ষট্ পদকম্।।
ভজতোঽখিল-দুঃখ-সমৃদ্ধিহরং প্রণমামি শিবং শিব-কল্পতরুম্।। ৮।।
ইতি শ্রী ব্যসবিরচিতং শ্রী শিবাষ্টকং স্তোত্রং সমাপ্তম্।।

লিঙ্গাষ্টক ও মহিম্নস্তব পাঠ করিয়া পাঠের ক্ষমা প্রার্থনা ঃ করজোড়ে—

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদান্মহেশ্বরঃ।।

গালবাদ্য

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী সহযোগে দক্ষিণগণ্ডে পাঁচবার আঘাত করিয়া 'বম্ বম্' ধ্বনি করিবেন। অথবা অনুলোম-বিলোম মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিবেন।

মুখবাদ্য ঃ মুখের দক্ষিণ ভাগে অর্থাৎ দক্ষিণ গণ্ডে, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর আঘাত দ্বারা মুখবাদ্য করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠ শিব স্বরূপ এবং তর্জনী হল শক্তি স্বরূপ। যথা—'মুখস্য দক্ষভাগেন দক্ষিণস্য করস্য চ। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ। অঙ্গুষ্ঠং শিবরূপঞ্চ তর্জনীং শক্তিরূপিণী। তয়োর্যোগেন মহেশানি মুখবাদ্যঞ্চ কারয়েৎ।। (বৃহল্লিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে)।। অকারদি মাতৃকাবর্ণ বিলোম অনুলোম উচ্চারণ করে মুখবাদ্য হরির প্রিয়। যথা—'মাতৃকাবর্ণ সহিতং মুখবাদ্যং হরপ্রিয়ম্। অকারদিক্ষকারান্ত মনুলোমবিলোমতঃ।।' (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে)।। বম্

ক্ষমা প্রার্থনা

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর।।
ওঁ ক্ষমস্ব দেবদেবেশ মহাদেব জগদ্‌গুরো।
তব পাদাম্বুজে নিত্যমচলা ভক্তিরস্তুমে।।

—ঃ প্রণাম ঃ—

ওঁ নমস্তুভ্যং বিরুপাক্ষ নমস্তে দিব্য চক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ।।
ওঁ নমঃ স্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।।
ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্নবতারণায়,
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়-সাগরায়।
কর্পূরকুন্দ ধবলেন্দু-জটাধরায়
দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়।।
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়-হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।।

—ঃ আত্ম সমর্পণ ঃ—

দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডূষ জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতার চরণের উদ্দেশ্যে পূজাধারে নিক্ষেপ করিবেন—

বম্ শব্দের তাৎপর্য্য ঃ- উ + অ + ম্ = বম্, অ + উ + ম = ওম্। অতএব বম্ ও ওম্ শব্দের অর্থ এক। ঋক্, সাম ও যজুঃ তিনবেদ এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের কথা বলা হয়েছে। যথা—'ঋগ্ যজুঃ সামবেদাশ্চ ত্রিবেদ ইতি কীর্তিতঃ। সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রিগুণং তেন চোচ্যতে।' ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিন দেবতা, অগ্নি সোম ও সূর্য্য এই ত্রিধাম, অন্তঃপ্রজ্ঞ, বহিঃপ্রজ্ঞ ও ঘনপ্রজ্ঞ এই ত্রিপ্রজ্ঞ, হৃদয়, কণ্ঠ ও তালু এই ত্রিস্থান। অকার, উকার ও মকার এই ত্রিমাত্রা, অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল, স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই ত্রিলিঙ্গ। পূর্বোক্ত ত্রিস্বভাবে ওঁকার অবস্থিত আছেন- ব্রহ্মাদিগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। যথা—'ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশানস্ত্রিদৈবত ইতীষ্যতে। অগ্নিঃ সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ ত্রিধামেতি প্রকীর্তিতঃ। অন্তঃপ্রজ্ঞং বহিঃপ্রজ্ঞং ঘনপ্রজ্ঞমুদাহৃতম্। হৃৎকণ্ঠ তালুকং চেতি ত্রিস্থান ইতি কীর্ত্যতে। । অকারোকারৌ মশ্চেতি ত্রিমাত্রঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্রিকাল ইতি স স্মৃতঃ।। স্ত্রী-পুং-নপুংসকং চেতি ত্রিলিঙ্গ ইতি কীর্তিতঃ। ত্রিস্বভাবঃ স্থিতো দেবো মন্তব্যো ব্রহ্মবাদিভিঃ।।' এই ওঁ কার শব্দের অর্থের ন্যায় বম্ শব্দের অর্থ। বম্ শব্দ এই রূপ শক্তিশালী।

নির্ম্মাল্য গ্রহণবিধি ঃ শিবপূজার দ্রব্য-অন্ন-ফল-জল গ্রহণ করিতে নাই জলাশয়ে নির্ম্মাল্য

ওঁ ইতঃ পূর্বং প্রাণবুদ্ধি দেহ ধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতংতৎসর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু, মাং মদীয়ং সকলং হরায় সমর্পয়ে।।

করজোড়ে বলিবেন— ওঁ সাধুবাসাধু বা কর্ম যদ্ যদাচরিতংময়া।
তৎসর্বং কৃপয়া দেব গৃহাণারাধনং মম।।

—ঃ বিসর্জ্জন ঃ—

করজোড়ে পাঠ করিবেন— ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরঃ।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ন বিদুঃ পরমং পরম্।।
ওঁ নমো মহাদেবায়।

ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া, **'ওঁ হোং মহাদেব ক্ষমস্ব'** এই মন্ত্রে সংহার মুদ্রায় নির্মাল্য (পুষ্প) গ্রহণ করিয়া অঙ্কিত ত্রিকোণ মণ্ডলে— **'ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ'** মন্ত্রে গৃহীতনির্মাল্য (পুষ্প) দিবেন।

নিক্ষেপ করিতে হয়। যথা—'দ্রব্যমন্নং ফলং তোয়ং শিবস্য ন স্পৃশেৎকচিৎ। ন নয়েচ্ছিব নির্ম্মাল্যং কূপে সর্বং বিনিক্ষিপেৎ।। (কালিকাপুরাণ)।। শিবের নিবেদিত নির্ম্মাল্য পত্র, পুষ্প বর্জন করতে হয়। শিবের নিবেদিত নির্ম্মাল্য অন্যদেবতাদের দেওয়া যাবে না। শিবের নিবেদিত নির্ম্মাল্য খাইলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যথা—'নির্ম্মাল্যঞ্চ নিবেদঞ্চ পত্রং পুষ্পঞ্চ বর্জয়েৎ। রুদ্রেণ ভুক্তং নির্ম্মাল্যং ন তথা দেবতান্তরৈঃ।। নির্ম্মালাঞ্চ নিবেদ্যঞ্চ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।।' (স্কন্দপুরাণ)।। শিবের নিবেদিত নির্ম্মাল্য পত্র, পুষ্প, ফল, জল গ্রহণ করলে দেহ অশুদ্ধ হয়। অশুদ্ধি নিবারণের জন্য শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করলে পবিত্র হওয়া যায়। যথা—'অগ্রাহ্য শিব নির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। শালগ্রামশিলা স্পর্শাৎ সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাম্।।' (তিথি তত্ত্বে)।। রুদ্রের নিবেদিত নির্ম্মাল্য ভোজন, রুদ্র যেটি পান করেছে সেটি পান, রুদ্রের আঘাত প্রাপ্ত নির্ম্মাল্য ঘ্রান করার কথা বলা আছে আবার নির্ম্মাল্য গ্রহণ নিষেধ করা আছে। যথা—'রুদ্রভুক্তং ভুঞ্জীয়াৎ, রুদ্রপীতং পিবেৎ, রুদ্রঘাতং জিঘ্রেৎ, রুদ্রেণ ভুক্তং দ্রব্যমশ্নন্তি, রুদ্রো পীতং পিবন্তি, তস্মান্নির্ম্মাল্যমেব ভক্ষ্যং পীতং নির্ম্মাল্যমেব নিষেধেতেতি।।' (বৃহজ্জাবালোপনিষদ্)।। পার্থিব শিবলিঙ্গে এই সমস্ত নির্ম্মাল্য গ্রহণের বিধি নিষেধ ভাবনা করতে নাই। যথা—'সুপ্রতিষ্ঠিতলিঙ্গে তু ন তথাপূর্ব্বভাবনা (পুরাণসংগ্রহ)।। **শিবলিঙ্গের কোন্ নির্ম্মাল্য গ্রহণ করতে নাই ঃ** শিবলিঙ্গের ঊর্দ্ধমুখের নাম ঈশান, এই ঊর্দ্ধমুখের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করতে নাই। কারণ-সমুদ্র মন্থনের সময় যে বিষ উত্থিত হয়েছিল, সেই বিষ ব্রহ্মাণ্ডকে নাশ করেদিত। শিব তাঁর করতালুতে করে এই তীগ্ন ও সূক্ষ্ম্য বিষটি পান করে কণ্ঠে ধারণ করেছেন। সেই বিষে সর্বদা জ্বালা হয়। মুখের উপর পত্র-ফুল-মনোহর উপচার নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য, সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হইলেও নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য। শিব বললেন হে দেবি এই নির্ম্মাল্য যে গ্রহণ করে সে ভ্রষ্ট হয়। তার নিষ্কৃতি নেই। যথা—'মধ্যস্থানস্থিতং যত্তু মুখঞ্চ পরমেশ্বরী। শ্যামল তত্তু ঈশানং সদা ঊর্দ্ধং শুচিস্মিতে। তেজোময়ং মহেশানি মুখমূর্দ্ধংবরাননে। ক্ষীরোদমথনে দেবি উত্থিতং গরলং মহৎ। ততঃ করতলীকৃত্য তদ্বিষং পরমেশ্বরী। নিপীতং তদ্বিষং সূক্ষং তীগ্নং ব্রহ্মাণ্ডনাশনম্। ততঃ প্রভৃতি

—ঃ বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—

একের অধিক শিবপূজা হইলে পূর্বপূজিত শিবকে বিসর্জ্জিত করিয়া পুনরায় মৃত্তিকা হরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিসর্জ্জন ক্রিয়াপর্য্যন্ত কর্ম সমাধা করিবেন। শেষের শিব পূজা করিয়া আত্ম সমর্পণ পর্য্যন্ত ক্রিয়া করিবেন। দক্ষিণান্তের পর বিসর্জ্জন করিবেন। অতঃপরশিবকে বিল্ববৃক্ষ / ধুতুরাবৃক্ষ তলে/গঙ্গানদীতে অথবা শিবাগারে প্রদান করিবেন।

শিবমুদ্রা ঃ- 'লিঙ্গ-যোনি ত্রিশূলাক্ষ-মালেষ্টাভী-মৃগাদয়াঃ। খট্বাঙ্গা চ কপালাখ্যা ডমরুঃ শিবতোষদাঃ।।' (মুদ্রা-নিঘন্টুঃ)।।

দেবেশি মুখং জ্বালায়তে সদা। কণ্ঠে তু গরলো ভুত্বা সদা তিষ্ঠতি কামিনি। পত্রং বা যদি বা পুষ্পং ফলং বা বরবর্নিনি। অনাদ্ধিপরমেশানি উপাচারং মনোহরং। যো দদ্যাৎ পরমেশানি তন্মুখোপরি পার্ব্বতি। অগ্রাহ্যং তত্তু নির্ম্মাল্যং সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ং যতঃ। এতত্তু পরমেশানি নির্ম্মাল্যং যস্তু ধারয়েৎ। স ভ্রষ্টো জায়তে দেবি নিষ্কৃতির্নাস্তি তস্য বৈ।।' (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র)।। **নির্ম্মাল্য গ্রহণে ফল ঃ** নির্ম্মাল্য গ্রহণে স্বর্গলাভ, নির্ম্মাল্যের দ্বারা মোক্ষ লাভ, পাপযুক্তে চণ্ডাল ও যদি নির্ম্মাল্য গ্রহণ করে সে নির্ম্মাল্যের অনুকম্পায় মোক্ষ লাভ করে। যথা—'নির্ম্মাল্যেন লভেৎ স্বর্গং নির্মালৈর্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ। পাপযুক্তোঽপি চণ্ডালো নির্মাল্য গৃহতে যদা। তদা মোক্ষং লভে দ্দেবি নির্ম্মাল্যস্য প্রসাদতঃ।। (মাতৃকাভেদতন্ত্র)।। **বিসর্জ্জিত শিবলিঙ্গ স্থাপন বিধি ঃ** বিল্বমূলে অর্থাৎ বিল্ববৃক্ষতলে শিবলিঙ্গ স্থাপন করলে চতুবর্গ ফল লাভ হয়,ধুতুরা বৃক্ষতলে স্থাপন করলে সাজুর্য্য লাভ হয়, জলে মুক্তি হয়। ভাগীরথীর জল ছাড়া পূজাও স্থাপন চলিবে না। যথা—'বিল্বমূলে চতুর্বর্গং ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্। ধুস্তুরে মম সাযুজ্যং জলে নির্ব্বানতামিয়াৎ।। জলে-গঙ্গাজলে, ন জলে স্থাপয়েচ্ছম্ভুং ভাগীরথী জলং বিনা। (শৈবাগমে)

বৈষ্ণবের প্রতি শিবপূজার নির্দেশ ঃ- শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বিরচিত শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ গ্রন্থে উল্লেখ আছে- সহস্র সহস্র জন্ম শিবের আরাধনার পর পাপক্ষয় হইলে ধীমান্ ব্যক্তি অবশেষে 'বৈষ্ণবতা' লাভ করিতে পারেন। যথা- 'জন্মান্তর সহস্রেষু সমারাধ্য বৃষধ্বজম্। বৈষ্ণবত্বং লভেদ্ধীমান্ সর্বপাপক্ষয়ে সতি।।' বিষ্ণুর অনন্যভক্তগণ শিবকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া সম্মান করেন। যথা- 'অতোহনন্য-ভক্তাঃ শ্রীশিবমপি বৈষ্ণবত্বেনৈব মানয়ন্তি।' (শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ)।।

শ্রীবিষ্ণু ব্যতিরেকে অন্য দেবতার প্রতি নিন্দা ঃ- সর্বদেব পরমেশ্বর শ্রীহরিই সর্বদা আরাধ্য বটেন, কিন্তু তদ্ব্যতীত অপর ব্রহ্মারুদ্রাদি-দেবগণ কখনও অবজ্ঞার যোগ্য বা পাত্র নহেন। যথা- 'হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মারুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন।।' (শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ)।। যিনি গোপালের পূজা করেন অথচ অন্য দেবতার নিন্দা করেন, তাঁহার পরমধর্মলাভ দূরে থাকুক, পূর্বধর্ম্মও বিনষ্ট হয়। 'গোপালং পূজয়েদ্ যস্তু নিন্দায়েদন্য দেবতাম্। অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্বধর্ম্মোহপি নশ্যতি।।' (শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ)।।

শ্রীশ্রী চণ্ডীপূজা

সঙ্কল্প ক্রিয়া সমাপন করিয়া বৃতব্রাহ্মণ (সাধক) গুরু, ঠাকুর ও ব্রাহ্মণদের প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন। অতঃপর মন্ত্রস্নানে নিজদেহশুদ্ধি, তিলক, শিখা বন্ধন, কুশধারণ, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, পুষ্পাদিশুদ্ধি, গন্ধাদির অর্চনা, আসনশুদ্ধি, গুরুপংক্তি প্রণাম, পঞ্চগব্য শোধন, পঞ্চামৃতশোধন স্থানশুদ্ধি, সূর্য্যপূজা, সূর্য্যার্ঘ্য, সম্বিদা শোধন, [প্রাতঃকালে সন্ধ্যা বন্দনাদি না হইলে এই সময় করিবেন। কামিনীপূজা, চৌরগণেশন্যাস] গুরুপূজা, গুর্ব্বাদির অর্চ্চনা, [বৈদিক সন্ধ্যা (গায়ত্রীপূজা সহকারে গায়ত্রীমন্ত্রজপ), বাণেশ্বর শিবের পূজা, ইষ্টপূজা করিবেন।] দ্বারদেবতার পূজা, মাষভক্তবলি, ভূতাপসারণ, বিঘ্নাপসারণ, পুনরায় আসন শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, অন্তমার্তৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহার মাতৃকন্যাস, হ্রীং মন্ত্রে প্রাণায়াম, হ্রীং মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া পীঠন্যাস করিবেন।

পীঠন্যাস

সাধারণ পীঠন্যাস করিয়া 'হ্রীংজ্ঞানাত্মনে নমঃ'(পৃষ্ঠানং- ৯১) এরপর তত্ত্বমুদ্রায় গন্ধ-পুষ্প লইয়া পীঠন্যাস করিবেন। হৃদয়ে—ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ, ওঁ উং জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ, ওঁ নন্দিন্যৈ মনঃ, ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ,ওঁ অং বিজয়ায়ৈ নমঃ, হৃদয়মধ্যে—ওঁ অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ, ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।

চণ্ডী পাঠ করিতে হয় কেন ঃ- শ্রী শ্রী দেবী তাঁর মাহাত্ম্যে বলেছেন-দেবী মাহাত্ম্য অর্থ্যাৎ চণ্ডীপাঠ করলে মহামারী জনিত সকল প্রকার উপদ্রব আধ্যাত্মিক (জ্বরাদি শারীরিক ব্যাধি ও মানসিক রাগদ্বেষাদি), আধিভৌতিক (ভূত প্রেতাদিজনিত ভয় ও প্রমাদাদি), আধিদৈবিক (দৈবকৃত বজ্রপাত ও দারিদ্র্যাদি) এই ত্রিবিধ উৎপাত অচিরেই বিনষ্ট হয়। যথা- 'উপসর্গানশেষাংস্তু, মহামারী সমুদ্ভবান্। তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম'।। সকল প্রকার শান্তি কর্মে, গ্রহপীড়ায়, দুঃস্বপ্নে চণ্ডীপাঠ শ্রবণ বিধেয়। যথা - 'উপসর্গাঃ শমংযান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণা। দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্ন-মুপজায়তে।।' দেবী তার মাহাত্ম্যে আরও বলেছেন - যে ব্যক্তি আমাকে পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, উত্তমগন্ধ, দীপ, ব্রাহ্মণ ভোজন, হোম ও স্নানজল, বিবিধ ভোগ ও দক্ষিণা দান দ্বারা এক বৎসর ব্যাপিয়া দিবানিশি পূজা করলে আমি যে প্রকার প্রীত হই, আমার চরিত্র শ্রবণ করলে আমি সেই প্রকার প্রীত হয়ে থাকি। যথা- 'পশু পষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ। বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্।। অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা। প্রীতির্ম্মে ক্রিয়তে সাম্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে।।' সুতরাং দেবীমহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।।

ঋষ্যাদিন্যাস

অস্যশ্রীসপ্তশতীস্তোত্র মন্ত্রস্য নারদঋষির্গায়ত্রীছন্দো দক্ষিণামূর্তির্দেবতা হ্রীং বীজং, স্বাহা শক্তিঃ মমেষ্টসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।

মস্তকে— ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে— ওঁ গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ।

হৃদয়ে— ওঁ মহাকাল্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

মস্তকে— ও বিষ্ণবে ঋষয়ে নমঃ। মুখে— ওঁ উষ্ণিক্‌চ্ছন্দসে নমঃ।

হৃদয়ে— ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

মস্তকে— ওঁ রুদ্রায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে— ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ।

হৃদয়ে— ওঁমহাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে— ওঁ হ্রীং বীজায় নমঃ।

দুইপায়ে— ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ।

করন্যাস ঃ— ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।

ওঁ হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হূং। ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাসঃ-

ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং।ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাংঅস্ত্রায় ফট্।

জগন্মাতা ভগবতী জগতের শান্তি স্বরূপাঃ- শ্রী শ্রী চণ্ডিকা জীবের শান্তি দাত্রী, সংসার মুক্তির হেতুভূতা,পরমা ব্রহ্মবিদ্যা রূপিনী, সনাতনী, সংসার বন্ধনের কারণ স্বরূপা, তিনি অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণু আদি সমস্ত দেবতাদের ঈশ্বরী। 'সা বিদ্যা পরমা মুক্তে র্হেতুভূতা সনাতনী। সংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।।' (শ্রী শ্রী চণ্ডী)।। এই দেবীকে স্মরণ বা পূজা করলে তাঁর আশীর্বাদে সমস্ত দুঃখ ঘুচে গিয়ে শান্তি পাওয়া যায়। অনুরূপে এই দেবী শান্তি দেবী নামে পরিচিতা।

সন্তানের একমাত্র অবলম্বন মা, বিপদে আপদে সম্পদে আনন্দে মা-ই তার অনন্য স্বরূপ, অভয়-আশ্রয়। শিশুতাই জন্ম মুহূর্ত্ত থেকে মাতৃমুখী। সে জানে তার মা আছে, আর কোন ভয় নেই। ঈশ্বরকেও মাতৃরূপে ভাবনা ভারতীয় অধ্যাত্ম জগতের ইতিহাসে বৈদিক যুগের আগে থেকেই শুরু। দেবতারা বিপদে পড়ে পরমা প্রকৃতি-আদ্যা শক্তি জননীর স্মরণাপন্ন হয়েছেন, উদ্ধারের জন্য। তার কৃপা না হলে জীবের বন্ধন ছেদন হয় না। তাই শান্তির হেতু মাতৃ আরাধনা কর্ত্তব্য।

—ঃ ধ্যান ঃ—

রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণ পুষ্প কূর্ম্মমুদ্রায় লইয়া দেবতার আকৃতি চিন্তা করিয়া একাগ্রমনে যেকোন একটি ধ্যান করিয়া ধ্যানপুষ্প ঘটে দিবেন—

১ ওঁ বন্ধুক কুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্।
স্ফুরচ্চন্দ্র-কলারত্ন-মুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্।।
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নত ঘটস্তনীং।
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ।।
দধতীং সংস্মরেন্নিত্য-মুত্তরাম্নায় মানিতাম্।।

২ ওঁ কালীং রত্ন-নিবদ্ধ-নূপুর-লসৎ-পাদাম্বুজামিষ্টদাং।
কাঞ্চী-রত্নদুকূল-হারললিতাং নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্।।
শূলাদ্যস্ত্রসহস্রমণ্ডিত-ভুজামুদ্বক্ত-পীনস্তনীং।
আবদ্ধামৃতরশ্মিরত্নমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্।।

৩ ওঁ যা চণ্ডী মধুকৈটভাদি দৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মূলিনী।
যা ধূম্রেক্ষণ চণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।।
শক্তিঃ শুম্ভ-নিশুম্ভ-দৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা।
সা দেবী নবকোটীমূর্ত্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।।

৪ ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপ-রত্ন-বেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং
দেবীংভজামিধৃতমুদগরবৈরিজিহ্বাম্।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

মানসপূজা

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ভক্তিভাবে হৃদয়ের কাছে ধরিয়া চণ্ডীদেবীর ধ্যান করিয়া ঐ ধ্যান পুষ্প নিজের মস্তকে দিবেন। হৃদয়দেশে বামকরতলের উপর দক্ষিণ করতল চিৎকরিয়া চোখ বন্ধ করিয়া চণ্ডীদেবীকে হৃৎপদ্মে বসাইয়া চণ্ডীদেবীর চরণে দেহমন প্রাণ ইন্দ্রিয় মনে মনে অর্পণ করিবেন, এবং মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন—পৃষ্ঠা নং—৯৩

বিশেষার্ঘ্যস্থাপন ঃ—পৃষ্ঠা নং—৯৪

পীঠপূজা

সাধারণ পীঠপূজার ন্যায় (পৃষ্ঠা নং-৯৫) হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ পর্য্যন্ত করিয়া গন্ধ-পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

মণ্ডলমধ্যে—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আং প্রভায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈং মায়ায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং জয়ায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং বিশুদ্ধায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঔং সুপ্রভায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং বিজয়ায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।

ঘটস্থাপন

স্বস্ববেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত মতে ঘটস্থাপন করিবেন।

সামবেদীয় ঘটস্থাপন পৃষ্ঠানং- ৯৭
যজুর্বেদীয় ঘটস্থাপন পৃষ্ঠানং- ৯৮
তন্ত্রোক্ত ঘটস্থাপন পৃষ্ঠানং- ১০০

কাণ্ডরোপণ—সূত্রবেষ্টন-কাণ্ডপূজা করিয়া আবাহন করিবেন।

আবাহন

রক্ত চন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণপুষ্প/জবা/অপরাজিতা/পদ্ম/দ্রোণ পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্পটি চণ্ডীদেবীর ঘটে সমর্পণ পূর্বক করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি দৈত্যদর্প-নিষুদিনি।
পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে।।

অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল-দূর্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন— ওঁ ভূভূর্বঃ স্বঃ দেবি চণ্ডিকে স্বকীয় পরিবারগণ সহিতে ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানাং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

করজোড়ে মন্ত্রপাঠ ঃ—

ওঁ দেবেশি ভক্তি সুলভে পরিবার সমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বাং সুস্থিরা ভব।।

অধিবাস

পৃষ্ঠা নং—১০৫। 'অমুক দেবতায়াঃ' স্থলে 'চণ্ডিকায়াঃ' হইবে।

মহাস্নান

শুদ্ধ জল দ্বারা পৌরাণিক মন্ত্রে মৃন্ময় প্রতিমা স্থলে দর্পণ প্রতিবিম্বে স্নান করাইবেন। (পৃষ্ঠানং-১০৮)।

গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা ঃ—

যথাশক্তি উপচারে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া (পৃষ্ঠা নং- ১১০) দেবতাদি অর্চ্চনা সমাপনান্তে শ্রীবিষ্ণু ও শিবের পূজা (পৃষ্ঠানং ১১৫) করতঃ প্রধান পূজা করিবেন।

প্রধান পূজা

রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করতঃ ধ্যান পুষ্প দেবীর ঘটে প্রদানপূর্বক উপচার উৎসর্গ (পৃষ্ঠানং-১১৬) করিয়া পঞ্চোপচারে/ দশোপচারে/ ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন।

ষোড়শোপচার

রজতাসন ঃ **ওঁ আসনং গৃহ্ণ চার্ব্বঙ্গি চণ্ডিকে পরমেশ্বরি।**
ভজস্ব জগতাং মাতঃ স্থানং দেহি প্রসীদ মে।।
ইদং রজতাসনম্ (পুষ্পাসনং) ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

স্বাগত ঃ ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগতাসি যতো দুর্গে মাহেশ্বরি মদাশ্রমম্।।

পাদ্য ঃ ওঁ পাদ্যং গৃহ্ণ মহাদেবি সর্ব্বদুঃখাপহারকম্।
ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে।।
ইদং পাদ্যং ওঁ হ্রীং চণ্ডি কায়ৈ নমঃ।

অর্ঘ্য ঃ ওঁ দূর্ব্বাক্ষতসমাযুক্তং বিল্বপত্রং তথাপরম্।
শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণার্ঘ্যং হরপ্রিয়ে।।
ওঁ নানা তীর্থোদ্ভবং বারি চন্দনেন সুবাসিতম্।
গৃহাণার্ঘ্যমিদং দেবি বিশ্বেশ্বরি নমোঽস্তুতে।।
ইদমর্ঘ্যং (যর্জুবেদে—এষঃঅর্ঘঃ) ওঁ হ্রীং চণ্ডি কায়ৈ স্বাহা।।

আচমনীয় ঃ ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভং।
গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্।।
ওঁ ইমা আপো ময়া ভক্ত্যা তব পাণিতলেঽর্পিতা।
আচাময় মহাদেবি প্রীতা শান্তিং প্রযচ্ছ মে।।
ইদমাচনীয়ং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

মধুপর্ক ঃ ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি।।
এষঃ মধুপর্ক ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ স্বধা।।

পুনরাচমনীয় ঃ ইমা আপো ময়া ভক্ত্যা তব পাণিতলেঽর্পিতা।
আচাময় মহাদেবি প্রীতা শান্তিং প্রযচ্ছ মে।।
ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

স্নানীয় জল ঃ ওঁ জলঞ্চশীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরম্।
স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং দেবি গৃহ্যতাম্।।
ইদং স্নানীয় জলং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

পুনরাচমনীয় ঃ ওঁ ইমা আপো ময়া ভক্ত্যা তব পাণিতলেঽর্পিতা।
আচাময় মহাদেবি প্রীতা শান্তিং প্রযচ্ছমে।।
ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

বস্ত্র ঃ ওঁ বহু তন্তু সমাযুক্তং পট্টসূত্রাদিনির্ম্মিতম্।
বাসো দেবি সুশুক্লঞ্চ গৃহাণ বরবর্ণিনি।।
ওঁ তন্তুসন্তান-সন্নদ্ধং রঞ্জিতং রাগবস্তুনা।
দুর্গে দেবি ভজ প্রীতিং বাসস্তে পরিধীয়তাম্।।
ইদং বস্ত্রং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

পুনরাচমনীয় ঃ ওঁ ইমা আপো ময়া ভক্ত্যা তব পাণিতলেঽর্পিতা।
আচাময় মহাদেবি প্রীতা শান্তিং প্রযচ্ছমে।।
ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

আভরণ ঃ ওঁ দিব্যরত্নসমাযুক্তা বহ্নিভানুসমপ্রভাঃ।
গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারাঃ সুরেশ্বরি।
ইদমাভরণং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

শঙ্খাভরণ ঃ ওঁ মহোদধিসমুদ্ভূতাঃ সর্ব্বদেবীপ্রিয়াঃ সদা।
ময়া নিবেদিতাঃ শঙ্খবলয়া ভূষণায়তে।।
ইদং শঙ্খাভরণং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

গন্ধ ঃ ওঁ শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাংনৈব চ নৈব চ।
ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্।।
এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

পুষ্প ঃ ওঁ পুষ্পং মনোরমং দিব্যং সুগান্ধি দেবনির্ম্মিতম্।
হৃদ্যমদ্ভুতমাঘ্রেয়ং দেবিং দত্তং প্রগৃহ্যতাম্।।
এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ বৌষট্।

কি কি পুষ্প দ্বারা শক্তি (দুর্গা-চণ্ডী) দেবীর পূজা করিতে হয় ঃ- যে ব্যক্তি মল্লিকা, রক্ত পদ্ম, শ্বেত পদ্ম, শাই, চাঁপা, অশোক, পদ্মের মধ্যবীজকোষ, দ্রোণ, করবী, কুঙ্কুম, নাগকেশর পুষ্প দ্বারা দুর্গা দেবীর পূজা করে সে দেবীর পরম পদে যায়। যথা —'মল্লিকামুৎপলং রম্যং সমীপুন্নাগ-চম্পকম্। অশোকং কর্ণিকারঞ্চ দ্রোণপুষ্পং বিশেষতঃ। করবীরং সমীপুষ্পং কুঙ্কুমং নাগকেশরম্। যঃ প্রযচ্ছতি দুর্গায়ৈ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্।।' (ভবিষ্যপুরাণ)। মালতী, মল্লিকা, জাতী, যুঁই, মাধবী, টগর, পদ্মের মধ্যস্থিত বীজকোষ, দ্রোণ, রক্তপদ্ম, চাঁপা, অশোক, শালুক, শেফালি, কদম, কেতকী, বনমালী, কুসুম, পলাশ, শ্বেতপদ্ম, বকুল, লবঙ্গ, নাগকেশরের পুষ্প বা পত্র দুর্গা দেবীর প্রিয়, এই এই পুষ্প ও পত্র দ্বারা দুর্গাদেবীর পূজা করিতে হয়। যথা—'মালতী মল্লিকা জাতী যূথিকা মাধবী তথা। তগরঃ কর্ণিকারশ্চ দ্রোণমুৎপল চম্পকৌ। অশোকঃ কুমুদশ্চৈব শেফালিকাকদম্বকৌ। কেতকী বনমালী চ কুসুম্ভ কিংশুকস্তথা।। কল্হারং বকুলঞ্চৈব লবঙ্গনাগকেশরৌ। এতান্যপি প্রিয়াণি স্যুর্ন পত্রৈরর্চয়েচ্ছিবাম্।।' (শাক্তানন্দতরঙ্গিনী)।। পদ্মে করবীরে দুটি, কুমুদে দুটি, কেতকীতে দুটি, শ্বেতপদ্মে পারুলপুষ্পে - নাগ - চাঁপা, সোদালি, পদ্মের মধ্যস্থিত বীজকোষ, পাবন্তী, নবমল্লিকা সকোরন্টক, পলাশ, অশোক, মল্লিকা, ধুতূরা, শাল, বিল্ব, অর্জুন, মণিপুষ্প ও অন্যান্য ফুলগুলিতে সুগন্ধ (চন্দন) পত্রপুষ্প দ্বারা পূজা করিতে হয়। যথা—'কমলে করবীরে দ্বে কুমুদে তুলসী দ্বয়ম্। জাতি দ্বয়ম্ কেতকে দ্বে কহ্লারং চম্পকোৎপলে। কুন্দ-মন্দার-পূন্নাগ-পাটলা-নাগ-চম্পকম্। আরগ্বধং কর্ণিকারং পাবন্তী নবমল্লিকা। সৌগন্ধিকং সকোরন্টং পলাশাশোকমল্লিকাঃ। ধুস্তূরং সর্জকং বিল্বমর্জুনং মুনিপুষ্পকম্। অন্যান্যপি সুগন্ধীনি পত্র পুষ্পাণি দেশিকৈ উপদিষ্টানি পূজায়ামাদদীত বিচক্ষণঃ।।' (সারদাতিলকে)।। কৃষ্ণা অপরাজিতা ফুল সাক্ষাৎ ভদ্রকালী, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। করবী এবং দ্রোণফুল ভুবনেশ্বরী। জবাপুষ্প সাক্ষাৎ ভগবতী (দুর্গা), ইনি সর্ববিদ্যারূপিনী। যে সাধক এই সকল পুষ্প দ্বারা জগন্মাতার পূজা করে সে শিবস্বরূপ। যথা—'কৃষ্ণাপরাজিতা সাক্ষাদ্ভদ্রকালী ন সংশয়ঃ। করবীরঞ্চ ভুবনা দ্রোণং ভুবন সুন্দরী।। জবা সাক্ষাদ্ ভগবতী সর্ববিদ্যা স্বরূপিনী। যে সাধকা জগন্মাতরর্চয়ন্তি শিবপ্রিয়াম্। অতৈশ্চ কুসুমৈশ্চণ্ডি স শিবো নাত্র সংশয়ঃ।।' (পুরশ্চরণসোল্লাসে)।। **কি কি পুষ্প দ্বারা শক্তি (দুর্গা, চণ্ডী) দেবীর পূজা করিতে নাই ঃ-** পীতঝিন্টি, শ্বেতঝিন্টি, টগর, শ্বেতজবা দ্বারা দেবী পূজা নিষিদ্ধ। যথা—'ঝিন্টিপুষ্পেণ পীতেন শ্বেতেন তগরেণ চ। শ্বেতোদ্ভ্রেন চ পুষ্পেণ বর্জয়েৎ পূজনং সদা।।' (বৃহন্নীলতন্ত্র)।। মলিন ভূমিকৃমিকেশাদি দূষিত , অঙ্গ স্পৃষ্ট, ঘ্রাণ লওয়া হয়েছে এবং বাসিপুষ্প সর্বদা ত্যাগ করা উচিত। যথা—'মলিনং ভূমিসংস্পৃষ্টং কৃমিকেশাদি দূষিতম্। অঙ্গস্পৃষ্টং সমাঘ্রাতং ত্যজেৎ পর্য্যুষিতং গুরুঃ।।' (সারদায়)।। তুলসী, মন্দারকুসুম, কহ্লারপুষ্প, তমালপুষ্প, কুশ ও কাশের দ্বারা দেবীপূজা নিষিদ্ধ। যথা—'তুলস্যৌ দ্বে চ মন্দার কহ্লারজ-তমালজৈঃ। নার্চয়েত্তু মহাদেবীং কুশকাশোদ্ভবেন চ।।' (যোগিনীতন্ত্রে)।। শিখাযুক্ত জবাপুষ্প দিয়া দেবীপূজা

বিল্বপত্রঃ ওঁ তুরীয়বন সম্ভূতং নানাগুণ মনোহরম্।
আনন্দ সৌরভং বিল্বপত্রমেতৎ প্রগৃহ্যতাম্।।
এতানি সচন্দন বিল্বপত্রাণি ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

ধূপ ঃ ওঁ বনস্পতিরসোদিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুরভোজনঃ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।
এষধূপঃওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

দীপ ঃ ওঁ অগ্নিজ্যোতিঃ রবিজ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ।
জ্যোতিষামুত্তমো দুর্গে দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।
এষ দীপ ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

কজ্জ্বল ঃ ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবেশি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে।
চক্ষুষামঞ্জনং হৃদ্যং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্।।
ইদং নেত্রাঞ্জনং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

নৈবেদ্য ঃ ওঁ আমান্নং ঘৃত সংযুক্তং নানাদ্রব্য সমন্বিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি।।
ইদং সোপকরণামান্ন নৈবেদ্যং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

ফলমূলাদি নৈবেদ্য ঃ ওঁ ফলমূলানি সর্ব্বাণি গ্রাম্যরণ্যানি যানি চ।
নানাবিধ সুগন্ধীনি গৃহ্ণ দেবি মমাচিরম্।।
এতানি ফলমূল নৈবেদ্যানি ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

নিষিদ্ধ, সেইহেতু জবা অর্থাৎ পুংকেশর চক্র বাদ দিয়া দেবীপূজা করিতে হয়। যথা—'শিখাযুক্ত জবা-পুষ্পৈর্নার্চয়েৎ পরমেশ্বরীম্'।। (বরদাতন্ত্র)।। ত্রিপুরাসুন্দরী-ভৈরবী-কালী-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সূর্য্য এই সমস্ত দেবতাদের তুলসী বিনা পূজা করিলে সেই পূজা নিষ্ফল হয়। যথা-'সুন্দরী-ভৈরবী-কালী-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-বিবস্বতাম্। বিনা তুলস্যা যা পূজা সা পূজা বিফলা ভবেৎ'। (তন্ত্রসার)।। সাবিত্রী, ভবানী, দুর্গা, সরস্বতী দেবীকে তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করিলে সমৃদ্ধলাভ হয়। রাত্রিতে রহস্য পূজায় তুলসী বর্জন করিতে হয়, তুলসীর ঘ্রাণে চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হন। যথা—'সাবিত্রীঞ্চ ভবানীঞ্চ দুর্গাদেবীং সরস্বতীম্। যোঽর্চয়েত্তুলসীপত্রৈঃ সর্বকামৈঃ সমৃদ্ধ্যতে। রাত্রৌ রহস্যপূজায়াং তুলসীং বর্জয়েৎ সদা। তুলসী ঘ্রাণমাত্রেণ ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকা।।' (শক্তিযামল)।। রক্তকুন্দ, শ্বেতদূর্বা, নীলকণ্ঠ (ময়ূরশিখাপুষ্প) ও কুরুন্টক দেবীকে দিতে নাই। যথা—'রক্তমাঘ্যং শ্বেতদূর্বাং নীলকণ্ঠং করুন্টকম্। ন দদ্যাচ্চ মহাদেব্যৈ যদীচ্ছেচ্ছুভ্মাত্মনঃ।।' (কৌলাবলীয়ে)।। **দুর্গাপূজায় দূর্ব্বাদানের নিয়ম ঃ-** দুর্গাপূজা দুর্ব্বাছাড়া করিতে নাই। দুর্ব্বা হইল সর্বপুষ্পময়ী সেই হেতু যত্ন করিয়া দুর্গাপূজায় দূর্ব্বাগ্রহণ করিতে হয়। যথা—'বিনা হি দূর্বয়া দেবী-পূজা নাস্তীহ কহির্চিৎ। তস্মাদূর্ব্বা গ্রহীতব্যা সর্ব্বপুষ্পময়ী শিবে।।' (মৎস্যসূক্ত)।।

রচনানৈবেদ্য ঃ ওঁ নানাফল সমাযুক্তাং নানাবর্ণপ্রপূরিতাম্।
রচনাং তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরি।।
এষা রচনা ওঁ হ্রীং চণ্ডিকাযৈ নমঃ।
অথবা—ইদং/এতৎ রচনানৈবেদ্যং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

লড্ডুক ঃ ওঁ লড্ডুকং ষড়্‌রর্সৈযুক্তং দুগ্ধখণ্ডাদিনির্ম্মিতম্।
সুমিষ্টং মধুরং দেবি গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি।।
ইমানি লড্ডুকানি ওঁ হ্রীং চণ্ডিকাযৈ নমঃ।।

পানার্থজল ঃ ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধি সুমনোহরম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।
ইদং পানার্থ জলং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকাযৈ নমঃ।।

তাম্বুল ঃ ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম্।।
ইদং তাম্বুলং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকাযৈ নমঃ।।

শ্রীফলপত্রমাল্য ঃ ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীযুক্তং মহাদেবপ্রিয়ং সদা।
পবিত্রং তে প্রযচ্ছামি শ্রীফলীয়ং সুরেশ্বরি।।
ইদং শ্রীফলপত্রমাল্যং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকাযৈ নমঃ।।

পুষ্পমাল্য ঃ ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্প সমন্বিতম্।
শ্রীযুক্তং শোভনং মাল্যং গৃহাণ পরমেশ্বরি।।
ইদং পুষ্পমাল্যং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকাযৈ নমঃ।।

সিন্দূর ঃ ওঁ রঞ্জনং সর্ব্বলোকানাং শ্রিয়া পরময়াযুতম্।
সিন্দূর তিলকং তেঽস্তু ললাট তটমণ্ডলম্।।
ইদং সিন্দূরম্ ওঁ হ্রীং চণ্ডিকাযৈ নমঃ।

ঘণ্টাবাদ্য ঃ ওঁ আনন্দজনকং দেবি শক্রাদীনাং জয়প্রদম্।
উৎসাহজনকং রম্য, বাদ্যং তব নিবেদিতম্।।
ইদং ঘণ্টাবাদ্যং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকাযৈ নমঃ।।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ১। ওঁ সংগ্রামে বিজয়ং দেহি, ধনং দেহি গৃহে মম।
ধর্ম্ম-কামার্থ সম্পত্তিং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে।।
এষপুষ্পাঞ্জলি ওঁ হ্রীং চণ্ডিকাযৈ নমঃ।।

২। ওঁ আয়ুর্দ্দাতু মে কালি, পুত্রান্ দেহি সদাশিবে।
ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশো মম।।

এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

৩। ওঁ অর্ঘ্যং পুষ্পঞ্চ নৈবেদ্যং মাল্যং মলয়বাসিনি।
গৃহাণ বরদে দেবি কল্যাণং কুরু মে সদা।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

প্রার্থনাঃ- ওঁ আয়ুর্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে।।
ওঁ ভগবতি ভয়োচ্ছেদে ভবতারিণি কামদে।
শঙ্করি কৌশিকী ত্বং হি কাত্যায়ণি নমোঽস্তুতে।।
ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে।
কুলদ্যোতকরে দেবি জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে।।
ওঁ দুর্গোত্তারিণি দুর্গে ত্বং সর্বাশুভনিবারিণি।
ধর্ম্মার্থ মোক্ষদে দেবি নিত্যং মে বরদা ভব।।
ওঁ দুর্গে দুর্গে মহাভাগে ত্রাহি মাং শঙ্করপ্রিয়ে।
মহিষাসৃঙ্মদোন্মত্তে প্রণতোঽস্মি প্রসীদ মে।।
ওঁ হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভম্।
হর রোগং হর ক্ষোভং হর মারীং হরপ্রিয়ে।।
ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি।
ধর্ম্মার্থ মোক্ষদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।
ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি।
আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে।।

গায়ত্রী জপঃ ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে ত্রিপুরায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ ক্লীং।। এই গায়ত্রী ১০ বার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

জপ সমর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডুশ কুশের জল-গন্ধ-পুষ্প-দূর্বা-আতপচাল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় বামকরে জপ সমর্পণ করিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।।
এতৎ জপফলং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়াঃ বামকরে সমর্পিত মস্তু।।

মূলমন্ত্র জপ ঃ 'হ্রীং' মন্ত্র ১০ বার জপ করিয়া পূর্বনিয়মে জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া 'ওঁ হ্রীং চণ্ডিকাং তর্পয়ামি স্বাহা।'

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া 'ওঁ হ্রীং চণ্ডিকামভিষিঞ্চামি নমঃ'

বলিয়া নিজমস্তকে জল দিবেন।

দেবীকে সিন্দূর প্রদান পূর্বক পুনরায় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।।

প্রণাম ঃ **ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।**
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।
শরণাগতদীনার্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

শিবপূজা

আবাহন ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া আবাহন মন্ত্রপাঠ করিবেন—ওঁ ত্রিলোচনোপেতং পঞ্চবক্ত্রং বৃষারূঢ়ং। কপালশূল-খড়্গ-খট্টাঙ্গধারিণং চন্দ্রমৌলিং সদাশিবমাদিত্যাধিদেবং রুদ্রমাবাহয়ামি। ওঁ ভগবন্ রুদ্র ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ। পূজাঃ কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন—

শিবের ধ্যান ঃ ওঁ শান্তাকারং শিখরশয়নং সর্পহারং সুরেশং।
বিশ্বাধারং স্ফটিক সদৃশং গৌরবর্ণং শুভাঙ্গম্।।
গৌরীকান্তং ত্রিনয়নযুতং যোগীর্ভিধ্যানগম্যং।
বন্দে শম্ভুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈক নাথম্।।
এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।

পূজাঃ এষগন্ধঃ ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।
এতানি পুষ্পাণি ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।
এষ ধূপ ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।
এষ দীপ ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।
এতৎ সোপকরণনৈবেদ্যং ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।
এতৎ আচমনীয়জলং ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।
এতৎ পানীয়জলং ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।
এতৎ আচমনীয়জলং ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।
এতৎ ফলতাম্বুলং ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।

এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ হৌং শিবায় নমঃ। (তিনবার)

শিবগায়ত্রী ঃ ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নোঃ রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।। যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

বীজমন্ত্র ঃ 'ওঁ হৌং' যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া 'ওঁ হৌং শিবং তর্পয়ামি নমঃ'।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া 'ওঁ হৌং শিবমভিষিঞ্চামি নমঃ'। বলিয়া নিজমস্তকে জল দিবেন।

প্রণাম ঃ করজোড়ে—**ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।**
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।।

গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাং কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গং গণেশায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং সিংহায় মহাবলায় হ্রীং হ্রীং বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং হং মহিষায় হূং হূং হ্রীং হ্রীং মহিষাসুরায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং নাগপাশায় নমঃ।

সিংহ কেন দুর্গার বাহন ঃ দেবী দুর্গার বাহন সিংহ। সত্যিই দেবী দুর্গার বাহন সিংহ। সত্যিই দেবী দুর্গার সহিত সিংহের অনুপম মিল খুঁজে পাই। যদিও কালিকা পুরাণের মতে 'হরি' সিংহ রূপে দেবীকে বহন করছেন। সিংহ দুর্গার বাহন কারণ নিখিল সম্রাজ্ঞী দেবী দুর্গার ন্যায় সিংহ কেশরী, মহিষাসুর মর্দ্দিনী দেবীর মতো মহিষের সঙ্গে যুদ্ধে সিংহ যোগ্যতম প্রতিযোদ্ধা। যদি শক্তির দিক থেকে বিচার করা হয় মহাশক্তিময়ী দেবীর বাহন হওয়ার ক্ষমতা সিংহের রয়েছে। তাছাড়াও দেবীপুরাণের মতে সিংহের অঙ্গে অঙ্গে শক্তি। সিংহ সর্বদা দেবীর পদতলে শরণাগত। পশুত্বের (অশুভত্বের) বিনাশ করে দেবত্বকে জাগ্রত করার আত্মসমর্পণের শিক্ষা আমরা সিংহের থেকে পাই। জীব সত্তাকে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে হয়। তখনই মাতৃ করুণা লাভ করা যায়। তাছাড়া সিংহ রজগুণের প্রতীক, তাই (মাতৃ/দেবী) সত্ত্বগুণের সহিত রজোগুণের গাঁটছড়ার ফলে ঘটে সমষ্টির কল্যাণ। তাই একাধারে জাতির মঙ্গলের জন্য যেমন রজোগুণের সাধনা করা চাই, অপরদিকে সেই শক্তি দিয়ে মানবের কল্যাণের জন্য সত্ত্বগুণ অনুশীলনের শিক্ষা দরকার। তাই মহামায়ার সহিত বাহন হিসেবে সিংহের যে মেলবন্ধন তারই সাযুজ্য বহন করে।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং জয়ায়ৈ হ্রীং হ্রীং জয়ায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হ্রীং বিজয়ায়ৈ হ্রীং ঐং বিজয়ায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং চণ্ডীদেব্যা আবরণদেবতাভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ত্রিশূলাদি অস্ত্রেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং চতুঃষষ্টিযোগিনীভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং কোটি যোগিনীভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং ব্রহ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং জয়ন্তাদিভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং বটুকগণেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং হেতুকাদিক্ষেত্রপালেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং অসিতাঙ্গাদিভৈরবেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং কাল্যাদিদশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং শৈলপুত্র্যাদিনবদুর্গাভ্যো নমঃ।

পুর্নদেবী পূজা ঃ ..... পুনঃ পুষ্পাঞ্জলি।

জপ ঃ হ্রীং মন্ত্র জপ করতঃ সমর্পণ করিয়া নবার্ণ মন্ত্র জপ করিবেন।

নবার্ণ মন্ত্র বা নবাক্ষর মন্ত্র জপ ঃ ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং হলীং হ্রীং ক্লীং নমঃ।
অথবা—ঐঁ হ্রীং ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে। এই মন্ত্র ১০৮ বার বা যথাশক্তি জপ

নবার্ণ শব্দের ও মন্ত্রের অর্থ ঃ নব + অর্ণ = নবার্ণ। নব অর্থে নয়টি (৯), অর্ণ অর্থে বর্ণ। নবার্ণমন্ত্রে নয়টি বর্ণ থাকায় এই মন্ত্রের নাম হয়েছে নবার্ণ মন্ত্র। নবার্ণমন্ত্রের অর্থ-হে চিৎআনন্দরূপিনী, ব্রহ্মমহিষি, চণ্ডি ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য আমরা তোমার ধ্যান করি, তুমি আমাদের দুঃখ হরণ কর। **ঐং শব্দের অর্থ ঃ-** 'ঐ' শব্দ বিন্দুর দুঃখ হরার্থক, 'ঐ' অর্থে সরস্বতী, 'ং' অর্থে দুঃখহরণ। জ্ঞান অজ্ঞান নাশ করে সেই চিৎশক্তিরূপা মহাসরস্বতীকে এখানে সম্বোধন করে বলা হয়েছে - মহাসরস্বতি দুঃখ হরণ করুন। **হ্রীং শব্দের অর্থ ঃ-** 'হ্' শব্দে শিব, 'র' অর্থে প্রকৃতি, ঈ অর্থে মহামায়া লক্ষ্মী, ঁ অর্থে জগজ্জননী, ং অর্থে দুঃখহরণ। অতএব 'হ্রীং' শব্দের অর্থ হল এখানে মহালক্ষ্মীকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে মহাদেবের শক্তি মহামায়া মহালক্ষ্মী জগজ্জননী দুঃখ হরণ করুণ। নিত্যযুক্তপদ দ্বারা মহালক্ষ্মীকে বোঝানো হয়েছে। **ক্লীং শব্দের অর্থ ঃ-** 'ক' অর্থে কালী, 'ল' অর্থে ঐশ্বর্যশালী, 'ঈ' অর্থে তুষ্টি, 'ং' অর্থে সুখপ্রদত্ত দুঃখ নাশক। এখানে ক্লীং শব্দের অর্থ পরাৎপর পদ দ্বারা অর্থভূতা আনন্দরূপা মহাকালীকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—মহামায়া মহাকালী ব্রহ্মস্বরূপ জগজ্জননী আমায়

করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

উৎকালন মন্ত্র ঃ ওঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ চণ্ডিকে উৎকীলনং কুরু কুরু স্বাহা। এই মন্ত্র ৭ বার জপ করিবেন।

শাপোদ্ধার মন্ত্র ঃ ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ শ্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ চণ্ডিকে শাপানুগ্রহং কুরু কুরু স্বাহা। এই মন্ত্র ৭ বার জপ করিবেন।

জপ সমর্পণ ঃ দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডুষ কুশের জল-গন্ধ—পুষ্প-দূর্বা-আতপচাল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় বামকরে জপ সমর্পণ করিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।।

এতৎ জপফলং হ্রীং চণ্ডিকায়াঃ বামহস্তে সমর্পয়ামি

তর্পণ ঃ ওঁ হ্রীং চণ্ডীং তর্পয়ামি স্বাহা।

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া—**ওঁ হ্রীং চণ্ডীমভিষিঞ্চামি নমঃ।**

দেবীমাহাত্ম্য পুস্তক পূজা ঃ আধারে পুস্তক রাখিয়া পূজা করিবেন।

এষগন্ধঃ ওঁ দেবীমাহাত্ম্যপুস্তকায় নমঃ।

এতৎ পুষ্পম্ ওঁ দেবীমাহাত্ম্যপুস্তকায় নমঃ।

এষ ধূপ ওঁ দেবীমাহাত্মপুস্তকায় নমঃ।

এষ দীপ ওঁ দেবীমাহাত্ম্যপুস্তকায় নমঃ।

এতৎ সোপকরণামান্ননৈবেদ্যং ওঁ দেবীমাহাত্ম্যপুস্তকায় নমঃ।

প্রণাম ওঁ দেবীমাহাত্ম্যপুস্তকায় নমঃ।

পঞ্চোপচারে মহর্ষিবেদব্যাস দেবের পূজা করিবেন—

এষ গন্ধঃ ওঁ বেদব্যাসায় নমঃ।

এইরূপে সরস্বতী দেবীর যথোপচারে পূজা করবেন—

এষগন্ধঃ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।

ভোগ নিবেদন ঃ পৃষ্ঠানং- ১২৯

দেবীমাহাত্ম্য পাঠ ঃ একদিনে একইব্যক্তি ২/৩ রূপ দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে দেবীসূক্ত, অর্গলস্তোত্র, কীলকস্তব কবচ ও ঋষ্যাদি করিয়া একরূপ পাঠ করিবেন। দ্বিতীয় রূপে/তৃতীয় রূপে প্রথম অধ্যায় থেকে পাঠ করা যায়,

---

সন্তোষ ও সুখ দিন এবং আমার দুঃখ হরণ করুণ। চামুণ্ডাঃ- যিনি বুদ্ধি বা সুখ সমুহের মুণ্ডের স্বরূপ শ্রেষ্ঠ স্থানে অবস্থিতা তিনিই চামুণ্ডা। যথা—'চানাং বুদ্ধীনাং বা সুখানাং মুণ্ডমিব স্থিতা যা।।' বিচ্চে ঃ- বিৎ + চ + ঈ। 'বিৎ' অর্থে জ্ঞান, 'চ' অর্থে সত্য বা আনন্দ, এটি অব্যয়। অতএব বিচ্চে অর্থে - সর্বদা আনন্দ রূপিনি। ডামরতন্ত্রে নবার্ণ মন্ত্রের অর্থ উল্লেখ আছে—'নির্ধূতনিখিলধ্বান্তে নিত্যমুক্তে পরাৎপরে। অখণ্ড ব্রহ্মবিদ্যায়ৈ চিৎসদানন্দরূপিনী।। অনুসন্দধমহে নিত্যং বয়ং ত্বাং হৃদয়াম্বুজে। ইত্থং বিশদয়েত্যেষা যা কল্যাণী নবাক্ষরী।। অস্যা মহিমলেশোঽপি গদিতুং কেন শক্যতে। বহূনাং জন্মনামন্তে প্রাপ্যতে ভাগ্যগৌরবাৎ।।'

দেবীসূক্ত, অর্গলাস্তোত্র, কীলকস্তব কবচ পাঠ না করিলেও চলে। পাঠান্তে দক্ষিণহস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূজাধারে দিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।।
এতৎ জপফলং ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়াঃ বামহস্তে সমর্পয়ামি।
মূলমন্ত্র জপ—জপ সমর্পণ—প্রাণায়াম—পুনঃপূজা।
আরতি ঃ পৃষ্টানং- ১৪৩
হোমের পর দক্ষিণান্ত আছিদ্রাবধারণ—বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

চণ্ডীপাঠের নিয়ম ঃ—

১। শুদ্ধভাবে একমন হইয়া সন্ধ্যা ও আহ্নিকাদি-নিত্যকর্ম সমাপন পূর্ব্বক পূর্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া পবিত্রমনে দেবী শ্রীশ্রী চণ্ডীমাতার পূজা করিবেন।

২। দেবী শ্রীশ্রী চণ্ডীমাতার পূজা শিবে, চণ্ডীপুস্তকে, মণ্ডলে, প্রতিমাতে যন্ত্রে, জল বা শালগ্রাম শিলাতে করিতে হয়। যথা—"লিঙ্গস্থাং পূজায়েদ্দেবীং পুস্তকস্থাং তথৈব চ। মণ্ডলস্থাং মহামায়াং যন্ত্রস্থাং প্রতিমাসু চ। জলস্থাং বা শিলাস্থাং বা পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।।"

৩। দেবী শ্রীশ্রী চণ্ডীমাতার পূজা অপরাজিতা, জবা, শ্বেত ও রক্তকরবী এবং দ্রোণপুষ্প দিয়া করিতে হয়। কারণ এইসব যন্ত্রপুষ্পে দেবী বাস করেন। যথা—"যথাপরাজিতা পুষ্পং জবাপুষ্পঞ্চ বিদ্যতে। করবীবে শুক্লরক্তে দ্রোণঞ্চযত্র তিষ্ঠতি তত্রদেবী বসেন্নিত্যং তদ্‌যন্ত্রে চণ্ডিকার্চনম্।।

৪। পবিত্রমনে ভক্তিভাবে অর্থবোধ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়।

৫। চণ্ডীপুস্তকটি হাতে ধরিয়া, মাটিতে বা মাটির পাত্রে রাখিয়া পাঠ করিতে নাই। কোনো আধারে রাখিয়া পাঠ করিতে হয়। যথা- 'আধারে স্থাপয়িত্বা তু পুস্তকং পূজয়েৎ সুধী। হস্তসংস্থাপনাদেব যস্মাদৈ বিফলং ভবেৎ।।' (নির্নয়সিন্ধু)।।

৬। চণ্ডীপুস্তকটি না দেখিয়া মুখস্থ পাঠই শুভফলদায়ক। মুখস্থপাঠে অক্ষম হইলে চৌকিতে বা কোনো আধারে চণ্ডীপুস্তকটি রেখে বিসর্গ, অনুস্বার, দীর্ঘস্বর, হ্রস্বস্বর যথাযথ উচ্চারণ করে খুবজোরেও নয়, খুবআস্তেও নয়, খুব ধীরেও নয়, মধ্যমভাবে বর্ণের উচ্চারণ মধুর ও স্পষ্ট করিয়া পাঠ করিতে হয়।

৭। কোনো অধ্যায় পাঠ করা কালীন কারো সঙ্গে কথা বলা, বিশ্রাম নেওয়া, গাভাঙ্গা, হাইতোলা, ঘুমান, থুথুফেলা, হাঁচি, অন্যমনস্ক হওয়া উচিত নয়। কোনোক্রমে এইসকল কর্ম ঘটিলে পুনরায় দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিয়া বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক অধ্যায়ের প্রথম হইতে পাঠ করিতে হবে।

৮। কোনো অধ্যায় পাঠ চলাকালীন কোনো কারণবশতঃ আসন ত্যাগ করিলে পুনরায় আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, আসনশুদ্ধি ও প্রণায়াম করিয়া সেই অধ্যায়ের প্রথম হইতে পাঠ করিতে হয়।

৯। নিজে পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে জ্ঞানী ব্রাহ্মণদ্বারা পাঠ করাইবেন। জিতেন্দ্রিয়, সদাচারসম্পন্ন, কুলীন, সত্যবাদী, শাস্ত্রজ্ঞ, লজ্জাশীল, দয়াবান্ ও চণ্ডীপাঠে অভ্যস্ত ব্রাহ্মণ বা সাধককে চণ্ডীপাঠে বরণ করতে হয়। যথা- 'জিতেন্দ্রিয়ান্ সদাচারান্ কুলীনান্ সত্যবাদিনঃ। ব্যুৎপন্নাংশ্চ চণ্ডীপাঠরতান্ লজ্জাদয়াবতঃ।।'

১০। চণ্ডীপুস্তক সকলবর্ণের মানুষ পাঠ করতে পারেন। কেবল অপরের জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যবর্ণের অধিকার নাই।

১১। চণ্ডীপুস্তকটি গানের মতো সুর না করিয়া, দ্রুতপাঠ করিয়া, মাথা নাড়িয়া, মুখবিকৃতি করিয়া, ক্ষীণকণ্ঠে, অর্থ না জানিয়া, নিজ হাতে লিখিয়া পাঠ করিতে নাই। যথা—'গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী স্বয়ং লিখিত পাঠকঃ। অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকামধমঃ।। (যাজ্ঞবল্ক্য)।। নিজের হাতে লিখিত অপণ্ডিত কর্ত্তৃক এবং অব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক লেখনী দ্বারা লিখিত পুস্তক পাঠ করিলে ফল হয় না। যথা-'স্বয়ঞ্চ লিখিতং যচ্চ কৃতিনা লিখিতং ন যৎ। অব্রাহ্মণেন লিখিতং তচ্চাপি বিফলং ভবেৎ।।' (বারাহীতন্ত্র,মৎস্যসূক্ত,তিথিতত্ত্বধৃত)। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক লেখনী দ্বারা যাহা লিখিত, মুদ্রা দ্বারা যাহা অঙ্কিত, এবং যাহা শিল্পনির্ম্মিত, তাহা সর্বদা পাঠ্য ও ধার্য্য। যথা-'লেখন্যা লিখিতং বিপ্রৈমুর্দ্রাভিরঙ্কিতঞ্চ যৎ। শিল্পাদিনির্ম্মিতং যচ্চ পাঠ্যং ধার্য্যঞ্চ সর্বদা।' (খড়্গমালাতন্ত্র)।।

১২। দেবী মাহাত্ম্যের পূর্বে দেবীসূক্ত, অর্গলস্তোত্র, কীলকস্তব, দেবীকবচ পাঠ করিয়া শ্রীশ্রী চণ্ডীর ১৩টি অধ্যায় ও পরে রহস্যত্রয় পাঠ করিতে হয়। যথা— "অর্গলং কীলকং চাদৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ। জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রম এষঃ শিবোদিতঃ।" আবার অর্গলাস্তোত্র, কীলকস্তব, দেবীকবচ, রহস্যত্রয়, ধ্যান, ন্যাস বা পূজা না করিয়াও কেবল 'কুঞ্জিকাস্তোত্র' পাঠের দ্বারা চণ্ডীপাঠের ফল পাওয়া যায় এমন বিধানেরও উল্লেখ দেখা যায়। যথা— 'কবচং নার্গলাস্তোত্রং কীলকং ন রহস্যকম্। ন সূক্তং নাপিধ্যানং চ ন ন্যাসং ন চ বার্চনম্।। কুঞ্জিকাপাঠমাত্রেণ দুর্গাপাঠফলং লভেৎ'।। (কুঞ্জিকাস্তোত্র)।। ষড়ঙ্গপাঠ করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে হয়, নইলে শাপগ্রস্ত হইয়া পদে পদে হানি ঘটিবে। রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ ষড়ঙ্গবিহীন চণ্ডীপাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া রামের দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন। অতএব অঙ্গহীন চণ্ডীপাঠ করা উচিত নয়। অঙ্গহীন মানুষ যেমন সমস্ত কর্মে সফল হয় না, সেইরূপ দেবীমাহাত্ম্যষড়ঙ্গ রহিত হইলে চণ্ডীপাঠে ফল পাওয়া যায় না। যথা- 'অঙ্গহীনো যথা দেহী সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ। অঙ্গষট্কবিহীনা তু যা তথা সপ্তশতীস্তুতিঃ।।' তস্মাৎ এতৎ পঠিত্বৈব জপেৎ সপ্তশতীং পরাম্। অন্যথা শাপমাপ্নোতি হানিং চৈব পদে পদে।। রাবণাদ্যাঃ স্তোত্রমেতৎ অঙ্গহীনং নিষেবিরে। হতা রামেণ তে যস্মাৎ

নাঙ্গহীনং পঠেৎ ততঃ।।" (কাত্যায়নীতন্ত্র)।।

১৩। কেহ কেহ বলেন রাত্রিকালে চণ্ডীপাঠ নিষিদ্ধ, রাত্রিসূক্ত পাঠ করে রাত্রিকালে চণ্ডীপাঠ করা যায়। রুদ্রযামল তন্ত্রে ও বারাহী তন্ত্রে দিবা বা রাত্রিতে চণ্ডীপাঠ করিবার বিধি আছে। যথা—'ইত্যেবং হি মহামন্ত্রান্ পঠিত্বা পরমেশ্বরি। চণ্ডীপাঠং দিবা রাত্রৌ কুর্য্যাদেব ন সংশয়ঃ।। (রুদ্রযামল)।। সপ্তাভিঃ শতসংখ্যায়া পদ্যরূপাপ্যনুত্তমা। নাম্না সপ্তশতী দেবী জাপ্যাধীরৈর্দিবানিশম্।।" (বারাহীতন্ত্র)।।

১৪। চণ্ডীপুস্তকে 'ঽ' এই বর্ণ আছে। বর্ণটিকে লুপ্ত অকার বলে। এর কোনো উচ্চারণ নাই।

১৫। অধ্যায়ের শেষে ইতি, বধ ও অধ্যায় বলা উচিত নয়। যথা—'ইতি শব্দে হরেল্লক্ষ্মীং বধঃ কুল বিনাশকৃৎ। অধ্যায়ো হরতে প্রাণাং স্তস্মাদেতৎ এয়ং ত্যজেৎ।।" (পুষ্পিকাতন্ত্রম্)।। কেহ কেহ বলেন- পুষ্পিকায় ইতি ও বধ শব্দের পাঠ নিষিদ্ধ। তৎ সম্বন্ধে তাঁহারা "ইতি শব্দে হরে-ল্লক্ষ্মীং বধঃ কুল-বিনাশ কৃৎ। অধ্যায়ো হরতে প্রাণাং স্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ।।" এই প্রমাণ বলেন। উহা সমূলক হইলেও কোন টীকাকার বা কোন নিবন্ধকার অবশ্যই ধরিতেন। টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী অধ্যায়ের শেষে 'ইতি' ও 'বধ' 'অধ্যায়' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন।।

১৬। যাহারা প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ করেন, তাহারা সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ হইলে প্রথমদিনে—প্রথমচরিত (প্রথম অধ্যায়) দ্বিতীয়দিনে—মধ্যমচরিত (২য় থেকে ৪র্থ অধ্যায়) তৃতীয়দিনে—উত্তরচরিত (৫ম থেকে ১৩ অধ্যায়) পাঠ করিবেন। তাহতেও অসমর্থ হলে কেবল মধ্যমচরিত পাঠ করিবেন। যথা—"ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তুবীত চরিতৈরিমৈ। একেন বা মধ্যমেন নৈকেনেতরয়োরিহ। চরিতার্ধন্তু ন জপেজ্জপংশ্ছিদ্রমবাপ্নুয়াৎ।" (বারাহীতন্ত্র)। করজোড়ে এক এক চরিত পাঠ করিবেন। যদি একটি চরিত পাঠ করিতে হয় (তাহা হইলে) মধ্যমচরিত পাঠ করিবেন। কোনো চরিতের অর্ধেক বা একটি-দুটি অধ্যায় পাঠ করিলে অনিষ্ট হয়। নিত্যপাঠে একএকটি চরিত পাঠের বিধান আছে।

১৭। **চণ্ডীপাঠক্রম ঃ** শ্রী শ্রী দেবীকে ব্রাহ্মণ পূজা করতঃ চণ্ডীগ্রন্থ মুক্ত করিয়া দেবীসূক্ত, অর্গল, কীলক, দেবী কবচ পাঠ করিয়া, দেবী মাহাত্ম্য পড়িতে হয়। যথা-'দেবার্চ্চামগ্রতঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। গ্রন্থিঞ্চ শিথিলং কুর্য্যাদ্বাচকঃ করুনন্দন।। অর্গলং কীলকঞ্চাদৌ পঠিত্বা কবচং পঠেৎ। জপেৎ সপ্তশতীং পশ্চাৎ ক্রম এষ শিবোদিতঃ।।' পাঠ শেষ হইলে চণ্ডীগ্রন্থ বন্ধন করিতে হয়, কখনও মুক্ত রাখিবে না। যথা-'পুনর্বধ্নীত তৎসূত্রং ন মুক্তা ধারয়েৎ ক্বচিৎ।।'

১৮। **অশুদ্ধ ভাবে চণ্ডীপাঠ করিতে নাই ঃ-** অশুদ্ধ ভাবে চণ্ডীপাঠ করিলে পাঠক ও যজমানের সর্বনাশ হয়। অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা চণ্ডীপাঠ করান উচিত। উচ্চারণে দীর্ঘস্বরে হ্রস্বস্বর প্রযুক্ত হইলে আয়ুর্নাশ, দীর্ঘস্বর হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হইলে বিত্তনাশ, বিন্দুলোপে সুখনাশ, বিসর্গলোপে পুত্রপৌত্রাদিনাশ, স্বরভঙ্গে রাজ্যহানি, প্লুতোচ্চারণ না হইলে বিত্তহানি, বর্ণ বিপরীতভাবে উচ্চারণ হইলে যশোনাশ, পাঠকালে অপরের সহিত আলাপ হইলে কীর্ত্তিলোপ, স্বরবিকলতায় সর্বনাশ হইয়া থাকে। যথা - অশুদ্ধচণ্ডিকা পাঠাৎ সর্ব্বনাশো ভবেদ্ধ্রুবম্। আয়ুর্বিত্তঞ্চ সৌখ্যঞ্চ পুত্র-পৌত্রাদিকন্তথা।। রাজ্যং বিত্তং যশঃ কীর্ত্তিং সর্ব্বং হন্তি যথাক্রমম্। হ্রস্বস্য বাচনাদ্দীর্ঘে দীর্ঘেঽদীর্ঘস্য বাচনাৎ।। বিন্দুবিসর্গলোপাচ্চ স্বরভঙ্গান্ মহেশ্বরি। প্লুতোচ্চারণহীনাচ্চ তথা বর্ণ বিপর্য্যয়াৎ।। অন্যাপলাপাদ্বৈকল্যাৎ নাশমাপ্নোতি বৈ ধ্রুবম্।।' সুতরাং অতি সাবধানে, ধীরে ধীরে, একমনে, রসভাবসহকারে, ছিন্নসূত্র মুক্তামাল্য থেকে গলিত এক একটি মুক্তাপতনের ন্যায় এক একটি অক্ষর পর পর উচ্চারণ করিতে হয়।

১৯। চণ্ডী শেষ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটি দুইবার পাঠ করতে হয়।

২০। **দেবীসূক্ত ঃ** চণ্ডীপাঠ করিলে যেমন দেবীর কৃপা লাভ করা যায়, সেইরূপ দেবীসূক্ত পাঠ করিলেও দেবীরকৃপা লাভ করা যায়। শ্রী শ্রী চণ্ডীর মাহাত্ম্যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে রাজা সুরথ ও সমাধিবৈশ্য তপস্যা কালে দেবীসূক্ত পাঠ করিতেন। রাজা সুরথ ও সমাধিবৈশ্যের ঘটনানুসারে মহর্ষিবেদব্যাস শ্রী শ্রী চণ্ডী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁর আগে চণ্ডীগ্রন্থ রচনা হয় নাই বলিয়া তাঁহারা ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্ত পাঠ করিতেন। শ্রী শ্রী চণ্ডী গ্রন্থে ঋগ্বেদোক্ত দেবীসূক্ত পাঠ করিলে অগ্রে পাঠ করা উচিত। কারণ ইহা বৈদিক মন্ত্র। দেবীসূক্ত অগ্রে পাঠ করিতে হয়। যথা- 'দেবীসূক্তমিদং রাজন্ পরাশর প্রচোদিতম্। পঠন্ সপ্তশতীং রাজন্ পঠিত্বা ফলমাপ্নুয়াৎ।। দেবীসূক্তমবিজ্ঞায় পঠেৎ সপ্তশতীং যদি। অভিচারায় ভবতি ফলং নাপ্নোতি কিঞ্চ ন।। (বৃহদ্ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত পৃথুপরাশর সংবাদ)।। তন্ত্রমতে শ্রীশ্রী চণ্ডীর পঞ্চ মঅধ্যায়ের দেবগণ কর্ত্তৃক দেবীর স্তুতিকে দেবীসূক্ত বলে। বারাহী ও মরীচি তন্ত্রে চণ্ডীপাঠের শেষে দেবীসূক্ত পাঠের নির্দেশ আছে। যথা- 'রাত্রিসূক্তং জপেদাদৌ মধ্যে সপ্তশতীস্তবম্। প্রান্তে তু জপনীয়ং বৈ দেবীসূক্তমিতি ক্রমঃ।।' (বারাহী ও মরীচি তন্ত্র)।। তন্ত্রের বচনানুসারে তন্ত্রোক্ত রাত্রিসূক্ত অগ্রে ও দেবীসূক্ত অন্তে পাঠ করিতে হয়।

হোতা ঈশানকোণস্থ শান্তি ঘটে বা শালগ্রাম শিলায় গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা (পৃষ্ঠা নং-১১০) সমাপন করতঃ ইন্দ্রাদি দশদিকপাল পূজা ঃ (পৃষ্ঠানং— ১৩৯) ও আদিত্যাদি নবগ্রহপূজা ঃ (পৃষ্ঠানং-১৪০) করিয়া বিনায়কাদির দেবের পূজা করিবেন।

বিনায়কাদি দেবের পূজা

আবাহন ঃ করদ্বয়ে তণ্ডুল-পুষ্প-দুর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ বিনায়কাদি দেবাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠতইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধবম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মমপূজাং গৃহ্নীত।

পূজা ঃ শান্তিঘটের চারিদিকে যথাশক্তি উপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন—**মণ্ডলের দক্ষিণে ঃ** এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিনায়কায় নমঃ।

মণ্ডলের পশ্চিমে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গৌর্য্যৈ নমঃ।

মণ্ডলের বায়ুকোণে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বায়বে নমঃ।

মণ্ডলের উত্তরে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আকাশায় নমঃ।

মণ্ডলের পূর্বে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং নমঃ।

মণ্ডলের মধ্যে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্পালেভ্যো নমঃ।

অশ্বিনী কুমার কে ঃ অশ্বিনী কুমার স্বর্গ বৈদ্য, দেবচিকিৎসক। ঘোটকীরূপ ধারিণী-সূর্য্যপত্নী। ইহার আর এক নাম সংজ্ঞা। সূর্য্যের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের শরীর হইতে স্বসদৃশরূপা ছায়ানাম্নী এক কামিনীকে বহির্গত করিয়া তাহাকে প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া সংজ্ঞা পিত্রালয়ে পলায়ন করিলেন। ইহার পিতা বিশ্বকর্ম্মা কন্যার ঈদৃশ আচরণে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তনয়া কে বলিলেন তুমি পতি সেবা পরিত্যাগ করিয়া অতি অন্যায় করিয়াছ, আমি আর তোমার মুখাবলোকন করিব না। তখন সংজ্ঞা অভিমানে পিতৃ গৃহ হইতে গমন করিয়া ঘোটকী রূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে সূর্য্য যোগবলে সকল কথা জানিতে কুরুবর্ষে গমন করিলেন। তথায় কিছুদিন অশ্বিনীর সহিত অবস্থিতি করায় তাহার গর্ভে অশ্বরপী সূর্য্যের ঔরষে যমজ দুই পুত্র জন্মে। সেই দুই পুত্র অশ্বিনীকুমার নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহারা চিকিৎসা বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া স্বর্গে চিকিৎসা করায় স্বর্গবৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। চিকিৎসা সার তন্ত্র গ্রন্থ তাহাদের রচিত। তাহারাই মাদ্রীসুত নকুল ও সহদেবের জনক। অশ্বিনীর গর্ভে সূর্য্যের অশ্বিন ও রেবন্ত দুটি যমজ ছেলে হয় এঁরাই স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমার। বিভিন্নমতে এঁরা - (আকাশ ও পৃথিবী) (দিন ও রাত) (সূর্য্য ও চাঁদ), (বিবস্তান ও সরণ্যু), (নাসত্য ও দস্র)।

— ঃ বরুণ পূজা ঃ —

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া শান্তি ঘটে পুষ্প দিবেন।

বরুণের ধ্যান ঃ-

ওঁ প্রসন্নবদনং সৌম্যং হিমকুন্দেন্দু সন্নিভং।
সর্ব্বাভরণ সংযুক্তং সর্বলক্ষণলক্ষিতং।।
কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌমৈঃ প্রীণয়ন্তমিবস্থিতং।
লাবণ্যামৃতধারাভির্ত্তর্পয়ন্তমিব প্রজাঃ।।
রাজহংস সমারূঢ়ং পাশব্যগ্রকরং শুভং।
পুষ্করাদ্যৈর্গণৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতং।।
গৌর্য্যা কান্ত্যা চানুগতং নদীভিঃ পরিবারিতং।
নাগৈর্যাদোগর্ণৈর্যুক্তং ব্রহ্মাণমিব চাপরং।
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারং নারায়ণমিবাপরং।।
এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ বং (বা-বৌং) বরুণায় নমঃ।

এই প্রকারে পুনরায় ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবেন।

আবাহন ঃ— শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া কূর্ম্ম-মুদ্রায় ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্প দেবতার ঘটে দিবেন।

অতঃপর করদ্বয়ে আতপ চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ বরুণদেব ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

বরুণ বীজ ঃ- অষ্টাবিংশান্ত বীজেন চতুর্দ্দশ স্বরেণ চ। অর্দ্ধেন্দুবিন্দু যুক্তেন প্রণবোদ্দীপিতেন চ।। তেন 'ওঁ বৌঁ' ইতি মন্ত্র।। (শব্দকল্পদ্রুমঃ)।। লপরশ্চন্দ্র বিন্দুভ্যং বীজং বারুণমুচ্যতে।। তেন 'বং' ইতি মন্ত্র।। (কালিকাপুরাণ- অঙ্গ-মন্ত্র-কথন, সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়)।। **বরুণ পূজার নির্দেশ ঃ-** মৎস্যপুরাণে উদ্ধৃত আছে-শান্তির নিমিত্ত ঘট বা কুম্ভকে শান্তি ঘট বা কুম্ভ বলা হয়। বেদীর ঈশানকোণে দধি-অক্ষত-আম্রপল্লব-ফল-বস্ত্র-পঞ্চরত্ন-সর্ব্বৌষধি দ্বারা বিভূষিত করিয়া অভগ্ন ঘটটি স্থাপনান্তে শ্রীশ্রী বরুণদেবতার পূজা করিতে হয়। যথা- 'শান্ত্যর্থং কুম্ভঃ শান্তিঃ কুম্ভঃ। প্রাগুত্তরেণ তস্মাচ্চ দধ্যক্ষত বিভূষিতং। চ্যূতপল্লব সংছন্নং ফলবস্ত্রযুগান্বিতং। পঞ্চরত্ন সমাযুক্তং সর্ব্বৌষধি সমন্বিতং। স্থাপয়েদব্রণং কুম্ভং বরুণং তত্র বিন্যসেৎ।।'(মাৎস্যে)।। জলের অপরনাম জীবন, জল ছাড়া জীবলোকের প্রাণ রক্ষা হয় না। জল-ই সমস্ত শান্তির ও স্বস্তির কারক । জলের দেবতা বরুণ। সেইহেতু শাস্ত্রে শান্তির নিমিত্ত শ্রীশ্রী বরুণ

পূজা ঃ—শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া শান্তি ঘটে পুষ্প দিয়া যথাশক্তি উপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ— ওঁ বং (বা-বৌং) বরুণায় নমঃ।।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ—১। এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ বং (বা-বৌং) বরুণায় নমঃ।
২। এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ বং (বা-বৌং) বরুণায় নমঃ।
৩। এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ বং (বা-বৌং) বরুণায় নমঃ।

গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় ওঁ বং (বা-বৌং) বরুণায় নমঃ।

জপ ঃ— **'বং'** (বা-বৌং) মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপসমর্পণ করিবেন।

জপ সমর্পণ ঃ— দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডুষ কুশের জল-গন্ধ-পুষ্প-দূর্বা-আতপচাল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক গোযোনিমুদ্রায় বামকরে জপ সমর্পণ করিবেন। **ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।**
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর।।

এতৎ জপ ফলং ওঁ বং (বা-বৌং) বরুণদেবস্য দক্ষিণ করে সমর্পিতমস্তু।।

তর্পণ ঃ— দক্ষিন হস্তের অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকাযোগে আতপচাল এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকাযোগে সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবতায় নিবেদন করিবেন— **ওঁ বং (বা-বৌং) বরুণং তর্পয়ামি নমঃ।** (তিনবার)

অভিষিঞ্চনঃ — কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজমস্তকে দিবেন— **ওঁ বং (বা-বৌং) বরুণমভিষিঞ্চামি নমঃ।** (একবার)।

প্রণাম ঃ— ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।

দেবতা পূজার নির্দেশ রহিয়াছে। **বরুণ দেবতা ঃ-** বরুণদেবতা হলেন জলাধিপতি, বৃষ্টির অধিপতি এবং সমস্ত ত্রিভুবনের রাজা। যথা-' নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধং প্র সসর্জ রোদসী অন্তরিক্ষম্। তেন বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা যবং ন বৃষ্টির্ব্যনত্তি ভূম।।' (ঋক্‌বেদ)।। ঋক্‌বেদের বহুস্থানে বরুণদেবতা রাজা বা সম্রাট রূপে অভিহিত হয়েছেন। যথা- 'উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থামন্বেতবা উ। রাজা রাষ্ট্রানাং পেশো নদীনামনু-ত্তমস্মৈ ক্ষত্রং বিশ্বায়ু।। প্র সম্রাজে বৃহদর্চা গভীরং ব্রহ্ম প্রিয়ং বরুণায় শ্রুতায়। ত্বং বিশ্বেষাং বরুণাসি রাজা যে চ দেবা অসুর যে চ মর্তাঃ।।' বরুণদেবতা সূর্য্যের ক্রমান্বয়ে গমনের পথ নির্মাণ করেছেন। মিত্র বরুণ ও অর্যমা তিনজনেই অদিতির পুত্র, ইহারা প্রভুত পাপের হন্তা, সুখকর ও হিংসারহিত এবং যজ্ঞের গৃহে বর্ধিত হন। যথা- 'ইমে চেতারো অনৃতস্য ভুরের্মিত্রো অর্যমা বরুণো হি সন্তি। ইমে ঋতস্য বাবৃধুরোণে শগ্মাসঃ পুত্রা অদিতেরদব্ধা।।' বরুণদেবতা মহাযজ্ঞের রক্ষক সিন্ধুপতি। যথা- 'আ রাজানা মহ ঋতস্য গোপা সিন্ধুপতী ক্ষত্রিয়া যাতমর্বাক্।'

পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।

হোম কর্ম

সাধারণ কর্ম

সামবেদ—মঙ্গলাচরণ থেকে আরম্ভ করিয়া বিরূপাক্ষজপ (পৃষ্ঠানং- ১৪৫ থেকে ১৫৭) পর্য্যন্ত কর্ম করতঃ প্রকৃত কর্ম করিবেন।

যজ্জুর্বেদে—মঙ্গলাচরণ থেকে আরম্ভ করিয়া আঘারভাগ আহুতি (পৃষ্ঠানং- ১৭১ থেকে ১৭৬) পর্য্যন্ত কর্ম সমাধা করতঃ প্রকৃত কর্ম করিবেন।

প্রকৃত কর্ম

স্বস্ত্যয়নহোমের সঙ্কল্প ঃ- শ্রী বিষ্ণুরোঁ তৎসদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে- অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ, শূদ্রপক্ষে—অমুক দাসস্য, ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে অমুক গোত্রায়াঃ অমুকী দেব্যাঃ, শূদ্রস্ত্রীপক্ষে—দাস্যাঃ) সঙ্কল্পিত স্বস্ত্যয়ন (একপাদ/ দ্বিপাদ/ত্রিপাদ/ত্রিপুষ্কর দোষশান্তি) কর্ম্মনি শ্রীবিষ্ণু প্রীতয়ে অষ্টোত্তর

(ঋক্‌বেদ)।। বরুণদেবতা আবার সপ্তসিন্ধুর অধিপতি। যথা- 'সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ।।' (ঋক্‌বেদ)।। বরুণদেব সূর্য্যের পথ প্রদান করিয়াছেন, নদীসকলের জল প্রদান করিয়াছেন। যথা- 'রদৎপথো বরুণঃ সূর্য্যায় প্রার্ণাংসি সমুদ্রিয়া নদীনাম্।।' (ঋক্‌বেদ)।। অর্থব বেদে উল্লেখ আছে বরুণদেবতা ভূমিরাজা, আকাশ ও সাগর তাঁরই এবং সমুদ্র তাঁরই কুক্ষি, আবার অল্প জলেও তিনি আছেন। যথা- 'উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞঃ উতাসৌ দ্যৌর্বৃহতী দূরে অন্তা। উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নিল্প উদকে নিলীন।।' (অর্থববেদ)।। বরুণদেবতার সহস্রচক্ষু। যথা- 'বরুণ উগ্র সহস্রচক্ষাঃ'।। (ঋক্‌বেদ)।। বরুণদেবতার কোপে উদরি রোগ হয়। এবং তুষ্টিতে উদরি রোগ নিরাময় হয়। জলাধিনায়ক শিশুমার বরুণ 'দেবতার বাহন। উহার আকৃতি শ্যামবর্ণ এবং রুদ্রের কর্ণমল হইতে উহার উৎপত্তি। যথা- 'রুদ্রকর্ণমলোদ্ভূতং শ্যামং জলাধিসংজ্ঞকম্। শিশুমারং দিব্যগতিং বাহনং বরুণস্য চ।।' (বামনপুরাণ)।। বরুণদেবতার দূত হলেন স্বর্ণময় পাখি। যথা- 'হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং।' (ঋক্‌বেদ)। ঋক্‌বেদের ৭ম মণ্ডলে ৬৫ সূক্তের ৩য় শ্লোকে উল্লেখ আছে বরুণদেবতার অস্ত্র 'পাশ'। বরুণদেবতার ঐ পাশের দ্বারা আমাদের উপরের পাশ, মধ্যের পাশ খুলিয়া দিয়া আমাদের জীবিত রাখেনযথা- 'উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো পাশং মধ্যমং চৃত। অবাধামানি জীবসে।' (ঋক্‌বেদ)। দিনের দেবতা মিত্র, রাত্রির দেবতা বরুণ। যথা- 'মিত্রঃ অহরভিমানী দেবতাবরুণঃ রাত্র্যভিমানী। মৈত্রং বা অহঃ বারুণী রাত্রিঃ।।' (তৈত্তরব্রাহ্মণ)।। বরুণদেবতার ঋতু বিভাগ করেন। যথা- 'বি যে দধুঃ শরদং মাসমাদহর্যজ্ঞমক্তুং চাদৃচং। অনাপ্য বরুণো মিত্রো অর্যমা ক্ষত্রং রাজান আশত।।' (ঋক্‌বেদ)।। বৌদ্ধধর্মে ও বরুণপূজা হয়। জাপানীতে বরুণদেবতাকে সুইতেন বলে। ঐ দেশে বরুণদেবতা অতিজনপ্রিয়। সৈদৈজি মন্দিরে বরুণদেবতা সুইতেন নামে আছেন। মেসোপটেমিয়ায় এন্ কি বা ইয়া নামে প্রসিদ্ধ। গ্রীক্ দেশে বরুণদেবতা উরনসের নামে অভিহিত। বিভিন্ন পুরাণে বরুণদেবতার

শত (অষ্টাবিংশতি/ অষ্ট) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যব-মিশ্রিত উড়ুম্বর সমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং (যজুর্বেদে-পরমগুঁ পদগুঁ) সদাপশ্যান্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌ (বা-ওঁ বিষ্ণবে) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; শ্রীমধুসূদন প্রীতয়ে অষ্টোত্তরশত (অষ্টাবিংশতি / অষ্ট) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত পিপ্পল (অশ্বত্থ) সমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ। নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ (বা-ওঁ নমো ভগবতে মধুসূদনায়) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; শ্রী শিব প্রীতয়ে অষ্টোত্তরশত (বা-অষ্টাবিংশতি/ অষ্ট) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব-দুগ্ধ মিশ্রিত বিল্বপত্রৈঃ একৈকশঃ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃত্যাৎ (বা-ওঁ হোং নমঃ শিবায়) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; শ্রী দুর্গা প্রীতয়ে অষ্টোত্তর শত (অষ্টাবিংশতি/ অষ্ট) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত বিল্বপত্রৈঃ একৈকশঃ ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন। সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীল্যবাসিনীং (বা-ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; শ্রী চণ্ডী প্রীতয়ে অষ্টোত্তর শত (অষ্টাবিংশতি/ অষ্ট) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত বিল্ব পত্রৈঃ একৈকশঃ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে।। (বা-ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; নবগ্রহ প্রীতয়ে নবগ্রহানাং প্রত্যেকাঃ (বা- অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যব-মিশ্রিত অর্কাদি-সমিদ্ভঃ একৈকশঃ ওঁ আকৃষ্ণেত্যাদি স্বাহেত্যন্তং মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রীতয়ে অঃ (একঃ) কৃত্বঃ ত্রিমধবক্ত-তিল-যবৈঃ ওঁ ত্রাতার-মিন্দ্রেত্যাদি স্বাহেত্যন্তং মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; বিনয়কাদি দেবতানাং প্রীতয়ে তেষাং স্বাহান্তনামাত্মক মন্ত্রমুচ্চার্য্যমাণঃ প্রত্যেকং একেন একেন (অষ্টাভিঃ অষ্টাভিঃ) ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যবৈঃ হোম; বরুণ প্রীতয়ে অষ্টাবিংশতি (বা-অষ্ট) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত উড়ুম্বর সমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জনী স্থঃ, বরুণস্য ঋতসদন্যসি, বরুণস্য ঋতসদন মসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ (বা-ওঁ বং বরুনায়) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম কর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে (পরার্থে-করিষ্যামি)।

অগ্নিনামকরণ ঃ— কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—

রূপ বা আকৃতি- বিভিন্ন রকমের উল্লেখ আছে।

ওঁ অগ্নে ত্বং বলদ নামাসি। (স্বস্ত্যয়নে-বলদ, শান্তিকর্মে-বরদ)।

ধ্যান ঃ— কর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া অগ্নিতে দিবেন—

ওঁ পিঙ্গভ্রশ্মশ্রু কেশাক্ষ পীনাঙ্গ জঠরোহরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোহগ্নিঃ, সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ।

আবাহন ঃ— করদ্বয়ে আতপচাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ বলদাগ্নে ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ— কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া পূজা করিবেন— এষগন্ধঃ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ।

এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ।
এষ ধূপ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ।
এষ দীপ ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ।
এতৎ সোপকরনামান্ননৈবেদ্যং ওঁ বলদাগ্নয়ে নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে, মখেশ্বরাণাং মখতামুপেয়ুষে।
চরাচরাণাং জঠরেষু সংস্থিতে, ত্রিধা বিভক্তায় নমোহস্তু বহ্নয়ে।।

মহাব্যাহৃতি হোম

প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত একটি সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে প্রদান করতঃ মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

সামবেদে ঃ— প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা।।

প্রজাপতির্ঋষি-রুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূবঃ স্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।।

যজুর্বেদে ঃ কুশময় ব্রহ্মা হইলে হোতার বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শকরিবেন। অন্যব্রাহ্মণ ব্রহ্মাহইলে ব্রহ্মা দক্ষিণ হস্তদ্বারা হোতার হস্ত স্পর্শ করিবেন।

ওঁ ভূঃ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদমগ্নয়ে।
ওঁ ভূবঃ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ— ইদং বায়বে।
ওঁ স্বঃ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং সূর্য্যায়।

বিষ্ণু হোম

পাত্রোপরি তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা মিশ্রিত ১০৮ উড়ুম্বর সমিধ রাখিয়া 'বং'মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া, দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্রেরদ্বারা জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সমিধে জলের ছিটা দিবেন—

ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (অষ্টাবিংশতি/ অষ্ট) সংখ্যক-ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যব মিশ্রিতোড়ুম্বর-সমিদ্ভ্যো নমঃ।

সমিধ অর্চনা ঃ— পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে সমিধে পুষ্প দিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তরশত (অষ্টাবিংশতি/ অষ্ট) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যবমিশ্রিতোড়ুম্বর সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ— পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে পূজাধারে পুষ্প দিবেন— এতে গন্ধ-পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ— মন্ত্রপাঠ সহকারে সমিধে পুষ্প দিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ— নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যব মিশ্রিত উড়ুম্বর সমিধ একটি-একটি করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

সামবেদে ঃ— ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা।। অথবা— **ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা।**

যজুর্বেদে ঃ— ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমণ্ডঁ পদণ্ডঁ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা। দেবতোদ্দেশ- **ইদং বিষ্ণবে।**

ষড়ক্ষর বিষ্ণু মন্ত্র ঃ- 'ওঁ নমো বিষ্ণবে' এইটিই ষড়ক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্র সর্বফলদাতা এবং জন্মমৃত্যুবিনাশক। এবং খুব শক্তিশালী। যথা—'বিধানং সর্বফলদং জন্মমৃত্যু নিকৃন্তনম্। ওঁ নমো বিষ্ণবে চেতি ষড়ক্ষরমুদাহৃতম্।।' (বৃদ্ধহারীত স্মৃতিঃ)।। শ্রীভগবানের নিকট বা তুলসীকাননে সংযতেন্দ্রিয় হয়ে একাগ্রচিত্তে এই ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া অযুতসংখ্যক সতিলাজ্য হোম করিলে মানব সিদ্ধিলাভ করে। যথা—'ভগবৎ সন্নিধৌ বাপি তুলসী কাননেঽপিবা। সমাহিতমনা জপ্ত্বা ষড়্বর্ণং নিয়তেন্দ্রিয়।। তিলহোমাযুতং কৃত্বা সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ। এবং বিষ্ণুমনোঃ প্রোক্তং বিধানং নৃপসত্তম্।। (বৃদ্ধহারীত-স্মৃতি)।।

অথবা— ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং বিষ্ণবে।

স্রুবপূর্ণ ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব লইয়া একাহুতি দিবেন, সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

ওঁ সায়ুধবাহন-পরিবারায় বিষ্ণবে স্বাহা।

দেবতোদ্দেশ—ইদং সায়ুধবাহন-পরিবারায় বিষ্ণবে।

প্রার্থনা ঃ— ঘন্টাবাদ্য সহকারে প্রার্থনা করিবেন—

ওঁ বেদানাং বচনং রক্ষ ব্রাহ্মণানাং বচঃ শৃণু।
যদর্থে ক্রিয়তে হোমঃ তদ্ হোমং সফলং কুরু।।

প্রণাম ঃ ওঁনমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

মধুসূদন হোম

পাত্রোপরি তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা মিশ্রিত ১০৮/২৮/৮ টি পিপ্পল (অশ্বত্থ) সমিধ রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ— বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্রের দ্বারা জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সমিধে জলের ছিটা দিবেন—

ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (অষ্টাবিংশতি/অষ্টঃ) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল—যবমিশ্রিত-পিপ্পল (অশ্বত্থ) সমিদ্ভ্যো নমঃ।

সমিধ অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে সমিধে পুষ্প দিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তরশত (অষ্টাবিংশতি/ অষ্ট) সংখ্যক-ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব-মিশ্রিত-পিপ্পল (অশ্বত্থ) সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে পূজাধারে পুষ্প দিবেন— এতেগন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ সহকারে সমিধে পুষ্প দিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ মধুসূদনায় নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ— নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যবমিশ্রিত পিপ্পল (অশ্বত্থ) সমিধ একটি একটি অগ্নিতে প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

সামবেদে ঃ— ওঁ নারায়ণ-পরাবেদা নারায়ণ-পরাক্ষরাঃ।

নারায়ণ-পরামুক্তি নারায়ণ-পরাগতিঃ স্বাহা।।
অথবা- ওঁ নমো ভগবতে মধুসূদনায় স্বাহা।

যজুর্বেদে — ওঁ নারায়ণ-পরাবেদা নারায়ণ-পরাক্ষরাঃ।
নারায়ণ-পরামুক্তি নারায়ণ-পরাগতিঃ স্বাহা।।
দেবতোদ্দেশ - ইদং মধুসূদনায়।

অথবা- ওঁ নমো ভগবতে মধুসূদনায় স্বাহা, দেবতোদ্দেশ - ইদং মধুসূদনায।

স্রুবপূর্ণ ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব লইয়া একাহুতি দিবেন, সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

ওঁ সায়ুধবাহন-পরিবারায় মধুসূদনায় স্বাহা।
দেবতোদ্দেশ-ইদং সায়ুধবাহন-পরিবারায় মধুসূদনায়।

প্রার্থনা ঃ— ঘন্টাবাদ্য সহকারে প্রার্থনা করিবেন—

ওঁ অনেন কর্ম্মণা দেব কৃত্বারিষ্ট-প্রনাশক।
মম বিঘ্ন-বিনাশায় শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে।।

প্রণাম ঃ— ওঁ নমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খচক্রধরায় চ।
পদ্মনাভায় দেবায় তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।
পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

শিবহোম

পাত্রোপরি তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা-দুগ্ধ মিশ্রিত ১০৮/২৮/৮ টি বিল্বপত্র রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ— বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্রের দ্বারা জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সমিধে জলের ছিটা দিবেন—

ওঁ এতেভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (বা- অষ্টাবিংশতি/অষ্টঃ) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব-দুগ্ধমিশ্রিত-বিল্বপত্রেভ্যো নমঃ।

সমিধ অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে সমিধে পুষ্প দিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (বা- অষ্টাবিংশতি/অষ্টঃ) সংখ্যক

শিবের সমিধ ঃ- যিনি দুগ্ধ ঘৃত মিশ্রিত বিল্বপত্র দ্বারা অগ্নিতে রুদ্রমন্ত্রে আহুতি প্রদান করেন তিনি মৃত্যুকে নিবারিত করে ধরাধামে শ্রীপ্রাপ্ত হন এবং পরে শিবলোক প্রাপ্ত হন। যথা— 'মন্ত্রং ত্রিনেত্রং জুহুয়াৎ হুতাশে, যে বিল্বপত্রৈর্ঘৃত-দুগ্ধমিশ্রৈঃ। নিহত্য মৃত্যুং শ্রিয়মেতি ধাত্র্যাং প্রাপ্নোতি পশ্চাচ্ছিবলোকমেব।।' (বৃহৎপরাশর স্মৃতি)।।

ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব-দুগ্ধমিশ্রিত-বিল্বপত্রেভ্যো নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে পূজাধারে পুষ্প দিবেন— এতেগন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ সহকারে সমিধে পুষ্প দিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।

অগ্নিতে বিল্বপত্র প্রদান ঃ— নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব-দুগ্ধমিশ্রিত বিল্বপত্র একটি একটি অগ্নিতে প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

সামবেদে ঃ— ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে, সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা।।
অথবা— **ওঁ হৌং নমঃ শিবায় স্বাহা।**

যজুর্বেদে ঃ— ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে, সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা।।
দেবতোদ্দেশ — ইদং শিবায়।

অথবা— **ওঁ হৌং শিবায় স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং শিবায়।**

স্রুবপূর্ণ ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব লইয়া একাহুতি দিবেন, সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

ওঁ সায়ুধবাহন-পরিবারায় হৌং নমঃ শিবায় স্বাহা।
দেবতোদ্দেশ—ইদং সায়ুধবাহন-পরিবারায় শিবায়।

প্রার্থনা ঃ ঘন্টাবাদ্য সহকারে প্রার্থনা করিবেন—

ওঁ শিবদেব নমস্তুভ্যং সুপ্রীতো ভবপাবকে।
যদর্থং ক্রিয়তে হোমংতদ্ধোমং সফলং কুরু।।

প্রণাম ঃ ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।।

পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

দুর্গাহোম

পাত্রোপরি তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা মিশ্রিত ১০৮/২৮/৮টি বিল্বপত্র রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্রের

দ্বারা জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সমিধে জলের ছিটা দিবেন—

ওঁ এতেভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (অষ্টাবিংশতি/অষ্টঃ) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল— যবমিশ্রিত বিল্বপত্রেভ্যো নমঃ।

সমিধ অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে সমিধে পুষ্প দিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (অষ্টাবিংশতি/ অষ্ট) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত বিল্বপত্রেভ্যো নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে পূজাধারে পুষ্প দিবেন— এতেগন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্পদান ঃ মন্ত্রপাঠ সহকারে সমিধে পুষ্প দিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যবমিশ্রিত বিল্বপত্র একটি একটি অগ্নিতে প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

সামবেদে ঃ **ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন।**
সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীলবাসিনীং স্বাহা।।

অথবা— **ওঁ হ্রাং দুর্গায়ৈ স্বাহা।**

যজুর্বেদে **ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে ন মানয়তি কশ্চন।**
সসস্ত্যশ্বকঃ সুভদ্রিকাং কাম্পীল্যবাসিনীং স্বাহা।।
দেবতোদ্দেশ — ইদং দুর্গায়ৈ ।

অথবা— **ওঁ হ্রাং দুর্গায়ৈ স্বাহা, দেবতোদ্দেশ — ইদং দুর্গায়ৈ।**

স্রুবপূর্ণ ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব লইয়া একাহুতি দিবেন, সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

ওঁ সায়ুধবাহন-পরিবারায়ৈ হ্রীং দুর্গায়ৈ স্বাহা।
দেবতোদ্দেশ—ইদং সায়ুধবাহন-পরিবারায়ৈ দুর্গায়ৈ।

প্রার্থনা ঃ ঘণ্টাবাদ্য সহকারে প্রার্থনা করিবেন—

ওঁ অনেন কর্ম্মণা দেবি কৃত্বারিষ্ট-প্রণাশিনি।

দুর্গা, চণ্ডী ও কালীপূজায় হোমমন্ত্র ও হোমদ্রব্য ঃ- জয়ন্তীমঙ্গলা কালী মন্ত্রে জপ ও হোম দুর্গা, চণ্ডী কালী বিষয়ক দেবীর করিতে হয়। যথা—'জয়ন্তী মঙ্গলা কালী.....। অনেনৈব তু মন্ত্রেন জপহোমৌ তু কারয়েৎ। (দেবীপুরাণ)।। রঘুনন্দন বল্লেন বিল্বপত্র ও ঘৃত দ্বারাই দুর্গাদিদেবীর হোম করিবেন- কালিকাপুরাণাৎ অত্রাপি বিল্বপত্র ঘৃতোপযোগিতেতি (রঘুনন্দন)।।

মম বিঘ্ন বিনাশায় শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে।।

প্রণাম ঃ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

চণ্ডীহোম

পাত্রোপরি তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা মিশ্রিত ১০৮/২৮/৮ টি বিল্ব পত্র রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্রের দ্বারা জল্ল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সমিধে জলের ছিটা দিবেন—

ওঁ এতেভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (অষ্টাবিংশতি/অষ্টঃ) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল—যবমিশ্রিত বিল্বপত্রেভ্যো নমঃ।

সমিধ অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে সমিধে পুষ্প দিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (অষ্টাবিংশতি/ অষ্ট) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত বিল্বপত্রেভ্যো নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে পূজাধারে পুষ্প দিবেন— এতেগন্ধ পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ সহকারে সমিধে পুষ্প দিবেন— এতেগন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যবমিশ্রিত বিল্বপত্র একটি একটি অগ্নিতে প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

সামবেদে ঃ ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে স্বাহা।।
অথবা— ওঁ হ্রাং চণ্ডিকায়ৈ স্বাহা।

যজুর্বেদে ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে স্বাহা।।
দেবতোদ্দেশ --- ইদং চণ্ডিকায়ৈ ।

অথবা— ওঁ হ্রাং চণ্ডিকায়ৈ স্বাহা,দেবতোদ্দেশ— ইদং চণ্ডিকায়ৈ।

স্রুবপূর্ণ ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব লইয়া একাহুতি দিবেন, সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

ওঁ সায়ুধবাহন-পরিবারায়ৈ হ্রীং চণ্ডিকায়ৈ স্বাহা।
দেবতোদ্দেশ—ইদং সায়ুধবাহন-পরিবারায়ৈ-চণ্ডিকায়ৈ।
প্রার্থনা ঃ ঘণ্টাবাদ্য সহকারে প্রার্থনা করিবেন—

ওঁ চণ্ডিদেবি নমস্তুভ্যং সুপ্রীতা ভব পাবকে।
যদর্থং ক্রিয়তে হোমঃ তদ্ধোমং সফলং কুরু।।

প্রণাম ঃ ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।
পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

নবগ্রহ হোম

একটি পাত্রে তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা ও মিশ্রিত পৃথক পৃথকভাবে অর্কাদি নবগ্রহ সমিধ রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন—

উৎসর্গ ঃ বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্রের দ্বারা জলের ছিটা দিবেন—

ওঁ এতাভ্যঃ নবগ্রহাণাং প্রত্যেকানাং অষ্ট (বা- অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত—তিল-যব মিশ্রিত অর্কাদি সমিদ্ভ্যো নমঃ।

সমিধ অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূবর্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ নবগ্রহাণাং প্রত্যেকানাং অষ্ট (বা-অষ্টাবিংশতি)সংখ্যক ত্রিমধবক্ত-তিল-যব মিশ্রিত অর্কাদি সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শালগ্রামে পুষ্প দিবেন—
এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ স্বস্ববেদোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধবক্ত-তিল-যব-মিশ্রিত নবগ্রহ সমিধ একটি একটি করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

সামবেদে নবগ্রহ মন্ত্র

রবি ঃ (আকন্দসমিধ)
ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।

হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা।।

চন্দ্র ঃ (পলাশসমিধ)

ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্।
ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা।।

মঙ্গল ঃ (খদিরসমিধ)

ওঁ অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ, পতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্।
অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা।।

বুধ ঃ (অপামার্গ)

ওঁ অগ্নে বিবস্ব-দুষস,-শ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য।
আ দাশুষে জাতবেদো বহা ত্ব-মদ্যা দেবাঁ উষর্ব্বুধঃ স্বাহা।।

বৃহস্পতি ঃ (অশ্বত্থসমিধ)

ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন, রক্ষোহামিত্রাঁ অপবাধমানঃ।

নবগ্রহসমিধ ঃ- অর্কস্ত্বকায় হোতব্যঃ সর্ব্বাব্যাধিঃ বিনাশনঃ। সুধাংশবে চ সোমায় পলাশঃ সার্বকামিকঃ।। খদিরশ্চার্থলাভায় মঙ্গলায় বিবেকিভিঃ। স্বরূপকৃদপামার্গো হোতব্যশ্চ বুধায় বৈ।। প্রভাপ্রদস্তথাশ্বত্থো হোতব্যোঽমরমন্ত্রিণে। উর্জ্জা-সৌভাগ্যকৃদ্দূর্বা দৈত্যামাত্যায় সদ্দ্বিজৈঃ। শমী পাপোপশান্ত্যর্থং হোতব্যা রাহবে দ্বিজ।। ধর্ম-বিদ্যার্থকৃদ্দর্ভঃ সদ্বিপ্রৈর্বহ্নিসূনবে। দধি-ক্ষীরাজ্য সংমিশ্রা ঃ সমিধঃ শুভবৃদ্ধয়ে।। প্রাদেশ-মাত্রকাঃ সর্বা অষ্টাবষ্টোত্তরং শতম্। অষ্টাবিংশতিরেকৈকং সংখ্যৈষা প্রতিদৈবতম্।।' (বৃহৎপরাশর স্মৃতিঃ)।। সূর্য্যগ্রহের হোমে ব্যাধি-বিনাশক আকন্দ শাখা, সোমগ্রহের হোমে সর্বকামনা-পরিপূরক পলাশশাখা, বিবেকগণ অর্থলাভের জন্য মঙ্গলগ্রহ হোমে খদিরকাষ্ঠ, বুধগ্রহ হোমে স্বরূপ প্রকাশকারী অপামার্গ, বৃহস্পতি হোমে প্রভাপ্রদান কারী অশ্বত্থ, শক্তি ও সৌভাগ্য লাভের জন্য সদ্দ্বিজগণ শুক্রহোমে দূর্ব্বা, পাপোপশ মনের জন্য শনি গ্রহহোমে শমীকাষ্ঠ, রাহুগ্রহ হোমে দীর্ঘায়ু ও কর্মকৃৎ দূর্ব্বা, কেতুহোমে ধর্ম, বিদ্যা ও অর্থকৃৎ দর্ভ (কুশ) দ্বারা আহুতি দিতে হয়। মঙ্গলবৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে অষ্টোত্তর শত, অষ্টাবিংশতি বা অষ্টসংখ্যক প্রাদেশ পরিমিত দধি, ক্ষীর ও ঘৃতমিশ্রিত সমিধ এক একটি করিয়া হোম করতে হয়। রবির জন্য প্রাদেশ প্রমাণ আকন্দ সমিধ, চন্দ্রের পলাশ, মঙ্গলের খদির, বুধের অপামার্গ, বৃহস্পতির অশ্বত্থ, শুক্রের উড়ম্বর, শনির শাঁই, রাহুর দূর্বা ও কেতুর কুশ মন্ত্রপূত করে তাহার সঙ্গে দধি মধু ঘৃত সংযুক্ত করে হোম করতে হয়। যথা—'প্রাদেশমাত্রা অর্কস্য সমিধশ্চার্ক সম্ভবাঃ। দধিমধ্বাজ্য সংযুক্তাঃ প্রতিদেবঞ্চ হোময়েৎ। পলাশীশ্চৈব সোমায় খাদিরীলোহিতায় চ। আপামার্গীর্বুধায়েতি আশ্বত্থীশ্চ বৃহস্পতেঃ। ঔডুম্বরীশ্চ শুক্রায় মন্দায় চ শমীময়ীঃ। দৌর্বী রাহোঃ কুশান্ কেতো হোমমন্ত্রাস্ততঃ পরং।।(স্কন্দপুরাণ)।। **আবার বলা হয়েছে-** অর্ক (আকন্দ), পলাশ, খদির-অপামার্গ (আপাং), পিপ্পল (অশ্বত্থ), উড়ম্বর, শমী (শাঁই), দর্ব্বা ও কুশ ক্রমানুসারে সূর্য্যাদিনবগ্রহের সমিধ। যথা—অর্কঃ পলাশঃ খদিরো অপামার্গোঽথ পিপ্পলঃ। ঔডুম্বরঃ শমী দূর্বা কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ।।

প্রভঞ্জন্‌ৎ সেনাঃ প্রমৃণো যুধা, জয়ন্নস্মাক-মেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা।।

শুক্র ঃ (ঔড়ুম্বর বা দূর্ব্বাসমিধ)

ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্ যজতন্তে অন্যদ্, বিষুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি।
বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্, ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা।।

শনি ঃ (শাঁইসমিধ)

ওঁ শন্নো দেবী-রভিষ্টয়ে, শন্নো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা।।

রাহু ঃ (ত্রিপত্রদূর্ব্বাসমিধ)

ওঁ কয়া নশ্চিত্র আ ভুব-দূতী সদা বৃধঃ সখা।
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা।।

কেতু ঃ (কুশত্রিপত্রসমিধ)

ওঁ কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে, পেশো মর্য্যা অপেশসে।
সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা।।

যজুর্বেদে নবগ্রহ মন্ত্র

রবি ঃ (আকন্দসমিধ)

ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভূবনানি পশ্যন্-স্বাহা।।
ইদং সূর্য্যায়।।

চন্দ্র ঃ(পলাশসমিধ)

ওঁ ইমং দেবা অসপত্নগুঁ সুবধ্বং, মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যৈষ্ঠায়, মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্রস্যেন্দ্রিয়ায়। ইম মমুষ্য পুত্র-মমুষ্যৈ পুত্র-মস্যৈ বিশ, ত্রষ বোঽমী রাজা, সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাগুঁ রাজা স্বাহা।। ইদং সোমায়।।

মঙ্গল ঃ (খদিরসমিধ)

ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ, পতিঃ পৃথিব্যা অয়ং।
অপাগুঁরেতাগুঁসি জিন্বতি স্বাহা।। ইদং মঙ্গলায়।

বুধ ঃ (অপামার্গসমিধ)

ওঁ উদ্‌বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্ব-মিষ্টা পূর্ত্তে সগুঁসৃজেথা-ময়ঞ্চ।
অস্মিন্‌ৎ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্, বিশ্বে, দেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা।।

ইদং বুধায়।।

বৃহস্পতি ঃ (অশ্বত্থসমিধ)

ওঁ বৃহস্পতে অতি যদর্য্যো অর্হাদ্ দ্যুমদ্ বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবস। ঋত প্রজাত, তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রগুঁ স্বাহা।।

ইদং বৃহস্পতয়ে।।

শুক্র ঃ (ঔডুম্বর বা দূর্ব্বাসমিধ)

ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ, ক্ষত্রং পয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানগুঁ শুক্রমন্ধস, ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু স্বাহা।। ইদং শুক্রায়।।

শনি ঃ (শাঁইসমিধ)

ওঁ শন্নো দেবী-রভিষ্টয়, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যো-রভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা।। ইদং শনৈশ্চরায়।।

রাহু ঃ (ত্রিপত্রদূর্ব্বাসমিধ)

ওঁ কাণ্ডাৎ-কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্ব্বে প্র তনু সহস্রেণ শতেন চ স্বাহা।। ইদং রাহবে।।

কেতু ঃ (কুশত্রিপত্রসমিধ)

ওঁ কেতুং কৃণ্বন্ন-কেতবে, পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা।। ইদং কেতুভ্যঃ।।

দশদিক্‌পাল হোম

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যব স্রুবে করিয়া লইয়া ৮ বা ১ বার অগ্নিতে প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

সামবেদে দিকপাল মন্ত্র

ইন্দ্র ঃ ওঁ ত্রাতার-মিন্দ্র-মবিতার-মিন্দ্রং, হবে-হবে সুহবং শূরমিন্দ্রং। হুবে নু শক্রং পুরুহূত-মিন্দ্র, মিদং হবি-র্মঘবা বেত্বিন্দ্রঃ স্বাহা।।

অগ্নি ঃ ওঁ অগ্নিং দূতং বৃণীমহে, হোতারং বিশ্ববেদসং। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুং স্বাহা।।

যম ঃ ওঁ নাকে সুপর্ণ-মুপয়ৎ পতন্তং, হৃদা বেনন্তো অভ্যচক্ষত ত্বা।

হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং, যমস্য যোনৌ শকুনং ভুরণ্যুং স্বাহা।

নৈঋত ঃ ওঁ বেথা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজং।
অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিপদামিব স্বাহা।।

বরুণ ঃ ওঁ আ নো মিত্রা বরুণা, ঘৃতৈর্গব্যুতি-মুক্ষতং।
মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ স্বাহা।।

বায়ু ঃ ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং, শম্ভু ময়োভু নো হৃদে।
প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ।।

কুবের ঃ ওঁ ক্বেয়থ ক্বেদসি, পুরুত্রা চিদ্ধি তে মনঃ।
অলর্ষি যুধ্য খজকৃৎ পুরন্দর, প্র গায়ত্রা অগাসিষুঃ স্বাহা।।

ঈশান ঃ ওঁ অভি ত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশান-মস্য জগতঃ স্বদৃর্শ, মীশান-মিন্দ্র তস্থুষঃ স্বাহা।।

ব্রহ্মণ ঃ ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্, বিসী মতঃ সুরুচো বেন আবঃ।
স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ, সতশ্চ যোনি-মসতশ্চ বিবঃ স্বাহা।।

অনন্ত ঃ ওঁ চর্ষণী ধৃতং মঘবান-মুক্থ্য-মিন্দ্রংগিরো-বৃহতী-রভ্যনূষত।
বাবৃধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভি-রমর্ত্ত্যং জরমাণং দিবে দিবে স্বাহা।।

যজুর্বেদে দশদিকপাল মন্ত্র

ইন্দ্র ঃ ওঁ ত্রাতার-মিন্দ্র-মবিতার-মিন্দ্রগুঁ, হবে-হবে সুহবগুঁ শূরমিন্দ্রং।
হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূত-মিন্দ্রগুঁ, স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা।।
ইদং ইন্দ্রায়।।

অগ্নি ঃ ওঁ বৈশ্বানরো ন ঊতয়, আ প্রয়াতু পরাবতঃ।
অগ্নি-রুক্থেন বাহসা স্বাহা।। ইদং অগ্নয়ে।।

যম ঃ ওঁ অসি যমো অস্যদিত্যো অর্ব্ব-ন্নসি ত্রিতোগুহ্যেন ব্রতেন।
অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত, আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা।।
ইদং যমায়।।

নৈঋত ঃ ওঁ যন্তে দেবী নির্ঋতি-রাববন্ধ, পাশং-গ্রীবাস্ব বিচৃত্যং।
তন্তে বিষ্যামায়ুষো ন মধ্যা, দথৈতং পিতু-মদ্ধি প্রসূতঃ স্বাহা।।
ইদং নিঋতয়ে।।

বরুণ ঃ ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভন-মসি। বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ।
বরুণস্য ঋত-সদন্যসি। বরুণস্য ঋত-সদন-মসি।
বরুণস্য ঋত-সদন-মা-সীদ স্বাহা।।

ইদং বরুণায়।।

বায়ু ঃ ওঁ বাত আ বাতু ভেষজগুঁ, শম্ভু-ময়োভু নো হৃদে।
প্র ণ আয়ূগুঁ ষি তারিষৎ স্বাহা।। ইদং বায়বে।।

কুবের ঃ ওঁ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবঞ্চিদ্, যথা দান্ত্যনু-পূর্ব্বং বিয়ূয়।
ইহেহৈষাং কুণুহি ভোজনানি, যে বর্হিষো নম উক্তিং যজন্তি স্বাহা।।
ইদং কুবেরায়।।

ঈশান ঃ ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং, ধিয়-ঞ্জিন্ব-মবসে হূমহে বয়ং।
পূষা নো যথা বেদসা-মসদ্ বৃধে, রক্ষিতা-পায়ু রদব্ধঃ স্বস্তয়ে স্বাহা।।
ইদং ঈশানায়।।

ব্রহ্মা ঃ ওঁ আ ব্রহ্মণ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম-বর্চ্চসী জায়তা,-
মা রাষ্ট্রে-রাজন্যঃ শূর ইষবোঽতি ব্যাধি মহারথো
জায়তাং, দোগ্ধ্রী ধেনু, র্বোঢ়ানড়া-নাশুঃ সপ্তিঃ, পুরন্ধির্যোষা।
জিষ্ণূ রথেষ্ঠাঃ, সভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরো জায়তাং,
নিকামে-নিকামে নঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতু, ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং।
যোগক্ষেমো ন কল্পতাং স্বাহা।। ইদং ব্রহ্মণে।।

অনন্ত ঃ ওঁ নমো অস্তু সর্পেভ্যো, যে কে চ পৃথিবী-মনু।
যে অন্তরিক্ষে যে দিবি, তেভ্যঃ সর্পেভ্যোনমঃ স্বাহা।।
ইদং অনন্তায়।।

বিনয়কাদি দেবতার হোম

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ঃ নামোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যব স্রুবে করিয়া লইয়া একবার অগ্নিতে প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

ওঁ বৈনায়কায় স্বাহা। দেবতোদ্দেশ — ইদং বৈনায়কায়।।
ওঁ গৌর্য্যৈ স্বাহা। দেবতোদ্দেশ — ইদং গৌর্য্যৈ।।
ওঁ বায়বে স্বাহা। দেবতোদ্দেশ — ইদং বায়বে।।
ওঁ আকাশায় স্বাহা। দেবতোদ্দেশ — ইদং আকাশায়।।
ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং স্বাহা।দেবতোদ্দেশ — ইদং অশ্বিনীকুমারাভ্যাং।।

পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া বরুণ দেবতার হোম করিবেন।

বরুণ হোম

একটি পাত্রে তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা মিশ্রিত ১০৮/২৮/৮ টি উড়ুম্বর সমিধ লইয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

উৎসর্গ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্রের দ্বারা জলের ছিটা দিবেন—

ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তরশত (বা-অষ্টাবিংশতি বা-অষ্ট) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত উড়ুম্বর সমিদ্ভ্যো নমঃ।

সমিধ পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তরশত (অষ্টাবিংশতি বা-অষ্ট) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত উড়ুম্বর সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতি অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মমন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শালগ্রামে পুষ্প দিবেন—এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ বং বরুণায় নমঃ।

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যব মিশ্রিত উড়ুম্বর সমিধ একটি একটি করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

সামবেদে ঃ ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ স্বাহা।।

অথবা—ওঁ বং (বা-বৌং) বরুণায় স্বাহা।

যজুর্বেদে ঃ ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুণস্য ঋতসদনমসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ স্বাহা।।

দেবতোদ্দেশ— ইদং বরুণায়।

অথবা— ওঁ বং (বা-বৌং) বরুণায় স্বাহা, দেবতোদ্দেশ—ইদং বরুণায়।

প্রণাম ঃ ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।

পাশহস্তো মহাবাহু স্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।

পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

উদীচ্য কর্ম

সামবেদে উদীচ্য কর্মঃ পৃষ্ঠানং-১৬২, যজুর্বেদে উদীচ্য কর্মঃ পৃষ্ঠানং-১৮০
আরতি ঃ পৃষ্ঠানং-১৪৩ প্রদক্ষিণ ঃ পৃষ্ঠানং-১৯৮

দক্ষিণান্ত ঃ - প্রথমে ব্রাহ্মণ দক্ষিণা দিয়া পরে দেব দক্ষিণা দিতে হয়। পূর্বনিয়মে দক্ষিণা উৎসর্গ (পৃষ্ঠা নং ১৯৯) করিয়া দক্ষিণাদান বাক্য বলিবেন। শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য (শূদ্রপক্ষে-শ্রীবিষ্ণুর্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা শ্রী অমুকী দাসী) এতদ্বাস্তুমধ্যতঃ সবদোষোপ্রশমন-আধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিক-তাপত্রয়-নিবারণাস্মদ্-গোচর-বিলগ্নাদি-নাক্ষত্রিক দশান্তর্দশা-প্রত্যন্তর্দশাষ্টবর্গ-ষন্নাড়ী-পতাকি-সপ্তশূন্য-ত্রিপাপ-সর্বতো-ভদ্রচক্রাদি চতুরশীতি-চক্রস্থ-রব্যাদিনবগ্রহ-সংসূচিত-সংসূচ্যমান-সংসূচয়িষ্যমানারিষ্ট-প্রশমন, শুভগ্রহবিশেষ-সন্তোষপ্রতিপাদনাশুভগ্রহাণামপি-বিশেষশান্তি-বায়ু-পিত্ত-কফোদ্ভবাশ্রিত-শরীরস্থ-সর্ব্বরোগানাং-ঝটিত্যুপশমন-শরীরারোগ্য-দীর্ঘায়ুর্লাভঃ, সাংসারিক-সর্বমঙ্গল-সর্ব্বাপচ্ছান্তি-মনোগতাভীষ্ট-সুসিদ্ধি-শ্রীবৃদ্ধি-লাভঃ, সর্ব্ববাধাবিনির্মুক্তি-সর্বদা-সর্বত্র-জয়লাভ-পূর্ব্বক-শ্রীবিষ্ণু- প্রীতিকামনয়া কৃতৈতাণি গণপত্যাদি-দেবতা-পূজানন্তরং ব্রহ্মপুরাণীয় ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বকম্ অষ্টোত্তরশত (বা-সহস্র) সংখ্যক-সচন্দন-তুলসী-পত্রাণামেকৈকেন শালগ্রাম-শিলাধিকরণক শ্রী হরিপূজা, শ্রীমদ্ ভগবদ্ দুর্গায়াঃ পূজাংবিধায় অষ্টোত্তরশত (বা-সহস্র) সংখ্যক দ্ব্যক্ষরাত্মক দুর্গেতি দুর্গানাম-জপঃ, শ্রীমধুসূদনং সম্পূজ্য অষ্টোত্তরশত (বা-সহস্র) সংখ্যক-পঞ্চাক্ষরাত্মক-মধুসূদনেতি মধুসূদন-নাম জপঃ, একৈকশঃ এক (বা-চতুষ্টয়/দ্বাদশ) সংখ্যক-পার্থিব-শিবলিঙ্গাধিকরণক-শ্রীশিবপূজা, শ্রীমচ্চণ্ডিকাং সমভ্যর্চ্য শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষিবেদব্যাস-প্রোক্ত-জয়াখ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক মন্বন্তরীয় মার্কণ্ডেয় উবাচ ওঁ সাবর্ণিঃ সূর্য্য-তনয়ঃ ইত্যারভ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুরোমিত্যন্তদেবীমাহাত্ম্যস্য সকৃৎ (বা-

ত্রিকৃত্বঃ) পাঠঃ, ঘৃতোডুম্বরাদি-সমিদ্ভিঃ সবিষ্ণুক-পূজনীয়-দেবদেবীনাং প্রীতয়ে জপতর্পণাভিষেচন-হোম-চেতি কর্ম্মণাং সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা-কাঞ্চনমূল্যং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতমর্চিতং অমুকামুকগোত্রেভ্যো বৃতব্রাহ্মণেভ্যোঽহং (পূজিতদেবতাভ্যোঽহং) সম্প্রদদে।। পরার্থে—দদানি। সমাপনান্তে বাক্য বলিয়া ভূমিতে জলের ছিটা দিবেন। ব্রাহ্মণগণ প্রতিবচনকরিবেন- ওঁ দদাতু।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ চালদূর্বা লইয়া যজমান পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিবেন—ওঁ কৃতৈতৎ স্বস্ত্যয়ন কর্ম্ম অচ্ছিদ্রমস্তু, পুরোহিত বলিবেন—ওঁ অস্তু ।

বৈগুণ্যশান্তি

করদ্বয়ে পাত্রোপরি জল লইয়া—

শ্রী বিষ্ণু ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) কৃতেঽস্মিন্ স্বস্ত্যয়ন-কর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ বলিয়া তিনবার ভূমিতে জল দিবেন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।।
শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ।
ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।।
ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেবতদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ।।
ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম জানতা বাপ্য জানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ।।
ওঁ শ্রীহরিঃ, ওঁ শ্রীহরিঃ, ওঁ শ্রীহরিঃ।।

মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক করজোড়ে প্রণাম করিবেন—কর্ম্ম সাক্ষিণে ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। প্রদীপের তাপে করদ্বয় আচ্ছাদিত করতঃ মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক করজোড়ে প্রণাম করিবেন—কর্ম্মসাক্ষিণে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। কর্ম্ম সাক্ষিভ্যো ওঁ পূজিতদেবতাভ্যো নমঃ। কর্ম্ম সাক্ষিভ্যো ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

কর্ম্মসমর্পণ

অতঃপর দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূজাধারে অর্পণ করিবেন—ওঁ এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণায় অর্পিতমস্তু।

অতঃপর ব্রতী ব্রাহ্মণেরা বৈগুণ্য সমাধান করিয়া ঘট বিসর্জ্জন, শান্তি

ত্রিপুষ্কর শান্তি

ত্রিপুষ্করযোগ ঃ পুনর্বর্সু, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ, বিশাখানক্ষত্র ও রবি, শনি, মঙ্গলবার এবং দ্বিতীয়া, সপ্তমী দ্বাদশী তিথি ইহাদের মধ্যে যেকোন বার, তিথি, নক্ষত্রের একত্রে মরণ হইলে ত্রিপুষ্কর হয়। যথা—'পুনর্বসূত্তরাষাঢ়া কৃত্তিকোত্তরফল্গুনী। পূর্বভাদ্রং বিশাখা চ রবিভৌমশনৈশ্চ রাঃ। দ্বিতীয়া সপ্তমী চৈব দ্বাদশীতিথিরেব চ। এতেষামেকদাযোগে ভবতীতি ত্রিপুষ্করঃ।।" উক্ত বারের প্রথম পাদে, তিথির প্রথম ও মধ্যপাদে এবং নক্ষত্রের প্রথম পাদে মৃত্যু হইলে ভয়ানক ত্রিপুষ্কর হয়। উক্ত বার, তিথির, নক্ষত্রের একত্রযোগে জন্ম হইলে জারজ ও মরণ হইলে ত্রিপুষ্কর হয়। যথা—'বারাণাং প্রথমে ভাগে তিথীনাং চাদ্যমধ্যয়োঃ। নক্ষত্রে প্রথমেপাদে ত্রিপুষ্কর ইতি স্মৃতঃ।। জাতে তু জারজো যোগে মৃতে ভবতি পুষ্করঃ।।' (বরাহসংহিতা)।।

পুষ্করের অবস্থান নির্ণয় ঃ আঠারোর (১৮) সঙ্গে মৃতদিনের বার তিথির অঙ্ক যোগ দিয়া, পুনরায় আবার তার সঙ্গে সতের (১৭) যোগ কবিয়া তিন (৩) দ্বারা ভাগ করিলে যেটি ভাগশেষ থাকিবে তাহাই পুষ্করের অবস্থান। যেমন—ভাগশেষ এক (১) থাকিলে—স্বর্গে। দুই (২) থাকিলে—পাতালে। শূন্য (০) থাকিলে—পৃথিবী। পৃথিবীতে পুষ্কর থাকিলে বিশেষ অশুভ। যথা—'অষ্টাদশন্তু সংস্থাপ্য তিথি-বার-সমন্বিতম্। পুনঃসপ্তদশং দেয়ং ত্রিভির্ভাগেন হারয়েৎ। একেন বসতি স্বর্গে দ্বাভ্যাং পাতালমেবচ। শূন্যে মর্ত্ত্যে বিজানীয়াৎ তত্রাতীবাশুভং ফলম্।। (বরাহসংহিতা)।।

ত্রিপুষ্করের শবদাহ বিধান ঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কুশ, বৈশ্য পিষ্টক এবং শূদ্র গোময় দ্বারা পুতুল নির্মাণ করিয়া পাঁচটি মেষাদির লোম বা পশম দ্বারা বাঁধিয়া যবচূর্ণ দ্বারা লেপিয়া শবের সহিত দাহ করিতে হয়। যথা-'মৃতাহে প্রথমং জ্ঞাত্বা ত্রিপুষ্করং বিধানতঃ। প্রতিমাং দাহয়েৎ তত্র শবসংযোগতঃ ক্রমাৎ।। ব্রহ্মক্ষত্রিয়য়োর্দর্ভৈঃ পিষ্টৈর্বৈশ্যস্য নির্মিতম্। শূদ্রস্য গোময়েনাপি প্রতিমাং দাহয়েত্ততঃ।। দাহদেশে শবং নীত্বা স্নাপয়েচ্চ প্রযত্নতঃ। দর্ভাণাং প্রতিমাঃ কার্য্যাঃ পঞ্চে র্ণাসূত্রবেষ্টিতাঃ। যব পিষ্টেনানুলিপ্তাস্তাভিঃ সহ শবং দহেৎ।। (ব্রহ্ম পুরাণ)।।

পুষ্করফল নির্ণয় ঃ বারে মরিলে শস্য ও পুত্রহানি, তিথিতে গোমহিষাদি ও নক্ষত্রে বংশনাশ হয়, বাস্তুবৃক্ষও জীবিত থাকে না। যথা—'বারে শস্য সুতং হন্তি তিথৌ। গোধনমেবচ। নক্ষত্রে বংশনাশঃ স্যাদ্ বাস্তুবৃক্ষো ন জীবতি।" (বরাহসংহিতা)।।

ত্রিপুষ্কর শান্তির দিন নিরূপণ ঃ শ্রাদ্ধ দিনে বা শ্রাদ্ধের পরদিনে প্রভাতে বা রাত্রিতে ত্রিপুষ্কর শান্তি করিতে হয়। যথা—'ততো দাহঃ প্রকর্ত্তব্যস্তৈশ্চ পুত্তলকৈঃ সহ। অশৌচান্তে তদা পুত্রৈঃ কার্য্যং শান্তিকপৌষ্টিকম্।। (গরুড়পুরাণ) 'শবাশৌচে নিবৃত্তে তু দ্বাদশাহেঽথবা ক্বচিৎ। প্রভাতে বা তথা রাত্রৌ শান্তিঃ কুর্য্যাৎ বিধানতঃ'।। (বশিষ্ঠ)।।

ত্রিপুষ্কর শান্তির স্থান নিরূপণ ঃ বারদোষে উঠানে, তিথিদোষে তেমাথানোরাস্তায়, নক্ষত্রদোষে শ্মশানে পুষ্কর যাগ করিতে হয়। যথা-' 'বারদোষে প্রাঙ্গণে চ তিথিদোষে ত্রিমার্গকে। নক্ষত্রে তু শ্মশানে চ পৌষ্করং যাগমাচরেৎ।।' পুষ্কর দোষে গোয়ালে, নির্জ্জনস্থানে, নদীগর্ভে, অরণ্যে বা শ্মশানে শান্তি কার্য্য করিতে হয়। যথা- 'পুষ্করদোষে গোশালায়াং, নির্জ্জনে, নদীগর্ভে, অরণ্যে, শ্মশানে বা শান্তিঃ কর্ত্তব্যা।' (বরাহসংহিতা)।।

শান্তির বিধান ঃ ত্রিপুষ্কর দোষ নিবারনের জন্য অযুতহোম করিতে হয়। অযুতহোমে অসমর্থ হইলে সুবর্ণদান করা যায়। যথা—'অতস্তদ্দোষশান্ত্যর্থং হোময়েদযুতং বুধঃ। অশক্তশ্চেৎ সুবর্ণাদি দানং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি।' (বশিষ্ঠ)।

অন্যপ্রকার শান্তির বিধান ঃ বিচিত্রবর্ণের চন্দ্রাতপের পঞ্চবর্ণের গুণ্ডিকা দ্বারা অষ্টদল পদ্ম নির্মাণ করিয়া ক্রমানুসারে যম-ধর্ম-চিত্রগুপ্ত-পুষ্কর পুরুষের প্রতিমা স্থাপন করিবেন। যথা—'চন্দ্রাতপং তদুপরি বিচিত্রং পরিকল্পিতম্। পঞ্চবর্ণেন চূর্ণেন কুর্য্যাদ্ধি পদ্মমণ্ডলম্। যমং ধর্ম্মং চিত্রগুপ্তং স্থাপয়েৎ ক্রমশস্ততঃ।।' (বরাহসংহিতা)।।

যমাদি দেবতার প্রতিমা স্থাপন ঃ নূতন পীঠাসনের উপর ক্রমপর্য্যায়ে যমাদি দেবতার প্রতিমা স্থাপন করতঃ মণ্ডল করিয়া মণ্ডলের চতুর্দিকে যমাদি দেবতার চারটি কুম্ভ স্থাপনান্তে মণ্ডলের পূর্বদিকে বরুণ ঘট স্থাপন করিয়া তার দক্ষিণে গ্রহদের আকৃতি অঙ্কন করিয়া, তার দক্ষিণে গণেশঘট স্থাপনান্তে ঐ ঘটে গণেশাদি দেবতা, ইন্দ্রাদিদিকপালের পূজা করিতে হয়। যথা- 'প্রতিমাশ্চ সমাঃ সর্বাঃ ক্রমাত্তত্র নিয়োজিতাঃ। নূতনে চ ক্রমাৎ পীঠে স্থাপয়েৎ

বিধি পূর্বকম্।। মণ্ডলস্য চতুর্দিক্ষু চতুঃ কুম্ভাংশ্চ স্থাপয়েৎ। মণ্ডলস্য তথা পূর্বে বরুণং ঘটমর্পয়েৎ।। গ্রহাণামাকৃতিং তত্র লিখিত্বা চ সমর্চয়েৎ। তদ্দক্ষিণে গণেশস্য ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ।। নানাদেবান্ গণেশাদীন্ দিকপালান্ বৈ সমর্চ্চয়েৎ।।'(বরাহসংহিতা)। কলির ব্যাসদেব মহামহোপাধ্যায় অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় তাঁর 'ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধকাণ্ড পদ্ধতি' পুস্তকে পুষ্কর শান্তিতে গণেশঘটের চতুর্দিকে যমাদি দেবতার স্থাপন ব্যবস্থা দিয়েছেন।

তিলপূর্ণ লৌহপাত্রে কৃষ্ণবস্ত্রবেষ্টিত লৌহনির্ম্মিত যম, ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্রে শুক্লবস্ত্রবেষ্টিত রৌপ্যনির্ম্মিত ধর্ম, গুড়পূর্ণ তাম্রপাত্রে রক্তবস্ত্রবেষ্টিত স্বর্ণনির্ম্মিত চিত্রগুপ্ত, দুগ্ধপূর্ণ প্রস্তরপাত্রে কৃষ্ণবস্ত্রবেষ্টিত লৌহনির্ম্মিত পুষ্কর পুরুষকে রাখিতে হয়। যথা—'তিলপ্রপুরিতে পাত্রে লৌহে চ কৃষ্ণবাসসা। বেষ্টয়িত্বা যমং তত্র স্থাপয়েল্লৌহনির্ম্মিতম্। ঘৃতপ্রপূরিতে পাত্রে কাংস্যপাত্রে নিরঞ্জনম্। রৌপ্যাকৃতিং শুক্লবস্ত্রবেষ্টিতং তত্র পূজয়েৎ। গুড়প্রপূরিতে পাত্রে তাম্রপাত্রে চ মন্ত্রিণম্। স্বর্ণাকৃতিং রক্তবস্ত্রবেষ্টিতং তত্র স্থাপয়েৎ।। ক্ষীরপ্রপূরিতে পাত্রে শিলা পাত্রে চ পুষ্করম্। কৃষ্ণাকৃতিং কৃষ্ণবস্ত্রবেষ্টিতং তত্র স্থাপয়েৎ।।'

পূজা প্রকরণ ঃ যম-ধর্ম-চিত্রগুপ্ত-পুষ্করপুরুষের ও মৃতদিনের বার-তিথি-নক্ষত্রের পূজা পূর্ব্বক হোম করিতে হয়। অতপর ঈশানে বরুণ ঘট রাখিয়া তদ্দক্ষিণে গ্রহমণ্ডল করিয়া পূজানন্তর তাহার দক্ষিণে গণেশ ঘট রাখিয়া তাহাতে গণেশাদি দেবতা ও দিক্পালের পূজা করিতে হয়। যথা—'যমং ধর্মং চিত্রগুপ্তং পুষ্করপুরুষং তথা। তিথি বারং তথা ঋক্ষং (নক্ষত্র) পূজয়িত্বা তু হোময়েৎ। মণ্ডলস্য তথা পূর্বে বরুণং ঘটমর্পয়েৎ। গ্রহাণামাকৃতিং তত্র লিখিত্বা চ সমর্চ্চয়েৎ। তদ্দক্ষিণে গণেশস্য ঘটং সংস্থাপ্য যত্নতঃ। নানাদেবান্ গণেশাদীন্ দিক্পালান্ বৈ সমর্চ্চয়েৎ।।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা নিয়ম ঃ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গণ্ডস্থলদ্বয়স্পর্শ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং এইরূপে হৃদয়ে হস্ত দ্বারা 'অস্যপ্রাণাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা—'প্রতিমায়াঃ কপোলৌ দ্বৌ স্পৃষ্ট্বা দক্ষিণপাণিনা। প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্ব্বীত তস্যা দেবস্য বা হরেঃ। তথৈব হৃদয়ে সম্যগ্দত্ত্বা হস্তঞ্চ মন্ত্রবিৎ। অস্য প্রাণাং প্রতিষ্ঠন্তু অস্য প্রাণাং ক্ষরন্তু চ। অস্য দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহেতি যজুরীরয়ন্।।' (মাৎস্যে)।।

রক্ষাকরণ ঃ যজ্ঞরক্ষার জন্য তাম্রপাত্রে বা প্রস্তর পাত্রে ধান-মাষকলাই-তিল-মুগ-যব-সরিষা-দূর্ব্বা-তণ্ডুল চন্দন লেপন করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক যজ্ঞ বেদীর বা বাস্তুর চতুর্দিকে ছড়াইতে হয়। যথা—'ততো যজ্ঞস্য রক্ষার্থং পঞ্চ শস্যাদিকং তথা। তাম্রে বা মৃণ্ময়ে বাপি মন্ত্রয়িত্বা বিকীরয়েৎ।। পুনঃ মুদগযবাক্ষত-দূর্ব্বাতিল-তণ্ডুলসর্ষপান্। চন্দনেনানুলিপ্তান্ বৈ কারয়েৎ তাম্র ভাজনে।।' (নারদঃ)।

যমাদিদেবতার সমিধ নির্ণয় ও হোম প্রকরণ ঃ যমের বৈকঙ্কত (বৈঁইচ), ধর্মের উড়ম্বর, চিত্রগুপ্তের অশ্বত্থ, পুষ্কর পুরুষের পলাশ। তিনটি বৈকঙ্ক সমিধ কুশ দ্বারা বাঁধিলে একটি সমিধ হইবে এইরূপে একশত আটটি সমিধ হইবে, এইভাবে উড়ুম্বর, অশ্বত্থ ও পলাশ সমিধ একশত আটটি করিয়া ঘৃত-মধু-তিল ও চরু মিশ্রিত করিয়া হোম করিতে হয়। এরপর দধি মধু ঘৃত সংযুক্ত করিয়া হাজার হোম করিতে হয়। যথা—'বৈকঙ্কোড়ুম্বরাশ্বত্থৈঃ প্রত্যেকাষ্টোত্তরং শতম্। একৈকং ত্রিত্রি সংযুক্তং দর্ভেণ পরিবেষ্টিতম্।। যমায় বৈকঙ্কতেন ধর্ম্মায়োড়ুম্বরেণ চ। অশ্বত্থৈশ্চিত্রগুপ্তায় জুহুয়াৎ ক্রমশস্তথা। তদ্বদ্ ঘৃততিলাংশ্চৈব তথা সমিধমেবচ। একীকৃত্য সমং সর্ব্বং চরুমাশ্রিত্য হোময়েৎ। দধিমধবাজ্য সংযুক্তং হোমং সহস্রসংখ্যায়া।।' (শব্দকল্পদ্রুমঃ)।।

বলিদান ব্যবস্থা ঃ হোম সমাপনান্তে দেবতাদের উদ্দেশ্যে চতুর্দ্দশ বলি প্রদান করিতে হয়। যথা—'হুত্বা যথাক্রমং তত্র বলিং দদ্যাৎ বিচক্ষণঃ। হোমান্তে বলিমন্ত্রৈশ্চ চতুর্দ্দশবলীন্ হরেৎ।।' (শব্দকল্পদ্রুতম্)।।

বলিশব্দের অর্থ ঃ পূজোপহারঃ,পূজাসামগ্রী,উপহারঃ, উপঢৌকনম্, ভেটি, ডালীতি ভাষা।

বলিদ্রব্য ঃ মাষকলাই, গুড়, দুগ্ধ, মধু, শোণিত (রক্ত), আতপতণ্ডুল, ঘৃতযুক্ত করিয়া ক্রমানুসারে বলি প্রদান করিতে হয়। যথা—'ভক্তং সমাষং সগুড়ং সপয়ো মধুশোণিতম্ সমাদায় তথাজ্যন্তু বলিং দদ্যাদনুক্রমাৎ।।' অগস্ত্যসংহিতাতে উক্ত আছে মাষ-মসূর-মুগকলাই, ঘৃত,আতপচাল, মটর, ছোলা, হরিদ্রা, শ্বেতসরিষা, ব্রীহি, গম, কুমড়ো, মাছ, মিষ্টিদ্রব্য দ্বারা একত্রে চৌদ্দটি বলি সাজিয়ে গণেশাদি দেবতাদের প্রদান করিতে হয়। যথা- 'মাষ-মসূর-মুদগাশ্চ, গবাজ্যং তণ্ডুলং তথা। মটরং চণকং চৈব হরিদ্রা শ্বেতসর্ষপৌ।

ব্রীহিশ্চ গোধূমশ্চৈব কুষ্মাণ্ডং মীন-শর্করাঃ। চতুর্দশবলিঃ প্রোক্তো গণেশাদি প্রদাপয়েৎ।।' (অগস্ত্যসংহিতা)।

বলিদ্রব্য পরিমাণ ঃ পাঁচপোয়াদুগ্ধ, শস্য দান করিতে হয়। এর কম দান করিলে দাতা ফলভাগী হয় না। পূজাস্থানে বিত্তশাঠ্য করিতে নাই। বিত্তশাঠ্য করিলে শুভফল পাওয়া যায় না। যথা- 'সপাদ সেরিকাদুগ্ধং শস্যং দদ্যাৎ বিচক্ষণঃ। এতন্ন্যূনং ন দাতব্যং ন দাতা ফলভাগ্ ভবেৎ।। পূজায়াং দ্রব্যদানে চ বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ। বিত্তহীনং প্রকুর্বীত ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ।।'

বলির রুধির সম্পর্কে ঃ কলির ব্যাসদেব মহামহোপাধ্যায় অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় তাঁর 'ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধকাণ্ড পদ্ধতি' পুস্তকে পুষ্কর শান্তিতে রুধির সম্পর্কে ব্যবস্থা দিয়েছেন মাগুর মাছের রক্ত বা কালো পায়রার রক্ত। যথা- 'শোণিতার্থং মদ্গুরুমৎস্যস্য প্রয়োজনং, তদভাবে কৃষ্ণপারাবতব্যবহারঃ'।।

বলিদান সম্পর্কে মতভেদ ঃ শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থের সূত্রানুসারে চৌদ্দটি বলি দানের ব্যবস্থা আছে। কলির ব্যাসদেব মহামহোপাধ্যায় অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় তাঁর 'ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধকাণ্ড পদ্ধতি' পুস্তকে পুষ্কর শান্তিতে কেবল পুষ্কর পুরুষের বলির ব্যবস্থা দিয়েছেন। কৌলাগ্রগণ্য পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী অঘোরানন্দ আগমবাগীশ মহারাজ কর্তৃক নির্দেশিত অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীগুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সঙ্কলিত 'শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-কল্পদ্রুমঃ' পুস্তকে পুষ্করশান্তিতে কেবল পূজিত দেবতার অর্থাৎ যম-ধর্ম-চিত্রগুপ্ত-পুষ্করপুরুষের বলিদানের ব্যবস্থা দিয়েছেন। পণ্ডিত প্রবর শ্রী ভগবতী চরণ কাব্যভূষণ মহাশয় তাঁর 'হিন্দুক্রিয়া কল্পদ্রুমঃ' গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডে ত্রিপুষ্কর শান্তিতে চৌদ্দটি বলি এবং বলিশেষ নিয়ে মোট পনেরটি বলি দানের ব্যবস্থা দিয়েছেন। বিশিষ্ট পণ্ডিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর 'শান্তিস্বস্ত্যয়ন-পারিজাত' গ্রন্থে পুষ্করশান্তিতে চৌদ্দটি বলি এবং বলি শেষ নিয়ে মোট পনেরটি বলি দানের ব্যবস্থা দিয়েছেন।

সকল পণ্ডিত মহাশয়দের মতগ্রহণ করিয়া আমি আমার মতে চৌদ্দটি বলি ও যম-ধর্ম-চিত্রগুপ্ত-পুষ্করপুরুষের এবং বলি শেষ লইয়া মোট উনিশটি বলি দানের ব্যবস্থা লিখিলাম।

হোম না করার দোষ ঃ যে ব্যক্তি ত্রিপুষ্কর শান্তি বিধান অনুসারে হোম না করিলে যম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার বংশ নাশ করেন। এমনকি পূর্ণকালের ভিতর পুত্র, পত্নী, স্বামী, শ্বশুর, মাতা, পিতা, ভগিনী, খুল্লতাত ও ভগিনীপতি ইত্যাদি কুটুম্ববর্গের মধ্যে ক্রমানুসারে এক এক করিয়া বিনাশ করেন। কুটুম্বাদির অভাবে বাস্তুজীব-বৃক্ষ জীবিত থাকে না। যথা— 'এতদ্ধোমং বিনির্দ্দিষ্টং যত্নতো ন করোতি যঃ। ন রক্ষতি যমস্তস্য ত্রিভির্মাসৈশ্চ বংশজম্। সুতো ভ্রাতা তথা জায়া পতিঃ শ্বশুর এব চ। মাতা পিতা স্বসা বাপি পিতৃব্যো ভগিনীপতি ।। একৈকং বর্ষসম্পূর্ণে কুটুম্বং পীড়য়েদ্ ধ্রুবম্। বান্ধবানামভাবে তু বাস্তুবৃক্ষো না জীবতি।।' (শব্দকল্পদ্রুমঃ)।। প্রেতরিষ্ট বিনাশের জন্য যমাদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে হোম না করিলে প্রথমে স্বামী, দ্বিতীয়ে ভাই, তৃতীয়ে পুত্র-ধন-গো-সম্পদাদি সমস্ত নষ্ট হয়ে যায়। সেইহেতু যথাবিধি অনুসারে হোম করিতে হয়। যথা- 'প্রথমং স্বামিনং হন্তি দ্বিতীয়ং ভ্রাতরং তথা। তৃতীয়ং সর্বহানিঃ স্যাৎ সুতবিত্তবিনাশনম্। প্রেতারিষ্টবিনাশায় যমাদিন্ যো ন হোময়েৎ। সর্বাণি তস্য নশ্যন্তি গবাদীনি চ সর্বতঃ। এবং বিধিকৃতং হোমং যঃ কর্তুমক্ষমো ভবেৎ। হোমং কৃত্বা যথাশক্তি ধেনুমেকাং প্রদাপয়েৎ।।' (বরাহসংহিতা)।।

ত্রিপুষ্কর শান্তির বিকল্প বিধান ঃ ত্রিপুষ্কর বিধানে পূজা-হোম করিতে অসমর্থ হইলে নারায়ণের উদ্দেশ্যে অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া (৫রতি) সুবর্ণ বা একটি ধেনু বা তন্মূল্য তিন কাহান কড়ি দান করিতে হয়। এই প্রকার কার্য্য করিলে বিঘ্নের আর ভয় থাকে না। যথা—'অশক্তশ্চেৎ সুবর্ণাদিদানং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি। পুনঃ এবং বিধিকৃতং হোমং যং কর্ত্তুমক্ষমো ভবেৎ হোমং কৃত্বা তথা শক্ত্যা ধেনুমেকাং প্রদাপয়েৎ। অস্মিন্ স্তুতে ন সন্দেহঃ প্রেতিরিষ্টং ন পীড়য়েৎ।। ন বিঘ্নো যজমানস্য নচারিষ্টং প্রজায়তে।।' (শব্দকল্পদ্রুমঃ)।।

বিকল্প বিধান মতান্তরে ঃ বিদ্বান্ ব্যক্তি পিষ্ট অর্থাৎ খোলা বা ময়লাশূন্য তিলের সহিত তিনটি গো বা তন্মূল্য, দ্বিপুষ্করে অর্থাৎ বারতিথিযোগে দুইটি গো বা তন্মূল্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন। যথা—'ত্রিতয়ং গবাক্ষ হি দদ্যাদ্দোষস্যাপনুত্তয়ে বিদ্বান্। দ্বিতীয়ং দ্বিপুষ্করেঽপি চ তিলপিষ্টৈবিব প্রমুখ্যেভ্যঃ।।' (দ্বিতয়ংগবাং)।।

মহর্ষি নারদের মতে পূর্বোক্ত বারতিথি ব্যতীত কেবল দুষ্যনক্ষত্রে মৃত্যু হইলে দোষ হয় না। ত্রিপুষ্করদোষ নাশের জন্য তিনটি গো বা তন্মূল্য

ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবেন। কেবল নক্ষত্রদোষ হইলে শান্তি করিতে হইবে না। যথা—'অত্রতিথিবারয়োরভাবে কেবলং বিষমাঙ্ঘ্রিভে যমলাঙ্ঘ্রিভে বা মরণসম্ভবে দোষাভাবঃ। (নারদঃ)। দদ্যাত্তদ্দোষনাশায়, গোত্রয়ং, মূল্যমেববা। দ্বিপুষ্করেদ্বয়ং দদ্যান্নদোষস্তৃক্ষমাত্রতঃ।।' (নারদঃ)।।

মহর্ষিগোভিলের মতে শান্তিবিধান ঃ ত্রিপুষ্কর শান্তির জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান সমাপনান্তে বিষ্ণুপূজা করিয়া তিল মিশ্রিত মধু ও ঘৃত দ্বারা বিষ্ণু মন্ত্রে সহস্রসংখ্যক হোম করিতে হয়। (যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া)। যথা—'সুবর্ণং ব্রাহ্মণে দদ্যাদ্ বিষ্ণুং সম্পূজয়েত্ততঃ। মধবাজ্যমিশিতৈস্তিলৈর্হোমং কুর্য্যাৎ সহস্রকম্।।' (গোভিলঃ)।।

গ্রহযামল মতে শান্তিবিধান ঃ গ্রহযামলে সপ্তদশ পটলে শিব পাবর্বতীকে পুষ্কর শান্তি বিশেষভাবে বর্ণনা করছেন- রবিবারে মৃত্যু হইলে কৃষি, মঙ্গলবারে পুত্রাদি, শনিবারে পুত্রাদি বংশজাত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়।

দোষ শান্তির জন্য রবিবারে মৃত হইলে ধান্য, মঙ্গলবারে স্বর্ণও গো, শনিবারে ভূমি ও স্বর্ণ গ্রহবিপ্রকে দান করিবে।

দ্বিতীয়ায় মৃত্যু হইলে গোধন ও কৃষি, সপ্তমীতে বংশজাত, দ্বাদশীতে পুত্রাদির নাশ হয়।

দোষ শান্তির জন্য দ্বিতীয়ায় মৃত্যুতে ধেনু, সপ্তমীতে স্বর্ণপুতুল, দ্বাদশীতে ভূমি গ্রহবিপ্রকে দান করিবে।

কৃত্তিকায় মৃত্যু হইলে বাহন, গোত্রজ ও গো বিনষ্ট হয়। পুনবর্বসুতে জ্ঞাতি, উত্তরফল্গুনীতে গোত্রজ ও গৃহ, বিশাখায় ঔরসপুত্র ও বান্ধব, উত্তরাষাঢ়ায় ঘোটক, গোত্রজ ও ভূমি এবং পূবর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে গোত্র, বিত্ত ও হিতকারী ব্যক্তির বিনাশ হয়।

দোষ শান্তির জন্য কৃত্তিকায় মৃত্যু হইলে ছাগ ও গো, পুনবর্বসুতে ধেনু ও স্বর্ণ নির্ম্মিত সূর্য্য প্রতিমা, উত্তরফল্গুনীতে স্বর্ণ নির্ম্মিত সূর্য্য, বিশাখায় স্বর্ণ নির্ম্মিত চন্দ্র, উত্তরাষাঢ়ায় স্বর্ণ নির্ম্মিত চন্দ্র এবং পূবর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে তাম্রজাত গ্রহমণ্ডল শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভোজ্য ও বস্ত্রসহ গ্রহবিপ্রকে দান করিবে।

বারজপুষ্কর কৃষি, তিথিজ পুষ্কর গোধন, নক্ষত্রজ পুষ্কর গোত্র এবং ত্রিপুষ্কর সবর্বনাশ করিয়া থাকে। শুদ্ধ জন্ম ব্যক্তি গ্রহদোষ, পুষ্করদোষ ও

বিবিধ পাপ জাত দোষে পীড়িত হয়। জারজ ব্যক্তি বা নীচ ব্যক্তি পীড়িত হয় না। শুদ্ধ জন্ম ব্যক্তি গ্রহবিপ্রকে স্বয়ং হিংসা করিলে বা অন্য দ্বারা হিংসা করাইলে ছয় মাস মধ্যে পুষ্কর দোষে লিপ্ত হয়। জারজ ব্যক্তি নাড়ীক্ষ, সাগ্নিক, গ্রহবিপ্র বা নিরগ্নি ব্রাহ্মণের হিংসা করিলে বা করাইলে দোষে লিপ্ত হয় না। যথা- 'একদা পুষ্করাখ্যানং পুরোক্তং তদ্বিশেষকং। অধুনা বচ্মি দেবেশি ভুবনানাং হিতার্থতঃ।। মৃতে রবৌ কৃষিং হন্তি কুজে হন্তি সুতাদিকান্। ক্ষয়ে শনৈশ্চরে দেবি গোত্রজাং চ সুতাদিকান্।। ধান্যান্যর্কে মৃতে দদ্যাদ্ গ্রহবিপ্রায় শান্তয়ে। কুজাহে কাঞ্চনং গাঞ্চ শনৌ গাং কাঞ্চনং মহীং।। দ্বিতীয়ায়াং মৃতো হন্তি গোধনং কৃষি কর্ম্ম চ। সপ্তম্যাং গোত্রজান্ হন্তি দ্বাদশ্যান্তু সুতাদিকান্।। দ্বিতীয়ায়াং মৃতে ধেনুং সপ্তম্যাং স্বর্ণপুত্তলম্। দ্বাদশ্যাং শান্তয়ে দদ্যাদ্ গ্রহবিপ্রায় মেদিনীং।। কৃত্তিকায়াং মৃতো হন্তি বাহনং গোত্রজঞ্চ গাং। জ্ঞাতিং পুনর্ব্বসৌ হন্তি ভেঽর্য্যম্নি গোত্রজং গৃহং।। বিশাখর্ক্ষে মৃতো হন্তি বান্ধবং পুত্র মৌরসং। বিশ্বর্ক্ষে তু মৃতো হন্যাদ্ বাজিনং গোত্রজং মহীং।। পূর্ব্বভাদ্রপদায়াঞ্চ গোত্রং বিত্তং হিতং প্রিয়ে। ছাগং গাং বহ্নিভে দদ্যাদ গ্রহবিপ্রায় শান্তয়ে।। পুনর্ব্বসৌ মৃতে ধেনুং স্বর্ণাদিত্যঞ্চ সুন্দরি। অর্য্যমর্ক্ষে মৃতে দদ্যাৎ স্বর্ণাকং দোষশান্তয়ে।। বিশাখর্ক্ষে তু স্বর্ণেন্দু বিশ্বভে কাঞ্চনাব্জকং। পূর্ব্বভাদ্রপদর্ক্ষেতু তাম্রজং গ্রহমণ্ডলং।। গ্রহদ্বিজায় দেবেশি দদ্যাদ্ দোষোপশান্তয়ে। সবস্ত্রভ্যোজ্যান্যেতানি দানানি পরমেশ্বরি। শ্রদ্ধা সমন্বিতো দদ্যাদর্চ্চয়িত্বা তু শান্তয়ে।। বারজঃ পুষ্করো হন্যাৎ কৃষি তৈথস্তু গোধনং। নাক্ষত্রো গোত্রজান্ হন্তি সর্ব্বান্ ঘ্নান্ত ত্রিপুষ্করাঃ।। গ্রহৈঃ পুষ্কর দোষৈশ্চ পাপৈশ্চ বিধিধৈরপি। সুজন্মানঃ প্রপীড্যন্তে ন নীচা ন চ জারজাঃ।। গ্রহবিপ্রং সুজন্মানো দ্বিষন্তি দ্বেষয়ন্তি চেৎ। ষন্মাসাভ্যন্তরে তেষাং পুষ্করার্ত্তির্ভবেৎ পুনঃ।। নাড়ীক্ষ ব্রাহ্মণং দেবি সাগ্নিবিপ্রং গ্রহদ্বিজং। নিরগ্নিং ব্রাহ্মণং বাপি জারজাতা নরাশ্চ যে।। দ্বিষ্যুর্ব্বা দ্বেষয়েয়ুর্ব্বা ন লিপ্যন্তে তু দোষকৈঃ।। (গ্রহযামল)।।

মৃতদোষ শান্তির প্রকার ভেদ

মৃতদোষ শান্তি চার ভাগে বিভক্ত। যথা-১। একপাদ পুষ্কর, ২। দ্বিপাদ পুষ্কর, ৩। ত্রিপাদ পুষ্কর, ৪। চতুষ্পাদ পুষ্কর বা ত্রিপাপ পুষ্কর বা ত্রিপুষ্কর। চলিত কথায় বলা হয় একপাদ দোষ, দ্বিপাদ দোষ, ত্রিপাদ দোষ, চারিপাদ

দোষ বা ত্রিপুষ্কর। রবি-শনি-মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া-সপ্তমী-দ্বাদশীতিথি, পুনর্বসু-উত্তরাষাঢ়া-কৃত্তিকা-উত্তরফল্গুনী-পূর্বভাদ্রপদ-বিশাখানক্ষত্রে মৃতু হইলে বাস্তু মধ্যে দোষ হইয়া থাকে। উক্তবারের যে কোন বারে মৃত্যু হইলে একপাদ দোষ হইয়া থাকে। উক্ত তিথির যে কোন তিথিতে মৃত্যু হইলে একপাদ দোষ হইয়া থাকে। উক্ত নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে মৃত্যু হইলে দ্বিপাদ দোষ হইয়া থাকে। উক্ত বারের যে কোন বারের সঙ্গে উক্ত তিথির যে কোন তিথিতে মৃত্যু হইলে দ্বিপাদ দোষ হইয়া থাকে। উক্ত বারের যে কোন বারের সঙ্গে উক্ত নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে মৃত্যু হইলে ত্রিপাদ দোষ হইয়া থাকে। উক্ত তিথির যে কোন তিথির সঙ্গেউক্ত নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে মৃত্যু হইলে ত্রিপাদ দোষ হইয়া থাকে। উক্ত বারের যে কোন বারের সঙ্গে উক্ত তিথির যে কোন তিথির সঙ্গে উক্ত নক্ষত্রের যে কোন নক্ষত্রে মৃত্যু হইলে চারিপাদ বা ত্রিপাপ বা ত্রিপুষ্কর দোষ হইয়া থাকে। উক্ত দোষের জন্য শান্তি কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ণচন্দ্র ডাইরেক্টরী পঞ্জিকাতে দোষশান্তির বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। যথা-

একপাদ দোষ শান্তি ঃ অষ্টোত্তর শত সংখ্যক তুলসীপত্র দ্বারা শ্রীবিষ্ণুপূজা, অষ্টোত্তর শত সংখ্যক দুর্গানাম ও মধুসূদননাম জপ, পার্থিব শিবপূজা একটি, শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম একরূপ পাঠ, যথাশক্তি হোম।

দ্বিপাদ দোষশান্তি ঃ অষ্টোত্তর শত সংখ্যক তুলসীপত্র দ্বারা শ্রীবিষ্ণুপূজা, অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক দুর্গানাম ও মধুসূদননাম জপ, পার্থিব শিবপূজা চারটি, দেবীমাহাত্ম্য পাঠ একরূপ, যথাশক্তি হোম, যথাশক্তি কাঞ্চন দান।

ত্রিপাদ দোষ শান্তি ঃ ষোড়শোপচারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা সহ অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক তুলসীপত্র শ্রীবিষ্ণুকে দান, অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক দুর্গানাম ও মধুসূদননাম জপ, পার্থিব শিবপূজা বারটি, দেবীমাহাত্ম্য পাঠ তিনরূপ, শ্রীবিষ্ণু মধুসূদন শিব দুর্গা চণ্ডীর প্রত্যেকের অষ্টোত্তর শত সংখ্যক হোম, নবগ্রহ হোম প্রত্যেকের অষ্টাবিংশতি করে, সভোজ্য কাঞ্চ ন দান চার আনা ওজনে।

চারপাদ দোষ শান্তি ঃ ষোড়শোপচারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা সহ অষ্টোত্তর দশসহস্র সংখ্যক তুলসীপত্র শ্রীবিষ্ণুকে দান, অষ্টোত্তর দশসহস্র সংখ্যক দুর্গানাম ও মধুসূদননাম জপ, পার্থিব শিবপূজা বারটি, দেবীমাহাত্ম্য পাঠ

তিনরূপ, শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম তিনরূপ পাঠ, শ্রীবিষ্ণু মধুসূদন শিব দুর্গা চণ্ডীর প্রত্যেকের অষ্টোত্তর শত সংখ্যক হোম, নবগ্রহ হোম প্রত্যেকের অষ্টাবিংশতি করে, সভোজ্য কাঞ্চন দান চার আনা ওজনে।

চারিপাদ অর্থাৎ ত্রিপাপ বা ত্রিপুষ্কর দোষ শান্তি প্রসঙ্গে পণ্ডিতমুখে প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা- 'অষ্টোত্তর সহস্রৈস্তু তুলস্যা বিষ্ণুপূজনং। দশ সহস্রকং জপ্তা দুর্গাঞ্চ মধুসূদনম্।। দ্বাদশাঙ্ক লিঙ্গপূজাং চণ্ডীপাঠং ত্রিরূপকম্। নবগ্রহাণাং হোমঞ্চ অষ্টাবিংশতি সংখ্যকং।। সভোজ্য কাঞ্চনং দানং অনকঞ্চ চতুর্থকম্। ইতি কৃত্বা মহাশান্তিং ত্রিপাপে শান্তি-মাদিশেৎ।।'

কলির ব্যাসদেব মহামহোপাধ্যায় অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের মতে মৃত দোষ শান্তি ঃ

স্বস্তিবাচন সঙ্কল্প কার্য্য সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ বরণ করিয়া বেদী নির্ম্মান করতঃ বেদীর মধ্যে গণেশঘট এবং তার চতুর্দ্দিকে চারটি ঘট স্থাপনান্তে দক্ষিণ দিকস্থ প্রথম ঘটোপরি লৌহপাত্রে ব্রীহিযব পূরিত করিয়া লৌহময় যম প্রতিমা কৃষ্ণবস্ত্র বেষ্টিত করিয়া রাখিতে হয়। পশ্চিম দিকস্থ দ্বিতীয় ঘটোপরি তাম্রপাত্রে তিল পূরিত করিয়া তাম্রময় ধর্ম প্রতিমা সাদাবস্ত্র বেষ্টিত করিয়া রাখিতে হয়। উত্তর দিকস্থ তৃতীয় ঘটোপরি কাংস্যপাত্রে যব পূরিত করিয়া কাংস্যময় চিত্রগুপ্ত প্রতিমা হলুদবস্ত্র বেষ্টিত করিয়া রাখিতে হয়। পূর্ব দিকস্থ চতুর্থ ঘটোপরি রৌপ্যপাত্রে গম পূরিত করিয়া রৌপ্যময় পুষ্করপুরুষ প্রতিমা সাদাবস্ত্র বেষ্টিত করিয়া রাখিতে হয়। গ্রহপূজা গ্রহমণ্ডলে বা মধ্যঘটে ব্যবস্থা দিয়েছেন। বৃত ব্রাহ্মণ সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া মধ্যের প্রধান ঘটে গণেশাদি পঞ্চ দেবতা, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালের পূজা করতঃ গ্রহমণ্ডলে বা ঐ ঘটে আদিত্যাদি নবগ্রহের পূজা করিতে হয়। অতঃপর প্রথমঘটে যম, দ্বিতীয়ঘটে ধর্ম, তৃতীয়ঘটে চিত্রগুপ্ত, চতুর্থঘটে পুষ্কর পুরুষের ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া মৃত বার-তিথি-নক্ষত্রের পূজা করিতে হয়। এরপর স্বশাখোক্ত বিধিমতে অগ্নিস্থাপন করতঃ সাহস নামক অগ্নির নাম করিয়া মুষ্টিগ্রহণ সমাপনান্তে চরুপাক করিতে হয়। বিষ্ণুসহ পূজিত দেবতাদের উদ্দ্যেশে চরুহোম করতঃ ঘৃতের দ্বারা মহাব্যাহৃতি হোমান্তে সমিধ হোম করিতে হয়। পূজিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে একপাদ দোষে কুশবেষ্টিত একটি সমিধ,দ্বিপাদ দোষে কুশবেষ্টিত দুটি সমিধ একটি সমিধে পরিণত করিয়া, ত্রিপাদ দোষে

কুশবেষ্টিত তিনটি সমিধ একটি সমিধে পরিণত করিয়া এইভাবে ১০৮টি করে যমের বৈকঙ্ক, ধর্মের উড়ুম্বর, চিত্রগুপ্তের অশ্বত্থ, পুষ্কর পুরুষের কুশ সমিধ দ্বারা হোম করিতে হয়। তারপর মৃত বার-তিথি-নক্ষত্রের এবং আদিত্যাদি নবগ্রহ ইন্দ্রাদি দশদিকপালগণের উদ্দেশ্যে তিলাজ্যাহুতি দিয়া মাষভক্ত-গুড়-সর্ষপ-মধু-শোনিত করিয়া পুষ্করপুরুষের উদ্দ্যেশে বলি প্রদান করিতে হয়। সর্বশেষে ঘৃতের দ্বারা প্রত্যক্ষ দেবতাদের উদ্দেশ্যে হোম করিয়া প্রয়শ্চিত্ত হোমাদি পূর্ণহোমান্তে দক্ষিণাদান ও বৈগুণ্য সমাপন করিতে হয়। আরো বলিলেন- একপাদে দ্বিপাদে চ পঞ্চ দেবতা পূজাপূর্ব্বকং যন্নিমিত্তদোষঃ তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতায়াঃ ষোড়শোপচার পূজা অষ্টোত্তরশত সংখ্যক হোমাচরণম্।।

সকল পণ্ডিত মহাশয়দের মতগ্রহণ করে মৃতদোষ শান্তির ব্যবস্থাঃ-

একপাদ দোষ শান্তি ঃ শালগ্রাম শিলায় বা জলে বা ঘটে যম-ধর্ম্ম-চিত্রগুপ্ত-পুষ্করপুরুষের পঞ্চোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া, মৃতবার/তিথির পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া, শ্রীবিষ্ণুরপূজা পূর্বক অষ্টোত্তর শত সংখ্যক তুলসীপত্র শ্রীবিষ্ণুকে দান, অষ্টোত্তর শত সংখ্যক দুর্গানাম ও মধুসূদননাম জপ, পার্থিব শিবপূজা একটি, শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম একাবৃত্তি পাঠ, বরুণদেবের পূজা এবং পূজিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে যথাশক্তি হোম।

দ্বিপাদ দোষ শান্তি ঃ শালগ্রাম শিলায় বা জলে বা ঘটে যম-ধর্ম্ম-চিত্রগুপ্ত-পুষ্করপুরুষের পঞ্চোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া, মৃতবার ও তিথির বা নক্ষত্রের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া আদিত্যাদি নবগ্রহ--ইন্দ্রাদিদিক্পাল বিনায়ক দেবতা ও বরুণের যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। শ্রীবিষ্ণুর পূজা পূর্বক অষ্টোত্তর শত সংখ্যক তুলসীপত্র শ্রীবিষ্ণু কে দান, অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক দুর্গানাম ও মধুসূদননাম জপ, পার্থিব শিবপূজা চারটি, দেবীমাহাত্ম্য পাঠ একরূপ, শ্রীবিষ্ণু মধুসূদন শিব দুর্গা চণ্ডীর প্রত্যেকের অষ্টোত্তর শত সংখ্যক হোম, যম-ধর্ম্ম-চিত্রগুপ্ত-পুষ্করপুরুষ-মৃতবার-তিথি/নক্ষত্রেরও নবগ্রহ ইন্দ্রাদিদশদিক্পাল-বিনায়কাদিদেবতা ও বরুণের প্রত্যেকের অষ্ট সংখ্যক হোম করিয়া সভোজ্য কাঞ্চন বা কাঞ্চনমূল্য দান করিতে হয়।

ত্রিপাদ দোষ শান্তি ঃ শালগ্রাম শিলায় বা জলে বা ঘটে যম-ধর্ম্ম-চিত্রগুপ্ত-পুষ্করপুরুষের দশোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া,

মৃতবার-নক্ষত্রের/তিথি-নক্ষত্রের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া আদিত্যাদি নবগ্রহ-ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালের ও বিনায়কাদিরপূজান্তে বরুণের পূজা করিবেন। ষোড়শোপচারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা সহ অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক তুলসীপত্র শ্রীবিষ্ণুকে দান, অষ্টোত্তর দশ সহস্র সংখ্যক দুর্গানাম ও মধুসূদননাম জপ, পার্থিব শিবপূজা বারটি, দেবীমাহাত্ম্য পাঠ তিনরূপ, শ্রীবিষ্ণু মধুসূদন শিব দুর্গা চণ্ডীর প্রত্যেকের অষ্টোত্তর শত সংখ্যক হোম, যম-ধর্ম্ম-চিত্রগুপ্ত-পুষ্করপুরুষ-মৃতবার-নক্ষত্রের/তিথি-নক্ষত্রের ও নবগ্রহ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পাল-বিনায়কাদিদেবতা ও বরুণের প্রত্যেকের অষ্টাবিংশতি সংখ্যক হোম করিয়া সভোজ্য চারি আনা কাঞ্চন বা তন্মূল্য দান করিতে হয়।

চারপাদ দোষ শান্তি ঃ ত্রিপুষ্করশান্তি পদ্ধতি অনুসারে পূজা হোমাদি করিতে হয়। সভোজ্য চারি আনা কাঞ্চন বা তন্মূল্য দান করিতে হয়। ত্রিপুষ্করশান্তি নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য ষোড়শোপচারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা সহ অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক মাত্র তুলসীপত্র শ্রীবিষ্ণুকে দান, অষ্টোত্তর দশ সহস্র সংখ্যক দুর্গানাম ও মধুসূদননাম জপ, পার্থিব শিবপূজা বারটি, দেবীমাহাত্ম্য পাঠ তিনরূপ, শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম তিনরূপ পাঠ, শ্রীবিষ্ণু মধুসূদন শিব দুর্গা চণ্ডীর প্রত্যেকের অষ্টোত্তর শত সংখ্যক হোম, নবগ্রহ হোম প্রত্যেকের অষ্টাবিংশতি সংখ্যক করিতে হয়।

মৃতে দোষ হয় না ঃ অদন্তানাং মৃতানান্তু বিষবজ্রাগ্নি বারিভিঃ। শৃঙ্গি দংষ্ট্রি নখিনাঞ্চ মরণে নাস্তি পুষ্করম্।। (শুদ্ধিতত্ত্ব)।।

গ্রহপূজা বিষয়ে ঃ গ্রহদিগের জন্মভূমি, গোত্র, বর্ণ, জাতি না জানিয়া গ্রহ শান্তি করিলে গ্রহগণ অপমানিত হন। যথা- "জন্মভূর্গোত্র মেতেষাং বর্ণস্থান মুখানিচ। যোঽজ্ঞাত্বা কুরুতে শান্তিং গ্রহা স্তেনাবমানিতাঃ।।"

গ্রহগণের স্থাপন বিধি ঃ একহাত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমান বেদিনির্মান করিয়া পঞ্চ গুড়িকা দ্বারা দিকানুসারে গ্রহমণ্ডল করিতে হয়। মধ্যে রক্তবর্ণের দ্বারা সূর্য্য, শ্বেত বর্ণের দ্বারা অগ্নিকোণে চন্দ্র, দক্ষিণে রক্তবর্ণের দ্বারা মঙ্গল, ঈশানকোণে পীতবর্ণের দ্বারা বুধ, উত্তরে পীত বর্ণের দ্বারা বৃহস্পতি, পূর্বে শ্বেত বর্ণের দ্বারা শুক্র, পশ্চিমে কৃষ্ণবর্ণের দ্বারা শনি, নৈঋত কোণে কৃষ্ণবর্ণের দ্বারা রাহু, বায়ুকোণে ধূম্র বর্ণের দ্বারা কেতু মণ্ডল করিতে হয়। যথা- 'মধ্যে তু ভাস্করং বিন্দ্যাচ্ছশিনং পূর্বদক্ষিণে। দক্ষিণে লোহিতং বিন্দ্যাদ্ বুধমীশান গোচরে।।

উত্তরে তু গুরুং বিন্দ্যাদ্ ভৃগুং পূর্বে তথৈবচ। পশ্চিমে তু শনিং বিন্দ্যাদ্রাহুং দক্ষিণ পশ্চিমে। পশ্চিমেত্তরতঃ কেতুং গ্রহাণাং স্থাপনাবিধিঃ।। আদিত্যাঙ্গারকৌ রক্তৌ শ্বেতৌ শুক্রনিশাকরৌ। পীতো বুধগুরুশ্চৈব কৃষ্ণৌ রাহু-শনিশ্চরৌ। কেতুং ধূম্রং বিজানীয়াদ গ্রহাণাং বর্ণলক্ষণম্।।

গ্রহগণের আকৃতি ঃ গোলাকার সূর্য্য, অর্দ্ধচন্দ্র সোম, ত্রিকোণাকার মঙ্গল, ধনুরাকৃতি বুধ, পদ্মপুষ্পের ন্যায় বৃহস্পতি, শুক্রের চতুষ্কোণ, খড়্গাকৃতি শনি, রাহু মকরাকৃতি, সর্পাকৃতি কেতু।। যথা- 'বর্তুলো ভাস্করঃ প্রোক্তঃ অর্দ্ধচন্দ্রো নিশাকরঃ। ত্রিকোণোঽঙ্গারকশ্চৈব বুধস্য ধনুরাকৃতিঃ। পদ্মাকৃতি গুরুশ্চৈব চতুষ্কোণস্তু ভার্গবঃ। খড়্গাকৃতিঃ শনের্জ্ঞেয়ো রাহোশ্চ মকরাকৃতিঃ। কেতোঃ সর্পাকৃতিশ্চৈব গ্রহাণাং মূর্তিলক্ষণম্।।'

গ্রহগণের গন্ধ ঃ সূর্য্যের রক্তচন্দন, চন্দ্রের শ্বেতচন্দন, মঙ্গলের রক্তচন্দন, বুধের কুঙ্কুম, বৃহস্পতির কুঙ্কুম, শুক্রের শ্বেতচন্দন, শনি-রাহু-কেতুর কস্তুরি। যথা- 'শ্রীখণ্ডং ভার্গবে চন্দ্রে ভৌমার্কৌ রক্তচন্দনং। কুঙ্কুমং চ বুধে জীবে কস্তুরিমপরেষু চ।।'

গ্রহগণের পুষ্প ঃ সূর্য্যের রক্তপুষ্প, শালুকপুষ্প চন্দ্রের, মঙ্গলের করবী, বুধের চাঁপা, বৃহস্পতির পদ্ম, জাতিপুষ্প শুক্রের, শনির মল্লিকা পুষ্প, কুন্দপুষ্প রাহুর, ঋতুকালীন পুষ্প কেতুর। যথা- 'রক্ত পুষ্পৈ রবিঃ পূজ্যঃ কুমুদৈঃ শর্বরীপতিঃ, ক্ষিতিজঃ করবিরৈশ্চ চম্পকৈঃ সোমনন্দনঃ। শতপত্রৈ র্গুরুঃ পূজ্যো জাতি পুষ্পৈশ্চ ভার্গবঃ। মল্লিকাভিঃ শনিঃ পূজ্যঃ কুন্দ পুষ্পৈর্বিধুন্তুদঃ। কেতুর্নানাবিধৈঃ পুষ্পৈঃ ঋতুকালসমুদ্ভবৈঃ।।'

গ্রহগণের জপস্থান ঃ গোশালায়, পুণ্যভূমিতে, স্বগৃহে, নদীতটে, বট বা অশ্বত্থবৃক্ষের গোড়ায়। যথা- 'গোশালায়াং পুণ্যভূমৌ স্বগেহে বা নদীতটে। মূলে বটাশ্বত্থয়োশ্চ স্থানং কৃত্বা বরাননে।।'

গ্রহগণের জপে হস্তনিরূপণ ঃ সূর্য্যাররাহুমন্দানামূর্দ্ধপাণৌ জপেদ্বুধঃ। সোমকেত্বোরধপাণ্যোরন্যেষাং শুদ্ধ পাণিকঃ।। (রুদ্রযামল)। অর্থাৎ রবি-মঙ্গল-শনি-রাহু গ্রহগণের ঊর্দ্ধপাণিতে, চন্দ্র-কেতু গ্রহদ্বয়ের অধোপাণিতে, বুধ-বৃহস্পতি-শুক্র গ্রহগণের ঊর্দ্ধপাণিতে জপ করিতে হয়।

গ্রহ	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ
জন্মভূমি	কলিঙ্গদেশ	যমুনাতে	অবন্তীতে	মগধে
পিতৃগণ	কশ্যপ	অত্রি	ভূমি	সোম
গোত্র	কাশ্যপ	অত্রি	ভরদ্বাজ	অত্রি
জন্মতিথি	সপ্তমী	দ্বাদশী	দশমী	দ্বাদশী
জন্ম নক্ষত্র	বিশাখা	কৃর্ত্তিকা	পূর্বাষাঢ়া	শ্রবণা
জাতি	ক্ষত্রিয়	দ্বিজ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য
বর্ণ	রক্ত	শ্বেত	রক্ত	পীত/সবুজ
আকৃতি	গোলাকার	অর্দ্ধচন্দ্র	ত্রিকোণ	ধনু
অবস্থান	মধ্যে	অগ্নিকোণে	দক্ষিণে	ঈশানে
অস্ত্র	পদ্ম	শূল	শক্তি	চক্র
বাহন	সপ্তাশ্ব	দশটি শ্বেতাশ্ব	পাণ্ডুরবর্ণের মেষ	নীলছাগল
পরিমাণ	দ্বাদশাঙ্গুলি	ষোড়শাঙ্গুলি	ত্রিঅঙ্গুলি	চতুরাঙ্গুলি
অগ্নিনাম	কপিল	পিঙ্গল	ধূম্র	জঠর
আসন	ঘৃত	ক্ষীর	ভূমি	গোময়
গন্ধ	রক্তচন্দন	শ্বেতচন্দন	রক্তচন্দন	কুঙ্কুম
পুষ্প	আকন্দ/লালপুষ্প	শালুক	করবী	চাঁপা
ধূপ	কর্পূর ও ঘৃত	গুগ্‌গুল ওঘৃত	মল্লিকা ও ঘৃত	ঘৃত
দীপ	ঘৃত	ঘৃত	তৈল	তৈল্য
নৈবেদ্য	লড্ডুক ও আঙ্গুর	ঘৃতপায়স ও ইক্ষু	হবিষ্যান্ন ও সুপারী	ক্ষীর ও লেবু
বস্ত্র	লালবস্ত্র	শ্বেতবস্ত্র	লালবস্ত্র	হলুদ/সবুজ বস্ত্র
মন্ত্র	ওঁ হ্রীংহ্রীং সূর্য্যায়	ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়	ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায়	ওঁ ঐংস্ত্রীং শ্রীং বুধায়
অন্যপ্রকার মন্ত্র	ক্লীংঐংশ্রীংহ্রীংসূর্য্যায়নমঃ	হ্রীং হ্রীং হূং সোমায় স্বাহা	হ্রীং ওঁ ঐং কুজায় স্বাহা	ওঁ ক্লীং ওঁ স্বাহা
গ্রহযামলোক্ত মন্ত্র	ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ	ওঁ ঘৌং স্রৌং সঃ	হ্রাং হ্রীং হ্রাং সঃ	ওঁ হ্রৌং হ্রৌং হ্রাং সঃ
অধিষ্ঠাতৃ দেবতা	মাতঙ্গী	কমলা	বগলামুখী	ত্রিপুরাসুন্দরী
অধিদেবতা	শিব	উমা	স্কন্দ	নারায়ণ
প্রত্যাধিদেবতা	অগ্নি	জল	পৃথিবী	বিষ্ণু
অবতার	রামচন্দ্র	শ্রীকৃষ্ণ	নৃসিংহ	বুদ্ধ
শিলা	লক্ষ্মীনারায়ণ	দধিবামন	লক্ষ্মীবরাহ	লক্ষ্মীজনার্দন
জপসংখ্যা	৬০০০	১৫০০০	৮০০০	১৭০০০
সমিধ	আকন্দ	পলাশ	খদির	আপাং
রত্ন	মাণিক	মুক্তা	রক্তপ্রবাল	পান্না
মূল	বিল্ব	ক্ষিরিকা	অনন্ত	বৃদ্ধদারক
ধাতু	তামা/স্বর্ণ	শঙ্খ	লালতামা/স্বর্ণ	দস্তা/স্বর্ণ
সংখ্যা	১	২	৯	৫
লিঙ্গ	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	নপুংসক
গুণ	সত্ত্ব	সত্ত্ব	তম	রজ

বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রাহু	কেতু
সিন্ধুদেশে	ভোজবটে	সৌরাষ্ট্রে	শাকদ্বীপে	কুশদ্বীপে
অঙ্গিরস	শিত	সূর্য্য	দধি	ব্রহ্মা
অঙ্গিরস	ভৃগু	কাশ্যপ	পৈঠিন	জৈমিনী
একাদশী	দ্বাদশী	অষ্টমী	পূর্ণিমা	ত্রয়োদশী
পূর্বফল্গুনী	পুষ্যা	রেবতী	ভরণী	অশ্লেষা
দ্বিজ	দ্বিজ	শূদ্র	শূদ্র	শূদ্র
পীত	শ্বেত	কৃষ্ণ	কৃষ্ণ	ধূম্র
পদ্ম	চতুষ্কোন	খড়্গ	মকর	সর্প
উত্তরে	পূর্বে	পশ্চিমে	নৈর্ঋতে	বায়ুকোণে
স্বস্তি	কমণ্ডলু	খড়্গ	ধ্বজ	বজ্র
শ্বেত হাঁস	শকুন	নীলঘোড়া	সিংহ	বারিধর/মেঘ
নবাঙ্গুলি	সপ্তাঙ্গুলি	অষ্টাঙ্গুলি	সপ্তদশাঙ্গুলি	অষ্টাঙ্গুলি
শিখী	হাটক	মহাতেজ	রুদ্র	হুতাশন
ধান্য	তুলা	তিল	মাষকলাই	মাষকলাই
কুঙ্কুম	শ্বেতচন্দন	কস্তুরি	কস্তুরি	কস্তুরি
পদ্ম	জাতি	মল্লিকা	কুন্দ	ঋতুকালীনপুষ্প
অগুরু	বিল্ব	হিং ও ঘৃত	খই ও গুড়	ঘৃত ও মধু
ঘৃত	ঘৃত	সরিষাতৈল্য	সরিষাতৈল্য	সরিষাতৈল্য
দধি ও জম্বীরফল	তিলপিষ্টক ও বীজপুরক	মাষনৈবেদ্য ও শর্করাজাত ফল	ছাগমাংস ও খইমোয়া	চিত্রান্ন ও দাড়িম
পীতবস্ত্র	শ্বেত বস্ত্র	কৃষ্ণবস্ত্র	কৃষ্ণবস্ত্র	ধূম্রবস্ত্র
ওঁ হ্রীংক্লীংহূংবৃহস্পতয়ে	ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায়	ওঁঐংহ্রীংশ্রীংশনৈশ্চরায়	ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে	ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে
রং যং হ্রীং ঐং নমঃ	হুং হুং শ্রীং শ্রীং লং রং স্বাহা	হ্রীং ক্লীং শনৈশ্চ রায় নমঃ	বংঐংবংবংক্লীংবংতমসেস্বাহা	শ্রীং শ্রীং আং বং রং লং
ওঁক্রৌংক্রৌংক্রৌংসঃ	ওঁ হ্রৌং হ্রীং সঃ	ওঁ শৌং শৌং সঃ	ওঁ ছৌং ছ্বং ছৌং সঃ	ওঁফৌং ফাং ফৌং সঃ
তারা	ভুবণেশ্বরী	দক্ষিণাকালী	ছিন্নমস্তা	ধূমাবতী
ব্রহ্মা	ইন্দ্র	যম	কাল	চিত্রগুপ্ত
ইন্দ্র	ইন্দ্রানী/ শচী	প্রজাপতি	সর্প	ব্রহ্মা
বামন	পরশুরাম	কূর্ম্ম	বরাহ	মৎস্য
শ্রীধর	দামোদর	বামন	সুদর্শন	নৃসিংহ
১৯০০০	২১০০০	১০০০০	১২০০০	১২০০০
অশ্বত্থ	ঔডুম্বর	শাঁই	দুর্ব্বা	কুশ
পোখরাজ	হীরা	নীলা	গোমেদ	বৈদুর্য্যমণি
ব্রহ্মযষ্টি	রামবাসক	শ্বেতবেড়েলা	শ্বেতচন্দন	অশ্বগন্ধা
স্বর্ণ	প্লাটিনাম	সীসা	লোহা	স্টীল
৩	৬	৮	৪	৭
পুরুষ	স্ত্রী	নপুংসক	স্ত্রী	নপুংসক
সত্ব	রজ	তম	তম	—

ত্রিপুষ্কর শান্তি

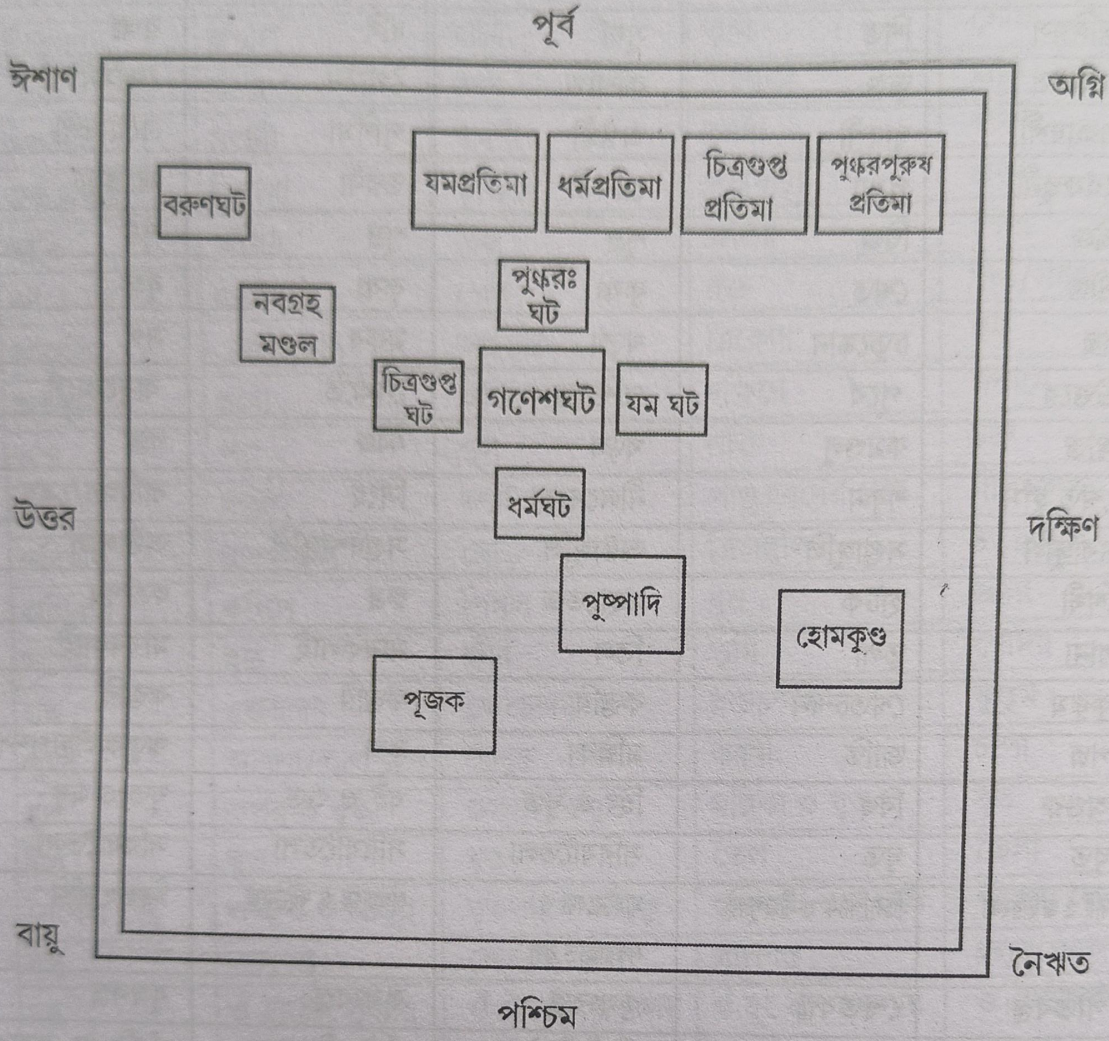

নবগ্রহমণ্ডল

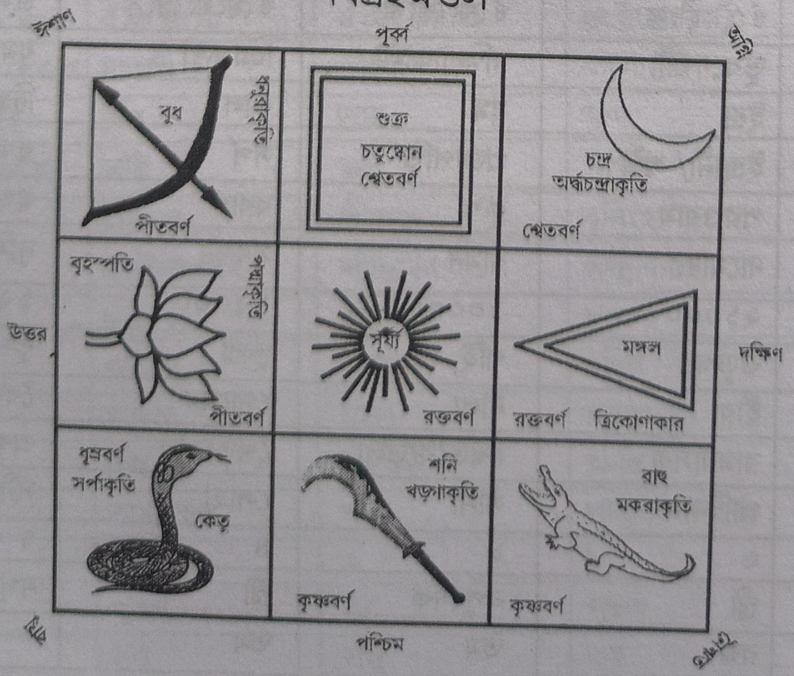

প্রয়োগ বিধি ঃ সমতল ভূমির উপর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ চারহাত এবং চারঅঙ্গুলি উচ্চতা বিশিষ্ট বেদী নির্মাণ করিয়া বেদীর উপর বিচিত্র বর্ণের চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছাদিত করত নারিকেল পাতার দ্বারা বেদী সুসজ্জিত করিয়া চারকোণে চারটি কলাগাছ দ্বারঘট বিচিত্রবর্ণের ফুলমালার দ্বারা যজ্ঞমণ্ডপের ন্যায় সুসজ্জিত করতে হবে। বেদীর ঈশান কোণে (বরুণ ঘটের জন্য) একহাত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ চারঅঙ্গুলি উচ্চতা বিশিষ্ট বেদী নির্মাণ করিয়া চারঅঙ্গুলি অন্তর বেদীর দক্ষিণ দিকে (নবগ্রহের জন্য) একহাত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ চারঅঙ্গুলি বিশিষ্ট বেদী নির্মাণ করতঃ চারঅঙ্গুলি অন্তর দ্বাদশাঙ্গুলি ছেড়ে একটি বেদী নির্মাণান্তে সেই বেদীর চতুর্দিকে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ দ্বাদশাঙ্গুলি উচ্চতা বিশিষ্ট বেদী নির্মান করতে হবে। অতঃপর প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া পঞ্চ গুণ্ডিকা দ্বারা ঈশান কোণের বেদীতে স্বল্পসর্বতোভদ্র মণ্ডল তার দক্ষিণ দিকের বেদীতে নবগ্রহমণ্ডল অঙ্কন করিয়া মধ্যবেদীতে স্বল্পসর্বতোভদ্রমণ্ডল বা অষ্টদলপদ্ম করতঃ বেদীর চারকোণের বেদীতে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কন করিতে হবে। মধ্যবেদীতে ঘটস্থাপনান্তে সুসজ্জিত করতঃ ঐ ঘটের চারকোণে চারটি ঘটস্থাপনান্তে সুসজ্জিত করিয়া ঈশান কোণস্থ বেদীতে ঘটস্থাপনান্তে সুসজ্জিত করতে হবে। তীরপুতিয়া হলুদ সুতার দ্বারা ঘট বেষ্টন করতে হবে। বেদীর পূর্বদিকে পীঠোপরি ক্রমপর্য্যায়ে তিলপূর্ণ লৌহপাত্রে কৃষ্ণবস্ত্রবেষ্টিত লৌহনির্ম্মিত যমপ্রতিমা, ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্রে শুক্লবস্ত্রবেষ্টিত রৌপ্যনির্ম্মিত ধর্মপ্রতিমা, গুড়পূর্ণ তাম্রপাত্রে রক্তবস্ত্রবেষ্টিত স্বর্ণনির্ম্মিত চিত্রগুপ্তপ্রতিমা, দুগ্ধপূর্ণ প্রস্তরপাত্রে কৃষ্ণবস্ত্রবেষ্টিত লৌহর্ম্মিত পুষ্করপুরুষপ্রতিমা রাখিতে হয়। প্রতিমাভাবে ঘটের পাশে লৌহপাত্রে তিল, কাংস্যপাত্রে ঘৃত, তাম্রপাত্রে গুড়, প্রস্তরপাত্রে দুগ্ধ রাখিতে হয়। নৈবেদ্য পুষ্পপাত্রাদি নানাবিধ অয়োজন করিয়া

স্বস্তিবাচন (পৃঃ ৩৭) সঙ্কল্প (পৃঃ ৪৪) ক্রিয়া সমাপণ, সমাপনান্তে ব্রতী ব্রাহ্মণ (সাধক) ঃ গুরু, ঠাকুর ও ব্রাহ্মণদের প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন। অতঃপর মন্ত্রস্নানে নিজদেহ শুদ্ধি, তিলক, শিখাবন্ধন, কুশধারণ, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, পুষ্পাদিশুদ্ধি, গন্ধাদির অর্চনা, আসনশুদ্ধি, গুরুপংক্তি প্রণাম, পঞ্চ গব্যশোধন, পঞ্চ ামৃত শোধন, বেদী শোধন, চন্দ্রাতপ শোধন, স্থান শুদ্ধি, করশুদ্ধি, (সম্বিদা শোধন,) সূর্য্য পূজা সহকারে সূর্য্যার্ঘ্য, জয়ধবনি ঘণ্টার পূজা, [প্রাতঃকালে সন্ধ্যা বন্দনাদি না হইলে এই সময় করিবেন। কামিনীপূজা, চৌরগণেশন্যাস] গুরুপূজা, গুর্ব্বাদির অর্চ্চনা,

[বৈদিক সন্ধ্যা (গায়ত্রীপূজা সহকারে গায়ত্রীমন্ত্রজপ), বাণেশ্বর শিবের পূজা, ইষ্টপূজা করিবেন।] মাষভক্ত বলি, ভূতাপসারণ, বিঘ্নপসারণ, পুনরায় আসন শুদ্ধি, দ্বারদেবতার পূজা, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহার মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, ব্যাপকন্যাস, পীঠন্যাস, পীঠপূজা, ঘটস্থাপন, কাণ্ড রোপণ ও পূজা, সূত্রবেষ্টন, অধিবাস, আচারাৎ স্নান, গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা সমাপন করিয়া পূজাধারে বা শালগ্রাম শিলায় সলক্ষ্মী বিষ্ণু ও সদুর্গাশিবের পূজা করিবেন।

গণেশ পূজা

মধ্যস্থিত ঘটে গণেশের যথাবিধি উপাচারে পূজা করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ গণপতি মন্ত্রস্য প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো গণপতির্দেবতা সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে শ্রীগণেশ পূজনে বিনিয়োগঃ। মস্তকে—ওঁ গণকায় ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ গণেশায় দেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস ঃ ওঁ গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।
ওঁ গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ গৈং অনামিকাভ্যাং হুং।
ওঁ গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ গাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ গীং শিরসে স্বাহা।
ওঁ গূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ গৈং কবচায় হুং।
ওঁ গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ গঃ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্পটি দিবেন।

ওঁ সিন্দূরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং।
দণ্ডং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকর বিলসদ্বীজপুরাভিরামম্।।
বালেন্দুদ্যোতমৌলিং করিপতিবদনং দান পূরার্দ্রগণ্ডং।
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্ত বস্ত্রাঙ্গরাগম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গং গণেশায় নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

আবাহন ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্পটি সমর্পণান্তে করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন।

ওঁ গণানাং ত্বা গণপতি গুঁ হবামহে ওঁ প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতি গুঁ হবামহে। ওঁ নিধীনাং ত্বা নিধিপতি গুঁ হবামহে, বসো মম।

ওঁ আবাহয়ামি বিঘ্নেশ সুররাজর্চিতেশ্বর। অনাথ নাথ সর্ব্বজ্ঞ পূজার্থং গণনায়কঃ।।

করদ্বয়ে পুষ্প, চাল ও দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন।

ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ গণেশ স্বকীয় পরিবারগণ সহিত ইহাগচ্ছ - ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ - ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্পটি দিয়া যথাশক্তি উপাচারে পূজা করিবেন।

পূজা মন্ত্র ঃ ওঁ গং গণেশায়, নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ ওঁ নমো শ্রীগজবক্তায় নমো লম্বোদরায় চ।
নমঃ প্রসন্নবদন গৃহাণ কুসুমাঞ্জলি।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ।

২। ওঁ বিনায়ক নমস্তেঽস্তু বাঞ্ছিতার্থ ফলপ্রদ।
পুষ্পাঞ্জলিমিদং দেব গৃহাণ গণনায়কঃ।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ।

৩। ওঁ বিঘ্নবিনাশমায়ান্তু সর্বাণি সুরনায়ক।
কার্য্যং নঃ সিদ্ধিমায়াতু পূজিতে ত্বয়ি ধাতরি।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ গং গণেশায় নমঃ।

প্রার্থনা ঃ ওঁ অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধ্যর্থং পূজিতো যঃ সুরাসুরৈঃ।।
সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায় গণাধিপতয়ে নমঃ।।

আবরণ পূজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উমাপুত্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অঘনাশিনে নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশপুত্রায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ একদন্তায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইভবক্তায় নমঃ।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মূষিকবাহনায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুমারায় নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরবে নমঃ।

জপ ঃ 'গং' মন্ত্রে যথাশক্তি জপ করিবেন।

গায়ত্রী ঃ ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ।।

জপ সমর্পন ঃ দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক গোযোনি মুদ্রায় জপ সমর্পণ করিবেন।

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর।।

বীজমন্ত্র ঃ "গং" মন্ত্র জপ করিয়া একইভাবে জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ 'ওঁ গণেশং তর্পয়ামি নমঃ' মন্ত্রে তর্পণ করিবেন।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক মস্তকে দিবেন- 'ওঁ গণেশমভিষিঞ্চামি নমঃ'।

গণেশের দ্বাদশ নাম স্তোত্র ঃ —

ওঁ সুমুখশ্চৈকদন্তশ্চ কপিলো গজকর্ণকঃ।
লম্বোদরশ্চ বিকটো বিঘ্ননাশো বিনায়কঃ।।
ধূম্রকেতুর্গণাধ্যক্ষো ভালচন্দ্রো গজাননঃ।
দ্বাদশৈতানি নামানি যঃ পঠেৎ শৃনুয়াদপি।।
বিদ্যারম্ভে বিবাহে চ প্রবেশে নির্গমে তথা।
সংগ্রামে সঙ্কটে চৈব বিঘ্নস্তস্য ন জায়তে।।

প্রণাম ঃ ওঁ একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননং।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্।।

যমপূজা

(দক্ষিণস্থ ঘটে)

করন্যাস ঃ ওঁ যাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ যীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।
ওঁ যূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ যৈং অনামিকাভ্যাং হুং।
ওঁ যৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ যঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ যাং হৃদয়ায় নামঃ। ওঁ যীং শিরসে স্বাহা। ওঁ যূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ যৈং কবচায় হুং। ওঁ যৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ যঃ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত নীলবর্ণেরপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্পটি দিবেন।

ওঁ ভৃঙ্গাভং দীর্ঘনেত্রং ভ্রুকুটি-কুটমুখং ঘোরদংষ্ট্রাং করালং।
শোভন্তং নীলপদ্মৈর্মরকত মুকুটং প্রোল্লসৎ কেশভারম্।।
ভাস্বন্তং সূর্য্যপুত্রং ত্রিদশভয়করং কাসরস্থং দয়ালুম্।
বন্দে ত্বং ধর্ম্মরাজং মৃতজনভয়দং দণ্ড-হস্তং প্রচণ্ডম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যমায় নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করতঃ পুষ্প লইয়া পুনধ্যান পূর্বক ঘটে পুষ্প দিবেন।

গয়াত্রী ঃ করজোড়ে তিনবার পাঠ করিবেন—

ওঁ যমায় বিদ্মহে বৃকোদরায় ধীমহি তন্নো যমঃ প্রচোদয়াৎ।।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ যমায় তাঙ্গিরস্বতে পিতৃমতে স্বাহা। স্বাহা ধর্ম্মায়।
স্বাহা ধর্ম্ম পিত্রে। ওঁ ভগবন্তং যমমারোপয়ামি।

করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ ভগবন্ যম ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঃ ওঁ যাং যীং যূং যৈং যৌং যঃ যমস্য প্রাণা ইহপ্রাণাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত নীলবর্ণপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া, ঘটে পুষ্পটি সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ যমায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ শ্বেতচন্দন মিশ্রিত নীলবর্ণপুষ্প লইয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। ওঁ যমোঽসি ধর্মরাজ ত্বং কালদণ্ড ধর প্রভো।
প্রেতরিষ্ট-বিনাশায় পিতৃণাং পতয়ে নমঃ।
এষঃ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ যমায় নমঃ।

প্রার্থনা ঃ ওঁ ধর্মরাজ নমস্তুভ্যং কালদণ্ড-ধর প্রভো।
বৈবস্বত নমস্তেঽস্তু প্রেতরিষ্টং বিনশ্যতু।।

জপ ঃ 'যাং' মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পন করিবেন।

তর্পণ ঃ 'ওঁ যাং যমং তর্পয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে তর্পণ করিবেন।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক মস্তকে দিবেন— 'ওঁ যাং যমমভিষিঞ্চামি নমঃ'।

প্রণাম ঃ ওঁ ধর্মরাজ নমস্তুভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।
ত্রাহি মাং কিঙ্করৈঃ সাদ্ধং সূর্য্যপুত্র নমোঽস্তুতে।।

ধর্মপূজা

(পশ্চিমদিকস্থ ঘটে)

করন্যাস ঃ ওঁ ধাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ধীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা।
ওঁ ধূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ধৈং অনামিকাভ্যাং হুং।
ওঁ ধৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ধঃ করতল পৃষ্ঠ্যাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ ধাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ধীং শিরসে স্বাহা।
ওঁ ধূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ধৈং কবচায় হুং।
ওঁ ধৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ধঃ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেত চন্দন মিশ্রত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্পটি দিবেন।

ওঁ ধর্মং সৎকামপাত্রং সকলশুভকরং শ্বেতপদ্মাসনস্থম্।
নিলেপং মৎ-প্রতিষ্ঠং জগতি চ পরমানন্দ-সন্দোহ-রূপম্।।
কৈবল্যং চিৎ-স্বরূপং ত্রিভুবনসহিতং নির্গুণং নির্বিকারং।
বন্দে কুন্দেন্দুশঙ্খস্ফটিক মনিনিভং সর্ব্বদা সুপ্রসন্নম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করতঃ পুষ্প লইয়া পুনধ্যান পূর্বক ঘটে পুষ্প দিবেন।

গায়ত্রী ঃ করজোড়ে তিনবার পাঠ করিবেন—

ওঁ নিরঞ্জনায় বিদ্মহে চক্রহস্তায় ধীমহি তন্নো ধর্মঃ প্রচোদয়াৎ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠালোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজামুপজয়তি। ধর্মেণ

পাপ-বিমুক্তিদং তস্মাৎ ধর্মং পরমং বদন্তি। ভগবন্তং ধর্মমারোপয়ামি।

করদ্বয়ে পুষ্প, চাল ও দুবর্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিনে—ওঁ ভগবন্ ধর্ম ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঃ ওঁ ধাং ধীং ধুং ধৈং ধৌং ধঃ ধর্মস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ ধর্মায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেত পুষ্প লইয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন। ওঁ ধর্ম ত্বং ধর্ম রূপোঽসি ধর্মরাজো নিরঞ্জনঃ।
প্রেতরিষ্টমিদং দেব নাশয় ত্বং মম প্রভো।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ধর্মায় নমঃ।

প্রার্থনা ঃ ওঁ ধর্মরাজ নমস্তুভ্যং নমঃ সংসার রূপিণে।
মমদোষক্ষয়ং যাতু তুষ্টোভব বৃকোদর।।

জপ ঃ 'ধং' মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ 'ওঁ ধং ধর্মং তর্পয়ামি নমঃ' মন্ত্রে তর্পণ করিবেন।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক মস্তকে দিবেন—
ওঁ ধং ধর্মমভিষিঞ্চামি নমঃ'।

প্রনাম ঃ ওঁ ধর্ম ত্বং সর্বরূপোঽসি নির্লেপোঽসি নিরঞ্জনঃ।
প্রেতরিষ্টবিনাশায় ধর্মরাজ নমোঽস্তুতে।।

চিত্রগুপ্তপূজা

(উত্তর দিকস্থ ঘটে)

করন্যাস ঃ ওঁ চাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ। ওঁ চীং তর্জ্জনীভ্যাম্ স্বাহা।
ওঁ চূং মধ্যমাভ্যাম্ বষট্। ওঁ চৈং অনামিকাভ্যাম্ হুং।
ওঁ চৌং কনিষ্ঠাভ্যাম্ বৌষট্। ওঁ চঃ করতল পৃষ্ঠ্যাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ চাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ চীং শিরসে স্বাহা।
ওঁ চূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ চৈং কবচায় হুং।

ওঁ চৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ চঃ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেত চন্দন মিশ্রিত হলুদ বর্ণেরপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প দিবেন।

ওঁ স্বর্ণগ্রৈবেয়হারং প্রকটিতহৃদয়ং তপ্তচামী করাভং।
চিত্রালঙ্কারযুক্তং বিকশিতকুসুমং পীতবস্ত্রং দধানম্।।
ধর্মাধর্ম প্রচারে কুশলিন মনিশং পঞ্জিকামাদধানং।
বন্দে ত্বং চিত্রগুপ্তং যমসদসি সদা মন্ত্রিনং মন্ত্রয়ন্তম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করতঃ পুষ্প লইয়া পুনধ্যান পূর্বক ঘটে পুষ্প দিবেন।

গায়ত্রী ঃ করজোড়ে তিনবার পাঠ করিবেন।

ওঁ চিত্রগুপ্তায় বিদ্মহে বিধাত্রে চ ধীমহি, তন্নো ধাতা প্রচোদয়াৎ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ চিত্রাবসো, স্বস্তিতে পারমশীয়। সত্বন্নমগ্নে সূর্য্যস্য বর্চ্চসা পথা সমৃষীনাং স্তুতেন।। ভগবন্তং চিত্রগুপ্তং আরোপয়ামি।

ওঁ ভগবন্ চিত্রগুপ্ত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঃ ওঁ চাং চীং চূং চৈং চৌং চঃ চিত্রগুপ্তস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেত চন্দন মিশ্রিত হলুদবর্ণেরপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প সমাপনান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ শ্বেত চন্দন মিশ্রত হলুদবর্ণেরপুষ্প লইয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

ওঁ চিত্রগুপ্ত নমস্তভ্যং পাপপুন্যৈক-লেখক।
যঃ কশ্চিৎ পৌষ্করো দোষঃ ক্ষয়ং যাতু মম প্রভো।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ।

জপঃ 'চং' মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ 'ওঁ চং চিত্তগুপ্তং তর্পয়ামি নমঃ' মন্ত্রে তর্পণ করিবেন।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক মস্তকে দেবেন— 'ওঁ চং চিত্তগুপ্তমভিচিঞ্চামি নমঃ।'

প্রনাম ঃ ওঁ যমমন্ত্রী চিত্রগুপ্তো ধাতা ত্বং ধাতৃসংজ্ঞকঃ।
প্রেতরিষ্টপ্রশমনং কুরু মন্ত্রিন্ নমোঽস্তুতে।।

পুষ্করপুরুষপূজা

(পূর্বদিকস্থ ঘটে)

করন্যাস ঃ ওঁ পাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ। ওঁ পীং তর্জ্জনীভ্যাম্ স্বাহা।
ওঁ পূং মধ্যমাভ্যাম্ বষট্। ওঁ পৈং অনামিকাভ্যাম্ হুং।
ওঁ পৌং কনিষ্ঠাভ্যাম্ বৌষট্। ওঁ পঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ পাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ পীং শিরসে স্বাহা।
ওঁ পূং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ পৈং কবচায় হুং।
ওঁ পৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ পঃ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমূদ্রায় শ্বেত চন্দন মিশ্রিত নীলবর্ণেরপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প দিবেন।

ওঁ পুষ্করং কালপুরুষং সপ্তনেত্রং দ্বিজিহ্বকং।
ষড়ভুজং ত্রিপদং রৌদ্রং নবঘ্রানং ত্রিমস্তকম্।।
ষট্কর্ণং চারুষট্কুক্ষিং বক্ষস্ত্রয় সুসংযুতম্।
শ্যামলং মহিষারূঢ়ং কালদূতাভিবেষ্টিতম্।
দুঃ স্ফুলিঙ্গানলমুখং দুর্নিরীক্ষ্যং সুরাসুরৈঃ।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পুষ্করপুরুষায় নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পনান্তে মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করতঃ পুষ্প লইয়া পুনধ্যান পূর্বক ঘটে পুষ্প দিবেন।

গায়ত্রী ঃ করজোড়ে তিনবার মন্ত্রপাঠ করিবেন—
ওঁ পুষ্করপুরুষায় বিদ্মহে, সপ্তনেত্রায় ধীমহি, তন্নঃ পুষ্করপুরুষ প্রচোদয়াৎ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—
ওঁ ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বানিরমন্থতঃ (পুষ্করাদি অধি অথর্বান্ অমন্থতঃ)।

মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ। ওঁ ভগবন্তং পুষ্করপুরুষমহমারোপয়ামি।

ওঁ ভগবন্ পুষ্করপুরুষ ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ- ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, ইহসন্নিধেহি অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঃ ওঁ পাং পীং পূং পৈং পৌং পঃ পুষ্কর পুরুষস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ সর্বেবন্দ্রিয়াণি তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেত চন্দন মিশ্রিত নীল বর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া, ঘটে পুষ্প সমাপনান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ পুষ্করপুরুষায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ শ্বেত চন্দন মিশ্রিত নীলবর্ণের পুষ্প লইয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

ওঁ দেবাসুরমনুষ্যানাং মহাভীতিপ্রদায়ক।
প্রসীদ সুমুখো ভূত্বা সর্ব্বারিষ্টং বিনাশয়।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ পুষ্করপুরুষায় নমঃ।

প্রার্থনা ঃ ওঁ আগচ্ছ পুষ্করোদেব সর্ব্বারিষ্ট ক্ষয়ং কুরু।
প্রেতরিষ্ট বিনাশায় পূজাং গৃহ্ণ প্রসীদ মে।

জপ ঃ 'পং' মন্ত্রে যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ 'ওঁ পং পুষ্করপুরুষং তর্পয়ামি নমঃ' মন্ত্রে তর্পণ করিবেন।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া মস্তকে দিবেন—'ওঁ পং পুষ্করপুরুষমভিষিঞ্চামি নমঃ।'

প্রণাম ঃ ওঁ পুষ্কর কালরূপোসি ত্রিপাদ্বৈ ভস্মলেপনঃ।
প্রেতরিষ্টস্য যদ্দোষং তদ্দোষং শময় প্রভো।।

ক্রূরবারপূজা

(গণেশ ঘটে পূজা করিবেন)

রবিবার

চন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণেরপুষ্প লইয়া গণেশ ঘটে পূজা করিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রবিবারায় নমঃ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।

হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।

করদ্বয়ে পুষ্প-চাল-দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ রবিবার ইহাগচ্ছ - ইহাগচ্ছ, ইহাতিষ্ঠ - ইহাতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ রক্ত চন্দন লইয়া—এষ গন্ধঃ ওঁ রবিবারায় নমঃ।

এই ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষিঞ্চন করিবেন।

প্রণাম ঃ ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধবান্তারিং সবর্ব পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

অধিপতিপূজাঃ- এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শিবায় নমঃ।

মঙ্গলবার

রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণের পুষ্প লইয়া গণেশ ঘটে পূজা করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মঙ্গলবারায় নমঃ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ অগ্নি মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎ, পতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি (যজুর্বেদে-রেতাগুঁসি) জিন্বতি।।

করদ্বয়ে চাল-দুর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ মঙ্গলবার ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ এষ গন্ধঃ ওঁ মঙ্গলবারায় নমঃ। এই ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষিঞ্চন করিবেন।

প্রণাম ঃ ওঁ ধরণীগর্ভসম্ভুতং বিদ্যুৎ পুঞ্জসমপ্রভং।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্।।

অধিপতিপূজাঃ- এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ।

শনিবার

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত নীলবর্ণের পুষ্প লইয়া গণেশ ঘটে পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শনিবারায় নমঃ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ শন্নোদেবী রভিষ্টয়ে, শন্নো ভবন্তু পীতয়ে (যজুর্বেদে —রভিষ্টির, আপো ভবন্তু পীতয়ে) শং যো রভিস্রবন্তু নঃ।।

করদ্বয়ে চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন— **ওঁ শনিবার ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, ইহসন্নিরুধেহি, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।**

পূজা ঃ এষ গন্ধঃ ওঁ শনিবারায় নমঃ। এই ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষিঞ্চন করিবেন।

প্রণাম ঃ ওঁ নীলাঞ্জনচয় প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহং।
ছায়ায়াগর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্।।

অধিপতিপূজা ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ যমায় নমঃ।

ভদ্রাতিথি পূজা

(গণেশ ঘটে পূজা হইবে)

দ্বিতীয়া তিথি

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া পূজা করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐঁ দ্বিতীয়ায়ৈ নমঃ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ দৈবায় ধত্তে যোষ্ট্রে দেবশ্রীঃ শ্রীমনাঃ শতময়াঃ
পরিগৃহ্য দেবায়ং মায়ং দেবা দেবেভ্যোঽধবর্য্যন্তু।

করদ্বয়ে চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ দ্বিতীয়াতিথে ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, ইহসন্নিরুধেহি অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ এষ গন্ধ ওঁ ঐং দ্বিতীয়ায়ৈ নমঃ। এই ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া জপ-তর্পণ অভিষিঞ্চন করিবেন।

অধিপতিপূজা ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ত্বষ্ট্রে নমঃ।

সপ্তমী তিথি

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া গণেশ ঘটে পূজা করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সপ্তম্যৈ নমঃ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ হিরণ্য গর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভুতস্য জাতঃ পরিরেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

করদ্বয়ে চাল-দূবর্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ সপ্তমি তিথে ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ শ্বেত চন্দন লইয়া—এষ গন্ধঃ ওঁ সপ্তম্যৈ নমঃ। এই ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষিঞ্চন করিবেন।

অধিপতিপূজা ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রবয়ে নমঃ।

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ মুনিভ্যঃ নমঃ।

দ্বাদশী তিথি

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণেরপুষ্প লইয়া গণেশ ঘটে পূজা করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বাদশ্যৈ নমঃ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ তদ্বি প্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।

করদ্বয়ে চাল-দূবর্বা-পুষ্প লইয়া আববাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ দ্বাদশি তিথে ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ শ্বেত চন্দন লইয়া—এষ গন্ধঃ ওঁ দ্বাদশ্যৈ নমঃ। এই ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া জপ-তর্পণ অভিষিঞ্চন করিবেন।

অধিপতিপূজা ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ হরয়ে নমঃ।

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বায়বে নমঃ।

ভগ্ন পাদুকা নক্ষত্র পূজা

(গণেশ ঘটে পূজা হইবে)

কৃত্তিকা নক্ষত্র

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া গণেশ ঘটে পূজা করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং উং ঊং কৃত্তিকায়ৈ নমঃ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ অগ্নি র্মূর্দ্ধাদিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্ অপাং রেতাংসি (যজুর্বেদে-রেতাগুঁসি) জিন্বতি।

করদ্বয়ে চাল-দূবর্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ কৃত্তিকে ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ শ্বেত চন্দন লইয়া—এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং উং ঊং কৃত্তিকায়ৈ নমঃ। এই ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষিঞ্চ ন করিবেন।

অধিষ্ঠাতৃ দেবতা পূজা ঃ গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন-

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ দহনায় নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।

পুনর্বসু নক্ষত্র

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেত বর্ণের পুষ্প লইয়া গণেশ ঘটে পূজা করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং ওং ঔং পুনর্বসবে নমঃ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।

বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনা অদিতির্জাত-মদিতির্জনিত্বং।

করদ্বয়ে চাল-দূবর্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ পুনর্বসো ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ শ্বেত চন্দন লইয়া—এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং ওং ঔং পুনর্বসবে নমঃ। এই ক্রমে পঞ্চে াপচারে পূজা করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষিঞ্চ ন করিবেন।

অধিষ্ঠাতৃ দেবতা পূজা ঃ গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন- এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অদিতয়ে নমঃ।

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেত বর্ণের পুষ্প লইয়া গণেশ ঘটে পূজা করিবেন—
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং ছং জং উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রায় (উত্তরফল্গুনীভ্যাং) নমঃ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—
ওঁ অর্য্যমণং বৃহস্পতি-মিন্দ্রদানায় চোদয়ন্। বাচং বিষ্ণুং সরস্বতীং সবিতারঞ্চ বাজিনঃ।

করদ্বয়ে চাল-দুবর্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্র ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ এষ গন্ধ ওঁ হ্রীং শ্রীং ছং জং উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রায় (উত্তরফল্গুনীভ্যাং) নমঃ। এই ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষিঞ্চ ন করিবেন।

অধিষ্ঠাতৃ দেবতা পূজা ঃ গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন-

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অর্য্যমায়ৈ নমঃ।

বিশাখা নক্ষত্র

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেত বর্ণের পুষ্প লইয়া গণেশ ঘটে পূজা করিবেন—
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং ঢং ণং বিশাখা-নক্ষত্রায় (বিশাখাভ্যঃ) নমঃ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ অগ্নিদূতং পুরোদধে হব্যবাহমুপব্রুবে। দেবাঁ আসাদয়াদিহ।।

ওঁ মিত্রোন এহি সমিত্রোঽথ ইন্দ্রস্যোরুষাং—বিশ্বদক্ষিণং দ্যুষন্নুষন্তং স্যোনং।।

করদ্বয়ে চাল-দুবর্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ বিশাখা-নক্ষত্র ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ এষ গন্ধ ওঁ হ্রীং শ্রীং ঢং ণং বিশাখা-নক্ষত্রায় (বিশাখাভ্যঃ) নমঃ। এই ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষিঞ্চ ন করিবেন।

অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ঃ গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং নমঃ।

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেত বর্ণের পুষ্প লইয়া গণেশ ঘটে পূজা করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং ভং উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্রায় (উত্তরাষাঢ়াভ্যঃ) নমঃ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ বিশ্ব দেবাস আগত শৃনুতা ম ইমং হবং। এদং বর্হির্নিষীদত।

করদ্বয়ে চাল-দূবর্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্র ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ এষ গন্ধ ওঁ হ্রীং শ্রীং ভং উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্রায় (উত্তরাষাঢ়াভ্যঃ) নমঃ। এই ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষিঞ্চ ন করিবেন।

অধিপতিপূজা ঃ- এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ নমঃ।

পূর্বভাদ্রপদ

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেত বর্ণের পুষ্প লইয়া গণেশ ঘটে পূজা করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং বং শং পূর্বভাদ্রপদাভ্যাং নমঃ।

আবাহন ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ ঋতধামাসি স্বর্জ্যোতিঃ সমুদ্রাসি বিশ্বব্যচা। অজস্যেক পাদ্ হ্রীরসি বুধ্ন্যঃ।

করদ্বয়ে চাল-দূবর্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ পূর্বভাদ্রপদৌ ইহাগচ্ছতম্-ইহাগচ্ছতম্, ইহতিষ্ঠতম্-ইহতিষ্ঠতম্, ইহসন্নিধত্তম্, ইহসন্নিরুধ্যাথাম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতম্ মম পূজাং গৃহীতম্।।

পূজা ঃ এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং বং শং পূর্বভাদ্রপদাভ্যাং নমঃ।

অধিপতিপূজাঃ- এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অজপাদায় নমঃ।

নবগ্রহ পূজা

(গণেশ ঘটে বা নবগ্রহ মণ্ডলে পূজা করিবেন)

সূর্য্য

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্ত চন্দন মিশ্রিত রক্ত বর্ণের পুষ্প লইয়া অথবা আকন্দ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা গ্রহমণ্ডলের মধ্যে পুষ্প দিবেন—

ওঁ ক্ষত্রিয়ং কাশ্যপং রক্তং কালিঙ্গং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
পদ্ম হস্ত দ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ব বাহনম্।।
শিবাধি দৈবতং সূর্য্যং বহ্নিঃ প্রত্যধিদৈবতম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ ওঁ পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভঃ সমদ্যুতিঃ।
সপ্তাশ্বঃ সপ্তরজ্জুশ্চ দ্বিভুজঃ স্যাৎ সদারবিঃ।।
ওঁ ত্রৈলোক্য ভাষিতং যেন ভুবনানি চতুর্দশঃ।
অব্যক্ত-ব্যক্তমাপ্নোতি সূর্য্যমাবাহয়াম্যহম্।।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্ত চন্দন মিশ্রিত রক্ত বর্ণের পুষ্প লইয়া অথবা আকন্দ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা গ্রহমণ্ডলে পুষ্প সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপাচারে পূজা করিবেন।

রক্ত চন্দন লইয়া—এষ গন্ধঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ।
রক্তবর্ণের ফুল বা আকন্দ ফুল লইয়া-এতৎ পুষ্পম্ ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ।
কর্পূরের ধূপ লইয়া- এষ ধূপঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ।
ঘৃত প্রদীপ লইয়া- এষ দীপঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ। এইরূপে পূজা করিবেন।

বলি ঃ গুড় ও অন্ন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া মণ্ডলের পূর্বভাগে নিবেদন করিবেন— এষ গুড়ান্নবলিঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ ওঁ দাড়িমি পুষ্প সংকাশং কাশ্যপেয়ং কলিঙ্গজং।
বিশাখাতারকং দেবং মার্তণ্ডং প্রণমাম্যহম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ।।

২। ওঁ সহস্রজ্যোতিরাধার ছায়াভিরমণো প্রভো।

সর্ব্বদোষক্ষয়কর গ্রহরাজ নমঽস্তুতে।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ।।

৩। ও বন্ধুকপুষ্পসংকাশ রক্তোৎপলসমপ্রভ।
লোকনাথ জগদ্বীজ শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ।।

বীজ মন্ত্র জপ ঃ 'ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়' মন্ত্রে যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। (ঊর্দ্ধপাণি)

গায়ত্রী মন্ত্র জপ ঃ ওঁ সূর্য্যায় বিদ্মহে অঙ্গিরায় ধীমহি তন্ন সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পন ঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিসিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মস্তকে দিবেন—
ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ জবা কুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধবান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

গন্ধপুষ্প দ্বারা বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় নমঃ।

অধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হৌং শিবায় নমঃ।

প্রত্যধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাং অগ্নয়ে নমঃ।

ইষ্টদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হূং মাতঙ্গ্যৈ নমঃ।

অবতার ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাং রামচন্দ্রায় নমঃ।

শিলা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীনারায়ণায় নমঃ।

স্তব ও কবচ পাঠ ঃ- পৃষ্ঠা নং ৫০৮ ও ৫০৯।

চন্দ্র

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতপুষ্প অথবা শালুক পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা নবগ্রহ মণ্ডলের অগ্নিকোণে চন্দ্র মণ্ডলে ফুল দিবেন—

ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রং সিতাম্বরম্।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্।।
দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্।

জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্যমাহুয়েৎ তথা।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ করজোড়ে পাঠকরিবেন—

ওঁ শ্বেতঃ শ্বেতাম্বরধরঃ শ্বেতাশ্বঃ শ্বেতবাহনঃ।
গদাপাণির্দ্বিবাহুশ্চ কর্ত্তব্যো বরদঃ শশী।।
ওঁ কলাষোড়শভির্যুক্তঃ শীতাংশুঃ সুমহৌজশাঃ।
আহলাদঃ সর্ব্বভুতানাং সোমমাবাহয়াম্যহম্।।

করদ্বয়ে চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন— ওঁ সোমগ্রহ ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া অথবা শালুক পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা গ্রহমণ্ডলের চন্দ্রমণ্ডলে পুষ্প সমর্পনান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজা মন্ত্র ঃ ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় নমঃ।

বলি ঃ পাত্রোপরি শর্করা (মিষ্টি) মিশ্রিত দুগ্ধ ও ঘৃত যুক্ত অন্ন উৎসর্গ করিয়া মণ্ডলের অগ্নিকোণে নিবেদন করিবেন—এষ শর্করা দুগ্ধ ঘৃত মিশ্রিত অন্নবলি ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ

১। ওঁ যমুনাজল সংজাতমাত্রেয়ং ক্ষীরসন্নিভং।
রোহিনীবল্লভং দেবং সুধাংশুং প্রণমাম্যহম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় নমঃ।
২। ওঁ নানাবরদ শুভ্রাংশো নানারস সমন্বিত।
দিব্যরূপ মনোহারিন্ সোমগ্রহ নমোঽস্তুতে।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় নমঃ।
৩। ওঁ সিতচন্দনলিপ্তাঙ্গ সিতপুষ্পৈরলঙ্কৃত।
মমপীড়া ক্ষয়ার্থং ত্বং প্রসন্নোভব চন্দ্রমঃ।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় নমঃ।

গায়ত্রী জপ ঃ 'ওঁ সোমায় বিদ্মহে বিধবে ধীমহি তন্নঃ সোম প্রচোদয়াৎ'

জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। (অধোপাণি)

বীজ জপ ঃ 'ওঁ ঐং ক্লীং সোমায়'—জপ করিয়া জপ সমর্পন করিবেন।

তপন ঃ ওঁ ঐং ক্লীং সোমং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ ওঁ ঐং ক্লীং সোমমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্।।

গন্ধপুষ্প দ্বারা বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় নমঃ।

অধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং উমায়ৈ নমঃ।

প্রত্যধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ।

ইষ্টদেবী ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ফট্ কমলাত্মিকায়ৈ নমঃ।

অবতার ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

শিলা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং শ্রীং হ্রীং ওঁ দধিবামনায় নমঃ।

স্তোত্র ও কবচ পাঠ ঃ- পৃষ্ঠা নং ৫০৯ ও ৫১০।

মঙ্গল

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণের পুষ্প অথবা করবী পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা মণ্ডলের দক্ষিণে পুষ্প দিবেন।

ওঁ আবন্ত্যং ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরঙ্গুলম্।
আরক্ত মাল্যবসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভুজম্।।
দক্ষিণোর্ধ্বক্রমাচ্ছক্তি-বরাভয়-গদাকরম্।
আদিত্যাভিমুখং দেবং তদ্বদেবসমাহ্বয়েৎ।
স্কন্দাদি দৈবতং ভৌমং ক্ষিতিপ্রত্যধিদৈবতম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ মঙ্গলগ্রহ ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

প্রার্থনা ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

ওঁ রক্তমাল্যাম্বরধরঃ শক্তিশূলগদাধরঃ।
চতুর্ভুজঃ রক্তরোমা বরদঃ স্যাৎ ধরাসুতঃ।।
ওঁ ধরণী নন্দনঃ শ্রীমান্ আরক্তাঙ্গঃ কুমারকঃ।
ঋণহর্ত্তা মহাতেজাঃ কুজমাবাহয়াম্যহম্।।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণের পুষ্প অথবা করবী পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা মণ্ডলে পুষ্প সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজা মন্ত্র ঃ ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ।

বলি ঃ একটি পাত্রে যব মসূর ঘৃতাক্ত অন্ন উৎসর্গ করিয়া মণ্ডলের দক্ষিণ দিকে নিবেদন করিবেন—

এষ যব-মসূর-ঘৃতাক্ত-অন্ন-বলি ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ

১। ওঁ অবন্তীদেশসম্ভূতং ভরদ্বাজসগোত্রজং।
লোহিতং বিশ্বনক্ষত্রং ভূসূতং প্রণমাম্যহম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ।

২। ওঁ ধরাসূতং নমস্তুভ্যং বিম্বদ্যুতি সমপ্রভং।
সবর্বপাপক্ষয়ার্থং ত্বং প্রসন্নো ভব মঙ্গল।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ।

৩। ওঁ ত্বং গৌরিপতিবীজসম্ভব কুলজাতোঽসি চান্তঃপুরে।
বিদ্যুৎ পুঞ্জনিভপ্রভোঽসি ধরণীগর্ভপ্রসূতোভবান্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ।

গায়ত্রী জপঃ ওঁ অঙ্গারকায় বিদ্মহে লোহিতাঙ্গায় ধীমহি তন্নঃ ভৌমঃ প্রচোদয়াৎ।। জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। (ঊদ্ধ পাণি)

বীজ জপঃ ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায়।

তর্পণ ঃ ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চ ন ঃ ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলমভিষিঞ্চ ামি নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ ধরণীগর্ভসম্ভুতং বিদ্যুৎপুঞ্জসম-প্রভং।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্।।

গন্ধপুষ্প দ্বারা বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হূং শ্রীং মঙ্গলায় নমঃ।

অধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ স্কন্দায় নমঃ।

প্রত্যধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।

ইষ্টদেবী ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং বগলামুখ্যৈ নমঃ।

অবতার ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষ্রৌং নৃসিংহায় নমঃ।

শিলা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ক্লীং ওঁ লক্ষ্মীবরাহায় নমঃ।

স্তোত্র ও কবচ পাঠ ঃ- পৃষ্ঠা নং ৫১০ ও ৫১১।

বুধ

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় কুঙ্কুম চন্দন মিশ্রিত হলুদ পুষ্প অথবা চাঁপা পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা মণ্ডলের ঈশানকোণে পুষ্প দিবেন—

ওঁ মাগধং দ্ব্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভুজম্।
বামোর্দ্ধক্রমতশ্চর্ম গদাবরদ-খড়্গিনম্।।
সূর্য্যাস্যং সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ।
নারায়ণাদিদৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধিদৈবতম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে চাল-পুষ্প-দূর্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ বুধগ্রহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

প্রার্থনা ঃ করজোড়ে পাঠ করিবেন—

ওঁ পীতমাল্যাম্বরধরঃ কর্ণিকার সমদ্যুতিঃ।
খড়্গচর্মগদাপাণিঃ সিংহস্তো বরদো বুধঃ।।
ওঁ পীতবর্ণং ধনুরূপং গদাভয়ধরংবিভুম্।
রক্তাঙ্গ বাহনং দেবং বুধমাবাহয়াম্যহম্।।

পূজা ঃ কুঙ্কুম চন্দন মিশ্রিত হলুদ পুষ্প অথবা চাঁপা পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া ঘটে বা মণ্ডলে পুষ্প সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজা মন্ত্র ঃ ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ।

কুঙ্কুম চন্দন লইয়া—এষ গন্ধঃ ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ।

চাঁপা অথবা হলুদ পুষ্প লইয়া—এতৎ পুষ্পম্ ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ। এইক্রমে পূজা করিবেন।

বলি ঃ একটি পাত্রে ক্ষীরঅন্নযুক্ত ঘৃত ও নারিকেল জল উৎসর্গ করিয়া মণ্ডলে ঈশানকোণে নিবেদন করিবেন।

এষ ক্ষীরান্নংঘৃতসংযুক্তং নারিকেল-জলান্বিত বলিঃ ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ

১। ওঁ বিশুদ্ধ কাঞ্চ নাভাসমাত্রেয়ং মগধোদ্ভবং।
শ্রবণাতারকং দেবং সোমজং প্রণমাম্যহম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ।

২। ওঁ কুমারং পীত বসনং ইন্দুজং শুভ কারকং।
সবর্বদোষক্ষয়করং বুধং ত্বাং প্রণমাম্যহম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ।

৩। ওঁ দেববিধুসম্ভবঃ করমণিস্থঃ রাজপুত্রো যুবা।
দিব্যস্ত্রীহৃদয় প্রসাদজন সং তপ্তহেমদ্যুতিঃ।।
এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ।

গায়ত্রী জপ ঃ'ওঁ সৌম্যায় বিদ্মহে পীতাঙ্গায় ধীমহি তন্নঃ সৌম্য প্রচোদয়াৎ।।' জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। (শুদ্ধ পাণি)

বীজ জপ ঃ 'ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং' জপ করিয়া জপ সমর্পন করিবেন।

তর্পণ ঃ ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চ ন ঃ ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ প্রিয়ঙ্গু কলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং।
সৌম্যং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্।।

গন্ধ পুষ্পদ্বারা বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন—
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং স্ত্রীং শ্রীং বুধায় নমঃ।

অধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ।

প্রত্যধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।

ইষ্টদেবী ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ত্রিপুরাসুন্দর্যৈ নমঃ।

অবতার ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বুদ্ধায় নমঃ।
শিলা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হ্রীং ক্লীং ওঁ লক্ষ্মীজনার্দনায় নমঃ।
স্তোত্র ও কবচ পাঠ ঃ- পৃষ্ঠা নং ৫১২।

বৃহস্পতি

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় কুঙ্কুম চন্দন মিশ্রিত পদ্ম পুষ্প বা হলুদ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা মণ্ডলের উত্তরে পুষ্প দিবেন—

ওঁ দ্বিজমাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ ষড়ঙ্গুলম্।
ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভুজম্।।
দক্ষোর্দ্ধদক্ষবরদ করকাদণ্ডমাহ্বয়েৎ।
ব্রহ্মাধিদৈবং সূর্যাস্যমিন্দ্রপ্রত্যধিদৈবতম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে চাল-পুষ্প-দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ বৃহস্পতিগ্রহ ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

প্রার্থনা ঃ ওঁ দেবতানাং গুরুস্তদ্বৎ পীতবর্ণঃ চতুর্ভুজঃ।
দণ্ডী চ বরদঃ কার্যঃ সাক্ষসূত্র কমণ্ডলুঃ।
ওঁ বাক্‌পতিঃ ত্রিদশাচার্য্যং বেদবিদ্যাসমন্বিতম্।
সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মণঃ পুত্রং গুরুমাবাহয়াম্যহম্।।

পূজা ঃ কুঙ্কুম চন্দন মিশ্রিত পদ্ম পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া ঘটে বা গ্রহ মণ্ডলে পুষ্প দিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে নমঃ।

বলি ঃ একটি পাত্রে ঘৃত-মধু-দধি-শর্করাযুক্ত অন্ন লইয়া উৎসর্গ করিয়া মণ্ডলের উত্তরে নিবেদন করিবেন।

এষ ঘৃত-মধু-দধি-শর্করা সহিত সোপকরণামান্ন-বলিঃ ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ ওঁ অঙ্গিরাগ্রোত্রজাতং ত্বামুত্তরফল্গুনীয়কং।

সিন্ধুদেশোদ্ভবং পীতং গীষ্পতিং প্রণমাম্যহম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে নমঃ।

২। ওঁ হংসবাহন দণ্ডাক্ষ মালাহস্ত চতুর্ভুজ।
গ্রহপীড়াবিনাশায় ভব সন্নিহিতো গুরো।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে নমঃ।

৩। ওঁ পদ্মিনীকর্ণিকারশ্চ সৌভাগ্যার্থপ্রদো বিভুঃ।
দেবমন্ত্রী মহাতেজা গুরুঃ শান্তিং প্রযচ্ছতু।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে নমঃ।

গায়ত্রী জপ ঃ 'ওঁ হ্রীং জীবায় বিদ্মহে সুরেজ্যায় ধীমহি তন্নো জীব প্রচোদয়াৎ'।। জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। (শুদ্ধ পাণি)

বীজ জপঃ 'ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং' জপ করিয়া জপ সমর্পন করিবেন।

তর্পণ ঃ ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতিং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতিমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কণকসন্নিভং
বন্দে ভক্ত্যা ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্।।

গন্ধ পুষ্পদ্বারা বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং বৃহস্পতয়ে নমঃ।

অধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

প্রত্যধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।

ইষ্টদেবী ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হূং ফট্ তারায়ৈ নমঃ।

অবতার ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বামনায় নমঃ।

শিলা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং ঐং ওঁ শ্রীধরায় নমঃ।

স্তোত্র ও কবচ পাঠ ঃ- পৃষ্ঠা নং ৫১৩ ও ৫১৪।

শুক্র

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় মিছরীযুক্ত শ্বেত চন্দন মিশ্রিত জাতি ফুল বা শ্বেত বর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা মণ্ডলের পূর্বে পুষ্প দিবেন—

ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্।
পদ্মস্থমাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেতং চতুর্ভুজম্।।
সদাক্ষ বর করকা দণ্ডহস্তং সিতাম্বরম্।
শুক্রাধিদৈবতং ধ্যায়েৎ শচীপ্রত্যধিদৈবতম্।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে চাল-পুষ্প-দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ শুক্রগ্রহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

প্রার্থনা ঃ ওঁ দৈত্যানাং গুরু রেবত্বং শ্বেতবর্ণঃ চতুর্ভুজঃ।
দণ্ডী চ বরদঃ কার্যঃ সাক্ষসূত্র কমণ্ডলুঃ।।
ওঁ গ্রহনক্ষত্রয়োর্মধ্যে দীপ্তিমন্তং বহুশ্রুতম্।
দৈত্যাধিপতিভিঃ পূজ্যং শুক্রমাবাহয়াম্যহম্।।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেত চন্দন মিশ্রিত মিশরীযুক্ত পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা গ্রহ মণ্ডলে পুষ্প সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ।

বলি ঃ একটি পাত্রে কর্পূর মিশ্রিত ঘৃত ও মিষ্টিদ্রব্য লইয়া উৎসর্গ করিয়া মণ্ডলের পশ্চিমে নিবেদন করিবেন।

এষ কর্পূর-মিশ্রিত-শর্করা-সংযুক্ত-ঘৃত-বলিঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ

১। ওঁ হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরম্ গুরুং।
সর্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ।

২। ওঁ ভোগবট সমুদ্ভুতং ভার্গবেয়ং সিতাং-শুকং।
পুষ্যাতারোদ্ভবং দেবং দৈত্যেয়ং প্রণমাম্যহম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ।

৩। ওঁ কাশকুন্দেন্দুসঙ্কাশঃ শুক্লবর্ণবিভুষিতঃ।
শান্তিং করোতু মে নিত্যং দৈত্যমন্ত্রী স ভার্গবঃ।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ।

গায়ত্রী জপ ঃ ওঁ ভার্গবায় বিদ্মহে দৈত্যেজায় ধীমহি তন্নঃ শুক্র প্রচোদয়াৎ।। জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। (শুদ্ধ পাণি)

বীজ জপ ঃ 'ওঁ হ্রীং শ্রীং' জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরম্ গুরুং।
সর্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্।।

গন্ধ পুষ্পদ্বারা বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন—
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় নমঃ।

অধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।

প্রত্যধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ (শচ্যৈ) নমঃ।

ইষ্টদেবী ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ভুবনেশ্বর্য্যৈ নমঃ।

অবতার ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পরশুরামায় নমঃ।

শিলা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং হ্রীং ঐং ওঁ দামোদরায় নমঃ।

স্তোত্র ও কবচ পাঠ ঃ- পৃষ্ঠা নং ৫১৪ ও ৫১৫।

শনি

ধ্যান ঃ কস্তুরী মিশ্রিত মল্লিকা পুষ্প বা নীলবর্ণের পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া ঘটে বা মণ্ডলে পুষ্প দিবেন—

ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শূদ্রং সূর্য্যাস্যং চতুরঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রগতং সৌরিং চতুর্ভুজম্।।
তদ্বদ্বানবরং শূলং ধনুর্হস্তং সমাহ্বয়েৎ।
যমাদিদৈবতং প্রজাপতিপ্রত্যধিদৈবতম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে চাল-পুষ্প-দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ শনিগ্রহ ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

প্রার্থনা ঃ ওঁ ইন্দ্রনীলদ্যুতিঃ শূলী বরদো গৃধ্রবাহনঃ।
বাণবাণাসনধরঃ কর্ত্তব্যোঽর্কসুতস্তথা।।
ওঁ সৌরি সৌরাষ্ট্রসঞ্জাতং ছায়াপুত্রং মহাগ্রহম্।
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং শনিমাবাহয়াম্যহম্।।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় কস্তুরি মিশ্রিত মল্লিকা পুষ্প বা নীলবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা মণ্ডলে পুষ্প সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।

বলি ঃ একটি পাত্রে ভাজা তিল-চাল-মাষ কলাই সহ সৈন্ধব লবণ লইয়া উৎসর্গ করিয়া মণ্ডলের পশ্চিমে নিবেদন করিবেন।

এষ ভ্রষ্ট্র-তিল-তণ্ডুল-মাষযুক্ত-সৈন্ধবলবণ বলিঃ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ। **পুষ্পাঞ্জলি ঃ**

১। ওঁ সৌরাষ্ট্রদেশে জননং কৃষ্ণং কাশ্যপগোত্রজং।
রেবতীতারকং দেবং সৌরিত্বং প্রণমাম্যহম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।

২। ওঁ অশ্বাসন নমস্তুভ্যং মহাতেজো মহাবল।
পীড়াং নাশয় মে ভানুসূতঃ সন্নিহিতো ভব।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।

৩। ওঁ নীলোৎপলদল শ্যামো ভিন্নাঞ্জনসমদ্যুতিঃ।
শনৈশ্চরো গ্রহঃ পুংসাং সদা শান্তিং প্রযচ্ছতু।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।

গায়ত্রী জপ ঃ ওঁ মন্দায় বিদ্মহে সূর্য্যপুত্রায় ধীমহি তন্নো মন্দঃ প্রচোদয়াৎ।। জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। (ঊর্দ্ধপাণি)

বীজ জপ ঃ 'ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং' জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহং।
ছায়ায়াগর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্।।

গন্ধ পুষ্পদ্বারা বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় নমঃ।

অধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যমায় নমঃ।

প্রত্যধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ।

ইষ্টদেবী ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ নমঃ।

অবতার ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ।

শিলা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং হ্রীং ঐং ওঁ বামনায় নমঃ।

স্তোত্র (পৃঃ ৫১৫) ও কবচ পাঠ ঃ- পৃষ্ঠা নং ৫১৬।

রাহু

কূর্ম্মমুদ্রায় কস্তুরি মিশ্রিত কুন্দ পুষ্প বা নীলবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা মণ্ডলের নৈঋতকোণে পুষ্প দিবেন—

ধ্যান ঃ ওঁ রাহুং মলয়জং শূদ্রং পৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং রৌদ্রং সিংহাসনং সমাহ্বয়েৎ।।
চতুর্ব্বাহুং খড়্গাবরশূলচর্মধরং তথা।
কালাধিদৈবং সূর্য্যাস্যং সর্পপ্রত্যধিদৈবতম্।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পনান্তে মানসোপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে চাল-পুষ্প-দূর্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ রাহুগ্রহ ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

প্রার্থণা ঃ ওঁ করাল বদনঃ খড়্গা চর্ম শূলী বরপ্রদঃ।
নীলসিংহাসনস্থশ্চ রাহুরত্র প্রশস্যতে।।
ওঁ সূর্য চন্দ্র মসৌ য স্ত্বং গ্রসসে পর্ব্বসন্ধিষু।
মেঘবর্ণো মহাতেজা রাহুমাবাহয়াম্যহম্।।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় কস্তুরী মিশ্রিত কুন্দ পুষ্প বা নীলবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা মণ্ডলে পুষ্প সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ।

বলি ঃ একটি পাত্রে কালো ছাগলের মাংস-ঘৃত-মরিচ-কর্পূর ও সৈন্ধব লবণ লইয়া উৎসর্গ করিয়া মণ্ডলের নৈঋতকোণে নিবেদন করিবেন।

এষ ঘৃত-মরিচ-কর্পূর-সৈন্ধবলবণ-কৃষ্ণাজমাংস বলিঃ ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ

১। ওঁ মলয়াদ্রিসমুদ্ভুতং পাঠিনান্বয় সম্ভবং।
ভরণীতারকং দেবং স্বর্ভানুং প্রণমাম্যহম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ।

২। সিংহবাহন ভো রাহো খড়্গাশূললসৎকর।
মম পীড়াক্ষয়ং কৃত্বা মণ্ডলেঽত্রাগতো ভব।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ।

৩। ওঁ অতসী-পুষ্পসঙ্কাশো নীলোৎপলসমদ্যুতিঃ।
শান্তিং করোতু মে নিত্যং রাহুশ্চন্দ্রার্কমর্দনঃ।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ।

গায়ত্রী জপ ঃ ওঁ রাহবে বিদ্মহে সৈংহি কেয়ায় ধীমহি তন্নো রাহু প্রচোদয়াৎ।। জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। (ঊর্দ্ধপাণি)

বীজ জপ ঃ 'ওঁ ঐং হ্রীং' মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ ওঁ ঐং হ্রীং রাহুং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ ওঁ ঐং হ্রীং রাহুমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ অর্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দকং।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্।।

গন্ধ পুষ্পদ্বারা বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং হ্রীং রাহবে নমঃ।

অধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কালায় নমঃ।

প্রত্যধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্পায় নমঃ।

ইষ্টদেবী ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং হুং ফট্ ছিন্নমস্তায়ৈ নমঃ।

অবতার ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বরাহায় নমঃ।

শিলা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং হ্রীং ওঁ সুদর্শনায় নমঃ।

স্তোত্র ও কবচ পাঠ ঃ- পৃষ্ঠা নং ৫১৭ ও ৫১৮।

কেতু

কূর্ম্মমুদ্রায় কস্তুরী মিশ্রিত ঋতুকালের নানাবিধ বা ধুম্রবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা মণ্ডলের বায়ুকোণে পুষ্প দিবেন—

ধ্যান ঃ ওঁ কৌশদ্বীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং যড়ঙ্গুলম্।
ধূম্রং গৃধ্রগতং শূদ্রমাহ্বয়েদ্বিকৃতাননম্।।
সূর্য্যস্যিং ধূম্রবসনং বরদং গদিনং তথা।
চিত্তগুপ্তাধিদৈবঞ্চ ব্রহ্মাপ্রত্যধিদৈবতং।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ঐং কেতুগ্রহায় (কেতুভ্যঃ) নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে চাল-পুষ্প-দুর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন— ওঁ কেতুগ্রহ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

প্রার্থনা ঃ ওঁ ধুম্রাদ্বিবাহবঃ সর্বের গদিনো বিকৃতাননাঃ।
গৃধ্রাসনগতা নিত্যং কেতবঃ স্যুর্বরপ্রদাঃ।।
ওঁ ধূম্রাক্ষং ধূম্রবর্ণঞ্চ ধূম্রপুষ্পৈঃ সমর্চ্চিতং।
অর্দ্ধাঙ্গং ব্রহ্মণঃ পুত্রং কেতুমাবাহয়াম্যহম্।।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় কস্তুরী মিশ্রিত ঋতুকালের নানাবিধ বা ধূম্রবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে বা মণ্ডলে পুষ্প সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ হ্রীং ঐং কেতগ্রহায় (কেতুভ্যঃ) নমঃ।

বলি ঃ একটি পাত্রে ছাগলীর কর্ণের রক্ত ছাগলী দুধের ক্ষীর ও ঘৃত লইয়া উৎসর্গ করিয়া মণ্ডলের বায়ুকোণে নিবেদন করিবেন।

এষ অজকর্ণরুধির-দুগ্ধ-ক্ষীর-ঘৃত-বলিঃ ওঁ হ্রীং ঐং কেতুগ্রহায় (কেতুভ্যঃ) নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ

১। ওঁ জৈমিন্যন্বয়সম্ভুতং কুশদ্বীপসমুদ্ভবং।
অশ্লেষাতারকং ধূম্রং কেতুংত্বং প্রণমাম্যহম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং ঐং কেতুগ্রহায় (কেতুভ্যঃ) নমঃ।

২। ওঁ জলদাসন ভো কেতো খড়্গপাণে মমাশুভং।
নাশায় শু চ সর্বত্র শুভ দৃষ্টি প্রদো ভব।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং ঐং কেতুগ্রহায় (কেতুভ্যঃ) নমঃ।

৩। ওঁ কুররুচিরাকারো রক্তপদ্মসমদ্যুতিঃ।
কেতুরারক্ত-নেত্রাঙ্গঃ সদা শান্তিং প্রযচ্ছতু।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং ঐং কেতুগ্রহায় (কেতুভ্যঃ) নমঃ।

গায়ত্রী জপ ঃ ওঁ কেতবে বিদ্মহে শিখিনে ধীমহি তন্নঃ কেতু প্রচোদয়াৎ।। জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। (অধোপাণি)

বীজ জপ ঃ 'ওঁ হ্রীং ঐং' জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ ওঁ হ্রীং ঐং কেতুগ্রহং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ ওঁ হ্রীং ঐং কেতুগ্রহমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দকং।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং ত্বং কেতুং প্রণমাম্যহম্।।

গন্ধ পুষ্পদ্বারা বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং ঐং কেতবে নমঃ।

অধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ।

প্রত্যধিদেবতা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

ইষ্টদেবী ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধূং ধূং ধূমাবতি ধূমাবত্যৈ নমঃ।

অবতার ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৎস্যায় নমঃ।

শিলা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং ঐং ওঁ নৃসিংহায় নমঃ।

স্তোত্র ও কবচ পাঠ ঃ- পৃষ্ঠা নং ৫১৯।

নবগ্রহ প্রার্থনা

ওঁ যৎকৃতং পূজনং দেবাঃ ভক্তি শ্রদ্ধাবিবর্জিতম্।
পরিগৃহ্ণন্তু তৎ সবর্বং সূর্য্যাদি-গ্রহনায়কাঃ।।

ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরাঃ।
যৎ পূজিতং ময়া দেবাঃ পরিপূর্ণং তদস্তুমে।।

ইন্দ্রাদি দশদিকপাল পূজা

গণেশ ঘটে যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ চন্দন মিশ্রিত পুষ্প লইয়া পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ।

করদ্বয়ে চাল-পুষ্প-দূবর্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া

আবাহন করিবেন। ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালাঃ ইহাগচ্ছতঃ-ইহাগচ্ছতঃ, ইহতিষ্ঠত-ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধত্তম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মমপূজাং গৃহ্ণীত।।

যথাশক্তি উপাচারে বা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

ইন্দ্র

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত পদ্মপুষ্প বা হলুদ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া গণেশ ঘটে পুষ্প দিবেন-

ওঁ সহস্রনয়নং ধ্যায়েৎ মত্তবারণসংস্থিতম্।
পৃথূরুবক্ষোবদনং সিংহস্কন্ধং মহাভুজম্।।
কিরীটকুণ্ডলধরং পীবরোরুভুজেক্ষণম্।
বজ্রোৎপলধরং তদ্বন্নানাভরণভূষিতম্।।
পূজিতংদেবগন্ধর্বৈরপ্সরোগণ-সেবিতম্।
ছত্রচামরধারিণ্যঃ স্ত্রিয়ঃ পার্শ্বে চ চিন্তয়েৎ।।
সিংহাসনগতঞ্চাপি গন্ধর্বগণসংযুতম্।
ইন্দ্রাণী বামতশ্চাস্য কুর্যাদুৎপল-ধারিণীম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ লাং ইন্দ্রায় নমঃ।

পূজামন্ত্র ঃ 'ওঁ লাং ইন্দ্রায় নমঃ' মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ এহ্যেহি সর্বামর-সিদ্ধসাধ্যৈরভিষ্টুতো বজ্রধরোমহেশঃ।
সংবীজ্যমানোঽপ্সরসাংগণেন রক্ষাধবরং নো ভগবন্ নমস্তে।।

প্রণাম ঃ ওঁ ইন্দ্রস্তু মহসাদীপ্তঃ সর্বদেবাধিপো মহান্।
বজ্রহস্তো মহাসত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

অগ্নি

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত লালপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া গণেশ ঘটে পুষ্প দিবেন— ওঁ ধ্যায়েদ্ বৈশ্বনরং দেবং সর্বকাম ফলপ্রদম্।
দীপ্তং সুবর্ণবপুষমর্ধচন্দ্রাসনে স্থিতম্।
বালার্কসদৃশংতস্য বদনঞ্চাপি চিন্তয়েৎ।
যজ্ঞোপবীতিনং দেবং লম্বকুটধরংতথা।।
কমণ্ডলু বামকরে দক্ষিণে ত্বক্ষসূত্রকম্।
জ্বালাবিতান সংযুক্তমজবাহনমুজ্জ্বলম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাং অগ্নয়ে নমঃ।

পূজামন্ত্র ঃ 'ওঁ রাং অগ্নয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ এহ্যেহি সর্বামরহব্যবাহ মুনিপ্রবীরৈরভিতোঽভিজুষ্টঃ।

তেজস্বিনা লোকগণেনসার্ধং মহাধবরংরক্ষ কবে নমস্তে।।

প্রণাম ঃ ওঁ আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্বদেবময়োঽব্যয়ঃ।
ধূমকেতুরণাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

যম

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত নীল পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া গণেশ ঘটে পুষ্প দিবেন-

ওঁ ধ্যায়েৎ বৈবস্বতং যমং দণ্ডপাশধরংবিভুম্।
মহামহিষমারূঢ়ং কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমম্।।
সিংহাসনগতঞ্চ াপি দীপ্তাগ্নিসমলোচনম্।
মহিষশ্চি ত্রগুপ্তশ্চ করালাঃ কিংকরাস্তথা।।
সমন্তাৎচিন্তয়েৎ তস্য সৌম্যা সৌম্যান্ সুরাসুরান্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যাং যমায় নমঃ।

পূজামন্ত্র ঃ 'ওঁ যাং যমায় নমঃ' এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ এহ্যেহি বৈবস্বত ধর্মরাজ সর্বামরৈরর্চিত দিব্যমূর্তে।
শুভাশুভানন্দ শুচামধীশ শিবায় নঃ পাহি মখং নমস্তে।

প্রণাম ঃ ওঁ যমশ্চোৎপলপত্রাভঃ কিরীটী দণ্ডধৃক্সদা।
ধর্মসাক্ষীবিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

নিঋতি

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত হলুদ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া গণেশ ঘটে পুষ্প দিবেন-

ওঁ রাক্ষসেন্দ্রংতথাধ্যায়েৎ লোকপালঞ্চ নৈর্ঋতম্।
নরারূঢ়ং মহামায়ং রক্ষোভির্বহুভির্বৃতম্।।
খড়্গহস্তং মহানীলং কজ্জলাচল-সন্নিভম্।
নরযুক্তবিমানস্থং পীতাভরণভূষিতম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষাং নৈর্ঋতায় নমঃ।

পূজামন্ত্র ঃ 'ওঁ ক্ষাং নৈর্ঋতায় নমঃ' এই মন্ত্রে পঞ্চে াপচারে পূজা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ এহ্যেহি রক্ষগণনায়কস্ত্বং সর্বৈস্তু বেতাল- পিশাচসঙৈঘঃ।
মমাধবরংপাহি শুভাদি নাথ লোকেশ্বরস্ত্বং ভগবন্ নমস্তে।।

প্রণাম ঃ ওঁ নির্ঋতস্তু পুমান্ যস্তু সর্বরক্ষোঽধিপোমহান্।
খড়্গহস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

বরুণ

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেত পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া গণেশ ঘটে পুষ্প দিবেন- ওঁ বরুণং ধবলং ধ্যায়েৎ পাশহস্তং মহাবলম্।
শুদ্ধস্ফটিকবর্ণাভং সিতহারাম্বরাবৃতম্।।
ঋসাসনগতং শান্তং কিরীটাঙ্গদধারিণম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বং বরুণায় নমঃ।

পূজামন্ত্র ঃ 'ওঁ বং বরুণায় নমঃ' এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ এহ্যেহি যাদোগণবারিধীনাং গণেন পর্জন্য মহাপ্সরোভিঃ।
বিদ্যাধরেন্দ্রামর গীয়মান পাহি ত্বমস্মান্ ভগবন্ নমস্তে।।

প্রণাম ঃ ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈনিত্যং নমো নমঃ।।

বায়ু

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত ধূম্রবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া গণেশ ঘটে পুষ্প দিবেন- ওঁ বায়ুরূপং ধ্যায়েৎ সদা ধূম্রন্তু মৃগবাহনম্।
চিত্রাম্বরধরং শান্তং যুবানং কুঞ্চি তভ্রুবম্।।
মৃগাধিরূঢ়ং বরদং পতাকাধবজসংযুতম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যাং বায়বে নমঃ।

পূজামন্ত্র ঃ 'ওঁ যাং বায়বে নমঃ' এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ এহ্যেহি যজ্ঞে মম রক্ষণায় মৃগাধিরূঢ়ঃ সহসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
প্রাণাধিপঃ কালকবেঃ সহায়ো গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে।।

প্রণাম ঃ ওঁ বায়ুশ্চ সবর্বর্ণোঽয়ংসর্বগন্ধবহঃ শুভঃ।
পুরুষো ধবজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

কুবের

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেত পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া গণেশ ঘটে পুষ্প দিবেন— ওঁ কুবেরং চিন্তয়াম্যহং কুণ্ডলাভ্যামলংকৃতম্।
মহোদরং মহাকায়ং নিধ্যষ্টক-সমন্বিতম্।।
গুহ্যকৈর্বহুর্ভিযুক্তং ধনব্যয়করৈস্তথা।
হারকেয়ূররচিতং সিতাম্বরধরং সদা।।
গদাধরঞ্চ কর্তব্যং বরদং মুকুটান্বিতম্।

নরযুক্তবিমানস্থং দেবদেবং ভজাম্যহম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূং কুবেরায় নমঃ।

পূজামন্ত্র ঃ 'ওঁ কূং কুবেরায় নমঃ' এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ গদাহস্তো মহাবাহো নরো যস্য চ বাহনম্।
তমিমং যক্ষরাজানম্ কুবেরমাবাহয়াম্যহম্।।
ভগবন্নেহি কুবের এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ততে।
ইমাং পূজাং গৃহাণ ত্বং যজ্ঞরক্ষাং সদা কুরু।।

প্রণাম ঃ ওঁ কুবেরঃ কনকাকারঃ রত্নসিংহসনস্থিতঃ।
স্তুতো যক্ষগণৈঃ সর্বৈস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

ঈশান

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেত পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া গণেশ ঘটে পুষ্প দিবেন- ওঁ ধ্যায়েদীশং মহাদেবং ধবলং ধবলেক্ষণম্।
ত্রিশূলপাণিনং দেবং ত্র্যক্ষং বৃষগতং প্রভুম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হাং ঈশানায় নমঃ।

পূজামন্ত্র ঃ 'ওঁ হাং ঈশানায় নমঃ' এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ এহ্যেহি বিশ্বেশ্বর নস্ত্রিশূল কপালখট্বাঙ্গধরেণ সার্ধম্।
লোকেশ যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞসিদ্ধ্যৈ গৃহাণ পূজাং ভগবন্ নমস্তে।।

প্রণাম ঃ ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃশুক্লঃ সর্ববিদ্যাধিপো মহান্।
শূলহস্তো বিরূপাক্ষস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

ব্রহ্মা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত পদ্মপুষ্প বা লাল পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া গণেশ ঘটে পুষ্প দিবেন-
ওঁরক্তোৎপলনিভো ব্রহ্মা চতুরাস্যশ্চ তুর্ভুজঃ।
হংসারূঢ়োবরাভীতিমালাপুস্তক-পাণিকঃ।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আং ব্রহ্মণে নমঃ।

পূজামন্ত্র ঃ 'ওঁ আং ব্রহ্মণে নমঃ' এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ এহ্যেহি বিশ্বাধিপতে মুনীন্দ্র লোকেন সার্ধং পিতৃদেবতাভিঃ।
সর্বস্য ধাতাস্যমিতপ্রভাব বিশ্বাধবরং নো ভগবন্ নমস্তে।।

প্রণাম ঃ ওঁ পদ্মযোনিশ্চ তুর্মূর্তির্হৈমবাসা পিতামহঃ।
যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চ তুর্বক্ত্রস্তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

অনন্তের ধ্যান ঃ ওঁ হিমকুন্দেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সহস্রপাণিবদনো ধ্যেয়োঽনন্তঃ সুরাসুরৈঃ।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং অনন্তায় নমঃ।

পূজামন্ত্র ঃ 'ওঁ হ্রীং অনন্তায় নমঃ' এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ এহ্যেহি পাতালধরাধরেন্দ্র নাগাঙ্গনা কিন্নরগীয়মান।
যক্ষোরগেন্দ্রামরলোক-সার্ধমনন্ত রক্ষাধবরমস্মদীয়ম্।।

প্রণাম ঃ ওঁ যোসাবনন্তরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধি তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ।।

প্রার্থনাঃ ওঁ ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈঃ সার্ধং রক্ষাং কুর্বন্তু তানি মে।।
ওঁ দেবদানবগন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ।
সর্বে মমাধবরে রক্ষাং প্রকুর্বন্তু মুদান্বিতাঃ।।

বিনায়কাদি দেবের পূজা

আবাহন ঃ করদ্বয়ে চাল-পুষ্প-দূবর্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন— ওঁ বিনায়কাদি দেবাঃ ইহাগচ্ছত-ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত -ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যধবম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ মমপূজাং গৃহ্ণীত।

পূজা ঃ যথাশক্তি উপচারে বা পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

মণ্ডলের দক্ষিণে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিনায়কায় নমঃ।
মণ্ডলের পশ্চিমে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গৌর্য্যে নমঃ।
মণ্ডলের বায়ুকোণে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বায়বে নমঃ।
মণ্ডলের উত্তরে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আকাশায় নমঃ।
মণ্ডলের পূর্বে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং নমঃ।
মণ্ডলের মধ্যে ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ।

দুর্গাপূজা

রক্তচন্দন মিশ্রিত যন্ত্রপুষ্প লইয়া কূর্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া গণেশ ঘটে পুষ্প দিবেন।

ধ্যান ঃ ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
শঙ্খং চক্র ধনুঃ শরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভির্ভূষিতা।।
আমুক্তাঙ্গদহার-কঙ্কণ-রনৎ কাঞ্চী-ক্বন নূপুরা।
দুর্গাদুর্গতিহারিনী ভবতু নো রত্নোল্লসৎ-কুণ্ডলা।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে চাল-পুষ্প-দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন— ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ দুর্গেদেবি ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

প্রার্থনা ঃ ওঁ আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সর্ব্বকল্যাণ হেতবে।
পূজাং গৃহাণ সুমুখি নমস্তে হরবল্লভে।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত যন্ত্রপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প দিয়া যথাশক্তি উপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ

১। ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি।
আয়ুরারোগ্য-বিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

২। ওঁ প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে।
কুলদ্যোতকরে দেবি জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

৩। ওঁ আন্ধ্যং কুষ্ঠং চ দারিদ্র্যং রোগং শোকং চ দারুণম্।
বন্ধুস্বজনবৈরাগ্যং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিম্।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

গায়ত্রী জপ ঃ 'ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নোগৌরী প্রচোদয়াৎ।।' জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

বীজমন্ত্র জপ ঃ 'হ্রীং' মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ ওঁ হ্রীং দুর্গাং তর্পয়ামি স্বাহা।

অভিষিঞ্চন ঃ ওঁ হ্রীং দুর্গামভিষিঞ্চামি নমঃ।

গন্ধ পুষ্পদ্বারা বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সায়ুধায়ৈ সবাহনায়ৈ সপরিবারায়ৈ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

যথাশক্তি উপচারে শিব ও বিষ্ণু পূজা করিবেন।

বরুণ পূজা

শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া ঈশান কোণস্থ বরুণ ঘটে পুষ্প দিবেন।

ধ্যান ঃ ওঁ চন্দ্রপ্রভং পঙ্কজসন্নিবিষ্টম্ পাশাঙ্কুশাভীতিবরং দধানম্।
মুক্তাবিভূষার্চ্চিতসর্ব্বগাত্রংধ্যায়েৎ প্রসন্নং বরুণং জলেশম্।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বং বরুণায় নমঃ।

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া নিজমস্তকে পুষ্পটি সমর্পণান্তে মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে চাল-পুষ্প-দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—ওঁ বরুণদেব ইহাগচ্ছ -ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প দিয়া যথাশক্তি উপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ বং বরুণায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ

১। ওঁ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ বং বরুণায় নমঃ।
২। ওঁ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ বং বরুণায় নমঃ।
৩। ওঁ এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ বং বরুণায় নমঃ।

বীজমন্ত্র জপ ঃ 'বং' মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ ওঁ বং বরুণং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ ওঁ বং বরুণমভিষিঞ্চামি নমঃ।

গন্ধ পুষ্পদ্বারা পূজা—এতে গন্ধপুষ্পে সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায়

ওঁ বং বরুণায় নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।

রক্ষাকরণ

তামার বা মাটির পাত্রে পঞ্চ শষ্য, শ্বেতসরিষা, আতপ চাল, লাজ (খই) ভস্ম, দূর্বা, কুশ, চন্দন প্রভৃতি নিয়ে ১০ বার গায়ত্রী জপ করে পাত্রটি স্পর্শ করে পাঠ— ওঁ বক্ষোহণো বো বল্গহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্।
রক্ষহণো বো বল্গহনোঽবনয়ামি বৈষ্ণবান্।
রক্ষহণো বো বল্গহনোঽবস্তৃণামি বৈষ্ণবান্।
রক্ষহনৌ বাং বল্গহনা উপ দধামি বৈষ্ণবী।
রক্ষোহণৌ বাং বল্গহনৌ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী।
বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবাঃ স্থ।।

পাঠের পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে দিকে দিকে বিকীরণ করিবেন—
পূর্বদিকে—ওঁ প্রাচ্যৈ দিশে স্বাহা, অগ্নিকোণে—ওঁ অবাচ্যৈ দিশে স্বাহা, দক্ষিণদিকে—ওঁ দক্ষিণায়ৈ দিশে স্বাহা, নৈঋতকোণে—ওঁ অবাচ্যৈ দিশে স্বাহা, পশ্চিমদিকে—ওঁ প্রতীচ্যৈ দিশে স্বাহা, বায়ুকোণে—ওঁ অবাচ্যৈ দিশে স্বাহা, উত্তরদিকে—ওঁ উদীচৈ দিশে স্বাহা, ঈশানকোণে—ওঁ অবাচ্যৈ দিশে স্বাহা, উপরদিকে—ওঁ ঊদ্ধায়ৈ দিশে স্বাহা, নিচেরদিকে—ওঁ অধদিশে স্বাহা, চতুরদিকে—ওঁ দিশঃ প্রদিশঃ আদিশো বিদিশ উদ্দিশঃ দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা।

রক্ষামন্ত্র

রক্ষাকরণের দ্রব্য স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—
ওঁ গণাধিপং নমস্কৃত্য রুদ্রং বিষ্ণুং পিতামহম্।
দুর্গাংশ্রিয়ং নমস্কৃত্য বন্দে ভক্ত্যা সরস্বতীম্।।
স্থানং ক্ষেত্রং নমস্কৃত্য দিননাথং নিশাকরম্।
ধরণীগর্ভসম্ভূতং শশিপুত্রং বৃহস্পতিম্।।
দৈত্যাচার্য্যং নমস্কৃত্য সূর্য্যপুত্রং মহাগ্রহম্।
রাহুং কেতুং নমস্কৃত্যং যাগারম্ভে বিশেষতঃ।।
যজ্ঞাধিপাশ্চ মুনয়ঃ আচার্য্যা যে তপোধনাঃ

তান্ সবর্বান্ প্রণিপ্রত্যাহং যাগরক্ষাং করোমি বৈ।।
শক্রাদীংশ্চ সুরান্ সবর্বান্ মুনীংশ্চ কথয়াম্যহম্।
গর্গো মুনি মর্হাতেজা নারদো দেবলস্তথা।।
বশিষ্ঠো মুনিশার্দূলো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
যমোঽঙ্গিরাস্তথা ব্যাসঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।।
মুনীগৌতমশঙ্খৌ চ দক্ষোহারীত এব চ।
শৌনক ঋষিরাট্ চৈব ভারদ্বাজো ভৃগুস্তথা।।
মাণ্ডব্যশ্চাথ পৌলস্ত্যঃ সংবর্ত্তো লোমশস্তথা ।
অগস্ত্যো গালবশ্চৈব মার্কণ্ডেয়শ্চ কশ্যপঃ।।
যাজ্ঞবল্ক্যো মুনিশ্চৈব বাল্মীকোঽথঃ মহামুনিঃ।
পারাশরস্তু শাণ্ডিল্যো যে চান্যে মুনয়স্তথা।।
ষড়শীতি-সহস্রাণি যথা নামানুসারতঃ।
কুর্বন্তু মুনয়ঃ সর্বে যাগরক্ষাং সদামম।।
পূর্বে রক্ষতু গোবিন্দ আগ্নেয্যাং গরুড়ধবজঃ।
যাম্যাং রক্ষতু বারাহো নারসিংহস্তু নৈর্ঋতে।।
বারুন্যাং কেশবো রক্ষেদ্ বায়ব্যাং মধুসূদনঃ।
উত্তরে শ্রীধরঃ পাতু ঐশান্যাং পাতু বামনঃ।।
ঊর্দ্ধে জনার্দনো রক্ষেদ্ বাসুদেবো রসাতলে।
এবং দশদিশো রক্ষেৎ পদ্মনাভঃ প্রযত্নতঃ।।
শঙ্খো রক্ষতু যজ্ঞাগ্রং পৃষ্ঠন্তু সরসিরুহঃ।
বামপার্শ্বে গদা রক্ষেদ্দক্ষিণে চ সুদর্শনঃ।।
উপেন্দ্রঃ পাতু ব্রহ্মাণমাচার্য্যং পাতু বামনঃ।
ঋগ্বেদমুচ্যতো রক্ষেদ্ যজুর্বেদমধোক্ষজঃ।।
সামকৃষ্ণস্তথা রক্ষেদ্ অথর্বাণস্তু মাধবঃ।
উপবিষ্টাস্তু যে বিপ্রাস্তাংস্তু রক্ষতু শঙ্করঃ।।
যজমানং সপত্নীকং পুণ্ডরীকাক্ষো রক্ষতু।
গোময়ং দুগ্ধমন্নঞ্চ সর্বং রক্ষতু বামনঃ।
রক্ষাহীনস্তু যৎ স্থানং হরিস্তদ্ রক্ষতু সদা।।

———

কুশণ্ডিকা

সাধারণ কর্ম

সামবেদে

মঙ্গলাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া অযজ্ঞীয় বাগবচন নিমিত্ত পাঠ পর্য্যন্ত কর্ম সমাধা করিয়া জুষ্টগ্রহণ করিবেন।

জুষ্টগ্রহণ ঃ হোতার বামদিকে স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে পূববর্াগ্র করিয়া কয়েকগাছি কুশ পাতিয়া তদুপরি একটি পাত্র রাখিবেন। ঐপাত্রোপরি বরুণকাষ্ঠ অভাবে যজ্ঞোডম্বুর কাষ্ঠের তৈরী উদূখল, মুষল, চমস, ব্রহ্মহস্ত, মেক্ষণ (খুন্তি), এবং ঐ চমসের জলে ধোয়া বংশ নির্ম্মিত কুলা রাখিবেন। কুলার মধ্যে শরৎপক্ক ধান্যের চাল রাখিবেন। ঐ চালের কিছুচাল উদূখলে রাখিয়া, মন্ত্রপাঠ পূবর্বক মুষল দ্বারা আঘাত করিয়া, জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূবর্বক কুলোপরি রাখিবেন। ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ যমায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ ধর্মায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ চিত্রগুপ্তায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ পুষ্করপুরুষায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ আদিত্যাদিগ্রহেভ্যস্ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ ইন্দ্রাদি দিক্পালেভ্যঃ ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ গণেশাদি দেবতাভ্য স্ত্বা জুষ্টং নির্বপামি।

এই ভাবে অমন্ত্রক দুইবার চাল লইয়া আঘাত করিয়া জলদ্বারা শোধন পূবর্বক কুলোপরি রাখিয়া ঝাড়িয়া লইবেন। তঃপর চাল ধুইয়া বামপার্শ্বে রাখিয়া অবশেষে চরুপাক করিবেন।

যজুর্বেদে

মঙ্গলাচরণ থেকে আরম্ভ করে স্রুবাদি সংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম সমাধা করিয়া জুষ্টগ্রহণ করিবেন।

জুষ্টগ্রহণ ঃ হোতার বামদিকে স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে পূববর্াগ্র করিয়া কয়েকগাছি কুশ পাতিয়া তদুপরি একটি পাত্র রাখিবেন। ঐপাত্রোপরি বরুণকাষ্ঠ অভাবে যজ্ঞোডম্বুর কাষ্ঠের তেরী উদূখল, মুষল, চমস, ব্রহ্মহস্ত, মেক্ষণ (খুন্তি), এবং ঐ চমসের জলে ধোয়া বংশ নির্ম্মিত কুলা রাখিবেন। কুলার মধ্যে শরৎপক্ক ধান্যের চাল রাখিবেন। ঐ চালের কিছুচাল মন্ত্রপাঠ পূবর্বক উদূখলে রাখিয়া, জুষ্টগ্রহণের মন্ত্রপাঠ পূবর্বক মুষল দ্বারা আঘাত করিয়া, মন্ত্রপাঠ পূবর্বক জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ পূবর্বক কুলোপরি রাখিবেন।

ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি। ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ বিষ্ণবে ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। ওঁ যমায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি। ওঁ যমায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ যমায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। ওঁ ধর্মায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি। ওঁ ধর্মায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ ধর্মায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। ওঁ চিত্রগুপ্তায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি। ওঁ চিত্রগুপ্তায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ চিত্রগুপ্তায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। ওঁ পুষ্করপুরুষায় ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি। ওঁপুষ্করপুরুষায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ পুষ্করপুরুষায় ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। ওঁ আদিত্যাদিগ্রহেভ্যস্ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি। ওঁআদিত্যাদিগ্রহেভ্যস্ত্বা জুষ্টংনির্বপামি। ওঁ আদিত্যাদিগ্রহেভ্যস্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি। ওঁ ইন্দ্রাদিদিক্‌পালেভ্যস্ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি। ওঁ ইন্দ্রাদিদিক্‌পালেভ্যস্ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ ইন্দ্রাদিদিক্‌পালেভ্যস্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষমি। ওঁ গণেশাদি দেবতাভ্যস্ত্বা জুষ্টং গৃহ্নামি। ওঁ গনেশাদি দেবতাভ্যস্ত্বা জুষ্টং নির্বপামি। ওঁ গণেশাদি দেবতাভ্যস্ত্বা জুষ্টং প্রোক্ষামি।

এই ভাবে অমন্ত্রক দুইবার চাল লইয়া আঘাত করিয়া জলদ্বারা শোধন পূর্ব্বক কুলোপরি রাখিয়া ঝাড়িয়া লইবেন। অতঃপর চাল ধুইয়া বামপার্শ্বে রাখিয়া অবশেষে চরুপাক করিবেন।

চরুপাক

হোমকুণ্ডে তিনটি খোঁটা পুতিয়া চরুস্থালী ধৌত পূর্ব্বক দুটি পবিত্র চরুস্থালী মধ্যে রাখিয়া ধৌতচাল চরুস্থালী মধ্যে ঢালিয়া স্থণ্ডিল মধ্যে খোঁটার উপর স্থাপনান্তে দুগ্ধ ও একটু একটু করিয়া জল দিয়া কাষ্ঠ খুন্তির দ্বারা দক্ষিণাবর্তে ঘুরাইয়া প্যাক করিবেন। ফেন গালিতে না হয়, চাল পুড়িয়া না যায় এই রূপে চাল গুলি উত্তম রূপে সিদ্ধ করিতে হইবে। সুন্দর ভাবে চাল সিদ্ধ হইলে চরুস্থালীতে দিক নির্ণয়ের জন্য প্রথমে মধ্যে-পূর্বে-দক্ষিণে-পশ্চিমে-উত্তরে ঘৃত ধারা দিবেন। মেক্ষণ দ্বারা চরু দক্ষিণাবর্তে নাড়িয়া জলন্তকাষ্ঠ দ্বারা চরুস্থালী অবলোকন করিতে হয়। নিজের বামদিকে স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে পূর্ব্বাগ্র করিয়া কয়েকগাছি কুশ পাতিয়া চরুস্থালী নামাইয়া তাহার উপর জলন্তকাষ্ঠ দ্বারা চরুস্থালী দর্শন পূর্ব্বক চরুমধ্যে এক কুষি ঘৃত দিবেন।

সামবেদে ঃ ভূমি জপ হইতে বিরূপাক্ষ জপ পর্য্যন্ত কর্ম করিয়া প্রকৃত

চরুবিষয়ে ঃ চরু ঃ চরু চার প্রকার, ১। অন্নচরু, ২। পায়সচরু, ৩। সংযাবচরু, ৪। পৈষ্টচরু। ঘৃতদ্বারাপাককরা তণ্ডুলকে অন্নচরু বা ঘি ভাত বলে। দুগ্ধ ও শর্করা দ্বারা পাককরা তণ্ডুলকে পায়সচরু বা পরমান্ন বলে। দুগ্ধ, ঘৃত ও শর্করা দ্বারা পাক করা সুজি বা তণ্ডুলকণাকে সংযাবচরু বা হালুয়া বলে। দুগ্ধ ও শর্করা দ্বারা পাক করা তণ্ডুলচূর্ণকে

কর্ম করিবেন।

যজুর্বেদে ঃ আজ্যসংস্কার হইতে আরম্ভ করতঃ আঘার ভাগ আহুতি পর্য্যন্ত সমাধা করিয়া প্রকৃত কর্ম করিবেন।

প্রকৃত কর্ম

সংকল্প ঃ শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) সঙ্কল্পিত ত্রিপুষ্কর রিষ্টশান্তি কর্ম্মনি গণেশ প্রীতয়ে অষ্টাবিংশতি সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যব-চরু মিশ্রিত উডুম্বর সমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ গনাণাং ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, ওঁ প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, ওঁ নিধিনাং ত্বা নিধিপতি গুঁ হবামহে বসো মম (অথবা ওঁ গণেশায়) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; যম প্রীতয়ে অষ্টোত্তরশত (বা-অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত-তিল-যব-চরু মিশ্রিত কুশবেষ্টিত -ত্রয়ৈকীকৃত্য বৈকঙ্কত সমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ যমায় তাঙ্গিরস্বতে পিতৃমতে স্বাহা, স্বাহা ধর্মায় স্বাহা ধর্মপিত্রে (অথবা ওঁ যাং যমায়) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; ধর্ম প্রীতয়ে অষ্টোত্তর শত (বা-অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত-তিল-যব-চরু মিশ্রিত কুশবেষ্টিত-ত্রয়ৈকীকৃত উডুম্বর সমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ ধর্মো বিশ্বস্য জগত প্রতিষ্ঠালোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজামুপজয়তি ধর্মেন পাপ বিমুক্তিদং তস্মাৎ ধর্মং পরমং বদন্তি (অথবা ওঁ ধর্মায়) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; চিত্রগুপ্তস্য প্রীতয়ে অষ্টোত্তর শত (বা-অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত-তিল-যব-চরু মিশ্রিত কুশবেষ্টিত- ত্রয়ৈকীকৃত অশ্বত্থ সমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ চিত্রাবসো স্বস্তিতে পারমশীয় সত্বন্নমগ্নে সূর্য্যস্য বর্চ্চসা পথা সমৃষিনাং স্তুতেন (অথবা

পৈষ্টচরু বা কোমল পিষ্টক বলে। সর্ববিধ চরুতে পকোপযুক্ত জল দিতে হয়। **চরু পাক নিয়ম ঃ** কঠিন থাকিবে না, অতি শিথিল হইবে না, দগ্ধ হইবে না, এবং ফেন গালা হইবে না।। **চরুস্থালী ঃ**—'তির্য্যগূর্দ্ধসমিন্মাত্রা দৃঢ়া নাতিবৃহন্মুখী। মৃন্ময়্যৌডুম্বরী বাপি চরুস্থালী প্রশস্যতে।।' (উডুম্বরপাত্র-তাম্রপাত্র)। (ছন্দোগপরিশিষ্ট)।। ততশ্চ সংস্কৃতে বহ্নৌ গোক্ষীরেণ চরুংপচেৎ। মন্ত্রেণ ক্ষালিতে পাত্রে নবে তাম্রময়াদিকে।। (শারদাতিলক)।। অত্র পায়সচরাবপি তাম্রময়ী স্থালী ন নিষিদ্ধা, পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ তাম্রপাত্রে ন দুষ্যতি।। (শান্তিমুক্তাবলী)।। চরুতে চিনি দিতে হয় না, কর্ম্ম বিশেষে চরুপায়স প্রস্তুত করিতে হইলে চিনি দিতে হয়। **পায়স ঃ** তণ্ডুল ধৌত করিয়া ঘৃতের দ্বারা ভাজিয়া দুগ্ধ ও মিছরি সহিত পাক করিলে পায়স হয়। যথা- 'অতপ্ততুণ্ডলো ধৌতঃ পরিভৃষ্টো ঘৃতেন চ। খণ্ডযুক্তেন দুগ্ধেন পাচিতঃ পায়সো ভবেৎ।।' (স্কন্দপুরাণ)।।

ওঁ চিত্রগুপ্তায়) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; পুষ্করপুরুষ প্রীতয়ে অষ্টোত্তর শত (বা-অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত-তিল-যব-চরু মিশ্রিত কুশবেষ্টিত-ত্রয়ৈকীকৃত কুশ (পলাশ) সমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যর্থর্বাণিরমন্থত (পুষ্করাদি অধি অথর্বান্ অমন্থতঃ)। মূদ্ধে র্না বিশ্বস্য বাঘতঃ (অথবা ওঁ পুষ্কর পুরুষায়) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; রবি (মঙ্গল/শনি) বাসর প্রীতয়ে অষ্টাবিংশতি (অষ্ট) কৃত্বঃ ত্রিমধবক্ত-তিল-যবৈঃ ওঁ রবিবারায় (ওঁ মঙ্গলবারায়/ওঁ শনিবারায়) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; দ্বিতীয়া (সপ্তমী/দ্বাদশী) তিথি প্রীতয়ে অষ্টাবিংশতি (অষ্ট) কৃত্বঃ ত্রিমধবক্ত-তিল-যবৈঃ ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ (ওঁ সপ্তমৈ/ওঁদ্বাদশৈ) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; কৃত্তিকা (পুনর্বসু/ উত্তরফল্গুনী/ বিশাখা/ উত্তরাষাঢা/পূর্বভাদ্রপদ) নক্ষত্র প্রীতয়ে অষ্টাবিংশতি (অষ্ট) কৃত্বঃ ত্রিমধবক্ত-তিল-যবৈঃ ওঁ হ্রীং শ্রীং উং উং কৃত্তিকায়ৈ (ওঁ হ্রীং শ্রীং ওং ঔং পুনর্বসবে/ওঁ হ্রীং শ্রীং ছং জং উত্তরফল্গুন্যৈ/ওঁ হ্রীং শ্রীং ঢং ণং বিশাখায়ৈ/ওঁ হ্রীং শ্রীং ভং উত্তরাষাঢ়ায়ৈ/ওঁ হ্রীং শ্রীং বংশং পূর্বভাদ্রপদভ্যাং) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; নবগ্রহ প্রীতয়ে নবগ্রহানাং প্রত্যেকানাং অষ্ট (বা- অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যব-মিশ্রিত অর্কাদি সমিদ্ভঃ একৈকশঃ ওঁ আকৃষ্ণেত্যাদি স্বাহেত্যন্তং স্ব স্ব মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রীতয়ে অষ্ট (একঃ) কৃত্বঃ ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যবৈঃ ওঁ ত্রাতার-মিন্দ্রেত্যাদি স্বাহেত্যন্তং মন্ত্রোচ্চারণেন হোম; বিনায়কাদি দেবতানাং প্রীতয়ে তেষাং স্বাহান্তনামাত্মক মন্ত্রমুচ্চার্য্যমাণঃ প্রত্যেকং একেন একেন (অষ্টাভিঃ অষ্টাভিঃ) ত্রিমধবক্ত-তিল-যবৈঃ হোম; বরুণ প্রীতয়ে অষ্টাবিংশতি (বা-অষ্ট) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব মিশ্রিত উড়ুম্বর সমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ বরুণস্যোওম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জনী স্থঃ, বরুণস্য ঋতসদন্যসি, বরুণস্য ঋতসদন মসি বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ (বা-ওঁ বং বরুনায়) স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন হোম কর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে (পরার্থে-করিষ্যামি)।

অগ্নি নামকরণ ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—ওঁ অগ্নে ত্বং বরদ নামাসি।

ধ্যান ঃ কূর্মমুদ্রায় ফুল গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিয়া অগ্নিতে দিবেন।

ওঁ পিঙ্গভ্রুশ্মশ্রুকেশাক্ষ-পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ, সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বরদাগ্নয়ে নমঃ।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে চাল-পুষ্প-দূর্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ বরদাগ্নে ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ কর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া পূজা করিবেন— এষগন্ধঃ ওঁ বরদাগ্নয়ে নমঃ।

এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বরদাগ্নয়ে নমঃ।

এষ ধূপঃ ওঁ বরদাগ্নয়ে নমঃ।

এষ দীপঃ ওঁ বরদাগ্নয়ে নমঃ।

এতৎ সোপকরনামান্ননৈবেদ্যং ওঁ বরদাগ্নয়ে নমঃ।

সামবেদে মহাব্যাহৃতি হোম ঃ পৃষ্ঠা নং - ১৬০

যজুর্বেদে মহাব্যাহৃতি হোম ঃ পৃষ্ঠা নং - ১৭৯

গণেশহোম

পাত্রোপরি তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা ও চরুযুক্ত ২৮টি সমিধ রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিন হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া সমিধে দিবেন—এতাভ্যঃ অষ্টাবিংশতি সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব-চরুমিশ্রিত উড়ুম্বর-সমিদ্ভ্যো নমঃ।

সমিধপূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূবর্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতাভ্যঃ অষ্টাবিংশতি সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব-চরু মিশ্রিত উড়ুম্বর সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূবর্বক ঠাকুরকে দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ পূবর্বক সমিধ পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ গণেশায় নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ পূবর্বক ত্রিমধবক্ত-তিল-যব-চরু মিশ্রিত উড়ুম্বর সমিধ একটি একটি করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

সামবেদে ঃ ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, ওঁ প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, ওঁ নিধীনাং ত্বা নিধিপতি গুঁ হবামহে বসো মম স্বাহা।

অথবা ওঁ গণেশায় স্বাহা।

যজুর্বেদে ঃ ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিগুঁ হবামহে, ওঁ প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, ওঁ নিধীনাং ত্বা নিধিপতি গুঁ হবামহে বসো মম স্বাহা।

দেবতোদ্দেশ—ইদং গণেশায়।

অথবা—ওঁ গণেশায় স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং গণেশায়।

স্রুবপূর্ণ চরুমিশ্রিত ত্রিমধবক্ত-তিল-যব-চরু লইয়া একাহুতি দিবেন—

ওঁ সায়ুধায় বাহনায় পরিবারায় সহিতায় ওঁ গণেশায় স্বাহা।

দেবতোদ্দেশ যজুর্বেদে—ইদং সায়ুধায় বাহনায় পরিবারায় সহিতায় ওঁ গণেশায়।

প্রণাম ঃ ওঁ সবর্ববিঘ্নবিনাশায় সবর্বকল্যাণ হেতবে।
পাবর্বতীপ্রিয়পুত্রায় গণেশায় নমো নমঃ।
পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

যমহোম

বৈকঙ্ক সমিধ তিনটিকে কুশ দ্বারা বাঁধিয়া একটি সমিধে পরিণত করিয়া এইরূপ ১০৮ বা ২৮ টি পাত্রোপরি রাখিয়া তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা ও চরুযুক্ত করিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া সমিধে ছিটা দিবেন—

ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (বা-অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব-চরু মিশ্রিত কুশবেষ্টিতসমিধত্রয়ৈকীকৃত বৈকঙ্ক সমিদ্ভ্যো নমঃ।

সমিধপূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূবর্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (বা-অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব-চরুমিশ্রিত-কুশবেষ্টিতসমিধত্রয়ৈকীকৃত-বৈকঙ্ক-সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূবর্বক ঠাকুরকে দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ করিয়া সমিধেপুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ যাং যমায় নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিমধবক্ত-তিল-যব-চরু মিশ্রিত সমিধ একটি একটি করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

সামবেদে ঃ ওঁ যমায় তাঙ্গিরস্বতে পিতৃমতে স্বাহা, স্বাহা ধর্মায় স্বাহা ধর্মপিত্রে স্বাহা। অথবা—ওঁ যমায় স্বাহা।

যজুর্বেদে ঃ ওঁ যমায় তাঙ্গিরস্বতে পিতৃমতে স্বাহা, স্বাহা ধর্মায় স্বাহা ধর্মপিত্রে স্বাহা। প্রত্যাহুতি—ইদং যমায়।

অথবা—ওঁ যমায় স্বাহা। প্রত্যাহুতি—ইদং যমায়।

প্রণাম ঃ ওঁ ধর্মরাজ নমস্তুভ্যং কালদণ্ডধরপ্রভো।
বৈবস্বত নমস্তেঽস্তু প্রেতরিষ্টবিনশ্যতু।

ধর্মহোম

উড়ম্বর সমিধ তিনটিকে কুশ দ্বারা বাঁধিয়া একটি সমিধে পরিণত করিয়া এইরূপ ১০৮ বা ২৮ টি পাত্রোপরি রাখিয়া তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা ও চরুযুক্ত করিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া সমিধে ছিটা দিবেন—

ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (বা- অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব-চরুমিশ্রিত-কুশবেষ্টিতসমিধত্রয়ৈকীকৃতোডুম্বব সমিদ্ভ্যো নমঃ।

সমিধপূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (বা-অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব চরুমিশ্রিত-কুশবেষ্টিতসমিধত্রয়ৈকীকৃতোড়ম্বর সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ঠাকুরকে দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ করিয়া সমিধে পুষ্প দিবেন—

কুশবেষ্টিত দুটি সমিধ হইলে- কুশবেষ্টিত সমিধদ্বয়ৈকীকৃত বৈকঙ্ক/ উড়ম্বর/অশ্বত্থ/ পলাশ সমিদ্ভ্যো নমঃ।। **কুশবেষ্টিত একটি সমিধ হইলে-** কুশবেষ্টিত বৈকঙ্ক/ উড়ম্বর/অশ্বত্থ/ পলাশ সমিদ্ভ্যো নমঃ।।

এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ধর্মায় নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিমধিবক্ত-তিল-যব-চরু মিশ্রিত সমিধ একটি একটি করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

সামবেদে ঃ ওঁ ধর্মো বিশ্বস্য জগত প্রতিষ্ঠালোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজামুপজয়তি ধর্মেণ পাপবিমুক্তিদং তস্মাৎ ধর্মং পরমং বদন্তি স্বাহা।। অথবা—ওঁ ধর্মায় স্বাহা।।

যজুর্বেদে ঃ ওঁ ধর্মো বিশ্বস্য জগত প্রতিষ্ঠালোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজামুপজয়তি ধর্মেণ পাপবিমুক্তিদং তস্মাৎ ধর্মং পরমং বদন্তি স্বাহা।।

দেবতোদ্দেশ—ইদং ধর্মায়।

অথবা—ওঁ ধর্মায় স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং ধর্মায়।

প্রণাম ঃ ওঁ ধর্মত্বং সর্বরূপোঽসি নির্লেপোঽসি নিরঞ্জন।
প্রেতরিষ্টবিনাশায় ধর্মরাজ নমোস্তুঽস্তে।।

চিত্রগুপ্ত হোম

অশ্বত্থ সমিধ তিনটিকে কুশ দ্বারা বাঁধিয়া একটি সমিধে পরিণত করিয়া এইরূপ ১০৮ বা ২৮ টি পাত্রোপরি রাখিয়া তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা ও চরুযুক্ত করিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জল লইয়া সমিধে ছিটা দিবেন—

ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (বা-অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব-চরু মিশ্রিত কুশবেষ্টিতসমিধত্রয়ৈকীকৃতাশ্বত্থ সমিদ্ভ্যো নমঃ।

সমিধপূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (বা-অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব চরু মিশ্রিত কুশবেষ্টিতসমিধত্রয়ৈকীকৃতাশ্বত্থ সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ঠাকুরকে দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ করিয়া সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিমধবক্ত-তিল-যব-চরু

মিশ্রিত সমিধ একটি একটি করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

সামবেদে ঃ ওঁ চিত্রাবসো স্বস্তিতে পারমশীয় সত্বন্ন মগ্নে সূর্য্যস্য বর্চ্চসা পথা সমৃষীনাং স্তুতেন স্বাহা। অথবা—ওঁ চিত্রগুপ্তায় স্বাহা।

যজুর্বেদে ঃ ওঁ চিত্রাবসো স্বস্তিতে পারমশীয় সত্বন্ন মগ্নে সূর্য্যস্য বর্চ্চসা পথা সমৃষীনাং স্তুতেন স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং চিত্রগুপ্তায়।

অথবা—ওঁ চিত্রগুপ্তায় স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং চিত্রগুপ্তায়।

প্রণাম ঃ ওঁ যম মন্ত্রী চিত্রগুপ্তো ধাতা ত্বং ধাতৃসংজ্ঞক।
প্রেতরিষ্টঃ প্রশমনং কুরু মন্ত্রিন্ নমোঽস্তুতে।।

পুষ্করপুষ্কর হোম

কুশ (পলাশ) সমিধ তিনটিকে কুশ দ্বারা বাঁধিয়া একটি সমিধে পরিণত করিয়া এইরূপ ১০৮ বা ২৮ টি পাত্রোপরি রাখিয়া তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা ও চরুযুক্ত করিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিবেন—

ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (বা-অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব-চরু মিশ্রিত কুশবেষ্টিতসমিধত্রয়ৈকীকৃত কুশ (বা-পলাশ) সমিদ্ভ্যো নমঃ।

সমিধপূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূবর্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর শত (বা-অষ্টাবিংশতি) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব চরু মিশ্রিত কুশবেষ্টিতসমিধত্রয়ৈকীকৃত কুশ (বা-পলাশ) সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুনরায় পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূবর্বক দেবতাকে দিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ করিয়া সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ পুষ্করপুরুষায় নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ পূবর্বক ত্রিমধবক্ত-তিল-যব-চরু মিশ্রিত সমিধ একটি একটি করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবেন।

সামবেদে ঃ ওঁ ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথবর্বাণিরমন্থত (পুষ্করাদি অধি অথবান্ অমন্থতঃ)। মূদ্ধের্না বিশ্বস্য বাঘতঃ স্বাহা। অথবা—ওঁ পুষ্কর পুরুষায় স্বাহা।

যজুর্বেদে ঃ ওঁ ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথবর্বাণিরমন্থত (পুষ্করাদি অধি অর্থবান্

অমন্থতঃ)। মুদ্ধে র্না বিশ্বস্য বাঘতঃ স্বাহা।দেবতোদ্দেশ—ইদং পুষ্করপুরুষায়। অথবা—ওঁ পুষ্করপুরুষায় স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং পুষ্করপুরুষায়।

প্রণাম ঃ ওঁ পুষ্কর কালরূপোসি ত্রিপাদৈ র্ভস্ম লেপনঃ।
প্রেতরিষ্টস্য যদ্দোষং তদ্দোষং শময় প্রভো।।

ক্রূরবার হোম

অষ্ট (৮) সংখ্যক বা অষ্টাবিংশতি (২৮) সংখ্যক ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিবেন—

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধবক্ত তিল-যব স্রুবে করিয়া লইয়া ২৮ বা ৮ বার অগ্নিতে প্রদান করিবেন। কেবল যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন। সামবেদে দেবতোদ্দেশ করিতে হয় না কিন্তু প্রত্যাহুতি রাখিতে হয়।

ওঁ রবিবারায় স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং রবিবারায়।
ওঁ মঙ্গলবারায় স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং মঙ্গলবারায়।
ওঁ শনিবারায় স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং শনিবারায়।

ভদ্রাতিথি হোম

অষ্ট (৮) সংখ্যক বা অষ্টাবিংশতি (২৮) সংখ্যক ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিবেন—

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধবক্ত তিল-যব স্রুবে করিয়া লইয়া ২৮ বা ৮ বার অগ্নিতে প্রদান করিবেন। **কেবল যজুর্বেদে** দেবতোদ্দেশ **মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন। সামবেদে** দেবতোদ্দেশ **মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়াই প্রত্যাহুতি রাখিবেন।**

ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং দ্বিতীয়ায়ৈ।
ওঁ সপ্তম্যৈ স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং সপ্তম্যৈ।
ওঁ দ্বাদশ্যৈ স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং দ্বাদশ্যৈ।

।। ভগ্নপাদুকা নক্ষত্র ।।

অষ্ট (৮) সংখ্যক বা অষ্টাবিংশতি (২৮) সংখ্যক ঘৃতাহুতি দ্বারা হোম করিবেন—

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধবক্ত তিল-যব

স্রুবে করিয়া লইয়া ২৮ বা ৮ বার অগ্নিতে প্রদান করিবেন। **কেবল যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন। সামবেদে দেবতোদ্দেশ মন্ত্রোচ্চারণ না করিয়াই প্রত্যাহুতি রাখিবেন।**

ওঁ হ্রীং শ্রীং উং ঊং কৃত্তিকা-নক্ষত্রায় (কৃত্তিকাভ্যঃ) স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং কৃত্তিকা-নক্ষত্রায় (কৃত্তিকাভ্যঃ)।

ওঁ হ্রীং শ্রীং ওং ঔং পুনর্বসবে স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং পুনর্বসবে।

ওঁ হ্রীং শ্রীং ছং জং উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রায় (উত্তরফল্গুনীভ্যাং) স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রায় (উত্তরফল্গুনীভ্যাং)।

ওঁ হ্রীং শ্রীং ঢং ণং বিশাখা-নক্ষত্রায় (বিশাখাভ্যঃ) স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং বিশাখা-নক্ষত্রায় (বিশাখাভ্যঃ)।

ওঁ হ্রীং শ্রীং ভং উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্রায় (উত্তরাষাঢ়াভ্যঃ) স্বাহা। দেবতোদ্দেশ—ইদং উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্রায় (উত্তরাষাঢ়াভ্যঃ)।

ওঁ হ্রীং শ্রীং বং শং পূর্বভাদ্রপদভ্যাং স্বাহা।দেবতোদ্দেশ—ইদং পূর্বভাদ্রপদভ্যাং।

নবগ্রহ হোম ঃ পৃষ্ঠানং- ৩১৬ (সমিধ চরু মিশ্রিত করিয়া হোম করিবেণ) **দশদিক্‌পাল হোম ঃ** পৃষ্ঠানং- ৩১৯ (ঘৃত ও চরু দ্বারা হোম করিবেন)। **বিনয়কাদি দেবতার হোম ঃ** পৃষ্ঠানং- ৩২১

দুর্গা হোম ঃ পৃষ্ঠানং- ৩১৩ **বরুণ হোম ঃ** পৃষ্ঠানং- ৩২২

পুনরায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

ত্রিপুষ্কররিষ্ট শান্তি নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন করা হইলে স্বস্ত্যয়নের হোম এই সময়ে করিবেন।

বেদানুসারে উদীচ্যকর্ম সমাপন করিয়া গণেশাদি দেবতার উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিবেন।

বলিপ্রদান

ঊনিশটি পাত্রে আতপচাল-মাষকলাই-গুড়-দুধ-দধি-মধু-ঘৃত-ছোলা-মোটর-হরিদ্রা-যব-শ্বেত সরিষা-কুষ্মাণ্ড-মুগকলাই-শর্করা দিয়া সাজাইবেন এবং ঊনিশটির মধ্যে ছয়টি পাত্রে রুধির যুক্ত করিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

বলি উৎসর্গ ঃ বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্র

দ্বারা জল লইয়া বলিগুলোতে জলের ছিটা দিবেন—ওঁ এতেভ্যঃ বলিভ্যো নমঃ।

বলি অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বলিগুলোতে পুষ্প দিবেন—এতানি পুষ্পাণি ওঁ এতেভ্যঃ বলিভ্যো নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক শালগ্রামে পুষ্প দিবেন—এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

বলি অভ্যুক্ষণ ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বলিগুলোতে জলের ছিটা দিবেন—এতেভ্যঃ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ গণেশাদিদেবেভ্যো নমঃ।

দেবতাদের মন্ত্রপাঠ করিয়া নির্দেশিত স্থানে বলি নিবেদন করিবেন। **অমুক গোত্র স্থানে যজমানের গোত্র, অমুক নাম স্থানে যজমানের নাম উল্লেখ করিবেন।**

গণেশ

ওঁ লম্বোদরং দীর্ঘকর্ণং একদন্তং গণাধিপম্।
গজবক্তং টঙ্কহস্তং দেবং মুষিকবাহনম্।
বিঘ্নেশ্বরং মহাকায়ং সর্বলোকৈকপূজিতম্।
তমিমং সর্বশান্ত্যর্থং গণেশমাবাহয়াম্যহম্।
এহ্যেহি ভগবন্ গণেশ এষো যজ্ঞ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ন যজ্ঞ রক্ষাং সদা কুরু।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দিব্যেন
টঙ্কেন এহি তিষ্ঠ নমোঽস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং গণেশায় এষ দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলির্নমঃ। ঈশান কোণে নিবেদন করিবেন।

ইন্দ্র

ওঁ যস্য হস্তগতং বজ্রং যস্যৈরাবত-বাহনম্।
তমিমং দেবরাজানং ইন্দ্রমাবাহয়াম্যহম্।।
এহ্যেহি ভগবন্নিন্দ্র এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ন যজ্ঞ রক্ষাং সদাকুরু।।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দিব্যেন
বজ্রেন এহি তিষ্ঠ নমোঽস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ দধি-মধু ঘৃত-ভক্তবলিঃ ইন্দ্রায় নমঃ। পূর্বদিকে নিবেদন করিবেন।

অগ্নি

ওঁ স্রুবোহস্তগতো যস্য ছাগো যস্য চ বাহনম্।
মহাতেজময়ং দেব-মগ্নিমাবাহয়াম্যহম্।।
এহ্যেহি ভগবন্নগ্নে এষো যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ-রক্ষাং সদাকুরু।।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দিব্যেন
স্রুবেণ এহি তিষ্ঠ নমোহস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ দধি-মধু ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। অগ্নিকোণে নিবেদন করিবেন।

যম

ওঁ যস্য হস্তগতো দণ্ডো মহিষো যস্য বাহনম্।
তমিমং ধর্মরাজানং যমমাবাহয়াম্যহম্।।
এহ্যেহি ভগবন্ যম এষ যজ্ঞ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞরক্ষাং সদাকুরু।।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দিব্যয়া
গদয়া এহি তিষ্ঠ নমোহস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ যমায় নমঃ। দক্ষিণ দিকে নিবেদন করিবেন।

নির্ঋত (সরুধির)

ওঁ যস্য হস্তগতঃ খড়্গাঃ প্রেতো যস্য চ বাহনম্।
তমিমং চোগ্রভূপালং নিঋতমাবাহয়াম্যহম্।।
এহ্যেহি ভগবন্নির্ঋত এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদাকুরু।।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দিব্যেন
খড়্গেন এহি তিষ্ঠ নমোহস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ সরুধির দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ নির্ঋতয়ে নমঃ। নৈর্ঋতকোণে নিবেদন করিবেন।

বরুণ

ওঁ যস্য হস্তগতঃ পাশো মকরো যস্য বাহনম্।
তমিমং সিন্ধুরাজানং বরুণমাবাহয়াম্যহম্।।
এহ্যেহি ভগবন্ বরুণ এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদাকুরু।।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দিব্যেন
পাশেন এহি তিষ্ঠ নমোঽস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ বরুণায় নমঃ। পশ্চিমদিকে নিবেদন করিবেন।

বায়ু

ওঁ ধবজ হস্তগতো যস্য কুরঙ্গো যস্য বাহনম্।
তমিমং বায়ুভূপালঃ বায়ুমাবাহয়াম্যহম্।।
এহ্যেহি পবনো দেব এষো যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদা কুরু।।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দিব্যেন
ধবজেন এহি তিষ্ঠ নমোঽস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ বায়বে নমঃ। বায়ুকোণে নিবেদন করিবেন।

কুবের

ওঁ গদাহস্তো মহাদেবো নরো যস্য চ বাহনম্।
তমিমং যজ্ঞ রাজানং কুবেরমাবাহয়াম্যহম্।।
এহ্যেহি ভগবন্ কুবের এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদাকুরু।।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দিব্যয়া
গদয়া এহি তিষ্ঠ নমোঽস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ কুবেরায় নমঃ। উত্তরদিকে নিবেদন করিবেন।

ঈশান

ওঁ শূলহস্তো মহাদেবো বৃষভো যস্য বাহনম্।
তমিমং দেবদেবেশমীশমাবাহয়াম্যহম্।।
এহ্যেহি ভগবন্নীশ এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদাকুরু।।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দিব্যেন
শূলেন এহি তিষ্ঠ নমোঽস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ ঈশানায় নমঃ। ঈশানকোণে নিবেদন করিবেন।

ব্রহ্মা

ওঁ কমণ্ডলু ধরো দেবো হংসো যস্য চ বাহনম্।
তমিমং সর্বস্রষ্টারং ব্রহ্মাণমাবাহয়াম্যহম্।।
এহ্যেহি ভগবন্ ব্রহ্মন্নেষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদা কুরু।।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দিব্যেন
কমণ্ডলুনা এহি তিষ্ঠ নমোঽস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। পূর্বদিক ও ঈশানকোণের মধ্যে নিবেদন করিবেন।

অনন্ত (সরুধির)

ওঁ যোসাবনন্তরূপেণ ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
পুষ্পবদ্ধারয়েদ্ মূর্দ্ধ্যনন্তমাবাহয়াম্যহম্।।
এহ্যেহি ভগবন্ অনন্ত এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদা কুরু।।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দহ দহ
পচ পচ এহি তিষ্ঠ নমোঽস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ সরুধির-দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ। নৈর্ঋতকোণ ও পশ্চিম দিকের মধ্যে নিবেদন করিবেন।

ক্ষেত্রপাল (সরুধির)

ওঁ অবতর ক্ষেত্রপাল শূলহস্তো মহাবলঃ।
কুটিলকপিলকেশস্ত্রিনেত্রোজ্জ্বলিতো মুখঃ।
এহ্যেহি ভগবন্ ক্ষেত্রপাল এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদা কুরু।।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দিব্যেন
শূলেন এহি তিষ্ঠ নমোঽস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ সরুধির-দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। নৈর্ঋতকোণ ও বরুণ ঘটের মধ্যে নিবেদন করিবেন।

দুর্গা (সরুধির)

ওঁ খড়্গো হস্তগতো যস্যাঃ সিংহো যস্যাস্তু বাহনম্।
তামিমাং জগতাং ধাত্রীং দুর্গামাবাহয়াম্যহম্।
এহ্যেহি ভগবতি দুর্গে এষ যজ্ঞ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদা কুরু।।
যে কেচিৎ সমুপদ্রবাস্তান্ হন হন দিব্যেন
খড়্গেন এহি তিষ্ঠ নমোঽস্তুতে।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ সরুধির-দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। নৈর্ঋতকোণ ও বরুণ ঘটের মধ্যে নিবেদন করিবেন।

পৃথিবী (সরুধির)

ওঁ তপ্তকাঞ্চ ন-বর্ণাভাং হারকেয়ূর-ভূষিতাম্।
যজ্ঞোৎসব-সমাকীর্ণাং পৃথ্বীমাবাহয়াম্যহম্।।
এহ্যেহি ভগবতি পৃথ্বি এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগ-বলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদা কুরু।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ সরুধির-দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। নৈর্ঋতকোণ ও বরুণ ঘটের মধ্যে নিবেদন করিবেন।

যম

ওঁ এহ্যেহি ভগবন্ যম এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদা কুরু।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ দধি-মধু- ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ যমায় নমঃ। যম ঘটের সম্মুখে নিবেদন করিবেন

ধর্ম্ম

ওঁ এহ্যেহি ভগবন্ ধর্ম এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদাকুরু।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ দধি-মধু- ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। ধর্ম্ম ঘটের সম্মুখে নিবেদন করিবেন

চিত্রগুপ্ত

ওঁ এহ্যেহি ভগবন্ চিত্রগুপ্ত এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদা কুরু।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ দধি-মধু- ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ চিত্রগুপ্তায় নমঃ। চিত্রগুপ্ত ঘটের সম্মুখে নিবেদন করিবেন

পুষ্কর পুরুষ (সরুধির)

ওঁ এহ্যেহি পুষ্করোদেব এষ যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে।
ইমং ভাগবলিং গৃহ্ণ যজ্ঞ রক্ষাং সদা কুরু।।

অমুক গোত্রস্য অমুক শ্রীদেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য সর্বাপচ্ছান্ত্যর্থং এষ সরুধির দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ পুষ্করপুরুষায় নমঃ। পুষ্করপুরুষের ঘটের সম্মুখে নিবেদন করিবেন।

ভূতগণ (বলিশেষ)

ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ।
জলে চরা ভূনিলয়া বলিং গৃহ্নন্তু তে নমঃ।

এষ দধি-মধু-ঘৃত-ভক্তবলিঃ ওঁ ভূতেভ্যো নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি

যজমান প্রচুর পুষ্প লইয়া মনের কামনা বাসনা জানাইয়া গণেশ ও যমাদির দেবের উদ্দেশ্যে পুষ্প দিবেন।

প্রদক্ষিণ

যজমান ও হোতা করজোড়ে নিম্নমন্ত্রপাঠ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিবেন।

ওঁ যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তর-কৃতানি চ।
তানি সর্বাণি নশ্যন্তু প্রদক্ষিণং পদে পদে।

শান্তিকলসের জল লইয়া যজমানকে অভিষেচন করিবেন।

দক্ষিণান্ত

ব্রাহ্মণ দক্ষিণা ঃ একটি পাত্রে হরীতকী সহ ব্রাহ্মণ দক্ষিণা রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

দক্ষিণা উৎসর্গ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন রাখিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিবেন—ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা-কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ।

দক্ষিণা অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক দক্ষিণাতে দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা-কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শালগ্রামে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

কাঞ্চন হইলে- এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।

দক্ষিণা সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণাতে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

উৎসর্গবাক্য ঃ দক্ষিণ হস্তে হরীতকী ত্রিপত্র-তিল-তুলসীপত্র বাক্যপাত্রে একত্রে ধরিয়া, বামহস্ত উপুড় করিয়া দক্ষিণা স্পর্শ করিয়া বাক্যপাঠ করিবেন— শ্রীবিষ্ণুরোঁতৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ পরিবারবর্গ সহিত শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা [(ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে--অমুকগোত্রা পরিবার সহিতা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে-অমুক গোত্র পরিবার সহিত শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে--অমুক গোত্রা পবিবার সহিতা শ্রী অমুকী দাসী)] অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (ব্রাহ্মণীপক্ষে-অমুক গোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ অমুকী দেব্যাঃ, শূদ্রপক্ষে--দেবশর্ম্মণঃ স্থানে--দাসস্য শূদ্রস্ত্রীপক্ষে দেব্যাঃস্থানে দাস্যাঃ) মরণকালীন অমুকবার, অমুকতিথি, অমুকনক্ষত্র ত্রিপুষ্কর যোগ সংসূচিত সর্বরিষ্ট প্রশমন কামনয়া কৃতৈতৎ মৎসঙ্কল্পিত

গণপত্যাদিদেবতা পূজা পূর্ব্বক বরাহসংহিতোক্ত ত্রিপুষ্কররিষ্ট শান্তি কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চ নমূল্যং (বা- কাঞ্চ নং) অর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণু (কাঞ্চন হইলে- অগ্নি) দৈবতং অমুকামুক গোত্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো অহং সম্প্রদদে। বলিয়া দক্ষিণাতে জলের ছিটা দিয়া দক্ষিণা ব্রাহ্মণদের সমর্পণ করিবেন।

দেব দক্ষিণা

একটি পাত্রে হরীতকীসহ দেবদক্ষিণা রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

দক্ষিণা উৎসর্গ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন রাখিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিবেন—ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চ নায় (বা-কাঞ্চ নমূল্যায়) নমঃ।

দক্ষিণা অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক দক্ষিণাতে দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চ নায় (বা-কাঞ্চ নমূল্যায়) নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শালগ্রামে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

কাঞ্চন হইলে- এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।

দক্ষিণা সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণাতে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ পূজিত দেবদেবীভ্যো নমঃ।

উৎসর্গবাক্য ঃ দক্ষিণ হস্তে হরীতকী ত্রিপত্র-তিল-তুলসীপত্র বাক্যপাত্রে একত্রে ধরিয়া, বামহস্ত উপুড় করিয়া সমিধ স্পর্শ করিয়া বাক্যপাঠ করিবেন—

শ্রীবিষ্ণুরোঁতৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ পরিবারবর্গ সহিত শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা [(ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে--অমুকগোত্রা পরিবার সহিতা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে-অমুক গোত্র পরিবার সহিত শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে--অমুক গোত্রা পবিবার সহিতা শ্রী অমুকী দাসী)] অমুক গোত্রস্য প্রেতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (ব্রাহ্মণীপক্ষে-অমুক গোত্রায়াঃ প্রেতায়াঃ অমুকী দেব্যাঃ, শূদ্রপক্ষে—দেবশর্ম্মণঃ স্থানে—দাসস্য শূদ্রস্ত্রীপক্ষে দেব্যাঃস্থানে দাস্যাঃ) মরণকালীন অমুকবার, অমুকতিথি, অমুকনক্ষত্র ত্রিপুষ্কর যোগ সংসূচিত সর্বরিষ্ট প্রশমন কামনয়া কৃতৈতৎ মৎসঙ্কল্পিত গণপত্যাদিদেবতা পূজা পূর্ব্বক বরাহসংহিতোক্ত ত্রিপুষ্কররিষ্ট শান্তি কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চ নমূল্যং (বা- কাঞ্চ নং) অর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণু (কাঞ্চন হইলে- অগ্নি) দৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো পূজিতদেবদেবীভ্যো অহং সম্প্রদদে। বলিয়া জলের ছিটা দিয়া দেবতাদের উদ্দেশ্যে ঘটে দক্ষিণা দিবেন।

প্রার্থনা ঃ ওঁ নমোস্ত্রৈলোক্য-নাথ দেবেশ সর্বভূত-দয়ানিধে।
দানেনানেন ভগবন্ যথোক্ত-ফলদো ভব।।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ দক্ষিণহস্তে চাল দূর্বা লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজাধারে দিবেন—কৃতৈতৎ মৎসঙ্কল্পিত ত্রিপুষ্করিষ্টশান্তি কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত। পুরোহিত বলিবেন—ওঁ অস্তু।

বৈগুণ্যশান্তি

কোষাটিতে দুইহাতে তুলে ধরিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুকদেবশর্ম্মা (দাসঃ) কৃতেঽস্মিন্ মৎসঙ্কল্পিত ত্রিপুষ্কর রিষ্টশান্তি-কর্ম্মণিঃ যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার ভূমিতে জল ফেলিবেন—ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ।

কৃতাঞ্জলি হয়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

সামবেদে ঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

যজুর্বেদে ঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমগুঁ পদগুঁ সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

সর্ব্বসাধারণ ঃ ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিং তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।।
ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ।।
ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্বং হরেনামানুকীর্ত্তনাৎ।
ওঁ শ্রীহরিঃ, ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ শ্রীহরিঃ।

কর্ম্ম সাক্ষিণে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ বলিয়া প্রদীপের তাপ নিবেন। কর্ম্ম সাক্ষিণে ওঁ শ্রী সূর্য্যায় নমঃ। কর্ম্মসাক্ষিণে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। কর্মসাক্ষিভ্যো ওঁ পূজিত দেবদেবীভ্যো নমঃ। কর্ম্মসাক্ষিভ্যো ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডষ জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পূজাধারে দিবেন—এতৎ কর্ম্ম শ্রীভগবতে অর্পিত মস্তু। পুরোহিত—ওঁ অস্তু।

ক্ষমা প্রার্থনা ঃ মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করিবেন—

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।

ক্রিয়াভাবং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বরাঃ।।
ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরাঃ।
যৎ পূজিতং ময়া দেবাঃ পরিপূর্ণং তদস্তুমে।।
বৃতব্রাহ্মণ পূজিত দেবগণকে বিসর্জন করিবেন।

হোতা বৈগুণ্য ঃ কোষাটি দুইহাতে তুলে ধরিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) কৃতেষু এষু সঙ্কল্পিত ত্রিপুষ্কর রিঃশান্তি কর্ম্মাঙ্গী ভূত পূজাহোমাদি কর্ম্মসু যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে। নিম্নপাঠ করিয়া তিনবার ভূমিতে জল ফেলিবেন—ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ। অতঃপরঃ পূর্ব্বলিখিত বৈগুণ্যের মন্ত্রগুলো পাঠ করিবেন।

তন্ত্রধারক বৈগুণ্য ঃ শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) কৃতেঽস্মিন্ সঙ্কল্পিত-ত্রিপুষ্কর-রিঃশান্তি-কর্ম্মাঙ্গী-ভূত তন্ত্রধারক-কর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে। নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার ভূমিতে জল ফেলিবেন—ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ। অতঃপরঃ পূর্ব্বলিখিত বৈগুণ্যের মন্ত্রগুলো পাঠ করিবেন।

সদস্য বৈগুণ্য ঃ শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) কৃতেঽস্মিন্ সঙ্কল্পিত-ত্রিপুষ্কর-রিঃশান্তি-কর্ম্মাঙ্গীভূত-সদস্য কর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমানায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার ভূমিতে জল ফেলিবেন—ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ। অতঃপরঃ পূর্ব্বলিখিত বৈগুণ্যের মন্ত্রগুলো পাঠ করিবেন।

বিষ্ণুর তুলসী গ্রহণ করিয়া ত্রিপুষ্কর রিষ্টশান্তির নির্মাল্য ও হোমের ভস্ম জলে নিক্ষেপ করিবেন, গ্রহপূজাভিন্ন অন্যান্য দানদ্রব্য পুরোহিতকে এবং গ্রহপূজার দানদ্রব্য গ্রহবিপ্রকে সমর্পণ করিবেন। ব্রাহ্মণদের ঘৃত পায়স ভোজন করাইবেন।

———

অদ্ভুত শান্তি

অদ্ভুত কাকে বলে ঃ প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা স্বাভাবিক না হইয়া অস্বাভাবিক হয় তাহাকে অদ্ভুত বলে। বিপদ ঘটিবার পূর্বে মানুষকে সাবধান করণার্থ দেবতারা প্রকৃতির বিরুদ্ধ উপসর্গ অর্থাৎ স্বভাবচ্যুতির যে পরিচয় সৃষ্টি করেন তাহার নাম অদ্ভুত। যথা—'প্রকৃতি বিরুদ্ধমদ্ভুতমাপদঃ প্রাক্ প্রবোধায় দেবাঃ সৃজন্তীতি, তেনাপজ্ জ্ঞানে পূর্বং ভূম্যাদীনাং স্বভাবব্যক্তে দৈবকর্ত্তৃকয়োদ্ভুত ইতি।।' (আথর্বাণাং বচনম্)।। অরণ্যবাসি-পক্ষিগণ অকস্মাৎ বাসগৃহে প্রবেশ করাকে অদ্ভুত বলে। বিশেষতঃ যদি গৃধ্র, কপোত, পিচ্ছল, উলূক (পেঁচক), দাঁড়কাক, কাক, তরক্ষু (নেকড়েবাঘ) ও গোমায়ু গৃহে প্রবেশ করলে অতীব অদ্ভুত হয়। এই অশুভ প্রতীকারের জন্য শন্তিকর্ম্ম কর্ত্তব্য। যথা—'বসৎ স্বকস্মাৎ সদনেষ্বতোঽদ্ভুতং বয়ো বিশেয়ুর্যদরণ্যবাসিনঃ। বিশেষতো গৃধ্র-কপোত-পিচ্ছলা স্তথৈব চোলূক সকাক বায়সাঃ।। তরক্ষু-গোমায়ু-মৃগারি-ঋক্ষকা-দিবাপ্যকস্মাদকুতোঽপি নির্ভয়াঃ। বিশন্তি যত্তে তদতীব চাদ্ভুতং গৃহেপুরে শান্তিকমেব সিদ্ধয়ে।।' (বৃহৎপরাশর স্মৃতিঃ)।।

অদ্ভুতের কারণ ঃ মানুষ অতিলোভী, মিথ্যাবাদী, ঈশ্বর ও শাস্ত্রে অবিশ্বসী ও অধার্ম্মিক হইলে সেইসব পাপে দেশমধ্যে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ দুঃখের জনক দিব্য, অন্তরীক্ষগত ও ভৌম উৎপাত হইতে থাকে। যথা- 'অতিলোভাদসত্যাদ্বা নাস্তিক্যাদ্ বাপ্যধর্ম্মতঃ। নরাপচারান্নিয়তম্ উপসর্গঃ প্রবর্ত্ততে।।'

অদ্ভুতের লক্ষণ ঃ যদি গাভীদ্বয় বৃষের ন্যায় নর্দন করে, অশ্বা অশ্বোপরি আরোহণ করে, খচ্চরী দিবাভাগে প্রসব করে, প্রতিমা সমুহের ঘর্ম হয়, মৃদঙ্গ ও পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কেহ ধবনি না করিলেও যদি ধবনি উত্থিত হয়, শকুন, কাক, বনপায়রা প্রভৃতি যদি গৃহে প্রবেশ করে তাহা হইলে অদ্ভুত সূচিত হয়। যথা- 'বৃষবদ্ গোদ্বয়ং নর্দেদ্ বড়বাশ্বং যদারুহেৎ। অশ্বতরী প্রসূতেঽহ্নি প্রস্বেদঃ প্রতিমাসু চ।। মৃদঙ্গ-পটহাদীনামকুতোঽপি ধবনির্যদা। গৃধ্র-কাক-কপোতাদ্যা বিশেয়ুর্যদি বা গৃহে।। (বৃহৎপরাশর স্মৃতিঃ)।। গমের মধ্যে যব উৎপন্ন হইলে, যবের মধ্যে গম উৎপন্ন হইলে, সরিষার মধ্যে তিল, তিলে সরিষা, মাষকলাই- এ মুগ ও মুগ কলাই-এ মাষকলাই উৎপন্ন হইলে, রক্তবৃষ্টি হইলে, জলকুম্ভে জলন্ত অগ্নি দৃষ্ট হইলে, জলকূপের উদ্বত্তর্ন হইলে অর্থাৎ জল উল্টাইয়া যাইলে, মধু মক্ষিকা মত্ত হইলে, অদ্ভুত সূচিত হয়। যথা—'যদি গোধূম শাখায়াং যবশাখোপজায়তে। যবে গোধূমশাখা

স্যাদেবং সর্বাশনেষু চ।। সর্ষপে তিলশাখা চেত্তিল শাখাসু সর্ষপম্। মাষে মুদ্গস্তু মুদ্গে স্যাদসৃগ্ বৃষ্টির্ভবেদ যদি।। অন্তঃ প্রপূর্ণকুম্ভেষু জ্বলদগ্নিমবেক্ষতে। উদ্বর্তনঞ্চ কূপানাং মদ্যো বা মধুজালকম্।।' (বৃহৎপরাশর স্মৃতিঃ)।। রাত্রিতে ইন্দ্রধনুদর্শন, অস্ত্রমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিদর্শন, গজ ও অশ্বখুরে এবং বস্ত্রে প্রতিক্ষণ অগ্নি দর্শন হয়, লৌহ প্রতিমায় বা গৃহস্তম্ভে অঙ্কুরোপত্তি, ভাণ্ডস্থ অন্নে অঙ্কুরোপত্তি, বিদ্যুৎ ও বায়ুর পরস্পর সঙ্ঘাত ও বজ্রপতন, মৃদাকু ও কাকসংসর্গ এবং বিপরীত বস্তুর দর্শন হইলে অদ্ভুত সূচিত হয়। যথা-'ইন্দ্রচাপক্ষণং রাত্রৌ শস্ত্র প্রজ্বলনং তথা। গজাশ্ব-শফ- বস্ত্রান্তর্জ্বলনঞ্চ প্রদক্ষিণম্।। স্থূণাপ্ররোহণং যৎ স্যাদ্ভাণ্ডস্থান্ন-প্ররোহণম্। বিদ্যুর্ন্নির্ঘাত বজ্রাণাং পতনং বা ভবেদ্যদি।। মৃদাকু-কাকসংসর্গং বিপরীতপ্রদর্শনম্। শুভায় চরু-রাগ্নেয়ো নির্বাপ্যো বিধিবদ্ দ্বিজৈঃ।।' (বৃহৎপরাশর স্মৃতিঃ)।। প্রভাতে কাকের রবমাত্র 'কা' শব্দ গৃহস্থের দুঃখদায়ী হয়, মৈথুনাসক্ত অবস্থায় কোন কাক গৃহে প্রবেশ করলে বা শ্বেত কাকদর্শন করিলে, গৃহে পেঁচক, বাসস্থানে কাকপতন ঘটিলে গৃহস্বামীর মৃত্যু ও ধননাশ হয়। যথা-'কাকস্যৈকরব শ্রাবঃ প্রভাতে দুঃখদায়কঃ। কাকো মৈথুনকাসক্তঃ শ্বেতো বা যদি দৃশ্যতে।। উলূকো বসতে যত্র নিপতেদ্বা তথাগৃহে। জ্ঞেয়ো গৃহপতের্মৃত্যু র্ধননাশস্তথৈব চ।।' কাকের মৈথুন দর্শনে বা ভাদ্রমাসে গাভী প্রসূতি হইলে অদ্ভুত সূচিত হয়। যথা- 'কাকমৈথুন দর্শনে সিংহে গো প্রসূতে চ।।' (মৎস্যপুরাণে)।। নয়টি হস্তী রাখিতে নাই, ইহাতে গৃহীর নাশের আশঙ্কা থাকে, সৌরভাদ্র মাসে গো প্রসব ঘটিলে গৃহীর বিনাশ হইতে পারে তজ্জন্য অদ্ভুত শান্তি কর্ত্তব্য। যথা—'একো বৃষস্ত্রয়ো গাবঃ সপ্তাশ্বা নব দন্তিনঃ। সিংহে প্রসূতিকা গাবঃ কথিতাঃ স্বামীঘাতকাঃ।।' (বৃহৎপরাশর স্মৃতিঃ)।।

রজস্বলাবস্থায় রতিক্রিয়া করিলে, গোরু-ঘোড়ার- স্ত্রীলোকের যমজ সন্তান হইলে, অস্বাভাবিক প্রসবে (যাহা স্বভাব জাত নয় তাহা অস্বাভাবিক যেমন- অধিকাঙ্গ বা বিকৃতাঙ্গ বিশিষ্ট সন্তান), কাক, কঙ্ক (হাড়গিলা পাখি), গৃধ্র (শকুন), শ্যেন (শিকারীপাখি), বনকুক্কুট (বন্যমোরগ), রক্তবর্ণের পা বিশিষ্ট পায়রা, প্রভৃতি গৃহে প্রবেশ করিলে বা মানুষের উপর পতিত হইলে, কিম্বা অন্যকোন আশ্চার্য্যজনক ব্যাপার উপস্থিত হইলে, দিবসে বা রাত্রিতে আকাশে ইন্দ্রধনু দৃষ্ট বা উদয় হইলে, উল্কাপাত, দিগ্দাহ (বিভিন্নস্থানে হঠাৎ করে অগ্নিসংযোগ), সূর্য্যমণ্ডল বা চন্দ্রমণ্ডলে অর্থাৎ সূর্য্য বা চন্দ্রের চতুস্পার্শে কালোছায়া

রূপ পরশ প্রকাশে, আকাশে গন্ধর্বনগরাকার মেঘের উদয় দর্শন, কৃত্তিকা-চিত্রা নক্ষত্রে বজ্রপতনজনিত অমঙ্গলে, অপর্বদিনে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ, ভূমিকম্প, ধূমকেতুর উদয়, রক্তবৃষ্টি, রক্ত-অস্ত্র-মাংস-অস্থি-চর্ম্ম-নখ-ধান্য-হিরণ্যত্বক, অকালে ফল-পুষ্পের উদয়, প্রদোষে পেঁচা বানর গৃহে পতিত হইলে, ইত্যাদি অদ্ভুত সূচিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে, অবশ্যই অদ্ভুত শান্তি করিতে হয়। যথা- 'রজস্বলাভিগমনে গোঽশ্বভার্য্যাভ্যো যমজে জাতে বিজাতীয় প্রসবে কাককঙ্কগৃধ্রশ্যেন বনকুক্কুটরক্তপাদবনকপোতানাং গৃহপ্রবেশে মনুষ্যোপরি পতনে বা অন্যেষ্বদ্ভুতেষু বা শ্বেতেন্দ্রায়ুধরাত্রীন্দ্রায়ুধ উল্কাপাতদিগ্দাহসূর্য্যোপমণ্ডল চন্দ্রোপমণ্ডল গন্ধর্ব্বনগর দর্শন কৃত্তিকাচিত্রাস্থ বজ্রীভূতামঙ্গলাপর্বোপরাগভূকম্প ধুমকেতু রক্ত শস্ত্র মাংসাস্থি বসাদিনখধান্য- হিরণ্যত্বক্ ফল পুষ্পাঙ্গারপাংশু বর্ষণে প্রদোষে পেচক বানর গৃহপতনে অকালফলপুষ্পোদ্গমাদিষু সপ্তাহাভ্যন্তরাবৃষ্টিষু ছন্দোগপরিশিষ্টীয়শান্তিং-কুর্য্যাৎ।।' (অদ্ভুতসাগরে)।। 'গ্রহযজ্ঞৈঃ শান্তিকৈশ্চ কিং ক্লিশ্যন্তি নরাধিপঃ। সর্বশান্তিকরঃ শ্রীমান্ তুলস্যাঃ পূজিতো হরিঃ।। উৎপাতান্ দারুণান্ পুংসাং দুর্নিমিত্তাননেকশঃ।। তুলস্যাঃ পূজিতো ভক্ত্যা মহাশান্তিকরো হরিঃ।।' (জ্যোতিস্তত্ত্বে)।। অকালপ্রভবানার্য্যঃ কালাতীতাঃ প্রজাস্তথা। বিকৃতাঃ প্রসবাশ্চৈব যুগ্ম প্রসবনং তথা। হীনাঙ্গা অধিকাঙ্গাশ্চ জায়ন্তে যদি বা ত্রয়ঃ। পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব তথৈব চ সরীসৃপাঃ। বিনাশং তস্য গেহস্য কুলস্য চ বিনির্দ্দিশেৎ।। প্রদোষে কুক্কুটারাবো হেমন্তে চাপি কোকিলাঃ। অর্কোদয়েকাভিমুখঃ শ্বারাবো নৃভয়ং দিশেৎ। উলূকো বসতে যত্র নিপতেদ্বা তথা গৃহে। জ্ঞেয়ো গৃহপতের্মৃত্যুরর্থনাশ স্তথৈবচ। গৃধ্রঃ কঙ্কঃ কপোতশ্চ উলুকঃ শ্যেন এবচ। চিল্লশ্চ মহচিল্লশ্চ ভাসঃ পাণ্ডর এব চ। গৃহে যস্য পতন্ত্যেতে গেহং তস্য বিপদ্যতে। পক্ষান্মাসাত্তথা বর্ষান্মৃত্যুঃ স্যাদ্ গৃহমেধিনঃ। পত্ন্যাঃ পুত্রস্য বা মৃত্যুর্দ্রব্যঞ্চাপি বিনস্যতি। ব্রাহ্মণায় গৃহং দত্ত্বা দত্ত্বা তন্মূল্যমেব বা। গৃহ্নীয়াদ্ যদি রোচতে শান্তিঞ্চে মাং প্রয়োজয়েৎ। মাংসাস্থিনী সমাদায় শ্মশানাদ্ গৃধ্রবায়সঃ। শ্বা-শৃগালোঽথবা মধ্যে পুরস্য প্রবিশন্তি চেৎ। বিকীরন্তি গৃহাদৌ চ শ্মশানং সা মহী ভবেৎ।। (ভাসঃ বনকুক্কুটঃ) অদ্ভুতানি প্রসূয়ন্তে তত্র দেশস্য বিদ্রবঃ। অকালফল-পুষ্পাণি দেশবিদ্রবকারণং।। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে)।। **অদ্ভুত শান্তির মণ্ডল বিষয়ে** ঃ— অদ্ভুত দর্শনের শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য প্রহর ও নক্ষত্রভেদে অদ্ভুতের মণ্ডল চারপ্রকার, যথা— ১। বায়ুমণ্ডল, ২। অগ্নিমণ্ডল, ৩।

ইন্দ্রমণ্ডল, ৪। বরুণ মণ্ডল। **দিবারাত্রি প্রহরভেদে মণ্ডল**- রাত্রির প্রথম প্রহরে বায়ুমণ্ডল, দ্বিতীয় প্রহরের অগ্নিমণ্ডল, তৃতীয় প্রহরে ইন্দ্রমণ্ডল, চতুর্থ প্রহরে বরুণ মণ্ডল। যথা— 'প্রাক্‌দ্বিত্রিচতুর্থ যামেষু দ্যুনিশোরদ্ভুতেষু সর্বেষু অনিলাগ্নিশক্রবরুণা মণ্ডলপতয়ঃ শুভাশুভাভৈশ্চ। দিবারাত্র্যোঃ প্রথমপ্রহরে বায়ুমণ্ডলং। দ্বিতীয়প্রহরে অগ্নিমণ্ডলং।। তৃতীয়প্রহরে ইন্দ্রমণ্ডলং। চতুর্থপ্রহরে বরুণমণ্ডলং।।' **নক্ষত্রভেদে মণ্ডল** ঃ— **বায়ুমণ্ডল**- উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, মৃগশিরা, অশ্বিনী, পুনর্বসু নক্ষত্রে অদ্ভুতদর্শন হইলে বায়ুমণ্ডল হয়। **অগ্নিমণ্ডল**-পুষ্যা, পূর্বভাদ্রপদ, বিশাখা, ভরণী, কৃত্তিকা, মঘা, পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে অদ্ভুতদর্শন হলে অগ্নিমণ্ডল হয়। **ইন্দ্রমণ্ডল**- উত্তরাষাঢ়া, শ্রবর্ণা, ধনিষ্ঠা, রোহিনী অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে অদ্ভুত দর্শন হইলে ইন্দ্রমণ্ডল হয়। **বরুণমণ্ডল**- অশ্লেষা, উত্তরভাদ্রপদ, শতভিষা, রেবতী, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, আর্দ্রা নক্ষত্রে অদ্ভুতদর্শন হইলে বরুণমণ্ডল হয়। যথা—'অর্য্যম্নাদিচতুষ্কচন্দ্রতুরগাদিত্যেষু বায়ুর্ভবেৎ, দেবেজ্যাজবিশাখযাম্যযুগলে পিত্র্যদ্বয়েচানলঃ। বিশ্বাদিত্রয়ধাতৃ-মৈত্রযুগলেষ্বিন্দ্রো ভবেন্মণ্ডলঃ, সর্পোপান্ত্যশতান্তমূল যুগলেশানেল্বপামীশ্বরঃ।। উত্তরফল্গুনীহস্তা- চিত্রামৃগশিরা-অশ্বিনীপুনর্বসু এষু নক্ষত্রেষু বায়ুমণ্ডলং। পুষ্যা পূর্ব্বভাদ্রপদ বিশাখা ভরণী কৃত্তিকা মঘা পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রেষু অগ্নিমণ্ডলং। উত্তরাষাঢ়া শ্রবণা ধণিষ্ঠা রোহিনী অনুরাধা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রেষু ইন্দ্রমণ্ডলং। অশ্লেষা উত্তরভাদ্রপদ শতভিষা রেবতী মূলা পূর্বাষাঢ়া আর্দ্রা নক্ষত্রেষু বরুণমণ্ডলং।। পবনদহনৌ নষ্টযোগস্তয়োরতিদুষ্করঃ। সুরপবরুণৌ শস্তৌ যোগস্তয়োরতিশোভনঃ। সবরুণমরুন্মিশ্রঃ শক্রস্তথাগ্নিসমাযুতঃ। ফলরহিতঃ সেন্দ্রো বায়ুস্তথাগ্নিযুতোঽম্বুপঃ।।' **মণ্ডলাদির শান্তি** ঃ- উপরিউক্ত মণ্ডলে অদ্ভুতদর্শন হলে প্রহর ও নক্ষত্রভেদে মণ্ডলের শান্তি করিতে হয়, অন্যথায় বিঘ্ন ঘটে। যথা- 'যন্মণ্ডলেঽদ্ভুতং জাতং শান্তিস্তদ্দেবতাশ্রয়া। তথা শান্তিদ্বয়ং কার্য্যং মণ্ডলদ্বয়জাদ্ভুতে।।' **অদ্ভুতদর্শনের সময় বা নক্ষত্র না পাওয়া গেলে চারটি মণ্ডলে পূজা করতে হয়।। অদ্ভুতের বারফলঃ**- অর্কবারে ভবেৎ পীড়া সোমে হানিস্তথৈব চ। অঙ্গারকে ভবেন্মৃত্যু র্বুধে চ সর্বসম্পদঃ।। বৃহস্পতৌ শুভং সৌখ্যং অশুভং ভৃগুবাসরে। শনৈশ্চরে চ মরণং বারাদ্ভুতশুভাশুভং।।'

সন্ধ্যাদিসময়ে অদ্ভুত জাত হইলে তাহার ফল ঃ 'সন্ধ্যায়াং উভয়োর্মৃত্যুর্মধ্যাহ্নে প্রাণপীড়নং। প্রাতঃকালে চ সৌভাগ্যং অদ্ভুতঞ্চ ত্রিকালকং।।'

তিথিবিকারে অদ্ভুতের ফল ঃ 'নন্দায়াঞ্চ শুভং বিদ্যাং ভদ্রায়াং প্রাণপীড়নং। জয়ায়াং ধননাশঞ্চ রিক্তায়াং মরণং ভবেৎ।।'

অদ্ভুতের পূজ্য দেবতা ঃ 'অদ্ভুতাগ্নিস্তথা সোমো রুদ্রো বিষ্ণুস্তথৈব চ। বায়ুমৃর্ত্যুস্তথা ব্রহ্মা বিশ্বেদেবাশ্চ চাষ্টমঃ।।' (মৎস্যপুরাণে)।।

অদ্ভুতের বর্ষফল নির্ণয় ঃ অদ্ভুতস্য বিপাকশ্চ বিনা শান্ত্যা ন দৃশ্যতে। ত্রিভির্বর্ষৈস্তথাজ্ঞেয়ং সুমহদ্ভয়-কারকং।।'

অদ্ভুতের বিফল নির্ণয় ঃ 'অদ্ভুতে তু সমুৎপন্নে যদি বৃষ্টিঃ শিবা ভবেৎ। সপ্তাহাভ্যন্তরে জ্ঞেয়মদ্ভুতং নিষ্ফলং ভবেৎ।।'

মৃত দোষ শান্তি অকরণ জন্য দোষ ঃ ছয় মাস বা এক বৎসরের মধ্যে যদি মৃতদোষ শান্তি না হয় তাহলে অদ্ভুত করিতে হয়। যথা— 'যন্মাসাভ্যন্তরে বাপি বৎসরাভ্যন্তরেঽপি চ। অত্র শান্তি ন কুর্ব্বীত অদ্ভুতঃ চরিতং ভবেৎ'।। (অদ্ভুতসাগর)।।

অদ্ভুতশান্তির দিন নিরূপণ ঃ 'চতুর্থী চাষ্টমী চৈব দ্বাদশী চ চতুর্দশী। এতা বৈ তিথয়ঃ পুণ্যাঃ স্মৃতা অদ্ভুতশান্তয়ে।।' (অদ্ভুতসাগরে)।।

প্রয়োগ বিধি ঃ সমতল ভূমির উপর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ চারহাত এবং চারঅঙ্গুলি উচ্চতা বিশিষ্ট বেদী নির্মাণ করিয়া বেদীর উপর বিচিত্র বর্ণের চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছাদিত করতঃ নারিকেল পাতার দ্বারা বেদী সুসজ্জিত করিয়া চারকোণে চারটি কলাগাছ দ্বারঘট বিচিত্রবর্ণের ফুলমালার দ্বারা যজ্ঞমণ্ডপের ন্যায় সুসজ্জিত করতে হবে। বেদীর ঈশানকোণে (বরুণ ঘটের জন্য) একহাত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ চারঅঙ্গুলি উচ্চতা বিশিষ্ট বেদী নির্মাণ করিয়া, চারঅঙ্গুলি অন্তর বেদীর দক্ষিণ দিকে একহাত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ চারঅঙ্গুলি উচ্চতা বিশিষ্ট বেদী নির্মাণ করিতে হবে। অতঃপর প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া পঞ্চ গুণ্ডিকা দ্বারা ঈশান কোণের বেদীতে স্বল্পসর্বতোভদ্র মণ্ডল তার দক্ষিণ দিকের বেদীতে সর্বতোভদ্রমণ্ডল

বিঃ দ্রঃ—দক্ষিণ দিকের ঘটে গণেশাদিপঞ্চদেবতা-ইন্দ্রাদিদশদিকপাল-অদ্ভুতাদিঅষ্টদেবতা, অগ্নি-বরুণ-বায়ু-ইন্দ্র মণ্ডলাদি বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-গায়ত্রী পূজা করিয়া ঈশান কোণস্থ ঘটে বরুণের পূজা করিবেন।

করতঃ দুইটি বেদীতে দুইটি ঘটস্থাপনান্তে সুসজ্জিত করিয়া দুইটি বেদীতে পৃথক পৃথক রূপে তীরপুতিয়া হলুদ সুতার দ্বারা ঘট বেষ্টন করতে হবে। নৈবেদ্য পুষ্পপাত্রাদি নানাবিধ অয়োজন করিয়া **যজমান কত্তৃক স্বস্তিবাচন** (পৃ ৩৮) **সঙ্কল্প**(পৃ ৪৫) ও ব্রাহ্মণ বরণের পর **বৃতব্রাহ্মণ (সাধক)** গুরু, ঠাকুর ও ব্রাহ্মণদের প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন। অতঃপর মন্ত্রস্নানে নিজদেহশুদ্ধি, তিলক, শিখাবন্ধন, কুশধারণ, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, পুষ্পাদিশুদ্ধি, গন্ধাদির অর্চনা, আসনশুদ্ধি, গুরুপংক্তি প্রণাম, পঞ্চগব্য শোধন, পঞ্চামৃতশোধন স্থানশুদ্ধি, সূর্য্যপূজা, সূর্য্যার্ঘ্য, সম্বিদা শোধন, [প্রাতঃকালে সন্ধ্যা বন্দনাদি না হইলে এই সময় করিবেন। কামিনীপূজা, চৌরগণেশন্যাস] গুরুপূজা, গুর্ব্বাদির অর্চ্চনা, [বৈদিক সন্ধ্যা (গায়ত্রীপূজা সহকারে গায়ত্রীমন্ত্রজপ), বাণেশ্বর-শিবের পূজা, ইষ্টপূজা করিবেন।] মাষভক্তবলি, ভূতাপসারণ, বিঘ্নাপসারণ, পুনরায় আসনশুদ্ধি, দ্বারদেবতার পূজা, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, অন্তমার্তৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহার মাতৃকন্যাস, 'ওঁ' মন্ত্রে প্রাণায়াম, 'ওঁ' মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিয়া বিষ্ণুদেবতার পীঠন্যাস ও ঋষ্যাদিন্যাস করতঃ অদ্ভুতঅগ্নাদি অষ্টদেবতার একত্রে একটি বিশেষার্ঘ্য স্থাপনান্তে বিষ্ণুবিষয়ে পীঠপূজা করিয়া ঘটস্থাপন, কাণ্ডরোপন, সূত্রবেষ্টন, কাণ্ডপূজা পূর্বক গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিবেন। স্বশক্তিক বিষ্ণু ও শিবপূজান্তে আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিদশদিক্ পালের পূজা করিবেন। অতঃপর ঘটে, জলে বা শালগ্রামশিলায় অদ্ভুতঅগ্নাদি অষ্টদেবতাদের পূজা করিবেন। শালগ্রামশিলায় পূজা করিলে আবাহন করিতে হয় না।

অদ্ভুত অগ্নি পূজা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ তপ্তকাঞ্চ ন-বর্ণাভং, চতুর্বেদ-সমন্বিতম্।
চতুর্বাহুং বায়ুসখং ধ্যায়েদগ্নিং সুরপ্রভম্।।

আবাহন ঃ পুনরায় কূর্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন। অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূর্বা লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন

করিবেন-

ওঁ অদ্ভুতাগ্নে ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় রক্ত চন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষেচন করিবেন।।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ অদ্ভুতাগ্নয়ে নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ আগ্নেয়ঃ পুরুষো রক্তঃ সর্বদেব ময়োঽব্যয়ঃ।
ধূমকেতুরণাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।

সোম পূজা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ ক্ষপাকরং শুক্লবর্ণং দ্বিবাহুং স্বগদাকরম্।
কলানিধিং সিতরশ্মিং চিন্তয়েৎ পয়োধিসুতম্।।

আবাহন ঃ পুনরায় কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন। অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূববর্া লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন-

ওঁ সোম ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষেচন করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ সোমায় নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যাঃ শম্ভোর্মুকুট ভূষণম্।।

বিষ্ণু পূজা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণেরপুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ নবীননীরদ-শ্যামমনন্তশায়িনং প্রভুম্।
বিশ্বাকারং চতুর্বাহুং ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং গদাধরম্।।

আবাহন ঃ পুনরায় কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণেরপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন। অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূববর্া লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন-

ওঁ বিষ্ণো ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষেচন করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

রুদ্র পূজা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণেরপুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ শারদচন্দ্রবর্ণাভং, ত্রিনেত্রং শশিভূষণম্।
শূলং দধানং বরদং করালং নির্জ্জরেশ্বরম্।।

আবাহন ঃ পুনরায় কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণেরপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন। অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূববর্া লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন-

ওঁ রুদ্র ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা

করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষেচন করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ রুদ্রায় নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ ঈশানঃ পুরুষঃ শুক্লঃ সর্ববিদ্যাধিপো মহান্।
শূলহস্তো বিরূপাক্ষ-স্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।

বায়ু পূজা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ নিরাকারং মহাবীর্য্যং প্রাণীনাং হিতকারকম্।
ধবজহস্তং চিন্তয়েচ্চ আশুগং বরদং প্রভুম্।।

আবাহন ঃ পুনরায় কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত ধূম্রবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন। অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূববর্বা লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন- ওঁ বায়ো ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত ধূম্রবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষেচন করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ বায়বে নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ বায়ুশ্চ সর্ববর্ণোঽয়ং সর্বগন্ধবহঃ শুভঃ।
পুরুষো ধবজহস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।

মৃত্যু পূজা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ দণ্ডহস্তং মহাবাহুং মহিষোপরিসংস্থিতম্।
পিঙ্গাক্ষং পিঙ্গকেশঞ্চ ধ্যায়েন্মৃত্যুং বরপ্রদম্।।

আবাহন ঃ পুনরায় কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত নীলবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন। অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূববর্বা লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন-

ওঁ মৃত্যো ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত নীলবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষেচন করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ মৃত্যবে নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ যমশ্চে াৎপলবর্ণাভঃ কিরীটী-দণ্ডধৃক্ সদা।
ধর্মসাক্ষী বিশুদ্ধা ত্মা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।

ব্রহ্মা পূজা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ চতুর্মুখং চতুর্বাহুং চতুর্বেদ কৃতাপরম্।
আগচ্ছ ভগবন্ ব্রহ্মণ্ যজ্ঞেঽস্মিন্ সন্নিধো ভব।।

আবাহন ঃ পুনরায় কূর্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন। অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন- ওঁ ব্রহ্মন্ ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষেচন করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ পদ্মযোনিশ্চ তুর্মূর্ত্তি র্হৈমবাসাঃ পিতামহঃ।
যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চ তুর্বক্ত্র তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।

বিশ্বদেব পূজা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ দ্বিবাহুং বরদং দেবং পিতৃভাগং বরাননং।
শুক্লাম্বর ধরং শ্রেষ্ঠং ধ্যায়েদ্বিশেশ্বরং প্রভুং।।

আবাহন ঃ পুনরায় কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন। অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন-

ওঁ বিশ্বেদেবাঃ ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষেচন করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ বিশ্বেভ্যোদেবেভ্যো নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ বিশ্বরূপং মহাকায়ং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরং।
পুষ্পবদ্ধারয়েন্মূর্দ্ধ্নি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।

অগ্নি মণ্ডল পূজা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণেরপুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ রক্তং জটাধরং বহ্নিং, কারয়েৎ ধূম্রবাসসং।
জ্বালামালাকুলং সৌম্যং ত্রিনেত্রং শ্মশ্রুধারিণং।।

আবাহন ঃ পুনরায় কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন। অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন-

ওঁ অগ্নিমণ্ডল ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণেরপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষেচন করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ অগ্নিমণ্ডলায় নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ আগ্নেয়ঃ পুরুষোরক্ত সর্বদেবময়োঽব্যয়ঃ।
ধূমকেতুরণাধৃষ্যস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।

বরুণ মণ্ডল পূজা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ গম্ভীরথে সমারূঢ়ো বরুণো যাদসাং পতিঃ।
স্নিগ্ধবৈদুর্য্য সঙ্কাশং শ্বেতাম্বরধরস্তথা।।

আবাহন ঃ পুনরায় কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন। অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূববর্া লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন-

ওঁ বরুণমণ্ডল ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষেচন করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ বরুণমণ্ডলায় নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ বরুণায় নমস্তেঽস্তু শুদ্ধ স্ফটিক-দীপ্তয়ে।
নমস্তে শ্বেতহারায় জলেশায় নমো নমঃ।।

বায়ু মণ্ডল পূজা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ বায়ুরম্বরগোধ্যেয় স্তদা কারাম্বরস্তথা।
কাষ্ঠাপুরিত-চক্রস্তু দ্বিভুজো রূপসংযুতঃ।।

আবাহন ঃ পুনরায় কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত ধূম্রবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন। অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূববর্া লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন- ওঁ বায়ুমণ্ডল ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত ধূম্রবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষেচন করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ বায়ুমণ্ডলায় নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো হরিণপৃষ্ঠস্থ সমীরণ নমোস্তুহতে।
ধূম্রবর্ণ নমস্তেঽস্তু শীঘ্রগামিন্ নমোস্তুহতে।।

ইন্দ্র মণ্ডল পূজা

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

ওঁ চতুর্দন্তে গজে সক্তঃ শ্বেতো ধ্যেয়ঃ সুরেশ্বরঃ।
বামোৎসঙ্গগতা কার্য্যা তস্য ভার্য্যা শচী নৃপঃ।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ।।

আবাহন ঃ পুনরায় কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত পীতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন। অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূববর্া লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন- ওঁ ইন্দ্রমণ্ডল ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত পীতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া জপ-তর্পণ-অভিষেচন করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ ইন্দ্রমণ্ডলায় নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ পুরন্দর নমস্তেঽস্তু বজ্রহস্ত নমোস্তুহতে।
শচীপতে নমস্তুভ্যং, নমস্তে মেঘবাহন।।

বার পূজা

গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন-

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রবিবারায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ সোমবারায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ মঙ্গলবারায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বুধবারায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বৃহস্পতিবারায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শুক্রবারায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শনিবারায় নমঃ।

অসমর্থপক্ষে- এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রব্যাদিবারেভ্যো নমঃ।

তিথি পূজা

গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন-
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ প্রতিপদে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ তৃতীয়ায়ৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ চতুর্থ্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ পঞ্চ ম্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ষষ্ঠ্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ সপ্তম্যৈ নমঃ
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অষ্টম্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ নবম্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ দশম্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ একাদশ্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বাদশ্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ এয়োদশ্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ চতুর্দ্দশ্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণিমায়ৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অমাবস্যায়ৈ নমঃ।
অসমর্থ পক্ষে-এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ প্রতিপদাদিতিথিভ্যো নমঃ।।

নক্ষত্র পূজা

গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন-
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অশ্বিন্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ভরণ্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ কৃত্তিকাভ্যঃ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রোহিণীভ্যঃ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ মৃগশিরসে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ আর্দ্রায়ৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ পুনর্বসবে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ পুষ্যায়ৈ নমঃ।

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অশ্লেষাভ্যঃ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ মঘায়ৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্বফল্গুনীভ্যাং নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ উত্তরফল্গুনীভ্যাং নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ হস্তায়ৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ চিত্রায়ৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ স্বাত্যৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বিশাখাভ্যঃ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অনুরাধাভ্যঃ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ মূলায়ৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্বাষাঢ়াভ্যঃ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ উত্তরাষাঢ়াভ্যঃ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রবণায়ৈ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ধনিষ্ঠাভ্যঃ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শতভিষাভ্যঃ নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্বভাদ্রপদাভ্যাং নমঃ
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ উত্তরভাদ্রপদাভ্যাং নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রেবত্যৈ নমঃ।

অসমর্থ পক্ষে- এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অশ্বিন্যাদিরেবত্যন্ত সপ্তবিংশতি নক্ষত্রেভ্যো নমঃ।

যোগ পূজা

গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন-

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্কুম্ভায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ প্রীতয়ে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ আয়ুষ্মতে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ সৌভাগ্যায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শোভনায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অতিগণ্ডায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ সুকর্মণে নমঃ।

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ধৃতয়ে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শূলায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ গণ্ডায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বৃদ্ধয়ে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ধ্রুবায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ব্যাঘাতায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ হর্ষণায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ অসৃজে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ব্যতীপাতায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বরীয়তে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ পরিঘায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শিবায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ সিদ্ধায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ সাধ্যায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শুভায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শুক্রায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বৈধৃতয়ে নমঃ।

অসমর্থ পক্ষে-এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্কুম্ভাদিতবৈধৃতিযোগেভ্যো নমঃ।

করণ পূজা

গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন-

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ববায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বালবায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ কৌলবায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ তৈতিলায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ গরায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বণিজায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বিষ্টয়ে নমঃ।

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বালবায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শকুনায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ চতুষ্পাদায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ নাগায় নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ কিন্তুঘ্নায় নমঃ।

অসমর্থ পক্ষে - এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ববাদিতকিন্তুঘ্ন করণেভ্যো নমঃ।

গায়ত্রী পূজা

ধ্যান ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্পটি বা শালগ্রামশিলায় দিবেন।

ওঁ শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কৌষেয়বসনা তথা।
শ্বেতৈর্বিলেপনৈঃ পুষ্পৈঃ বলকারৈশ্চ ভূষিতা।।
আদিত্য মণ্ডলান্তঃস্থা ব্রহ্মলোকস্থিতাথবা।
অক্ষসূত্রধরাদেবী পদ্মাসনগতা তথা।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ।।

পুনরায় কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ করজোড়ে পাঠ করিবেন-

ওঁ আগচ্ছ ত্বরিতং মাতঃ ত্বং বিন্দুশ্চ ন্দ্রমণ্ডল।
আগত্য হৃদয়স্থানং বিদ্যাসিদ্ধিং প্রযচ্ছমে।।

করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূববর্া লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন- ওঁ গায়ত্রি ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্পটি বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ নমোদেবি মহাবিদ্যে বেদমাতঃ পরাৎপরে।
ব্যাহৃত্যাদিমহামন্ত্র-রূপে প্রণবরূপিনি।।
সাম্যাবস্থাত্মিকে মাতর্নমো হ্রীংকাররূপিণি।
স্বাহা-স্বধা-স্বরূপে ত্বাং নমামি সকলার্থদাম্।।

বরুণ পূজা

ঈশানকোণস্থ ঘটে পূজা করিবেন।

পৃষ্ঠানং- ৩০৫

আরত্রিক - পৃষ্ঠানং - ১৪৩

কুশণ্ডিকা

সামবেদ— মঙ্গলাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া অযজ্ঞিয়-বাগবচন নিমিত্ত পাঠ পর্য্যন্ত কর্ম সমাধা কবিয়া চরুপায়স পাকের বিধি অনুসারে চরু পায়স পাক করতঃ ভূমি জপ হইতে বিরুপাক্ষ জপ পর্য্যন্ত কর্ম করিয়া প্রকৃত কর্ম করিবেন।

যজ্জুর্বেদে— মঙ্গলাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া স্রুবাদি সংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম সমাধা করিয়া চরুপায়স পাকের বিধি অনুসারে চরুপায়স পাক করতঃ আজ্যসংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া আঘার ভাগ আহুতি পর্য্যন্ত সমাধা করিয়া প্রকৃত কর্ম করিবেন।

প্রকৃত কর্ম

অগ্নিনামকরণ ঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন—

ওঁ অগ্নে ত্বং বরদ নামাসি।

ধ্যান ঃ কর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক ধ্যান করিয়া অগ্নিতে দিবেন—

ওঁ পিঙ্গভ্রশ্মশ্রু-কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ, সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বরদাগ্নয়ে নমঃ।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে আতপচাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ বরদাগ্নে ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান করিয়া পূজা করিবেন—

এষগন্ধঃ ওঁ বরদাগ্নয়ে নমঃ।
এতৎ পুষ্পম্ ওঁ বরদাগ্নয়ে নমঃ।
এষ ধূপ ওঁ বরদাগ্নয়ে নমঃ।
এষ দীপ ওঁ বরদাগ্নয়ে নমঃ।
এতৎ সোপকরনামান্ননৈবেদ্যং ওঁ বরদাগ্নয়ে নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে, মখেশ্বরাণাং মখতামুপেয়ুষে।
চরাচরাণাং জঠরেষু সংস্থিতে, ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে।।

চরুহোম

স্রুবের (ঘৃত গ্রহণ পাত্র) দ্বারা চরুস্থালীতে অবদান স্থানে ঘৃত দিয়া স্রুচে (চরুগ্রহণ পাত্র) চরু গ্রহণ করত স্রুচের চরুতে পুনরায় ঘৃত প্রদান পূর্বক হোম করিবেন। যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশের মন্ত্রোচ্চারণ (ইদং অমুকায়) করিবেন ও প্রত্যাহুতি রাখিবেন। সামবেদে দেবতোদ্দেশ করিতে হয় না, প্রত্যাহুতি রাখিতে হয়।

অগ্নি ঃ অগ্নিদূতমিতি মন্ত্রস্য বিরূপাক্ষঋ ষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দো অগ্নির্দেবতা পায়স চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিদূতং পুরোদধে হব্যবাহ মুপব্রুবে। দেবাঁ আসাদয়াদিহ স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ- ইদমদ্ভুতাগ্নয়ে।

সোম ঃ সামবেদে—আপ্যায়স্ব মন্ত্রস্য গৌতমঋষিগায়ত্রীছন্দো সোমোদেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা।।

যজুর্বেদে—ইমং দেবা ইতি মন্ত্রস্য বরুণঋ ষিরত্যষ্টিশ্ছন্দঃ সোমোদেবতা পায়সচরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইমং দেবা অসপত্নগুঁ সুবধ্বং, মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যৈষ্ঠায়, মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্র-স্যেন্দ্রিয়ায়। ইম-মমুষ্য পুত্র-মমুষ্যৈ পুত্র-মস্যৈ বিশ, এষ বোঽমী রাজা, সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাগুঁ রাজা স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং সোমায়।

বিষ্ণু ঃ ইদং বিষ্ণুরিত্যস্য মেধাতিথি র্ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিষ্ণুর্দেবতা পায়স চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং বিষ্ণবে।

রুদ্র ঃ ত্র্যম্বকমিত্যস্য বশিষ্ঠঋ ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো রুদ্রোদেবতা পায়স চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যো র্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ- ইদং রুদ্রায়।

বায়ু ঃ বায়ো যে ইত্যস্য প্রজাপতির্ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা পায়স চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বায়ো যে তে সহস্রিণো রথাস্তেভিরাগহি। নিযুক্বান্ৎ বায়ু প্রীতয়ে স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং বায়বে।

মৃত্যু ঃ যমায় ত্বেত্যস্য প্রজাপতি র্ঋষিশ্ছন্দোভাবো যমোদেবতা পায়স

চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যমায় ত্বাঙ্গিরস্বতে পিতৃমতে স্বাহা। স্বাহা ধর্মায়। স্বাহা ধর্মঃ পিত্রে স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং মৃত্যবে।

ব্রহ্মা ঃ ব্রহ্মাযজ্ঞানমিত্যস্য প্রজাপতির্ঋষি স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো ব্রহ্মদেবতা পায়স চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্ম যজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ সবুধ্ন্যা উপমা অস্যবিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং ব্রহ্ম ণে।

বিশ্বদেব ঃ বৈশ্বানরো ন ইত্যস্য কশ্যপ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো অগ্নির্দেবতা পায়স চরুহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ বৈশ্বানরো ন শুভ আয়াত মগ্নিং কবিং সম্রাজ মথিতিং জনানামাসন্নাঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা। যজুর্বেদে- দেবতোদ্দেশ-ইদং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো।।

অগ্নিমণ্ডল ঃওঁ অগ্নিমণ্ডলায় স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং অগ্নিমণ্ডলায়।

বরুণমণ্ডল ঃ ওঁ বরুণমণ্ডলায় স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং বরুণমণ্ডলায়।

বায়ুমণ্ডল ঃ ওঁ বায়ুমণ্ডলায় স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং বায়ুমণ্ডলায়।

ইন্দ্রমণ্ডল ঃ ওঁ ইন্দ্রমণ্ডলায় স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং ইন্দ্রমণ্ডলায়।

অতঃপর চরুদ্বারা বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণের উদ্দেশ্যে হোম করিবেন। ইহার পর চরুদ্বারা আদিত্যাদি নবগ্রহ (পৃষ্টা নং-৩১৬), ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালের (পৃষ্টা নং- ৩১৯) ও গায়ত্রীর উদ্দেশ্যে হোম করিয়া বরুণদেবতার হোম করিবেন।

গায়ত্রী ঃ ওঁ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং গায়ত্র্যৈ।

বরুণ ঃ ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি, বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থো বরুণস্য ঋত সদন্যসি, বরুণস্য ঋতসদনমসি, বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং বরুণায়।

অবশেষে প্রচুর পরিমাণ চরু লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক অগ্নিতে প্রদান করিবেন- ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।

মহাব্যাহৃতিহোম

সামবেদে ঃ প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্তকুশসমিধ (খাদিকুশ) অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া স্রুবে (কুশীতে) করিয়া ঘৃত লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দিবেন এবং হুতশেষ সংস্রবপাত্রে রাখিবেন।

১। প্রজাপতির্ঋষিগার্য়ত্রী ছন্দো অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা।

২। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা।।

৩। প্রজাপতির্ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।।

যজুর্বেদে ঃ স্রুবের দ্বারা ঘৃত গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া দেবতাদ্দেশ করিয়া হুতশেষ সংস্রবপাত্রে রাখিবেন।

১। **ওঁ ভূঃ স্বাহা।।** দেবতোদ্দেশ-**ইদমগ্নযে** অথবা **ইদং ভূঃ।।**

২। **ওঁ ভূবঃ স্বাহা।।** দেবতোদ্দেশ-**ইদংবায়বে** অথবা **ইদং ভূবঃ।।**

৩। **ওঁ স্বঃ স্বাহা।।** দেবতোদ্দেশ-**ইদং সূর্য্যায** অথবা **ইদং স্বঃ।।**

সমিধহোম

অভিলাপ বাক্য ঃ উত্তরমুখে বসিয়া কোশার জলে কুশ-তিল-হরিতকী দিয়া দক্ষিণ হস্তে ত্রিপত্র লইয়া তদ্দ্বারা ঐ জল স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে বামহস্ত উপুড় করিয়া রাখিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠান্তে ঈশানকোণে জল ফেলিবেন।

শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ /শূদ্রপক্ষে—দাসস্য/ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ/ শূদ্রস্ত্রীপক্ষে—দাস্যাঃ) সঙ্কল্পিত-ছন্দোগপরিশিষ্টীয়-কাত্যায়নোক্ত-অদ্ভুতশান্তি-কর্ম্মণি অদ্ভুতাগ্ন্যাদ্যষ্টদেবতানাং প্রীতয়ে প্রত্যেকং অষ্টাবিংশতি (অষ্টোত্তর শত) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব-মিশ্রিত পিপ্পলাদি সমিদ্ভিঃ একৈকশঃতেষাং স্বাহান্তমন্ত্রমুচ্চার্য্যমাণঃ (প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তৈ-স্বাহান্ত নামাত্মকমন্ত্রমুচ্চার্য্যমাণঃ) অদ্ভুতাগ্ন্যাদ্যষ্টদেবতানাং হোমমহং করিষ্যে, (পরার্থে—করিষ্যামি)।।

অগ্ন্যাদ্ভূতাদি অষ্টদেবতার সমিধ ঃ— অদ্ভুতাগ্নে পিপ্পলশ্চ সোমে পলাশমেব চ। বিষ্ণোরুদ্রস্যেতি প্রোক্তং বিষ্ণোঔডুম্বর স্তথা।। বায়োমীতি প্রোক্তং চ মৃত্যোর্বৈকঙ্কতস্তথা। দর্ভস্তু ব্রহ্মণঃ প্রোক্তং বিশ্বে দূর্ব্বামিতি ক্রমাৎ।। (অদ্ভুত সাগর)।।

সমিধ সুসজ্জিতকরণ ঃ অদ্ভুতঅগ্ন্যাদি অষ্টদেবতাদের সমিধগুলো পাত্রোপরি তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা মিশ্রিত করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবেন।

সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্রদ্বারা জল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক সমিধে ছিটা দিবেন—ওঁ এতাভ্যঃ অদ্ভুতাগ্ন্যাদ্যষ্টদেবতানাং তত্তৎ অষ্টাবিংশতি (অষ্টোত্তর শত) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব মিশ্রিত পিপ্পলাদি সমিদ্ভ্যো নমঃ।

সমিধ পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক সমিধে পুষ্প দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ এতাভ্যঃ অদ্ভুতাগ্ন্যাদ্যষ্টদেবতানাং তত্তৎ অষ্টাবিংশতি (অষ্টোত্তর শত) সংখ্যক ত্রিমধবক্ত তিল-যব-মিশ্রিত-পিপ্পলাদি-সমিদ্ভ্যো নমঃ।

অধিপতিপূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবতায় পুষ্প দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বনস্পতয়ে নমঃ।

সমিধ সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠপূর্বক সমিধে কুশের জলের ছিটা দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যো সম্প্রদানেভ্যো ওঁ অদ্ভুতাগ্ন্যাদ্যষ্টদেবতাভ্যো নমঃ।

অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ স্ব স্ব অদ্ভুতঅগ্নাদি অষ্টদেবতাদের মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধবক্ত-তিল-যব-মিশ্রিত নবগ্রহ সমিধ একটি একটি করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ করিয়া হুতশেষ রাখিবেন।

অগ্নি ঃ (অশ্বত্থ সমিধ) ওঁ অগ্নিদূতং পুরোদধে হব্যবাহ মুপব্রুবে। দেবাঁ আসাদয়াদিহ স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদমদ্ভুতাগ্নয়ে।

সোম ঃ সামবেদে— (পলাশ সমিধ) ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা।।

যজুর্বেদে—(পলাশ সমিধ) ওঁ ইমং দেবা অসপত্নগুঁ সুবধ্বং, মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যৈষ্ঠায়, মহতে জানরাজ্যায়েন্দ্র স্যেন্দ্রিয়ায়। ইম-মমুষ্য পুত্র-মমুষ্যৈ পুত্র-মস্যৈ বিশ, এষ বোঽমী রাজা, সোমোঽস্মাকং ব্রাহ্মণানাগুঁ রাজা স্বাহা। ইদং সোমায়।

বিষ্ণু ঃ (ঔডুম্বর সমিধ) ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধানিদধে পদং সমূঢ় মস্য পাংশুলে স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং বিষ্ণবে।

রুদ্র ঃ (বিল্ব সমিধ) ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যো র্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ- ইদং রুদ্রায়।

বায়ু ঃ (শাঁই সমিধ) ওঁ বায়ো যে তে সহস্রিণো রথাস্তেভিরাগহি। নিযুক্বান্‌ৎ বায়ু প্রীতয়ে স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং বায়বে।

মৃত্যু ঃ (বঁইচ সমিধ) ওঁ যমায় ত্বাঙ্গিরস্বতে পিতৃমতে স্বাহা। স্বাহা ধর্মায়। স্বাহা ধর্মঃ পিত্রে স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং মৃত্যবে।

ব্রহ্মা ঃ (কুশত্রিপত্র সমিধ) ওঁ ব্রহ্ম যজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ সবুধ্ন্যা উপমা অস্যবিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং ব্রহ্মণে।

বিশ্বদেব ঃ (দূর্ব্বাত্রিপত্র সমিধ) ওঁ বৈশ্বানরো ন শুভ আয়াত-মগ্নিং কবিং সম্রাজমথিতিং জনানামাসন্নাঃ পাত্রং জনয়ন্ত দেবাঃ স্বাহা। যজুর্বেদে-দেবতোদ্দেশ-ইদং বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো।।

প্রার্থনা ঃ ঘন্টাধ্বনি সহকারে প্রার্থনা করিবেন—

ওঁ বেদানাং বচনং রক্ষ ব্রাহ্মণানাং বচঃ শৃণু।
যদর্থং ক্রিয়তে হোমঃ তদ্ হোমং সফলং কুরু।।

প্রণাম ঃ করজোড়ে স্ব স্ব অদ্ভুতঅগ্নাদি অষ্টদেবতাদের মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে প্রণাম করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

অগ্নিমণ্ডলাদির হোম

অগ্নিমণ্ডল, বরুণমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, ইন্দ্রমণ্ডলের উদ্দেশ্যে ত্রিমধবক্ত তিল-যব দ্বারা হোম করিবেন।

অভিলাপ বাক্য ঃ বামহস্ত উপুড় করিয়া ঘৃতপাত্র ধরিয়া দক্ষিণহস্তে তিল-তুলসীপত্র হরীতকী কুশত্রিপত্রের সহিত বাক্যপাত্র স্পর্শ করিয়া বাক্যপাঠ সমাপনান্তে ঈশানকোণে ভূমিতে জল ছিটা দিবেন।

শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ /শূদ্রপক্ষে—দাসস্য/ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে—অমুক গোত্রায়াঃ শ্রীঅমুকী দেব্যাঃ/ শূদ্রস্ত্রীপক্ষে—দাস্যাঃ) সঙ্কল্পিত ছন্দোগপরিশিষ্টীয় কাত্যায়নোক্ত অদ্ভুতশান্তি কর্ম্মণি অগ্ন্যাদি মণ্ডলানাং প্রীতয়ে তেষাং প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তে স্বাহান্ত নামাত্মকমন্ত্রমুচ্চার্য্যমাণঃ প্রত্যেকং অষ্টকৃত্বঃ ত্রিমধবক্ত-তিল-যবৈঃ

অগ্ন্যাদি মণ্ডলানাং হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি)।

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ঃ ওঁ অগ্নিমণ্ডলায় স্বাহা ইত্যাদি ক্রমে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধবক্ত তিল-যব-স্রুবে লইয়া ৮ বার আহুতি প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ (ইদমগ্নিমণ্ডলায়) করিয়া প্রত্যাহুতি রাখিবেন। চারটি মণ্ডলের আহুতির পর প্রার্থনা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ ঘন্টাধবনি সহকারে প্রার্থনা করিবেন—

ওঁ অনেন কর্মনা দেবাঃ কৃত্বারিষ্ট প্রণাশকাঃ।
মম বিঘ্ন-বিনাশায় শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে।।

প্রণাম ঃ করজোড়ে স্ব স্ব অগ্নিমণ্ডলাদি দেবতাদের মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে প্রণাম করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

অতঃপর ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব দ্বারা বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণের উদ্দেশ্যে হোম করিবেন। এরপর ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব বা সমিধ দ্বারা আদিত্যাদি নবগ্রহের (পৃষ্ঠা নং-৩১৬), ত্রিমধ্বক্ত তিল-যব দ্বারা ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালের (পৃষ্টা নং-৩১৯) উদ্দেশ্যে হোম করিবেন।

গায়ত্রী হোম

ত্রিমধবক্ত তিল-যব দ্বারা অষ্টোত্তরশত গায়ত্রীমন্ত্রে হোম করিবেন।

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ঃ গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ত্রিমধবক্ত তিল-যব স্রুবে লইয়া ১০৮ বার আহুতি প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে দেবতোদ্দেশ (ইদং গায়ত্র্যৈ) করিয়া হুতশেষ রাখিবেন।

প্রার্থনা ঃ ঘন্টাধবনি সহকারে প্রার্থনা করিবেন—

ওঁ অনেন কর্মনা দেবি কৃত্বারিষ্টপ্রণাশিনি।
মম বিঘ্নবিনাশায় শান্তিং কুরু নমোঽস্তুতে।।

প্রণাম ঃ করজোড়ে গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে প্রণাম করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

বরুণ হোম

বরুণ হোম ঃ ৩২২ পৃষ্ঠায়।

অদ্ভুতশান্তি নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির জন্য স্বস্ত্যয়ন করা হইলে স্বস্ত্যয়নের হোম এই সময়ে করিবেন।

সামবেদীয় উদীচ্যকর্ম ঃ পৃষ্ঠানং- ১৬২।
যজুর্বেদীয় উদীচ্যকর্ম ঃ পৃষ্ঠানং- ১৮০।

পুষ্পাঞ্জলি

যজমান প্রচুর পুষ্প লইয়া মনের কামনা বাসনা জানাইয়া বিষ্ণু ও অদ্ভুতাদি দেবের উদ্দেশ্যে পুষ্প দিবেন।

প্রদক্ষিণ

যজমান ও হোতা করজোড়ে নিম্নমন্ত্রপাঠ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিবেন।

ওঁ যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তর-কৃতানি চ।
তানি সর্বাণি নশ্যন্তু প্রদক্ষিণং পদে পদে।।

দক্ষিণান্ত

ব্রাহ্মণ দক্ষিণা ঃ একটি পাত্রে হরীতকী সহ ব্রাহ্মণ দক্ষিণা রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

দক্ষিণা উৎসর্গ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন রাখিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিবেন—

ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা-কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ।

দক্ষিণা অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক দক্ষিণাতে দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা-কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শালগ্রামে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

দক্ষিণা কাঞ্চন হইলে—এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।

দক্ষিণা সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণাতে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

উৎসর্গবাক্য ঃ দক্ষিণ হস্তে হরীতকী ত্রিপত্র-তিল-তুলসীপত্র বাক্যপাত্রে একত্রে ধরিয়া, বামহস্ত উপুড় করিয়া দক্ষিণা স্পর্শ করিয়া বাক্যপাঠ করিবেন—শ্রীবিষ্ণুরোঁতৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ পবিবারবর্গ সহিত শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে-অমুকগোত্রা পরিবারবর্গ সহিতা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্র

পরিবারবর্গ সহিত শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে-অমুক গোত্রা পবিবারবর্গ সহিতা শ্রী অমুকী দাসী) এতদ্ বাস্তুমধ্যতঃ গৃহং পরিতশ্চ অমুক অমুক (দৃষ্টাদৃষ্ট জ্ঞাতাজ্ঞাত) অদ্ভুত-সূচিত-দোষোপশমন কামনয়া কৃতৈতৎ মৎ সঙ্কল্পিত ছন্দোগপরিশিষ্টীয় কাত্যায়নোক্ত অদ্ভুতশান্তি-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা-কাঞ্চনমূল্যং) অর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং (কাঞ্চন হইলে-অগ্নিদৈবতং) যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো বৃতব্রাহ্মণেভ্যো অহং সম্প্রদদে। বলিয়া দক্ষিণাতে জলের ছিটা দিয়া দক্ষিণা ব্রাহ্মণদের সমর্পণ করিবেন।

দেব দক্ষিণা

একটি পাত্রে হরীতকীসহ দেবদক্ষিণা রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিবেন।

দক্ষিণা উৎসর্গ ঃ বামহস্ত দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন রাখিয়া দক্ষিণহস্তে ত্রিপত্র দ্বারা জলের ছিটা দিবেন—

ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা-কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ।

দক্ষিণা অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক দক্ষিণাতে দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা-কাঞ্চনমূল্যায়) নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শালগ্রামে পুষ্প দিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

দক্ষিণা কাঞ্চন হইলে—এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ।

দক্ষিণা সম্প্রদান ঃ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দক্ষিণাতে পুষ্প দিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ সম্প্রদানেভ্যঃ ওঁ পূজিত দেবদেবীভ্যো নমঃ।

উৎসর্গবাক্য ঃ দক্ষিণ হস্তে হরীতকী ত্রিপত্র-তিল-তুলসীপত্র বাক্যপাত্রে একত্রে ধরিয়া, বামহস্ত উপুড় করিয়া সমিধ স্পর্শ করিয়া বাক্যপাঠ করিবেন—

শ্রীবিষ্ণুরোঁতৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ পবিবারবর্গ সহিত শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (ব্রাহ্মণ স্ত্রীপক্ষে-অমুকগোত্রা পরিবারবর্গ সহিতা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্র পরিবারবর্গ সহিত শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে-অমুক গোত্রা পবিবারবর্গ সহিতা শ্রী অমুকী দাসী) এতদ্ বাস্তুমধ্যতঃ গৃহং পরিতশ্চ অমুক অমুক (দৃষ্টাদৃষ্ট জ্ঞাতাজ্ঞাত) অদ্ভুত-সূচিত-দোষোপশমন-কামনয়া কৃতৈতৎ মৎ সঙ্কল্পিত

ছন্দোগপরিশিষ্টীয় কাত্যায়নোক্ত অদ্ভুতশান্তি কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চ নমূল্যং (বা-কাঞ্চ নং) অর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং (কাঞ্চন হইলে-অগ্নিদৈবতং) যথাসম্ভবগোত্রনামভ্যো পূজিতদেবদেবীভ্যো অহং সম্প্রদদে। বলিয়া জলের ছিটা দিয়া দেবতাদের উদ্দেশ্যে ঘটে দক্ষিণা দিবেন।

অচ্ছিদ্রাবধারণঃ- দক্ষিণহস্তে চাল দূর্বা লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজাধারে দিবেন—কৃতৈতৎ মৎসঙ্কল্পিত ছন্দোগপরিশিষ্টীয় কাত্যায়নোক্তঅদ্ভুতশান্তি কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত বলিবেন—ওঁ অস্তু।

বৈগুণ্যশান্তি

কোষাটি দুইহাতে তুলে ধরিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাস) কৃতেহস্মিন্ মৎসঙ্কল্পিত ছন্দোগপরিশিষ্টীয় কাত্যায়নোক্ত অদ্ভুতশান্তি কর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে। নিম্ন মন্ত্রপাঠ করিয়া তিনবার ভূমিতে জল ফেলিবেন—ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ।

কৃতাঞ্জলি হয়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—

সামবেদে ঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি সূরয় দিবীব চক্ষুরাততম্।

যজুর্বেদে ঃ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমগুঁ পদগুঁ সদাপশ্যন্তি সূরয় দিবীব চক্ষুরাততম্।

সর্ব্বসাধারণ ঃ ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংতুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।।
ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধবরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ।।
ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্বং হরেনামানুকীর্ত্তনাৎ।
ওঁ শ্রীহরিঃ, ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ শ্রীহরিঃ।

কর্ম্মসাক্ষিণে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ বলিয়া প্রদীপের তাপ নিবেন। কর্ম্ম সাক্ষিণে ওঁ শ্রী সূর্য্যায় নমঃ। কর্ম্মসাক্ষিণে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। কর্মসাক্ষিভ্যো

ওঁ পূজিত দেবদেবীভ্যো নমঃ। কর্ম্মসাক্ষিভ্যো ওঁ বৃতব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।
দক্ষিণ হস্তে একগণ্ডষ জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূবর্বক পূজাধারে দিবেন—
এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীভগবতে অর্পিতমস্তু। পুরোহিত—ওঁ অস্তু।

ক্ষমা প্রার্থনা ঃ পূজক মন্ত্র বলিয়া প্রণাম করিবেন—

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।
ক্রিয়াভাবং ন জানামি ক্ষমধবম্ পরমেশ্বরাঃ।।
ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং সুরেশ্বরাঃ।
যৎ পূজিতং ময়া দেবাঃ পরিপূর্ণং তদস্তুমে।।

পুরোহিত ঘট বিসর্জন করিয়া শান্তি জল প্রদান করিবেন।

হোতবৈগুণ্য ঃ কোষাটি দুইহাতে তুলে ধরিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন—

শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) কৃতেষু এষু সঙ্কল্পিত ছন্দোগপরিশিষ্টীয় কাত্যায়নোক্ত অদ্ভুতশান্তি কর্ম্মাঙ্গীভূত পূজাহোমাদি কর্ম্মসু যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু-স্মরণমহং করিষ্যে।

নিম্নপাঠ করিয়া তিনবার ভূমিতে জল ফেলিবেন—ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ। অতঃপরঃ পূবর্বলিখিত বৈগুণ্যের মন্ত্রগুলো পাঠ করিবেন।

তন্ত্রধারক বৈগুণ্য ঃ শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) কৃতেঽস্মিন্ সঙ্কল্পিত ছন্দোগপরিশিষ্টীয় কাত্যায়নোক্ত অদ্ভুতশান্তি কর্ম্মাঙ্গীভূত-তন্ত্রধারক কর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমানায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার ভূমিতে জল ফেলিবেন—ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ। অতঃপরঃ পূবর্বলিখিত বৈগুণ্যের মন্ত্রগুলো পাঠ করিবেন।

সদস্য বৈগুণ্য ঃ শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক

দেবশর্ম্মণঃ (দাসস্য) কৃতেঽস্মিন্ সঙ্কল্পিত ছন্দোগপরিশিষ্টীয় কাত্যায়নোক্ত অদ্ভুতশান্তি কর্ম্মাঙ্গীভূত-সদস্য-কর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমানায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার ভূমিতে জল ফেলিবেন—ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ, ওঁ (শ্রী) বিষ্ণুঃ। অতঃপরঃ পূর্ব্বলিখিত বৈগুণ্যের মন্ত্রগুলি পাঠ করিবেন।

বিষ্ণুর তুলসী গ্রহণ করিয়া অদ্ভুতশান্তির নির্মাল্য ও হোমের ভস্ম জলে নিক্ষেপ করিবেন। পূজার দ্রব্য সকল ব্রাহ্মণে অর্থাৎ পুরোহিতকে সমর্পণ করিবেন। অতঃপর ব্রাহ্মণদের ঘৃতপায়স ভোজন করাইয়া কাঞ্চন বা তন্মূল্য দান করিবেন।

শ্রী শ্রী রামচন্দ্র পূজা

তিলক ও আচমনাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্বক বিষ্ণুপূজার ন্যায় পূজা করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ মস্তকে- ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে- ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে- শ্রীরামদেবতায়ৈ নমঃ।

করন্যাস ঃ ওঁ রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, রৈং অনামিকাভ্যাং হুং, রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ রীং শিরসে স্বাহা, রূং শিখায়ৈ বষট্, রৈং কবচায় হুং, রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।।

মন্ত্রন্যাস ঃ ব্রহ্মরন্ধ্রে -ওঁ রাং নমঃ, ভ্রূমধ্যে-ওঁ রাং নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ মাং নমঃ, নাভিতে— ওঁ য়ং নমঃ, লিঙ্গে—ওঁ নং নমঃ, পাদদ্বয়ে-ওঁ মং নমঃ।

মুর্তিপঞ্জরাদি ন্যাস ঃ ললাটে-ওঁ অং কেশবায় ধাত্রে নমঃ, কুক্ষিতে- ওঁ নং আং নারায়ণায় অর্য্যম্নে নমঃ, হৃদি-ওঁ মোং ইং মাধবায় মিত্রায় নমঃ, গলকূপে— ওঁ ভং ঈং গোবিন্দায় বরুণায় নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ গং উং বিষ্ণবে অংশবে নমঃ, দক্ষিণাংশে—ওঁ বং উং মধুসূদনায় ভগায় নমঃ, গলদক্ষিণভাগে—ওঁ তং এং ত্রিবিক্রমায় বিবস্বতে নমঃ, বামপার্শ্বে—ওঁ বাং

ঐং বামনায় ইন্দ্রায় নমঃ, বামাংশে—ওঁ সুং ওঁ শ্রীধরায় পুষ্ণে নমঃ, গলবামভাগে—ওঁ দেং ঔং হৃষীকেশায়পর্জন্যায় নমঃ,. পৃষ্ঠে—ওঁ বাং অং পদ্মনাভায় ত্বষ্ট্রে নমঃ, ককুদি-ওঁ যং অং দামোদরায় বিষ্ণবে নমঃ।

ব্যাপক ন্যাস ঃ 'ওঁ রাং' মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবেন।

ধ্যান ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন।

ওঁ কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষমিন্দ্রনীলসমপ্রভম্।
বামাংশে জানকীঞ্চ াস্য সংস্পৃষ্টং বামপাণিনা।।
দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেষ্টনতৎপরম্।
পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সছত্রং কনক প্রভম্।।
পার্শ্বে ভরত শত্রুঘ্নৌ তালবৃন্তকরাবুভৌ।
অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকারকম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।।

পুনরায় কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্ঘ্যস্থাপন বিষ্ণুপূজার ন্যায় পীঠপূজান্তে ঘটস্থাপন করিবেন।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূববর্া লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন- ওঁ শ্রীরামচন্দ্র ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

চক্ষুর্দান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অধিবাস ও গণেশাদিপঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া মূলদেবতার পূজা করিবেন।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।।

মূলমন্ত্রজপ ঃ 'ওঁ রাং' যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া 'ওঁ রাং রামচন্দ্রং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চ ন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূবর্বক নিজ মস্তকে দিবেন-'ওঁ রাং রামচন্দ্রমভিষিঞ্চ ামি নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়া পতয়ে নমঃ।।

সীতা পূজা

(রামচন্দ্রের বামপার্শ্বে)

ধ্যান ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় দিবেন।

ওঁ নীলাম্ভোজদলাভিরাম-নয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং।
গৌরাঙ্গীং শরদিন্দুসুন্দরমুখীং বিস্মেরবিম্বাধরাম্।
কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাং।
ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীং।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং সীতাদেব্যৈ নমঃ।।

পুনরায় কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ করদ্বয়ে পুষ্প-চাল ও দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদিপঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন-

ওঁ সীতাদেবি ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

পূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ শ্রীং সীতাদেব্যৈ নমঃ।।

মূলমন্ত্রজপ ঃ 'ওঁ শ্রীং' যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া 'ওঁ শ্রীং সীতাদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা।

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজ মস্তকে দিবেন-'ওঁ শ্রীং সীতাদেবীমভিষিঞ্চামি স্বাহা।'

প্রণাম ঃ ওঁ দ্বিভুজাং স্বর্ণবর্ণাভাং রামালোকনতৎপরাম্।
শ্রীরামবনিতাং সীতাং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ।।

অগ্রে ঃ এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শার্ঙ্গায় নমঃ।

বাম ও দক্ষিণপার্শ্বদ্বয়ে ঃ— এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ শরেভ্যো নমঃ।
এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ চাপায় নমঃ।

অষ্টদলপদ্মের অগ্নি কোণ হইতে ক্রমানুসারে পূজা হইবে——

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রাং হৃদয়ায় নমঃ। এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রীং শিরসে স্বাহা, এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রূং শিখায়ৈ বষট্, এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রৈং কবচায় হুং, এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বদিক হইতে ক্রমানুসারে পূজা হইবে——

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ হনূমতেনমঃ। এইক্রমে—সুগ্রীবায়, ভরতায়, বিভীষণায়, লক্ষ্মণায়, অঙ্গদায়, শত্রুঘ্নায়, জাম্ববতে।

অষ্টদলপদ্মের পূর্ব্বদিক হইতে দলাগ্রে ক্রমানুসারে পূজা হইবে—

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ন্তায় নমঃ। বিজয়ায়, সুরাষ্ট্রায়,রাষ্ট্রবর্দ্ধনায়, অকোপায়, ধর্মপালায়, সুমন্ত্রায়।

গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন—

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ।

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বজ্রাদিঅস্ত্রেভ্যো নমঃ।

হনুমান পূজা

ধ্যান ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্পটি বা শালগ্রামশিলায় দিবেন।

ওঁ রামস্য মিত্রম্ জগদেকবীরম্ সুমেরুশৃঙ্গাগম্য চিন্ত-মাদ্যম্।
প্লবঙ্গ-রাজেন্দ্র-কৃত প্রণায়ম্ হৃদিস্মরেহম্ হনুমন্তমেতম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট্ নমঃ।।

মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্পটি বা শালগ্রামশিলায় সমর্পণান্তে যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট্ নমঃ।।

প্রণামমন্ত্র ঃ ওঁ মনোজবং মারুততুল্যবেগম্ জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধি মতাম্বরিষ্ঠং।
বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং স্মরণং প্রপদ্যে।

পুনরায় রামচন্দ্রের পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া 'রাং' মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া, জপ সমর্পণান্তে তর্পণ, অভিষিঞ্চন ও প্রণাম করিবেন।

শ্রীশ্রী রামচন্দ্রের পুনঃ পূজা করিয়া স্তোত্রপাঠ করিবেন।

শ্রীরামস্তোত্রম্

নমামি ভক্তবৎসলং কৃপালুশীল-কোমলম্।
ভজামি তে পদাম্বুজং হ্যকামিনাং সুধামদম্।।
নবীনমেঘসুন্দরং ভবাম্বুনাথমন্দরম্।
প্রফুল্ল-কঞ্জলোচনং মমাদিদোষমোচনম্।।
প্রলম্ব-বাহুবিদ্রুম-প্রভাসপ্রমেয়বৈভবম্।
নিষঙ্গচাপশায়কং ভজে ত্রিলোক-নায়কম্।।
দিনেশবংশমণ্ডনং মহেশ-চাপখণ্ডনম্।
মুনীন্দ্রবৃন্দরঞ্জনং সুরারিবৃন্দগঞ্জনম্।।
মনোজ-বৈরিবন্দিতং ভবাব্ধি পারকারণম্।
বিশুদ্ধ বোধবিগ্রহং সমস্তদূষণাপহম্।।
নতোঽহমিন্দিরাপতিং সুখাকরং সতাং গতিম্।
ভজে সশক্তিসানুজং সতীপতি প্রিয়ানুজম্।।
তদঙ্ঘ্রি পঙ্কজং নরা ভজন্তি যে বিমৎসরাঃ।
পতন্তি নো ভবার্ণবে বিতর্কবীচিসঙ্কুলে।।
বিবিক্তবাসনাঃ সদা ভজন্তি মুক্তিদং মুদা।
নিরস্য চেন্দ্রিয়াদিকং প্রয়ান্তি তে গতং স্বকাম্।।
ত্বমেকমদ্ভুতং প্রভুং নিরীহমীশ্বরং বিভুম্।
জগদ্গুরুঞ্চ শাশ্বতং তুরীয়মেককেবলম্।।
ভজামি ভাববল্লভং কুলযোগিনাং সুদুর্ল্লভম্।
স্বভক্ত-কল্পপাদপং সমস্তসেব্যবন্বহম্।।
অনুরূপভূপতিং নতোঽহমমুর্ব্বিজাপতিম্।
প্রসীদ দেহি মে বিভো পদাব্জভক্তিমাশু তে।।
পঠন্তি যে স্তবং শুভং নরা অনন্যচেতসঃ।
বজ্রন্তি নাত্র সংশয়স্তদীয়ভক্তি-সংযুতাঃ।।
ইতি শ্রী তুলসীদাসকৃতং রামস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

শ্রীরামকবচম্

ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্যামং রামং রাজীবলোচনম্।
জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতম্।।

সাসিতূণধনুর্বাণপাণিং নক্তঞ্চরান্তকম্।
স্বলীলয়া জগত্রাতুমাবির্ভুতমজং বিভুম্।।
রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপাঘ্নীং সর্বকামদাম্।

অস্য শ্রীরামচন্দ্রস্য বুধকৌষিকঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা শ্রীরামচন্দ্র প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।।

ওঁ শিরো মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্মজঃ।
কৌশলেয়ো দৃশৌ পাতু বিশ্বামিত্রপ্রিয়ঃ শ্রুতী।।
ঘ্রাণং পাতু মখত্রাতা মুখং সৌমিত্রিবৎসলঃ।
জিহ্বাং বিদ্যানিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরতবন্দিতঃ।।
স্কন্ধৌ দিব্যায়ুধঃ পাতু ভুজৌ ভগ্নেশকার্মুকঃ।
করৌ সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং জামদগ্ন্যজিৎ।।
বক্ষঃ পাতু কবন্ধারিঃ স্তনৌ নির্বাণবন্দিতঃ।
পার্শ্বৌ কুলপতিঃ পাতু কুক্ষিমিক্ষাকুনন্দনঃ।।
মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাম্ববদাশ্রয়ং।
গুহ্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু রঘূত্তমঃ।।
সুগ্রীবেশঃ কটিং পাতু সক্থিনী হনুমৎপ্রভুঃ।
ঊরূ রঘূত্তমঃ পাতু রক্ষঃ কুলবিনাশকৃৎ।।
জানুনীসেতুকৃৎ পাতু জঙ্ঘে দশমুখান্তকঃ।
পাদৌ বিভীষণশ্রীদ পাতু রামোঽখিলং বপুঃ।।
এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং যঃ সুকৃতী পঠেৎ।
স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ।।
পাতালভূধরব্যোমচারিণশ্ছদ্মচারিণঃ।
ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতঃ রামনামভিঃ।।
রামেতি রামভদ্রেতি রামচন্দ্রেতি বা স্মরন্।
নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি।।
জগজ্জৈত্রৈকমন্ত্রেণ রামনাম্নাভিরক্ষিতম্।
যঃ করে ধারয়েত্তস্য করস্থাঃ সর্বসিদ্ধয়ঃ।।
ভূর্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচর্চিতাম্।
কৃত্বা বৈ ধারয়েদ্ যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ।।
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।

বহ্বপত্যা জীববৎসা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ।।
বজ্রপঞ্জরনামেদং যো রামকবচং পঠেৎ।
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্বত্র লভতে জয়মঙ্গলম্।।
আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরিঃ।
তথা লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিকঃ।।
ধন্বিনৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশৌ কাকপক্ষধরৌ শুভৌ।
বীরো মাং পথি রক্ষেতাং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ।
তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ।।
ফলমূলাশিনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ।
পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।।
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরো যুবা।
যচ্ছন্মনোরথঞ্চাস্মান্ রামঃ পাতু সলক্ষ্মণঃ।।
অগ্রতস্তু নৃসিংহো মে পৃষ্ঠতো গরুড়ধ্বজঃ।
পার্শ্বয়োস্তু ধনুষ্মন্তৌ সশরৌ রামলক্ষ্মণৌ।।
রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষ্মনানুচরৌ বলী।
কাকুৎস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌশলেয়ো রঘূত্তমঃ।।
বেদান্তবেদ্যো যজ্ঞেশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
জানকীবল্লভঃ শ্রীমানপ্রমেয়-পরাক্রমঃ।।
দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধন্বী বামে চ জানকীশুভা।
পুরুতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম্।।
আপদামপহন্তারং দাতারং সর্বসম্পাদাম্।
গুণাভিরামং শ্রীরামং ভুয়ো ভুয়ো নমাম্যহম্।।
এতানি মম নামানি মদ্ভক্তো যঃ পঠেৎ সদা।
অশ্বমেধাযুতং পুণ্যং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ।।

ইতি শ্রী পদ্মপুরাণে বজ্রপঞ্জরং নাম শ্রীরাম কবচং সমাপ্তম্।।

আরত্রিক করিয়া অগ্নিস্থাপনান্তে হোম করিবেন।

দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য সমাধান পূর্ব্বক শান্তিজল প্রদান করিবেন।

শ্রী শ্রী নৃসিংহ পূজা

বৈষ্ণব আচমন পূর্ব্বক বিষ্ণুপূজার ন্যায় পূজা করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ- অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষি র্গায়ত্র্যনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রী নৃসিংহো দেবতা সর্বার্থ সাধনে বিনিয়োগঃ। মস্তকে— ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে— ওঁ অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে-ওঁ নৃসিংহ দেবতায়ৈ নমঃ।।

করণ্যাস ঃ- ওঁ উগ্রংবীরং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ মহাবিষ্ণুং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ জলন্তং সর্বতোমুখং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ নৃসিংহংভীষণং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ নমাম্যহং অস্ত্রায় ফট্।।

অঙ্গন্যাস ঃ- ওঁ উগ্রংবীরং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ মহাবিষ্ণুং শিরসে স্বাহা, ওঁ জলন্তং সর্বতোমুখং শিখায়ৈ বষট, ওঁ নৃসিংহং ভীষণং কবচায় হুং, ওঁ ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ নমাম্যহং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।।

মন্ত্রন্যাস ঃ- মস্তকে—উং নমঃ, ললাটে—গ্রং নমঃ, দক্ষিণনেত্রে-বীং নমঃ, বামনেত্রে —ওঁ রং নমঃ, মুখে— মং নমঃ, দক্ষিণবাহুমূলে—হাং নমঃ, দক্ষিণবাহুমধ্য সন্ধিতে—বিং নমঃ, দক্ষিণ মনিবন্ধে—ষ্ণুং নমঃ, দক্ষিণ অঙ্গুলী মূলে— জূং নমঃ, দক্ষিণ অঙ্গুলি অগ্রে—লং নমঃ, বামবাহুমূলে—ন্তং নমঃ, বামবাহুমধ্য সন্ধিতে—সং নমঃ, বামমনিবন্ধে—র্বং নমঃ, বামাঙ্গুলি মূলে—তোং নমঃ, বামঙ্গুলি অগ্রে—মুং নমঃ, দক্ষিণ পাদোরুসন্ধিতে— খং নমঃ, দক্ষিণপাদউরু সন্ধিতে—নৃং নমঃ, দক্ষিণ জঙঘার নিম্নসন্ধিতে— সিং নমঃ, দক্ষিণপাদাঙ্গুলীমূলে—হং নমঃ, দক্ষিণ পাদাঙ্গুল্যগ্রে—ভীং নমঃ, বামপাদোরু সন্ধিতে—ষং নমঃ বামপাদ মধ্য সন্ধিতে—ণং নমঃ, বামজঙ্ঘার নিম্ন সন্ধিতে—ভং নমঃ, বামপাদাঙ্গুলী মূলে—দ্রং নমঃ, বামপাদাঙ্গুলি অগ্রে—মৃং নমঃ, উদরে—ত্যুং নমঃ, হৃদয়ে—মৃং নমঃ, গলায়—ত্যুং নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে—নং নমঃ, বামপার্শ্বে—মাং নমঃ, উপরাঙ্গে—ম্যং নমঃ, ককুদি—হং নমঃ।

ব্যাপকন্যাস ঃ মূলমন্ত্রে সাতবার ব্যাপক ন্যাস করিবেন।

মূলমন্ত্র ঃ ওঁ উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্বতোমুখং, নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুর্মৃত্যুং নমাম্যহম্।।

ধ্যান ঃ ওঁ মাণিক্যাদিসমপ্রভং নিজরুচা সংত্রস্তরক্ষোগণং,
জানুন্যস্তকরাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্ভূষণম্।
বাহুভ্যাং ধৃতশঙ্খচক্রমনিশং দংষ্ট্রোগ্রবক্তোল্লসজ্জালাজিহ্মামুদার,
কেশর চয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভূম্।।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ নৃসিংহায় নমঃ।

জপমন্ত্র ঃ ওঁ আং হ্রীং ক্ষ্রৌঁ ক্রৌঁ হুঁ ফট্।

যথাশক্তি উপচারে পূজা জপ তর্পণ অভিষিঞ্চন করিয়া প্রণাম করিবেন।

ষড়ঙ্গ পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রং বীরং হৃদয়ায় নমঃ এইরূপে ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন।

আবরণ দেবতা পূজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—ওঁ গরুড়ায় নমঃ, ওঁ শঙ্করায় নমঃ, ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ হ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ, ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ, ওঁ বজ্রাদিভ্যো নমঃ। ওঁ প্রহ্লাদায় নমঃ। ওঁ সায়ুধবাহন পরিবারায়ৈ শ্রী নৃসিংহদেবতায়ৈ নমঃ।

পুনঃ পূজা করতঃ গুরুত্রয়, গণেশ প্রণাম করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ, তর্পণ, অভিষিঞ্চন প্রণাম স্তব করিয়া হোম ক রিবেন।

প্রণামমন্ত্র ঃ ওঁ পীতাম্বর মহাবিষ্ণো প্রহ্লাদ ভয়নাশকৃৎ।
যথা ভূতার্চ্চনে নাথ যথোক্ত-ফলদো ভব।।

দক্ষিণান্ত, অছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য সমাধান ও শান্তিজল প্রদান করিবেন।

শ্রীনৃসিংহ-স্তোত্রম্

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ-কেশবায় মহাত্মনে।
যন্নামকীর্ত্তনাৎ সদ্যো নরকাগ্নিঃ প্রশাম্যতি।। ১
ভক্তপ্রিয়ায় দেবায় রক্ষায় হরয়ে নমঃ।
লোকনাথায় শান্তায় যজ্ঞেশায়াদিমূর্ত্তয়ে।। ২
অনন্তায়াপ্রমেয়ায় নরসিংহায় তে নমঃ।
নারায়ণায় গুরবে শঙ্খচক্রগদাভৃতে।। ৩
বেদপ্রিয়ায় মহতে বিক্রমায় নমো নমঃ।

বরাহায়াপ্রতর্ক্যায় বেদাঙ্গায় মহীভৃতে।। ৪
নমো দ্যুতিমতে নিত্যং ব্রাহ্মণায় নমো নমঃ।
বামনায় বহুজ্ঞায় বেদবেদাঙ্গধারিণে।। ৫
বলিবন্ধনদত্তায় বেদপালায় তে নমঃ।
বিষ্ণবে সুরনাথায় ব্যাপিনে পরমাত্মনে।। ৬
চতুর্ভুজায় শুদ্ধায় শুদ্ধ দ্রব্যায় তে নমঃ।
জামদগ্ন্যায় রামায় দুষ্টক্ষত্রান্তকারিণে।। ৭
রামায় রাবণান্তায় নমস্তুভ্যং মহাত্মনে।
অস্মানুদ্ধর গোবিন্দ পূতিগন্ধান্নমোহস্তুহতে।। ৮
স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্যস্তু নিরয়ান্মুচ্যতে চ সঃ।
নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ স্বল্পঃ প্রত্যহং পাঠমাচরেৎ।। ৯
ইতি শ্রীনৃসিংহপুরাণে নারকিকৃত-শ্রীনৃসিংহ-স্তোত্রম্ সম্পূর্ণম্।।

শ্রীনৃসিংহকবচম্

নারদ উবাচ

ওঁ ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতে।
মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো।।
যস্য প্রপঠনাদ্বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।। ১

ব্রহ্মোবাচ

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন।
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্।। ২
যস্য প্রপঠনাদ্বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।। ৩
লক্ষ্মীর্জগৎত্রয়ং পাতি সংহর্তা চ মহেশ্বরঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভুবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ।। ৪
ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদিবিনিবারকম্।

যস্য প্রসাদাদ্দুর্বাসাস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ।। ৫
পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ।
ত্রৈলোক্যবিজয়সাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ।। ৬
ক্ষ্রৌঁ বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্।। ৭
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ।
কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌঁ হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম।। ৮
নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকম্।
দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাম্।। ৯
সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্বভূতবিনাশনায় চ।
সর্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচ দ্বয়ম্।
রক্ষ রক্ষ সর্বমন্ত্রং স্বাহা পাতু মুখং মম।। ১০
তারাদিরামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্‌গুদং মম।
ক্লীং পায়াৎ ভুজযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ।। ১১
নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীঁ ক্রৌঁ ক্ষোঁ চ হুঁ ফট্।
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু নমো ভগবতে পদম্।। ১২
বাসুদেবায় চ পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণায় ঊরুদ্বয়ম্।
ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনুত্তমঃ।। ১৩
ক্লীং গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্।
ক্ষোঁ নরসিংহায় ক্ষোঁঞ্চ সর্বাঙ্গং মে সদাবতু।। ১৪
ইতি তে কথিতং বৎস সর্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ।। ১৫
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্ণীয়াৎ কবচং ততঃ।

সর্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।। ১৬
শতমষ্টোত্তরঞ্চাস্য পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা সাধকসত্তমঃ।। ১৭
ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্বহ্য ভবনে লক্ষ্মীর্বাণী বসেৎ ততঃ।। ১৮
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।। ১৯
ভূর্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্।। ২০
যোষিদ্বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে ভুজে।
বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।। ২১
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ।। ২২
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।। ২৩
ভূতপ্রেত পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্।। ২৪
যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ।। ২৫
ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম নৃসিংহকবচং সমাপ্তম্।।

শ্রী শ্রী মহামৃত্যুঞ্জয় পূজা

পূর্বদিনে হবিষ্যান্ন ভোজন ও সংযত থাকিয়া, কর্ম্মদিবসে প্রাতক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক কর্মকর্ত্তা পদদ্বয় ধৌত করিয়া বস্ত্র পরিধান করতঃ মন্ত্রদ্বারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া (পৃঃ ২) গুরুজনদের প্রণাম পূর্বক অনুমতিবাক্য প্রার্থনা করিবেন(পৃঃ ৩)। অতঃপর শ্রীশ্রী গুরুদেব ইষ্টদেব বা দেবী ও বিঘ্ননাশক গণেশকে স্মরণ করয়িা কর্ম্মারম্ভ (উত্তরমুখে আসনে উপবেশন) করিবেন।। এরপর চার (৪) পৃষ্ঠায় জল পবিত্র করণ থেকে ৩৩ পৃষ্ঠায় ইষ্টপূজা পর্য্যন্ত কর্মসমাপন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ (নমঃ) কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ মহামৃত্যুঞ্জয়পূজা (পূজন) কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু এইভাবে স্বস্তি ও ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু বলিয়া স্বস্তি সূক্ত পাঠ করিয়া (পৃঃ ৩৮) তাম্রপাত্রে চাল-দূর্ব্বা বিকীরণ করিবেন। অতঃপর সাক্ষ্যমন্ত্রপাঠ (পৃঃ ৩৯) পাঠ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প ঃ কোষাতে পরিপূর্ণ জল, তিল, যব আতপচাল তুলসীপত্র, ফুল, দূর্ব্বা হরীতকী, কুশের ত্রিপত্র লইয়া উত্তরাভিমুখে বীরাসনে উপবেশন করতঃ বামহস্তে সঙ্কল্পপাত্র লইয়া দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন পূর্বক সঙ্কল্প বাক্যপাঠ করিবেন। শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (শূদ্রপক্ষে-দাসঃ স্ত্রীপক্ষে-অমুক গোত্রা শ্রী অমুকী দেবী, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে দাসী) (পরার্থে-অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ, শূদ্রপক্ষে-দাসস্য, স্ত্রীপক্ষে-অমুক গোত্রায়াঃ শ্রী অমুকী দেব্যাঃ স্ত্রীশূদ্রপক্ষে দাস্যাঃ) জীববদেতৎ স্থূল শরীরাদিবিরোধেন জন্মান্তরার্জ্জিত সর্বরোগাণাং (অমুক অমুক রোগ) ঋটিত্যুপশমনঃ অকালমৃত্যু নিবারণ দীর্ঘায়ুর্লাভঃ সর্ব্বাপচ্ছান্তি পূর্ব্বক শ্রী শ্রী মহামৃত্যুঞ্জয় প্রীতিকামঃ (স্ত্রীপক্ষে-কামা) যথোপকল্পিত পূজোপহারৈঃ গণেশাদি দেবতাপূজানন্তরং শ্রী শ্রী মহামৃত্যুঞ্জয় পূজা (পূজন) কর্ম্মাহং করিষ্যে, পরার্থে- করিষ্যামি। ঈশানকোণে সঙ্কল্পপাত্র উপুড় করিয়া, সঙ্কল্প পাত্র বামহস্তে স্পর্শ করতঃ দক্ষিণ হস্তে আতপচাল লইয়া সঙ্কল্প সূক্ত মন্ত্রে (পৃঃ ৪৭) সংঙ্কল্প পাত্রোপরি বিকীরণ করিবেন। অতঃপর সঙ্কল্প

পাত্রোপরি জল, ফুল, তালত্রয়,ঘন্টাধ্বনি দিয়া ৪৭ পৃষ্ঠায় সঙ্কল্পের প্রার্থনা মন্ত্রপাঠ করিবেন। ক্ষেত্রপালাদি পূজা পূর্ব্বক মাষ ভক্ত বলি, বিনায়কাদির পূজান্তে ভূতাপসারণ করিবেন। অন্যব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করিলে এই সময়ে ব্রহ্মাণ বরণ করিবেন। ব্রতীব্রাহ্মণ ২৫৭ পৃষ্ঠায় পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া ২৬১ পৃষ্ঠায় পীঠন্যাসান্তে ঋষ্যাদিন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ অস্য মন্ত্রস্য বামদেব ঋষিরনুষ্টুপ ছন্দঃ শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ো গিরিজাপতির্দেবতা হং বীজং রং শক্তিঃ উং কীলকং আয়ুর্বৃদ্ধিসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ। মস্তকে- ওঁ বামদেবঋষয়ে নমঃ, মুখে- ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে- ওঁ মহামৃত্যুঞ্জয়গিরিজাপতয়ে নমঃ, গুহ্যে- ওঁ হং বীজায় নমঃ, পদদ্বয়ে- ওঁ রং শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে- ওঁ উং কীলকায় নমঃ,।

করন্যাস ঃ ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাসঃ- ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ।ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং। ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

'ওঁ জুঁ সঃ' মন্ত্রে সাতবার বা পাঁচবার ব্যাপকন্যাস করিবেন। অতঃপর ২৬২ পৃষ্ঠায় মৃত্তিকাহরণ হইতে ২৬৩ পৃষ্ঠায় অষ্টদলপদ্মে শিবলিঙ্গ স্থাপনান্তে 'হ্রৌঁ' এই কুল্লুকা মন্ত্র মস্তকে দশবার জপ, 'ওঁ' মন্ত্র মুখে দশবার জপ করিবেন।

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া শিবে পুষ্পটি দিবেন।

ওঁ শম্ভুং প্রসন্নবদনং শূলিনং বৃষভাশ্রিতম্।
ভবানীবামভাগস্থং নমামি ব্রহ্মরূপিণম্।।

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ।।

পুনরায় ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প দিয়া মানসোপচারে পূজা, বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পীঠপূজা করিবেন।

পীঠপূজা ঃ অষ্টদলপদ্মের পূর্ব কেশর হইতে পূজা করিবেন- এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ বামায়ৈ নমঃ, এতেগন্ধপুষ্পেওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, এইক্রমে- ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ, ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কলবিকরণ্যৈ নমঃ, ওঁ বলবিকরণ্যৈ নমঃ, ওঁ বলপ্রমথিন্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বভূতদমন্যৈ নমঃ, অষ্টদলপদ্মের মধ্যস্থানে—ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ, ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্ম-শক্তি-যুক্তায়ানন্তায়-যোগপীঠাত্মনে নমঃ। পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহন করিবেন।

আবাহন ঃ শ্বেত চন্দন মিশ্রিত আকন্দ বা ধুতূরা পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্প মহামৃত্যুঞ্জয় শিবের মস্তকে দিয়া করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবেন—**ওঁ ত্রিলোচনো-পেতং পঞ্চবক্ত্রং বৃষারূঢ়ং।**

কপালশূল খড়্গ-খট্টাঙ্গ ধারিণং চন্দ্রমৌলিং।

সদাশিবমাদিত্যাধিদেবং রুদ্রমাবাহয়ামি।।

অতঃপর করদ্বয়ে পুষ্প-চাল-দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমহামত্যুঞ্জয় গিরিজাপতে দেবতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।।

প্রার্থনা ঃ করজোড়ে—ওঁ আগচ্ছ দেবদেবেশ লিঙ্গেঽস্মিন্ সুস্থিরো ভব।

স্থিরো ভূত্বা মহাদেব পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তুতে।।

ওঁ স্বামিন্ সর্ব্বজগন্নাথ যাবৎ পূজাবসানকম্।

তাবত্ত্বং প্রীতিভাবেন লিঙ্গেঽস্মিন্ সন্নিধোভব।।

ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরোভব যাবৎ পূজাং করোম্যহম্।।

অতঃপর সকলীকরণ করিয়া 'হুঁ 'মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, ধেনুমুদ্রাপ্রদর্শন পূর্ব্বক পরমীকরণ মুদ্রায় আচ্ছাদন করিবেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঃ লেলিহান মুদ্রায় আতপচাল-পুষ্প-অগর্ভাদূর্ব্বা লইয়া শিবের মস্তক স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন।

ওঁ হ্রাং হ্রীং ক্রোং হং যং রং লং বং শং ষং হং ক্ষং হোং অস্য শ্রীমহামত্যুঞ্জয়স্য গিরিজাপতের্দ্দেবতায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ।

ওঁ হ্রাং হ্রীং ক্রোং হং যং রং লং বং শং ষং হং ক্ষং হোং অস্য শ্রীমহামত্যুঞ্জয়স্য গিরিজাপতের্দ্দেবতায়াঃ জীব ইহস্থিতঃ।

ওঁ হ্রাং হ্রীং ক্রোং হং যং রং বং শং ষং হং ক্ষং হোং অস্য শ্রীমহামত্যুঞ্জয়স্য

গিরিজাপতের্দ্দেবতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি।

ওঁ হ্রাং হ্রীং ক্রোং হং যং রং লং বং শং ষং হং ক্ষং হোং অস্যশ্রীমহামত্যুঞ্জয়স্য গিরিজাপতের্দ্দেবতায়াঃ বাঙ্ মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণ প্রাণাঃ ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।।

করজোড়ে পাঠ করিবেন—ওঁ মনোজুতির্জুষতামাজস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং (যজ্ঞগুঁ) সমিমং দধাতু, বিশ্বেদেবাস ইহমাদয়ন্তো মোঁ প্রতিষ্ঠ।

ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু, অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ অস্মৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা।

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।।

পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান ঃ কুষীতে পঞ্চগব্য লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শিবের মাথায় পঞ্চগব্য প্রদান করিবেন-

ওঁ যোগে যোগে ত্বস্তরং বাজেবাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্র মুতয়ে।।

ইদং পঞ্চগব্যং ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ং গিরিজাপতিং দেবতাং স্নাপয়ামি।

পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান ঃ কুষীতে পঞ্চামৃত লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শিবের মাথায় পঞ্চামৃত দিবেন— **ওঁ পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপিয়ন্তি সস্রোতসঃ।**
সরস্বতী তু পঞ্চধা সো দেশেঽভবৎ সরিৎ।।

ইদং পঞ্চামৃতং ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ং গিরিজাপতি দেবতাং স্নাপয়ামি।

শুদ্ধজল দ্বারা স্নান ঃ কুষীতে জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শিবের মাথায় জল দিবেন— **ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টি বর্দ্ধনম্।**
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ।।

ইদং স্নানীয় জলং ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ং গিরিজাপতি দেবতাং স্নাপয়ামি।।

গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা ঃ যথা শক্তি উপচারে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিবেন। পৃষ্ঠানং- ১১০।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া তিনবার তর্পণ করিবেন——

ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ং গিরিজাপতিং দেবতাং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজমস্তকে দিবেন-
ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ং গিরিজাপতিং দেবতামভিষিঞ্চামি নমঃ।

— ঃ প্রধান পূজা ঃ—

শ্বেত চন্দন মিশ্রিত আকন্দ বা ধুতুরা পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্প শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ের মস্তকে দিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পঞ্চোপচারে/দশোপচারে/ষোড়শোপচারে পূজা করিবেন। উপচার উৎসর্গ (পৃষ্ঠানং-১১৬) করতঃ স্তুতি করিয়া বা স্তুতি না করিয়া নিবেদন করিবেন।

২৬৬ হইতে ২৭৮ পৃষ্ঠায় প্রর্থনা পর্য্যন্ত শিবপূজায় ন্যায় পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ায় গিরিজাপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ।

পূর্ব্বনিয়মে তিনবার তর্পণ ও অভিষিঞ্চন করিয়া দেবতার ষড়ঙ্গপূজা করিবেন। দ্রোণপুষ্প ১০৮ টি, শ্বেতকরবীপুষ্প ১০৮ টি, শ্বেতপদ্ম ১০৮ টি ফুল একটি একটি করিয়া শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় কে নিবেদন করিবেন।

ষড়ঙ্গপূজা ঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন——

এতেগন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। এইক্রমে—ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা। ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং। ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালের পূজা করিবেন।

পুনরায় ঋষ্যাদিন্যাস করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সায়ুধবাহন পরিবারায় জুঁ সঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ায় **গিরিজাপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ।**

গুরু পঙ্‌ক্তির প্রণাম করিয়া, 'ওঁ জুঁ সঃ' মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ পূর্ব্বক প্রাণায়াম, তর্পণ, অভিষিঞ্চন ও প্রণামান্তে স্তোত্র-কবচ পাঠ করিবেন।

মহামৃত্যুঞ্জয় কবচম্

শ্রীদেব্যুবাচ

দেবদেব মহেশান ভক্তানুগ্রহকারক।
যদি তুষ্টোঽসি মে দেব বদ মৃত্যুঞ্জয়াভিধম্।।
কবচং সর্বসিদ্ধীনাং ধারণং পরমাদ্ভুতম্।

দেহশুদ্ধিকরং নিত্যং মহামৃত্যুনিবারকম্।।

শ্রীশঙ্কর উবাচ

অপ্রকাশ্যমিদং দেবি নরলোকে বিশেষতঃ।
লক্ষবারং বারিতাসি স্ত্রীস্বভাবাদ্ধি পৃচ্ছসি।।
অদ্য প্রভৃতি কুত্রাপি ন কস্যচিৎ প্রকাশিতম্।
তব স্নেহান্ময়া খ্যাতং নাখ্যেয়ং যস্য কস্যচিৎ।।

অস্য শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় কবচস্য মহাকাল ভৈরব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়ো দেবতা অমুকস্য সর্বরোগমৃত্যুনিবারণার্থে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কারো মে শিরঃ পাতু নকারো মে ললাটকম্।
মকারো মে নেত্রযুগ্মং ত্রিবর্ণাত্মা মুখং সদা।।
জিহ্বাং মে সততং পাতু হৌংকারৈকাক্ষরোঽবতু।
মায়ারেফ সমাযুক্তো নকুলীশো হরপ্রিয়ঃ।।
বিন্দুযুক্তো ত্রিবর্ণাত্মা নাসাযুগ্মং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং শ্রোত্রযুগং পাতু হ্রীং কণ্ঠং মে সদাবতু ।।
সকারো হৃদয়ং পাতু চন্দ্রবর্ণো মহেশ্বরঃ।
হস্তৌ হরায় সততং নমঃ সপ্তাক্ষরোঽবতু।।
স্তনদ্বয়ং মে মৃত্যুঞ্চ মৃত্যুরূপী মহেশ্বরঃ।
ওঁ ওঁ হ্রীং নমঃ পাতু বাহুযুগ্মং ষড়ক্ষরঃ।।
ওঁ জুঁ হুঁ সঃ সদা পাতু হসৌ সোঽহং ধ্রুবান্তকঃ।
অষ্টাক্ষরো মহামন্ত্রঃ পাণিযুগ্মং মহেশ্বরঃ।।
ওঁ শঙ্করায় জঠরং নমঃ স্বাহা নবাক্ষরঃ।
নাভিং মে সততং পাতু মহামৃত্যুনিবারকঃ।।
ওঁ হ্রীং হ্রূ কটিদ্বন্দ্বং হ্রৌ জুঁ সঃ হস্তপৃষ্টকম্।
স্বাহা দশাক্ষরো মন্ত্রো মুষ্কযুগ্মং সদাবতু।।
ঐং হসক্ষমরযুং হংসঃ সোঽহং স্বাহা মহেশ্বরঃ।
উরুযুগ্মং জানুযুগ্মং বাহুযুগ্মং সদাবতু।।
স এব দ্বাদশার্ণোঽয়ং নমস্কারসমন্বিতঃ।
চতুর্দশার্ণঃ পাদৌ মে সর্বাঙ্গং পরিরক্ষতু।।
হকারো বহ্নিমারূঢ়ো বামকর্ণবিভুষিতঃ।
চন্দ্রার্দ্ধবিন্দুনাক্রান্তো লিঙ্গো মে সর্বদাবতু।।

ওঁ ত্র্যম্বকং তৎ সবিতুর্বরেণ্যঞ্চ যজামহে।
সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং জুঁ ভর্গো দেবস্য ধীমহি।।
মঃ উর্বারুকমিব বন্ধনাদ্ ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।
মৃত্যুর্ম্মুক্ষীয়মামৃতাৎ সর্বাঙ্গমভিরক্ষতু।।
ইতি তে কথিতং দিব্যং সারাৎ সারতরং মহৎ।
বিধিবদ্গ্রহণাদ্ যস্য মৃত্যুং মৃত্যুবশং নয়েৎ।।
যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা স মৃত্যুঞ্জয়রূপধৃক্।
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ বিবাদে ব্যবহারকে।।
সংগ্রামে কাননে দুর্গে সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।।
ভূর্জে চাষ্টগন্ধযুক্তং লিখিত্বা সাধুসাধিতম্।
স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্ যস্তু স মৃত্যুং জয়তি ধ্রুবম্।।
আত্মানং শিবরূপন্তু ধ্যাত্বা মন্ত্রং শতং জপন্।
মহারোগাতুরং ভূতং সাধয়েৎ সাধকোত্তমঃ।।
ইতি শ্রী রুদ্রযামলে উত্তরখণ্ডে শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয়কবচং সমাপ্তম্।।
ওঁ তৎসৎ ওঁ।।

আরত্রিক করিয়া অগ্নিস্থাপনান্তে ত্রিমধবক্ত গুলঞ্চ সমিধ দ্বরা হোম করিবেন।

দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য সমাধান পূবর্বক সংহারং মুদ্রায় নির্মাল্য দিয়া ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ, পূজা করিয়া 'ওঁ জুঁ সঃ শ্রীমহামৃত্যুঞ্জয় গিরিজাপতে দেবতে ক্ষমস্ব' বলিয়া বিসর্জন করতঃ শান্তিজল প্রদান করিবেন।

আরোগ্যার্থ সূর্য্যার্ঘ্য দান বিধি

নানাবিধ পাপ দুরারোগ্যব্যাধি, গ্রহদ্বারা পীড়িত হইলে দরিদ্রতা দোষ হইতে মুক্তি লাভের কামনায় এবং অকালমৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সূর্য্যার্ঘ্যদান করিতে হয়। শুক্লপক্ষের রবিবার যুক্ত সপ্তমী তিথিতে সূর্য্যার্ঘ্যদান প্রশস্ত। সূর্য্যার্ঘ্যদানের পূর্বদিনে ক্ষৌরকর্ম করিয়া নিরমিষাশী থাকিয়া কর্ম্মদিবসে প্রাতঃকৃত্য (মল, মূত্র, ত্যাগ, দন্তধাবন, স্নান ও প্রাতঃ সন্ধ্যা) সমাপন করতঃ বাস্তু মধ্যে গৃহবাহিরে চারিহাত দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও চারি আঙ্গুলি উচ্চতা বিশিষ্ট বেদি নির্মাণ করিবেন তাহার পূর্বদিকে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা একহস্ত পরিমাণ একটি খাত করিয়া এই খাত এমন ভাবে করিতে

হইবে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব তাহার উপর পড়ে। বেদি ও খাতের ভেতর গোময় লিপ্ত করিবেন। বেদির চারিকোণে দ্বারঘট, কলাগাছ বেদির উপর চন্দ্রাতপ, বনমালা, ফুলেরমালা প্রভৃতি দিয়া যজ্ঞমণ্ডপের ন্যায় সুসজ্জিত করিবেন।

কর্ম্মকর্ত্তা পদদ্বয় ধৌত করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করতঃ মন্ত্রদ্বারা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া (পৃঃ ২) গুরুজনদের প্রণাম পূর্বক অনুমতিবাক্য প্রার্থনা করিবেন(পৃঃ ৩)। অতঃপর শ্রীশ্রী গুরুদেব ইষ্টদেব বা দেবী ও বিঘ্ননাশক গণেশকে স্মরণ করয়িা কর্ম্মারম্ভ (আসনে উপবেশন) করিবেন। ইহার পর চার (৪) পৃষ্ঠায় জল পবিত্র করণ হইতে ৩৩ পৃষ্ঠায় ইষ্টপূজা পর্য্যন্ত কর্মসমাপন করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন ঃ- কুষিতে আতপচাল, দূর্ব্বা, ত্রিপত্রলইয়া বাম হস্তের উপর রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন করিয়া মন্ত্র বলিবেন - ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ সূর্য্যার্ঘ্যদান কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু এইভাবে স্বস্তি ও ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু বলিয়া স্বস্তি সূক্ত পাঠ করিয়া (পৃঃ ৩৮) তাম্রপাত্রে চাল-দূর্ব্বা বিকীরণ করিবেন। অতঃপর সাক্ষ্য মন্ত্রপাঠ পৃঃ ৩৯) পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প ঃ- কোষাতে পরিপূর্ণ জল, তিল, যব, আতপচাল তুলসীপত্র, ফুল, দূর্ব্বা হরীতকী, কুশের ত্রিপত্র লইয়া উত্তরাভি মুখে বীরাসনে উপবেশন করতঃ বামহস্তে সঙ্কল্পপাত্র লইয়া দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন পূর্বক সঙ্কল্প বাক্যপাঠ করিবেন।

শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (শূদ্রপক্ষে-দাসঃ স্ত্রীপক্ষে-অমুক গোত্রা শ্রী অমুকী দেবী, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে দাসী) (পরার্থে-অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ, শূদ্রপক্ষে-দাসস্য, স্ত্রীপক্ষে-অমুক গোত্রায়াঃ শ্রী অমুকী দেব্যাঃ স্ত্রীশূদ্রপক্ষে দাস্যাঃ) গোচর-বিলগ্নাদি-যথাস্থানাবস্থিতা-বলোকক-রব্যাদিনবগ্রহ-সংসূচিত-সংসূচ্যমান-সংসূচয়িষ্যমান-সর্ব্বারিষ্ট প্রশমন পূর্ব্বকং জীববদেতৎ স্থূল-শরীরাবিরোধেন জন্মান্তরার্জ্জিত সর্বরোগাণাং (অমুক অমুক রোগ) ঝটিতিপ্রশমন সর্ব্বাপচ্ছান্তি (বা দারিদ্র্যদোষোপশমন/অকালমৃত্যু প্রশমন/ সূর্য্যলোক মহীয় মানত্ব) কামঃ

(স্ত্রীপক্ষে-কামা) স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডোক্তবিধিনা যথাবিধ্যুপচারৈঃ শ্রী সূর্য্যপূজা (পূজন) পূর্ব্বকং ওঁ হংসাদিকশ্যপাত্মজান্তৈঃ সপ্ততি সংখ্যাতৈঃ প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তৈর্ণামাভিঃ সূর্য্যায় সপ্ততিসংখ্যার্ঘ্য দানমহং করিষ্যে। পরার্থে-করিষ্যামি। ঈশান কোণে সঙ্কল্পপাত্র উপুড় করিয়া, সঙ্কল্প পাত্র বামহস্তে স্পর্শ করতঃ দক্ষিণ হস্তে আতপচাল লইয়া সঙ্কল্প সূক্ত মন্ত্রে (পৃঃ ৪৭) সংঙ্কল্প পাত্রোপরি বিকীরণ করিবেন। অতঃপর সঙ্কল্প পাত্রোপরি জল, ফুল, তালত্রয়, ঘন্টাধ্বনি দিয়া ৪৭ পৃষ্ঠায় সঙ্কল্পের প্রার্থনা মন্ত্রপাঠ করিবেন। ক্ষেত্রপালাদি পূজা পূর্ব্বক মাষভক্তবলি, বিনায়কাদির পূজান্তে ভূতাপসারণ করিবেন। অন্যব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করিলে এই সময়ে ব্রাহ্মণ বরণ করিবেন।

ব্রতী ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করিলে ব্রাহ্মণ আরাধনা পদ্ধতি ৭৭ পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ করিয়া ৯০ পৃষ্ঠায় 'ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়' মন্ত্রে প্রাণায়াম ও 'ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়' মন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিয়া (পৃঃ ৯১) সাধারণ পীঠন্যাস করিয়া 'হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ' (পৃষ্ঠা নং ৯১) ইহার পর তত্ত্বমুদ্রায় গন্ধপুষ্প দ্বারা বিষ্ণু বিষয়ে পীঠন্যাস (পৃষ্ঠা ২১৪) করিবেন।

গুরুপঙ্‌ক্তি নমস্কার ঃ করজোড়ে প্রণাম করিবেন। নিজের বাম দিকে—ওঁ গুরুভ্যোনমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। নিজের দক্ষিণে—ওঁ গণেশায় নমঃ। শিরসি—ওঁ সূর্য্যায় নমঃ।

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ অস্য সূর্য্যমন্ত্রস্য দেবভাগঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যোদেবতা মমেষ্টসর্ব্বার্থসাধনে বিনিয়োগঃ। শিরসি - ওঁ দেবভাগ ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ওঁ আদিত্যদেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে—ওঁ বীজায় নমঃ, দুইপায়ে—ওঁ সূর্য্যায়শক্তয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে—ওঁ কীলকায় নমঃ।।

করণ্যাস ঃ ওঁ সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ সৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওঁ সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট, ওঁ সঃ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ সাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ সীং শিরসে স্বাহা, ওঁ সূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ সৈং কবচায় হুঁ, ওঁ সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ সঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

খাতশোধন ঃ পঞ্চগব্য দ্বারা ও পরে পঞ্চামৃত দ্বারা নিম্নমন্ত্রে খাতশোধন করিবেন। ওঁ বেদ্যা বেদি সমাপ্যতে বর্হিষা বহিরিন্দ্রিয়ম্।
যূপেন যূপাপ্যতে প্রণীতোঽগ্নিরগ্নিনা।
ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পুষ্ণোহস্তাভ্যামাদদে।
ওঁ সিঞ্চন্তি পরিসিঞ্চন্তি সিঞ্চন্তি চ পুনন্তি চ।
সুরায়ৈ বভৈব্রমদে কিন্ত্বো ভবন্তি কিন্ত্বাঃ।।

অতঃপর ঐখাতে পঞ্চশষ্য, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রখণ্ড সর্বৌষধি, মহৌষধি দিবেন।

খাত জল দ্বারা পূরণ ঃ শুদ্ধ জল দ্বারা খাতের অর্দ্ধাংশ নিম্নমন্ত্রে পূর্ণ করিবেন।
ওঁ আ কৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্।।

খাত বেষ্টন ঃ খাতের চারিকোণে তীর রোপণ করিয়া লাল সুতার দ্বারা সূত্রবেষ্টন পূর্বক চার আঙ্গুলি উচ্চতা বিশিষ্ট রক্তবস্ত্র দ্বারা খাত বেষ্টন করতঃ দূর্বা ও সূতার দ্বারা অক্ষসূত্র খাতে বন্ধন করিবেন।

ধ্যান ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্ত চন্দন মিশ্রিত লাল পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া খাতের মধ্যে পুষ্পটি দিবেন।
ওঁ রক্তাব্জযুগ্মাভয়দানহস্তং কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যং।
মাণিক্যমৌলিং দিননাথ মীড়ে বন্ধুক কান্তিং বিলসন্ত্রিনেত্রম্।।

মানস পূজা ঃ কূর্ম্ম মুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেত পুষ্প লইয়া ভক্তিভাবে হৃদয়ের কাছে ধরিয়া শ্রীসূর্য্যের ধ্যান করিয়া ঐপুষ্প নিজ মস্তকে দিবেন। হৃদয়দেশে বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল চিৎকরিয়া চোখ বন্ধ করিয়া শ্রীসূর্য্যকে হৃৎপদ্মে বসাইয়া শ্রীসূর্য্যের চরণে দেহমন প্রাণ ইন্দ্রিয় মনে মনে অর্পণ করিবেন, এবং মন্ত্রোচ্চারণ করিবেন পৃষ্ঠা নং - ৯৩

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন ঃ পৃষ্ঠা নং-৯৪

পুষ্পাঞ্জলি ঃ আকন্দ, করবী, জবা, পুষ্প লইয়া ধ্যান মন্ত্রোচ্চারণ করত তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন - এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

আবাহন ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান করতঃ খাতের জল মধ্যে দিবেন। অতঃপর করজোড়ে করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবেন।

ওঁ আবাহয়ামি দেবেশং সর্ব্বীজগতং বিভুং।
মমপূজাং গৃহাণেহ প্রসন্নো ভব সর্ব্বদা।।

ওঁভূর্ভুবস্বঃ কলিঙ্গদেশোদ্ভব কাশ্যপগোত্রং রক্তবর্ণং শ্রীসূর্য্যং আবাহয়ামি।।

অতঃপরে করদ্বয়ে চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন। ওঁ শ্রীসর্য্য ইহাগচ্ছ-ইহাগচ্ছ, ইহাতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব-ইহসন্নিরুদ্ধস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।

এরপর খাতের জলে 'হুং' মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা, 'বং' মন্ত্রেধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ঐ জলে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন।

গণেশাদিপঞ্চদেবতার পূজা ঃ পৃষ্ঠা নং ১১০

প্রধান পূজা ঃ রক্ত চন্দন মিশ্রিত আকন্দ করবী বা জবাপুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া খাতের জলে দিয়া ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন। উপচার উৎসর্গ (পৃষ্ঠানং-১১৬) করতঃ নিবেদন করিবেন।

পূজা মন্ত্র ঃ- ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

পূজামন্ত্রে যথাশক্তি উপাচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র ও বীজ মন্ত্র জপান্তে জপ বিসর্জন করিবেন।

গায়ত্রীমন্ত্র ঃ ওঁ সূর্য্যায় বিদ্মহে অঙ্গিরায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ।

বীজমন্ত্র ঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়/ক্লীং ঐং শ্রীং হ্রীং সূর্য্যায়/ ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রৌং হং সঃ সূর্য্যায় স্বাহা।।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক খাতের জলে সূর্য্যের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবেন ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক নিজ মস্তকে দিবেন ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যমভিষিঞ্চামি নমঃ ।

স্তুতিঃ ওঁ দাড়িমি পুষ্প সংকাশং কাশ্যপেয়ং কলিঙ্গজং।
বিশাখাতারকং দেবং মার্তণ্ডং প্রণমাম্যহম্।।
সহস্রজ্যোতিরাধার ছায়াভিরমণ প্রভো।
সর্বদোষ ক্ষয় কর গ্রহরাজ নমোঽস্তুতে।।

প্রাণাম ঃ করজোড়ে

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তরিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবা করম্।।

গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিবেন ঃ

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ছায়ায়ৈ নমঃ।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সংজ্ঞায়ৈ নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যমায় নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্যুলোকায় নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সপ্তাশ্বেভ্যো নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অদিতয়ে নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঊষায়ৈ নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সূর্য্যায়ৈ নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাশ্যপায় নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বৈবস্বতে নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মনবে নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সাবর্ণয়ে নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শনৈশ্চরায় নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রেবন্তায় নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রবাতায় নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাজ্ঞৈ নমঃ
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ

অধিদেবতা শিব পূজা ঃ পৃষ্ঠা নং ১১২

অধিষ্ঠাতৃদেবতা মাতঙ্গীপূজা

কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্ত বর্ণপুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া খাতের জলে ফুল সমর্পণ করিবেন।

ধ্যানঃ ওঁ শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাং।
বেদৈর্বাহুদণ্ডৈরসিখৈটক-পাশাঙ্কুশ-ধরাম্।।
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা।।

পুনরায় কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেত বর্ণপুষ্প লইয়া ধ্যান করতঃ নিজমস্তকে পুষ্পটি দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ ধ্যান করিয়া পুষ্পটি খাতের জলে দিয়া করদ্বয়ে চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন - ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ মাতঙ্গিদেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ রক্তচন্দন মিশ্রিত যন্ত্রপুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া খাতের জলে পুষ্পটি সমর্পণান্তে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা।।

পূজামন্ত্রে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র ও বীজমন্ত্র জপান্তে জপ বিসর্জ্জন করিবেন।

গায়ত্রী ঃ ওঁ মাতঙ্গ্যৈ বিদ্মহে শশিশেখরায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।।

বীজ ঃ ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা।।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক খাতের জলে দিবেন ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা মাতঙ্গীং তর্পয়ামি।

অভিষিঞ্চন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজ মস্তকে দিবেন— ওঁ হ্রীং ক্লীং হূং মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা মাতঙ্গীমভিষিঞ্চামি।

প্রণাম ঃ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে এ্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।।

প্রত্যাধিদেবতা বহ্নিপূজা

কূর্ম্মমুদ্রায় রক্তচন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া খাতের জলে পুষ্প সমর্পণ করিবেন।

ধ্যান ঃ ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষ ঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বহ্নয়ে নমঃ।

পুনরায় কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করতঃ নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন।

আবাহন ঃ ধ্যান করিয়াপুষ্পটি খাতের জলে দিয়া, করদ্বয়ে চাল-দূর্ব্বা-পুষ্প লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন-

ওঁ বহ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ-ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।

পূজা ঃ রক্ত চন্দন মিশ্রিত রক্তবর্ণের পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া খাতের জলে সমর্পণান্তে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ বহ্নয়ে নমঃ

পূজামন্ত্রে পঞ্চোপাচারে পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ 'ওঁ বহ্নয়ে নমঃ' মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ- তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক খাতের জলে দিবেন—
ওঁ বহ্নিং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজ মস্তকে দিবেন—
ওঁ বহ্নিমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ- ওঁ নমো নমস্তে ত্রিপুরারিচক্ষুষে, মখেশ্বরাণাং মখতামুপেয়ুষে।
চরাচরাণাং জঠরেষু সংস্থিতে, ত্রিধা বিভক্তায় নমোঽস্তু বহ্নয়ে।।

অবতার শ্রীরামচন্দ্র পূজা

পৃষ্ঠা - ৪৩১

শিলা লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা

কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেত বর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া খাতের জলে বা লক্ষ্মীনারায়ণ শিলায় ফুল সমর্পণ করিবেন—

ধ্যান ঃ ওঁ বিদ্যুচ্চন্দ্রনিভং বপুঃ কমলজা বৈকুণ্ঠয়োরেকতাং।
প্রাপ্তিং স্নেহরসেন রত্নবিলসদ্-ভূষাভরালঙ্কৃতম্।।

পদ্যাপঙ্কদর্পণান্ মণিময়ং কুম্ভং সরোজং গদাং।
শঙ্খং চক্রং মুনিবিভ্রদমিতাং দিশ্যাচ্ছ্রিয়ং বঃ সদা।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীনারায়ণায় বিষ্ণবে নমঃ।
পুনরায় কূর্ম্মমুদ্রায় শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান করতঃ নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন।

পূজা ঃ- শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেত বর্ণের পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া খাতে জলে সমর্পণান্তে পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ- ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীনারায়ণায় বিষ্ণবে নমঃ।

পূজামন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ 'ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীনারায়ণায় বিষ্ণবে নমঃ' মন্ত্র জপ করিয়া, জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ- তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক খাতের জলে দিবেন ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীনারায়ণবিষ্ণুং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চন ঃ কলসমুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজ মস্তকে দিবেন। ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীনারায়ণ বিষ্ণুমভিষিঞ্চামি নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ ত্রৈলোক্য পূজিতঃ শ্রীমন্ সদাবিজয়বর্ধন।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তুতে।

পুনঃপূজা ঃ শ্রীসূর্য্যের পঞ্চোপচারে বা যথাবিধি উপচারে পূজা করিয়া বলি উৎসর্গ করিবেন।

বলি উৎসর্গ ঃ পত্রোপরি গুড়যুক্ত অন্ন সাজাইয়া উৎসর্গ করিবেন—

বলি অভ্যুক্ষণ ঃ প্রথমে 'বং' মন্ত্রে জলের ছিটা দিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক অভ্যুক্ষণ করিবেন—এতস্মৈ গুড়ান্ন বলয়ে নমঃ।

বলিঅর্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ গুড়ান্নবলয়ে নমঃ।

অধিপতি পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

বলিসম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

মুদ্রা প্রদর্শন ঃ শঙ্খ ও গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিবেন।

বলি নিবেদন ঃ এষ বলিঃ ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

অর্ঘ্যদান

পাত্রোপরি জলপূর্ণ তাম্রপাত্রে কুঙ্কুম-গোরোচনা-রক্তচন্দন-রক্তকরবী-রক্তপুষ্প-দূর্বা-আতপচাল-কুশাগ্র-শ্বেতসরিষা-হরীতকী একত্রে লইয়া 'বং' মন্ত্রে জল দ্বারা শোধন করিয়া অভ্যুক্ষণ করিবেন।

অর্ঘ্যঅভ্যুক্ষণ ঃ এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ।

অর্ঘ্য পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ ওঁ অর্ঘ্যায় নমঃ

অধিপতি পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ দেবায়শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

অর্ঘ্য সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ

অর্ঘ্য নিবেদন ঃ জানুদ্বারা ভূমিস্পর্শ করিয়া অর্ঘ্যপাত্র মস্তকে ধারণ করতঃ শ্রী সূর্য্যকে অবলোকন (পরার্থে-রোগীকে স্মরণ) পূর্বক মন্ত্রপাঠান্তে খাতের জল মধ্যে দিবেন—

ওঁ দিশিদিশি তপনং মহোগ্রতাপনং জ্বলিত হুতাশন দীপ্ত তেজসম্।
তিথিকরণ-মুহূর্ত-কাল-চক্রং দিবসকরং শরণমুপৈমি সূর্য্যম্।।
ওঁ আদিত্য ভাস্কর রবে ভানো সূর্য্য দিবাকর।
প্রভাকর নমস্তুভ্যং রোগাদস্মাদ্ বিমোচয়।।

সামবেদে—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে।।

যজুর্বেদে—ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তোজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর।।

স্তোত্রপাঠ ঃ ওঁ বিকর্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোক প্রকাশকঃ শ্রীমাঁল্লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ।
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ।।
গভস্তি হস্তো ব্রহ্মা চ সর্বদেব নমস্কৃতঃ।
একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম।।
শরীরারোগ্যদশ্চৈব ধনবৃদ্ধিঃ যশঙ্করঃ।
স্তবরাজ ইতিখ্যাত স্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।।

প্রার্থনা ঃ হাঁটু গাড়িয়া করজোড়ে প্রার্থনা করিবেন -

ওঁ যন্মণ্ডলং ব্যাধিবিনাশদক্ষং, যদৃগ্ যজুঃ সামসু সম্প্রগীতম্।
প্রকাশিতং যেন চ ভূর্ভুবঃ স্বঃ পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।।
ওঁ নমস্তে বিশ্বরূপায় নমস্তে দিব্য চক্ষুষে।
নমস্তুভ্যং ত্রিলোকেশ সহস্রাদিত্য-বর্চসে।।

প্রদক্ষিণ ঃ করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে সাতবার প্রদক্ষিণ করিবেন—

ওঁ যানি কানি চ পাপানি জ্ঞাতাজ্ঞাতকৃতানি চ।
তানি সর্বাণি নশ্যন্তু প্রদক্ষিণং পদে পদে।।

প্রার্থনা ঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেন-----

ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

শ্রী সূর্য্যের সত্তর নামে সত্তরটি অর্ঘদান

১। **অর্ঘ্যসুসজ্জিতকরণ ঃ** পাত্রোপরি জলপূর্ণ তাম্রপাত্রে রক্তচন্দন- জবাপুষ্প-রক্তকরবীপুষ্প-আকন্দপুষ্প- দূর্ব্বা-আতপচাল-শ্বেতসরিষা-কুশাগ্র- হরীতকী একত্রে লইয়া 'বং' মন্ত্রে জল দ্বারা শোধন করিয়া অভ্যুক্ষণ করিবনে।

অর্ঘ্যঅভ্যুক্ষণ ঃ এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ।

অর্ঘ্যপূজা ঃ এতেগন্ধপুষ্পে এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ।

অধিপতি অর্চ্চনা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতেদধিপতয়ে ওঁ শ্রী বিষ্ণবে নমঃ।

অর্ঘ্য সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হংসায় নমঃ।

অর্ঘ্য নিবেদন ঃ জানুদ্বয় ভূমি স্পর্শ করিয়া অর্ঘ্যপাত্র মস্তকে ধারণ করতঃ শ্রী সূর্য্যকে আলোকন (পরার্থে-রোগীকে স্মরণ) পূর্ব্বক মন্ত্র পাঠান্তে খাতের জলে অর্ঘ্য নিবেদন করিবেন—

সমবেদীয় অর্ঘ্যদান মন্ত্র ঃ ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে।। ইদমর্ঘ্যং ওঁ হংসায় নমঃ।।

যর্জুবেদীয় অর্ঘ্যদান মন্ত্র ঃ

ওঁ এহিসূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরম।।
এষঃ অর্ঘ্যঃ ওঁ হংসায় নমঃ।।

সর্বসাধারণ অর্ঘ্যদান মন্ত্র ঃ

ওঁ দিশি দিশি তপনং মহোগ্রতাপনং জ্বলিত-হুতাশনদীপ্ত-তেজসম্।
তিথি-করণ-মুহূর্ত-কালচক্রং দিবসকরং শরণমুপৈমি সূর্য্যম্।।
এষঃ অর্ঘ্যঃ ওঁ হংসায় নমঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।

পুনরায় অর্ঘ্য সাজাইয়া পূর্বোক্ত বিধানে নিম্নলিখিত নামানুক্রমে অর্ঘ্য সম্প্রদান করিয়া অর্ঘ্য নিবেদন করিবেন—২।ওঁ ভানবে নমঃ। ৩। ওঁ সহস্রাংশবে নমঃ। ৪। ওঁ তপনায় নমঃ, ৫। ওঁ তাপনায় নমঃ। ৬। ওঁ রবয়ে নমঃ। ৭। বিকর্ত্তনায় নমঃ, ৮। ওঁ বিবস্বতে নমঃ, ৯। ওঁ বিশ্বকর্ম্মণে নমঃ। ১০ ওঁ বিভাবসবে নমঃ। ১১। ওঁ বিশ্বরূপায় (বিশ্বমুখায়) নমঃ। ১২। ওঁ বিশ্বকর্ত্রে নমঃ। ১৩। ওঁ মার্ত্তণ্ডায় নমঃ। ১৪। ওঁ মিহিরায় নমঃ। ১৫। ওঁ অংশুমতে নমঃ। ১৬। ওঁ আদিত্যায় নমঃ। ১৭। ওঁ উষ্ণগবে নমঃ। ১৮। ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। ১৯। ওঁ অর্য্যম্নে (অর্যমণে) নমঃ। ২০। ওঁ ব্রধ্নায় নমঃ।। ২১। ওঁ দিবাকরায় নমঃ। ২২। ওঁ দ্বাদশাত্মনে নমঃ। ২৩। ওঁ সপ্তহয়ায় নমঃ। ২৪। ওঁ ভাস্করায় নমঃ। ২৫। ওঁ অহস্করায় নমঃ। ২৬। ওঁ খগায় নমঃ। ২৭। ওঁ সূরায় নমঃ। ২৮। ওঁ প্রভাকরায় নমঃ। ২৯। ওঁ শ্রীমতে নমঃ। ৩০। ওঁ লোকচক্ষুষে নমঃ। ৩১। ওঁ গ্রহেশ্বরায় নমঃ ৩২। ওঁ ত্রিলোকেশায় নমঃ। ৩৩। ওঁ লোকসাক্ষিণে নমঃ। ৩৪। ওঁ তমোহরায় নমঃ, ৩৫। ওঁ শাশ্বতায় নমঃ, ৩৬। ওঁ শুচয়ে নমঃ। ৩৭। ওঁ গভস্তিহস্তায় নমঃ। ৩৮। ওঁ তীব্রাংশবে নমঃ। ৩৯। ওঁ তরণয়ে নমঃ। ৪০। ওঁ সুমহোরণয়ে নমঃ। ৪১। ওঁ দ্যুমণয়ে নমঃ। ৪২। ওঁ হরিদশ্বায় নমঃ। ৪৩। ওঁ অর্কায় নমঃ। ৪৪। ওঁ ভানুমতে নমঃ। ৪৫। ওঁ ভয়নাশায় নমঃ। ৪৬। ওঁ ছন্দোঽশ্বায় নমঃ। ৪৭। ওঁ বেদবেদ্যায় নমঃ। ৪৮। ওঁ ভাস্বতে নমঃ। ৪৯। ওঁ পূষ্ণে নমঃ। ৫০। ওঁ বৃষাকপয়ে নমঃ। ৫১। ওঁ ওঁ একচক্ররথায় নমঃ। ৫২। ওঁ মিত্রায় নমঃ। ৫৩। ওঁ মান্দ্যহরায় নমঃ। ৫৪। ওঁ তমিস্রঘ্নে নমঃ। ৫৫। ওঁ দৈত্যঘ্নে নমঃ। ৫৬। ওঁ পাপহর্ত্রে নমঃ। ৫৭ ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। ৫৮। ওঁ ধর্ম্ম [illegible]কায় নমঃ। ৫৯। ওঁ হেলিকায় নমঃ। ৬০। ওঁ চিত্রভানবে নমঃ। ৬১।

ওঁ কলিঘ্নায় নমঃ। ৬২। ওঁ তার্ক্ষ্যবাহনায় নমঃ। ৬৩। ওঁ দিক্‌পতয়ে নমঃ। ৬৪। ওঁ পদ্মিনীনাথায় নমঃ ৬৫। ওঁ কুশেশয়করায় নমঃ। ৬৬ ওঁ হরয়ে নমঃ। ৬৭। ওঁ ঘর্ম্মরশ্ময়ে নমঃ। ৬৮। ওঁ দুর্নিরীক্ষ্যায় নমঃ। ৬৯। ওঁ চণ্ডাংশবে নমঃ। ৭০। ওঁ কশ্যপাত্মজায় নমঃ।

অর্ঘ্যদানান্তে স্তবপাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ মন্ত্রে সাতবার প্রদক্ষিণ করতঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেন।

শ্রীসূর্য্য স্তব

ব্রহ্মোবাচ

নামভিঃ সংস্তুতো দেবো যৈরর্কঃ পরিতুষ্যতি।
তানি তে কীর্ত্তয়াম্যেষ যথাবদনু পূর্ব্বশঃ।।
নমঃ সূর্য্যায় নিত্যায় রবয়ে কার্য্যভানবে।
ভাস্করায় পতঙ্গায় মার্ত্তণ্ডায় বিবস্বতে।।
আদিত্যায়াদিদেবায় নমস্তেঽরশ্মিমালিনে।
দিবাকরায় দীপ্তায় অগ্নয়ে মিহিরায় চ।।
প্রভাকরায় মিত্রায় নমস্তেঽদিতিসম্ভবে।
নমো গোপতয়ে নিত্যং দিশাং চ পতয়ে নমঃ।।
নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ অর্য্যম্নে বরুণায় চ।
পূষ্ণে ভগায় মিত্রায় পর্জ্জন্যায়াংশবে নমঃ।।
নমো হিতকৃতে নিত্যং ধর্ম্মায় তপনায় চ।
হরয়ে হরিতাশ্বায় বিশ্বস্য পতয়ে নমঃ।।
বিষ্ণবে ব্রহ্মণে নিত্যং ত্র্যম্বকায় তথাত্মনে।
নমস্তে সপ্তলোকেশ নমস্তে সপ্তসপ্তয়ে।।
একস্মৈ হি নমস্তুভ্যং তুভ্যমেকরথায় চ।
জ্যোতিষাং পতয়ে নিত্যং সর্বপ্রাণ ভৃতে নমঃ।।
হিতায় সর্বভূতানাং শিবায়ার্ত্তিহরায় চ।
নমঃ পদ্মপ্রবোধায় নমো বেদাদিমূর্ত্তয়ে।।
কাধিজায় নমস্তুভ্যং নমস্তারাসুতায় চ।
ভীমজায় নমস্তুভ্যং পাবকায় চ বৈ নমঃ।।

বিকর্টায় নমো নিত্যং নমঃ কৃষ্ণায় নিত্যদা।
নমোস্ত্বহদিতি পুত্রায় নমো লক্ষ্ম্যায় নিত্যশঃ।।
এতান্যাদিত্যনামানি ময়া প্রোক্তানি বৈ পুরা।
আরাধনায় দেবস্য সর্বকামেন সুব্রত।।
সায়ং প্রাতঃ শুচির্ভূত্বা যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
স প্রাপ্নোত্যখিলান্ কামান্ যথাহং প্রাপ্তবান্ পুরা।।
প্রসাদাত্তস্য দেবস্য ভাস্করস্য মহাত্মনঃ।
শ্রীকামঃ শ্রিয়মাপ্নোতি ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মমাপ্নুয়াৎ।।
আতুরো মুচ্যতে রোগাদ্ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
রাজ্যার্থী রাজ্যমাপ্নোতি কামার্থী কামমাপ্নুয়াৎ।।
এতজ্জপ্যং রহস্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেবচ।
এতেন জপ্তমাত্রেণ নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।।
ইতি শ্রীভবিষ্যপুরাণে সপ্তমীকল্পে ব্রহ্মপ্রোক্ত সূর্য্যনামবর্ণনস্তোত্রং নামৈকসপ্ততিতমোঽধ্যায়।।

বশিষ্ঠ উবাচ

স্তবংস্তত্র ততঃ সাম্বঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
রাজন্নামসহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরম্।।
খিদ্যমানন্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা।
স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্বচনমব্রবীৎ।।

সূর্য্য উবাচ

সাম্ব সাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত।
অলং নাম সহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্।।
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা ত্বমবধারয়।।
ওঁ বিকর্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোক প্রকাশকঃ শ্রীমাঁল্লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ।
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ।।

গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্বদেব নমস্কৃতঃ।
একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদামম।।
শরীরারোগ্যদশ্চৈব ধনবৃদ্ধি যশস্করঃ।
স্তবরাজ ইতিখ্যাত স্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।।
য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেঽস্তমনোদয়ে।
স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।
কায়িকং বাচিকং চাপি মানসং যচ্চ দুষ্কৃতম্।
একজপ্যেন তৎ সর্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ।।
এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেবচ।
বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্য মন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈবচ।।
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্বব্যাধিহরঃ শুভঃ।।
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত।।
সাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্রোগাদ্ বিমুক্তবান্।।

ইতি সাম্বপুরাণে রোগাপনয়নে সূর্য্যবক্তবিনির্গত স্তবরাজবর্ণনং নাম পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।।

প্রণাম ঃ- ওঁ নমস্তে বিশ্বরূপায় নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমস্তুভ্যং ত্রিলোকেশ সহস্রাদিত্য বর্চ্চসে।।
ওঁ সর্ব্বদেব নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মম ভাস্কর।
দিবাকর নমস্তেঽস্তু প্রভাকর নমোঽস্তুতে।।

আদিত্য হৃদয় পাঠ ঃ পৃষ্ঠা নং - ৫৫৭

পুনরায় শ্রীসূর্য্যের করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া রক্তচন্দন-রক্তপুষ্প-বিজয়ধূপ ঘৃতপ্রদীপ-নৈবেদ্যাদি দ্বারা শ্রীসূর্য্যকে পূজা করতঃ পূর্বোক্ত বিধানে শ্রীসূর্য্যকে আরএকটি অর্ঘ্য দানান্তে 'হ্রীং হ্রীং সঃ' মন্ত্র ১০৮ বার জপান্তে তিনবার তর্পণ একবার অভিষিঞ্চন করিয়া প্রণাম করিবেন।

হোম ঃ স্বশাখোক্ত বিধিতে অগ্নিস্থাপন করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম করিবেন।
প্রকৃতকর্ম ঃ অগ্নিনামকরণ ঃ- ওঁ অগ্নেত্বং বলদনামাসি।
সমিধহোম ঃ পাত্রোপরি তিল-যব-ঘৃত-মধু-শর্করা মিশ্রিত ১০৮টি আকন্দ সমিধ রাখিয়া 'বং' মন্ত্রে শোধন পূর্ব্বক উৎসর্গ করিবেন।
সমিধ অভ্যুক্ষণ ঃ বামহস্ত দক্ষিণহস্তে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তেত্রিপত্রের দ্বারা জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সমিধে জলের ছিটা দিবেন—এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর শত সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল যবমিশ্রিতার্কসমিধ্ভ্যো নমঃ।
সমিধ অর্চনা ঃ পুষ্প লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে সমিধে পুষ্প দিবেন—এতে গন্ধ পুষ্পে এতাভ্যঃ অষ্টোত্তর-শত সংখ্যক-ত্রিমধ্বক্ত-তিল-যব মিশ্রিতার্কসমিধ্ভ্যো নমঃ।
অধিপতি পূজা ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে বনস্পতয়ে নমঃ।
সমিধ সম্প্রদান ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।
অভিলাপ বাক্য ঃ দক্ষিণ হস্তে হরীতকী ত্রিপত্র তিল তুলসীপত্র বাক্য পাত্রে একত্রে ধরিয়া বাম হস্ত উপুড় করিয়া সমিধ স্পর্শ পূর্বক মন্ত্র বলিবেন—শ্রীবিষ্ণু ..... দেবশর্ম্মা সঙ্কল্পিত শ্রী সূর্য্যার্ঘ্য দান কর্ম্মণি শ্রী সূর্য্যপ্রীতয়ে অষ্টোত্তরশত সংখ্যক ত্রিমধ্বক্ত তিল যব মিশ্রিতার্কসমিদ্ভিঃ একৈকশঃ ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহেতি মন্ত্রোচ্চারণেন শ্রীসূর্য্যস্য হোমমহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)।।
অগ্নিতে সমিধ প্রদান ঃ নিম্নমন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক ত্রিমধ্বক্ত তিল যব মিশ্রিত অর্ক সমিধ একটি একটি অগ্নিতে প্রদান করিবেন। সামবেদে অমন্ত্রক প্রত্যাহুতি রাখিবেন এবং যজুর্বেদে মন্ত্রপাঠ পূর্বক প্রত্যাহুতি রাখিবেন।
সামবেদে ঃ ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো, নিবেশয়ন্নমৃতংমর্ত্যঞ্চ। হরিণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা।।
যজুর্বেদে ঃ ওঁ আকৃষ্ণেন ..... পশ্যন্ স্বাহা।। ইদং শ্রী সূর্য্যায়।
স্রুবপূর্ণ ত্রিমধ্বক্ত তিল যব লইয়া একাহুতি দিবেন, সামবেদে অমন্ত্রক ও যজুর্বেদে মন্ত্রপাঠ সহকারে প্রত্যাহুতি রাখিবেন।

ওঁ সায়ুধায় সবাহনায় সপরিবারায় ওঁ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।

একাহুতি দিবেন ঃ ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ মাতঙ্গ্যৈ স্বাহা, ওঁ বহ্নয়ে স্বাহা। ওঁ রামচন্দ্রায় স্বাহা, ওঁ লক্ষ্মীনারায়ণায় বিষ্ণবে স্বাহা। অতঃপর ওঁ হংসায় স্বাহা, ওঁ ভানবে স্বাহা ইত্যাদি ক্রমে একাহুতি দিবেন। আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদি দিকপালের হোম করিয়া উদীচ্য কর্ম্ম করিবেন।

দক্ষিণান্ত ঃ (ব্রাহ্মণ দক্ষিণা) কাঞ্চনমূল্য উৎসর্গ করিয়া বাক্য বলিবেন— শ্রীবিষ্ণু ..... দেবশর্ম্মা গোচর..... কামনয়া কৃতৈতৎ স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডোক্ত বিধিনা যথাবিধ্যুপচারৈঃ শ্রীশ্রী সূর্য্যপূজা (পূজন) পূর্ব্বকং ওঁ হংসাদি কশ্যপাত্মজান্তৈঃ সপ্ততিসংখ্যাতৈঃ প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তৈর্নামাভিঃ সূর্য্যায় সপ্তুতি-সংখ্যকার্ঘ্য-দানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কঞ্চনমূল্যং হরীতকীফলং অর্চিতং শ্রী বিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় ব্রাহ্মণায় অহং সম্প্রদদে (পরার্থে দদানি)।।

দেব দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য উৎসর্গ করিয়া বাক্য বলিবেন— শ্রীবিষ্ণু ..... দেবশর্ম্মা গোচর..... কামনয়া কৃতৈতৎ স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ডোক্ত বিধিনা যথাবিধ্যুপচারৈঃ শ্রীশ্রী সূর্য্যপূজা (পূজন) পূর্ব্বকং ওঁ হংসাদি কশ্যপাত্মজান্তৈঃ সপ্ততি সংখ্যাতৈঃ প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তৈর্নামাভিঃ সূর্য্যায় সপ্ততি সংখ্যকার্ঘ্য-দানকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং হরীতকীফলং অর্চিতং শ্রী বিষ্ণুদৈবতং কাশ্যপগোত্রায় শ্রী সূর্য্যায় অহং সম্প্রদদে, পরার্থে দদানি।।

বিশেষার্ঘ্য উত্তোলন ঃ পৃষ্ঠা ২০৩

সামান্যর্ঘ্য উত্তোলন ঃ ২০৩

আত্ম সমর্পণ ঃ ২০৩

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ কৃতৈতৎ স্কন্দপুরাণান্তর্গতকাশীখণ্ডোক্তবিধিনা যথা বিধ্যুপচারৈঃ শ্রীশ্রী সূর্য্যপূজা (পূজন) পূর্ব্বকং ওঁ হংসাদি কশ্যপাত্মজান্তৈঃ সপ্ততি সংখ্যাতৈঃ প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তৈর্ণামাভিঃ সূর্য্যায় সপ্ততি-সংখ্যকার্ঘ্য-দান কর্ম অচ্ছিদ্রমস্তু। ওঁ অস্তু।। বৈগুণ্য করিয়া রোগীকে শান্তিজল দিবেন।

কবচ সংস্কার

পূর্বদিনে হবিষ্যান্নভোজন ও সংযত থাকিয়া, কর্ম্মদিবসে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক তিলক আচমন হইতে ইষ্টপূজা ও গুর্ব্বাদি নানাদেবতার অর্চনা করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ অমুক কবচ সংস্কার কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু এইভাবে স্বস্তি ও ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু বলিয়া স্বস্তি সূক্ত পাঠ করিয়া (পৃঃ ৩৮) তাম্রপাত্রে চাল-দূর্ব্বা বিকীরণ করিবেন। অতঃপর সাক্ষ্য মন্ত্রপাঠ পৃঃ ৩৯) পাঠ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প ঃ কোষাতে পরিপূর্ণ জল, তিল, যব আতপচাল তুলসীপত্র, ফুল, দূর্ব্বা হরীতকী, কুশের ত্রিপত্র লইয়া উত্তরাভিমুখে বীরাসনে উপবেশন করতঃ বামহস্তে সঙ্কল্পপাত্র লইয়া দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন পূর্বক সঙ্কল্প বাক্যপাঠ করিবেন।

শ্রীবিষ্ণুরোঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (শূদ্রপক্ষে-দাসঃ স্ত্রীপক্ষে-অমুক গোত্রা শ্রী অমুকী দেবী, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে দাসী) (পরার্থে-অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণঃ, শূদ্রপক্ষে-দাসস্য, স্ত্রীপক্ষে-অমুক গোত্রায়াঃ শ্রী অমুকী দেব্যাঃ স্ত্রীশূদ্রপক্ষে দাস্যাঃ) অমুক দেবতা প্রীতিকামঃ (স্ত্রীপক্ষে—কামা) অমুক কবচ ধারণার্থং অমুক কবচ সংস্কারমহং করিষ্যে, পরার্থে—করিষ্যামি।।

স্বশাখোক্ত সঙ্কল্প সূক্তপাঠ করিয়া, ব্রতীব্রাহ্মণ দ্বারা কর্ম্ম করাইলে ব্রাহ্মণ বরণ করিবেন। পঞ্চগব্য-পঞ্চামৃত শোধন করতঃ গুরুপূজাদি ন্যাসান্ত করিয়া গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিবেন। ভূর্জ্জপত্রোপরি কবচ অষ্টগন্ধ দ্বারা স্বর্ণকলমের সহিত লিখিয়া, স্বর্ণ বা রৌপ্য কবচের ভেতর রাখিয়া সুন্দরভাবে আটক করিবেন। এমন ভাবে আটক করিবেন জল যেন প্রবেশ করতে না পারে। অতঃপর পাত্রোপরি কবচ স্থাপন করিয়া 'ওঁ হ্রৌং' মন্ত্র কবচে অষ্টোত্তর শত বার জপ করিবেন। 'ওঁ হ্রৌং' মন্ত্রে পঞ্চগব্য অষ্টোত্তর শত বার কবচে দিবেন। এরপর কবচটিকে স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিয়া পঞ্চামৃত

'ওঁ হ্রৌং' মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত বার দিবেন। দুগ্ধের দ্বারা পূজিত দেবতার মূলমন্ত্রে কবচ স্নানের পর পুনরায় শুদ্ধজল দ্বারা স্নান করাইয়া ধূপ নিবেদন করিবেন। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা, দুগ্ধ, শীতলজল, চন্দন-কস্তুরী-কুঙ্কুম দকের সহিত স্নান করাইয়া অষ্ট কলস ও পঞ্চকষাযুক্ত জলের দ্বারা স্নান করাইবেন।

কবচ জল হইতে লইয়া শুদ্ধবস্ত্র দ্বারা পরিষ্কার করিয়া স্বর্ণপাত্রের উপর রাখিয়া ত্রিপত্র দ্বারা কবচ স্পর্শ করিয়া কবচগায়ত্রী অষ্টোত্তর শতবার জপ করিবেন—'ওঁ কবচায় বিদ্মহে মহাকবচায় ধীমহি তন্নঃ কবচ প্রচোদয়াৎ।'

অতঃপর একই ভাবে কবচ স্পর্শ করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রপাঠ করিবেন—অস্য প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রস্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাণি ছন্দাংসি চৈতন্যো দেবতা প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ।।

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবস্য (স্ত্রী-দেবতায়াঃ) প্রাণা ইহ প্রাণাঃ।। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবস্য (স্ত্রী-দেবতায়াঃ) জীব ইহ স্থিতঃ।

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবস্য (স্ত্রী-দেবতায়াঃ) সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি।

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ অমুকদেবস্য (স্ত্রী-দেবতায়াঃ) বাঙ্মনশ্চক্ষুস্ত্বক্ শ্রোত্রঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।।

আবাহন করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করতঃ যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া ষড়ঙ্গের পূজা করিবেন। অতঃপর পট্টসূত্র, দর্পণ, চামর, ঘণ্টা দান করতঃ মূলমন্ত্র অষ্টোত্তর শত বার জপ করিয়া অষ্টোত্তর শত বার আহুতি প্রদান করতঃ প্রত্যাহুতি কবচে দিবেন। দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

নারায়ণোপনিষৎ

মায়াতৎকার্যমখিলং যদ্বোধাদ্ যাত্যপহ্নবম্।
ত্রিপান্নারায়ণাখ্যং তৎ কলয়ে স্বাত্মমাত্রতঃ।।
ওঁ সহনাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।।
তেজস্বিনা-বধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ওঁ অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি। নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি চ। খংবায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে। নারায়ণাদ্রুদ্রো জায়তে। নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে।। নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে।। নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সর্বানি চ্ছন্দাংসি। নারায়ণাদেব সমুৎপদ্যন্তে।। নারায়ণাৎ প্রবর্তন্তে।। নারায়ণে প্রলীয়ন্তে। এতদ্ ঋগ্বেদশিরোঽধীতে।। ১ ।।

অথ নিত্যো নারায়ণঃ।। ব্রহ্ম নারায়ণঃ।। শিবশ্চ নারায়ণঃ।। শক্রশ্চ নারায়ণঃ।। কালশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ নারায়ণঃ। বিদিশশ্চ নারায়ণঃ।। ঊর্ধ্বং চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ।। অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ।। নারায়ণ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্।। নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ।। য এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি স বিষ্ণুরেব ভবতি। য এতদ্ যজুর্বেদশিরোঽধীতে।। ২।।

ওঁ মিত্যগ্রে ব্যাহরেৎ। নম ইতি পশ্চাৎ।। নারায়ণায়েত্যুপরিষ্টাৎ।। ওমিত্যেকাক্ষরম্।। নম ইতি দ্বে অক্ষরে।। নারায়ণায়েতি পঞ্চ াক্ষরাণি।। এতদ্বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদম্।। যো হ বৈ নারায়ণস্যাষ্টাক্ষরং পদমধ্যেতি। অনপব্রুবঃসর্বমায়ুরেতি।।বিন্দতে প্রাজাপত্যং রায়স্পোষং গৌপত্যং ততোঽমৃতত্বমশ্নুতে ততোঽমৃতত্বমশ্নুত ইতি।

এতৎসামবেদশিরোঽধীতে।। ৩।। প্রত্যগানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপম্।। অকার উকারো মকার ইতি।। তা অনেকধা সমভবৎ তদেতদোমিতি যমুক্ত্বা মুচ্যতে যোগী জন্মসংসার বন্ধনাৎ।। ওঁ নমো নারায়ণায় ইতি মন্ত্রোপাসকো বৈকুণ্ঠ-ভবনং গমিষ্যতি।। তদিদং পুণ্ডরীকং বিজ্ঞানঘনং। তস্মাৎ তড়িদাভমাত্রম্। ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।। ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরচ্যুত ইতি।। সর্বভূতস্থমেকং বৈ নারায়ণং কারণ-পুরুষমকারণং পরং ব্রহ্ম ওম্। এতদথর্বশিরো যোঽধীতে ।। ৪।।

প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি। সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি।। তৎসায়ংপ্রাতরধীয়ানো অপাপো ভবতি ।। মধ্যন্দিনমাদিত্যাভিমুখোঽধীয়ানঃ পঞ্চ মহাপাতকোপপাতকাৎ প্রমুচ্যতে। সর্ববেদপারায়ণ পুণ্যং লভতে।। নারায়ণসাযুজ্যমবাপ্নোতি।। শ্রীমন্নারায়ণ-সাযুজ্যমবাপ্নোতি য এবং বেদ,।। ইতি নারায়ণোপনিষৎ সমাপ্তা।

বিষ্ণুকবচ

হরিরুবাচ

সর্ব ব্যাধিহরং বক্ষ্যে বৈষ্ণবং কবচং শুভম্।
যেন রক্ষা কৃতা শম্ভোর্নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।
প্রণম্য দেবমীশানমজং নিত্যমনাময়ম্।
দেবং সর্বেশ্বরং বিষ্ণুং সর্বব্যাপিন-মব্যয়ম্।।
বন্ধাম্যহং প্রতীকারং নমস্কৃত্য জনার্দ্দনম্।
অমোঘাপ্রতিমং সর্বং সর্বদুঃখনিবারণম্।।
বিষ্ণুর্মামগ্রতঃ পাতু কৃষ্ণো রক্ষতু পৃষ্ঠতঃ।
হরির্মে রক্ষতু শিরো হৃদয়ঞ্চ জনার্দ্দনঃ।।

মনো মম হৃষীকেশো জিহ্বাং রক্ষতু কেশবঃ।
পাতু নেত্রে বাসুদেবঃ শ্রোত্রে সঙ্কর্ষণো বিভুঃ॥
প্রদ্যুম্নঃ পাতু মে ঘ্রাণমনিরুদ্ধস্তু চর্ম্ম চ।
বনমালী গলস্যান্তং শ্রীবৎসো রক্ষতামধঃ।
পার্শ্বং রক্ষতু মে চক্রী বামং দৈত্যনিবারণঃ।
দক্ষিণন্তু গদা দেবী সর্বাসুরনিবারিণী।
উদরং মুষলং পাতু পৃষ্ঠং মে পাতু লাঙ্গলম্।
ঊর্দ্ধং রক্ষতু মে শার্ঙ্গং জঙ্ঘে রক্ষতু নন্দকঃ॥
পার্ষ্ণি রক্ষতু শঙ্খশ্চ পদ্মং মে চরণাবুভৌ।
সর্বকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং পাতু মাং গরুড়ঃ সদা॥
বরাহো রক্ষতু জলে বিষমেষু চ বামনঃ।
অটব্যাং নরসিংহশ্চ সর্বতঃ পাতু কেশবঃ॥
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ হিরণ্যং মে প্রযচ্ছতু।
সাংখ্যাচার্য্যস্তু কপিলো ধাতুসাম্যং করোতু মে॥
শ্বেত-দ্বীপনিবাসী চ শ্বেতদ্বীপং নয়ত্বজঃ।
সর্বান্ শত্রূন্ সূদয়তু মধুকৈটভসূদনঃ॥
বিষ্ণুঃসদা বিকিরতু কিল্বিষং মম বিগ্রহাৎ।
হংসো মৎস্যস্তথা কূর্ম্মঃ পাতু মাং সর্বতো দিশঃ॥
ত্রিবিক্রমস্তু মে দেবঃ সর্বান্ পাপান্ নিকৃন্ততু।
তথা নারায়ণো দেবো বুদ্ধিং পালয়তাং মম॥
শেষো মে নির্ম্মলং জ্ঞানং করোত্বজ্ঞাননাশনম্।
বড়বাস্যো নাশয়তু কল্মষং যৎ কৃতং ময়া॥
পদ্ভ্যাং দদাতু পরমো মুখং মূর্ধ্নি মম প্রভুঃ।
দত্তাত্রেয়ঃ কলয়তু সপুত্র-পশু-বান্ধবম্॥
সর্বানরীন্ নাশয়তু রামঃ পরশুনা মম।

রক্ষোঘ্নস্তু দাশরথিঃ পাতু নিত্যং মহাভুজঃ॥
শত্রূন্ হলেন মে হন্যাদ্রামো যাদবনন্দনঃ।
প্রলম্ব-কেশি-চাণূর-পূতনাকংসনাশনঃ॥
কৃষ্ণস্য যে বালভাবঃ স মে কামান্ প্রযচ্ছতু ॥
অন্ধকারতমোঘোরং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
পশ্যামি ভয়সন্ত্রস্তঃ পাশহস্তমিবান্তকম্॥
ততোঽহং পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতং শরণং গতম্।
ধন্যোঽহং নির্ভয়ো-নিত্যং যস্য মে ভগবান্ হরিঃ॥
ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং সর্বোপদ্রবনাশনম্।
বৈষ্ণবং কবচং বদ্ধা বিচরামি মহীতলে।
অপ্রধৃষ্যোঽস্মি ভূতানাং সর্বদেবময়োঽহ্যহম্।
স্মরণাদ্দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ॥
সিদ্ধির্ভবতু মে নিত্যং যথামন্ত্রমুদাহৃতম্॥
যো মাং পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং যঞ্চ পশ্যামি চক্ষুষী।
সর্বেষাং পাপদুষ্টানাং বিষ্ণুর্বধ্নাতি চক্ষুষী॥
বাসুদেবস্য যচ্চক্রং তস্য চক্রস্য যে ত্বরাঃ।
তে হি ছিন্দন্তু পাপান্মে মম হিংসন্তু হিংসকান্॥
রাক্ষসেষু পিশাচেষু কান্তারেষ্বটবীষু চ।
বিবাদে রাজমার্গেষু দ্যূত্যেষু কলহেষু চ॥
নদীসন্তরণে ঘোরে সম্প্রাপ্তে প্রাণসংশয়ে।
অগ্নি-চৌরনিপাতেষু সর্বগ্রহনিবারণে॥
বিদ্যুৎসর্পবিষোদ্বেগে রোগেঽথ বিঘ্নসঙ্কটে।
জাপ্যমেতজ্জপেন্নিত্যং শরীরে ভয়মাগতে ॥
অয়ং ভগবতো মন্ত্রো মন্ত্রাণাং পরমো মহান্।
বিখ্যাতং কবচং গুহ্যং সবর্বপাপপ্রণাশনম্।

স্বমায়াকৃতনির্মাণ-কল্পান্তগহনো মহৎ।
অনাদ্যন্ত জগদ্বীজ পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে ॥
ইতি শ্রীগারুড়পুরাণে বিষ্ণুকবচং সমাপ্তম্।

বৈষ্ণবং যর্জুঃ- ওঁ বিষ্ণো ররাট-মসি, বিষ্ণোঃ শপ্ত্রে স্থো, বিষ্ণোঃ স্যূরসি, বিষ্ণোর্ধ্রুবোঽসি। বৈষ্ণব-মসি,বিষ্ণবে ত্বা।।

শ্রী শ্রী বিষ্ণুসহস্রনাম

রুদ্রশাপবিমোচন

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ। অস্য শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনাম্নাং রুদ্রশাপবিমোচন মন্ত্রস্য মহাদেব-ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীরুদ্রানুগ্রহশক্তির্দেবতা সুরেশঃ শরণং শর্মেতি বীজং অনন্তহুতভুগ্‌ভোক্তেতি শক্তিঃ সুরেশ্বরায়েতি কীলকং রুদ্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।।

করন্যাস ঃ

ওঁ ক্লীং হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীং হ্রীং তর্জনীভ্যাম্ স্বাহা।
ওঁ ক্লীং হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ক্লীং হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ।
ওঁ ক্লীং হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লী হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ষড়ঙ্গন্যাস ঃ

ওঁ ক্লীং হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্লীং হ্রীং শিরসে স্বাহা।
ওঁ ক্লীং হ্রুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ক্লীং হ্রৈং কবচায় হুং।
ওঁ ক্লীং হ্রৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লীং হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান ঃ (কূর্ম্মমুদ্রায় ফুল লইয়া ধ্যান করতঃ বিষ্ণুকে সমর্পণ করিবেন)—ওঁ তমাল-শ্যামল-তনুং পীতকৌশেয়বাসসং।
বর্ণমূর্তিময়ং দেবং ধ্যায়েন্নারায়ণং বিভুম্।।

জপ ঃ নিম্নমন্ত্র ১০ বার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।
ওঁ ক্লীং হ্লাং হ্লীং হ্লুং হ্লৈং হ্লৌং হ্লঃ স্বাহা।

প্রার্থনা ঃ শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামস্তব রুদ্রশাপবিমুক্তো ভব।। ইতি অগস্ত্যসংহিতায়াং শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনাম্নাং রুদ্রশাপবিমোচন বিধিঃ।

প্রার্থনা

বিষ্ণোর্নাম সহস্রস্য বেদব্যাসো মহান্‌ঋষিঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ তথা দেবো ভগবান্ দেবকীসূতঃ।।
অমৃতাংশূদ্ভবো বীজং শক্তির্দেবকীনন্দনঃ।
ত্রিসামা হৃদয়ং তস্য শান্ত্যর্থে বিনিযুজ্যতে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম-স্তোত্রম্

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বা ধর্মানশেষেণ পাবনানি চ সর্বশঃ।
যুধিষ্ঠিরঃ শান্তনবং পুনরেবাভ্যভাষতঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিমেকং দৈবতং লোকে কিং বাপ্যেকং পরায়ণম্।
কং স্তুবন্তঃ কমর্চন্তঃ প্রাপ্নুয়ুর্মানবাঃ শুভম্।। ২
কো ধর্মঃ সর্বধর্ম্মাণাং ভবতঃ পরমো মতঃ।
কিং জপন্মুচ্যতে জন্তুর্জন্ম-সংসার-বন্ধনাৎ।। ৩

ভীষ্ম উবাচ

জগৎপ্রভুং দেবদেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্।
স্তুবন্নামসহস্রেণ পুরুষঃ সততোত্থিতঃ।। ৪
তমেবাভ্যর্চ্চয়েন্নিত্যং ভক্ত্যা পুরুষমব্যয়ম্।
ধ্যায়ন্ স্তুবন্নমস্যংশ্চ যজমানস্তমেব চ।। ৫
অনাদিনিধনং বিষ্ণুং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
লোকাধ্যক্ষং স্তুবন্নিত্যং সর্বদুঃখাতিগো ভবেৎ।। ৬
ব্রহ্মণ্যং সর্বধর্মজ্ঞং লোকানাং কীর্তিবর্দ্ধনম্।
লোকনাথং মহদ্ভুতং সর্বভূতভবোদ্ভবম্।। ৭
এষ মে সর্বধর্ম্মাণাং ধর্ম্মোঽধিকতমো মতঃ।
যদ্ভক্ত্যা পুণ্ডরীকাক্ষং স্তবৈরর্চ্চেন্নরঃ সদা।। ৮
পরমং যো মহত্তেজঃ পরমং যো মহত্তপঃ।
পরমং যো মহদ্ব্রহ্ম পরমং যঃ পরায়ণম্।। ৯
পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাং যোঽব্যয়ঃ পিতা।। ১০
যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে।
যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে।। ১১
তস্য লোকপ্রধানস্য জগন্নাথস্য ভূপতে।
বিষ্ণোর্নামসহস্রং মে শৃণু পাপভয়াপহম্।। ১২
যানি নামানি গৌণানি বিখ্যাতানি মহাত্মনঃ।
ঋষিভিঃ পরিগীতানি তানি বক্ষ্যামি ভূতয়ে।। ১৩
ওঁ বিষ্ণুং জিষ্ণুং মহাবিষ্ণুং প্রভবিষ্ণুং মহেশ্বরম্।
অনেকরূপ দৈত্যান্তং নমামি পুরুষোত্তমম্।। ১৪

অস্য শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনাম্নাং বেদব্যাস-ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দো বিশ্বরূপ-নারায়ণো পরমাত্মা দেবতা অমৃতাংশূদ্ভবো ভানুরিতি বীজং, দেবকীনন্দনঃ স্রষ্টেতি শক্তিঃ, উদ্ভবঃ ক্ষোভণো দেব ইতি মন্ত্রঃ,

শঙ্খভৃন্নন্দকী চক্রীতি কীলকং, শার্ঙ্গধন্বা গদাধরঃ ইত্যস্ত্রং, শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামপাঠে বিনিয়োগঃ।।

ধ্যানম্

ওঁ শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং।
বিশ্বাকারং গগন-সদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগির্ভিধ্যানগম্যং।
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথম্।।

শ্রীশ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম

ওঁ বিশ্বং বিষ্ণুর্বষট্কারো ভূতভব্যভবৎ প্রভুঃ।
ভূতকৃদ্ ভূতভৃদ্ ভাবো ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।।১
পূতাত্মা পরমাত্মা চ মুক্তানাং পরমা গতিঃ।
অব্যয়ঃ পুরুষঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞোঽক্ষর এব চ।।২
যোগো যোগবিদাং নেতা প্রধান-পুরুষেশ্বরঃ।
নারসিংহবপুঃ শ্রীমান্ কেশবঃ পুরুষোত্তমঃ।।৩
সর্ব্বঃ শর্ব্বঃ শিবঃ স্থাণুর্ভূতাদির্নিধিরব্যয়ঃ।
সম্ভবো ভাবনো ভর্ত্তা প্রভবঃ প্রভুরীশ্বরঃ।। ৪
স্বয়ম্ভুঃ শম্ভুরাদিত্যঃ পুষ্করাক্ষো মহাস্বনঃ।
অনাদিনিধনো ধাতা বিধাতা ধাতুরুত্তমঃ।। ৫
অপ্রমেয়ো হৃষীকেশঃ পদ্মনাভোঽমর প্রভুঃ।
বিশ্বকর্মা মনুস্ত্বষ্টা স্থবিষ্ঠঃ স্থবিরো ধ্রুবঃ।। ৬
অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতঃ কৃষ্ণো লোহিতাক্ষঃ প্রতর্দ্দনঃ।
প্রভূতস্ত্রিককুদ্ধাম পবিত্রং মঙ্গলং পরম্।।৭
ঈশানঃ প্রাণদঃ প্রাণো জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রজাপতিঃ।
হিরণ্যগর্ভো ভূগর্ভো মাধবো মধুসূদনঃ।।৮
ঈশ্বরো বিক্রমী ধন্বী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ।

অনুত্তমো দুরাধর্ষঃ কৃতজ্ঞঃ কৃতিরাত্মবান্।।৯
সুরেশঃ শরণং শর্ম্ম বিশ্বরেতাঃ প্রজাভবঃ।
অহঃ সংবৎসরো ব্যালঃ প্রত্যয়ঃ সবর্বদর্শনঃ।। ১০
অজঃ সর্বেশ্বরঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিঃ সবর্বাদিরচ্যুতঃ।
বৃষাকপিরমেয়াত্মা সর্বযোগবিনিঃসৃতঃ।। ১১
বসুবর্বসুমনাঃ সত্যঃ সমাত্মা সংমিতঃ সমঃ।
অমোঘঃ পুণ্ডরীকাক্ষো বৃষকর্ম্মা বৃষাকৃতিঃ।। ১২
রুদ্রো বহুশিরা বভ্রুর্বিশ্বযোনিঃ শুচিশ্রবাঃ।
অমৃতঃ শাশ্বতঃ স্থাণুর্বরারোহো মহাতপাঃ।। ১৩
সর্বগঃ সর্ববিদ্ভানুর্বিষ্বক্সেনো জনার্দনঃ।
বেদো বেদবিদব্যঙ্গো বেদাঙ্গো বেদবিৎ কবিঃ।। ১৪
লোকাধ্যক্ষঃ সুরাধ্যক্ষো, ধর্ম্মাধ্যক্ষঃ কৃতাকৃতঃ।
চতুরাত্মা চতুর্ব্যূহশ্চ তুর্দংষ্ট্রশ্চ তুর্ভূজঃ।। ১৫
ভ্রাজিষ্ণুর্ভোজনং ভোক্তা সহিষ্ণুর্জ্জগদাদিজঃ।
অনঘো বিজয়ো জেতা বিশ্বযোনিঃ পুনর্বসুঃ।। ১৬
উপেন্দ্রো বামনঃ প্রাংশুরমোঘঃ শুচিরূর্জ্জিতঃ।
অতীন্দ্রঃ সংগ্রহঃ সর্গো ধৃতাত্মা নিয়মো যমঃ।। ১৭
বেদ্যো বৈদ্যঃ সদাযোগী বীরহা মাধবো মধুঃ।
অতীন্দ্রিয়ো মহামায়ো মহোৎসাহো মহাবলঃ।। ১৮
মহাবুদ্ধির্মহাবীর্য্যো মহাশক্তির্মহাদ্যুতিঃ।
অনির্দ্দেশ্যবপুঃ শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্।। ১৯
মহেষ্বাসো মহীভর্ত্তা শ্রীনিবাসঃ সতাং গতিঃ।
অনিরুদ্ধঃ সুরানন্দো গোবিন্দো গোবিদাংপতিঃ।। ২০
মরীচির্দমনো হংসঃ সুপর্ণো ভুজগোত্তমঃ।

হিরণ্যনাভঃ সুতপাঃ পদ্মনাভঃ প্রজাপতিঃ।। ২১
অমৃত্যুঃ সর্ব্বদৃক্ সিংহঃ সন্ধাতা সন্ধিমান্ স্থিরঃ।
অজো দুর্মর্ষণঃ শাস্তা বিশ্রুতাত্মা সুরারিহা। ২২
গুরুর্গুরুতমো ধাম সত্যঃ সত্যপরাক্রমঃ।
নিমিষোঽনিমিষঃ স্রগ্বী বাচস্পতি রুদারধীঃ।। ২৩
অগ্রণীর্গ্রামণীঃ শ্রীমান্ ন্যায়ো নেতা সমীরণঃ।
সহস্রমূর্ধা বিশ্বাত্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।। ২৪
আবর্ত্তনো নিবৃত্তাত্মা সংবৃতঃ সম্প্রমর্দ্দনঃ।
অহঃসম্বর্ত্তকো বহ্নিরনিলো ধরণীধরঃ।। ২৫
সুপ্রসাদঃ প্রসন্নাত্মা বিশ্বধৃগ্ বিশ্বভুগ্ বিভুঃ।
সৎকর্ত্তা সৎকৃতঃ সাধুর্জহ্নু-র্নারায়ণো নরঃ।। ২৬
অসংখ্যেয়োঽপ্রমেয়াত্মা বিশিষ্টঃ শিষ্টকৃচ্ছুচিঃ।
সিদ্ধার্থঃ সিদ্ধসংকল্পঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধিসাধনঃ।। ২৭
বৃষাহী বৃষভো বিষ্ণুর্বৃষপর্বা বৃষোদরঃ।।
বর্ধনো বর্ধমানশ্চ বিবিক্তঃ শ্রুতিসাগরঃ।। ২৮
সুভুজো দুর্ধরো বাগ্মী মহেন্দ্রো, বসুদো বসুঃ।
নৈকরূপো বৃহদ্রূপঃ শিপিবিষ্টঃ প্রকাশনঃ।। ২৯
ওজস্তেজো দ্যুতিধরঃ প্রকাশাত্মা প্রতাপনঃ।
ঋদ্ধঃ স্পষ্টাক্ষরো মন্ত্রশ্চন্দ্রাংশুর্ভাস্করদ্যুতিঃ।। ৩০
অমৃতাংশূদ্ভবো ভানুঃ শশবিন্দুঃ সুরেশ্বরঃ।
ঔষধঃ জগতঃ সেতুঃ সত্যধর্ম্মপরাক্রমঃ।। ৩১
ভূতভব্যভবন্নাথঃ পবনঃ পাবনোঽনলঃ।
কামহা কামকৃৎ কান্তঃ কামঃ কামপ্রদঃ প্রভুঃ।। ৩২
যুগাদিকৃদ্যুগাবর্ত্তো নৈকমায়ো মহাশনঃ

অদৃশ্যোঽব্যক্তরূপশ্চ সহস্রজিদনন্তজিৎ।। ৩৩
ইষ্টোঽবিশিষ্টঃ শিষ্টেষ্টঃ শিখণ্ডী নহুষো বৃষঃ।
ক্রোধহা ক্রোধকৃৎ-কর্ত্তা বিশ্ববাহুর্মহীধরঃ।। ৩৪
অচ্যুতঃ প্রথিতঃ প্রাণঃ প্রাণদো বাসবানুজঃ।
অপাংনিধিরধিষ্ঠানমপ্রমত্তঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।। ৩৫
স্কন্দঃ স্কন্দধরো ধুর্য্যো বরদো বায়ুবাহনঃ।
বাসুদেবো বৃহদ্ভানুরাদিদেবঃ পুরন্দরঃ।। ৩৬
অশোকস্তারণস্তারঃ শূরঃ শৌরির্জনেশ্বরঃ।
অনুকূলঃ শতাবর্ত্তঃ পদ্মী পদ্মনিভেক্ষণঃ।। ৩৭
পদ্মনাভোঽরবিন্দাক্ষঃ পদ্মগর্ভঃ শরীরভৃৎ।
মহর্দ্ধিঋদ্ধো বৃদ্ধাত্মা মহাক্ষো গরুড়ধ্বজঃ ।। ৩৮
অতুলঃ শরভো ভীমঃ সমযজ্ঞো হবির্হরিঃ।
সর্বলক্ষণলক্ষণ্যো লক্ষ্মীবান্ সমিতিঞ্জয়ঃ ।। ৩৯
বিক্ষরো রোহিতো মার্গো হেতুর্দ্দামোদরঃ সহঃ।
মহীধরো মহাভাগো বেগবানমিতাশনঃ।। ৪০
উদ্ভবঃ ক্ষোভণো দেবঃ শ্রীগর্ভঃ পরমেশ্বরঃ।
করণং কারণং কর্তা বিকর্তা গহনো গুহঃ।। ৪১
ব্যবসায়ো ব্যবস্থানঃ সংস্থানঃ স্থানদো ধ্রুবঃ।
পরর্দ্ধিঃ পরম স্পষ্টস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ শুভেক্ষণঃ।। ৪২
রামো বিরামো বিরজো মার্গো নেয়ো নয়োঽনয়ঃ।
বীরঃ শক্তিমতাং শ্রেষ্ঠো ধর্মো ধর্ম্মবিদুত্তমঃ।। ৪৩
বৈকুণ্ঠঃ পুরুষঃ প্রাণঃ প্রাণদঃ প্রণবঃ পৃথুঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ শত্রুঘ্নো ব্যাপ্তো বায়ুরধোক্ষজঃ ।। ৪৪
ঋতুঃ সুদর্শনঃ কালঃ পরমেষ্ঠী পরিগ্রহঃ।

উগ্রঃ সম্বৎসরো দক্ষো বিশ্রামো বিশ্বদক্ষিণঃ॥ ৪৫
বিস্তারঃ স্থাবরঃস্থাণুঃ প্রমাণং বীজমব্যয়ম্।
অর্থোঽনর্থো মহাকোষো মহাভোগো মহাধনঃ॥ ৪৬
অনির্বিণ্ণঃ স্থবিষ্ঠোঽভূর্ধর্মযূপো মহামখঃ।
নক্ষত্রনেমির্নক্ষত্রী ক্ষমঃ ক্ষামঃ সমীহনঃ॥ ৪৭
যজ্ঞ ইজ্যো মহেজ্যশ্চ ক্রতুঃ সত্রং সতাংগতিঃ।
সর্বদর্শী বিমুক্তাত্মা সবর্বজ্ঞো জ্ঞানমুত্তমম্॥ ৪৮
সুব্রতঃ সুমুখঃ সূক্ষ্মঃ সুঘোষঃ সুখদঃ সুহৃৎ।
মনোহরো জিতক্রোধো বীরবাহুর্বিদারণঃ॥ ৪৯
স্বাপনঃ স্ববশো ব্যাপী নৈকাত্মা নৈককর্ম্মকৃৎ।
বৎসরো বৎসলো বৎসী রত্নগর্ভো ধনেশ্বরঃ॥ ৫০
ধর্ম্মগুব্ ধর্ম্মকৃদ্ধর্ম্মী সদসৎ ক্ষরমক্ষরম্।
অবিজ্ঞাতা সহস্রাংশুর্বিধাতা কৃতলক্ষণঃ॥ ৫১
গভস্তিনেমিঃ সত্ত্বস্থঃ সিংহো ভূতমহেশ্বরঃ।
আদিদেবো মহাদেবো দেবেশো দেবভৃদ্ গুরুঃ॥ ৫২
উত্তরো গোপতির্গোপ্তা জ্ঞানগম্যঃ পুরাতনঃ।
শরীরভূতভৃদ্ভোক্তা কপীন্দ্রো ভূরিদক্ষিণঃ॥ ৫৩
সোমপোঽমৃতপঃ সোমঃ পুরুজিৎ পুরুষোত্তমঃ।
নয়ো জয়ঃ সত্যসন্ধো দাসার্হঃ সাত্বতাংপতিঃ॥ ৫৪
জীবো বিনয়িতা সাক্ষী মুকুন্দোঽমিতবিক্রমঃ।
অম্ভোনিধিরনন্তাত্মা মহোদধিশয়োঽন্তকঃ॥ ৫৫
অজো মহার্হঃ স্বাভাব্যো জিতামিত্রঃ প্রমোদনঃ।
আনন্দো নন্দনো নন্দঃ সত্যধর্ম্মা ত্রিবিক্রমঃ॥ ৫৬
মহর্ষিঃ কপিলাচার্য্যঃ কৃতজ্ঞো মেদিনীপতিঃ।

ত্রিপদস্ত্রিদশাধ্যক্ষো মহাশৃঙ্গঃ কৃতান্তকৃৎ।। ৫৭
মহাবরাহো গোবিন্দঃ সুষেণঃ কনকাঙ্গদী।
গুহ্যো গভীরো গহনো গুপ্তশ্চ ক্রগদাধরঃ।। ৫৮
বেধাঃ স্বাঙ্গোঽজিতঃ কৃষ্ণো দৃঢ়ঃ সঙ্কর্ষণোঽচ্যুতঃ।
বরুণো বারুণো বৃক্ষঃ পুষ্করাক্ষো মহামনাঃ।। ৫৯
ভগবান্ ভগহা নন্দী বনমালী হলায়ুধঃ।
আদিত্যো জ্যোতিরাদিত্যঃ সহিষ্ণুর্গতিসত্তমঃ ।। ৬০
সুধন্বা খণ্ডপরশু র্দারুণো দ্রবিণপ্রদঃ।
দিবস্পৃক্ সবর্বদৃগ্ ব্যাসো বাচস্পতিরযোনিজঃ। ৬১
ত্রিসামা সামগঃ সাম নিবর্বাণং ভেষজং ভিষক্।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা শান্তিঃ পরায়ণঃ ।। ৬২
শুভাঙ্গঃ শান্তিদঃ স্রষ্টা কুমুদঃ কুবলেশয়ঃ।
গোহিতো গোপতির্গোপ্তা বৃষভাক্ষো বৃষপ্রিয়ঃ।। ৬৩
অনিবর্ত্তী নিবৃত্তাত্মা সংক্ষেপ্তা ক্ষেমকৃচ্ছিবঃ।
শ্রীবৎসবক্ষাঃ শ্রীবাসঃ শ্রীপতিঃ শ্রীমতাং বরঃ ।। ৬৪
শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রীনিবাসঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীবিভাবনঃ।
শ্রীধরঃ শ্রীকরঃ শ্রেয়ঃ শ্রীমাঁল্লোকত্রয়াশ্রয়ঃ ।। ৬৫
স্বক্ষঃ স্বঙ্গঃ শতানন্দো নন্দির্জ্যোতির্গণেশ্বরঃ।
বিজিতাত্মা বিধেয়াত্মা সৎকীর্ত্তি-শ্ছিন্নসংশয়ঃ।। ৬৬
উদীর্ণঃ সবর্বতশ্চক্ষুরনীশঃ শাশ্বতঃস্থিরঃ।
ভূশয়ো ভূষণো ভূতির্বিশোকঃ শোকনাশনঃ ।। ৬৭
অর্চিষ্মানর্চিতঃ কুম্ভো বিশুদ্ধাত্মা বিশোধনঃ।
অনিরুদ্ধোঽপ্রতিরথঃ প্রদ্যুম্নোঽমিতবিক্রমঃ ।। ৬৮
কালনেমিনিহা বীরঃ শৌরিঃ শূরজনেশ্বরঃ।

ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকেশঃ কেশবঃ কেশিহা হরিঃ॥ ৬৯
কামদেবঃ কামপালঃ কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ।
অনির্দ্দেশ্যবপুর্বিষ্ণুর্বীরোঽনন্তো ধনঞ্জয়ঃ॥ ৭০
ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মা ব্রহ্ম ব্রহ্ম-বিবর্দ্ধনঃ।
ব্রহ্ম-বিদ্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মী ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ॥ ৭১
মহাক্রমো মহাকর্ম্মা মহাতেজা মহোরগঃ।
মহাক্রতুর্মহাযজ্বা মহাযজ্ঞো মহাহবিঃ॥ ৭২
স্তব্যঃ স্তবপ্রিয়ঃ স্তোত্রং স্তুতি স্তোতা রণপ্রিয়ঃ।
পূর্ণঃ পূরয়িতা পুণ্যঃ পুণ্যকীর্ত্তিরনাময়ঃ॥ ৭৩
মনোজবস্তীর্থকরো বসুরেতা বসুপ্রদঃ।
বসুপ্রদো বাসুদেবো বসুর্বসুমনা হবিঃ॥ ৭৪
সদ্গতিঃ সৎকৃতিঃ সত্তা সদ্ভূতিঃ সৎপরায়ণঃ।
শূরসেনো যদুশ্রেষ্ঠঃ সন্নিবাসঃ সুযামুনঃ। ৭৫
ভূতাবাসো বাসুদেবঃ সর্ব্বাসুনিলয়োঽনলঃ।
দর্পহা দর্পদো দৃপ্তো দুর্দ্ধরোঽথাপরাজিতঃ॥ ৭৬
বিশ্বমূর্ত্তির্মহামূর্ত্তির্দীপ্তমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্।
অনেকমূর্ত্তিরব্যক্তঃ শতমূর্ত্তিঃ শতাননঃ॥ ৭৭
একো নৈকঃ সবঃ কঃ কিং যত্তৎপদমনুত্তমম্।
লোকবন্ধুর্লোকনাথো মাধবো ভক্তবৎসলঃ॥ ৭৮
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
বীরহা বিষমঃ শূন্যো ঘৃতাশীরচলশ্চলঃ॥ ৭৯
অমানী মানদো মান্যো লোকস্বামী ত্রিলোকধৃক্।
সুমেধা মেধজো ধন্যঃ সত্যমেধা ধরাধরঃ॥ ৮০
তেজো বৃষো দ্যুতিধরঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।

প্রগ্রহো নিগ্রহো ব্যগ্রো নৈকশৃঙ্গো গদাগ্রজঃ॥ ৮১
চতুর্মূর্ত্তিশ্চ তুবর্বাহুশ্চ তুর্ব্যুহশ্চতুর্গতিঃ।
চতুরাত্মা চতুর্ভাবশ্চ তুর্ব্বেদবিদেকপাৎ॥ ৮২
সমাবর্ত্তোঽনিবৃতাত্মা দুর্জ্জয়ো দুরতিক্রমঃ।
দুর্লভো দুর্গমো দুর্গো দুরাবাসো দুরারিহা॥ ৮৩
শুভাঙ্গো লোকসারঙ্গঃ সুতন্তুস্তন্তুবর্দ্ধনঃ।
ইন্দ্রকর্ম্মা মহাকর্ম্মা কৃতকর্ম্মা কৃতাগমঃ॥ ৮৪
উদ্ভবঃ সুন্দরঃ সুন্দো রত্ননাভঃ সুলোচনঃ।
অর্কো বাজসনঃ শৃঙ্গী জয়ন্তঃ সর্ববিজ্জয়ী॥ ৮৫
সুবর্ণবিন্দুরক্ষোভ্যঃ সর্ববাগীশ্বরেশ্বরঃ।
মহাহ্রদো মহাগর্ত্তো মহাভূতো মহানিধিঃ॥ ৮৬
কুমুদঃ কুন্দরঃ কুন্দঃ পর্জন্যঃ পবনোঽনিলঃ।
অমৃতাংশোঽমৃতবপুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্বতোমুখঃ॥ ৮৭
সুলভঃ সুব্রতঃ সিদ্ধঃ শত্রুজিচ্ছত্রুতাপনঃ।
ন্যগ্রোধোডুম্বরোঽশ্বত্থশ্চাণুরান্ধ্রনিসূদনঃ॥ ৮৮
সহস্রার্চ্চিঃ সপ্তজিহ্বঃ সপ্তৈধাঃ সপ্তবাহনঃ
অমূর্ত্তিরনঘোঽচিন্ত্যো ভয়কৃদ্ভয়নাশনঃ॥ ৮৯
অণুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো গুণভৃন্নির্গুণো মহান্।
অধৃতঃ স্বধৃতঃ স্বাস্যঃ প্রাগ্বংশো বংশবর্দ্ধনঃ॥ ৯০
ভারভৃৎ কথিতো যোগী যোগীশঃ সর্বকামদঃ।
আশ্রমঃ শ্রমণঃ ক্ষামঃ সুপর্ণো বায়ুবাহনঃ॥ ৯১
ধনূর্ধরো ধনুর্বেদো দণ্ডো দময়িতা দমঃ।
অপরাজিতঃ সর্বসহো নিয়ন্তা নিয়মো যমঃ॥ ৯২
সত্ত্ববান্ সাত্ত্বিকঃ সত্যঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।

অভিপ্রায়ঃ প্রিয়ার্হোঽর্হঃ প্রিয়কৃৎ প্রীতিবর্দ্ধনঃ॥ ৯৩
বিহায়সগতির্জ্যোতিঃ সুরুচির্হুতভূগ্ বিভুঃ।
রবির্বিরোচনঃ সূর্য্যঃ সবিতা রবিলোচনঃ॥ ৯৪
অনন্তো হুতভুগ্ ভোক্তা সুখদো নৈকজোঽগ্রজঃ।
অনির্বিণ্ণঃ সদামর্ষী লোকাধিষ্ঠানমদ্ভুতঃ॥ ৯৫
সনাৎসনাতনতমঃ কপিলঃ কপিরব্যয়ঃ।
স্বস্তিদঃ স্বস্তিকৃৎ স্বস্তি স্বস্তিভুক্ স্বস্তিদক্ষিণঃ। ৯৬
অরৌদ্রঃ কুণ্ডলী চক্রী বিক্রম্যূর্জিতশাসনঃ।
শব্দাতিগঃ শব্দসহঃ শিশিরঃ শর্বরীকরঃ॥ ৯৭
অক্রূরঃ পেশলো দক্ষো দক্ষিণঃ ক্ষমিণাং বরঃ।
বিদ্বত্তমো বীতভয়ঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ॥ ৯৮
উত্তারণো দুষ্কৃতিহা পুণ্যো দুঃস্বপ্ননাশনঃ।
বীরহা রক্ষণঃ সন্তো জীবনঃ পর্য্যবস্থিতঃ॥ ৯৯
অনন্তরূপোঽনন্ত শ্রীর্জিতমন্যুর্ভয়াপহঃ।
চতুরস্রো গভীরাত্মা বিদিশো ব্যাদিশো দিশঃ॥ ১০০
অনাদির্ভূর্ভুবো লক্ষ্মীঃ সুবীরো রুচিরাঙ্গদঃ।
জননো জনজন্মাদির্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ॥ ১০১
আধারনিলয়োধাতা পুষ্পহাসঃ প্রজাগরঃ।
ঊর্দ্ধগঃ সৎপথাচার প্রাণদঃ প্রণবঃ পণঃ॥ ১০২
প্রমাণং প্রাণনিলয়ঃ প্রাণভৃৎ প্রাণজীবনঃ।
তত্ত্বং তত্ত্ববিদেকাত্মা জন্মমৃত্যুর্জ্জরাতিগঃ॥ ১০৩
ভূর্ভূবঃ স্বস্তরুস্তারঃ সবিতা প্রপিতামহঃ।
যজ্ঞো যজ্ঞপতি র্যজ্বা যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ॥ ১০৪।
যজ্ঞভৃদ্ যজ্ঞকৃদ্যজ্ঞী যজ্ঞভুগ্যজ্ঞসাধনঃ।

যজ্ঞান্তকৃদ্ যজ্ঞগুহ্যমন্নমন্নাদ এব চ।। ১০৫
আত্মযোনিঃ স্বয়ংজাতো বৈখানঃ সামগায়নঃ।।
দেবকীনন্দনঃ স্রষ্টা ক্ষিতীশঃ পাপনাশনঃ।। ১০৬
শঙ্খভৃন্নন্দকী চক্রী শাঙ্গর্ধন্বা গদাধরঃ।
রথাঙ্গপাণিরক্ষোভ্যঃ সবর্বপ্রহরণায়ুধঃ। সবর্বপ্রহরণায়ুধঃ।।
ওঁ নমঃ।। ১০৭
।। ওঁ তৎ সৎ ওঁ।।

অথ ফলশ্রুতিঃ

ইতীদং কীর্ত্তনীয়স্য কেশবস্য মহাত্মনঃ।
নাম্নাং সহস্রং দিব্যানামশেষেণ প্রকীর্ত্তিতম্।। ১০৮
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং যশ্চাপি পরিকীর্ত্তয়েৎ।
নাশুভং প্রাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ সোঽমুত্রেহ চ মানবঃ।। ১০৯
বেদান্তগো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ।
বৈশ্যো ধনসমৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ।। ১১০
ধর্মার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ধর্মমর্থার্থী চার্থমাপ্নুয়াৎ।
কামানবাপ্নুয়াৎ কামী প্রজার্থী প্রাপ্নুয়াৎ প্রজাঃ।। ১১১
ভক্তিমান্ যঃ সদোত্থায় শুচিস্তদ্গতমানসঃ।
সহস্রং বাসুদেবস্য নাম্নামেতৎ প্রকীর্ত্তয়েৎ।। ১১২
যশঃ প্রাপ্নোতি বিপুলং জ্ঞাতিপ্রাধান্যমেব চ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি শ্রেয়ঃ প্রাপ্নোত্যনুত্তমম্।। ১১৩
ন ভয়ং ক্বচিদাপ্নোতি বীর্যং তেজশ্চ বিন্দতি।
ভবত্যরোগো দ্যুতিমান্ বলরূপগুণান্বিতঃ।। ১১৪
রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।

ভয়ান্মুচ্যেত ভীতস্তু মুচ্যেতাপন্ন আপদঃ॥ ১১৫
দুর্গাণ্যতিতরত্যাশুঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমম্।
স্তুবন্নামসহস্রেণ নিত্যং ভক্তিসমন্বিতঃ॥ ১১৬
বাসুদেবাশ্রয়ো মর্ত্যো বাসুদেবপরায়ণঃ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ১১৭
ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
জন্মমৃত্যুজ্বরাব্যাধিভয়ং নৈবোপজায়তে॥ ১১৮
ইমং স্তবমধীয়ানঃ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
যুজ্যেতাত্মসুখঃ-ক্ষান্তি-শ্রী-ধৃতি-স্মৃতি-কীর্ত্তিভিঃ॥ ১১৯
ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভা মতিঃ।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তমে॥ ১২০
দ্যৌঃ সচন্দ্রার্কনক্ষত্রাঃ খং দিশোভূর্মহোদধি।
বাসুদেবস্য বীর্য্যেণ বিধৃতানি মহাত্মনঃ॥ ১২১
সসুরাসুরগন্ধর্বং সযক্ষোরগরাক্ষসম্।
জগদ্বশে বর্ত্ততীদং কৃষ্ণস্য সচরাচরম্॥ ১২২
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঃ সত্ত্বং তেজো বলং ধৃতিঃ।
বাসুদেবাত্মকান্যাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ ॥ ১২৩
সর্বাগমানামাচারঃ প্রথমং পরিকল্পতে।
আচারপ্রভবো ধর্ম্মো ধর্ম্মস্য প্রভুরচ্যুতঃ॥ ১২৪
ঋষয়ঃ পিতরো দেবা মহাভূতানি ধাতবঃ।
জঙ্গমাজঙ্গমং চেদং জগন্নারায়ণোদ্ভবম্॥ ১২৫
যোগো জ্ঞানং তথা সাংখ্যং বিদ্যাঃ শিল্পাদি কর্ম চ।
বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিজ্ঞানমেতৎসর্বং জনার্দনাৎ॥ ১২৬
একো বিষ্ণুর্মহদ্ভূতং পৃথগ্‌ভূতান্যনেকশঃ।
ত্রীন্ লোকান্ ব্যাপ্য ভূতাত্মা ভূঙ্‌ক্তে বিশ্বভুগব্যয়ঃ॥ ১২৭

ইমং স্তবং ভগবতো বিষ্ণোর্ব্যাসেন কীর্ত্তিতম্।
পঠেৎ য ইচ্ছেৎ পুরুষঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তুং সুখানি চ ॥ ১২৮
বিশ্বেশ্বরমজং দেবং জগতঃ প্রভবাব্যয়ম্।
ভজন্তি যে পুষ্করাক্ষং ন তে যান্তি পরাভবম্॥ ১২৯

অর্জুন উবাচ।

পদ্মপত্রবিশালাক্ষ পদ্মনাভ সুরোত্তম।
ভক্তানামানুরক্তানাং ত্রাতা ভব জনার্দন॥ ১৩০

শ্রীভগবানুবাচ।

যো মন্নামসহস্রেণ স্তোতুমিচ্ছতি পাণ্ডব।
সোঽহমেকেন শ্লোকেন স্তুত এব ন সংশয়ঃ। ১৩১

অর্জ্জুন উবাচ

ওঁ নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রমূর্ত্তয়ে,
সহস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে।
সহস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে,
সহস্রকোটি যুগধারিণে নমঃ॥ ১৩২
নমঃ কমলনাভায় নমস্তে জলশায়িনে।
নমস্তে কেশবানন্ত বাসুদেব নমোঽস্তু তে ॥ ১৩৩
বসনাদ্ বাসুদেবোঽসি বাসিতংভুবনত্রয়ম্।
সর্বভূতনিবাসোঽসি বাসুদেব নমোঽস্তু তে। ১৩৪
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ১৩৫
আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতিগচ্ছতি॥ ১৩৬

এষ নিষ্কণ্টকঃ পন্থা যত্র সম্পূজ্যতে হরিঃ।
কুপথং তং বিজানীয়াদ্ গোবিন্দরহিতাগমম্।। ১৩৭
সর্বদেবেষু যৎ পুণ্যং সর্বতীর্থেষু যৎ ফলম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দনম্।। ১৩৮
যো নরঃ পঠতে নিত্যং ত্রিকালং কেশবালয়ে।
দ্বিকালমেককালং বা ক্রূরং সর্বং ব্যপোহতি।। ১৩৯
দহ্যন্তে রিপবস্তস্য সৌম্যাঃ সর্বে সদাগ্রহাঃ।
বিলয়ন্তে চ পাপানি স্তবে হ্যস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতে।। ১৪০
যেন ধ্যাতঃ শ্রুতো যেন যেনায়ং পাঠিতঃ স্তবঃ।
দত্তানি সর্বদানানি সুরাঃ সর্বে সমর্চ্চিতাঃ।। ১৪১
ইহলোকে পরে বাপি ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
নাম্নাং সহস্রং যোঽধীতে দ্বাদশ্যাং মম সন্নিধৌ।। ১৪২
স নির্দ্দহতি পাপানি কল্পকোটিশতানি চ।
অশ্বত্থসন্নিধৌ পার্থ। কৃত্বা মনসি কেশবম্।। ১৪৩
পঠেন্নামসহস্রং তু গবাং কোটিফলং লভেৎ।
শিবালয়ে পঠেন্নিত্যং তুলসীবনসংস্থিতঃ।। ১৪৪
নরো মুক্তিমবাপ্নোতি চক্রপাণের্বচো যথা।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং সবর্বংসদ্যো বিনশ্যতি।। ১৪৫

ঈশ্বর উবাচ

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনাম তত্তুল্যং রাম-নাম বরাননে।। ১৪৬
একতঃ সর্বতীর্থানি জলঞ্চৈব প্রয়াগজম্।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।।১৪৭

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামানুশাসনিকে পবর্বণি দানধর্ম্মে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠির-সংবাদে

শ্রীবিষ্ণোর্দিব্যসহস্রনাম-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।।

আপদুদ্ধার (বটুকভৈরবঃ)

শাপোদ্ধারঃ

ওঁ হ্রীঁ বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায়।।

হ্রীঁ বশিষ্ঠ-শাপ-বিমোচন-মন্ত্রস্য ভৈরবঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দো রুদ্রাদয়োদেবতা হ্রীঁ বীজং হূঁ শক্তিশ্চতুর্বর্গপ্রদা দেবতা বশিষ্ঠশাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ হ্রীঁ আপদুদ্ধারং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রোপাসিতং পারিখাত্যদং ব্রহ্মবিদঃ পশ্যন্তি আপদুদ্ধার ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ্বিমুক্তো ভব।

হ্রীঁ বটুকায়েত্যাদি উগ্রচণ্ডা-শাপ-বিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দো ব্রহ্মরুদ্রাদিত্যাদয়োদেবতা ওঁ হ্রীঁ ঐঁ হূঁ ফট্ শক্তি স্তত্বজ্ঞানপ্রদা দেবতা উগ্রচণ্ডাশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশেত্যাদি-সারমেয়সমন্বিতঃ।
আপদুদ্ধার ত্বমুগ্রচণ্ডাশাপাদ্বিমুক্তো ভব।
ওঁ ভৈরবায় নমস্তুভ্যং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণে।
স্তবপাঠফলং দেহি কৃপয়া মে সদা বিভো।।

ইতি শাপোদ্ধারঃ।।

আপদুদ্ধার স্তোত্রম্ (বটুকভৈরবঃ স্তোত্রম্)

ওঁ নমো বটুকভৈরবায়।

সূত উবাচ

ওঁ কৈলাস-শিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পাবর্বতী পরমেশ্বরম্।।

শ্রীপাবর্বত্যুবাচ

ভগবন্ সবর্বধর্ম্মজ্ঞ সবর্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সবর্বসিদ্ধি প্রদং নৃণাম্।
সবের্বষাঞ্চৈ ব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তি-পুষ্টিপ্রসাধনম্॥
অঙ্গন্যাস-করন্যাস-বীজন্যাস-সমন্বিতম্।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষবিবর্দ্ধনম্।।

শ্রীভগবানুবাচ

শৃণু দেবি মহামন্ত্র-মাপদুদ্ধারহেতুকম্।
সবর্বদুঃখ-প্রশমনং সবর্বশত্রুনিবর্হণম্।।
অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে।।
গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনম্।
স্নেহাদ্বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সবর্বসার-মিমং প্রিয়ে।।
সবর্ব-কামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ।।
প্রণবং পূবর্ব-মুচ্চার্য্য দেবীপ্রণব-মুদ্ধরেৎ।
বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণায় চ।।
কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ।
দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে।।
মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্ল্লভম্।
অপ্রকাশ্য-মিমং মন্ত্রং সবর্বশক্তিসমন্বিতম্।।
স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ।।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্।

নাগ্নিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজ-ভয়ন্তথা।।
ন চ মারীভয়ং তস্য সবর্বত্র সুখবান্ ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্র-পৌত্রাদিসম্পদঃ।
ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ।।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ

য এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ।
ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ।।
তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ।।

শ্রীভগবানুবাচ

যস্তু সংকীর্ত্তয়েদেতৎ সবর্বদুষ্ট নিবর্হণম্।
সবর্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ।।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমং।।
সবর্বপাপহরং পুণ্যং সবর্বাপদ্বিনিবারকম্।
সবর্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহম্।।
দেহাঙ্গন্যাসকঞ্চৈ ব সবর্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
ষড়্দীর্ঘযুক্তয়া শক্ত্যা বকারেণ চ তদ্বতা।।
অঙ্গানি যানি যুক্তানি প্রণবানি চ কল্পয়েৎ।
ভৈরবং মূর্দ্ধি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনম্।।
অক্ষ্ণোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনম্।
ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্ম্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ।।
ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সবর্বাঘনাশনম্।
ত্রিনেত্রমূবের্বা বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকম্।।

পাদয়োর্দেবদেবেশং সবর্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ।
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমম্।।
নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্।
বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
দেবতা কথিতা চেতি সদ্ভিবর্বটুক-ভৈরবঃ।
সবর্বকামার্থ- সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।

অস্য শ্রীআপদুদ্ধারক-মহাভৈরবস্তোত্রস্য বৃহদারণ্যক ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীবটুক-ভৈরবো দেবতা ভৈরবীশক্তিঃ হ্রীঁ বীজমগ্নিস্তত্ত্বং সবর্বকামার্থসিদ্ধয়ে পাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণি,
স্তরুণ-তিমির-নীল-ব্যাল-যজ্ঞোপবীতী।
ক্রম-সময়-সপর্য্যা-বিঘ্ন-বিচ্ছেদ-হেতু,
র্জয়তি বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্॥

(সাত্ত্বিকধ্যানম্)

ওঁ বন্দে বালং স্ফটিক-সদৃশং কুণ্ডলোদ্‌ভাসি বক্ত্রম্,
বিদ্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণী-নূপুরাদ্যৈঃ।
দীপ্তাকারং বিবিধবসনং (বিশদবদনং)সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রম্,
হস্তাব্জাভ্যাং বটুক-মনশং শূলদণ্ডৌ দধানম্॥

(রাজসিকধ্যানম্)

ওঁ উদ্যদ্ভাস্কর-সন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজম্।
স্মেরাস্যং বরদং কপাল-মভয়ং শূলং দধানং বরম্।
নীলগ্রীব-মুদার-ভূষণ-শতং শীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলং।
বন্ধুকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে॥

(তামসিকধ্যানম্)

ওঁ ধ্যায়েন্নীলাভ্র-কান্তিং শশিসকলধরং মুণ্ডমালং মহেশম্।

দিগ্‌বস্ত্রং পিঙ্গকেশং ডমরুনখ-শূলী-শঙ্খ শূলাভয়াস্তম্।
নাগং ঘণ্টাং কপালং কর-সরসিরুহৈ-র্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং।
সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎ কিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যম্॥
সাত্বিকং ধ্যানমাখ্যাতমপমৃত্যু-নিবারণম্।
আয়ুরারোগ্যজনন-মপবর্গফলপ্রদম্।
রাজসং ধ্যানমাখ্যাতং ধর্ম্ম-কামার্থসিদ্ধি দম্।
তামসং রোগশমনং কূর্য্যাদ্‌ভূত-ভয়াপহম্।
ওঁ ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্।।
শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ।
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধি দঃ সিদ্ধ সেবিতঃ॥
কঙ্কালঃ (করাল) কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ।
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ।।
শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ।
অভীরুর্ভৈরবো ভীরু (ভীমো) র্ভূতপো যোগিনীপতিঃ।।
ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভানবান্।
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ।।
কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ।
ত্রিলোচনো জ্বলন্নেত্র-স্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ।।
ত্রিবৃত্তনয়নো ডিম্বঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ।
বটুকো বটুকেশশ্চ খট্টাঙ্গবরধারকঃ।।
ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতি-র্ভিক্ষ্‌কঃ পরিচারকঃ।
ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ শৌরি-র্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ।।
প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করপ্রিয়বান্ধবঃ।
অষ্টমূর্ত্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তমোময়ঃ।

অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্ব্বযুক্তঃ শশিশেখরঃ।
ভ্ধরো ভ্ধরাধীশো ভ্পতি র্ভূধরাত্মকঃ।
কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্।
জৃম্ভণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা।
শুদ্ধ নীলাঞ্জন প্রখ্যদেহো মুণ্ডবিভূষিতঃ।
বলিভুগ্খলি-ভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ।
সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূতনিষেবিতঃ।
কালী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদ্ বশী।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্॥
অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্ব্বকামদম্।
য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্।
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চি ৎ ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা।
ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চি ৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ ক্বচিৎ।
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ।
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে।
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে॥
বন্ধনে চ সমুৎপন্নে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ।
সর্বের প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্ভৈরব-কীর্ত্তনাৎ॥
একাদশসহস্রন্তু পুরশ্চরণ-মুচ্যতে।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সম্বৎসরমতন্দ্রিতঃ॥
স সিদ্ধিঃ প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্ল্লভামপি মানুষঃ॥
ষণ্মাসান্ ভূমিকামস্তু স জপ্ত্বা লভতে মহীম্।
রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ॥
রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈ ব নাশয়ত্যেব শাত্রবান্।
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ॥

ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যস্তু মানবঃ।
পঠেদ্বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি।
ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ।
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।
যান্ যান্ সমীহতে কামান্ তাংস্তান্ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে।
দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সবর্বকামফলপ্রদম্।
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ।
শুদ্ধ স্ফটিক-সঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্।
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুবর্বাহুং দ্বিবাহুকম্॥
ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্।
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্।
খট্টাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈ ব তথা পুনঃ।
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা।
নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জনচয়প্রভম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসঙ্কুলম্।
আত্মবর্ণসমোপেতং সারমেয়সমন্বিতম্।
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সবর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥
এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্।
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈ ব মহেশ্বরী॥

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে বটুকভৈরব-স্তব-রাজঃ সমাপ্তঃ॥

ওঁ তৎসৎ ওঁ ॥

অপরাজিতা-স্তোত্রম্

অপরাজিতামন্ত্রস্য বেদব্যাসঋষি-রনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ অপরাজিতাদেবতা, ঐং বীজং, হ্রীং শক্তিঃ, সর্ব্বকামার্থসিদ্ধ্যর্থে পাঠে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানঃ- ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামাং ভুজগাভরণোজ্জ্বলাম্।
বালেন্দুমৌলিনীং দেবীং নয়নত্রিতয়ান্বিতাম্।
শঙ্খচক্রধরাং দেবীং বরদাং ভয়নাশিনীম্।
পীনোত্তুঙ্গস্তনাং শ্যামাং বরপদ্মসুমালিনীম্।।১।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্বে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাম্।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং বৈষ্ণবী-মপরাজিতাম্।।২।।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রশীর্ষায় ক্ষীরোদার্ণবশায়িনে শেষভোগপর্য্যঙ্কায় গরুড়বাহনায় অজায় অজিতায় অমিতায় অপরাজিতায় পীতবাসসে। বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-হয়-শিরো-মহাবরাহাচ্যুত-নৃসিংহ-বামন-ত্রিবিক্রম-রাম-রাম-শ্রীরাম-মৎস্য-কূর্ম্ম বরপ্রদ-নমোঽস্তু তে স্বাহা।।৩।। ওঁ অসুর-দৈত্য-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচ-কষ্মাণ্ড-সিদ্ধ-যোগিনী-ডাকিনী-স্কন্দ-পুরোগমান্ গ্রহ-নক্ষত্রদোষান্ তানন্যাংশ্চ হন হন দহ দহ পচ পচ মথ মথ বিধবংসয় বিধবংসয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় চূর্ণয় চূর্ণয় শঙ্খেন চক্রেণ বজ্রেণ খড়্গেন শূলেন গদয়া মুষলেন হলেন দামোদর ভস্মী কুরু কুরু স্বাহা।।৪।। ওঁ সহস্রবাহো সহস্রপ্রহরণায়ুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অজিত অজিত অমিত অমিত অপরাজিত অপ্রতিহত সহস্রনেত্রোজ্জ্বল-জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল, বিরূপ বিশ্বরূপ বহুরূপ মধুসূদন মহাবরাহাচ্যুত নৃসিংহ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম পদ্মনাভ নারায়ণ বৈকুণ্ঠ বামন গোবিন্দ দামোদর হৃষীকেশ কেশব সর্ব্বাসুরোৎসাদন

সবর্বনাগপ্রমর্দ্দন সবর্বায়ুধ-বিমোক্ষণ মহেশ্বর সবর্বভূত-ভয়ঙ্কর সবর্বশত্রুবিমর্দ্দন সবর্বমন্ত্রপ্রভঞ্জন সবর্বারিষ্টপ্রমর্দ্দন সবর্বজ্বরবিমোচন সবর্ববন্ধবিমোক্ষণ সবর্বপাপপ্রণাশন সবর্বদুঃস্বপ্ননাশন সবর্বদেবমহেশ্বর সবর্বগ্রহনিবারণ ডাকিনীবিধবংসন জনার্দ্দন নমোঽস্তু তে স্বাহা।।৫।। ওঁ য ইমামপরাজিতাং পরমবৈষ্ণবীং পঠতি বিদ্যাং স্মরতি সিদ্ধাং জপতি সিদ্ধাং মহাবিদ্যাং পঠতি জপতি স্মরতি শৃণোতি ধারয়তি কীর্ত্তয়তি বা, গৃহীত্বা পথি গচ্ছতি ভক্ত্যা লিখিত্বা গৃহে স্থাপয়তি বা ন তস্যাগ্নি বায়ু-বজ্রোপলাশ-নিভয়ং, ন রাজভয়ং, ন গ্রহভয়ং, ন চৌরভয়ং, ন সর্পভয়ং, ন সমুদ্রভয়ং, ন বর্ষভয়ং, ন শ্বাপদভয়ং বা ভবেৎ।। ৬।। ক্বচিদ্রাত্র্যন্ধকার-স্ত্রী-রাজকুল-বিষোপগরণ বশীকরণ-বিদ্বেষণোচ্চাটন বধ-বন্ধন-ভয়ং বা ভবেৎ। এতৈর্ম্মন্ত্রৈরুদাহৃতৈঃ সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধ পূজিতৈঃ।।৭।। ওঁ নমস্তেঽত্বনঘে অভয়ে অজিতে অমিতে অপরে অপরাজিতে পঠতি সিদ্ধ্যে জপতি সিদ্ধ্যে স্মরতি সিদ্ধে মহাবিদ্যে একানংশে উমে ধ্রুবে অরুন্ধতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদসে মানস্তোকে সরস্বতি রমণি রামিনি ধরণি ধারিণি তপনি তাপিনি সৌদামনি অদিতি দিতি বিনতে গৌরি গান্ধারি শবরি কিরাতি মাতঙ্গি কৃষ্ণে যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি কালি কপালিনি ভীমনাদিনি করালনেত্রে সদ্যোঽপযাতনকরি জলগতং স্থলগতং পাতাল গতং অন্তরীক্ষগতং মাং রক্ষ রক্ষ সবর্বভূতেভ্যঃ-সবের্বাপদ্রবেভ্যা মহাভূতেভ্যো স্বাহা।। ৮।।

ওঁ যস্যাঃ প্রণশ্যতে পুষ্পং গর্ভে বা পততে যদি।
ম্রিয়ন্তে বালকা যস্যাঃ কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ।
ভুর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাম্।
বাহৌ গলে বা যত্নেন লিখিত্বা ধারয়েদ্ যদি।
গর্ভিণী জীববৎসা সা পুত্রিণী স্যান্ন সংশয়ঃ।।

ধারয়েদ্ য ইমাং বিদ্যাং ন দোষৈঃ স চ লিপ্যতে।
রণে রাজকূলে দ্যূতে সংগ্রামে রিপুসঙ্কুলে।।
অগ্নি-চৌর-ভয়ে ঘোরে নিত্যং তস্য জয়ো ভবেৎ।
শস্ত্রঞ্চ বারয়ত্যেষা সমরে কাণ্ডধারিণী ।
গুল্মশূলাক্ষিরোগাণাং ক্ষিপ্রং নাশয়তে ব্যথাম্।
শিরোরোগ-জ্বরাদীনাং নাশিনী সর্ব্বদেহিনাম্।। ৯।।

তদ্‌যথা—ঐকাহিক দ্ব্যাহিক ত্র্যাহিক চাতুর্থিক মাসিক দ্বৈমাসিক ত্রৈমাসিক চাতুর্ম্মাসিক ষাণ্মাসিক মৌহূর্ত্তিক বাতিক পৈত্তিক সান্নিপাতিক শ্লৈষ্মিক জ্বর সতত-জ্বর-সন্ততজ্বর-বিষম-জ্বর-গ্রহ-নক্ষত্র-দোষাং শ্চান্যান্ হর হর কালি, শর শর গৌরি ধম ধম বিদ্যে আলে মালে তালে গন্ধে বন্ধে পচ পচ বিদ্যে, মথ- মথ বিদ্যে, নাশয় পাপং, হর দুঃস্বপ্নং বিধবংসয় বিঘ্নং বিঘ্নবিনাশিনি রজনি সন্ধ্যে দুন্দুভিনাদে মর্দ্দয় মর্দ্দয় মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি শূলিনি অপমৃত্যু-বিনাশিনি বিশ্বেশ্বরি দ্রবিড়ি দ্রাবিড়ি কেশবদয়িতে পশুপতি-মহিতে সহিতে দুন্দুভিনাদে দুঃখদুরন্তে ভীমমর্দ্দিনি দমনি দামনি শবরি কিরাতি মাতঙ্গি, ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রুং হ্রৈং হ্রৌং হ্রঃ তুরু তুরু স্বাহা।।১০।। ওঁ যে মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা, তান্ সর্ব্বান্ হন-হন দহ-দহ পচ-পচ মর্দ্দয়-মর্দ্দয় তাপয়-তাপয় শোষয়-শোষয় উৎসাদয়োৎসাদয় ব্রহ্মাণি মাহেশ্বরি বারাহি নারসিংহি কৌমারি বৈনায়কি বৈষ্ণবি ঐন্দ্রি চান্দ্রি আগ্নেয়ি চণ্ডি চামুণ্ডে বারুণি বায়বি রক্ষ-রক্ষ, প্রচণ্ডবিদ্যে ইন্দ্রোপেন্দ্র-ভগিনি জয়ে বিজয়ে শান্তি-স্বস্তি-পুষ্টি-তুষ্টি কীর্ত্তিবিবর্দ্ধিনি কামাঙ্কুশে কামদুঘে সর্ব্বকামবরপ্রদে সর্ব্বভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা।।১১।। ওঁ আকর্ষিণি আবেশিনি জ্বালামালিনি রমণি রামিণি ধরণি ধারিণি তপনি তাপিনি মদোন্মাদিনি সংশোষিণি সম্মোহিনি মহানীলে, মহানীলপতাকে মহাগৌরি মহাশ্রিয়ে

মহাচান্দ্রি মহাপ্রিয়ে মহামায়ে আদিত্যরশ্মি জাহ্নবি যমঘণ্টে কিলি-কিলি চিন্তামণি সুরভি সুরোৎপনে সবর্বকামদুঘে যথাভিলষিতং কার্য্যং তন্মে সিদ্ধ্যতু স্বাহা। ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা,ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা। ওঁ বলে বলে মহাবলে অসিদ্ধ সাধিনি স্বাহা।।১২।। ওঁ।।

ইতি শ্রী বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয়কাণ্ডে ত্রৈলোক্য-বিজয়াপরাজিতা-স্তোত্রং সমাপ্তম্।। ওঁ তৎ সৎ।।

শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী

শাপ-বিমোচনম্

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ। ওঁ রং ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রূং শং ষং বং রাং সাং হাং হ্রং ওঁ ওঁ প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্ম-বিষ্ণুদেবতে রুদ্রচণ্ডী-শাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। ঠং ঠং ঠং কং কং কং খং খং খং। প্রজাপতির্ঋষিবর্ব্বায়ুর্দ্দেবতা প্রচণ্ড-চণ্ডী-শাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো রুদ্রোদেবতা হীঁ সীঁ শূঁ শুঁ হূঁ ফট্ স্বাহা, রুদ্রচণ্ডী-গুহ্যশাপ-বিমোচনে-বিনিয়োগঃ। প্রজাপতি-র্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিরাট্ প্রকতিকর্ম্মাণো দেবতা রুদ্রচণ্ডী-শাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কামাখ্যা দেবতা রুদ্রচণ্ডী-শাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। শ্রীকৃষ্ণশাপ-বিমোচনমন্ত্রস্য নারদঋষিঃ অনুষ্টুপ্চ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা শ্রীকৃষ্ণশাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ হ্রীঁ হূঁ হূঁ ঘোরচণ্ডী মহামাতঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপিণী। দূষিতা কৃষ্ণ-শাপেন মুক্তা ত্বং ভব সুব্রতে। লোকানাঞ্চ হিতার্থায় শম্ভুনা গদিতা পুরাঃ। কৃষ্ণ শাপ বিমুক্তা হি যথোক্ত-ফলদা ভব।। ব্রহ্মশাপবিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষির্বহ্মদেবতা বহ্মশাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ব্রহ্মণা সেবিতা ব্যাপ্তা ন সম্যক্ ফলদায়িনী। শাপমুক্তা হি দেবি ত্বং যথোক্তফলদা

ভব। হ্রৌঁ হ্রঁ হ্র হ্রীঁ শ্রী শ্রী ব্রী ব্রং ঐঁ হ্রীঁ ক্রীঁ গ্লৌঁ ঐঁ ক্লীঁ ক্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হেসৌঁ ক্লীঁ রাং স্ত্রীং হ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ মৌঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ ওঁ ওঁ স্বাহা রীঁ রামঃ ওঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হং সঃ ফট্ বৌষট্ স্বাহা ওঁ ওঁ ওঁ হৌঁ হৌঁ হৌঁ হ্রৌঁ হ্রৌঁ হ্রৌঁ হূঁ হূঁ হূঁ স্বাহা। হ্ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রৌঁ ওঁ ক্লঃ স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ হূঁ স্বাহা। হ্রৌঁ নমঃ শিবায় স্বাহা।।

ইতি শাপোদ্ধার।।

শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী

মন্ত্র ঃ ওঁ হূঁ চণ্ডিকায়ৈ হূ স্বাহা। (তিনবার পাঠ করিবেন)।

প্রার্থনা ঃ ওঁ রুদ্রচণ্ডি নমস্তভ্যং চণ্ড-বৈরিবিনাশিনি।
সবর্বপাপহরে দেবি সবর্বদা বরদা ভব।।

গায়ত্রী ঃ ওঁ রুদ্র-চণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে পূর্ণফল-প্রদায়িন্যৈ ধীমহি তন্নো দেবি প্রচোদয়াৎ।

মূলমন্ত্র ঃ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ওঁ ক্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ দ্রীঁ দ্রীঁ।

ধ্যানম্ ঃ ওঁ রক্তবর্ণাং মহাদেবীং লসচ্চন্দ্র (মুণ্ডমালা) বিভূষিতাম্।
পট্টবস্ত্র-পরীধানাং সবর্বালঙ্কার-ভূষিতাম্।
বরাভয়করাং দেবীং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্।
কোটিচন্দ্রসমাসীনাং বদনৈঃ শোভিতাং পরাম্।
করালবদনাং দেবীং কিঞ্চি জ্জিহ্বাঞ্চ লোহিতাম্।
স্বর্ণবর্ণ-মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্।
অক্ষমালাধরীং দেবীং জপকর্ম্মসমাহিতাম্।।

ওঁ নমচণ্ডিকায়ৈ

রুদ্র উবাচ

চণ্ডিকাং হৃদয়ে ন্যস্য স্মরণং যঃ করোত্যপি।
অনন্তফল-মাপ্নোতি দেবী চণ্ডী-প্রসাদতঃ।
রবিবারে যদা চণ্ডীং পঠেদাগমসম্মতাম্।

নবাবৃত্তি ফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
সোমবারে যদা চণ্ডীং পঠেদ্ যঃসুসমাহিতঃ।
সহস্রাবৃত্তি পাঠস্য ফলং জানীহি সুব্রতে।
কুজবারে জগদ্ধাত্রি পঠেদ্ যামল (আগম) সম্মতাম্।
শতাবৃত্তিফলং তস্য বুধে লক্ষ-ফলং ধ্রুবম্।
গুরুবারে মহামায়ে লক্ষযুগ্মফলং ধ্রুবম্।
শুক্রে দেবি জগদ্ধাত্রি চণ্ডীপাঠেন শঙ্করি।
জ্ঞেয়ং তুল্যফলং দুর্গে পঠেদ্ যদি সমাহিতঃ।
শনিবারে জগদ্ধাত্রি কোট্যাবৃত্তি ফলং ধ্রবম্।
অতএব মহামায়ে যশ্চ চণ্ডীং সমভ্যসেৎ।
স ধন্যশ্চ কৃতার্থশ্চ রাজ-রাজাধিপো ভবেৎ।।
আরোগ্যং বিজয়ং সৌখ্যং বস্ত্ররত্নপ্রবালকম্।
পঠনাচ্ছ্রবণাচ্চৈব জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।।
ধনং ধান্যং প্রবালঞ্চ রাজপট্টবিভূষিতম্।
চণ্ডী শ্রবণ মাত্রেণ কুর্য্যাৎ সর্ব্বং মহেশ্বরী।
ও ঁঘোরচণ্ডী মহাচণ্ডী চণ্ডমুণ্ডবিখণ্ডিনী।
চণ্ড-বক্ত্রা মহামায়া মহাদেব-বিভূষিতা।
রক্তদন্তা বরারোহা মহিষাসুর-মর্দ্দিনী।
তারিণী জননী দুর্গা চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
গুহ্যকালী জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা যামলোদ্ভবা।
শ্মশানবাসিনী দেবী ঘোর-চণ্ডী ভয়ানকা।
শিবা ঘোরা রুদ্রচণ্ডী মহেশগণভূষিতা।
জাহ্নবী পরমা কৃষ্ণা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
বিদ্যা শ্রীপরমা বিদ্যা চণ্ডী চ বৈরিমর্দ্দিনী।
দুর্গাদুর্গা শিবা ঘোরা চণ্ডমুণ্ডবিখণ্ডিকা।
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ভৈরবী চণ্ডবিক্রমা।

প্রমথৈর্ভূষিতা কৃষ্ণা চামুণ্ডা মুণ্ডমর্দ্দিনী।
রণঘণ্টা চণ্ডঘণ্টা (রণখণ্ডা চণ্ডখণ্ডা) রণ-রাম-বরপ্রদা।
ভবানী ভদ্রকালী চ শিবা ঘোরা ভয়ানকা।
বিষ্ণুপ্রিয়া মহামায়া নন্দগোপ-গৃহোদ্ভবা।
মঙ্গলা জননী চণ্ডী মহারুদ্রা (মহাক্রুদ্ধা) ভয়ঙ্করী।
বিমলা ভৈরবী নিদ্রা জাতিরূপা মনোহরা।
কৃষ্ণাছায়া স্বধামায়া শক্তিরূপা সনাতনী।
তস্যৈ দেব্যৈ নমস্তস্যৈ সবর্বরূপেণ সংস্থিতা।
প্রাণপ্রিয়া জাতিমায়া নিদ্রারূপা মহেশ্বরী।
যা দেবী সবর্বভূতেষু সবর্বরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।
এতাং চণ্ডীং জগদ্ধাত্রি ব্রাহ্মণস্তু সদা পঠেৎ।
নান্যস্তু পাঠকো দেবি পঠনে ব্রহ্মহা ভবেৎ।
নারদঃ পাঠকশ্চৈব কৈলাসে রত্নভূষিতে।
বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকে চ দেবরাজপুরে শিবে।
যঃ শৃণোতি ধরায়াঞ্চ মুচ্যতে সবর্বপাতকাৎ।
ব্রহ্মহত্যা চ গোহত্যা স্ত্রীবধোদ্ভবপাতকম্।
তৎসবর্বং পাতকং দুর্গে মাতৃগমনপাতকম্।
শ্বশ্রূ-গমনপাপঞ্চ কন্যকাগমন-পাতকম্।
সুতস্ত্রীগমনে চৈব যদ্যৎ পাপং প্রজায়তে।
পরদারকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।
জন্ম-জন্মান্তরাৎ পাপাৎ গুরুহত্যাদি পাতকাৎ।
মুচ্যতে মুচ্যতে দেবি গুরুপত্নীষু সঙ্গমাৎ।
মনসা বচসা পাপং যৎপাপং ব্রহ্ম-হিংসনে।
মিথ্যায়াঞ্চৈ ব যৎপাপং তৎপাপং নশ্যতি ক্ষণাৎ।
শ্রবণং পঠনঞ্চৈ ব যঃ করোতি ধরাতলে।

স ধন্যশ্চ কৃতার্থশ্চ রাজরাজাধিপো ভবেৎ।
যে করিষ্যন্ত্যবজ্ঞাং বৈ রুদ্রযামলচণ্ডিকাম্।
পাপৈরেতৈঃ সমাযুক্তো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
অশ্রদ্ধাং যে চ কুবর্বন্তি তে চ পাতকিনো নরাঃ।
রৌরবং রক্ত-কুণ্ডঞ্চ কৃমিকুণ্ডং মলস্য বৈ।
শুক্রস্য কুণ্ডং স্ত্রীরক্তং যান্তি তেঽপ্যচিরেণ বৈ।
ততঃ পিতৃগণৈঃ সার্দ্ধং বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।।
শৃণু দেবি মহাভাগে চণ্ডীপাঠং শৃণোত্যপি।
গয়ায়াঞ্চৈ ব যৎ পুণ্যং কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরাগ্রতঃ।
প্রয়াগে মুণ্ডনঞ্চৈ ব হরিদ্বারে হরের্গৃহে।
তুল্যং পুণ্যং ভবেদ্দেবি সত্যং দুর্গে বরাননে।
ত্রিগয়ায়াং ত্রিকাশ্যাং বৈ যচ্চ পুণ্যংসমুত্থিতম্।
তচ্চ পুণ্যং তচ্চ পুণ্যং তচ্চ পুণ্যং ন সংশয়ঃ।
ভবানী চ ভবানী চ ভবানীত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
ভকারস্তু ভকারস্তু ভকারঃ কেবলঃ শিবঃ।
বাণী চৈব জগদ্ধাত্রি বরারোহে ভকারকঃ।
প্রেতবদ্দেবি বিশ্বেশি ভকারঃ প্রেতবৎসলঃ।
আরোগ্যঞ্চ জয়ং দুঃখনাশনং সুখবর্দ্ধনং।
ধনং পুত্রং জয়ারোগ্যং কুষ্ঠং গলিত-নাশনম্।
অর্দ্ধাঙ্গরোগান্ মুচ্যেত দদ্রুরোগাচ্চ পাববতি।
সত্যং সত্যং জগদ্ধাত্রি মহামায়ে শিবে শিবে।
চণ্ডে চণ্ডে মহাঘোরে চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
মন্দে দিনে মহশোনি বিশেষফলদায়িনী।
সবর্দুঃখাৎ প্রমুচ্যেত ভক্ত্যা চণ্ডীং শৃণোতি যঃ।
ব্রাহ্মণো হিতাকারী চ পঠেন্নিয়ত-মানসঃ।
মঙ্গলং মঙ্গলং জ্ঞেয়ং মঙ্গলং জয়বর্দ্ধনম্।

ভবেদ্ধি পুত্রপৌত্রৈশ্চ কন্যাদাসাদিভির্যুতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ নিধনে কালে নিবর্বাণমাপ্নুয়াৎ।
মহাদানোদ্ভবং পুণ্যং তুলা-হিরণ্যকে যথা।
চণ্ডী-শ্রবণমাত্রেণ পঠনাদ্ ব্রাহ্মণো হি সঃ।
নিবর্বাণমেতি দেবেশি মহাস্বস্ত্যয়নং হি তৎ।
সবর্বত্র বিজয়ং যাতি শ্রবণাদ্ গ্রহদোষতঃ।
মুচ্যতে চ জগদ্ধাত্রি রাজ-রাজাধিপো ভবেৎ।
মহাচণ্ডী শিবাঘোরা ভয়ানক-বরপ্রদা।
কাঞ্চনী বিমলা বিদ্যা মহারোগবির্মর্দ্দিনী ।
গুহ্যকালী ঘোরচণ্ডী চণ্ডী ত্রৈলোক্য-দুর্ল্লভা।
দেবানাং দুর্ল্লভা চণ্ডী রুদ্রযামল-সম্মতা।
অপ্রকাশ্যা মহাদেবী প্রিয়া রাবণ-মর্দ্দিনী।
মৎস্যপ্রিয়া মাংসরতা মৎস-মাংস-বলিপ্রিয়া।
মদোন্মত্তা (মধুমত্তা) মহামায়া ভূত-প্রমথসঙ্গতা।
মধ্যভাগা (মদ্যভাগা) মহারামা ধান্যদা ধন-রত্নদা।
বস্ত্রদা মণি-রাজ্যাদি-প্রজা-বিষয়-বর্দ্ধিনী।
মুক্তিদা সবর্বদা চণ্ডী মহাবিপদ-নাশিনী।
ইমাঞ্চ চণ্ডীং পঠতে মনুষ্যঃ, শৃণোতি ভক্ত্যা পরমং শিবস্য।
চণ্ডীং ধরণ্যামতিপুণ্যযুক্তাং, ভক্ত্যা তু গচ্ছেদ্ধর মন্দিরং শুভম্।।
যো যন্মনোরথং দুর্গে করোতি ধরণীতলে ।
রুদ্রচণ্ডী-প্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
রুদ্রধ্যেয়া রুদ্ররূপা রুদ্রাণী রুদ্রবল্লভা।
রুদ্রভক্ত্যা রুদ্রভূষা রুদ্রারুদ্রগণান্বিতা।
শিবচণ্ডী মহাচণ্ডী শিবপ্রীতি-সমন্বিতা।
ভৈরবী পরমা বিদ্যা মহাবিদ্যা চ ষোড়শী।
সুন্দরী পরমা পূজ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী।

গুহ্যকালী ভদ্রকালী মহাকাল-বিমর্দ্দিনী।
কৃষ্ণা কৃষ্ণস্বরূপা সা জগন্মোহনকারিণী।
অতিতন্ত্রা মহালজ্জা সবর্ব-মঙ্গল-দায়িকা।
ঘোরতন্ত্রা ভীমরূপা ভীমা দেবী মনোহরা।
ব্যালা ব্যালগণা সিদ্ধি-দায়িকা সবর্বদা শিবা।
স্মৃতিরূপা কীর্ত্তিরূপা বুদ্ধিরূপা মনোহরা।
বিষ্ণুপ্রিয়া শক্রপূজ্যা যোগীন্দ্রেরপি সেবিতা।
মহাভয়ানকা দেবী ভবদুঃখ-বিনাশিনী।
চণ্ডিকা শক্তিহস্তা চ কৌমারী সবর্ব কামদা।
বারাহী চ বরাহস্য ইন্দ্রাণী শক্র-পূজিতা।
মাহেশ্বরী মহেশস্য মহেশগণ-ভূষিতা।
চামুণ্ডা নারসিংহী চ নৃসিংহী শক্র-নাশিনী।
সবর্ব শক্রপ্রশমনী সবর্বারোগ্য-প্রদায়িনী।
নৈব দুঃখং ভয়ং কিঞ্চি ৎ পঠনাৎ শ্রবণাদ্ যতঃ।
ইতি সত্যং মহেশানি সত্যং সত্যং বদাম্যহং।
নৈব শোকং নৈব দুঃখং নৈব রোগভয়ং তথা।
আরোগ্যং মঙ্গলং নিত্যং করোতি শুভমঙ্গলম্।
মহেশানি বরারোহে ব্রবীমি সত্যমুত্তমং।
অভক্তায় ন দাতব্যং মম প্রাণাধিকং শুভম্।
মম ভক্তায় শাক্তায় শিববিষ্ণুপ্রিয়ায় চ।
দদ্যাৎ কদাচিদ্দেবেশি সত্যং সত্যং মহেশ্বরি।
অনন্তফলমাপ্নোতি শিবচণ্ডী-প্রসাদতঃ।
অশ্বমেধ-বাজপেয়-রাজসূয়-শতানি চ।
তুষ্টাশ্চ পিতরো দেবাস্তথা চ সর্ব্বদেবতাঃ।
দুর্গায়াং মৃণ্ময়ীজ্ঞানং রুদ্রযামলপুস্তকম্।
মন্ত্রমক্ষরসংজ্ঞানং করোত্যপি নরাধমঃ।

অতএব মহামায়ে কিং বক্ষ্যে তব সন্নিধৌ।
লম্বোদরাধিকা চণ্ডী-পঠনাৎ শ্রবণাদ্ যতঃ।
তত্ত্বমসীতিবাক্যেন মুক্তিমাপ্নোতি দুর্ল্লভাম্।।
শ্রীরুদ্র-যামলে হর-পাবর্বতী-সংবাদে রুদ্রোক্তা রুদ্রচণ্ডী সমাপ্তা।।

।। ওঁ তৎসৎওঁ।।

লিঙ্গাষ্টক-স্তোত্রম্

ব্রহ্মমুবারিসুরার্চিতলিঙ্গং নির্মলভাসিতশোভিতলিঙ্গম্।
জন্মজদুঃখবিনাশকলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গং।।১
দেবমুনিপ্রবরার্চিতলিঙ্গং কামদহং করুণাকরলিঙ্গম্।
রাবণদর্পবিনাশনলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্।।২
সর্বসুগন্ধিসুলেপিতলিঙ্গং বুদ্ধি বিবর্ধন- কারণলিঙ্গম্।
সিদ্ধ সুরাসুরবন্দিতলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্।।৩
কনকমহামণি ভূষিতলিঙ্গং ফণিপতিবেষ্টিতশোভিত লিঙ্গম্।
দক্ষসুযজ্ঞবিনাশনলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্।।৪
কুঙ্কুমচন্দন-লেপিত-লিঙ্গং পঙ্কজহার সুশোভিতলিঙ্গম্।
সঞ্চিতপাপ বিনাশনলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্।।৫
দেবগণার্চ্চিতসেবিতলিঙ্গং ভাবৈর্ভক্তিভিরেব চ লিঙ্গম্।
দিনকরকোটি প্রভাকরলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্।।৬
অষ্টদলোপরি বেষ্টিতলিঙ্গং সর্বসমুদ্ভবকারণলিঙ্গম্।
অষ্টদারিদ্র্যবিনাশিতলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্।।৭
সুরগুরুসুরবর পূজিতলিঙ্গং সুরবনপুষ্প সদার্চ্চিত লিঙ্গম্।
পরাৎপরং পরমাত্মকলিঙ্গং তৎপ্রণমামি সদাশিবলিঙ্গম্।।৮
লিঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেচ্ছিব সন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে।।৯
ইতি লিঙ্গাষ্টকস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

নবগ্রহস্তোত্রম্

ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধবান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।।
দিব্যশঙ্খ-তুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্।।
ধরণীগর্ভ-সম্ভূতং বিদ্যুৎ-পুঞ্জসমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্।।
প্রিয়ঙ্গু-কলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্।।
দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কণকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্।।
হিমকুন্দ মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্।।
নীলাঞ্জনচয় প্রখ্যং রবিসূনুম্ মহাগ্রহম্।
ছায়ায়াঃ গর্ভ সম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্।।
অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য-বিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্।।
পলাল-ধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহ-বিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্।।

ফলশ্রুতিঃ

ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ।।
ঐশ্বর্য্যমতুলঞ্চাপি আরোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
নরনারীপ্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তস্যোপজায়তে।।
তক্ষকোঽগ্নির্যমো বায়ুর্যেচান্যে গ্রহপীড়কাঃ।
তে সর্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূয়ান্ন সংশয়ঃ।।
ইতি শ্রীব্যাসভাষিতং নবগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

নবগ্রহকবচম্

ব্রহ্মোবাচ

শিরো মে পাতু মার্ত্তণ্ডঃ কপালং রোহিণীপতিঃ।
মুখমঙ্গারকঃ পাতু কণ্ঠঞ্চ শশিনন্দনঃ।।
বুদ্ধিং জীবঃ সদা পাতু হৃদয়ং ভৃগুনন্দনঃ।
জঠরঞ্চ শনিঃ পাতু জিহ্বাং মে দিতিনন্দনঃ।।
পাদৌ কেতুঃ সদা পাতু বারাঃ সর্বাঙ্গমেব চ।
তিথয়োঽষ্টৌ দিশঃ পান্তু নক্ষত্রাণি বপুঃ সদা।।
অংসৌ রাশিঃ সদা পাতু যোগাশ্চ স্থৈর্য্যমেব চ।
গুহ্যং লিঙ্গং সদা পান্তু সর্বে গ্রহাঃ শুভপ্রদাঃ।
অণিমাদীনি সর্বাণি লভতে যঃ পঠেদ্ ধ্রুবম্।।
এতাং রক্ষাং পঠেদ্যস্তু ভক্ত্যা সুপ্রযতঃ সুধীঃ।
স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী রণে চ বিজয়ী ভবেৎ।।
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ।
দারার্থী লভতে ভার্য্যাং সুরূপাং সুমনোহরাম্।।
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে কারাগারে বিশেষতঃ।
যঃ করে ধারয়েন্নিত্যং তস্য ভয়ং ন বিদ্যতে।।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গণাগমঃ।
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত কবচস্য চ ধারণাৎ।।
শ্রিয়ঞ্চ লভতে নিত্যং রিষ্টিস্তস্য ন জায়তে।
যঃ করে ধারয়েন্নিত্যং স সদা বিজয়ী ভবেৎ।।
নারী বামভুজে ধৃত্বা সুখৈশ্বর্য্যসমন্বিতা।
কাকবন্ধ্যা জন্মবন্ধ্যা মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা কবচস্য প্রসাদতঃ।।

ইতি শ্রীগ্রহযামলে উত্তরখণ্ডে নবগ্রহকবচং সমাপ্তম্।।

অথ সূর্য্যস্তবঃ

ওঁ নমঃ সূর্য্যায়। অস্য শ্রীসূর্য্যগ্রহস্তোত্রস্য বশিষ্ঠঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীসূর্য্যো দেবতা সূর্য্যগ্রহপ্রীত্যর্থং স্তবপাঠে বিনিয়োগঃ।। ধ্যানম্—ওঁ রক্তাব্জযুগ্মাভয়দানহস্তং কেয়ুরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যম্। মাণিক্য-মৌলিং দিননাথমীড়ে বন্ধুককান্তিং বিলসৎত্রিনেত্রম্।। বশিষ্ঠ উবাচ। স্তবং স্তত্র ততঃ শাম্বঃ কৃশোধমনীসন্ততঃ। রাজন্নামসহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরম্।। খিদ্যমানস্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা। স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ।। শ্রীসূর্য্য উবাচ। শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত। অলং নামসহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্।। যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ। তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয়।। বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ। লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ।। লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা। তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ।। গভস্তি-হস্তো ব্রহ্মা চ সর্বদেবনমস্কৃতঃ। একবিংশতিরিত্যেষ স্তব ইষ্টঃ সদা মম। শরীরারোগ্যকৃচ্চৈব (শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব) ধনবৃদ্ধি র্যশস্করঃ। স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।। য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেস্তমনোদয়ে। স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। কায়িকং বাচিকং চৈব মানসং যচ্চ দুষ্কৃতম্। একজপ্যেন (এতজ্জপ্যেন) তৎসর্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ।। এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ। বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ। অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে। পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্বপাপহরঃ শুভঃ। এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ। আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়তঃ।। শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্। পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্।।

ইতি শ্রীশাম্বপুরাণে রোগাপনয়নে সূর্য্যবক্ত্রনির্গত-সূর্য্যস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ।

।। ওঁ তৎ সৎ।।

সূর্য্য কবচম্

পার্বত্যুবাচ। দেব দেব মহাদেব সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারক। কথয়স্ব মহাদেব সূর্য্যস্য কবচং প্রভো।। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সূর্য্যস্য কবচং প্রিয়ে। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ সর্বব্যাধিং প্রণশ্যতি। অস্য শ্রীসূর্য্য কবচস্য মহাদেবঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীসূর্যো দেবতা সূর্য্যরিষ্টং প্রশমনার্থং পাঠে বিনিয়োগঃ। আং সূর্য্যো হৃদয়ং পাতু ঈং পাতু মস্তকং মুদা। ঊং শিখাং পাতু মে সূর্য্যঃ ঐং পাতু কবচং মম। ওঁ নেত্রৌ মে সদা পাতু অঃ সর্বাঙ্গং দিবাকরঃ। ইতি তে কথিতং দেবি কবচং পরমাদ্ভুতং। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ সূর্য্যরিষ্টং বিনশ্যতি। ইদং কবচ-মজ্ঞাত্বা পূজা হোমং করোতি যঃ। পুরশ্চরণং পূজা চ জপাদি চ মহেশ্বরি। সর্বং নিস্ফলমাপ্নোতি ইষ্টোঽপি কষ্টদো-রবিঃ। লিখিত্বা ভুর্জ পত্রে চ যাবকেন বরাননে। ত্রিশূল্যা-মূলসংযুক্তং তাম্রস্থং ধারয়েদ্ যদি। কুষ্ঠ-রোগাদি নাশঞ্চ বর্ষ মধ্যে প্রজায়তে। যো নরঃ সূর্য্যবারেচ প্রাতঃ সায়ং পঠেন্মুদা। তস্যারোগ্যং মহেশানি জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।। ইতি শ্রী সাধুসঙ্কুলিনী তন্ত্রে হর পার্বতী সংবাদে সূর্য্য কবচং সম্পূর্ণম্।।

সোমস্তোত্রম্

ওঁ নমঃ সোমগ্রহায়। অস্য সোমগ্রহ-স্তোত্রস্য বশিষ্ঠঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সোমো দেবতা সোমগ্রহ-প্রীত্যর্থং স্তোত্রপাঠে বিনিয়োগঃ। ধ্যানম্— ওঁ দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্। নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুট-ভূষণম্।। ইন্দুর্নিশাকরশ্চন্দ্রঃ শীতাংশু শশলাঞ্ছনঃ। সুধাংশুঃ শীতলঃ সোমঃ শশাঙ্কো রোহিণীপ্রিয়ঃ।। হরচূড়ামণিঃ শ্রীমান্ অত্রিনেত্র-সমুদ্ভবঃ। এতানি চন্দ্রনামানি যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।। সবর্বপাপক্ষয়ং যাতি পূর্ণকান্তির্যশোদিতঃ।।

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে সোমগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

।। ওঁ তৎ সৎ।।

সোম কবচম্

দেব্যুবাচ। বিরূপাক্ষ মহাদেব সর্বতত্ত্ব-প্রদর্শক। কথয়স্ব মহাভাগ চন্দ্রস্য কবচং শুভম্।। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি মহাতত্ত্বং সোমস্য কবচং শুভম্। যস্য প্রপঠনাদ্দেবি সোমরিষ্টং প্রণশ্যতি। অস্য শ্রীচন্দ্রমসঃ কবচস্য অত্রির্ঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীসোমদেবতা সোমরিষ্টি শান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। কং খং গং ঘং ঙং পাতু হৃদয়ং মে যামিনং পতিঃ। চং ছং জং ঝং ঞং পাতু মস্তকং মেঽত্রিগোত্রজ।। টং ঠং ডং ঢং ণং পাতু শিখাঞ্চ তাপহা মম। তং থং দং ধং নং পাতু কণ্ঠং মে মৃগাঙ্কঃ শ্বেতপদ্মভৃৎ।। পং ফং বং ভং মং পাতু নেত্রে মে রোহিণী-পতিঃ। যং রং লং বং শং ষং সং হং সর্বাঙ্গং পাতু চন্দ্রমাঃ। কবচং দ্বিজরাজস্য কথিতং বীরবন্দিতে। যস্য প্রপঠনাদ্দেবি সর্বরিষ্টং বিনশ্যতি।। কর্পূর-চন্দনৈ-র্যুক্তং কৃত্বা ভূর্জে বরাননে। ক্ষীরিকা মূল সংযুক্তং রৌপ্যস্থং ধারয়েদ্ যদি।। সর্বব্যাধি প্রশমনং পুত্রদং ধনদং ভবেৎ। সোমবারে মহেশানি কৃত্বোপবসনং মুদা।। ভক্তিতঃ সোমমভ্যর্চ্য কবচং হি পঠেত্তু যঃ। মাসমধ্যে মহেশানি পুত্রবান্ স ভবেদ্ ধ্রুবম্।। ইদং কবচ-মজ্ঞাত্বা সোমযাগং করোতি যঃ। নিষ্ফলা সা ক্রিয়া তস্য জপ পূজাদিকং তথা।। ইতি শ্রীসাধুসঙ্কুলিনী তন্ত্রে হরপার্বতী সম্বাদে সোম-কবচং সম্পূর্ণম্।।

মঙ্গলস্তোত্রম্

অস্য মঙ্গলগ্রহস্তোত্রস্য বিরূপাক্ষঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽঙ্গারকো দেবতা মঙ্গলগ্রহ প্রীত্যর্থং স্তবপাঠে বিনিয়োগঃ।

ধ্যানম্—ওঁ ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্। কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্। মঙ্গলো ভূমিপুত্রশ্চ ঋণহন্তা (ঋণহর্ত্তা) ধনপ্রদঃ। স্থিরাসনো মহাকায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মাবরোধকঃ।। রোহিতো লোহিতাঙ্গশ্চ (লোহিতাক্ষশ্চ) সামগানাং কৃপাকরঃ। ধরাত্মজঃ কুজো ভৌমো

ভূমিজো ভূমিনন্দনঃ।। অঙ্গারকো যমশ্চৈব সর্ব্বরোগাপহারকঃ। বৃষ্টিকর্ত্তা চ হর্ত্তা চ সর্বকামফলপ্রদঃ।। এতানি কুজনামানি নিত্যং যঃ প্রযতঃ পঠেৎ। ঋণং ন জায়তে তস্য ধনমাপ্নোতি পুষ্কলম্।। রক্তগন্ধৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ ধূপদীপাদিভিস্তথা। মঙ্গলং পূজয়েদ্ভক্ত্যা মঙ্গলেঽহনি সর্ব্বদা। ঋণরেখা প্রকর্ত্তব্যা অঙ্গারেণ সদা বুধৈঃ। প্রোঞ্ছয়েদ্বামপাদেন ঋণনাশো ভবেদ্ ধ্রুবম্।। (এবম্ কৃতে ন সন্দেহো ঋণং ত্যক্ত্বা ধনং লভেৎ) লোহিতাঙ্গং কুমারঞ্চ দীপ্তানলসমপ্রভম্। মঙ্গলং পূজয়েদ্ভক্ত্যা ধর্ম কামার্থসিদ্ধয়ে।।

ইতি শ্রী স্কন্দপুরাণে মঙ্গলগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

।। ওঁ তৎ সৎ।।

মঙ্গল কবচম্

দেব্যুবাচ। দেব দেব মহাদেব জগতাং হিতকারক। ভৌমস্য কবচঞ্চৈব কৃপয়া মে প্রকাশয়।। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি মহেশানি ভৌমস্য কবচং মুদা। পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্য ভৌমরিষ্টং প্রণশ্যতি।। অস্য শ্রীমঙ্গল মহাগ্রহকবচস্য ভরদ্বাজঋষিঃ ষড়ষ্টকাপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ শ্রীমঙ্গলো দেবতা মঙ্গলগ্রহ-প্রীত্যর্থং পাঠে বিনিয়োগেঃ। অং আং মম শিরঃ পাতু ইং ঈং পাতু কপালকম্। উং ঊং কর্ণৌ সদা পাতু ঋং ৠং মে পাতু ভালকম্।। ৯ং ৯৯ং পাতু সদা গণ্ডৌ এং ঐং পাতু শ্রুতী মম। অং পাতু মম হৃদয়ং অঃ সর্বাঙ্গং মমাবতু।। ইদং ভৌমস্য কবচং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ। সর্বব্যাধিবিনির্মুক্তো গ্রহপীড়া ন দারুণাঃ।। ভৌমবারে নিশাভাগে উপবাসং করোতি যঃ। ঋণগ্রস্তো ঋণরেখামঙ্গারেণৈব কারয়েৎ।। প্রোঞ্ছয়েদ্ বামপাদেন ঋণং ত্যক্ত্বা ধনং লভেৎ। কবচং ত্রিঃ পঠেদ্দেবি নিশামধ্যে বরাননে।। প্রাতঃ স্নাত্বা দ্বিজোঽভ্যর্চ্চ্য পারণঞ্চ স্বয়ঞ্চ রেৎ। এবং সমাপ্তং দেবেশি যঃ কুর্য্যাদ্ ভক্তি ভাবতঃ।। ঋণান্মুক্তো মহেশানি ধনমাপ্নোতি পুষ্কলম্। ভুর্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং

রক্তচন্দন-মিশ্রিতাম্।। সিংহমূলান্বিতাং কৃত্বা তাম্রস্থাং ধারয়েদ্ যদি। ক্ষত-ব্রণাদ্যা যাবন্তো দোষা নশ্যন্তি পার্বতি।। ইতি শ্রী সাধু সঙ্কুলিনী তন্ত্রে হর পার্বতী সংবাদে মঙ্গল কবচং সম্পূর্ণম।।

বুধস্তোত্রম্

অস্য বুধগ্রহস্তোত্রস্য বিশ্বেদেবা ঋষয়স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বুধো দেবতা বুধ প্রীত্যর্থং স্তবপাঠে বিনিয়োগঃ। ধ্যানং,—ওঁ প্রিয়ঙ্গু কলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্। সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্।। জ্ঞেয়ো বুধশ্চ প্রাজ্ঞশ্চ রৌহিণেয়শ্চ সোমজঃ। কুমারো রাজপুত্রশ্চ শশেয়ঃ (শশিজঃ) শশিনন্দনঃ।। বিরাজো রাজপুত্রশ্চ তারাপুত্রস্তথৈব চ।। সোমপুত্রঃ প্রিয়ঙ্গুশ্চ বিবুধো বোধনস্তথা।। সৌম্যঃ সর্ব্বগুণোপেতো রত্নদানফলপ্রদঃ। এতানি বুধনামানি প্রাতকালে পঠেন্নরঃ। বুদ্ধি র্বিশুদ্ধ তাং যাতি বুধস্য বোধনস্তবে।।

ইতি শ্রী স্কন্দপুরাণে বুধগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্

।। ওঁ তৎ সৎ।।

বুধ কবচম্

দেব্যুবাচ। দেব দেব জগদ্ গুরো সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারক। কথয়স্ব মহাদেব বুধস্য কবচং প্রভো।। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি বুধস্য কবচং প্রিয়ে। যস্য বিজ্ঞান-মাত্রেণ নরঃ শুদ্ধত্বমাপ্নুয়াৎ।। অস্য শ্রীবুধগ্রহ-কবচস্য শক্তির্ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবুধো দেবতা বুধ-গ্রহরিষ্ট-শান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। হ্রীং বীজং মে শিরঃ পাতু হ্রী হ্রাং পাতু মমোদরম্। হূং হূং পাতু সদা কণ্ঠং ঋং ৠং পাতু কটিস্থলম্। ওঁ হ্রী পাতু সদা স্কন্ধৌ হূং ফট্ পাতু স্তনদ্বয়ম্। হ্রীং হ্রীং করঞ্চ মে পাতু হ্রীং ফট্ স্বাহা পদদ্বয়ম্।। আং নাভিং মে বুধঃ পাতু হ্রীং হ্রীং সৌম্যো গুদন্তথা। অকারাদি ক্ষকারান্তং সর্বাঙ্গং পাতু সোমজঃ।।

ইতি তে কথিতং দেবি কবচং শশিজস্য চ। ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সৌন্দর্যং স সমাপ্নুয়াৎ লিখিত্বা ভূর্জপত্রে তু কুঙ্কুমেন বরাননে। বাট্যালমূলসংযুক্তং স্বর্ণস্থং ধারয়েত্তু যঃ।। বামে চ দক্ষিণে চৈব স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্য চ। পুং সঃ স্ত্রী বশমাপ্নোতি স্ত্রিয়াঃ পুমাম্ ন সংশয়।। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেচ্চন্দ্রমঃ-সুতম্। জপ-পূজাদিকং তস্য শরন্মেঘস্য গর্জনম্।। ইতি শ্রীসাধুসঙ্কুলিনী তন্ত্রে হর পার্বতী সংবাদে বুধকবচং সম্পূর্ণম্।।

বৃহস্পতিস্তোত্রম্

অস্য বৃহস্পতিগ্রহস্তোত্রস্য অঙ্গিরাঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো বৃহস্পতির্দেবতা বৃহস্পতি-গ্রহপ্রীত্যর্থং স্তবপাঠে বিনিয়োগঃ। ধ্যানং,—ওঁ দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভং। বন্দে ভক্ত্যা ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্।। বৃহস্পতিঃ সুরাচার্য্যো দয়াবান্ শুভলক্ষণঃ। লোকত্রয়গুরুঃ শ্রীমান্ গীষ্পতিঃ সর্বতো বিভুঃ।। সর্বেশঃ সর্বদা তুষ্টঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বপূজিতঃ। অক্রোধী চ মুনিশ্রেষ্ঠো নীতিকর্ত্তা জগৎপিতা। বিশ্বাত্মা বিশ্বকর্ত্তা চ বিশ্বযোনিরযোনিজঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ পিতা চৈব ভর্ত্তা জীবো মহাবলঃ। পঞ্চ বিংশতিনামানি পুণ্যানি শুভদানি চ। প্রাতরুত্থায় যো নিত্যং কীর্ত্তয়েৎ সুসমাহিতঃ।। বিপরীতোঽপি ভগবান্ প্রীতস্তস্য বৃহস্পতিঃ। নন্দগোপগৃহস্থেন বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।। বৃহস্পতিঃ সুরাচার্য্যঃ সুরাসুর-সুপূজিতঃ। অভীষ্টফলদঃ শ্রীমান্ শুভগ্রহ নমোঽস্তুতে।। যঃ পঠেচ্চ গুরুস্তোত্রং চিরজীবী ন সংশয়ঃ। গোসহস্রফলং তস্য বিষ্ণুর্বচনমব্রবীৎ।।

ইতি শ্রী স্কন্দপুরাণে বৃহস্পতিস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

।। ওঁ তৎ সৎ।।

বৃহস্পতি কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ। দেব দেব মহাদেব লোকানাং হিতকারক। গুরোশ্চ কবচং দেব কৃপয়া মে প্রকাশয়।। শ্রীঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি

কবচং ব্রহ্মরূপিণীম্। যস্য প্রসাদাদ্দেবেশি সর্ববিদ্যানিধির্ভবেৎ।। কবীনাং জ্ঞানজননং সাধূনাং সুখদায়কম্। অজ্ঞানাঞ্চ বুদ্ধিকরং ব্যাধিভীতি জ্বরাপহম্।। অস্য শ্রীবৃহস্পতি-কবচস্য আঙ্গিরসঋষি-গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবৃহস্পতির্দেবতা সর্বাভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। অং কং খং গং ঘং ঙং আং মে শিরঃ পাতু গুরুঃ সদা। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং কণ্ঠং পাতু বৃহস্পতিঃ। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং নাভিং পাতু সদা গুরুঃ। এং তং থং দং ধং নং ঐং গুরুঃ পাতূদরং মম।। ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং পাদৌ পাতু বাক্‌পতি মম। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং অঃ পাতু সর্বাঙ্গং দেবপূজিতঃ।। নাসাক্ষি-কর্ণ-বদনং হস্ত-পাদৌ ত্বচং কটিম্। পাদোর্দ্ধাৎ কেশপর্য্যন্তং পাতু জীবঃ সদৈব হি। ইতি তে কথিতং দেবি কবচং গীষ্পতেঃ শুভম্। অস্য প্রপঠনাদ্দেবি কবির্জ্ঞানী চ সাধকঃ।। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা জীবমন্ত্রং জপেত্তু যঃ। শতলক্ষজপেনাপি তস্য কার্য্যং ন সিদ্ধিদম্।। যস্ত্রিসন্ধ্যং মহেশানি বিদ্যার্থী কবচং পঠেৎ। পঠনাদ্ বর্ষমধ্যে হি বিদ্যা চ বিপুলা ভবেৎ।। ভূর্জপত্রে রোচনয়া লিখিত্বা যস্তু ধারয়েৎ। ত্রিরাত্র-মধ্যে দেবেশি বন্ধনান্মোচনং ভবেৎ।। ইতি শ্রী সাধুসঙ্কুলিনী তন্ত্রে হরপার্বতী সংবাদে বৃহস্পতি কবচং সম্পূর্ণম্।।

শুক্রস্তোত্রম্

অস্য শুক্রগ্রহস্তোত্রস্য ভার্গবঋষিঃ (পরাশরঋষিঃ) বিরাট্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ (অনুষ্টুপছন্দঃ) শুক্রো দেবতা শুক্রগ্রহপ্রীত্যর্থং স্তবপাঠে বিনিয়োগঃ। ধ্যানং,—ওঁ হিমকুন্দ-মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুং। সবর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্।। শুক্রো দৈত্যগুরুঃ কাব্য উশনা ভার্গবঃ ঋষিঃ (কবিঃ)। দৈত্যাধ্যক্ষোঽসুরাধ্যক্ষো দৈত্যমন্ত্রী ভৃগোঃ সুতঃ।। ভৃগুজো দিতিজশ্চৈব মহাযোগী ভৃগুস্তথা। সাধারণো বলিরাজ-দানবারাজ্যকারকঃ।। এতানি শুক্রনামানি যঃ পঠেৎ স চ মানবঃ।

অশুভং শুভমাপ্নোতি সন্তোষং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।। ক্লেশপাপক্ষয়করং রত্নলাভং রিপুক্ষয়ম্। শুক্রস্য পূজনাদ্ যাতি শুক্রপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্। গোসহস্রদানফলং লভতে স চ মানবঃ।।

ইতি শ্রী স্কন্দপুরাণে শুক্রগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

।। ওঁ তৎ সৎ।।

শুক্র কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ।। মহাদেব বিরূপাক্ষ সর্বতন্ত্রপ্রকাশকৃৎ। কথয়স্ব মহাদেব কবচং ভার্গবস্য চ।। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি শুক্রস্য কবচং মুদা। অস্য প্রপঠনাদ্দেবি পুত্রপৌত্রান্বিতো ভবেৎ। কবচস্য প্রসাদেন বন্ধ্যা চ পুত্রিণা ভবেৎ। অস্য শ্রীশুক্র-কবচস্য ভার্গবঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ শ্রীশুক্রো দেবতা সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। হ্রাং বীজং মে শিরঃ পাতু হ্রীং ভালং পাতু মে সদা। হ্রং বীজং মে শিখাং পাতু হ্রৈং বীজং কবচং মম।। হ্রৌং নেত্রে মে সদা পাতু হ্রঃ সর্বাঙ্গং সুলোচনে। অকারাদি ক্ষকারান্তং বর্ণং পঞ্চাশদেব তু।। ঊর্দ্ধমধশ্চ তুর্দিক্ষু সর্বত্র পাতু ভার্গবঃ। ইদং হি কবচং দিব্যং ভৃগুরিষ্ট-বিনাশনম্।। শতধা পঠনাদ্দেবি পুরশ্চ য্যা ফলং লভেৎ। সূর্য্যে তৌলিগতে দেবি ভৃগুবারে নিশামুখে।। শতধাপঠনাদ্দেবি শুক্রবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে। ধবজভঙ্গাদি-রোগাশ্চ ক্ষিপ্রং নশ্যতি পার্বতি।। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভৃগুমন্ত্রং জপেত্তু যঃ। নিস্ফলা জপ পূজা চ মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ।। ইতি শ্রীসাধু সঙ্কুলিনী তন্ত্রে হর পার্বতী সংবাদে শ্রীশুক্রকবচং সম্পূর্ণম।।

শনিস্তোত্রম্

অস্য শনৈশ্চরমহাগ্রহস্তোত্রস্য নারদঋষি-স্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ শনৈশ্চরো দেবতা শনৈশ্চরগ্রহপ্রীত্যর্থং স্তবপাঠে বিনিয়োগঃ। ধ্যানং,—ওঁ নীলাঞ্জন-চয়প্রখ্যং রবি-সূনুং মহাগ্রহম্। ছায়ায়া গর্ভসম্ভুতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্।। সৌরিঃ শনৈশ্চরঃ কৃষ্ণো যমঃ খঞ্জো মহীরিপুঃ। ছায়াসুতশ্চ রবিজো

মাতলিশ্চান্তকোঽনলঃ।। সুরারির্জ্জলহর্ত্তা চ রক্তাক্ষো দণ্ডপাশধৃক্। কৃতান্ত শস্যঘাতী চ কালোমন্দস্তথারুণঃ।। এতানি শনির্নামানি ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ। শনির্ন পীড়য়েত্তস্য জীবেদ্‌বর্ষশতাধিকম্।।

ইতি শ্রী স্কন্দপুরাণে শনৈশ্চরগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

।। ওঁ তৎ সৎ।।

শনি কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ। দেবদেব বিরূপাক্ষো মহাভাগ মহাদেব জগদ্ গুরো। শনৈশ্চরস্য কবচং কৃপয়া মে প্রকাশয়।। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি জগন্মাত বিশ্ব চৈতন্য-রূপিণি। শনৈশ্চরস্য কবচং ত্রৈলোক্য-মঙ্গল প্রদম্।। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ শনেঃ পীড়ানিবারণম্। পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনবান্ ভবেৎ। শক্রনাশকরঞ্চৈ ব সর্বাভীষ্ট-ফলপ্রদম্।। অস্য শ্রীশনৈশ্চর কবচস্য কালাগ্নির্ঋষির্বিরাড্ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীশনৈশ্চরো দেবতা সর্বাপচ্ছান্তৌ বিনিয়োগঃ। হূং হূং হূং মে শিরঃ পাতু হ্রীং হ্রীং পাতু মুখং মম।। আং হ্রীং কটিং সদাপাতু ঐং হ্রীং সৌরিঃ ককুৎস্থলম্।। ক্লী লং কণ্ঠং সদা পাতু ওঁ গ্লৌঁ পাতুস্তনদ্বয়ম্। হুং ফট্ মধ্যে সদা পাতু হ্রীং ফট্ স্বাহা কটিং মম।। আং হ্রীং ক্রৌং রসনাং পাতু হং ক্ষং পাতু ভ্রুবৌ মম।অকারাদি ক্ষকারান্তং সর্বাঙ্গং পাতু মে সদা। পূর্বে শনৈশ্চরঃ পাতু যাম্যামার্চ্চিঃ সদাবতু। পশ্চিমে সূর্য্যপুত্রশ্চ উদীচ্যাং ভাস্করাত্মজঃ ঐশান্যাং পাতু মে সৌরিরাগ্নেয্যাং কাল এব চ। নৈঋত্যাং সূর্য্যজঃ পাতু বায়ব্যাং পাতু ভাস্করিঃ। রক্ষাহীনস্তু যৎ স্থানং কবচেন বরাননে। তৎ সর্বং পাতু মে দেবি ছায়া পুত্রো ন সংশয়ঃ। এতৎ তে কথিতং দেবি কবচং রিষ্টনাশনম্। যস্য প্রপঠনাদ্দেবি শনিরিষ্টং প্রণশ্যতি। শুক্লাষ্টম্যাং শনের্বারে পঞ্চাননং গতে রবৌ। এতদযোগং মহেশানি যদি ভাগ্যবশাল্লভেৎ।। আয়সীং প্রতিমাং কৃত্বা নিশামধ্যে প্রপূজয়েৎ। কৃষ্ণ-পুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ

কৃষ্ণবস্ত্রেশ্চ সাধকঃ। পূজয়িত্বা নিশামধ্যে কবচং দশধা পঠন্। প্রতিশ্লোকং মহেশানি স্বাহা-প্রণব-পূটিতম্।। জুহুয়াৎ কটুতৈলেন কালকূটেন বা যুতম্। তদা শত্রু-বিনাশঃ স্যাৎ সপ্তাহে নাত্র সংশয়ঃ। ইতি শ্রী সাধু-সঙ্কুলিনী-তন্ত্রে শনেঃ কবচং সম্পূর্ণম্।।

অথ রাহুস্তোত্রম্

অস্য রাহুস্তোত্রস্য বামদেবঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো রাহুদেবতা রাহুগ্রহপ্রীত্যর্থং স্তবপাঠে বিনিয়োগঃ। ধ্যানং—ওঁ অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্। সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্,—ওঁ নমো রাহবে মহাগ্রহায়। ওঁ নমো ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বরূপায় মহাগ্রহায়। ওঁ নমো জয়িনে মহাগ্রহায়। ওঁ নমঃ ক্ষণতুষ্টায় মহাগ্রহায়।। ওঁ নমঃ কুটিলভ্রূকুটিলায় মহাগ্রহায়। ওঁ নমঃ চন্দ্রাদিত্যভয়প্রদায় মহাগ্রহায়। ওঁ নমো বিকটদংষ্ট্রায় মহাগ্রহায়। ওঁ নমঃ সৈংহিকেয়ঃ সুরারাতির্মহাদংষ্ট্রো মহাবলঃ। স্বর্ভানুর্ভানুমর্দ্দী চ চন্দ্রমর্দ্দ্যামৃতপ্রিয়ঃ।। তমস্তপস্বী স্বর্বীরো রাহুঃ রৌদ্রশ্চ দুর্জ্জয়ঃ। বিধুন্তুদো বিধুগ্রাহী পৌর্ণমাসিকুহুপ্রিয়ঃ।। পাতা পালয়িতা বিশ্বং পাতাঙ্গশ্চাষ্টমো গ্রহঃ। একবিংশতিনামানি রাহোর্যত্নেন যঃ পঠেৎ।। অষ্টমে দ্বাদশে রন্ধ্রে দ্বিশ্চতুর্জন্মসপ্তমে। পঞ্চ মে বা স্থিতং তস্য দদ্যাদৈকাদশং ফলম্।। রাহোঃ প্রযত্নাৎ কুষ্মাণ্ডা ডাকিন্যপ্যথবা গ্রহাঃ। বিপরীতং ন কুর্ব্বন্তি পীড়াং তস্য কদাচন।। ইন্দ্রিয়াণামপি স্বার্থং-বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদম্।। ধনাপত্যকলত্রাণাং বৃদ্ধিমাপ্নোতি মানবঃ (বৃদ্ভির্ভবতি নিশ্চিতং)।। বলিপ্রদানেন জপৈশ্চ হোমৈ-র্গবাং দ্বিজানামপি পূজনেন। দানেন রত্নাভরণেন পুংসাং, বক্রোঽপি রাহুর্ধ্রুবমেব শান্তিঃ।।

ইতি শ্রী স্কন্দপুরাণে রাহুগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্

।। ওঁ তৎ সৎ।।

রাহোঃ কবচম্

দেব্যুবাচ। দেব দেব মহাদেব সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকৃৎ। কথয়স্ব মহাদেব স্বর্ভানোঃ কবচং প্রভো।। ঈশ্বর উবাচঃ শৃণুষ্ব দেবি চার্বঙ্গি ত্বং মে সর্বস্ব-রূপিনী। স্বর্ভানুকবচং দেবি মহাতেজঃ প্রদং ভবেৎ।। সর্বগ্রহাণাং তেজস্বী সবিতা বীরবন্দিতে।। শক্তস্তমাচ্ছাদয়িতুং যঃ স রাহুর্মহাবলঃ। স্বর্ভানোঃ সুরপীতস্য পূজ্যো দেবি স্বভাবতঃ। দস্যুভয়-হরো রাহু-স্তেজস্বিত্ব-প্রদায়কঃ।। সৈংহিকেয়স্য কবচং ধারণাদ্ বরবর্ণিনি। মহাবীরোঽতি বলবান্ মল্লবিদ্যা বিশারদঃ। করিকুম্ভ-দারণায় শক্তির্ভবতি পার্বতি।। অস্য শ্রীমদ্রাহুকবচস্য বিরূপাক্ষঋষিঃ পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দো রাং বীজং উং শক্তিঃ স্বর্ভানুর্দেবতা রাহুমহাগ্রহ-প্রীত্যর্থং কবচপাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ওঁ আং আং শিরঃ পাতু হ্রীং আং ক্রোং পাতু ভালকম্। ক্ষাং ক্ষীং ক্ষূং চরণৌ পাতু আং ঈং ঊং বাহু যুগ্মকম্।। গ্লাং গ্লীং গ্লুং উদরং পাতু হ্রীং স্বাহা ক্লীং কটিং মম।। মহাগ্রহঃ পাতু বক্ষঃ যাং যীং যূং লিঙ্গমূলকম্।। ওঁ হ্রীং ক্লীং মে গুহ্যং পাতু ক্লীং স্বাহা জানু-যুগ্মকম্, ক্লীং হেসৌঃ কর্ণ-জিহ্বে চ ওঁ ক্লীং নাভিং সদাবতু। আপাদমস্তকং পাতু সর্বাঙ্গং সৈংহিকেয়ঃ ক্লীং। এতত্তে কথিতং দেবি স্বর্ভানুকবচং প্রিয়ে।। কবচেনাবৃতো যো হি রণমধ্যে বিশ্বেন্মুদা বায়ু বহ্নি সমঃ শত্রুস্তদাজিতো ন সংশয়ঃ।। মন্দাহে রাহুবেলায়াং কবচং ত্রিঃ পঠেদ্ যদি। সর্মচাং যঃ প্রকুর্বীত তস্য রিষ্টং বিনশ্যতি। অমাবস্যান্তে মন্দাহে যা বেলা রাহু রূপিণী। তস্যাং পঠিত্বা নবধা বর্ষং শত্রুবিনাশকৃৎ। অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি রাহুমর্চয়তে যদা। বিফলং জায়তে সর্বং সাধকো মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ। পূজা-জপাদিকং যত্তু সর্বং নিষ্ফলকং ভবেৎ।। ইতি শ্রী সাধুসঙ্কুলিনী তন্ত্রে দেবীশ্বর সংবাদে রাহোঃ কবচং সম্পুর্ণম্।

কেতুস্তোত্রম্

অস্য কেতুগ্রহস্তোত্রস্য ধূমকেতুর্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কেতুর্দ্দেবতা কেতুগ্রহ-শান্ত্যর্থং স্তবপাঠে বিনিয়োগঃ। ধ্যানং,—ওঁ পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহ-বিমর্দ্দকম্। রৌদ্রং রৌদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্।। অলং কেতুর্দণ্ডকেতুর্দীর্ঘকেতুশ্চ মণ্ডলে। দর্শনে চান্তকঃকেতুঃ কৃষ্ণকেতুঃ কলিঙ্গরে।। পৃষ্ঠকেতুঃ শিখী সর্পো গূঢ়ো গুহ্যাধমস্তমঃ। উৎপাতে বিনিগর্ভশ্চ ধূম্রঃ কালগ্রহান্তকঃ। ধূম্রাঙ্গো ধূম্রবর্ণশ্চ তারাগ্রহবিমর্দ্দকঃ। এতানি কেতুর্নানানি নিত্যং যো মানবঃ পঠেৎ।। ধনবান্ পুত্রবাংশ্চৈব সর্বপীড়া বিনাশয়েৎ।।

ইতি শ্রী স্বরোদয়ে কেতুগ্রহস্তোত্রং সমাপ্তম্।।

।। ওঁ তৎ সৎ।।

কেতু কবচম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ। দেব দেব মহাদেব সর্বতত্ব-শিরোমণে। কথয়স্ব মহাদেব শিখিনঃ কবচং ময়ি।। ঈশ্বর উবাচ। শৃণু দেবি মহামায়ে কবচং দেব দুর্লভম্। পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ সর্বান্ রোগান্ বিনশ্যতি। জ্বরাদীনাং মহেশানি শীঘ্রমেব প্রণাশনম্।। কুষ্ঠী শূলী জ্বরী দুঃখী মূচ্যতে নাত্র সংশয়। ধবজভঙ্গাদি রোগানাং নাশনং সুখবৃদ্ধিদম্।। অস্য শ্রীকেতু কবচস্য জৈমিনি-ঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শিখী দেবতা সর্ব-রোগোপশমনার্থং কবচপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ওঁ ওঁ শিখি মহাগ্রহ শিরোবদন নাসাক্ষিকেশান্ রসনোষ্ঠাধরান্ সর্বান্ পান্তু হ্রীং হ্রীং আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ ফট্ স্বাহা। আং হ্রীং ক্রোং বক্ষোদর-কটিবস্তি পার্শ্ব-ধবজ-গুহ্য-জঙঘান্-পান্তু শিখিনোঽপি হূং হূং হ্রীং হ্রীং ফট্ ফট্ স্বাহা। ঐং ক্লীং গ্লৌং করচরণৌ তয়োরঙ্গুলানি ত্বক্‌রস-মাংস-মজ্জাস্থি-শুক্রাণি রং রং রক্ষ রক্ষ হ্রীং হ্রীং স্বাহা। পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমোত্তরেশানাগ্নি

নৈর্ঋত বায়ুশ্চোর্দ্ধাদি দশ-দিক্ষু সর্ববর্ণানি কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং মং যং রং লং বং শং ষং সং হং ক্ষং অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ সর্বত্র মাং রক্ষ রক্ষ স্বাহা। ইতি তে কথিতং দেবি কবচং শিখিনোঽপি চ। যস্য প্রপঠনাদ্দেবি জ্বরাদি ব্যাধিনাশনম্। ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ তুরীয়কম্। বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈ ব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্। গুল্ম-প্লীহোদর-কুষ্ঠানাং নাশনং ধনদং ভবেৎ।। ইদং কবচমজ্ঞাত্বা পুরশ্চর্য্যাং করোতি যঃ। ন তস্য সিদ্ধিমাপ্নোতি মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ।। ইতি শ্রীসাধু সঙ্কুলিনী তন্ত্রে হর পার্বতী সংবাদে কেতোঃ কবচং সম্পূর্ণম্।।

আদ্যাস্তোত্রম্

ওঁ নমঃ আদ্যায়ৈ

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি আদ্যাস্তোত্রং মহাফলম্।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স এব বিষ্ণুবল্লভঃ।।
মৃত্যুর্ব্যাধিভয়ং তস্য নাস্তি কিঞ্চিৎ কলৌ যুগে।
অপুত্রো লভতে পুত্রং ত্রিপক্ষং শ্রবণং যদি।।
দ্বৌ মাসৌ বন্ধনান্মুক্তিঃ বিপ্রবক্ত্রাৎ শ্রুতং যদি।
মৃতবৎসা জীববৎসা যন্মাসং (যন্মাসন্) শ্রবণং যদি।।
নৌকায়াং সঙ্কটে যুদ্ধে পঠনাজ্জয়মাপ্নুয়াৎ।
লিখিত্বা স্থাপয়েদ্ গেহে নাগ্নিচৌরভয়ং ক্বচিৎ।।
রাজস্থানে জয়ী নিত্যং প্রসন্নাঃ সর্ববদেবতাঃ।
পাপানি বিলয়ং যান্তি মৃতৌ মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ।।
ওঁ হ্রীং ব্রহ্মাণী ব্রহ্ম লোকে চ বৈকুণ্ঠে সর্বমঙ্গলা।
ইন্দ্রাণী চামরাবত্যামম্বিকা বরুণালয়ে।।
যমালয়ে কালরূপা কুবেরভবনে শুভা।

মহানন্দাগ্নিকোণে চ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী।।
নৈঋত্যাং রক্তদন্তা চ ঐশান্যাং শূলধারিণী।
পাতালে বৈষ্ণবীরূপা সিংহলে দেবমোহিনী।।
সুরসা চ মণিদ্বীপে লঙ্কায়াং ভদ্রকালিকা।
রামেশ্বরী সেতুবন্ধে বিমলা পুরুষোত্তমে।।
বিরজা ওড্রদেশে চ কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে।
কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী।।
বারাণস্যামন্নপূর্ণা গয়াক্ষেত্রে গয়েশ্বরী।
কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী ব্রজে কাত্যায়নী পরা।।
দ্বারকায়াং মহামায়া মথুরায়াং মাহেশ্বরী।
ক্ষুধা ত্বং সর্ব্বভূতানাং বেলা ত্বং সাগরস্য চ।।
নবমী কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লস্যৈকাদশী পরা।
দক্ষস্য দুহিতা দেবী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।।
রামস্য জানকী ত্বং হি (ত্রাত্রী) রাবণধ্বংসকারিণী।
চণ্ডমুণ্ডবধে দেবী রক্তবীজবিনাশিনী।।
নিশুম্ভ—শুম্ভ-মথনী মধুকৈটভঘাতিনী।
বিষ্ণুভক্তি-প্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।।
আদ্যাস্তবমিমং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ।
ইহ সর্বসুখং ভুক্ত্বা ততো যাতি পরং পদম্।।
সর্ব্বজ্বরভয়ং ন স্যাৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
কোটিতীর্থফলং তস্য লভতে নাত্র সংশয়ঃ।।
জয়া মে চাগ্রতঃ (মামগ্রতঃ) পাতু বিজয়া পাতু পৃষ্ঠতঃ।
নারায়ণী শীর্ষদেশে সর্ব্বাঙ্গে সিংহবাহিনী।।
শিবদূতী-উগ্রচণ্ডা প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী।
বিশালাক্ষী মহামায়া কৌমারী শঙ্খিনী শিবা।।
চক্রিণী জয়দাত্রী চ রণমত্তা রণপ্রিয়া।

দুর্গা জয়ন্তী কালী চ ভদ্রকালী মহোদরী।
নারসিংহী চ বারাহী সিদ্ধিদাত্রী সুখপ্রদা।
ভয়ঙ্করী মহারৌদ্রী মহাভয়বিনাশিনী।।

ইতি শ্রীব্রহ্মযামলে ব্রহ্মনারদসংবাদে আদ্যাস্তোত্রম্ সমাপ্তম্।।

শ্রীসূক্তম্

ওঁ হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ।। ১
ওঁ তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দেয়ং গামশ্বং পুরুষানহম্।। ২
ওঁ অশ্বপূর্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদ প্রবোধিনীম্।
শ্রিয়ং দেবীমুপহ্বয়ে শ্রীর্মা দেবী র্জুষতাম্।। ৩
ওঁ কাং সোস্মিতাং হিরণ্য-প্রাকারামার্দ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম্।।
পদ্মেস্থিতাং পদ্মবর্ণাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।। ৪
ওঁ চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে
দেবজুষ্টামুদারাম্।
তাং পদ্মনেমিং শরণমহং প্রপদ্যেঽলক্ষ্মীর্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণে।।৫
আদিত্যবর্ণে তপসোঽধিজাতো বনস্পতিস্তব বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ।
তস্য ফলানি তপসা নুদন্তু মায়ান্তরা যাশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ।।৬
ওঁ উপৈতু মাঃ দেবসখঃ কীর্ত্তিশ্চ মুনিনা সহ।
প্রাদুর্ভুতোঽস্মি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্ত্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে।।৭
ওঁ ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্।
অভুতিমসমৃদ্ধিঞ্চ সর্বাং নির্ণুদ মে গৃহাৎ।।৮
গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।। ৯
মনসঃ কামমাকূতিং বাচঃ সত্যমশীমহি।

পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ।। ১০
কর্দ্দমেন প্রজাভূতা ময়ি সম্ভব কর্দমঃ।
শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে মাতরং পদ্মমালিনীম্।। ১১
আপঃ স্রজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে।
নি চ দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে।। ১২
আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলাং পদ্মমালিনীম্।
চন্দ্রাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ।। ১৩
ওঁ আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীম্।
সূর্য্যাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ।। ১৪
তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মীমনপগামিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোঽশ্বান্ বিন্দেয়ং পুরুষানহম্।। ১৫
ওঁ আহবয়েঽহং শ্রিয়ং পদ্মে পঞ্চ ভিঃ কনকৈরপি।
যদীচ্ছেদ্বরদাং দেবীং শ্রিয়ং নিত্যা কুলে স্থিতম্।। ১৬
ওঁ পদ্মাননে পদ্মউরু পদ্মাক্ষি পদ্মসম্ভবে।
তন্মাং ভজস্ব পদ্মাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্।। ১৭
যঃ শুচিঃ প্রযতো ভূত্বা জুহুয়াদাজ্যমন্বহম্।
শ্রিয়ং পঞ্চ দশর্চঞ্চ শ্রীকামঃ সততং জপেৎ।। ১৮
পদ্মাননে পদ্মঊরূ পদ্মাক্ষী পদ্মসম্ভবে।
তন্মে ভজসি পদ্মাক্ষি যেন সৌখ্যংলভাম্যহম্।।১৯
অশ্বদায়ি গোদায়ি ধনদায়ি মহাধনে।
ধনং মে জুষতাং দেবি সর্ব্বকামাংশ্চ দেহি মে। ২০
পুত্রপৌত্রধনং ধান্যং হস্ত্যশ্বগজপৌরুষম্।
প্রজানাং ভবসি মাতা আয়ুষ্মান্তং করোতু মে।। ২১
চন্দ্রাভাং লক্ষ্মীমীশানীং সূর্য্যাভাং শ্রিয়মীশ্বরীম্।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি-বর্ণাভ্যাং মহালক্ষ্মীমুপাহ্বয়ে।। ২২

ধনমগ্নিধনং বায়ুর্ধনং সূর্য্যো ধনং বসুঃ।
ধনমিন্দ্রো বৃহস্পতির্ব্বরুণো ধনমস্তুহতে। ২৩
ওঁ বর্ষন্তু তে বিভাবরি দিবো ভ্রশ্যন্তু বিদ্যুতঃ।
রোহন্তু সর্ব্ববীজানি উপব্রহ্মদ্বিষো জহি।। ২৪
বৈনতেয় সোমং পিব সোমং পিবতু বৃত্রহা
সোমং ধনস্য সোমিনো মহ্যং দদাতু সোমিনঃ।।২৫
ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভা মতিঃ।
ভবন্তি কৃতপুণ্যানাং শ্রীসূক্তং সততং জপেৎ।। ২৬
ওঁ পদ্মপ্রিয়ে পদ্মিনি পদ্মহস্তে, পদ্মালয়ে পদ্মলতায়তাক্ষি।
বিশ্বপ্রিয়ে বিশ্বমনোনুকূলে ত্বৎ-পাদপদ্মং ময়ি সন্নিধৎস্ব।। ২৭
শ্রী বর্চ্চস্বমায়ুষ্যমারোগ্যমাবিধ্যাৎ পবমানং মহীয়তে।
ধান্যং ধনং পশ্যং বহুপুত্রলাভং শতসংবৎসরং দীর্ঘায়ুঃ।।২৮
ওঁ শ্রিয়এবৈনং তৎ শ্রিয়মাদধাতু সন্তত মৃচা।
বষট্কৃতৈ সন্তন্ত্যৈ সন্বন্ধীয়েত প্রজয়া পশুভির্য বীরদ।। ২৯
ওঁ যঃ শ্রীসূক্তং জপেন্নিত্যং তচ্চিত্তস্তৎপরায়ণঃ।
তং ন ত্যজতি পদ্মাক্ষী সদাবিষ্ণুর্মিব ধ্রুবম্।। ৩০
ইতি শ্রীবেদোক্তং শ্রীসূক্তং সমাপ্তম্।।

অপমার্জ্জনম্

রোগশান্তির জন্য অপমার্জ্জন করিতে হয়। পূর্বদিনে হবিষ্যান্ন ভোজন ও সংযত থাকিয়া, কর্ম্মদিবসে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন পূর্বক আচমনাদি ক্রিয়া করতঃ রোগশান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত শেষান্তে স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন ঃ ওঁকর্ত্তব্যেঽস্মিন্ রোগশান্ত্যর্থ্যং শ্রীশ্রী তুলস্যাবিষ্ণুপূজন পূর্বকমপমার্জ্জন কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। স্বস্তি ও ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু

বলিয়া স্বশাখোক্ত স্বস্তিসূক্ত, সাক্ষ্যমন্ত্রান্তে সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প ঃ শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা শ্রী অমুকী দাসী) অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য (অমুক গোত্রায়াঃ শ্রী অমুকী দেব্যাঃ/দাস্যাঃ) জীববদেতৎ স্থূল শরীরোৎপন্ন সর্বরোগাণাং ঝটিত্যুপশমন শরীরারোগ্য দীর্ঘায়ুর্লাভ গণেশাদি দেবতা পূজানন্তরং ব্রহ্মপুরাণীয় ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহেতি, মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বকমষ্টোত্তর শত সংখ্যক সচন্দন তুলসী-পত্রাণামেকৈকেন শালগ্রামশিলাধিকরণক শ্রীশ্রী বিষ্ণুপূজন, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রোক্ত জয়াখ্যঃ মহাভারতীয়ানুশাসনিক পর্ব্বণ্যুক্ত-দানধর্ম্মোত্তরীয় শ্রী বৈশম্পায়ন উবাচ ওঁ শ্রুত্বা ধর্ম্মানশেষেন ইত্যারভ্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীমিত্যন্তং শ্রীবিষ্ণোদিব্য সহস্রনামস্তোত্রস্য সকৃত্ পাঠনা, তন্মহর্ষি প্রোক্ত জয়াখ্যঃ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়-তৃতীয়কাণ্ডান্তর্গত দালভ্যউবাচ ভগবন্ প্রাণিনঃ সর্বে ইত্যারভ্যঃ পরং পদমবাপ্নুয়াৎ ইত্যন্তং গ্রন্থ সন্দর্ভস্য সর্ব্বব্যাধিপ্রশমনার্থমপমার্জনাভিধান শ্রীবাসুদেব মাহাত্ম্য প্রকাশক স্তোত্রস্য সকৃৎ পাঠনা, তদুদ্দেশ্যক ত্রিমধবক্ত-তিল-যব-মিশ্রিত ঔডুম্বর সমিদ্ভিঃ হবন কর্ম্মান্যহং করিষ্যামি। (স্বার্থে-করিষ্যে)।। স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া, ব্রতীব্রাহ্মণ বিষ্ণুপূজা ও তুলসীদান করিবেন(পৃষ্ঠা নং- ২১৩-২৪৪)। এরপর শ্রীশ্রীবিষ্ণুরদিব্য সহস্রনাম ও অনঘমন্ত্র পাঠকরিবেন। অতঃপর রোগীর শরীরের ন্যায় মনে করিয়া নিজ শরীরে ন্যাস করিবেন। পূর্বদিকে-ওঁ নারায়ণায় নমঃ, দক্ষিণদিকে-বারিজাক্ষায় নমঃ, পশ্চিমদিকে-ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ, উত্তরদিকে-ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। ঈশানকোণে-ওঁ বিষ্ণবে নমঃ,

অগ্নিকোণে-ওঁ জনার্দনায় নমঃ, নৈর্ঋতকোণে-ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ, বায়ুকোণে- ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ঊর্দ্ধে-ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ, সর্বত্র-ওঁ কেশবায় নমঃ। দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্রে- ওঁ গোবর্দ্ধনায় নমঃ, দুই হস্তের তর্জ্জনীতে-ওঁ মহীধরায় নমঃ, দুই হস্তের মধ্যমায়-ওঁ হৃষীকেষায় নমঃ, দুই হস্তের অনামিকায়- ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ, দুই হস্তের কনিষ্ঠায়-ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, দুই হস্তের করমধ্যে-ওঁ মাধবায় নমঃ, শিখাতে-ওঁ কেশবায় নমঃ, শীর্ষে- ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ললাটে- ওঁ মাধবায় নমঃ, ভ্রূদ্বয়ে- ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, চক্ষুমধ্যে-ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, দুইকর্ণে-ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, কপোলে-ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ, কর্ণমূলদ্বয়ে-ওঁ দামোদরায় নমঃ, চিবুকে ওঁ বরাহায় নমঃ, জিহ্বায়-ওঁ বাসুদেবায় নমঃ, ত্বকে-ওঁ গরুড়ধবজায় নমঃ, দুইনাসারন্ধ্রে-ওঁ অদ্বয়ায় নমঃ, ওষ্ঠে-ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ, অধরে-ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ, কণ্ঠদেশে-ওঁ বৈকুণ্ঠায় নমঃ, দুই নাসিকাপুটে-ওঁ অনন্তায় নমঃ, দক্ষিণ বাহুতে-ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ, বামভুজে-ওঁ যোগিনে নমঃ, হৃদয়ে-ওঁ রাঘবায় নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে- ওঁ পীতাম্বরায় নমঃ, নাভিতে-ওঁ হরায় নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে- ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, বামপার্শ্বে-ওঁ হরয়ে নমঃ, পৃষ্ঠে-ওঁ ক্ষিতিধরায় নমঃ, দুই স্কন্ধমূলে-ওঁ অচ্যুতায় নমঃ, বক্ষস্থলে-ওঁ মাধবায় নমঃ, দুই কক্ষে-ওঁ যোগশায়িনে নমঃ, উদরগহ্বরে-ওঁ পৃথ্বীধরায় নমঃ, কোমরে-ওঁ অপরাজিতায় নমঃ, দুইপার্শ্বে-ওঁ কেশবায় নমঃ, লিঙ্গে- ওঁ স্বায়ম্ভুবায় নমঃ, দুই বাম উরুতে-ওঁ গদাধরায় নমঃ, দুই জানুমধ্যে-ওঁ চক্রায় নমঃ, দুই জঙ্ঘাতে-ওঁ অচ্যুতায় নমঃ, দুইগোড়ালিতে-ওঁ নৃসিংহায় নমঃ, দুইপাদপৃষ্ঠে-ওঁ অমিতৌজসে নমঃ, দুই পায়ের অঙ্গুলিতে-ওঁ শ্রীধরায় নমঃ, দুই পায়ের দুটি সন্ধিতে-ওঁ পঙ্কজাক্ষায় নমঃ, দুই পাদোপরি-ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, দুই পাদাগ্রে-ওঁ বরাহায় নমঃ, রোমকূপে-ওঁ গুড়াকেশায় নমঃ, রক্তাস্থিমজ্জাদিতে -ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ, নখে-ওঁ মাধবায় নমঃ, দুই

পাদতলে-অচ্যুতায় নমঃ, মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচৈতন্যে-ওঁ জনার্দনায় নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে-ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ। করজোড়ে-ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ নরায় নমঃ, ওঁ নরোত্তমায় নমঃ, ওঁ দেব্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ বেদব্যাসায় নমঃ।।

তাম্রপাত্রোপরি শ্বেত ও রক্ত চন্দন, সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি, গ্রহৌষধি মিশ্রিত জল কুশপত্রযুক্তকুশমূলের দ্বারা লইয়া নিম্নলিখিত স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে রোগীরদেহে মার্জ্জন করিবেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

দালভ্য উবাচ।

ভগবন্ প্রাণিনঃ সর্ব্বে বিষরোগাদ্যুপদ্রবৈঃ।
দুষ্টগ্রহোপঘাতৈশ্চ সর্ব্বকালমুপদ্রুতাঃ।।
আভিচারিককৃত্যাভিস্পর্শরোগৈশ্চ দারুণৈঃ।
সদা সংপীড্যমানাস্তু তিষ্ঠন্তি মুনিসত্তম।
কেন কর্ম্মবিপাকেন গ্রহরোগাদ্যুপদ্রবাঃ।
প্রভবন্তি নৃণাং তন্মে যথাবদ্ বক্তুমর্হসি।

পুলস্ত্য উবাচ

ব্রতোপবাসৈ-র্যৈর্বিষ্ণুর্নান্যজন্মনি তোষিতঃ।
তে নরা মুনিশার্দ্দূল গ্রহরোগাদিভাগিনঃ।।
যৈর্ন তৎপ্রবলং চিত্তং সর্ব্বদৈব নরৈঃ কৃতম্।
বিষজ্বরগ্রহাণাং তে নরা দালভ্য ভাগিনঃ।
আরোগ্যং পরমামৃদ্ধিং মনসা যদ্ যদিচ্ছতি।।
তত্তদাপ্নোতি নিয়তং পরত্রাচ্যুততোষকৃৎ।
নাধীন্ প্রাপ্নোতি ন ব্যাধীন্ ন বিষগ্রহবন্ধনম্।।
কৃত্বা স্পর্শভয়ঞ্চাপি তোষিতে মধুসূদনে।
সর্ব্বে দুষ্টাঃ সমাস্তস্য সৌম্যাস্তস্য সদা গ্রহাঃ।।

দেবানামপ্যধৃষ্যোঽসৌ তুষ্টো যস্য জনার্দ্দনঃ।
যঃ সমঃ সর্ব্বভূতেষু যথাত্মনি তথা পরে॥
উপবাসাদিনা যেন তোষিতো মধুসূদনঃ।
তোষিতে তত্র জায়ন্তে নরাঃ পূর্ণমনোরথাঃ॥
আরোগ্যাং সুখিনো ভোগান্ ভোক্তারো মুনিসত্তম।
ন তেষাং শত্রবশ্চৈব স্পর্শরোগাভিচারিকম্॥
গ্রহরোগাদিকং বাপি পাপকার্য্যং ন জায়তে।
অব্যাহতানি কৃষ্ণস্য চক্রাদীন্যায়ুধানি চ॥
রক্ষন্তি সকলাপদ্ভ্যো যেন বিষ্ণুরুপাসিতঃ।

দালভ্য উবাচ।

অনারাধিতগোবিন্দো যে নরা দুঃখভাগিনঃ।
তেষাং দুঃখাভিভূতানাং যৎ কর্ত্তব্যং কৃপালুভিঃ।
পশ্যদ্ভিঃ সর্ব্বভূতস্থং বাসুদেবং মহামুনে॥
সমদৃষ্টিভিরীশেশং তন্মে ত্বং ব্রূহ্যশেষতঃ॥

পুলস্ত্য উবাচ

নরসিংহং নমস্কৃত্য শুচৌ দেশে কুশাসনে।
মন্ত্রেণাভ্যর্চ্চ্য চাত্মানং কুর্য্যাদ্দিগ্‌বন্ধনাদিকম্॥
পূর্ব্বে নারায়ণঃ পাতু বারিজাক্ষস্তু দক্ষিণে।
পশ্চিমে চৈব গোবিন্দ উত্তরে মধুসূদনঃ॥
ঐশান্যাং বামনশ্চৈব তথাগ্নেয্যাং জনার্দ্দনঃ।
নৈর্ঋত্যাং পদ্মনাভস্তু বায়ব্যাং মাধবস্তথা॥
ঊর্দ্ধে গোবর্দ্ধনো দেবো ধরায়াঞ্চ ত্রিবিক্রমঃ।
সর্ব্বতঃ পাতু গোপালঃ সর্ব্বকামপ্রদো হরিঃ॥
এতাভ্যো দশদিগ্‌ভ্যস্তু সর্ব্বতঃ পাতু কেশবঃ।

গৃহীত্বা তু সমূলাগ্রান্ কুশান্ শুদ্ধাংশ্চ রোগিণঃ।
মার্জ্জয়েৎ সবর্বগাত্রাণি কুশৈর্দালভ্য শান্তিকৃৎ॥
রোগগ্রহোপঘাতানাং কূর্য্যাচ্ছান্তিমিমাং শুভাম্।
বিষ্ণুভক্তবিশেষেণ শুচিস্তদ্গতমানসঃ॥
বরাহং নরসিংহঞ্চ বামনং বিষ্ণুমেবচ।
ধ্যাত্বা সমাহিতো ভূত্বা নামান্যঙ্গেষু বিন্যসেৎ॥
অঙ্গুষ্ঠাগ্রে চ গোবিন্দং তর্জ্জন্যান্তু মহীধরম্।
মধ্যমায়াং হৃষীকেশ-মনামায়াং ত্রিবিক্রমম্।
কনিষ্ঠায়াং ন্যসেদ্ বিষ্ণুং করমধ্যে তু মাধবম্।
এবং কৃত্বা করন্যাসং পশ্চাদঙ্গেষু বিন্যসেৎ॥
শিখায়াং কেশবং ন্যস্য মূর্দ্ধ্নি নারায়ণং ন্যসেৎ।
মাধবঞ্চ ললাটে তু গোবিন্দঞ্চ ভ্রুবোর্ন্যসেৎ॥
চক্ষুর্মধ্যে ন্যসেদ্ বিষ্ণুং শ্রবণে মধূসুদনম্।
ত্রিবিক্রমং কপোলে তু বামনং কর্ণমূলয়োঃ।
দামোদরং দন্তপংক্তৌ বরাহং চিবুকে তথা॥
হৃষীকেশ-মূত্তরোষ্ঠে পদ্মনাভং তথাধরে।
জিহ্বায়াং বাসুদেবঞ্চ তালুকে গরুড়ধবজম্॥
বৈকুণ্ঠং কণ্ঠমধ্যে তু অনন্তং নাসিকোপরি।
দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্র বিন্যসেৎ পুরুষোত্তমম্॥
বামভুজে মহাযোগং রাঘবং হৃদি বিন্যসেৎ।
পীতাম্বরং স্তনৌ পাতু হরিং নাভৌ তু বিন্যসেৎ॥
পার্শ্বে তু দক্ষিণে বিপ্র ততঃ সঙ্কর্ষণং ন্যসেৎ।
বামপার্শ্বে হরিং বিদ্যাৎ কটিমধ্যেঽপরাজিতম্॥

যেই যেই স্থানে যে যে নামে উল্লেখ আছে কুশদ্বারা সেই সেই স্থানে স্পর্শ করিতে হইবে। স্পর্শ করা অসম্ভব হইলে সেই স্থানের ভাবনা করিতে হইবে।

পৃষ্ঠে ক্ষিতিধরং বিদ্যাদচ্যুতং স্কন্ধমূলয়োঃ।
বক্ষঃস্থলে মাধবঞ্চ কক্ষয়োর্ভোগশায়িনম্॥
স্বয়ম্ভুবং মেঢমধ্যে ঊর্ব্বোশ্চৈব জনার্দ্দনম্।
জানুমধ্যে চক্রধরং জঙ্ঘয়োরজিতং ন্যসেৎ॥
গুল্ফয়োর্নরসিংহঞ্চ পাদয়োরমিতৌজসম্।
অঙ্গুল্যাং শ্রীধরং ন্যস্য পুণ্ডরীকঞ্চ সন্ধিষু॥
কূর্ম্মং পাদতলে ন্যস্য বরাহঞ্চ পদাগ্রতঃ।
নখেষু মাধবঞ্চৈব ন্যসেৎ পাদতলেঽচ্যুতম্॥
রোমকূপে গুড়াকেশং কৃষ্ণং রক্তাস্থিমজ্জাসু।
মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার-চৈতন্যেষু জনার্দ্দনম্॥
অথান্তঃকরণে চৈব প্রদ্যুম্নঞ্চ ন্যসেদ্ বুধঃ।
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা পশ্চান্মন্ত্রং প্রয়োজয়েৎ॥
অপমার্জ্জনকং ন্যাসং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনম্।
জয়প্রারম্ভকালে তু অপমার্জ্জনকং পরম্॥
আত্মনশ্চ পরেষান্তু বিধিরেষ উদাহৃতঃ।
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ॥
তনুর্বিষ্ণুময়ী তস্য যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।
এবং ন্যাসঞ্চ যৎ কার্য্যং তদমোঘং ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
বৈষ্ণবেন চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
পূজাকালে তু দেবস্য স্নানকালে তথৈবচ॥
হোমারম্ভে তু কর্ত্তব্যং ত্রিসন্ধ্যং মুনিসত্তম্।
ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং পঠেৎ স্তোত্রমিদং শুভম্॥
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং জ্ঞানং বিত্তফলং লভেৎ॥
যদ্ যচ্ছ্রেয়স্করং লোকে তত্তদাপ্নোত্যসংশয়ঃ।

অস্য শ্রীঅপমার্জ্জনস্তোত্রস্য পৌলস্ত্য-ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো বরাহনৃসিংহবামনো দেবতা হরামুকস্য[১] দুরিতমিতি শক্তিঃ, ভঞ্জ ভঞ্জ নিনাদেন ইতি বীজং, জ্বলৎপাবকলোচনেতি কীলকং, বজ্রাধিকনখস্পর্শেতি শক্তিঃ, শ্রীনৃসিংহ গর্জ্জগর্জ্জেতি শিরঃ, তপ্তহাটককেশাগ্রেতি শিখা, অচ্যুতানন্ত গোবিন্দেতি তত্ত্বং, শ্রীবিষ্ণু, প্রীত্যর্থমপমার্জ্জনস্ত্রোত্রপাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ নমো বিষ্ণবে কেশবায় সর্ব্বক্লেশহন্ত্রে হৃদয়ায় নমঃ।
ওঁ নমো বিষ্ণবে কেশবায় সর্ব্বক্লেশহন্ত্রে শিরসে স্বাহা।
ওঁ নমো বিষ্ণবে কেশবায় সর্ব্বক্লেশহন্ত্রে শিখায়ৈ বষট্।
ওঁ নমো বিষ্ণবে কেশবায় সর্ব্বক্লেশহন্ত্রে কবচায় হুং।
ওঁ নমো বিষ্ণবে কেশবায় সর্ব্বক্লেশহন্ত্রে নেত্রাভ্যাং বৌষট্।
ওঁ নমো বিষ্ণবে কেশবায় সর্ব্বক্লেশহন্ত্রে অস্ত্রায় ফট্।

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বরোগপ্রণাশনম্।
বরাহরূপিণং দেবং সংস্মরন্নর্চ্চয়েজ্জপেৎ।
বৃহদ্‌বক্ত্রং বৃহদ্‌গাত্রং বৃহদ্দংষ্ট্রং সুশোভনম্ ॥
সমস্তবেদবেদাঙ্গ-যুক্তাঙ্গভূষণৈর্যুতম্।
উদ্ধৃত্য ভূমিং পাতালাদ্ধস্তাভ্যামুপগৃহ্য চ।
আলিঙ্গ্য ভূমিং শিরসি মূর্দ্ধ্নি বিভ্রতমচ্যুতম্।।
দন্তবৈদুর্য্যমুক্তাদি-ভূষণৈরুপশোভিতম্ ॥
ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবগণৈঃ স্তূয়মানং দিবানিশম্।
নৃত্যদ্ভিরপ্সরোভিশ্চ গীয়মানঞ্চ কিন্নরৈঃ ॥
ইত্থং ধ্যাত্বা তথাত্মানং জপেন্নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
সুবর্ণমণ্ডপান্তস্থং পদ্মং ধ্যায়েৎ সকেশরম্ ॥
সকর্ণিকৈর্দ্দলৈরষ্টৈ-রষ্টভিরুপশোভিতম্।

[১] অমুকস্থানে রোগীর নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

কলঙ্করহিতং দেবং পূর্ণচন্দ্রাম্বুদপ্রভম্ ॥
তড়িচ্ছতসটাশোভিকণ্ঠনালেন শোভিতম্।
শ্বেতবস্ত্রপরিধানং শ্বেতবস্ত্রোত্তরীয়কম্ ॥
কটিসূত্রোপকণ্ঠেন নূপুরেণ সমন্বিতম্।
বনমালাদিশোভাঢ্যং মুক্তাদামবিভূষতিম্ ॥
পদ্মাসনং চতুর্হস্তং তপ্ততাম্রসুলোচনম্।
প্রাতঃসূর্য্যসমপ্রখ্যং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্।
এবং দেবং নৃসিহংঞ্চ মস্তকোপরি সংস্পৃশেৎ।
অতিসুললিতগাত্রং রুক্মপাত্রস্থমন্নং,
সুললিতদধিখণ্ডং পাণিনা দক্ষিণেন।
কলসমমৃতপূর্ণং সব্যহস্তে দধানং,
তরতি সকল-দুঃখং বামনং ভাবয়েদ্ যঃ ॥
শ্রুত্বা বৈ নারসিংহং ভ্রুকুটিতটমুখং রক্তনেত্রাধরৌষ্ঠম্।
তেজোভিঃ প্রজ্বলন্তং হুতবহসদৃশং দুর্নিরীক্ষং সুরেন্দ্রৈঃ।
ভিন্নোঽয়ং যৈর্নখাগ্রৈর্ম্মদজলগলিত-দানবেন্দ্রো হিরণ্যঃ।
সোঽয়ং নঃ পাতু নিত্যং ত্রিভুবনবিজয়ী সিংহরূপেণ বিষ্ণুঃ ॥
ওঁ নমঃ পরমনাথায় পুরুষায় মহাত্মনে। অরূপ-বহুরূপায় ব্যাপিনে পরমাত্মনে ॥

নিষ্কল্মষায় শুদ্ধায় ধ্যানযোগরতায় চ।
নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি যৎ তৎ সিধ্যতু মে বচঃ।
বরাহায় নৃসিংহায় বামনায় মহাত্মনে।
নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি যত্তৎ সিধ্যতু মে বচঃ ॥
নারায়ণায় বিশ্বায় বিশ্বেশায়েশ্বরায় চ।
নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি যত্তৎ সিধ্যতু মে বচঃ ॥
ত্রিবিক্রমায় রামায় বৈকুণ্ঠায় নরায় চ।

নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি যত্তৎ সিধ্যতু মে বচঃ॥
বরাহ নরসিংহেশ বামনেশ ত্রিবিক্রম॥
হয়গ্রীবেশ সর্ব্বেশ হৃষীকেশ হরাশুভম্।
অপরাজিতচক্রাদ্যৈ-শ্চ তুর্ভিঃ পরমায়ুধৈঃ॥
অখণ্ডিতানুভাবৈস্ত্বং সর্ব্বদুষ্টহরো (দুঃখহরো) ভব।
হরামুকস্য দুরিতং সর্ব্বঞ্চ কুশলং কুরু॥
মৃত্যুবন্ধার্ত্তিভয়দং দুরিতস্য চ যৎ ফলম্।
পরাভিধ্যানসহিতৈঃ প্রযুক্তঞ্চ াভিচারকম্॥
পদস্পর্শ-মহারোগ-প্রয়োগং দয়য়া হর।
ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ কৃষ্ণায় শার্ঙ্গিণে॥
নমো যজ্ঞবরাহায় শেষভোগাঙ্কশায়িনে।
নমঃ পুষ্করনেত্রায় কেশবায়াদিচক্রিণে॥
নমঃ কমলকিঞ্জল্ক-পীতনির্ম্মলবাসসে।
মহাহর-রিপুস্কন্ধ-সৃষ্ট-চক্রায় চক্রিণে॥
দংষ্ট্রোদ্ধৃ তক্ষিতিভৃতে ত্রয়ীমুর্ত্তিমতে নমঃ।
তপ্তহাটককেশাগ্র-জ্বলৎপাবকলোচন।
বজ্রাধিক নখস্পর্শ দিব্যসিংহ নমোঽস্তু তে॥
কাশ্যপায়াতিহ্রস্বায় ঋগ্‌যজুঃসামমূর্ত্তয়ে।
তুভ্যং বামনরূপায় ক্রমতে গাং নমো নমঃ॥
বরাহাশেষ দুষ্টানি সর্ব্বপাপফলানি বৈ।
মর্দ্দ মর্দ্দ মহাদংষ্ট্র মর্দ্দ মর্দ্দ চ তৎফলম্॥
নরসিংহ করালাস্য দন্তপ্রান্তানলোজ্জ্বল।
ভঞ্জ ভঞ্জ নিনাদেন দুষ্টাস্যান্যার্ত্তিনাশন॥
ঋগ্‌যজুঃসামগর্ভাভির্বাগ্‌ভি র্বামনরূপধৃক্।

অমুকস্থানে রোগীর নাম উল্লেখ করতে হবে।

প্রশমং সর্বদুঃখানি নয়ত্বস্য জনার্দ্দনঃ।।
আদ্যন্তবন্তঃ কবয়ঃ পুরাণাঃ, সূক্ষ্মা বৃহন্তো হ্যনুশাসিতারঃ।
সবর্বান্ জ্বরান্ ঘ্নন্তু মমানিরুদ্ধ -প্রদ্যুম্নসঙ্কর্ষণ-বাসুদেবাঃ।।
ত্রিপাদ ভস্মপ্রহরণ-স্ত্রিমূর্দ্ধারুণলোচনঃ।।
স মে প্রীতঃ সুখং দদ্যাৎ সবর্বাময়পতির্জ্জ্বরঃ।।
কুবেরং তে মুখং ঘোরং নৃণামানন্দমাবহ।
জ্বরং মৃত্যুভয়ং ঘোরং জ্বরং নাশয় সত্বরম্।।
অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
বারাণস্যাঞ্চ যদ্ বৃত্তং তন্নঃ স্মরসি ভো জ্বর।।
বারণস্যাঞ্চ যদ্ বৃত্তং যদ্ বৃত্তং হস্তিনাপুরে।
উভয়োরেব যদ্ বৃত্তং তন্নঃ স্মরসি ভো জ্বর।।
এষাং চতুর্ণাং মন্ত্রাণামযুতঞ্চ -জপেন্নরঃ।
গঙ্গায়া উত্তরে তীরে অপুত্রো ব্রাহ্মণো মৃতঃ।।
তস্মৈ তিলোদকং দত্বা মুচ্যেতৈ-কাহিকাজ্জ্বরাৎ।
যো বৈ সরস্বতী তীরে অপুত্রো ব্রাহ্মণো মৃতঃ।।
ত্রিরাত্রজ্বরনাশায় দদ্যাত্তস্মৈ তিলোদকম্।।
যবাদিকৃতপদ্মেষু সমাবাহ্যাভিপূজ্য চ।
এষু মন্ত্রেষু যাঃ প্রোক্তা দেবতাস্তাঃ স্তুতা যজেৎ।।
তাম্রপাত্রে তিলং কৃত্বা রক্তপুষ্পাক্ষতানি চ।
শুদ্ধোদকেন শুদ্ধাত্মা সহস্রপরিসংখ্যয়া।।
হোমং চাপ্যথ কুবর্বীত ক্ষীরাজ্যৈশ্চাম্রপল্লবৈঃ।
এবং কৃতে জ্বরাঃ সবের্ব প্রশমং যান্ত্যসংশয়ম্।।
ন বাধন্তে পুনস্তা বৈ ঋদ্ধাদীনামনুগ্রহাৎ।।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ তথা ত্রিদিবসজ্জ্বরম্।
চাতুর্থকং তথাত্যুগ্রং তথৈব সততজ্বরম্।।

দোষোত্থং সান্নিপাতোত্থং তথৈবাগন্তুকং জ্বরম্।
শমং নয়াশু গোবিন্দ চ্ছিন্ধি চ্ছিন্ধ্যস্য বেদনাম্॥
নেত্রদুঃখং শিরোদুঃখং দুঃখঞ্চে াদরসম্ভবম্।
অন্তঃশ্বাসং বহিঃশ্বাসং পরিতাপং সবেপথুম্॥
গুণঘ্রাণাঙ্ঘ্রিরোগাংশ্চ কুষ্ঠরোগাংস্তথাক্ষয়ম্।
কামলাদীংস্তথারোগান্ প্রমেহাংশ্চাতিদারুণান্।
ভগন্দরাতিসারাংশ্চ মুখরোগাংশ্চ বল্গুলীম্॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রাংশ্চ রোগানন্যাংশ্চ দারুণান্।
যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।
কফোদ্ভবাশ্চ যে কেচিদ্ যে চান্যে সান্নিপাতিকাঃ।
আগন্তুকাশ্চ যে রোগা লুতাবিস্ফোটকাদয়ঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তু বাসুদেবাপমার্জ্জিতাঃ॥
বিলয়ং যান্তু তে সর্ব্বে বিষ্ণোরুচ্চারণেন চ।
ক্ষয়ং গচ্ছন্তু চাশেষা-স্তে চক্রাভিহতা হরেঃ॥

হরের্নামত্রয়মন্ত্রস্য বৃহদ্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরাহ-নৃসিংহ-বিষ্ণবো দেবতাঃ সকলরোগশান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

অচ্যুতানন্ত গোবিন্দ নামোচ্চারণভীষিতাঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥
স্থাবরং জঙ্গমং বাপি কৃত্রিমঞ্চাপি যদ্বিষম্।
দন্তোদ্ভবং নখভব-মাকাশপ্রভবং বিষম্॥
লূতাদিপ্রভবং যচ্চ বিষমন্যত্তু দুঃখদম্।
শমং নয়তু তৎ সর্ব্বং কীর্ত্তিতোঽস্য জনার্দ্দনঃ॥
গ্রহান্ প্রেতগ্রহাংশ্চাপি তথা বৈ ডাকিনীগ্রহান্।
বেতালাংশ্চ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্ব্বান্ যক্ষরাক্ষসান্।
শকুনীপূতনাদ্যাংশ্চ তথা বৈনায়কান্ গ্রহান্॥

মুখমুণ্ডীং তথা ক্রূরাং রেবতীং বৃদ্ধ রেবতীম্।
বৃদ্ধ কাখ্যান্ গ্রহাংশ্চোগ্রাংস্তথা মাতৃগ্রহানপি॥
বালস্য বিষ্ণোশ্চ রিতং হন্তু বালগ্রহানিমান্।
বৃদ্ধাশ্চ যে গ্রহাঃ কেচিদ্ যে চ বালগ্রহাঃ ক্বচিৎ॥
নরসিংহস্য তে দৃষ্ট্যা দগ্ধা যে চাপি যৌবনে।
সদা করালবদনো নরসিংহো মহাবলঃ॥
গ্রহানশেষান্নিঃশেষান্ করোতু জগতো হিতঃ।
নরসিংহ মহাসিংহ জ্বালামালোজ্জ্বলাননঃ॥
গ্রহানশেষান্ সর্বেবশ খাদ খাদাগ্নিলোচনঃ॥
যে গ্রহা যে মহোৎপাতা যদ্বিষং যে মহাগ্রহাঃ।
যানি চ ক্রূরভূতানি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ॥
শস্ত্রক্ষতেষু যে দোষা জ্বালাগর্দ্দভকাদয়ঃ।
তানি সবর্বাণি সবর্বাত্মা পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ॥
কিঞ্চি দ্রূপং সমাস্থায় বাসুদেবাস্য নাশয়।
ক্ষিপ্তা সুদর্শনং চক্রং জালমালাতিভীষণম্॥
সর্বদুষ্টোপশমনং কুরু দেববরাচ্যুত।
নরসিংহ মহাজ্বাল ছিন্ধি ছিন্ধি মহারথ॥
ব্যাঘ্রসিংহবরাহেষু অগ্নিচৌরভয়েষু চ।
সর্বদুষ্টানি রক্ষাংসি ক্ষয়ং যান্তু বিভীষিতাঃ॥
সুদর্শনো মহাচক্রো দগ্ধো দুষ্টো ভয়ঙ্করঃ॥

ছিন্ধি ছিন্ধি ভিন্ধি ভিন্ধি বিদারয় বিদারয় পরমং ত্রাসয় ত্রাসয় গ্রস গ্রস ভক্ষয় ভক্ষয় ভূতানি ত্রাসয় ত্রাসয় ত্রাহি মাং সুদর্শনচক্র হুঁ ফট্ স্বাহা।

ওঁ সুদর্শনচক্রায় নমঃ। ওঁ নমো ভগবতে ভো ভো সুদর্শন দুষ্টং

মারয় মারয় দুরিতং হন হন পাপং মথ মথ আরোগ্যং কুরু কুরু স্বাহা।
(হন হন পাপং) সুদর্শনস্য মন্ত্রেণ গ্রহা যান্তু দিশো দশ।

প্রাচ্যাং প্রতীচ্যাঞ্চ দিশি দক্ষিণোত্তরতস্তথা।
রক্ষাং করোতু সর্ব্বাত্মা নরসিংহঃ সুগর্জ্জিতঃ॥
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোঽগ্রতঃ।
রক্ষাং করোতু ভগবান্ বহুরূপী জনার্দ্দনঃ॥
যথা বিষ্ণুর্জ্জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
তেন সত্যেন দুষ্টানি শমমস্য ব্রজন্তু বৈ॥
যথা বিষ্ণৌ স্মৃতে সদ্যঃ সংক্ষয়ং যান্তি পাতকাঃ।
সত্যেন তেন সকলং দুষ্টমস্য প্রশাম্যতু॥
পরমাত্মা যথা বিষ্ণু-র্বেদান্তেষ্বপি গীয়তে।
তেন সত্যেন সকলং দুষ্টমস্য প্রশাম্যতু॥
যথা যজ্ঞেশ্বরো বিষ্ণু-র্দেবেষ্বপি হি গীয়তে।
সত্যেন তেন সকলং যন্ময়োক্তং তথাস্তু তৎ॥
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু দুষ্টমস্য প্রশাম্যতু।
বাসুদেবশরীরোত্থৈঃ কুশৈর্নির্ম্মথিতং ময়া॥
অপমার্জ্জতু গোবিন্দো নরো নারায়ণস্তথা।
তথাস্তু সর্ব্বদুঃখানাং প্রশমো বচনাদ্ধরেঃ॥
অপমার্জ্জনকং শস্ত্রং সর্ব্বরোগনিবারণম্।
অহং হরিঃ কুশো বিষ্ণু-র্হতা রোগা ময়া তব॥
শান্তাঃ সমস্তরোগাস্তে গ্রহাঃ সর্ব্বে বিষাণি চ।
ভূতানি চ প্রশাম্যন্তু সংস্মৃতে মধুসূদনে॥
কুশমূলে স্থিতো ব্রহ্মা কুশমধ্যে জনার্দ্দনঃ।
কুশাগ্রে শঙ্করং বিদ্যাৎ ত্রয়ো দেবা ব্যবস্থিতাঃ॥

এতে কুশা বিষ্ণুশরীরসম্ভবাঃ, জনার্দ্দনোঽয়ং স্বয়মেব চাগ্রতঃ।

হতং ময়া ক্লেশমশেষমস্য, সুস্থো ভবত্যেষ হরেঃ প্রসাদাৎ॥
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু দুঃখমস্য প্রশাম্যতু।
যদস্য দুরতিং কিঞ্চি ৎ তৎ ক্ষিপ্তং লবণাম্ভসি॥
স্বাস্থ্যমস্য সদৈবাস্তু হৃষীকেশস্য কীর্ত্তনাৎ।
যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু॥
এতদ্রোগাভিভূতানাং জনানাং হিতমিচ্ছতাম্।
বিষ্ণুভক্তেন কর্ত্তব্যং আপমার্জ্জনকং পরম্॥
অনেন সর্ব্বদুঃখানি প্রশমং যান্ত্যসংশয়ম্॥
সর্ব্বভূতহিতার্থায় তস্মাৎ কুর্য্যাৎ সদৈব হি॥
মাতা নৃসিংহশ্চ পিতা নৃসিংহো, ভ্রাতা নৃসিংহশ্চ সখা নৃসিংহঃ।
বিদ্যা নৃসিংহো দ্রবিণং নৃসিংহঃ, স্বামী নৃসিংহঃ সকলং নৃসিংহঃ॥
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো, যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
নৃসিংহদেবাদধিকং ন কিঞ্চি ৎ,ততো নৃসিংহঃ শরণং প্রপদ্যে॥
য ইদং, ধারয়েদ্ বিদ্বান্ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ॥
গ্রহাস্তস্যোপসর্পন্তি নরো রোগাচ্চ মুচ্যতি॥
বিষ্ণুভক্তেন কর্ত্তব্যং ব্রহ্মহত্যাদিনাশনম্।
বিষ্ণুপ্রীতিকরং স্তোত্রং যঃ পঠেন্নিয়মেন চ॥
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি সত্যং সত্যঞ্চ নান্যথা।
স্তোত্ররাজমিদং নাম অপমার্জ্জনকং হরেঃ॥
তস্য তুষ্টোঽস্তু গোবিন্দো মনসা চিন্তিতং লভেৎ॥
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং পঠনাদেব নাশনম্।
গোসহস্রফলং তস্য পরং পদমবাপ্নুয়াৎ॥
ইতি শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে অপমার্জ্জন-স্তোত্রং সমাপ্তম্॥
অতঃপর দক্ষিণান্ত করিয়া বৈগুণ্য করিবেন।

শিবাপমার্জ্জনম্

রোগশান্তির জন্য শিবাপমার্জ্জন করিতে হয়। পূর্বদিনে হবিষ্যান্ন ভোজন ও সংযত থাকিয়া, কর্ম্মদিবসে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন পূর্বক আচমনাদি ক্রিয়া করতঃ রোগশান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত শেষান্তে স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ রোগশান্ত্যর্থ্যং শ্রীশ্রীসশক্তিক শিবপূজন-সহিত শৈবাপমার্জ্জন-কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। স্বস্তি ও ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু বলিয়া স্বস্তিসূক্ত, সাক্ষ্যমন্ত্রান্তে সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প ঃ শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা শ্রী অমুকী দাসী)পরার্থে-অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য (অমুক গোত্রায়াঃ শ্রী অমুকী দেব্যাঃ/দাস্যাঃ) অমুকামুক-রোগ দ্রুতারোগ্য লাভ পূর্বক দীর্ঘায়ুষ্ট কামঃ (স্ত্রীপক্ষে- কামা) গণেশাদি দেবতা পূজানন্তরং সশক্তিক শ্রী শ্রী শিবং সম্পূজ্য জৈমিনিদুর্বাস সংবাদে শৈবাপমার্জ্জন-স্তোত্রং পাঠাভিষেচনমহং করিষ্যে, পরার্থে- করিষ্যামি। স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া, ব্রতিব্রাহ্মণ সশক্তিক শিবপূজা করিয়া, পাত্রোপরি শ্বেত ও রক্ত চন্দন, সর্বৌষধি, মহৌষধি, গ্রহৌষধি মিশ্রিত জল কুশমূলের দ্বারা লইয়া নিম্নলিখিত স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে রোগীরদেহে মার্জ্জন করিবেন।

শ্রীগণেশায় নমঃ

জৈমিনিরুবাচ

অকাল মৃত্যুং জিতবান্ শ্বেতো রাজা মহামুনে।
তাং শান্তিং কৃপয়া বিদ্বন্ যথাবদ্বক্তু-মর্হসি।।

দুর্বাসা উবাচ।

স রাজা পাপশান্ত্যর্থং শৈবাপমার্জ্জনং সদা।
পপাঠ পরয়া ভক্ত্যা রক্ষায়ৈ চাত্মনো ধ্রুবম্।।
সর্ববরক্ষাকরং পুণ্যং রক্ষোঘ্নং শিবভাষিতম্।
সদাশিবাদজঃ প্রাপ হবির্ব্রহ্মা ততো ভৃগুঃ।।
ভৃগোঃ ক্রতুঃ ক্রতোর্গর্গো গর্গতোঽথমহী পতিঃ।
শ্বেতাশ্বঃ কৌশিকশ্চাহং তস্মাৎ সংপ্রাপ্তবান্ মুনে।।
শিবং শান্তিকরং পুণ্যং পঠেৎ সর্বার্থসাধকম্।
নমস্কৃত্য মহেশায় পার্বতীশায় শম্ভবে।।
আধিব্যাধিপরীতানাং বিঘ্নৈরুপহতাত্মনাম্।
পুরুষাণাং পীড়িতানাং ভক্ত্যা চ প্রযতাত্মনাম্।।
শিবং শান্তিকরং পুণ্যং শিবাপমার্জ্জনং পঠেৎ।
বিধিবৎ প্রযতো ভূত্বা কুশহস্তস্ত্বনন্যধীঃ।।
মার্জ্জয়েৎ সর্বগাত্রাণি কুশাগ্রৈঃ শিবতৎপরঃ।
ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা কৃত্বা শুচিরীশানমানসঃ।।
রোগগ্রহবিষার্ত্তানাং কুর্য্যাচ্ছান্তিমিমাং পরাং।।

জৈমিনিরুবাচ

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ।
বিধিনা চ কথং প্রাপ্তং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরম্।।
দেবদেবান্মহেশানাদ্ বিস্তরাৎ কথয় প্রভো।।

দুর্ব্বাসা উবাচ

সুমেরুশিখরাসীনং দেবদেবমুমাপতিম্।
স্কন্দ-নন্দি-মহাকাল-বিঘ্নরাজগণার্চ্চিতং।।
ততো দেবগণাঃ সর্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।
তুষ্টুবুঃ পরয়া ভক্ত্যা শঙ্করং করুণাকরম্।
ঋগ্‌যজুঃসামগর্ভাভির্বাগ্‌ভিস্তু পরয়া মুদা।।
তত্র ব্রহ্মা সুখাসীনঃ সর্বলোকপিতামহঃ।।
সদাশিবং নমস্কৃত্য বদ্ধাঞ্জলিরভাষত।

ব্রহ্মোবাচ

দেবদেব মহাদেব সর্বলোক হিতে রতঃ।
রহস্যং কিঞ্চি দিচ্ছামি প্রষ্টুং ত্বাং ভক্তবৎসল।।
ভূতৈর্গ্রহৈশ্চ রোগৈশ্চ বিবিধৈঃ প্রাণিনঃ সদা।
পীড্যন্তে দুঃখিতাঃ সর্বে মহাদেব জগৎপ্রভো।।
তেষাং শান্তিং বদস্ব ত্বং গ্রহব্যাধিবিমোচিনীং।।
ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা দেবস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
প্রাণিপীড়াদিনিরতা গ্রহভূতাদি রাক্ষসাঃ।।
রোগাশ্চ বিবিধা যে চ লূতা-বিস্ফোটকাদয়ঃ।
বালানাং যে গ্রহাঃ কেচিৎ কেচিদ্ যে সান্নিপাতিকাঃ।।
প্রাণিনাং দুঃখদাঃ সন্তো বিচরন্তি মহীতলে।
তানানেতুং গণাঃ সর্বেঽপ্যাহুতা শম্ভুনা স্বয়ম্।।
গণৈরুক্তস্তদা শম্ভুঃ কিং কর্ত্তব্যং জগৎপ্রভো।
আজ্ঞাপয় মহাদেব কূর্ম্মঃ শীঘ্রং ত্বদাজ্ঞয়া।।

ঈশ্বর উবাচ

শৃণ্বন্তু চ গণাঃ সর্বে ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি যে।
প্রাণিপীড়াকরা দুষ্টা রোগগ্রহনিশাচরাঃ।।

লোকানাং বিবিধং দুঃখং প্রযচ্ছন্তি সদাধমাঃ।
যত্র কুত্র স্থিতাঃ সর্বেবপ্যানেয়াস্তে তু সাম্প্রতম্।।
ততঃ শিবগণাঃ সর্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
দুষ্টাংস্তানানয়ামাসু স্ত্রৈলোক্যস্থাঞ্জিবাজ্ঞয়া।।
বদ্ধা পৃথক্ পৃথক্ পাপান্ গ্রহান্ রোগাংশ্চ রাক্ষসান্।
পাপাধিষ্ঠানসংস্তব্ধান্ ক্রূরান্ বালগ্রহানপি।
যথা ক্রমন্ত তে সর্বে দণ্ডবৎ প্রণতা ভুবি।
প্রণিপত্য মহেশানমিদমুচুর্মহর্ষয়ঃ।।

ঋষয় ঊচুঃ

দেব দেব মহাদেব সর্বে দুষ্টাস্ত্বদাজ্ঞয়া।
ত্রৈলোক্যস্থাঃ সমানীতাঃ প্রাণিপীড়াকরাঃ প্রভো।।
দেবদ্বিজগ্রহাঃ সর্বে কুষ্মাণ্ডা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
ক্ষূদ্রাশ্চ জৃম্ভকাঃ প্রেতা ভূতাঃ স্কন্দগ্রহা অপি।।
মহামারী তথা কৃত্যা পূতনা ধর্ম্মঘাতিনী।
শাকিনী ডাকিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।।
অন্তরীক্ষচরাঃ ক্ষুদ্রা দেব্যস্তু ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
অপস্মারা মহোৎপাতা বাতপিত্তসমুদ্ভবাঃ।।
শস্তা বহুবিধা রৌদ্রাঃ সন্ততত্র্যাহিকাদয়ঃ।
দোষোত্থাঃ সন্নিপাতোত্থা দোষোত্থাগন্তুকা অপি।।
অতিসারাঃ শিরোরোগাঃ প্লীহগুল্মভগন্দরাঃ।
কষ্টপ্রমেহপ্রদরা বিদ্রধীশ্চ পুরংহসঃ।।
শ্বাসকাসক্ষয়চ্ছর্দ্দি কর্ণমূলগলাময়াঃ।
বিস্ফোটলূতিকাবর্তা মূত্রকৃচ্ছ্রমলীমসাঃ।।
পাণ্ডু হিক্কা কালকূট মুখরোগাশ্চ দারুণাঃ।
নেত্ররোগা বহুবিধা রোগাশ্চৈবোপসর্গিকাঃ।।
এতে চান্যে বহুবিধা ব্যাধয়শ্চাধয়োগ্রহাঃ।

প্রণেতুং নৈব শক্তা যে কিং পুনস্ত্বাং নিরীক্ষিতুম্।।
ত্বৎতেজসা দুরাত্মানো ভূতাগ্নি প্রলয়ং গতাঃ।
আজ্ঞাপয় মহাদেব কিং কুর্ম্মোঽথ তবাজ্ঞয়া।।
স তানুবাচ ভগবানীশঃ ক্রোধসমন্বিতঃ।
প্রাণিনো দুঃখিতাস্ত্বেতে কেন দোষেণ বৈ গ্রহাঃ।।
তৎসর্বং নির্ভয়াঃ সন্তো যথাবদ্ বক্তুমর্হথ।
গ্রহা ঊচুমর্হেশানং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ।।
যে গ্রহাস্তমসালোকে দুর্বৃত্তাশ্চাবিবেকিনঃ।
সর্বদা দুঃখিতাঃ পাপাঃ প্রায়োঽনর্থকরাশ্চ যে।।
গৃহ্নন্তু মনুজান্ মূঢ়া বায়ুভূতা জগৎপ্রভো।
বলিকামাশ্চ যে কেচিৎ পূর্ববৈররতাশ্চ যে।।
তৎ কর্ম্মপ্রেরিতা স্ত্বেতে পীড়য়ন্তি চ দেহিনঃ।
এতাবদেব কথিতং দেবদেব কৃপানিধে।।
আজ্ঞাপয় মহাদেব কিং কুর্ম্মোঽথ তবাজ্ঞয়া।
স তানুবাচ ভগবাঞ্ছঙ্করো লোকশঙ্করঃ।।
ভুতসঙ্ঘানুবাচেদং সন্নিধৌ ত্রিদিবৌকসাম্।
এতাবৎ কালপর্য্যন্তং ভয়রোগৈশ্চ দারুণৈঃ।।
প্রাণিনঃ পীড়িতাস্ত্বেতে দুঃখিতাস্ত্রিদিবৌকসঃ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সর্বদুষ্টহরাং পরাং।।
সাক্ষাচ্ছিবময়ীং শান্তিং সর্বলোকহিতায় চ।
কুর্য্যান্ন্যাসং প্রথমতো মদুক্তেন তু বর্ত্মনা।।
শিবং ন্যসেত্তু করয়োঃ কুশাসীন উদঙ্মুখঃ।
মহেশানং ন্যসেন্মুর্দ্ধ্নি শিখায়াং শশিশেখরম্।।
ললাটে শ্বাশতং ন্যস্য বিরূপাক্ষন্তু নেত্রয়োঃ।
বক্ত্রে তৎপুরুষং ন্যস্য কর্ণয়োস্তু ভবং ক্রমাৎ।।
নাসিকায়াং ন্যসেচ্ছর্বং ভূতনাথমথোষ্ঠয়োঃ।

চিবুকে তু ন্যসেৎ স্থাণুং গণ্ডয়োস্তু বৃষাকপিম্।।
শ্রীকণ্ঠং কণ্ঠদেশে তু স্কন্ধয়োশ্চ মহেশ্বরম্।
কূর্পরে মণিবন্ধে চ জ্যোতির্লিঙ্গং ভবং ক্রমাৎ।।
কক্ষয়োর্ব্যোমকেশং চ বৃষধবজং চ বক্ষসি।
ন্যসেদঘোরং স্তনয়োরুদরে ত্রিপুরান্তকম্।।
কন্দর্পনাশনং নাভৌ কট্যাং চাথ কপর্দ্দিনং।
লিঙ্গে ন্যসেদ্ বামদেবং গুদে কালান্তকং তথা।।
ঊর্বোস্তু ধূর্জ্জটিং ন্যস্য জান্বোস্ত্রিনয়নং ন্যসেৎ।
জঙ্ঘয়োর্নীলকণ্ঠং চ গুল্ফয়োর্নীললোহিতম্।।
অঙ্গুষ্ঠয়োর্ন্যসেদুগ্রং শঙ্করং ত্বঙ্গুলীষু চ।
পাদয়োশ্চ ন্যসেৎ সঙঘং কবচে চ কপালিনং।।
অস্ত্রে পাশুপতাস্ত্রঞ্চ স্থাণুং বৈ হঁফড়িত্যথ।
পূর্বে সদাশিবঃ পাতু শঙ্করঃ পাতু দক্ষিণে।।
পশ্চিমায়াং ত্রিনেত্রশ্চ উদীচ্যাং শাশ্বতস্তথা।
ঐশান্যামবতাদীশ আগ্নেয্যাং তু ভবস্তথা।।
নৈর্ঋত্যাং বামদেবোঽথ বায়ব্যান্তু পরাৎপরঃ।
ঊর্দ্ধে শ্রীকণ্ঠদেবোঽথ অধঃ স্যান্নীললোহিতঃ।।
এতাভ্যো দশদিগ্‌ভ্যোঽথ এ্যম্বকঃ পাতু সর্বতঃ।
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা সাক্ষাচ্ছিব-ময়ো ভবেৎ।।
ধ্যায়েচ্ছিবঞ্চ পঞ্চ াস্যং ত্রিনেএং কমলাসনম্।
স্ফটিকাদ্রিনিভং দেবং কুঠারেণ বরাভয়ান্।।
দধানং সুপ্রসন্নঞ্চ চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্।
স্তুতং সমন্তাদমরৈঃ প্রসাদনিরতৈঃ সদা।।
শিবাপমার্জ্জনে হ্যস্মিন্ ঋষিশ্চাহং সদাশিবঃ।
অনুষ্টুপ্‌ছন্দ ইত্যেতদ্দেবতা চ মহেশ্বরঃ।।
সর্বারিষ্টপ্রশান্ত্যর্থং জপযোগং প্রকল্পয়েৎ।

নমোঽস্তু স্থাণুরূপায় জ্যোতির্লিঙ্গায়তাত্মনে।।
চতুর্মূর্ত্তিবপুস্থায় ভাসিতাঙ্গায় শম্ভবে।
নমস্কৃত্বা প্রবক্ষ্যামি এতৎ সিধ্যতু মে বচঃ।।
মহেশ্বরায় পার্বত্যৈ মহাকালায় নন্দিনে।
স্কন্দায় বিঘ্নরাজায় ভূতেশায় শিবায় চ।।
ক্ষেত্রপালায় যোগীশধ্যেয়ায় পরমাত্মনে।
নমস্কৃত্বা প্রবক্ষ্যামি এতৎ সিধ্যতু মে বচঃ।।
নমো বিরিঞ্চি বিশ্বেশভেদেন পরমাত্মনে।
সর্বসংস্থিতিসংহার-কারিণে ব্যক্তমূর্ত্তয়ে।।
অপ্রমেয়ায় দেবায় বষট্ স্বাহা স্বধাত্মনে।
মণিমন্ত্রৌষধাদীনাং শক্তিরূপায় শম্ভবে।।
নমস্তে বিশ্বভূতায় রক্ষোভূতবিবচ্ছিদে।
গদাময়ায় গদিনে দুঃখিতানাং বলায় তে।।
সদ্যায় শ্বেতরূপায় বাগ্ বিশুদ্ধায় শার্ঙ্গিণে।
নমস্কৃত্বা প্রবক্ষ্যামি এতৎ সিধ্যতু মে বচঃ।।
সদ্যোজাতায় দেবায় নমস্তেঽস্তু ভবোদ্ভব।
নমো জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় বামায় বিষ্ণুমূর্ত্তয়ে।
নমঃ কালায় চক্রায় কারণায় নমো নমঃ।।
নমো বলবিকারায় বলপ্রমথনায় চ।
মনোন্মনায় মহসে সর্বভূতময়ায় চ।
নমস্কৃত্বা প্রবক্ষ্যামি এতৎ সিধ্যতু মে বচঃ।।
অঘোরায়াথ ঘোরায় ঘোরঘোরতরায় চ।
সর্বতঃ সর্বশর্বায় রুদ্ররূপায় তে নমঃ।
মহাদেবায় পীতায় নমস্তৎ পুরুষায় তে।।
জগদ্বন্দ্যায় সোমায় সর্বলোকহিতায় চ।
ঈশানায় নমস্তুভ্যং পশূনাং পতয়ে নমঃ।।

দ্বাত্রিংশদক্ষরং সত্যং চতুর্বিংশকলাত্মকম্।
স্ফটিকাচলবদ্গৌরং বন্দে ত্রিজগতাং পতিম্।।
সর্বদেবময়ং দেবং সর্বদেবময়ং শুভম্।
সর্বব্যাধিহরং নিত্যং ভক্তানাং বিভবোন্মুখম্।।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো ঘোরস্ত্রয়োদশপদোগ্রহঃ।
অনুষ্টুভশ্চতুর্বিক্যং দিশতু প্রাণিনাং শিবম্।
সর্বশত্রুবিষোন্মাদ তাপভীতি নিবারিনে।।
পরায় বহুরূপায় ব্যাধিঘ্নায় নমো নমঃ।
বেদাক্ষরেণ রক্ষ ত্বং প্রাণিনাং হিতকাম্যয়া।।
রক্ষ রক্ষ মহাঘোরং ছিন্ধি ছিন্ধি মহেশ্বর।
ছিন্ধি ছিন্ধি ব্যথাং ঘোরাং মর্দ্দ মর্দ্দাভিচারিকম্।।
দুঃখং যদ্দুরিতং দেব ফট্ ফট্ ক্ষপয় শঙ্কর।
শিবং নয় শিবান্যেষাং প্রযচ্ছোমাপতে সুখম্।।
দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ তথোৎপাতঞ্চ দারুণম্।
তত্তদ্রূপং সমাস্থায় ভঞ্জ ভঞ্জ জগৎপতে।।
নমশ্চতুর্দ্ধা প্রোদ্ভূতং ভূতভীতাত্মনে নমঃ।
ভূরিভারারিসংহর্ত্রে ভূতনাথায় শম্ভবে।।
বিশ্বগ্রাসায় বিকসৎ কালকূটবিশালিনে।
তৎকলঙ্কাঙ্কিতগ্রীব নীলকণ্ঠায় তে নমঃ।।
নমো ললাটনয়ন প্রোল্লসৎকৃষ্ণবর্ত্মনে।
ধবস্মরনিরস্তারি যোগিধ্যেয়ায় শম্ভবে।।
নমো দেহার্দ্ধকান্তায় দগ্ধদক্ষাধ্বরায় চ।
চতুর্বর্গেপ্সিতার্থদায়িনে শায়িনেঽর্ণবে।।
স্থূলায় মূলভূতায় শূলদারিতবিদ্বিষে।
কালহন্ত্রে নমশ্চন্দ্রখণ্ডমণ্ডিতমৌলয়ে।।
দিগ্বাসসে কপর্দ্দান্ত ভ্রান্তায় সরিদিন্দবে।

দেবদৈত্যাসুরেন্দ্রাণাং মৌলিঘৃষ্টাংঘ্রয়ে নমঃ।।
ভস্মাভ্যক্তায় ভূতানাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে।
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপায় শঙ্করায় নমোনমঃ।।
সর্বজ্ঞমুর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রভবে চ নমোনমঃ।
জ্বলৎপাবক নেত্রায় সর্বজ্বরহরায় চ।।
সুপ্রসন্নায় দেবায় সর্বগ্রহবিমোচনে।
কল্যাণং সর্বলোকানাং সুখমায়ুঃ সমাদিশ।
শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু সুপ্রসন্নোঽস্তু শঙ্করঃ।।
মরুতো মারুতো দুর্গা ভৈরবাশ্চ দিগীশ্বরাঃ।
শান্তিং দিশন্তু তে সর্বে শিবারাধনতৎপরাঃ।।
গণেশ্বরাদিরুদ্রাশ্চ বসবোঽর্কা দিবৌকসঃ।
আয়ুরারোগ্যদাঃ সন্তু প্রাণিনাং ভুবনেশ্বরাঃ।।
যদত্রৈবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু।
এতদ্রোগাদিপীড়ায়াং জন্তূনাং হিতকাম্যয়া।।
আপমার্জ্জনকং শস্ত্রং শিবনামাভিমন্ত্রিতং।
কুর্য্যাচ্ছিবাজ্ঞয়া তস্য গ্রহরোগাদিনাশনম্।।
ভবেৎ সুনিশ্চিতং যস্মাৎ তস্মাৎ কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
ইত্যেষা দেবদেবেন শম্ভুনা চ স্বয়ম্ভুবে।।
উপদিষ্টা পরা শান্তিঃ প্রাণিপীড়াহরা শুভা।
দেবৈশ্চ মুনিভিঃ সর্বৈঃ শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতৈঃ।।
গৃহীতা পরয়া ভক্ত্যা সর্বলোকহিতায় চ।
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ গ্রহব্যাধিভয়ানি চ।।
যক্ষরাক্ষসবেতালা ভূতাপস্মারখেচরাঃ।
শাকিনী ডাকিনী কৃত্যা মহামারী চ পূতনা।।
বালানাং যে গ্রহাঃ কেচিন্নৃণাং স্ত্রীণাং চ যে গ্রহাঃ।
তে সর্বে চ পলায়ন্তে গজানীকং যথা হরেঃ।।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কুর্য্যাচ্ছান্তিমিমাং শুভাং।
পশ্যেমাং পরমাং বিদ্যাং শিবরূপাং তু জৈমিনে।।
অকালমৃত্যুং জিতবান্ শ্বেতো রাজা পঠন্মুদা।
সর্বজ্বরাদিপীড়ানাং বিদ্যয়া জৈমিনেঽনয়া।।
ভক্ত্যা চ পঠনান্নাশঃ সম্যক্ সমুপজায়তে।
সম্যক্ শিবার্চ্চনং কৃত্বা জনাঃ শান্তিং পঠন্তি যে।।
শৃণ্বন্ত চ ন তেষাং বৈ গ্রহপীড়াভয়ং কুতঃ।
শিবাং শান্তিমিমাং পুণ্যাং শৃণুয়াচ্ছ্রাবয়েচ্চ যঃ।।
স প্রাপ্নোতীপ্সিতান্ কামান্ পঠন্নারোগ্যমেব চ।
নিরস্য বিগ্রহোঘোরো যো নমস্যেৎ সদা শিবম্।।
মন্ত্রাণাং পরমো মন্ত্রো ভয়দুঃখষড়ূর্ম্মিহা।
হিতায় সর্বলোকানাং শ্রীমহেশ্বরভাষিতঃ।।
স ব্রহ্মা স হরিঃ সোঽর্কঃ স শক্রো বরুণো যমঃ।
ধনাধ্যক্ষশ্চ ভগবান্ স চৈকঃ সকলং জগৎ।।
সুখারাধ্যো মহাতেজাস্তপসা যঃ সুতোষিতঃ।
দদাতি কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যাদধিকং জপতো চ যৎ।।
গণাঃ খ্যাতুং ন শক্যাস্তে মন্বন্তরশতৈরপি।
শিবঃ সর্বং শিবঃ সর্বং শিবঃ সর্বং পুনঃ পুনঃ।।
বচঃ শিবময়ং জ্ঞেয়ং বক্তা বাক্যং চ তন্ময়ম্।।
ইতি শ্রীজৈমিনিদুর্বাসসংবাদে শৈবাপমার্জ্জন-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।।

পাশুপতাস্ত্র-কবচম্

রোগশান্তির জন্য পাশুপতাস্ত্র করিতে হয়। পূর্বদিনে হবিষ্যান্ন ভোজন ও সংযত থাকিয়া, কর্ম্মদিবসে প্রাতঃক্রিয়া সমাপন পূর্বক আচমনাদি ক্রিয়া করতঃ রোগশান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত শেষান্তে স্বস্তিবাচন করিবেন।

ঊর্ম্মি কাম ক্রোধ লোভ মোহমদ মাৎসর্য্য এই ছয়টি ঊর্ম্মি বা তরঙ্গ।

স্বস্তিবাচনঃ- ঃ ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ রোগশান্ত্যর্থ্যং শ্রীশ্রী সপরিবার শিবপূজন পূর্বক পাশুপতাস্ত্রকবচ পাঠ কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। স্বস্তি ও ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু বলিয়া স্বস্তিসূক্ত, সাক্ষ্যমন্ত্রান্তে সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প ঃ- শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুকী গোত্রা শ্রী অমুকী দাসী) অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য (অমুক গোত্রায়াঃ শ্রী অমুক দেব্যাঃ/দাস্যাঃ) জীববদেতৎ স্থূল-শরীরোৎপন্ন সর্বরোগানাং (অমুক রোগঃ) ঝটিত্যুপশমন-শরীরারোগ্য-দীর্ঘায়ুর্লাভ মহাপাতকাদি-পাপক্ষয় রব্যাদিগ্রহরিষ্ট কামঃ (স্ত্রীপক্ষে- কামা) গণেশাদি দেবতা পূজানন্তরং সপরিবার ভগবতী সহিত পশুপতিং সম্পূজ্য নন্দিকেশ্বর সংহিতোক্ত পাশুপতাস্ত্র-কবচ শতকৃত্বঃ পাঠমহং করিষ্যে। পরার্থে-করিষ্যামি। স্বশাখোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিয়া, ব্রতিব্রাহ্মণ শিবপূজা বিধিতে পশুপতির পূজা করিয়া শক্তিপূজার ন্যায় ভগবতীর পূজা করিবেন।

পশুপতিরধ্যান ঃ ওঁ মধ্যহ্নার্ক-সমপ্রভং শশিধরং ভীমাট্ট-হাসোজ্জ্বলং।
ত্র্যক্ষং পন্নগ-ভূষণং শিখি-শিখা-শ্মশ্রু-স্ফুরণ্ মূর্ধজম্।।
হস্তাব্জৈ স্ত্রিশিখং সমুদ্গরমসি শক্তিং দধানং বিভুম্।
দংষ্ট্রা ভীমশ্চ তুর্মুখং পশুপতিং দিব্যাস্ত্র-রূপং স্মরেৎ।।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ হৌঁ পশুপতয়ে নমঃ।

ভগবতীর ধ্যানঃ- ওঁ বর্ত্তনস্থা জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণবর্ণাং ত্রিলোচনাং।
দ্বিভূজাং বেষ্টিতাং গোর্ভিবসনাং চৌতচন্দনাং।।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ হ্রীং ভগবত্যৈ নমঃ।

অতঃপর স্বশাখোক্ত অগ্নিস্থাপনান্তে ঘৃতগুগ্‌গুলের দ্বারা আটাশ (২৮) বার নিম্নমন্ত্রে হোম করিবেন। হোমে প্রতিবারে ঘৃতের পরিমাণ দুইতোলা

ও গুগ্‌গুলের পরিমাণ বদরী প্রমাণ।

হোমমন্ত্র ঃ ওঁ নমো ভগবতে নীলঘন-প্রখ্যায় শিবায় স্বাহা।।

হোম সমাপনান্তে রোগীকে একাদশবার কুশের দ্বারা মার্জ্জন করিয়া রোগীর দিকে তাকাইয়া করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করিবেন।

শ্রীশিব উবাচ

ওঁ সর্বরোগহরং পাশুপতাস্ত্রং শৃণু পার্বতি।
তব স্নেহাৎ প্রযত্নেন কথয়ামি বরাননে।।
যস্য পাঠাৎ ভবেচ্ছান্তী রোগিণাং কুলযোগিনি।
অতিগোপ্যং ন প্রকাশ্যং সত্যং সত্যং কুলেশ্বরি।।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় পশুপতয়ে অতুলবিক্রমায় ত্রিপঞ্চনয়নায় নানারূপায় নানাস্ত্রপ্রহরণোদ্যতায় নীলঘনপ্রখ্যায় ঈশানবেতালপ্রিয়ায় সর্ববিঘ্ননিকৃন্তনরতায় সর্বসিদ্ধি প্রদায় ভক্তানুকম্পিনে অসংখ্যভুজপাদায় সিদ্ধায় বেতালবিত্রাসিনে শাকিনীক্ষোভজনকায় ব্যাধি-নিগ্রহকারণায় পাপভঞ্জনায় সূর্য্যসোমাগ্নিনেত্রায় বিষ্ণুকবচায় খড়্গাবজ্রহস্তায় যমদণ্ডায় বরুণপাশায় রুদ্রশূলায় জ্বলজ্জিহ্বায় সর্বরোগবিদ্রাবণায় গ্রহনিগ্রহকারিণে। ওঁ কৃষ্ণপিঙ্গলায় ফট্, ওঁ বজ্রায় ফট্, ওঁ শক্তায় ফট্, ওঁ যমদণ্ডায় ফট্, ওঁ যমায় ফট্, ওঁ খড়্গায় ফট্, ওঁ নৈর্ঋতায় ফট্, ওঁ বরুণায় ফট্, ওঁ ধবজায় ফট্, ওঁ বায়বে ফট্, ওঁ গদায়ৈ ফট্, ওঁ ত্রিশূলায় ফট্, ওঁ ঈশানায় ফট্, ওঁ মুদগরায় ফট্, ওঁ চক্রায় ফট্, ওঁ নাগাস্ত্রায় ফট্, ওঁ খেটকায় ফট্, ওঁ সিদ্ধাস্ত্রায় ফট্, ওঁ পিলিপিচ্ছায় ফট্, ওঁ গন্ধর্বাস্ত্রায় ফট্, ওঁ সূর্য্যাস্ত্রায় ফট্, ওঁ দক্ষিণাস্ত্রায় ফট্, ওঁ বায়ব্যাস্ত্রায় ফট্, ওঁ মন্ত্রাস্ত্রায় ফট্, ওঁ ঈশানাস্ত্রায় ফট্, ওঁ শাকিন্যস্ত্রায় ফট্, ওঁ যোগিন্যস্ত্রায় ফট্, ওঁ মহাদণ্ডাস্ত্রায় ফট্, ওঁ শিবাস্ত্রায় ফট্, ওঁ শিরাস্ত্রায় ফট্, ওঁ অঘোরাস্ত্রায় ফট্, ওঁ বামদেবাস্ত্রায় ফট্, ওঁ সদ্যোজাতাস্ত্রায় ফট্, ওঁ হৃদয়াস্ত্রায় ফট্, ওঁ গরুড়াস্ত্রায় ফট্, ওঁ

দানবাস্ত্রায় ফট্, ওঁ ক্ষৌঁ নারসিংহাস্ত্রায় ফট্, ওঁ ভবাস্ত্রায় ফট্, ওঁ ক্রোধাস্ত্রায় ফট্, ওঁ সর্বাস্ত্রায় ফট্, ওঁ হঃ ফট্, ওঁ যঃ ফট্, ওঁ লঃ ফট্, ওঁ বঃ ফট্, ওঁ হ্রীঁ ফট্, ওঁ স্ফেঁ ফট্, ওঁ ভূঃ ফট্, ওঁ ভুবঃ ফট্, ওঁ স্বঃ ফট্, ওঁ মহঃ ফট্, ওঁ জনঃ ফট্, ওঁ তপঃ ফট্, ওঁ সত্যং ফট্, ওঁ সর্বলোক ফট্,ওঁ সর্বপাতাল ফট্, ওঁ সর্বচক্র ফট্, ওঁ সর্ববাণ ফট্, ওঁ সর্বনাড়ী ফট্,ওঁ সর্বকারিন্ ফট্, ওঁ সর্বদেব ফট্, ওঁ হ্রীঁ ফট্, ওঁ হূঁ ফট্, ওঁ শ্রী ফট্, ওঁ ঝাঁ ফট্, ওঁ আং ফট্, ওঁ নাং ফট্, ওঁ বৈরাগ্যাস্ত্রায় ফট্, ওঁ মায়াস্ত্রায় ফট্, ওঁ কামাস্ত্রায় ফট্, ওঁ ক্ষেত্রপালাস্ত্রায় ফট্, ওঁ হূঁ কারাস্ত্রায় ফট্, ওঁ ভাস্করাস্ত্রায় ফট্, ওঁ চন্দ্রাস্ত্রায় ফট্, ওঁ চক্রাস্ত্রায় ফট্, ওঁ বিঘ্নেশ্বরাস্ত্রায় ফট্, ওঁ ক্ষৌঁ ক্ষৌঁ ফট্, ওঁ হ্রৌঁ হ্রৌঁ ফট্, ওঁ ভ্রাময় ভ্রাময় ফট্, ওঁ উৎসাদয় উৎসাদয় ফট্, ওঁ উন্মূলয় উন্মূলয় ফট্, ওঁ ত্রাসয় ত্রাসয় ফট্, ওঁ দ্রাবয় দ্রাবয় ফট্, ওঁ ভঞ্জয় ভঞ্জয় ফট্, ওঁ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় ফট্, ওঁ সর্ব দুরিতং নাশয় নাশয় ফট্।

সকৃদাবর্ত্তনেনৈব সর্ব বিঘ্নান্ বিনাশয়েৎ।
ঘৃতগুগ্গুলহোমেন অসাধ্যমপি সাধয়েৎ।।
পঠনাৎ সর্বসিদ্ধিঃ স্যাৎ ধারণাৎ শিবসাম্যতাং।
সর্বরোগহরং সাক্ষাৎ মহাপাতকনাশনম্।।
সর্বরক্ষাং ভবেদ্দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।।
ইতি শ্রী নন্দিকেশ্বরসংহিতায়াং পাশুপতাস্ত্রং কবচং সমাপ্তম্।।
ওঁ তৎসৎ।।

দক্ষিণান্ত অচ্ছিদ্রাবধারণ বৈগুণ্য সমাপন করিয়া শান্তিজল গ্রহণ করিবেন।

মহেশ্বর কবচম্ (মার্জ্জনম্)

ওঁ নমঃ শিবায়।

জ্বরং প্রতি শিববাক্যম্।

ওঁ বাসুদেবস্য যে ভক্তাঃ মম ভক্তাশ্চ যে নরাঃ।
তেষাং পীড়া নিবৃত্তস্ত্বং ভবিষ্যসি মমাজ্ঞয়া।।
অন্যত্র পীড়া কর্ত্তব্যা ত্বয়া লোকে চরাচরে।
মম নামাক্ষরং যে তু গাত্রে ন্যাসং ত্বয়ার্দিতাঃ।।
কুবর্বন্তি ন চ তেষাং বৈ পীড়া কার্য্যা কথঞ্চন।।
মাহেশ্বরং তু কবচং দেবৈরপি সুদুর্ল্লভম্।
যঃ করোতি স্বগাত্রেষু পূতাত্মাশু ভবেন্নরঃ।।
কৃত্বা ন্যাসমিমং যস্তু সংগ্রামং প্রবিশেন্নরঃ।
ন শরাস্তোমরাস্তস্য খড়্গাশক্তিপরশ্বধাঃ।।
প্রবিশন্তি রিপোঃ ক্বাপি ভবেচ্ছিব-পরায়ণঃ।
ব্যাধিগ্রস্তস্তু যঃ কশ্চিৎ কারয়েচ্ছৈবমার্জ্জনম্।।
একাদশকুশৈঃ সাগ্রৈর্মুক্তো ভবতি নান্যথা।
ন ভূতা ন পিশাচাশ্চ কুষ্মাণ্ডা ন বিনায়কাঃ।।
শিবস্মরণ-মাত্রেণ প্রবিশন্তি কলেবরে।

ওঁ নমঃ পঞ্চবক্তায় শশিসূর্য্যাগ্নিনেত্রায় ভয়ার্ত্তানামভয়ায় চ গাত্ররক্ষার্থে বিনিয়োগ ঃ ওঁ হ্রৌ হ্রাং হ্রুং ইতি মন্ত্রেণ শুদ্ধগোময়ভস্মমামন্ত্র্য ললাটে তিলকমাদায় পঠেৎ-

ত্রাহিমাং দেব দুষ্প্রেক্ষ্য শত্রুণাং ভয়বর্দ্ধনঃ।
স্বচ্ছন্দোভৈরবঃ প্রাচ্যামাগ্নেয্যাং শশিলোচনঃ।।
ভূতেশো দক্ষিণে ভাগে নৈর্ঋত্যাং ভীমদর্শনঃ।
বারুণে বৃষকেতুশ্চ বায়ব্যাং পাতু শঙ্করঃ।।
দিগ্বাসাঃ সৌম্যতো নিত্যমৈশান্যাং মদনান্তকঃ।
বিশ্বেশো দক্ষিণে ভাগে বামে কালী পতিঃ সদা।।

মহেশ্বরঃ শিখাভাগে ভবো ভালে সদাবতু।
ভ্রূবোর্মধ্যে মহাতেজাস্ত্রিনেত্রা নেত্রয়োর্দ্বয়োঃ।।
পিনাকী নাসিকাদেশে কর্ণয়োর্গিরিজাপতিঃ।
উগ্র কপোলতো রক্ষেন্মুখদেশে মহাভুজঃ।।
জিহ্বায়ামন্ধকধবংসী দন্তান্ রক্ষতু মৃত্যুজিৎ।
নীলকণ্ঠঃ সদা কণ্ঠে পৃষ্ঠে কামাঙ্গনাশন।।
ত্রিপুরারিঃ স্কন্ধদেশে বাহ্বোশ্চ চন্দ্রশেখরঃ।
অসিচর্ম্মধরো হস্তে তথাঙ্গুলিতলে সদা।।
ভবানীশঃ পাতু হৃদি কটিবাহূদরে মৃড়ঃ।
গুহ্যে লিঙ্গে চ মেঢ্রে চ নাভৌ চ প্রমথাধিপঃ।।
জঙ্ঘে চ চরণে ভীমঃ সববাঙ্গে কেশবপ্রিয়ঃ।
রোমকূপে বিরূপাক্ষঃ শব্দে স্পর্শে চ যোগবিৎ।।
রক্তমজ্জাবসামাংসশুক্রে সুরগণার্চ্চিতঃ।
প্রাণাপান সমানে তু ব্যানোদানে তু ধুর্জ্জটিঃ।।
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু।
তৎ সববং রক্ষ মে দেব ব্যাধের্দূগজ্বরাদিতঃ।।
কার্য্যং কর্ম্ম ইদং প্রাজ্ঞ দীপং প্রজ্বাল্য সর্পিষা।
নিবেদ্য শিখিনেত্রায় ধারয়ে-চ্চোত্তরা মুখঃ।।
জ্বরদাহ পরিক্লান্তং তথান্যব্যাধিসংযুতম্।
কুশৈঃ সংমার্জ্য সংমর্জ্য ক্ষিপেদ্দীপশিখেজ্বরম্।।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ তৃতীয়কচতুর্থকম্।
বাতপিত্ত সদুদ্ভূতং সন্নিপাতোগ্রতেজসম্।।
অন্নচ্চৈব দুরাধর্ষং কর্ম্মজঞ্চাভিচারিকম্।
বাতস্থং কফসংমিশ্রং বিষমং কালসম্ভবম্।।
ভূতাভিসঙ্গসংসর্গসংস্থিতত্বং যতঃস্থিতম্।
শিবাজ্ঞয়া চ মন্ত্রেণ পূর্ববৃত্তং স্বয়ং স্মর।।

জহি দেহং মনুষ্যস্য দীপং গচ্ছ মহাজ্বর।
কৃত্বা চ কবচং দিব্যং সর্বব্যাধিভয়ার্ত্তিনে।।
ন বাধন্তে ব্যাধয়ন্তু বালগ্রহভবাশ্চ যে।
লূতা বিস্ফোটকঞ্চৈব শিরোর্ত্তিচ্ছর্দ্দিবিগ্রহম্।।
কামলং ক্ষয়কাসঞ্চ গুল্মোহশ্মরিভগন্দরম্।
শূলোন্মাদঞ্চ হৃদ্রোগং বেপথুঃ পাণ্ডু বিদ্রধিম্।।
অতিসারাদয়ো রোগা ডাকিনী গ্রহপীড়িতাঃ।
পামাবিচর্চ্চিকা দদ্রুদন্তব্যাধিবিষার্দ্দনম্।।
নরাণাং নাশয়ত্যাশু কবচং শূলপাণিনঃ।
যস্তু স্মরতি নিত্যং বৈ যস্তু ধারয়তে ততঃ।।
স মুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো বসেচ্ছিবপুরে চিরম্।
সংখ্যা ব্রতস্য যজ্ঞস্য দানস্যান্তীহ শাস্ত্রতঃ।।
ন সংখ্যা বিদ্যতে শম্ভোঃ কবচং স্মরতো যতঃ।
তস্মাৎ সম্যগিমং শ্রেষ্ঠং সর্বকামফল প্রদম্।।
শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ কবচং সর্বকামিকম্।
লিখিতং তিষ্ঠতি যস্য গৃহে সম্যগনুত্তমম্।।
ন তত্র কলহোদ্বেগো নাকালমরণং ভবেৎ।
নাল্পপ্রজাঃ স্ত্রিয়স্তত্র ন দৌর্ভাগ্যং সমাবৃণোৎ।।
তস্মাস্মাহেশ্বরং নাম কবচং সুরপূজিতম্।
শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ মন্তব্যং ভাবুকপ্রিয়ম্।।
ইতি মাহেশ্বর-কবচং সর্বব্যাধি বিনাশনম্।
যঃ করোতি ততো নিত্যং স ব্রজেচ্ছঙ্করং পুরম্।।
ইতি কর্ম্মবিপাকে শ্রীমাহেশ্বর কবচং (মার্জনং) সমাপ্তম্।।
ওঁ তৎসৎ।।

সর্ব্বজ্বরহর কবচম্

ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ।

ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ হ্রং ভো ভো জ্বর শৃণু শৃণু হন হন গর্জ্জ গর্জ্জ গচ্ছ গচ্ছ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থিকং সাপ্তিকং অর্দ্ধমাসিকং মাসিকং দ্বৈমাসিকং ত্রৈমাসিকং সততজ্বরং নৈমিষং মৌহূর্ত্তিকং ক্ষণার্দ্ধিকং ওঁ অট অট চট চট ফট ফট বজ্রপাণিরাজ্ঞাপয়তি ধট ধট ফট ফট স্বাহা। অমুকস্য জ্বরং মুঞ্চ উদরং মুঞ্চ নাভিং মুঞ্চ কটীং মুঞ্চ জঙ্ঘাং মুঞ্চ পাদং মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ গচ্ছ শৃণু শৃণু হন হন বজ্রপাণিরাজ্ঞাপয়তি। অমুকস্য জ্বরং নাশয় নাশয় ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রঃ ফট্ স্বাহা। ইতি অলক্তরসেন ভূর্জ্জপত্রে লিখিত্বা মুর্দ্ধ্নি বন্ধনীয়ম্। তদা সর্বজ্বর বিনাশো ভবতি।। ইতি উত্তরাভিষেকে শ্রী হরপার্বতী সংবাদে সর্বজ্বরহর কবচম্ সমাপ্তম্।। ওঁ তৎসৎ।।

সর্ব্বজ্বরহর স্তোত্রম্

শ্রীভগবানুবাচ

শৃণু শঙ্কর মদ্‌বাক্যং জ্বরপীড়াদিকঞ্চ যৎ।
জ্বরাতিসার দুঃখানি যেন রূপেন শাম্যতি।
গোপনীয়া ইয়ং বিদ্যা কথিতা তব প্রীতয়ে।।

শ্রীমহাদেব উবাচ

কেনোপায়েন ভো দেব নাশয়েজ্জ্বরো মে বদ।
কৃপা ময়ি বিদ্যতে চেৎ ব্যাধীনাং মুক্তিহেতুকম্।।

শ্রীভগবানুবাচ

পঞ্চ ামৃতে তিলং দত্বা দূর্বাক্ষতকুশং যবম্।
কুমুদরক্তপুষ্পৈশ্চ মার্জ্জয়েৎ সর্বসন্ধিষু।।
শিখাং নারায়ণঃ পাতু ললাটং গরুড়ধ্বজঃ।

কণ্ঠং পাতু হৃষীকেশো হৃদি পাতু জনার্দ্দনঃ।।
গর্ভং দামোদরঃ পাতু কটীং পাতু ত্রিবিক্রমঃ।
জঙ্ঘাদ্বয়ং হরিঃ পাতু পদ্মনাভঃ পদদ্বয়ম্।।
অঙ্গুল্যাং অচুত্যঃ পাতু স্কন্ধং পাতু জগৎপতিঃ।
করদ্বয়ং পাতু রামঃ করাঙ্গুলানি মাধবঃ।।
পৃষ্ঠন্তু রাঘবো রক্ষেৎ জঠরং মধুসূদনঃ।
সর্ব্বাঙ্গং রক্ষ গোবিন্দ সর্ব্বত্র গরুড়ধ্বজঃ।।

সর্ব্বজ্বরমার্জ্জন-স্তোত্রস্য ব্রহ্মাঋষি বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা স্তোত্রপাঠে বিনিয়োগঃ।।

ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
পদ্মপাণির্গরুড়স্থং বামে লক্ষ্মী বিরাজিতম্।।
দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সর্বে সেবাং কুর্বন্তি সর্বদা।
তিলঞ্চ সম্মুখে স্থাপ্য মার্জ্জয়েৎ সর্বসন্ধিষু।।
শিখাং জ্বর বিমুঞ্চ ত্বং মূর্দ্ধানং মুঞ্চ ভো জ্বর।
কণ্ঠঞ্চ হৃদয়ং মুঞ্চ উদরং মুঞ্চ মে জ্বর।।
কটীং মুঞ্চ তু মন্ত্রেণ পাদং জ্বর বিমুঞ্চ তু।
বাতপিত্তকফশ্চৈব হিক্কাকাশজ্বরাদিষু।।
শূলং শ্লেষ্মমস্বলঞ্চ বেদনাঞ্চ ভগন্দরম্।
শৌচ-প্রমেহ-বাতাদীন্ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ বুল্‌বুলিম্।।
অশ্মরী-রক্ত-পিত্তঞ্চ কামলাঞ্চ কটীশূলং।
হৃৎশূলঞ্চ পার্শ্বশূলং শিরঃশূলং তথা ভ্রমং।।
গুদঙ্ঘ্রি-কুষ্ঠরোগঞ্চ ছর্দ্দিমর্শবিনাশনং।
অনিদ্রতা উদরী চ সন্নিপাতাস্ত্রয়োদশঃ।
বিস্ফোটক-বসন্তাদীন্ ঐকাহিকজ্বরন্তথা।।
দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং বাপি চাতুর্থকং মহাজ্বরম্।

অযোধ্যা মথুরা কাশী ওড্রবঙ্গকলিঙ্গজম্।।
সৌরাষ্ট্রে সিংহলে চৈব জ্বরং নাশয় সত্বরম্।।
এষাং জ্বরাণাং মন্ত্রেণ মার্জ্জয়েৎ সর্বসন্ধিষু।
অবন্ত্যাং ব্রাহ্মণশ্চৈব ব্যাধয়ে পুত্রহা ভবেৎ।।
মার্জয়েৎ পঞ্চ গব্যেন মুক্তো ভবতি নান্যথা।
সদা মর্দ্দয় মর্দ্দয় চক্রেণ ছেদয় শঙ্খেন নাশয় নাশয় ভো ভো জ্বরং শীঘ্রং মুঞ্চ সর্বব্যাধিং নাশয় নাশয় ওঁ নারায়ণায় স্বাহা।।
ত্রিদিনং মার্জ্জয়েদ্ যস্তু সর্বব্যাধিবিনাশনম্।
গ্রহরোগাদিকং বাপি ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।।
স্বর্ণাদিহরণে দোষং পরস্ত্রীহরণে চ যৎ।
নারায়ণস্য মন্ত্রেণ মুক্তো ভবতি নান্যথা।।
ইতি শ্রীবামনপুরাণে নারায়ণ-শিবসংবাদে সর্বজ্বরহর স্তোত্রং সমাপ্তম্।। ওঁ তৎসৎ।।

মহাষষ্ঠী-কবচম্

ক্রূঁ ক্রূ ক্রূঁ দূঁ দূঁ দুঁ দুর্গে দুর্গে মহাদুর্গে দুর্গং নাশয় নাশয় হন হন পচ পচ মথ মথ বন্ধ বন্ধ হিংস্রান্ মহাষষ্ঠীরূপেণ ইমং বালকং রক্ষ রক্ষ চিরং জীবনং কুরু কুরু হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রূঁ দূঁ ফট্ স্বাহা।। ইতি রবিপত্রে লিখিত্বা পঞ্চ মাসীয় গর্ভকালে কট্যাং ধারয়েৎ। পরং প্রসূতে বালকে কটীদেশাৎ নিঃসার্য্য বালকস্য কণ্ঠে ধারয়েৎ। মৃতবৎসায়া অবশ্যমেব ধারণীয়মেতৎ।। ইতি শ্রী ভূতডামরে মহাষষ্ঠীকবচং সমাপ্তম্।।

আদিত্যহৃদয়-স্তোত্রম্

ওঁ নমঃ সূর্য্যায়।
শতানীক উবাচ
কথমাদিত্য-মুদ্যন্ত-মুপতিষ্ঠেদ্ দ্বিজোত্তম।

এতন্মে ব্রূহি বিপ্রেন্দ্র! প্রপদ্যে শরণং তব।।

সুমন্তরুবাচ

ইদমেব পুরা পৃষ্টঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
প্রণম্য শিরসা দেব-মর্জ্জুনেন মহাত্মনা।।
কুরুক্ষেত্রে মহারাজ নিবৃত্তে ভারতে রণে।
কৃষ্ণনাথং সমাসাদ্য প্রার্থয়িত্বাব্রবীদিদম্।।

অর্জ্জুন উবাচ

জ্ঞানঞ্চ সর্বশাস্ত্রাণাং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং তথা।
ময়া কৃষ্ণ পরিজ্ঞাতং বাঙময়ং সচরাচরম্।।
সূর্য্যস্তুতিময়ং ন্যাসং বক্তুর্মহসি মাধব।।
ভক্তা পৃচ্ছামি দেবেশ কথয়স্ব প্রসাদতঃ।
সূর্য্যভক্তিং করিষ্যামি কথং সূর্য্যং প্রপূজয়েৎ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বৎ প্রসাদেন যাদব।।

শ্রীভগবানুবাচ

রুদ্রাদিদৈবতৈঃ সর্বৈঃ পৃষ্টেন কথিতং ময়া।
বক্ষ্যেঽহং সূর্য্যবিন্যাসং শৃণু পাণ্ডব যত্নতঃ।।
অস্মাকং যত্ত্বয়া পৃষ্ট-মেকচিত্তো ভবার্জ্জুন।
তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি নাদিমধ্যাবসানকম্।।

অর্জ্জুন উবাচ

নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ পৃচ্ছামি ত্বাং মহাযশঃ।
কথমাদিত্যমুদ্যন্ত-মুপতিষ্ঠেৎ সনাতনম্।।

শ্রীভগবানুবাচ

সাধু পার্থ মহাবাহো বুদ্ধিমানসি পাণ্ডব।
যন্মাং পৃচ্ছাস্যুপস্থানং তৎ পবিত্রং বিভাবসোঃ।।
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্।

সর্বরোগপ্রশমন-মায়ুর্বর্ধনমুত্তমম্।।
অমিত্রদমনং পার্থ সমগ্রামে জয়বর্দ্ধনম্।
বর্দ্ধনং ধনপুত্রাণামাদিত্যহৃদয়ং শৃণু।।
যচ্ছ্রুত্বা সর্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।।
দেবদেবং নমস্কৃত্য প্রাতরুত্থায় চার্জ্জুন।
বিঘ্নান্যনেকরূপাণি নশ্যন্তি স্মরণাদপি।।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সূর্য্যমাবাহয়েৎ সদা।
আদিত্য হৃদয়ং নিত্যং জাপ্যং তচ্ছৃণু পাণ্ডব।।
যজ্জপান্মুচ্যতে জন্তুর্দরিদ্রাদাশু দুস্তরাৎ।
লভতে চ মহাসিদ্ধিং কুষ্ঠব্যাধিবিনাশিনীম্।।
অস্মিন্ মন্ত্রে ঋষিশ্ছন্দো দেবতা শক্তিরেবচ।
সর্বমেব মহাবাহো কথয়ামি তবাগ্রতঃ।।
ময়া তে গোপিতং ন্যাসং সর্ব-শাস্ত্রপ্রবোধিতম্।
অথ তে কথয়িষ্যামি উত্তমং মন্ত্রমেব চ।।

অস্য শ্রীআদিত্য-হৃদয়-স্তোত্রস্য শ্রীকৃষ্ণ ঋষিঃ শ্রীসূর্য্যনারায়ণ-স্ত্রিভুনেশ্বরো দেবতা অনুষ্টুপ্ছন্দঃ হরিতহয়রথং দিবাকরং ঘৃনিরিতিবীজম্ ওঁ নমো ভগবতে জিতবৈশ্বানর-জাতবেদসে ইতি শক্তিঃ নমো ভগবতে আদিত্যায় নমঃ ইতি কীলকং ওঁ অগ্নিগর্ভদেবতা ইত্যস্ত্রং ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যমাদিত্যায় নমো নম ইতি মন্ত্রঃ শ্রীসূর্য্যনারায়ণ প্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। অথ ন্যাস ঃ- ওঁ হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রুঁ মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রৈঁ অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রৌঁ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ হ্রঃ করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।। ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রুঁ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈঁ কবচায় হুঁ, ওঁ হ্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্। ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রুঁ হ্রৈঁ হ্রঃ ইতি দিগ্ বন্ধঃ।। অথ ধ্যানম্ ঃ- ওঁ

ভাস্বদ্রত্নাঢ্যমৌলিঃ স্ফুরদধররুচা। রঞ্জিতচারুকেশো, ভাস্বান্ সৌ
দিব্যতেজাঃ করকমলযুতঃ স্বর্ণবর্ণপ্রভাভিঃ। বিশ্বাকাশাবকাশ,
গ্রহপতিশিখরে ভাতি যশ্চোদয়াদ্রৌ, সর্বানন্দ প্রদাতা হরিহরকমিদং
পাতু মাং বিশ্বচক্ষুঃ।। পূর্বমষ্টদলং পদ্মং প্রণবাদিপ্রতিষ্ঠিতম্। মায়াবীজং
দলাষ্টাগ্রে যন্ত্রমুদ্ধারয়েদিতি।। আদিত্যং ভাস্করং ভানুং রবিং সূর্যং
দিবাকরম্। মার্ত্তণ্ডং তপনঞ্চেতি দলেষ্বষ্টসু যোজয়েৎ।। দীপ্তা সূক্ষ্মা
জয়া ভদ্রা বিভূতিবিমলা তথা। অমোঘা বিদ্যুতা চেতি মধ্যে শ্রীঃ
সর্বতোমুখী।। সর্বজ্ঞং সর্বগং চৈব সর্বকারণদেবতাম্। সর্বেশং
সর্বহৃদয়ং নমামি সর্বসাক্ষিণম্।। সর্বাত্মা সর্বকর্ত্তা চ সৃষ্টিজীবনপালকঃ।
হিতঃ স্বর্গাপবর্গশ্চ ভাস্করেশ নমোঽস্তুতে।। ইতি প্রার্থনা।। নমো
নমস্তেঽস্তু সদা বিভাবসো, সর্বাত্মনে সপ্তহৃদায় ভানবে।
অনন্তশক্তিমণিভূষণেন, দদস্ব মুক্তিং মম মুক্তিমব্যয়াম্।। অর্কস্তু মূর্দ্নি
বিন্যস্য ললাটে তু রবিং ন্যসেৎ। বিন্যসেন্নেত্রয়োঃ সূর্য্যং কর্ণয়োশ্চ
দিবাকরম্।। নাসিকায়াং ন্যসেদ্ ভানুং মুখে বৈ ভাস্করং ন্যসেৎ।
পর্জ্জন্যমোষ্ঠয়োশ্চৈব তীক্ষ্ণং জিহ্বান্তরে ন্যসেৎ।। সুবর্ণরেতসং কণ্ঠে
স্কন্ধয়োস্তীগ্মতেজসম্। বাহ্বোস্তু পূষণঞ্চৈব মিত্রং বৈ পৃষ্ঠতো ন্যসেৎ।।
বরুণং দক্ষিণে হস্তে ত্বষ্টারং বামতঃ করে। হস্তাবুষ্ণকরঃ পাতু হৃদয়ং
পাতু ভানুমান্।। উদরে তু যমং বিদ্যাদাদিত্যং নাভিমণ্ডলে। কট্যান্তু
বিন্যসেদ্ধংসং রুদ্রমূর্বোস্তু বিন্যসেৎ।। জান্বোস্তু গোপতিং ন্যস্য
সবিতারন্তু জঙ্ঘয়োঃ। পাদয়োশ্চ বিবস্বন্তং গুল্ফয়োশ্চ দিবাকরম্।।
বাহ্যতস্তু তামোধ্বংসং ভগমভ্যন্তরে ন্যসেৎ। সর্ব্বাঙ্গেষু সহস্রাংশু
দিগ্‌বিদিক্ষু ভগং ন্যসেৎ।। ইতি দিগ্বন্ধঃ।। এষ আদিত্য-বিন্যাসো
দেবানামপি দুর্ল্লভঃ। ইমং ভক্ত্যা ন্যসেৎ পার্থ স যাতি পরমাং
গতিম্।। কামক্রোধকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। সর্পাদপি ভয়ং
নৈব সংগ্রামেষু পথিষ্বপি।। রিপুসংঘট্টকালেষু তথা চৌরসমাগমে।
ত্রিসন্ধ্যং জপতো ন্যাসং মহাপাতকনাশনম্।। বিস্ফোটকসমুৎপন্নং

তীব্রজ্বরসমুদ্ভবম্। শিরোরোগং নেত্ররোগং সর্বব্যাধিবিনাশনম্। কুষ্ঠব্যাধিস্তথা দদ্রু রোগাশ্চ বিবিধাশ্চ যে। জপ্যমানেঽতি নশ্যন্তি শৃণু ভক্ত্যা তদর্জ্জুন।। আদিত্যো মন্ত্রসংযুক্ত আদিত্যো ভুবনেশ্বরঃ। আদিত্যান্নাপরো দ্যেবো হ্যাদিত্যঃ পরমেশ্বরঃ।। আদিত্যমর্চ্চয়দ্ ব্রহ্মা শিব আদিত্যমর্চ্চয়ৎ। যদাদিত্যময়ং তেজো মম তেজস্তদর্জ্জুন।। আদিত্যং মন্ত্রসংযুক্ত-মাদিত্য-ভুবনেশ্বরম্। আদিত্যং যে প্রপশ্যন্তি মাং পশ্যন্তি ন সংশয়ঃ। ত্রিসন্ধ্যমর্চ্চয়েৎ সূর্য্যং স্মরেদ্ ভক্ত্যা তু যো নরঃ।। ন স পশ্যতি দারিদ্র্যং জন্মজন্মনি চার্জ্জুন। এতত্তে কথিতং প্রার্থ আদিত্যহৃদয়ং ময়া।। শৃণ্বন্ মুক্ত্বা চ পাপেভ্যঃ সূর্য্যলোকে মহীয়তে। ওঁ নমো ভগবতে তুভ্য-মাদিত্যায় নমো নমঃ। আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্।। সুবর্ণঃ স্ফটিকো ভানুঃ স্ফুরিতো বিশ্বতাপনঃ। রবির্বিশ্বো মহাতেজাঃ সুবর্ণঃ সুপ্রবোধকঃ।। হিরণ্যগর্ভঃ স্ত্রিশিরা-স্তপনো ভাস্করো রবিঃ। মার্ত্তণ্ডো গোপতিঃ শ্রীমান্ কৃতজ্ঞশ্চ প্রতাপবান্।। তমিস্রহা ভগো হংসো নাসত্যশ্চ তমোনুদঃ। শুদ্ধো বিরোচনঃ কেশী সহস্রাংশুর্মহাপ্রভুঃ।। বিবস্বান্ পূষণো মৃত্যুর্মিহিরো জামদগ্ন্যজিৎ। ঘর্ম্মরশ্মিঃ পতঙ্গশ্চ শরণ্যো মিত্রহা তপঃ।। দুর্বিজ্ঞেয়গতিঃ শূরস্তেজোরাশির্মহাযশাঃ। শম্ভুশ্চিত্রাঙ্গদঃ সৌম্যো হব্যকব্যপ্রদায়কঃ।। অংশুমানুত্তমো দেব ঋগ্‌যজুঃ সাম এবচ। হরিদশ্বস্তমোদারঃ সপ্তসপ্তির্মরীচিমান্।। অগ্নিগর্ভোদিতেঃ পুত্রঃ শম্ভুস্তিমিরনাশনঃ। পূষা বিশ্বম্ভরো মিত্রঃ সুবর্ণঃ সুপ্রতাপবান্।। আতপী মণ্ডলী ভাস্বাংস্তপনঃ সর্বতাপনঃ। কৃতবিশ্বো মহাতেজাঃ সর্বরত্নময়োদ্ভবঃ।। অক্ষরশ্চ ক্ষরশ্চৈব প্রভাকর বিভাকরৌ। চন্দ্রশ্চন্দ্রাঙ্গদঃ সৌম্যো হব্যকব্যপ্রদায়কঃ।। অঙ্গারকোঙ্গদোঽগস্তী রক্তাঙ্গশ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ। বুদ্ধো বুদ্ধাসনো বুদ্ধি র্বুদ্ধাত্মা বুদ্ধি বর্দ্ধনঃ।। বৃহদ্‌ভানুবৃহদ্‌ভাসো বৃহদ্ধামা বৃহস্পতিঃ। শুক্লস্ত্বং শুক্লরেতাস্ত্বং শুক্লাঙ্গঃ শুক্লভূষণঃ।। শনিমান্ শনিরূপস্ত্বং শনৈর্গচ্ছসি সর্বদা। অনাদিরাদিরাদিত্য-

স্তেজোরাশিমহার্তিপাঃ।। অনাদিরাদিরূপস্ত্ব-মাদিত্যো দিক্‌পতির্যমঃ। ভানুমান্ ভানুরূপস্ত্বং স্বর্ভানুর্ভানুদীপ্তিমান্।। ধূমকেতুর্মহাকেতুঃ সর্বকেতুরনুত্তমঃ। তিমিরাবরণঃ শম্ভুঃ স্রষ্টা মার্ত্তণ্ড এবচ।। নমঃ পূর্বায় গিরয়ে পশ্চিমায় নমোনমঃ। নমঃ পদ্মপ্রবোধায় নমস্তে দ্বাদশাত্মনে।। নমো বিশ্বপ্রবোধায় নমো ভ্রাজিষ্ণু-জিষ্ণবে। জ্যোতিষে চ নমস্তুভ্যং জ্ঞানার্কায় নমোনমঃ।। প্রদীপ্তায় প্রগল্‌ভায় যুগান্তায় নমো নমঃ।। নমস্তে হোতৃপতয়ে পৃথিবীপতয়ে নমঃ।। নমোঙ্কার বষট্‌কার সর্বযজ্ঞ নমোঽস্তুতে। ঋগ্‌বেদাদি যজুর্বেদ সামবেদ নমোঽস্তুতে।। নমো হাটকবর্ণায় ভাস্করায় নমো নমঃ।। জয়ায় জয়ভদ্রায় হরিদশ্বায় তে নমঃ। দিব্যায় দিব্যরূপায় গ্রহাণাং পতয়ে নমঃ। নমস্তে শুচয়ে নিত্যং নমঃ কুরুকুলাত্মনে।। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।। নমঃ কৈবল্যনাথায় নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।। ত্বং জ্যোতিস্ত্বং দ্যুতির্ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং প্রজাপতিঃ। ত্বমেব রুদ্রো রুদ্রাত্মা বায়ুরগ্নিস্তমেব চ।। যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বে শতে দ্বে চ যোজনে। একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমাণো নমোঽস্তুতে।। নবযোজনলক্ষাণি সহস্রদ্বিশতানি চ। যাবদ্ ঘটী প্রমাণেন ক্রমমাণো নমোঽস্তুতে।। অগ্রতস্তু নমস্তুভ্যং পৃষ্ঠতশ্চ সদা নমঃ। পার্শ্বতশ্চ নমস্তুভ্যং নমস্তে চাস্তু সর্বদা।। নমঃ সুরারিহন্ত্রে চ সোমসূর্য্যাগ্নিচক্ষুষে। নমো দিব্যায় ব্যোমায় সর্বতন্ত্র ময়ায় চ।। নমো বেদান্তবেদ্যায় সর্বকর্ম্মাদিসাক্ষিণে। নমো হরিতবর্ণায় সুবর্ণায় নমোনমঃ।। অরুণো মাঘমাসে তু সূর্য্যো বৈ ফাল্‌গুনে তথা। চৈত্রমাসে তু বেদাঙ্গো ভানুর্বৈশাখতাপনঃ।। জ্যৈষ্ঠমাসে তপেদিন্দ্র আষাঢ়ে তপতে রবিঃ। গভস্তিঃ শ্রাবণে মাসি যমো ভাদ্রপদে তথা।। ইষে সুবর্ণরেতাশ্চ কার্ত্তিকে চ দিবাকরঃ। মার্গশীর্ষে তপেন্মিত্রঃ পৌষে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।। পুরুষস্ত্বধিকে মাসি মাসাধিক্যে তু কল্পয়েৎ। ইত্যেতে দ্বাদশাদিত্যাঃ কাশ্যপেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।। উগ্ররূপা মহাত্মানস্তপন্তে বিষ্ণুরূপিণঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রস্ফুটা হেতবো

নৃপ।। সর্বপাপহরং চৈব আদিত্যং সংপ্রপূজয়েৎ। একধা দশধা চৈব শতধা চ সহস্রধা।। তপন্তে বিষ্ণুরূপেণ সৃজন্তি সংহরন্তি চ। এষ বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈব ব্রহ্মা চৈব প্রজাপতিঃ।। মহেন্দ্রশ্চৈব কালশ্চ যমো বরুণ এবচ। নক্ষত্রগ্রহতারাণামধিপো বিশ্বতাপনঃ।। বায়ুরগ্নির্ধনাধ্যক্ষো ভূতকর্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ। এষ দেবো হি দেবাণাং সর্বমাপ্যায়তে জগৎ।। এষ কর্ত্তা হি ভূতানাং সংহর্ত্তা রক্ষকস্তথা। এষ লোকানুলোকশ্চ সপ্তদ্বীপশ্চ সাগরাঃ।। এষ পাতালসপ্তস্থো দৈত্যদানবরাক্ষসাঃ। এষ ধাতা বিধাতা চ বীজং ক্ষেত্রং প্রজাপতিঃ।। এষ এব প্রজা নিত্যং সংবর্দ্ধয়তি রশ্মিভিঃ। এষ যজ্ঞঃ স্বধা স্বাহা হ্রীঃ শ্রীশ্চ পুরুষোত্তমঃ।। এষ ভূতাত্মকো দেবঃ সূক্ষ্মোব্যক্তঃ সনাতনঃ। ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।। কালাত্মা সর্বভূতাত্মা বেদাত্মা বিশ্বতোমুখঃ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-সংসারভয়নাশনঃ।। দারিদ্র্যব্যসনধ্বংসী শ্রীমান্ দেবো দিবাকরঃ। বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।। লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাঁল্লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ। লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্তা হর্তা তমিস্রহা।। তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ। গভস্তিহস্তো ব্রহ্মণ্যঃ সর্বদেবনমস্কৃতঃ।। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং নরাঃ নার্য্যশ্চ মন্দিরে। যস্য প্রসাদাৎ সংতুষ্টিরাদিত্যহৃদয়ং জগৎ।। ইত্যেতৈর্নামভিঃ পার্থ আদিত্যং স্তৌতি নিত্যশঃ।। প্রাতরুত্থায় কৌন্তেয় তস্য রোগভয়ং নহি।। পাতকান্মুচ্যতে পার্থ ব্যাধিভ্যশ্চ ন সংশয়ঃ। একসন্ধ্যং দ্বিসন্ধ্যং বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ত্রিসন্ধ্যং জপমানস্তু পশ্যেচ্চ পরমং পদং। যদহ্না কুরুতে পাপং তদহ্না প্রতিমুচ্যতে।। যদ্রাত্র্যা কুরুতে পাপং তদ্রাত্র্যা প্রতিমুচ্যতে। দদ্রুস্ফোটককণ্ঠানি মণ্ডলানি বিসূচিকা।। সর্বব্যাধিমহারোগ-ভূতবাধাস্তথৈব চ। ডাকিনী শাকিনী চৈব মহারোগভয়ং কুতঃ। যে চান্যে দুষ্টরোগাশ্চ জ্বরাতিসার-কাদয়ঃ। জপমানস্য নশ্যন্তি জীবেচ্চ শরদাং শতং।। সংবৎসরেণ মরণং যদা তস্য ধ্রুবং ভবেৎ। আশীর্যাং পশ্যতিচ্ছায়া-মহোরাত্রং

ধনঞ্জয়।। যস্ত্বিদং পঠতে ভক্ত্যা ভানোর্বারে মহাত্মনঃ। প্রাতঃস্নানে কৃতে পার্থ একাগ্রকৃতমানসঃ।। সুবর্ণচক্ষুর্ভবতি ন চান্ধস্তু প্রজায়তে। পুত্রবান্ ধনসম্পন্নো জায়তে চারুজঃ সুখী।। সর্বসিদ্ধি মবাপ্নোতি সর্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সূর্য্যনামবিভূষিতং।। শ্রুত্বা চ নিখিলং পার্থ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। অতঃ পরতরং নাস্তি সিদ্ধি কামস্য পাণ্ডব।। এতজ্জপস্ব কৌন্তেয় যেন শ্রেয়ো হ্যবাপ্-স্যসি। আদিত্যহৃদয়ং নিত্যং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।। ভ্রূণহা মুচ্যতে পাপাৎ কৃতঘ্নো ব্রহ্মঘাতকঃ। গোঘ্নঃ সুরাপো দুর্ভোজী দুষ্প্রতি গ্রহকারকঃ। পাতকানি চ সর্বাণি দহত্যেব ন সংশয়ঃ।। য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং জপেদ্বাপি সমাহিতঃ। সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে। অপুত্রো লভতে পুত্রান্ নির্ধনো ধনমাপ্নুয়াৎ।। কুরোগী মুচ্যতে রোগাদ্ ভক্ত্যা যঃ পঠতে সদা। যস্তাদিত্যদিনে পার্থ নাভিমাত্রজলে স্থিতঃ। উদয়াচলমারূঢ়ং ভাস্করং প্রণতঃ স্থিতঃ। জপতে মানবো ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্ বাপি ভক্তিতঃ।। স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো দিবাকরঃ। অমিত্রদমনং পার্থ যদা কর্ত্তুং সমারভেৎ।। তদা প্রতিকৃতিং কৃত্বা শত্রোশ্চ বণপাংশুভিঃ। আক্রম্য বামপাদেন আদিত্যহৃদয়ং জপেৎ।। এতন্মন্ত্রং সমাহূয় সর্বসিদ্ধি করং পরং। ওঁ হ্রীং হিমালীড়ং স্বাহা, ওঁ হ্রীং নিলীঢ়ং স্বাহা, ওঁ হ্রীঁ মলীঢ়ং স্বাহা।। ত্রিভিশ্চ রোগী ভবতি জ্বরী ভবতি পঞ্চ ভিঃ। জপৈস্তু সপ্তভিঃ পার্থ রাক্ষসীং তনুমাবিশেৎ।। রাক্ষসে-নাভিভূতস্য বিকারান্ শৃণু পাণ্ডব। গীয়তে নৃত্যতে নগ্ন আস্ফোটয়তি ধাবতি।। শিবারুতঞ্চ কুরুতে হসতে ক্রন্দতে পুনঃ। এবং সংপীড্যতে পার্থ যদ্যসি স্যান্মহেশ্বরঃ। কিং পুনর্মানুষঃ কশ্চি চ্ছৌচাচারবিবর্জ্জিতঃ। পীড়িতস্য ন সন্দেহো জ্বরো ভবতি দারুণঃ।। যদা চানুগ্রহং তস্য কর্ত্তুমিচ্ছেচ্ছুভয়ঙ্করম্। তদা সলিলমাদায় জপেন্মন্ত্রমিমং বুধঃ।। নমো ভগবতে তুভ্যমাদিত্যায় নমো নমঃ। জয়ায় জয়ভদ্রায় হরিদশ্বায় তে নমঃ।। স্নাপয়েৎ তেন মন্ত্রেণ শুভং

ভবতি নান্যথা। অন্যথা চ ভবেদ্দোষো নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।। অতস্তে নিখিলঃ প্রোক্তঃ পূজাং চৈব নিবোধ মে। উপলিপ্তে শুচৌ দেশে নিয়তো বাগ্‌যতঃ শুচিঃ।। বৃত্তং বা চতুরস্রং বা লিপ্তভূমৌ লিখেচ্ছুচিঃ। ত্রিধা তত্র লিখেৎ পদ্মমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্।। অষ্টপত্রং লিখেৎ পদ্মং লিপ্তগোময়মণ্ডলে। পূর্বপত্রে লিখেৎ সূর্য্যমাগ্নেয্যাং তু রবিং ন্যসেৎ।। যাম্যায়াং চ বিবস্বন্তং নৈর্ঋত্যাং তু ভগং ন্যসেৎ। প্রতীচ্যাং বরুণং বিন্দ্যাদ্ বায়ব্যাং মিত্রমেব চ।। আদিত্যমুত্তরে পত্রে ঐশান্যাং মিত্রমেব চ। মধ্যে তু ভাস্করং বিন্দ্যাৎ ক্রমেণৈব সমর্চ্চয়েৎ।। অতঃ পরতরং নাস্তি সিদ্ধিকামস্য পাণ্ডব। মহাতেজঃ সমুদ্যন্তং প্রণমেৎ তং কৃতাঞ্জলিঃ।। সকেশরাণি পদ্মানি করবীরাণি চার্জুন। তিলতণ্ডুলযুক্তানি কুশগন্ধোদকানি চ।। রক্তচন্দনমিশ্রাণি কৃত্বা বৈ তাম্রভাজনে। ধৃত্বা শিরসি তৎপাত্রং জানুভ্যাং ধরণীং স্পৃশেৎ।। মন্ত্রপূতং গুড়াকেশ চার্ঘ্যং দদ্যাদগভস্তয়ে। সায়ুধং সরথং চৈব সূর্য্যমাবাহয়াম্যহম্।। স্বাগতো ভব। সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব। সন্নিধো ভব। সন্নিহিতো ভব। সুমুখো ভব ইতি পঞ্চ মুদ্রাঃ। স্ফুটয়িত্বার্হয়েৎ সূর্য্যং ভুক্তিং মুক্তিং লভেন্নরঃ।। ওঁ শ্রীং বিদ্যাকিলিকিলিকট-কেষ্টসর্বার্থসাধনায় স্বাহা। ওঁ শ্রীং হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রুঁ হংসঃ সূর্য্যায় নমঃ স্বাহা। ওঁ শ্রীং হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রুঁ হ্রৈঁ হ্রঃ সূর্য্যমূর্ত্তয়ে স্বাহা। ওঁ শ্রীং হ্রীঁ খং খঃ লোকায় সর্বমূর্ত্তয়ে স্বাহা। ওঁ হ্রুঁ মার্ত্তণ্ডায় স্বাহা। নমোঽস্তু সূর্য্যায় সহস্রভানবে, নমোঽস্তু বৈশ্বানরজাতবেদসে। ত্বমেব চার্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণ দেব, দেবাধিদেবায় নমো নমস্তে।। নমো ভগবতে তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে। দত্তমর্ঘ্যং ময়া ভানো ত্বং গৃহাণ নমোঽস্তু তে।। এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে। অনুকম্পয় মাং দেব গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তুতে।। নমো ভগবতে তুভ্যং নমস্তে জাতবেদসে। মমেদমর্ঘ্যং গৃহ্ণ ত্বং দেবদেব নমোঽস্তুতে।। সবর্বদেবাধিদেবায় আধিব্যাধিবিনাশিনে। ইদং গৃহাণ মে দেব সর্বব্যাধির্বিনশ্যতু।। নমঃ সূর্য্যায় শান্তায় সর্বরোগবিনাশিনে। মমেপ্সিতং ফলং দত্ত্বা প্রসীদ

পরমেশ্বর।। ওঁ নমো ভগবতে সূর্য্যায় স্বাহা। ওঁ শিবায় স্বাহা। ওঁ সর্বাত্মনে সূর্য্যায় নমঃ স্বাহা। ওঁ অক্ষয্যতেজসে নমঃ স্বাহা। সর্বসঙ্কটদারিদ্র্যং শত্রুং নাশয় নাশয়। সর্বলোকেষু বিশ্বাত্মন্ সর্বজ্ঞ সর্বদর্শক।। নমো ভগবতে সূর্য্য কুষ্ঠরোগান্ বিখণ্ডয়। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং দেহি দেব নমোঽস্তুতে।। নমো ভগবতে তুভ্যমাদিত্যায় নমো নমঃ।। ওঁ অক্ষয্যতেজসে নমঃ। ওঁ সূর্য্যায় নমঃ। ওঁ বিশ্বমূর্ত্তয়ে নমঃ। আদিত্যং চ শিবং বিদ্যাচ্ছিবমাদিত্যরূপিণম্। উভয়োরন্তরং নাস্তি আদিত্যস্য শিবস্য চ।। এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পুরুষো বৈ দিবাকরঃ। উদয়ে ব্রহ্মণো রূপং মধ্যাহ্নে তু মহেশ্বরঃ।। অস্তমানে স্বয়ং বিষ্ণুস্ত্রিমূর্ত্তিশ্চ দিবাকরঃ। নমো ভগবতে তুভ্যং বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।। মমেদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্ণ দেব দেবধিদেবায় নমো নমস্তে। শ্রীসূর্য্যায় সাঙ্গায় সপরিবারায় শ্রীসূর্য্যনারায়ণায়েদমর্ঘ্যম্।। হিমঘ্নায় তমোঘ্নায় রক্ষোঘ্নায় চ তে নমঃ। কৃতাঘঘ্নায় সত্যায় তস্মৈ সূর্য্যাত্মনে নমঃ।। জয়ো জয়শ্চ বিজয়ো জিতপ্রাণো জিতশ্রমঃ। মনোজবো জিতক্রোধো বাজিনঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ।। হরিতহয়রথং দিবাকরং কনকময়াম্বুজরেণুপিঞ্জরম্। প্রতিদিনমুদয়ে নবং নবং শরণমুপৈমি হিরণ্যরেতসম্।। ন তং ব্যালাঃ প্রবাধন্তে ন ব্যাধিভ্যো ভয়ং ভবেৎ। ন নাগেভ্যো ভয়ং চৈব ন চ ভূতভয়ং ক্বচিৎ।। অগ্নিশত্রুভয়ং নাস্তি পার্থিবেভ্য স্তথৈব চ। দুর্গতিং তরতে ঘোরাং প্রজাং চ লভতে পশূন্।। সিদ্ধিকামো লভেৎ সিদ্ধিং কন্যাকামস্তু কন্যকাম্। এতৎ পঠেৎ স কৌন্তেয় ভক্তিযুক্তেন চেতসা।। অশ্বমেধসহস্রস্য বাজপেয়শতস্য চ। কন্যাকোটিসহস্রস্য দত্তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ।। ইদমাদিত্যহৃদয়ং যোঽধীতে সততং নরঃ। সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে।। নাস্ত্যাদিত্যসমো দেবো নাস্ত্যাদিত্যসমা গতিঃ। প্রত্যক্ষো ভগবান্ বিষ্ণুর্যেন বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতম্।। নবতির্যোজনং লক্ষং সহস্রাণি শতানি চ। যাবদ্ঘটীপ্রমাণেন তাবচ্চরতি ভাস্করঃ।। গবাং

শতসহস্রস্য সম্যগ্‌দত্তস্য যৎ ফলম্। তৎফলং লভতে বিদ্বান্ শান্তাত্মা স্তৌতি যো রবিম্।। যোঽধীতে সূর্য্যহৃদয়ং সকলং সফলং ভবেৎ। অষ্টানাং ব্রাহ্মণানাং চ লেখয়িত্বা সমর্পয়েৎ।। ব্রহ্মলোকে ঋষীণাঞ্চ জায়তে মানুষোঽপি বা। জাতিস্মরত্বমাপ্নোতি শুদ্ধাত্মা নাত্র সংশয়ঃ।। অজায় লোকত্রয়পাবনায়, ভূতাত্মণে গোপতয়ে বৃষায়। সূর্য্যায় সর্বপ্রলয়ান্তকায়, নমো মহাকারুণিকোত্তমায়।। বিবস্বতে জ্ঞানভৃদন্তরাত্মনে, জগৎ প্রদীপায় জগদ্ধিতৈষিণে। স্বয়ম্ভুবে দীপ্তসহস্রচক্ষুষে, সুরোত্তমায়ামিততেজসে নমঃ।। সুরৈরনেকৈঃ পরিষেবিতায়, হিরণ্যগর্ভায় হিরন্ময়ায়। মহাত্মনে মোক্ষপদায় নিত্যং, নমোঽস্তুতে বাসরকারণায়।। আদিত্যশ্চার্চ্চিতো দেব আদিত্যঃ পরম্ পদম্। আদিত্যো মাতৃকো ভূত্বা আদিত্যো বাঙ্ময়ং জগৎ।। আদিত্যং পশ্যতে ভক্ত্যা মাং পশ্যতি ধ্রুবং নরঃ। নাদিত্যং পশ্যতে ভক্ত্যা স ন পশ্যতি মাং নরঃ।। ত্রিগুণঞ্চ ত্রিতত্বঞ্চ ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। ত্রয়াণাঞ্চ ত্রিমূর্ত্তিস্ত্বং তুরীয়স্ত্বং নমোঽস্তুতে।। নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে। ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে, বিরিঞ্চি নারায়ণশঙ্করাত্মণে।। যস্যোদয়েনেহ জগৎ প্রবুধ্যতে, প্রবর্ত্ততে চাখিলকর্ম্মসিদ্ধয়ে। ব্রহ্মেন্দ্রনারায়ণরুদ্রবন্দিতঃ, স নঃ সদা যচ্ছতু মঙ্গলং রবিঃ।। নমোঽস্তু সূর্য্যায় সহস্ররশ্ময়ে, সহস্রশাখান্বিত সম্ভবাত্মনে। সহস্রযোগোদ্ভবভাব-ভাগিনে, সহস্রসংখ্যাযুগধারিণে নমঃ।। যন্মণ্ডলং দীপ্তিকরং বিশালং, রত্নপ্রভং তীব্রমনাদিরূপম্। দারিদ্র্যদুঃখক্ষয়কারণঞ্চ, পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।। যন্মণ্ডলং দৈবগণৈঃ সুপূজিতং, বিপ্রৈঃ স্তুতং ভাবনমুক্তিকোবিদম্। তং দেবদেবং প্রণমামি সূর্য্যং, পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।। যন্মণ্ডলং জ্ঞানঘনত্বগম্যং, ত্রৈলোক্যপূজ্যং ত্রিগুণাত্মরূপম্। সমস্ততেজোময়দিব্যরূপং, পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্।। যন্মণ্ডলং গূঢ়মতিপ্রবোধং, ধর্ম্মস্য বৃদ্ধিং কুরুতে

জনানাম্। যৎ সর্বপাপক্ষয়কারণঞ্চ ,পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।। যন্মণ্ডলং ব্যাধিবিনাশদক্ষং, যদৃগ্‌যজুঃসামসু সম্প্রগীতম্। প্রকাশিতং যেন চ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।। যন্মণ্ডলং বেদবিদো বদন্তি, গায়ন্তি যচ্চারণসিদ্ধ সঙঘাঃ। যদ্‌যোগিনোযোগজুষাঞ্চ সঙঘাঃ, পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।। যন্মণ্ডলং সর্বজনেষু পূজিতং, জ্যোতিশ্চ কুর্য্যাদিহ মর্ত্ত্যলোকে। যৎ কালকালাদিমনাদিরূপং, পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।। যন্মণ্ডলং বিষ্ণুচতুর্ম্মুখাখ্যং, যদক্ষরং পাপহরং জনানাম্। যৎ কালকল্পক্ষয়কারণঞ্চ , পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।। যন্মণ্ডলং বিশ্বসৃজাং প্রসিদ্ধ মুৎপত্তিরক্ষাপ্রলয়প্রগল্‌ভম্। যস্মিঞ্জগৎ সংহরতেখিলঞ্চ,পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।। যন্মণ্ডলং সর্বগতস্য বিষ্ণো-রাত্মা পরং ধাম বিশুদ্ধ তত্ত্বম্। সূক্ষ্মান্তরৈর্যোগপথানুগম্যং, পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।। যন্মণ্ডলং ব্রহ্মবিদো বদন্তি, গায়ন্তি যচ্চারণসিদ্ধ সঙঘাঃ। যন্মণ্ডলং বেদবিদঃ স্মরন্তি,পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।। যন্মণ্ডলং বেদবিদোপগীতং, যদ্‌যোগিনাং যোগপথানুগম্যম্। তং সর্ববেদং প্রণমামি সূর্য্যং, পুনাতু মাং তৎসবিতুর্বরেণ্যম্।। মণ্ডলাষ্টমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ। সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সূর্য্যলোকে মহীয়তে।। ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ মকর কুণ্ডলবান্ কিরীটী, হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ।। সশঙ্খচক্রং রবিমণ্ডলে স্থিতং, কুশেশয়াক্রান্তমনন্তমচ্যুতম্। ভজামি বুদ্ধ্যা তপনীয়মূর্ত্তিং, সুরোত্তমং চিত্রবিভূষণোজ্জ্বলম্।। এবং ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ। কীর্ত্তয়ন্তি সুরশ্রেষ্ঠং দেবং নারায়ণং রবিম্।। বেদবেদাঙ্গশরীরং দিব্যদীপ্তিকরং পরম্। রক্ষোঘ্নং রক্তবর্ণঞ্চ সৃষ্টিসংহারকারকম্।। অন্যথা শরণং নাস্তি ত্বমেব শরণং মম। তস্মাৎ করুণভাবেন রক্ষ রক্ষ দিবাকর।। পদ্মাসনঃ পদ্মকরঃ পদ্মগর্ভসমদ্যুতিঃ। সপ্তাশ্বরথসংস্থশ্চ দ্বিভুজঃ পাতু মাং রবিঃ।। একচক্ররথো যস্য দিব্যঃ

কনকভূষিতঃ। স মে ভবতু সুপ্রীতঃ পদ্মহস্তো দিবাকরঃ।। আদিত্যঃ প্রথমং নাম দ্বিতীয়ঞ্চ দিবাকরঃ। তৃতীয়ং ভাস্করো নাম চতুর্থঞ্চ প্রভাকরঃ। পঞ্চমঞ্চ সহস্রাংশুঃ ষষ্ঠঞ্চৈব ত্রিলোচনঃ। সপ্তমং হরিদশ্বশ্চ অষ্টমঞ্চ বিভাবসুঃ। নবমং দিনকৃৎ প্রোক্তং দশমং দ্বাদশাত্মকঃ। একাদশং ত্রয়ীমূর্ত্তি র্দ্বাদশং সূর্য্য এবচ। দ্বাদশাদিত্যনামানি প্রাতঃ কালে পঠেন্নরঃ। দুঃস্বপ্ননাশনঞ্চৈ ব সর্বদুঃখঞ্চ নশ্যতি। দদ্রুকুষ্ঠহরঞ্চৈব সর্বকামপ্রবর্দ্ধনম্। যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় ভক্ত্যা নিত্যমতন্দ্রিতঃ। সৌখ্যমায়ুস্তথারোগ্যং লভতে মোক্ষমেব চ।। আদিত্যস্য নমস্কারং যে কুববন্তি দিনে দিনে। জন্মান্তরসহস্রেষু ন তে দারিদ্রমাপ্নুয়ুঃ। উদয়গিরিমুপেতং ভাস্করং পদ্মহস্তম্, নিখিলভুবননেত্রং রক্তরত্নোপমেয়ম্। তিমির-করিমৃগেন্দ্রং বোধকং পদ্মিনীনাং, সুরবরমভিবন্দে সুন্দরং বিশ্বদীপম্।। সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি সর্বং পশ্যসি সর্বদা। সর্বদেব নমস্তেঽস্তু প্রসীদ মম ভাস্কর।। ওঁ তৎসৎ।। ইতি ভবিষ্যোত্তরপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে আদিত্য-হৃদয়স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।।

———

শ্রীশ্রী হরিবাসর পদ্ধতি

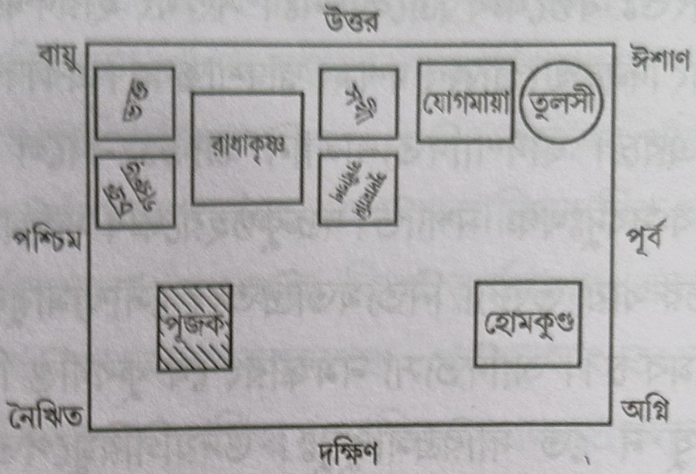

প্রয়োগ বিধি ঃ সমতলভূমির উপর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ চারহাত এবং চার অঙ্গুলি উচ্চতা বিশিষ্ট বেদী নির্মাণ করিয়া উপরে বিচিত্র বর্ণের চন্দ্রাতপ দ্বারা আচ্ছাদিত করতঃ নারিকেল পাতার দ্বারা বেদী সুসজ্জিত করিয়া চারকোণে কলাগাছ, বিধি অনুসারে দ্বার ঘট, ঈশান কোণে ধবজারোপণ, বিচিত্রবর্ণের পুষ্পের মালার দ্বারা যজ্ঞমণ্ডপের ন্যায় সুসজ্জিত করিতে হইবে। বেদীর ঈশানকোণে দক্ষিণাগ্র করিয়া (যোগমায়ার জন্য) একহাত দৈর্ঘ্য-প্রস্থ চার অঙ্গুলি উচ্চতা বিশিষ্ট বেদী নির্মাণ করিয়া, চারঅঙ্গুলি অন্তর একই রূপে পশ্চিমদিকে দক্ষিণাগ্র করিয়া আর একটি বেদী (তুলসীর জন্য) নির্মাণ করিতে হইবে। অতঃপর তুলসী বেদীর চারঅঙ্গুলি পশ্চিমে উত্তরদিক হইতে একহাত অন্তর দক্ষিণাগ্র করিয়া একটি বেদী নির্মাণ করতঃ, এই বেদীর চারকোণে চারটি ঘটস্থাপনের জন্য চারটি বেদী করিতে হইবে। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া পঞ্চ গুণ্ডিকা দ্বারা ঈশানকোনস্থ ঘটে সর্বতোভদ্র মণ্ডল, মধ্য ঘটে স্বল্পসর্বতোভদ্র মণ্ডল এবং অন্যান্য বেদীতে অষ্টদলপদ্ম বা স্বল্পসর্বতোভদ্র-মণ্ডলান্তে ঘটস্থাপন ও তুলসীমঞ্চ স্থাপনান্তে ঘট ও তুলসীমঞ্চ বিধিঅনুসারে সুসজ্জিত করিয়া বেদীতে পৃথক পৃথক রূপে তীর পুতিয়া হলুদ সুতোর দ্বারা সূত্রবেষ্টন করিতে হইবে। তুলসীমঞ্চে তীর ও সূত্র দেওয়ার প্রয়োজন নাই। অতঃপর সম্মুখে নূতন বস্ত্রের উপর পান সুপারি উপবীত মালা প্রভৃতি দিয়া পঞ্চ তত্ত্বের আসন এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ও শ্রীগুরুর আসন, মোট সাতটি আসন করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত চারিদিকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি, নৈবেদ্য পুষ্পপাত্রাদি নানাবিধ আয়োজন করিয়া নামযজ্ঞের মণ্ডপ করিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন।

দেবতাস্থাপনবিধি ঃ- ঐশ্যান্যাং সখী সংযুক্তা বায়ব্যাং ভক্তমণ্ডলী। নৈর্ঋত্যাং চক্রগরুড়ৌ আগ্নেয্যাং চ সখা তথা। মধ্যে যুগল মূর্ত্তিস্যাৎ সদা হরিং প্রপূজয়েৎ।।

উপবেশন পূববৎক সঙ্কল্প করিবেন।
নিত্যক্রিয়া সমাপন পূর্বক গুর্বাদির অর্চনা করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন ঃ- কুশীতে চাল-দূর্বা-হরীতকী-কুশত্রিপত্র বামহস্তের উপর স্থাপনপূর্বক দক্ষিণহস্ত অচ্ছাদন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া মন্ত্র বলিবেন—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদি নানাদেবতা পূজাপূর্বক শ্রীহরিণাম মহাযজ্ঞ কর্ম্মাঙ্গীভূত সপরিবার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দয়োঃ গন্ধাদিভিঃ শুভাধিবাসন কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। পুরোহিত বলিবেন—ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং।। এইভাবে—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্.....কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ-স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তিভবন্তো ব্রুবন্তু। পুরোহিত বলিবেন—ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি।। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্.....কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। পুরোহিত বলিবেন—ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।।

সঙ্কল্পপাত্র সুসজ্জিত করণ ঃ পৃষ্ঠা নং ৩৯

অধিবাসের সঙ্কল্প : উত্তরমুখে বীরাসনে উপবেশন করতঃ বাম হস্তে সঙ্কল্পপাত্র লইয়া দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন করিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন—শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকী দাসী) শ্রীরাধাগেবিন্দ প্রীতিকামঃ (স্ত্রী পক্ষে কামা) শ্রীহরিনাম মহাযজ্ঞ কর্ম্মণি সপরিবার-শ্রীরাধাগোবিন্দয়োর্গন্ধাদিভিঃ শুভাধিবাসনমহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)। ঈশানকোণে সঙ্কল্পপাত্র উল্টিয়ে দিবেন।

শ্রীশ্রীহরিনাম মহাযজ্ঞের স্বস্তিবাচন : কুশীতে চাল-দূর্বা-হরীতকী-কুশত্রিপত্র বামহস্তের উপর স্থাপনপূর্বক দক্ষিণহস্ত অচ্ছাদন করিয়া মন্ত্র বলিবেন—ওঁ কর্ত্তব্যেষু এষু গণেশাদি নানাদেবতানন্তরং সর্পার্ষদগৌরগণ সহিত রাধাকৃষ্ণ পূজাপূর্বক শ্রীহরিনাম-মহাযজ্ঞ কুঞ্জবেষ্টন ভোগারাধনাদি কর্ম্মসু ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। পুরোহিত বলিবেন—ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং।। এইভাবে স্বস্তি ও ঋদ্ধি পাঠ করিবেন।

শ্রীশ্রীহরিনাম মহাযজ্ঞের সংঙ্কল্প : বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা শ্রী অমুকী দাসী) ইহ জগতি সর্বদা সর্বত্র সুখভোগানন্তরং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু-বিতরিতোন্নতোজ্জল রসময় প্রেমভক্তি লাভকামঃ (স্ত্রী পক্ষে কামা) শ্বঃ অরুণোদয়মারভ্য

নিশিপ্রহর হইলে- সূর্য্যাস্তমারভ্য চতুঃপ্রহরং।

অষ্টপ্রহরং (ষোড়শ প্রহরং, দ্বাত্রিংশৎ প্রহরং) ব্যাপ্য তাল-মান-নৃত্য-বাদ্য-কলস্বর-ভাব-রস সমন্বিত করতাল মৃদঙ্গাদিবাদ্যযন্ত্রৈঃ উচ্চৈঃস্বরেণ ভুবনমঙ্গল-শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নাভিধান মহর্ষিবেদব্যাস প্রোক্ত জয়াখ্য শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত রাসোল্লাস কল্পোক্ত শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ হৃদয়োক্ত কলিযুগ বিহিতাবিচ্ছিন্ন অমুক (শ্রীহরেকৃষ্ণেত্যাদি দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক ষোড়শনাম তারকব্রহ্মমহামন্ত্রস্য বা রাধাগোবিন্দ শ্রীভগবন্নাম) সঙ্কীর্তনরূপ মহাযজ্ঞ, তদঙ্গীভূত কুঞ্জবেষ্টন গৌরগণসহিত সপরিবার শ্রীরাধাকৃষ্ণেত্যাদি পূজন পূর্বক ভোগারাধনা কর্ম্মাণ্যহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি)। ঈশানকোণে সঙ্কল্পপাত্র উল্টিয়ে দিবেন। ক্ষেত্রপালাদিভূতগণের পূজা পৃষ্ঠা নং - ৪৮, মাষভক্তবলি পৃষ্ঠা নং - ৪৮, ভূতাপসারণ পৃষ্ঠা নং - ৫০, ব্রাহ্মণবরণ (পৃষ্ঠা নং - ৫১) করিয়া বরণ বাক্য বলিবেন—শ্রীবিষ্ণু.....দেবশর্ম্মা(দাসঃ) মৎসঙ্কল্পিত হরিনাম মহাযজ্ঞ কর্ম্মণি পূজক কর্ম করণায় অমুক গোত্রং (পূজকের গোত্র) শ্রী অমুক (পূজকের নাম) দেবশর্ম্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য পূজকত্বেন ভবন্তমহং বৃণে। পূজক-ওঁ বৃতোঽস্মি। মৃদঙ্গের ও করতালের পূজা, হরিনাম সংকীর্ত্তন দলের অধিকারী পূজা (পৃষ্ঠা নং - ৫৫) করিয়া বরণ বাক্য বলিবেন—শ্রীবিষ্ণু.....দেবশর্ম্মা (দাসঃ) মৎসঙ্কল্পিত হরিনাম মহাযজ্ঞ কর্ম্মণি দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক শ্রীহরেকৃষ্ণেত্যাদি ষোড়শনামাত্মক তারকব্রহ্ম (রাধাগোবিন্দ) মন্ত্রস্য তারস্বরেণ গায়ক- কর্ম-করণায় অমুক অমুক গোত্রান্ (গায়কদের গোত্র) শ্রী অমুক অমুক (গায়কদের নাম) ভগবৎদাসান্ গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য গায়কত্বেন ভবতঃ অহং বৃণে। গায়ক বলিবেন—বৃতাস্মঃ।

সঙ্কল্প ক্রিয়া সমাপন করিয়া ব্রতী ব্রাহ্মণ (সাধক) ঃ গুরু, ঠাকুর ও ব্রাহ্মণদের প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন। অতঃপর মন্ত্রস্নানে নিজদেহশুদ্ধি, তিলক, শিখাবন্ধন, কুশধারণ, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, পুষ্পাদিশুদ্ধি, গন্ধাদির অর্চনা, আসনশুদ্ধি, গুরুপংক্তি প্রণাম, পঞ্চগব্য শোধন, পঞ্চামৃত শোধন, বেদীশোধন, চন্দ্রাতপশোধন, স্থানশুদ্ধি, করশুদ্ধি, সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, সূর্য্যপূজা সহকারে সূর্য্যার্ঘ্য, জয়ধ্বনি ঘণ্টার পূজা, গুরুপূজা, গুর্ব্বাদির অর্চ্চনা, [প্রাতঃকালে সন্ধ্যা বন্দনাদি না হইলে এই সময় করিবেন। বৈদিক সন্ধ্যা (গায়ত্রীর পূজা সহকারে গায়ত্রীমন্ত্র জপ), বাণেশ্বর শিবের পূজা, ইষ্টপূজা] মাষভক্তবলি, ভূতাপসারণ, বিঘ্নাপসারণ, পুনরায় আসন শুদ্ধি করিয়া সাধারণ দ্বারদেবতার পূজা করিয়া ২১৩ পৃষ্ঠার দ্বারদেবতার পূজা করিবেন। ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, অন্তর্মাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহার মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, ব্যাপকন্যাস করিয়া সাধারণপীঠন্যাস করিয়া ২১৪ পৃষ্ঠার পীঠন্যাস করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ তত্ত্বমুদ্রায় গন্ধ-পুষ্প দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নির্দেশিত স্থান স্পর্শ করিবেন—"অস্য শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রস্য নারদ ঋষির্ব্বিরাট্‌গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণদেবতা ক্লীং বীজং

স্বাহা শক্তি দুর্গাদেবী কীলকং পুরষার্থ চতুষ্টয় সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। শিরসি—নারদ ঋষয়ে নমঃ, মুখে—বিরাট্ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ, গুহ্যে—ক্লীং বীজায় নমঃ, দুটি পায়ে—স্বাহা শক্তেয়ে নমঃ, সর্ব্বাঙ্গে—মন্ত্রাধিষ্ঠাত্র্যৈ দুর্গায়ৈ নমঃ।"

করন্যাস ঃ ওঁ ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ ক্লুং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ ক্লৈং অনামিকা ভ্যাং হুং। ওঁ ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ওঁ ক্লঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্লুং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্লৈং কবচায় হুং, ওঁ ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, ওঁ ক্লঃ অস্ত্রায় ফট্।

ব্যাপকন্যাস ঃ 'ক্লীং' মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পাদপর্য্যন্ত এবং পা হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত দুই হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক গাত্রের অতি সন্নিকট স্থান দিয়া পাঁচ, সাত বা নয় বার সঞ্চালন করিবেন।

ধ্যান ঃ ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তি-মিন্দুবদনং বর্হাবতং সপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্ক-মুদার কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎ-পলার্চ্চিত তনুং গো-গোপসঙঘাবৃতং
গোবিন্দং কল-বেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষংভজে।।

মানসপূজা পৃষ্ঠা নং—৯৩, বিশেষার্ঘ্যস্থাপন ঃ- পৃষ্ঠা নং-৯৪, পীঠ পূজা পৃষ্ঠা নং - ৯৫ পৃষ্ঠার করিবার পরে ২১৭ পৃষ্ঠার পীঠপূজা করিবেন। বেদীশোধন, বিতান শোধন স্বস্ববেদোক্ত বা তন্ত্রোক্ত মতে ঘটস্থাপন করিবেন। সামবেদীয় ঘটস্থাপন পৃষ্ঠা নং- ৯৭, যজুর্বেদীয় ঘটস্থাপন পৃষ্ঠা নং- ৯৮, তন্ত্রোক্ত ঘটস্থাপন পৃষ্ঠা নং - ১০০, কাণ্ডারোপণ—সূত্রবেষ্টন-কাণ্ডপূজা করিয়া আবাহন করিবেন।

আবাহন ঃ শ্বেত চন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণপুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া ধ্যান পুষ্পটি ঘটে সমর্পন পূর্বক করদ্বয়ে পুষ্প-চাল-দূর্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন—

ওঁ সায়ুধবাহন-গৌরগণ-সহিত-শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ ইহাগচ্ছতম্ ইহাগচ্ছতম্, ইহতিষ্ঠতম্ ইহতিষ্ঠতম্, ইহ সন্নিধত্তম্, ইহ সন্নিরুধ্যাথাম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতম্ মম পূজাং গৃহ্নীতম্ ।।

চক্ষুর্দান পৃষ্ঠা নং - ১০৩, প্রাণপ্রতিষ্ঠা পৃষ্ঠা নং - ১০৩।

অধিবাস ঃ পৃষ্ঠা নং - ১০৫, ওঁ অনেন গন্ধেন অস্য শ্রীহরিনাম-মহাজ্ঞ-কর্ম্মণি

পঞ্চমহাভাগবৎ [গণেশাদি পঞ্চদেবতার বিকল্প] ১। বিষ্বকসেন, ২। সনক, ৩। সনাতন, ৪। সনন্দ ৫। সনৎকুমার

সপরিবার শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দয়োঃ শুভাধিবাসন মস্তু। এইরূপে অধিবাস করিবেন।
স্নান ঃ পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা পুরুষসূক্ত মন্ত্রে স্নান করাইবেন। পৃষ্ঠা নং - ১০৭।
গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা (পৃষ্ঠা নং - ১১০) করিয়া পঞ্চতত্ত্বের পূজা করিবেন।

পঞ্চ তত্ত্ব

যথাশক্তি উপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

১। **শ্রীগৌরাঙ্গ ধ্যান** ঃ- ওঁ তপ্তকাঞ্চন-পুঞ্জাভং স্রগ্‌দিব্যভূষণান্বিতম্।
মহাপ্রেমপ্রদং বন্দে রাধাপ্রভাঢ্য বিগ্রহম্।
গায়ত্রী ওঁ ক্লীঁ গৌরাঙ্গায় বিদ্মহে বিশ্বম্ভরায় ধীমহি তন্নো গৌর প্রচোদয়াৎ।
পূজামন্ত্র -ওঁ ক্লীং শ্রীঁ হ্রীঁ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
স্তব - শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র, হানাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র।
হা নাথ শচ্যাঃ সুতচিত্তচৌর প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর।।
প্রণাম-ওঁ আনন্দ-লীলাময় বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেম-রস-প্রদায় চৈতন্য-চন্দ্রায় নমো নমস্তে।।

২। **শ্রীনিত্যানন্দ ধ্যান**-ওঁ আরক্ত পীতাঙ্গবর্ণমেককর্ণে সুকুণ্ডলং
গৌর প্রেমা সদাযুক্তং ধ্যায়েৎ পদ্মাবতী-সূতম্।।
গায়ত্রী- ওঁ ক্লীঁ নিত্যানন্দায় বিদ্মহে প্রেমানন্দপ্রদায়িনে ধীমহি তন্নো নিত্যানন্দপ্রচোদয়াৎ।
পূজামন্ত্র - ওঁ ক্লীং নিত্যানন্দ চন্দ্রায় নমঃ।
প্রণাম ঃ- ওঁ নিত্যানন্দ নমস্তুভ্যং প্রেমানন্দ প্রদায়িনে।
কলৌ কল্মষ নাশায় জাহ্নবী-পতয়ে নমঃ।।

৩। **শ্রীঅদ্বৈতধ্যান**-ওঁ অদ্বৈতং হরিনাদ্বৈতাদাচার্য্যং দ্বিজরূপিণং।
সীতানাথ মহং বন্দে ভক্তানাং বাঞ্ছিত-প্রদম্।।
গায়ত্রী-ওঁ ক্লীঁ অদ্বৈতায় বিদ্মহে মহাবিষ্ণবে ধীমহি তন্নো দ্বৈত প্রচোদয়াৎ।
পূজামন্ত্র-ওঁ ক্লীঁ অদ্বৈতচন্দ্রায় (স্বাহা) নমঃ
প্রণাম - ওঁ অদ্বৈতায় নমস্তভ্যং কলির্জন-কৃপানিধে
গৌর-প্রেম-প্রদাত্রে চ শ্রীসীতা পতয়ে নমঃ।

৪। **শ্রীগদাধরধ্যান** ওঁ রাধাভাব সমাযুক্তং গৌরাঙ্গসেবনোৎ-সুকং।
প্রেমানন্দ তনুং শান্তংধ্যায়েৎ ত্বাং শ্রীগদাধরম্।।

শ্রীধাম নবদ্বীপকে যোগপীঠ সহস্রদল কমল ভাবনা করতঃ তন্মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের অবস্থান এইভাবে ভাবনা করিতে হয়। যথা- 'পদ্মমধ্যে সিংহাসনে গৌরসুন্দর বিগ্রহম্। তদ্দক্ষিণে নিত্যানন্দং প্রেমানন্দ কলেবরম্।বামে গদাধর দেবং হ্লাদিনী শক্তি বিগ্রহম্। দেবস্যাগ্রে কর্ণিকায়াং অদ্বৈতার্য্যনধীশ্বরম্।তদ্দক্ষিণে ভক্তবর্য্যং শ্রীবাসং ছত্রহস্তকম্। চতুর্দিক্ষু মহানন্দময়ং ভক্তগণং ভজে।।'

গায়ত্রী-ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ গদাধরায় বিদ্মহে রাধিকায়ৈ ধীমহি তন্নো গদাধর প্রচোদয়াৎ।

পূজামন্ত্র- ওঁ হ্রীঁ গদাধরায় নমঃ

প্রণাম-ওঁ শ্বেতাম্বরধরং শান্তং প্রেমানন্দং সুবিগ্রহং
রাধাভাবধরংদিব্যং তং নমামি গদাধরম্।।

৫। **শ্রীশ্রীবাসধ্যান**-ওঁ আশ্রয়ামি শ্রীশ্রীবাসংতমাদ্যং পণ্ডিতং সদা।
শুক্লাম্বর-ধরং গৌরং গৌরভক্তি-প্রদায়কম্।।

গায়ত্রী - ওঁ শ্রীবাসায় বিদ্মহে নারদায় ধীমহি তন্ন শ্রীবাস প্রচোদয়াৎ।

পূজামন্ত্র - শ্রীঁ হ্রীঁ শ্রীবাসায় নমঃ।

প্রণাম - ওঁ শ্রীবাস কীর্ত্তনানন্দ ভক্ত গোষ্ঠৈক বল্লভ।
তং নমামি মহাযোগিন্ ভক্তরূপোঽসি নারদ।।

তুলসীপূজা

তুলসীদেবীকে সুন্দরভাবে বস্ত্র পরাইয়া পূজা করিবেন।

ধ্যান ঃ শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতপদ্ম বা শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া কূর্ম্মমুদ্রায় ধ্যান করিয়া তুলসী বৃক্ষে ধ্যান পুষ্পটি দিবেন—

ওঁ ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশীমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং।
বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরানম্র কল্পাঙ্গ যষ্টিম্।।
ইষদ্ধাস্যাং ললিত-বদনাং চন্দ্র-সূর্যাগ্নি-নেত্রাং।
শ্বেতাঙ্গীং তামভয় বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাম্।।
এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।।

পূজা ঃ ষোড়শোপচারে-দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।

অর্ঘ্যাদান ঃ কুশী/শঙ্খে চাল-দূর্বা-পুষ্প-জল-শ্বেতচন্দন লইয়া উৎসর্গ করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক তুলসীবৃক্ষে দিবেন।

ওঁ শ্রিয়ঃ প্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধর সৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তুতে।।

সামবেদে—ইদমর্ঘ্যং ওঁ তুলস্যৈ নমঃ। যর্জুবেদে—এষঅর্ঘঃ ওঁ তুলস্যৈ নমঃ। পূজাপর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রার্থনা করিবেন।

প্রার্থনা ঃ **ওঁ নির্ম্মিতা ত্বংপুরাদেবৈরর্চিতা ত্বংসুরাসুরৈঃ।**
তুলসি হর মেঽবিদ্যাং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তুতে।।

তুলসী স্তুতি ঃ ওঁ মহাপ্রসাদ জননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
আধি ব্যাধিহরে নিত্যং তুলসি ত্বং নমাম্যহম্।।
ওঁ জগদ্ধাত্রি নমস্তুভ্যং বিষ্ণোশ্চ প্রিয়-বল্লভে।
ব্রহ্মাদিদেবানাং মাতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারিনি।।
সত্যে সত্যবতী চৈব ত্রেতায়াং মানবী তথা।
দ্বাপরে অবতীর্ণাসি বৃন্দা ত্বং তুলসী কলৌ।।
নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেব্যৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ণ নমোঽস্তুতে।।

তুলসী প্রণাম ঃ ওঁ নমস্তুলসি কল্যাণি নমো বিষ্ণু-প্রিয়ে-শুভে।
নমো মোক্ষপ্রদে দেবি নমঃ সম্পৎ-প্রদায়িকে।।
ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি-প্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।

প্রদক্ষিন ঃ ওঁ ইন্দ্রাদ্যৈ সকলৈর্দেবৈরচির্তাং ভব সুন্দরীম্।
ভক্তানাং বরদাং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্।।
ওঁ সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং বেদগর্ভাং মনোরমাম্
যোগগম্যা মহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্।।
ওঁ যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদি-কানি চ।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি তুলসি ত্বৎ-প্রদক্ষিণাৎ।।

যোগপীঠের ঈশানস্থ ঘটে সখীগণের পূজা

১। **ললিতাধ্যান** - ওঁ শ্রীরাধাপ্রিয়-সঙ্গিনীং বিধুমুখীং কৃষ্ণপ্রিয়াং প্রেয়সীং
হেমাভাং প্রিয়বাদিনীং সুমধুরধবানাং সুরে-শাম্বরাং।।
সদ্রত্নাভরণৈর্ম্মনোজ্ঞ-সুতনুর্নিত্যাং জগন্মোহিনীং।
বন্দে শ্রীললিতাং কুরঙ্গ-নয়নীং পীতাম্বরেণাবৃতাং।।
প্রণাম - ওঁ গোরোচনা-রুচি মনোহর কান্তি-দেহাম্।
তাম্বুলভক্তি-ললিতাং ললিতাং নমামি।।

২। **বিশাখা ধ্যান**
সৌদামিনী নিচয় চারুরুচি-প্রতীকাং তারাবলীললিতকান্তি মনোজ্ঞচেলাং
শ্রীরাধিকে তবচরিত্র-গুণানুরূপাং সদ্গন্ধ-চন্দনরতাং কলয়ে বিশাখাং।।
প্রণাম - ওঁ নীলতারাবলী-বস্ত্রাং বিদ্যুৎ-পুঞ্জ-সমপ্রভাং।
নিকুঞ্জ-কাননে বস্য কর্পূরগন্ধ-সেবিতাম্।।

৩। **চিত্রাধ্যান-**

ওঁ কাশ্মীরকান্তি কমনীয় কলে-বরাভ্যাং সুগন্ধি কাঞ্চ ন সুচারুচেলাং মনোজ্ঞাং
শ্রীরাধিকে তব-মনোরথবস্তুদানে চিত্রাং বিচিত্র-হৃদয়াং বরদাং প্রপদ্যে।।
প্রণাম-ওঁ কাশ্মীর-গৌরীবর্ণাভাং শ্বেতরক্তাম্বরাবৃতাম্।
বস্ত্রকেশ সেবা পরাং সুচিত্রাং ত্বং নমাম্যহম্।।

৪। **ইন্দুরেখা ধ্যান**

ওঁ নৃত্যোৎসব্যাংহি হরিতাল সমুজ্জ্বলাভং সদ্দাড়িমী কুসুম কান্তি মনোজ্ঞচেলাং
বন্দে মুদারুচিবিনির্জিত-চন্দ্রলেখাং শ্রীরাধিকে তব সখীমহমিন্দুরেখাং।।
প্রণাম - ওঁ হরিতালোজ্জ্বলবর্ণাং রক্তাম্বর পরাং বরাম্।
ইন্দুরেখাং সখিং বন্দে নানা নৃত্য-বিশারদাম্।।

৫। **চম্পকলতা ধ্যান**

ওঁ সদ্রত্নচামরকরাং বরচম্পকাভং, চাসখ্য পক্ষিরুচিরচ্ছবি চারু চেলাং
সর্বান্‌গুণান্ স্থিতয়িতুং দধতীং বিশাখাং রাধে চ চম্পকলতাং ভবতীং প্রপদ্যে।।
প্রণাম-ওঁ ফুল্ল-চম্পক-বর্ণাভাং চাম্পক্ষৌমবাসাবৃতাম্।
চামর-সেবা-গম্ভীরাং চম্পকলতাং নমামি।।

৬। **রঙ্গদেবী ধ্যান**

ওঁ সৎপদ্মকেশর-মনোহরকান্তিদেহাং প্রোদ্যজ্জবাকুসুম-দীধিতি-চারুচেলাং
প্রণয়ো চম্পকলতা দ্বিগুণাং সুশীলাং রাধে ভজে প্রিয়সখীং তব রঙ্গদেবীং।।
প্রণাম-ওঁ পদ্মকিঞ্জল্কবর্ণাভং জবারাগিতকুন্তলাম্
অঙ্গরাগ সেবাপরাং রঙ্গদেবীং নমাম্যহম্।।

৭। **তুঙ্গবিদ্যা ধ্যান**

ওঁ সচ্চন্দ্র মনোহর কুঙ্কুমাভং পাণ্ডুচ্ছবি প্রচুর বিলসদ্দুকূলাং।।
সর্বত্র কোবিদতয়া মহিতাং সমজ্ঞাং রাধে ভজে প্রিয়-সখীং তব তুঙ্গবিদ্যাং।।
প্রণাম-চন্দ্রাং সুকুন্দ-বর্ণাভাং চাষবর্ণীভাম্বরাম্।
নানাবিদ্যা কারিণীঞ্চ তুঙ্গবিদ্যাং নমাম্যহম্।।

৮। **সুদেবী ধ্যান**

ওঁ প্রোত্তপ্ত শুদ্ধ কনকচ্ছবিচারুদেহাং প্রোদ্যৎ প্রবালনিচয় প্রভচারু চেলাং।
সর্বানু-জীবন-গুণোজ্জ্বলভক্তিদক্ষাং শ্রীরাধিকে তব সখীংকলয়ে সুদেবীং।।

প্রণাম-ওঁ তপ্তকাঞ্চ ন-বর্ণাভাং শোন-পুষ্পাম্বরাবৃতাম্।
জলদুগ্ধ-সেবাপরাং সুদেবীং ত্বং নমাম্যহম্।।

বৃন্দার ধ্যান

ওঁ গাঙ্গেয় চাম্পেয় তড়িদবিনিন্দি-রুচিপ্রবাহ স্বপিতাত্ম বৃন্দেঃ।
বন্ধুক বিদ্যোতিত দিব্যবাসে, বৃন্দো ভজে ত্বং চরণার-বিন্দম্।।

প্রণাম - ওঁ তবারণ্যে দেবী ধ্রুবমিহ মুরারির্বিহরতিঃ
সদাপ্রেয়স্যেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি।
ইতিজ্ঞাতা বৃন্দে চরণমাভিবন্দে তব কৃপাং।
কুরুস্ব ক্ষিপ্রং মে ফলতু নিভরাংতর্ষ-বিটপী।।

অগ্নিকোনস্থ ঘটে সখাগণের পূজা—যথাশক্তি উপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবেন।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীদামায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সুদামায় নমঃ।
এইক্রমে ওঁ বসুদেবায় নমঃ। ওঁ সুবলায় নমঃ। ওঁ সুপার্শ্বায় নমঃ।
ওঁ সুভাঙ্গায় নমঃ। ওঁ সুন্দরায় নমঃ। ওঁ চন্দ্রভানবে নমঃ।
ওঁ বীরভানবে নমঃ। ওঁ সূর্য্যভানবে নমঃ। ওঁ বসুভানবে নমঃ।
ওঁ রত্নভানবে নমঃ। ওঁ বসুদামায় নমঃ, ওঁ শ্রীদাম্নে নমঃ (সুদাম্নে (বসুদাম্নে),
ওঁ স্তোককৃষ্ণায় নমঃ, ওঁ অর্জুনায় নমঃ, ওঁ লবঙ্গায় নমঃ, ওঁ বিশলায় নমঃ,
ওঁ সহচরেভ্য নমঃ, ওঁ গোপালেভ্যঃ নমঃ।

নৈর্ঋত কোণস্থ ঘটে গরুড় ও চক্রাদির পূজা।

গরুড় পূজা ঃ- পৃষ্ঠা নং ২২৮

চক্রাদির পূজা — এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আচক্রায় নমঃ। এইক্রমে ও বিচক্রায় নমঃ। ওঁ সুচক্রায় নমঃ। ওঁ ত্রৈলোক্যচক্রায় নমঃ, ওঁ সুদর্শন চক্রায় নমঃ। ওঁ দৈত্যান্তক চক্রায় নমঃ। ওঁ অসুরান্তকচক্রায় নমঃ। ওঁ পরমচক্রায় নমঃ। ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ। ওঁ বেণবে নমঃ। ওঁ শিখি পুচ্ছায় নমঃ ওঁ কিরীটাদি-ভূষণেভ্যো নমঃ।

বায়ুকোণস্থ ঘটে ভক্তমণ্ডলীর পূজা

বৈষ্ণব পূজা যথোপচারে পূজা করিবেন—ওঁ বলিরাজায় নমঃ। ওঁ বিভীষণায় নমঃ। ওঁ ভীষ্মায় নমঃ। ওঁ কপিলমুনয়ে নমঃ। ওঁ নারদায় নমঃ। ওঁ অর্জ্জুনায় নমঃ। ওঁ

ভক্তমণ্ডলী : বলির্ব্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোহর্জ্জুনঃ। প্রহ্লাদশ্চাম্বরীষশ্চ বাসুর্ব্বায়ুসুতঃ শিবঃ। বিষ্বক্সেনাদ্ধক্রূরাঃ চ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোহয়ং সর্ব্বে গৃহ্ণন্তু বৈষ্ণবাঃ।।

প্রহ্লাদায় নমঃ। ওঁ অম্বরীষায় নমঃ। ওঁবাসুদেবায় নমঃ। ওঁ হনুমতে নমঃ। ওঁ শিবায় নমঃ। ওঁবিষ্বক্সেনায় নমঃ। ওঁ অক্রূরায় নমঃ। ওঁসনকশুকাদি মুনিভ্যো নমঃ। ওঁ ব্যাসায় নমঃ। ওঁ সর্ব্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।

বৈষ্ণব প্রণাম ওঁ বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

ওঁ ব্রজবাসিভ্যো নমঃ। ওঁ রূপ-সনাতনাদি ষড়্গোস্বামিভ্যো নমঃ।

ওঁ নমোভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে যোগপীঠায় নমঃ। মন্ত্রে যোগপীঠে পূজা করিয়া মাঝের ঘটে রাধাকৃষ্ণের পূজা।

রাধাকৃষ্ণের পূজা

রাধাকৃষ্ণের ধ্যান—ওঁ কনকজলদগাত্রৌ নীলশোণাব্জনেত্রৌ
মৃগমদ-করভালৌ মালতীকুন্দ-মালৌ।
তরুণীতরুণবেশৌ নীল-পীতাম্বরেশৌ
স্মর নিভৃত নিকুঞ্জে রাধিকা-কৃষ্ণ-চন্দ্রৌ।।

পূজামন্ত্র—ওঁ রাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

প্রণাম—ওঁ বামে তড়িত-চার্ব্বঙ্গীং রাধাং দক্ষে সুশ্যামলং
কৃষ্ণংকমল-পত্রাক্ষং রাধাকৃষ্ণৌ নমাম্যহম্।।

—পৃথকভাবে পূজা করিলে—

কৃষ্ণের ধ্যান—ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তি মিন্দুবদনং বর্হাবতং-সপ্রিয়ং
শ্রীবৎ-সাঙ্ক মুদার-কৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎ-পলার্চ্চিত-তনুং গো গোপসঙঘাবৃতং
গোবিন্দং কল-বেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষংভজে।।
ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।

প্রণাম—ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত-ক্লেশ-নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

রাধিকা

ধ্যান—ওঁ তপ্ত স্বর্ণপ্রভাং রাধাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্
নীলবস্ত্র-পরীধানাং ভজে বৃন্দাবনেশ্বরীম্।।

প্রণাম—ওঁ তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গীং রাধাং বৃন্দাবনেশ্বরীম্
বৃষভানুসুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎ প্রসূং।।

ঈশানকোণস্থ ঘটে যোগমায়ার পূজা পৃষ্ঠা নং-২৫৩।

নবযোগেন্দ্র (নবগ্রহের বিকল্প) গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ

কবচায় নমঃ, এইক্রমে- ওঁ হবায়ে নমঃ, ওঁ আন্তরীক্ষায় নমঃ, ওঁ প্রবহায় নমঃ, ওঁ পিঙ্গলায়নায় নমঃ, ওঁ আবিহোত্রায় নমঃ, ওঁ ক্রমিলায় নমঃ, ওঁ চমসায় নমঃ, ওঁ করভাজনায় নমঃ।

দশমহাভাগবৎ (দশদিক্ পালের বিকল্প) গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—(পূর্বে) এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীনারদায় নমঃ। এইক্রমে (অগ্নিকোণে) শ্রীকপিলদেবায়, (দক্ষিণে) শ্রীঋষভাগবতায়, (নৈর্ঋতে) শ্রীভীষ্মদেবায়, (পশ্চিমে) শ্রীশুকদেবায় (বায়ুকোণে) শ্রীজনকায় (উত্তরে) শ্রীসদাশিবায়, (ঈশানে) শ্রীপ্রহ্লাদায়, (ঊর্দ্ধে) শ্রীব্রহ্মণে, (অধঃ) শ্রীবলিরাজায়।

সর্ব্বমহাভাগবৎ গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে স্থারাঙ্কুবায় নমঃ, এইক্রমে—গরুড়ায়, হনুমতে অম্বরীষায় ব্যাসদেবায়, উদ্ধবায়, যুধিষ্ঠিরায়, ভীমায়, অর্জ্জুনায়; নকুলায়, সহদেবায় বিদুরায়, বিভুরাতায়, বিভীষণায়

ষড়্গোস্বামী গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরূপায় নমঃ, এই ক্রমে—সনাতনায়, ভট্টরঘুনাথায়, শ্রীজীবায়, গোপালভট্টায়, দাসরঘুনাথায়।

সখীগণের পূজা গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে সুচিত্রায়ৈ নমঃ। এই ক্রমে— কুন্দলতায়ৈ, ধন্যায়ৈ, মঙ্গলায়ৈ, পদ্মায়ৈ, শৈব্যায়ৈ, ভদ্রায়ৈ, চিত্রপালায়ৈ, পালৈ্য, তারায়ৈ, কুঞ্জকলিকায়ৈ, নিকুঞ্জকলিকায়ৈ, সুরকলিকায়ৈ, রসকলিকায়ৈ প্রমোদায়ৈ, ধনিষ্টায়ৈ, তুলস্যৈ, রমায়ৈ, রম্যায়ৈ, বিশ্বেষ্যৈ, রসদায়ৈ, আনন্দদায়ৈ, কলাবত্যৈ, রূপমঞ্জর্য্যৈ, অনঙ্গ-মঞ্জর্য্যৈ, রস-মঞ্জর্য্যৈ, লবঙ্গমঞ্জর্য্যৈ; কস্তুরীমঞ্জর্য্যৈ, গুণমঞ্জর্য্যৈ, রতিমঞ্জর্য্যৈ, কর্পূরমঞ্জর্য্যৈ, সর্ব্বসখীভ্যঃ, সর্ব্বসহচরীভ্যঃ।।

কৃষ্ণ প্রেয়সী গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—

এতে গন্ধপুষ্পে অন্তরঙ্গায়ৈ নমঃ, এই ক্রমে— পৌর্ণমাস্যৈ, পদ্মায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ, গঙ্গায়ৈ, যমুনায়ৈ, সরযবত্যৈ, গোপ্যৈ, বৃন্দায়ৈ, গায়ত্র্যৈ, তুলস্যৈ, পৃথিব্যৈ, গবে, যশোদায়ৈ, দেবক্যৈ, দেবক্যৈ, রোহিণ্যৈ, সীতায়ৈ, দ্রৌপদ্যৈ, কুন্ত্যৈ, রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, জাম্ববত্যৈ, নাগ্নজিত্যৈ, লক্ষ্মণায়ৈ, কালিন্দ্যৈ, ভদ্রায়ৈ, মিত্রবিন্দায়ৈ।

দশঅবতার গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে মৎস্যায় নমঃ, এই ক্রমে—কূর্ম্মায়, বরাহায়, নৃসিংহায়, বামনায়, সঙ্কর্ষণরামায়, রঘুনাথ রামায়, জামদগ্ন্যরামায়, বুদ্ধায়, কল্কিনে।

শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্রম্- নমো বিশ্বস্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।। নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে। কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।। নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে। নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ।। বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠ-মেধসে। রামামানসংহংসায় গোবিন্দায় নমো

নমঃ।। বেণুবাদন-শীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে। কালিন্দীকুল-লীলায় লোলকুণ্ডল ধারিণে।। বল্লবীনয়নাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে। নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ।। নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ। পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে।। নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে। অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ। প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর। আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো।। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজন-মনোহর। সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো।। কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন। গোবিন্দ পরমানন্দ মাং মামুদ্ধর মাধব।। ইতি শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্ সমাপ্তম্।।

হোমবিধি বৈষ্ণবাগ্নি স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পূজিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে হোম করিবেন। **রাধাকৃষ্ণের হোম মন্ত্র ঃ** ওঁ শ্রীং ক্লীং ব্রজবাসি-স্থাবর-জঙ্গম সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণেভ্যঃ স্বাহা।**আরত্রিক ঃ** পৃষ্ঠা নং ১৪৩, **ক্ষমা প্রার্থণা** (পৃষ্ঠা নং ১৪৪) করিয়া প্রণাম করিবেন। **প্রদক্ষিণ ঃ** পৃষ্ঠা নং ১৯৮।

দক্ষিণান্ত ঃ প্রথমে ব্রতী ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিয়া দেবতাদের দক্ষিণা দিবেন। কাঞ্চন মূল্য উৎসর্গ (পৃষ্ঠা নং ১৯৯) করিয়া বাক্য বলিবেন—শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা শ্রী অমুকী দাসী) শ্রীরাধাগেবিন্দ প্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ শ্রীহরিনাম মহাযজ্ঞ কর্ম্মণি সপরিবার শ্রীরাধাগোবিন্দয়োঃ গন্ধাদিভিঃ শুভাধিবাসন কর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং অর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণু দৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনামভ্যো বৃতব্রাহ্মণেভ্যো/পূজিত দেব দেবীভ্যশ্চ অহং সম্প্রদদে (পরার্থে-দদানি)। পুনরায় দক্ষিণান্ত করিবেন। শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ.....শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা ইহ জগতি সর্বদা সর্বত্র সুখভোগানন্তরং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু-বিতরিতোন্নতোজ্জল রসময় প্রেমভক্তি লাভকামনয়া কৃতৈতানি অরুণোদয়মারভ্য অষ্টপ্রহরং (ষোড়শ প্রহরং, দ্বাত্রিংশৎ প্রহরং) ব্যাপ্য উচ্চৈঃস্বরেণ ভুবনমঙ্গল-অমুক- (দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক শ্রীহরেকৃষ্ণেত্যাদি ষোড়শনাম তারকব্রহ্মমহামন্ত্রস্য বা রাধাগোবিন্দ শ্রীভগবন্নাম) অবিচ্ছিন্ন সঙ্কীর্তনরূপ মহাযজ্ঞ, গৌরগণসহিত সপরিবার শ্রীরাধাকৃষ্ণেত্যাদি পূজন কর্ম্মণাং সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং অর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণু দৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনামভ্যো বৃতব্রাহ্মণেভ্যো/পূজিত দেব-দেবীভ্যশ্চ অহং সম্প্রদদে (পরার্থে-দদানি)।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ চাল-দূর্বা লইয়া যজমান পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিবেন—কৃতৈতানি শ্রীশ্রীহরিনাম-মহাযজ্ঞাদি-কর্ম্মাণিঅচ্ছিদ্রাণি সন্তু, পুরোহিত বলিবেন—ওঁ সন্তু।।

বৈগুণ্য ঃ করদ্বয়ে পাত্রোপরি জল লইয়া—শ্রী বিষ্ণু ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (দাসঃ) কৃতেষু এষু

শ্রীশ্রীহরিনাম মহাযজ্ঞাদি কর্মসু যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা

প্রয়োগ বিধি ঃ প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া পরিষ্কৃত সমতল ভূমির উপর উত্তরমুখে বসিয়া পূজাকরা যায় এমন স্থানে আলপনা দিয়া তদুপরি চৌকি বা পীড়ি রাখিবেন। অতঃপর উপরে চন্দ্রাতপ দিয়া চৌকি বা পীড়ির উপর পরিষ্কৃত বা নূতন বস্ত্র পাতিয়া চারিদিকে ও মধ্যে পাঁচটি মোকাম সাজাইবেন। এক একটি মোকামে পাঁচটি কাঁঠালী পাকারম্ভা, পাঁচটি সবৃন্তপান, পাঁচটি সুপারী, পাঁচটি পাকাসির্‌নি বা বাতাসা পাঁচটি কড়ি, পাঁচটি পৈতা, পাঁচটি পুষ্প রাখিবেন। মোকামের একপাশে একটি লোহার ছুরি বা কাঠারী রাখিবেন। পীঠের সম্মুখে পঞ্চ গুণ্ডিকা দ্বারা অষ্টদলপদ্ম করতঃ ঘটস্থাপনান্তে পীঠের চারিকোণে পতাকাসহ চারটি তীরদিয়া সূত্রবেষ্টন করিবেন। ঘটের পাশে পদ্মাসনোপরি শালগ্রামশিলা রাখিবেন। পূজকের দক্ষিণদিকে পুষ্পপাত্র ও বামদিকে নৈবেদ্যাদি নানাবিধ আয়োজন করিয়া নিত্যকর্ম্মাদি করতঃ স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন ঃ

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীসত্যনারায়ণপূজা (পূজন) তৎকথাশ্রবণকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু। পুরোহিত বলিবেন—ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং।।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীসত্যনারায়ণপূজা (পূজন) তৎকথাশ্রবণকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ-স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তিভবন্তো ব্রুবন্তু। পুরোহিত বলিবেন—ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি। ওঁ স্বস্তি।।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শ্রীসত্যনারায়ণপূজা (পূজন) তৎকথাশ্রবণকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু। পুরোহিত বলিবেন—ওঁ ঋদ্ধতাম্। ওঁ ঋদ্ধতাম্।।

স্বস্তিসূক্ত (পৃ ৩৮) ও সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প ঃ উত্তরমুখে বীরাসনে উপবেশন করতঃ বাম হস্তে সঙ্কল্পপাত্র

লইয়া দক্ষিণ হস্ত আচ্ছাদন করিয়া সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন—

শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসৎ ওঁ অদ্য (শূদ্রপক্ষে শ্রীবিষ্ণুর্ন্নমোঽদ্য) অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (স্ত্রীপক্ষে—অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী, শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দাসঃ, স্ত্রী শূদ্রপক্ষে—অমুক গোত্রা শ্রী অমুকী দাসী) সাংসারিক সর্বমঙ্গল সর্ব্বাপচ্ছান্তি মনোগতাভীষ্ট সুসিদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি লাভঃ সর্ব্ববাধাবিনির্মুক্তত্ব সর্বদা জয়লাভঃ পূর্ব্বক শ্রীসত্যনারায়ণ প্রীতিকামশ্চ (স্ত্রীপক্ষে - কামা চ) গণপত্যাদি দেবতা পূজনন্তরং শ্রীসত্যনারায়ণপূজা (পূজন) তৎকথাশ্রবণ কর্ম্মাহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)। ঈশানকোণে কিঞ্চিত জল ফেলিয়া পূজাধারে সংকল্প পাত্র উপুড় করিবেন। অতঃপর ঐ সঙ্কল্প পাত্র বামহস্তে স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে আতপচাল লইয়া সঙ্কল্প সূক্ত (পৃ- ৪৭) মন্ত্রে সঙ্কল্প পাত্রোপরি বিকীরণ করিয়া অসমর্থ পক্ষে ব্রাহ্মণবরণ করিবেন।

অতঃপর ব্রতীব্রাহ্মণ (সাধক) গুরু, ঠাকুর ও ব্রাহ্মণদের প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন। অতঃপর মন্ত্রস্নানে নিজদেহশুদ্ধি, তিলক, শিখাবন্ধন, কুশধারণ, আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, জলশুদ্ধি, পুষ্পাদিশুদ্ধি, গন্ধাদির অর্চনা, আসনশুদ্ধি, গুরুপংক্তি প্রণাম, পঞ্চ গব্য শোধন, পঞ্চ ামৃতশোধন স্থানশুদ্ধি, সূর্য্যপূজা, সূর্য্যার্ঘ্য, সম্বিদা শোধন, [প্রাতঃকালে সন্ধ্যা বন্দনাদি না হইলে এই সময় করিবেন। কামিনীপূজা, চৌরগণেশন্যাস] গুরুপূজা, গুবর্বাদির অর্চ্চনা, [বৈদিক সন্ধ্যা (গায়ত্রীপূজা সহকারে গায়ত্রীমন্ত্রজপ), বাণেশ্বর-শিবের পূজা, ইষ্টপূজা করিবেন।] মাষভক্তবলি, ভূতাপসারণ, বিঘ্নাপসারণ, পুনরায় আসনশুদ্ধি, দ্বারদেবতার পূজা পৃষ্ঠা নং ২১৩, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, করন্যাস, অঙ্গন্যাস, অন্তমাতৃকান্যাস, বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহার মাতৃকন্যাস, 'সাং' বা- 'ওঁ' মন্ত্রে প্রাণায়াম, সাধারণ পীঠন্যাসের পর বিষ্ণুদেবতার পীঠন্যাস (পৃ- ২১৪) ও ঋষ্যাদিন্যাস (পৃ- ২১৫) করতঃ করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবেন।

করন্যাস ঃ ওঁ সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, ওঁ সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ওঁ সৈং অনামিকাভ্যাং হুং, ওঁ সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ওঁ সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।।

অঙ্গন্যাস ঃ ওঁ সাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ সীং শিরসে স্বাহা, ওঁ সূং শিখায়ৈ

বষট্, ওঁ সৈং কবচায় হুং, ওঁ সৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।।

ব্যাপকন্যাস ঃ 'সাং' বা- 'ওঁ' মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবেন।

ধ্যান ঃ ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয়সমন্বিতং।
লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বরধরং হরিং।।
ইন্দীবরদলশ্যামং শঙ্খচক্রগদাধরং।
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসপদ-ভূষিতং।।
গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুং।।

মানসপূজা (পৃ- ৯৩) বিশেষার্ঘ্য স্থাপনান্তে (পৃ- ৯৪), সাধারণ পীঠপূজার পর বিষ্ণুবিষয়েপীঠপূজা (পৃ- ২১৬)করিয়া, ঘটস্থাপন (পৃ- ৯৬), কাণ্ডরোপণ-সূত্রবেষ্টন-কাণ্ডপূজা (পৃ- ১০১) পূর্বক আবাহন করিবেন। শালগ্রামের অভাবে ঘটে পূজা করা চলে, ঘটে পূজা হইলে আবাহন করিতে হইবে।

আবাহন ঃ কূর্ম্মমুদ্রায় গন্ধপুষ্প লইয়া পূজিত দেবতার ধ্যান করিয়া ধ্যানপুষ্প ঘটে দিবেন। ইহার পর করদ্বয়ে পুষ্প, চাল ও দূর্ব্বা লইয়া আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া আবাহন করিবেন ওঁ শ্রীভগবন্‌সত্যনারায়ণদেব ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ, ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

করজোড়ে বলিবেন—'ওঁ আগচ্ছ ভগবন্ দেব সর্বকামফলপ্রদ।
মৎপূজনসুসিদ্ধ্যর্থং সান্নিধ্যমিহ কল্পয়'।।

গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা (পৃ-১১০) করিবেন। অতঃপর গন্ধপুষ্পদ্বারা বা যথোপচারে পূজা করিবেন—ওঁ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ আদিপুরুষায় নমঃ, ওঁ অনাদিপুরুষায় নমঃ, ওঁ রামচন্দ্রায় নমঃ, ওঁ লক্ষ্মণায় নমঃ।

প্রধানপূজা ঃ কূর্মমুদ্রায় শ্বেতচন্দন মিশ্রিত শ্বেতবর্ণের পুষ্প লইয়া ধ্যান

পঞ্চোপচার ঃ ১। গন্ধ ২। পুষ্প, ৩। ধূপ, ৪। দীপ, ৫। নৈবেদ্য। **দশোপচার ঃ** ১। পাদ্য, ২। অর্ঘ্য, ৩। আচমনীয়, ৪। মধুপর্ক, ৫। পুনরাচমনীয়, ৬। গন্ধ, ৭। পুষ্প, ৮। ধূপ, ৯। দীপ, ১০। নৈবেদ্য। **ষোড়শোপচার ঃ** ১। আসন ২। স্বাগত ৩। পাদ্য ৪। অর্ঘ্য ৫। আচমনীয় ৬। মধুপর্ক, ৭। পুনরাচমনীয়, ৮। স্নানীয় ৯। বস্ত্র ১০। আভরণ ১১। গন্ধ ১২। পুষ্প ১৩। ধূপ ১৪। দীপ ১৫। নৈবেদ্য ১৬। বন্দনা

করিয়া ধ্যানপুষ্পটি ঘটে বা শালগ্রামশিলায় অর্পণকরতঃ যথাশক্তি উপচারে পূজা করতঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবেন।

পূজামন্ত্র ঃ ওঁ সাং সত্যনারায়ণায় নমঃ।।

সির্‌নিনৈবেদ্য ঃ এতদ্ সপাদগোধূমচূর্ণ-দুগ্ধ-রম্ভা-শর্করাদ্যেকীকৃত-নৈবেদ্যং ওঁ সাং সত্যনারায়ণায় নমঃ।।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ ওঁ নমস্তে বিশ্বরূপায় শঙ্খচক্রধরায় চ।
পদ্মনাভায় দেবায় হৃষীকপতয়ে নমঃ।
নমোঽনন্তস্বরূপায় ত্রিগুণাত্মবিভাসিনে।।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ওঁ সাং সত্যনারায়ণায় নমঃ। (তিনবার)।।

মূলমন্ত্রজপ ঃ 'ওঁ সাং' যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

তর্পণ ঃ তত্ত্বমুদ্রায় সম্বিদা লইয়া 'ওঁ সাং সত্যনারায়ণং তর্পয়ামি নমঃ।

অভিষিঞ্চ ন ঃ কলস মুদ্রায় জল লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নিজ মস্তকে দিবেন—'ওঁ সাং সত্যনারায়ণমভিষিঞ্চ ামি নমঃ।

আবরণদেবতাপূজা ঃ পঞ্চে াপচারে পূজা করিবেন—ওঁ শ্রীসত্যনারায়ণস্য আবরণদেবতাভ্যো নমঃ।।

পুনরায় যথাশক্তি উপচারে পূজা করিয়া স্তবপাঠ করিবেন।

স্তব ঃ ওঁ যন্ময়া ভক্তিযোগেন পত্রং পুষ্পং ফলম্ তোয়ম্।
নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং তদ্‌গৃহাণানুকম্পয়া।।
ত্বদীয় বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পয়ে।
গৃহাণ সুমুখো ভূত্বা প্রসীদ পুরুষোত্তম।।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে।।
অনঘং বামনং সৌরিং নৃসিংহং দৈত্যসূদনম্।
হৃষীকেশং জগন্নাথং বাগীশং বরদায়কম্।
সগুণঞ্চ গুণাতীতং গোবিন্দং গরুড়ধবজম্।।
জনার্দনং জনানন্দং জানকীজীবনং হরিম্।
প্রণমামি সদা দেবং পরং ভক্ত্যা জগৎপতিম্।।
দুর্গমে বিষমে ঘোরে শত্রুভিঃ পরিপীড়িতে।
নিস্তারয়তু সর্বেষু তথানিষ্টভয়েষু চ।

নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য ঈপ্সিতং ফলমাপ্নুয়াৎ।।

স্তুতি ঃ ওঁ অচ্যুতং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনং।
হৃষীকেশং জগন্নাথং বাগীশং বরদায়কং।।
গুণাশ্রয়ং গুণাতীতং গোবিন্দং গরুড়ধবজং।
জনার্দ্দনং জনানন্দং জানকীবল্লভং জয়ং।
প্রণমামি সদা সত্যনারায়ণমতঃ পরং।
দুর্গমে বিষমে ঘোরে শত্রুভিঃ পরিপীড়িতে।
বিবিধাপৎসু দুষ্টেষু তথান্যেষ্বপি যদ্ভয়ং।
নামান্যেতানি সংকীর্ত্ত্য ঈপ্সিতং ফলমাপ্নুয়াৎ।।

প্রণাম ঃ ওঁ সত্যনারায়ণং দেবং বন্দেঽহং কামদং শুভং।
লীলয়া বিততং বিশ্বং যেন তস্মৈ নমো নমঃ।।

হোমমন্ত্র ঃ ওঁ সাং সত্যনারায়ণায় স্বাহা। তৎপরে আরতি করতঃ প্রণাম করিয়া ব্রতকথা পড়িবে।

ব্রতকথা ঃ ওঁ নমঃ সত্যনারায়ণায়।

শ্রীসত্যনারায়ণপদ করিয়া বন্দন। বন্দিলাম পর পর যত দেবগণ।।
সূর্য্যাদিগ্রহ সমুহ আরলোক পালে। সবারে বন্দনা করি বন্দিনু গোপালে।।
কলিযুগে সত্যদেব পূজার কারণে। আর্বিভাব হইলেন মরত ভুবনে।।
দীনহীন বিপ্রএক ছিল মথুরায়। না পায় সুখেরলেশ দুঃখে কালযায়।।
একদিন দ্বিজবর ভ্রমিয়া নগর। ভিক্ষা কিছু না পাইয়া হইলেন কাতর।।
বৃক্ষতলায় বসিয়া ভাবি নারায়ণে। রোদন করেন কত ও পদ ধেয়ানে।।
দয়ার আধারে দেব সত্যনারায়ণ। সন্ন্যাসী বেশে দিলেন দ্বিজে দরশণ।।
জিজ্ঞাসিলেন ব্রাহ্মণে হইয়া সদয়। কি হেতু কর রোদন কহ মহাশয়।।
বিপ্র বলিলেন সাধু বলিলে কি হবে। দুঃখ পাই কর্ম্ম দোষে জন্মিয়া এইভবে।।
নিত্যভিক্ষা চেয়ে করি জীবন যাপন। ভিক্ষা না পাইয়া আজ করি যে রোদন।।
সন্ন্যাসী বলেন বিপ্র যাও নিজ ঘরে। সত্যের পূজিলে যাবে সব দুঃখ দূরে।।
ইহা শুনি বলিলেন দ্বিজ সাধু স্থানে। যথাসাধ্য নিত্য পূজি আমি নারায়ণে।।
কহ সাধু কে আপনি দিন পরিচয়। নতুবা আমার মনে হ'বে কি প্রত্যয়।।
ব্রাহ্মণের কথা শুনি অখিলের নাথ। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে শোভে চারি হাত।।

সেই রূপ হেরি দ্বিজ হ'লেন মুচ্ছিত। পূর্ব বেশে করিলেন তাঁরে আশ্বাসিত।।
চেতনা পাইয়া বিপ্র করে কত স্তুতি। কেমনে পূজিত দেব জগতের পতি।।
পূজার প্রণালী প্রভু কহ গদাধর। কিভাবে পূজিলে তুষ্ট হবে লক্ষ্মীশ্বর।।
বিপ্রের বচন শুনি বলে চক্রপাণি। সামান্যে সন্তুষ্ট আমি শোন বিপ্রমণি।।
পীঠাসনে শ্বেত বস্ত্র দিবে আচ্ছাদন। পুষ্পমাল্য দিবে তাহা করিবে রচন।।
গুবাক তাম্বুল মিষ্টি রাখি পঞ্চ স্থানে। গন্ধপুষ্পে ধূপদীপে পূজ বিধি মতে।।
গোদুগ্ধ শর্করা কলা আটার মিলনে।। সিরনী করিবে বিপ্র ভাবি নারায়ণে।।
সন্দেশ মিষ্টান্ন আর নৈবেদ্য বিধান। পূজ্য বস্তু সওয়াই হ'বে পরিমান।।
আহ্বান করিবে বিপ্র ভক্ত বন্ধুগণে। পূজান্তে লবে প্রসাদ শ্রীহরি স্মরণে।।
পূজিলে পূরিবে যত মনেরি কামনা। না রবে বিষাদ কভু সংসার যাতনা।।
এত বলি নারায়ণ হলেন অদর্শন। ভিক্ষার কারণে বিপ্র গেলেন তখন।।
সেই দিন ভিক্ষা বিপ্র প্রচুর পাইল। ঘরে ফিরে ব্রাহ্মণীরে বৃত্তান্ত বলিল।।
নির্দেশিত সর্বদ্রব্য করি আয়োজন। উভয়ে মিলিয়া পূজে সত্যনারায়ণ।।
সেই দিন হ'তে দুঃখ হ'ল তার দূর। বাড়িল মণি মাণিক্য সম্পদ প্রচুর।।
ইহা হেরি গ্রামবাসী কাঠুরিয়া যত। জিজ্ঞাসিলে আসি দ্বিজে সমুহ বৃত্তান্ত।।
ঐ পদ চিন্তি মোর দুঃখ গেল দূরে। জ্ঞানাজ্ঞানকৃতপাপ নিয়েছেন হরে।।
বিবরণ শুনি সেই কাঠুরিয়া গণ। যথাবিধি করে পূজা তাহারা তখন।।
সির্নি আদি করে তারা বিবিধ প্রকারে। নিত্য সেবে ঐ পদে বসি নদী তীরে।।
হেন কালে সদানন্দ যায় সেই পথে। পাঁচালীর কথা শুনি কহে ভক্তি চিতে।।
কোন দেবে পূজ ভাই কিবা আয়োজন। সবিস্তারে মহাশয় বলুন এখন।।
কাঠুরিয়া গণ বলে সত্যনারায়ণ। ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারী দেব জনার্দ্দন।।
সদাগর বলে মোর নাহি কোন দুঃখ। একমাত্র নাহি হেরি অপত্যের মুখ।।
পুত্র কিংবা কন্যা যদি জনমে আমার। একমনে-দিব ভোগ সহস্র তঙ্কার।।
এই অঙ্গীকার করি স্বগৃহে যাইল। কতদিন পরে এক কন্যা জনমিল।।
যথাকালে তনয়ার বিবাহ মানসে। সুপাত্র সন্ধানে সাধু ফিরে দেশে দেশে।।
চন্দ্রকেতু সদাগর শ্রেষ্ঠ রূপে গুণে। কন্যা সম্প্রদান হেতু আনে স্বভবনে।।
কন্যা সম্প্রদান করে শাস্ত্র বিধিমত। গৃহ জামাতা করিয়া রাখে পুত্র মত।।
একদিন বলে সাধু স্বীয় জামাতারে। সপ্ততরী নিয়ে যাব বাণিজ্য ব্যাপারে।।
বহু দ্রব্যে সপ্ততরী করিয়া পূরণ। সুরত বন্দরে-সাধু করিল গমন।।

সেই কালে রাজগৃহ চোরে চুরি করে। অপহৃত দ্রব্য সাধু কিনে সস্তাদরে।।
রাজার আদেশে চর চোরের সন্ধানে। গুপ্তভাবে ফিরে সদা যেখানে সেখানে।।
হেনকালে সত্য দেব ভিক্ষুকের ছলে। সাধুর তরীতে যাও কহেন কৌটালে।।
ভিক্ষুকের কথা মত তরীতে যাইল। অপহৃত দ্রব্য যত দেখিতে পাইল।।
তখন কৌটাল যায় রাজসন্নিধানে। রাজার নির্দ্দেশে বাঁধে সাধু দুই জনে।।
নিগড় বন্ধনে বাঁধি রাখে কারাগারে। নিয়ে যায় সব বস্তু আপন ভাণ্ডারে।।
কি সেই ভীষণ কষ্ট না হয় বর্ণনা। কারারক্ষিগণ দেয় অনেক যাতনা।।
এইভাবে কতদিন থাকে কারাগারে। গৌড়েতে তাহার ঘর চোরে চুরি করে।।
অভাবের তাড়নায় তাহার বনিতা। ভিক্ষা করে খায় হায় দাসী থাকে সুতা।।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় সাধুর নন্দিনী। বিপ্র ঘরে গিয়ে হেরে পূজিতে ব্রাহ্মণী।।
শুনিল অপূর্ব্ব সেই সত্যমেব কথা। আশু পূর্ণ মনস্কাম ঘুঁচে মনে ব্যথা।।
সবতথ্য জানি সত্য করিল মাননা। পিতাপতি ঘরে ফিরে করিয়ে-কামনা।।
আসি জননীরে বলি পূজে সত্যনারায়ণ। সদয় হইলেন দেব ভক্তির কারণ।।
নিশাকালে সত্যদেব সেই নরবরে। ভয়ঙ্কর রূপে দেন দরশন তাঁরে।।
কহিলেন নৃপে প্রভু দুই সদাগর। নহে অপরাধী তারা আমার কিঙ্কর।।
ছেড়ে দাও মহারাজ বিলম্ব না করে। দশগুণ ধন দিয়ে তুষিও তাদেরে।।
নতুবা কোপে আমার যাবে সব জ্বলে। পাইবে বিশেষ দুঃখ অন্তিমের কালে।।
রজনী প্রভাত হ'লে দুই সদাগরে। মুক্তি দিয়ে আনে রাজা সবার গোচরে।।
সাধুদ্বয়ে তুষ্ট করি বিদায় যে দিল। দশ গুণ ধন দিয়ে তরণী ভরিল।।
শ্বশুর জামাতা সঙ্গে করি কোলাকুলি। ক্ষম দোষ ত্যজরোষ এই কথা বলি।।
সাধু বলে নরবর তব দোষ নাই। কর্ম্ম দোষে পাই কষ্ট শ্বশুর জামাই।।
বিদায় লইয়া সাধু তরীঘাটে গেল। সদানন্দ মাঝিগণ আনন্দ পুরিল।।
হর্ষধ্বনি দিয়া তারা তরণী ছাড়িল। নাহি জানে সত্যদেব করিল মঙ্গল।।
সত্যদেব বুঝি বারে সদানন্দ মন। মাঝ পথে কহেন যে মধুর বচন।।
কিবা ধন নিয়ে যাও ওহে সাধু ভাই। কিছু ভিক্ষা দিলে আমি তুষ্ট হয়ে যাই।।
সাধু বলে নিয়ে যাই ভরি লতাপাতা। সন্ন্যাসী বলেন হৌক তব সত্য কথা।।
কিছু দূর গিয়া হেরে শ্বশুর জামাই। লতাপাতা ছাড়া আর কোন বস্তু নাই।।
সকল তরীর দ্রব্য সব লতাপাতা। শিরে কর হানি কান্দে শ্বশুর জামাতা।।
ক্ষণিক চিন্তি জামাতা বলিল শ্বশুরে। ঘটে এ ঘটনা ভিক্ষা না দিয়ে তাঁহারে।।

স্তবে তুষ্ট নারায়ণ দয়ার আধার। ধনে পূর্ণ পুনঃ তরী কৃপায় অপার।।
অপত্য মানসে মানি সহস্রটী তঙ্কা। ধন গর্ব্বে নাহি দিলে নাহি কর শঙ্কা।।
ওই অপরাধে ছিলে বন্দি কারাগারে। দেব ঋণে ঋণী হয়ে আছ দেব দ্বারে।।
এই বলে সত্যদেব হলেন অন্তর্ধান। রাখিল সহস্র মুদ্রা ফিরে পেয়ে জ্ঞান।।
তার পর উত্তরিল উভয়ে স্বদেশে। সত্বর শোধিল ধার পূর্ব্বের মানসে।।
ভক্তি ভরে ভক্ত গণ জুড়ি দুই পাণি। গ্রহণ করিল সবে অপূর্ব্ব সিরনী।।
পতির আনন্দে ভুলি সাধুর নন্দিনী। অস্থির হইয়া ফেলে মাটীতে সিরনী।।
তাহা দেখি সত্যদেব কুপিত হইয়া। জামাতা সহিত তরী দিল ডুবাইয়া।।
জলেতে ডুবিলে-নৌকা সাধুর দুহিতা। পতি শোকে কান্দে সতী হইয়া মুর্চ্ছিতা।।
ক্ষোভে দুঃখে যায় সতী ডুবিয়া মরিতে। কোন রূপে পিতা মাতা না পারে রাখিতে।।
হায় হায় সত্য দেব সবে মুখে বলে। বিপদে তার হে প্রভু এ বিপদ কালে।।
ভক্তগণ ভক্তি ভরে করে কত স্তুতি। কর পুটে বলে ওর ফিরে দাও পতি।।
সদয় হইয়া দেব করে দেববাণী। বিপরীত করে ফেলি মাটীতে সিরনী।।
ইহা শুনি সাধুসতা সত্বর যাইয়া। সেই স্থান হ'তে সির্নী খাইল চাটিয়া।
তরীসহ সব বস্তু, সাধুর জামাই। জাল হ'তে ভেসে উঠে কিছু নড়ে নাই।।
স্বপনে বলেন প্রভু সত্যনারায়ণ। বিপদে সম্পদে নাম করিও স্মরণ।
সকল সময়ে নাম ভজিবে যাহারা। সর্ব্ব সুখে সুখী হয়ে থাকিবে তাহারা।।
এক মনে পূজা করি শুনে গুণ কথা। আমার কৃপায় যায় সব অন্তর্ব্যথা।।
বিমনা হইলে রুষ্ট সত্যনারায়ণ। বাড়িবে বিস্তর জ্বালা দুঃখের বন্ধন।।
শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহা বলেন সবারে। শুনিলে জপিলে যাবে দরিদ্রতা দূরে।।
শ্রবণ কালে যে জন অন্য কথা বলে। দুঃখ তার চিরদিন সম ভাবে চলে।।
অতঃপর সর্ব্বজন শোন ব্রত কথা। জপিলে ভজিলে যাবে স্বীয় মনোব্যথা।
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃত শ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত কথা সমাপ্ত।
অতঃপর দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।

সত্যনারায়ণ পূজা সম্পর্কে ঃ- অনেকের ধারণা বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের কালে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি সত্যপীর বলিয়া পূজিত হন, হিন্দুরাও তাহাই গ্রহণ করিয়া মুসলমানের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। ধারণাটি অমুলক। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানেই সত্যনারায়ণ পূজা ও ব্রতের উল্লেখ আছে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে এই পূজা ও ব্রত বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য, মহাকবি রামেশ্বর চক্রবর্তী প্রভৃতি মনীষিগণ উক্ত স্কন্দপুরাণের ধারা অনুসরণ করিয়াই

সত্যনারায়ণ পূজাপদ্ধতি বাব্রতকথা রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা যখন এই সকল গ্রন্থ রচনা করেন, তখন বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। তৎকালীন রাজভাষা পারস্য (ফারসী) ভাষা রাজকার্য্য প্রভৃতি নানা কাব্যে গভীরভাবে অনুসৃত হইতেছিল, ফলে বাংলার এই লোকসাহিত্য গুলিতে ঐ ভাষা অবাধে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেবল সত্যনারায়ণ পাঁচালীতে নয়, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গ ল প্রভৃতি কাব্যেও ঐ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু মহাকবি রামেশ্বরের কবিত্ব ও ভাষার মাধুর্য্য অতুলনীয়, সতরাং ঐ গ্রন্থটি হিন্দুলোক সমাজে অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। ফলে বর্তমান সমালোচকদের কাছে সত্যনারায়ণ ব্রতকথা প্রতিভাত হইতেছে। বিশেষতঃ সত্যনারায়ণের বদলে সত্যপীর, নৈবেদ্যের বদলে সির্নি এবং পঞ্চায়তনের বদলে মোকাম কথাটির ব্যবহার খুবই শ্রুতিকটু। ব্রাহ্মণদের কিঞ্চিৎ অদূরদর্শিতার ফলেই ঘটিয়াছে এবং তাহা নিতান্তই ভ্রান্তিমাত্র। রামেশ্বর তাই সাবধান করিয়া দিয়ছেন- পীর বলি না বলিবে, না ছাড়িবে বেদ। উক্ত ভ্রান্তিগুলি নিরসন করিলেই পরিষ্কার বোঝা যায়, এই ব্রত সনাতন ধর্ম প্রবর্তিত ব্রত। 'সির্নি' শব্দটির পরিবর্তে বলিতে হইবে- এতৎ গোধূমচূর্ণদুগ্ধরম্ভাশর্করাদ্যেকীকৃত নৈবেদ্যং ওঁ সত্যনারায়ণায় নমঃ। পাকাসির্নির পরিবর্তে -ওঁ সত্যনারায়ণ পঞ্চপীঠায় নমঃ, বা সত্যনারায়ণ পঞ্চায়তনায় নমঃ।

উক্ত পঞ্চপীঠস্থানে একটি খড়্গ, কাটারি, বা ছুরি রাখা হয়। শনিগ্রহের ইষ্টদেব সত্যনারায়ণ, ইহা কোন কোন গ্রহবিষয়ক গ্রন্থে দেখা যায়। শনির প্রতীক খড়্গ ইহা গ্রহমণ্ডলে লক্ষ্যকরা যায় এটিও শনিগ্রহের প্রতীক- খড়্গের বদলে কাটারী বা ছুরি দেওয়া হয়। শনিবার শনিপূজার একটি নির্দিষ্ট বার, ঠিক তেমনিই সত্যনারায়ণ পূজার বিশিষ্টবার শনিবার। ইহা হইতেই সত্যনারায়ণের সঙ্গে শনির সুসম্পর্কে সূচিত হইতেছে এবং গরুড় মহিষাসুর প্রভৃতির মত প্রভুর ভক্ত হিসাবে উক্ত পূজায় শনিও পূজিত হন।

পূজাতত্ত্ব

পূজার উদ্দেশ্য দেবতার প্রীতিসম্প্রাদন ও নিজের আনন্দ লাভ। এই জন্য পূজার ক্রমে বিভিন্ন শুদ্ধির (পঞ্চশুদ্ধির) পর দেবতার পূজা। এতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে পরে । কিন্তু পূজার মন্ত্রে মন্ত্রোচ্চারণে উপচারে এমনকি একনিষ্ঠতার অভাবে ও পূজার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে। এর জন্য পূজার পরেই জপের ব্যবস্থা। একাগ্রমনে দেবতার মন্ত্র জপেই পূজার ত্রুটি-বিচ্যুতির অপনোদন হতে পারে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করাও স্থান-কাল পাত্র বিশেষে সম্ভব হয় না। এজন্য জপের পর জলাঞ্জলি দিয়ে তর্পণের ব্যবস্থা। যেমন আমরা পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে তর্পণ রূপ জলাঞ্জলি দিয়ে তৃপ্তি অনুভব করি, সেইজন্য জপের ত্রুটি সংশোধনের জন্য তর্পণ। তর্পণেও ত্রুটি থাকতে পারে, দেবতা পূজা গ্রহণ করিলেন কিনা তখনও সংশয় আসিতে পারে। সেই জন্য দেবতাদের মুখ স্বরূপ অগ্নিতে আহুতি হোম। হোমে দেবতা হোমীয় বস্তু বা হোমীয় হবি গ্রহণ করেছেন এই মনে করিয়া মানসিক তৃপ্তিলাভ, পূজা-জপ-তর্পণাদির প্রায়শ্চিত্ত। তাহতেও ত্রুটি থাকিতে পারে এইজন্য পূজান্তে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ ভূদেব। ভূদেব ব্রাহ্মণ খাদ্যপানীয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইলেই পূজা সার্থক।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১ ত্রিবেদীয় ক্রিয়াকাণ্ড পদ্ধতি —পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি
২। ভবদেবপদ্ধতি — পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি
৩। আহ্নিককৃত্যম্ — পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি
৪। ত্রিবেদীয় শ্রাদ্ধ পদ্ধতি — পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি
৫। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কল্পদ্রুমঃ — শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য
৬। হিন্দুক্রিয়া কল্পদ্রুমঃ — পণ্ডিত ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ
৭। পুরোহিত দর্পণ — বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
৮। পুরোহিত দর্পণ — পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ
৯। ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি — পণ্ডিত শ্রীনিত্যগোপাল পঞ্চ তীর্থ
১০। প্রতিষ্ঠাসারসংগ্রহ — পণ্ডিত শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ
১১। বিশুদ্ধ প্রতিষ্ঠা মুকুর — পণ্ডিত শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১২। শান্তিস্বস্ত্যয়ন-পারিজাতঃ — পণ্ডিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
১৩। গ্রহশান্তি প্রয়োগঃ — পণ্ডিত শ্রীঅঘোর চন্দ্র পণ্ডা
১৪। পুরোহিত সহচর — পণ্ডিত শ্রীঅঘোর চন্দ্র পণ্ডা
১৫। দুর্গোৎসবপদ্ধতি — অধ্যাপক নিরঞ্জন মিশ্র
১৬। শ্রী শ্রী চণ্ডী — পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি
১৭। দেবার্চ্চন চয়নিকা — শ্রী নিরঞ্জন মাদুলী
১৮। পূজাতরু — শ্রী তপনকান্তি চক্রবর্ত্তী
১৯। সামবেদ — স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
২০। দেবদেবী ও তাদের বাহন — স্বামী নির্ম্মলানন্দ
২১। শ্রী শ্রী চণ্ডী — স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
২২। শিবার্চ্চন — পণ্ডিত শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২৩। বৃহৎতন্ত্রসারঃ — পণ্ডিত শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ
২৪। মহানির্বাণ তন্ত্র — পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মুক্তিপদ চক্রবর্ত্তী
২৫। রহস্যপূজা পদ্ধতি — পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার
২৬। তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি — পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার
২৭। চণ্ডিকার্চন পারিজাত — পণ্ডিত শ্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
২৮। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী — স্বামী গম্ভীরানন্দ
২৯। নৈত্যনৈমিত্তিকানুষ্ঠানবিধি —পণ্ডিত শ্রী অশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০। শ্যামা-সপর্য্যা-বিধি — শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দনাথ ভৈরব গিরি
৩১। রক্ষা-কালিকার্চ্চন-কৌমুদী — পণ্ডিত ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ
৩২। বিষ্ণুপূজাপদ্ধতি — পণ্ডিত ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ

৩৩। শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা পদ্ধতি — পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি
৩৪। শান্তিমুক্তাবলী — পণ্ডিত শ্রীশশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ
৩৫। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—ব্যাসবিরচিত শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।
৩৬। অঘোর সদন — শ্রী অমরনাথ চক্রবর্ত্তী
৩৭। পৌরাণিক অভিধান — শ্রী শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার
৩৮। পূজাপ্রদীপ — শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী
৩৯। গুরুপ্রদীপ — শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী
৪০। সাধনপ্রদীপ — শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী
৪১। যোগিনীতন্ত্রম্ — স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ সরস্বতী
৪২। হিন্দু সৎকর্মমালা — শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য
৪৩। শুদ্ধিতত্ত্বম্ — স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীতম্
৪৪। তিথিতত্ত্বম্ — স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীতম্
৪৫। দেবার্চ্চনকৌমুদী — পণ্ডিত শ্রীঅঘোরচন্দ্র পণ্ডা
৪৬। সংস্কারময়ুখ — পণ্ডিত শ্রীঅঘোরচন্দ্র পণ্ডা
৪৭। প্রতিষ্ঠাপ্রচয় — পণ্ডিত শ্রীঅঘোরচন্দ্র পণ্ডা
৪৮। দুর্গার্চ্চন তরঙ্গিণী — শ্রীদুর্গাচরণ আগমরত্ন
৪৯। নৈত্যনৈমিত্তিক কর্ম ও পূজাপদ্ধতি — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
৫০। বগলা - সপর্য্যাবিধি — শ্রীমৎস্বামী পরমানন্দনাথ ভৈরবগিরি
৫১। শ্রীশ্রীহরিবাসরপূজাবিধি — শ্রীরামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়
৫২। শক্তিপূজাপদ্ধতি — পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ
৫৩। নিত্যকর্ম-পূজা-প্রকাশ — পণ্ডিত লালবিহারী মিশ্র
৫৪। স্তব কবচ মালা — শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত সংকলিত ও শ্রীভৃগু সম্পাদিত
৫৫। তন্ত্রোক্ত-দশবিধি-সংস্কার — পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার
৫৬। সরলবৈষ্ণব সৎক্রিয়া সারদর্পণ — শ্রীমদ্ গোপাল ভট্টগোস্বামী
৫৭। অশৌচসংক্ষেপ — শ্রীনীলকমল বিদ্যানিধি
৫৮। শ্রীশ্রীচণ্ডী — শ্রীঅশোক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৯। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসঃ — শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী
৬০। অদ্ভুতসাগর, ৬১। অগ্নিপুরাণ
৬২। প্রাচীনস্মৃতি ৬৩। পারস্করগৃহ্যসূত্র
৬৪। অষ্টাবিংশতি তত্ত্বম্—শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য
৬৫। শ্রীভক্তিসন্দর্ভঃ—শ্রীল জীব গোস্বামী

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১০	কুশাঙ্গুবাধারণ	কুশাঙ্গুরীধারণ
৯	৪	কুশাঙ্গুবাধারণ	কুশাঙ্গুরীধারণ
১১	১৫	অঙ্কশ	অঙ্কুশ
১৭	৩	সিন্ধং	সিন্ধুং
২৯	১২	ব্রহ্মাবাদি।	ব্রহ্মাবাদিনি
৬৫	৯	যজুর্ব্বেদায়	যজুর্ব্বেদীয়
৬৭	১৫	ভোজ্যোৎসগ	ভোজ্যোৎসর্গ
৬৮	২৬	বলিে	বলিবেন
৭৬	২৪	অমুকা	অমুকী
৭৯	১১	বিষভিতে	বিষ্কভিতে
৭৯	১৪	মধুমানো	মধুমান্নো
৮৫	৬	ক্লী কৃষ্ণায় ক্লীং	ক্লীং কৃষ্ণায় ক্লীং
৯৫	১৫	গৃহ্নাত	গৃহ্নীত
১১৪	৪	ষড়	ষড্
১১৫	১৯	সব্বলোকৈক	সর্ব্বলোকৈক
১৪৩	১৩	আবাত্রিক	আরাত্রিক
১৪৫	৫	চতুব্বদন	চতুর্ব্বদন
১৪৫	৫	চর্তুব্বেদ	চর্তুর্ব্বেদ
১৪৯	১৪	সব্ব-কর্ম্মসু	সর্ব্ব-কর্ম্মসু
১৭৬	১২	গভেঽস্তঃ	গর্ভেঽস্তঃ
১৭৭	২	ইন্দ্রায	ইন্দ্রায়
১৭৭	৬	সোমায	সোমায়
১৭৭	১৬	মনোচ্চারণেন	মন্ত্রোচ্চারণেন
১৭৮	৮	পানাঙ্গ	পীনাঙ্গ
১৮০	১৪	কৃত্বারিষপ্রণাশক	কৃত্বারিষ্টপ্রণাশক
১৮০	৮	অষ	অষ্ট
১৮০	২০	ইদমগ্নযে	ইদমগ্নয়ে
১৮০	২২	সূর্য্যায	সূর্য্যায়
১৮০	১৭	উদাচ্য	উদীচ্য
১৮৩	১০	ইন্দ্রস্যেন্দ্রিযমিদং	ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং
১৮৩	১	অগ্নির্মূ দ্ধা	অগ্নির্মূ র্দ্ধা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪৬	২৩	কিঞ্চিদর্দ্ধং	কিঞ্চিদূর্দ্ধং
২৭৩	১৭	কর্ম্মমুদ্রায়	কূর্ম্মমুদ্রায়
২৭৫	১৭	ভঙ্গিনে	ভৃঙ্গিনে
২৮৪	১০	ওঁ হোং মহাদেব ক্ষমস্ব	ওঁ হৌং মহাদেব ক্ষমস্ব
২৮৮	১৭	পরিপীতবণাম্	পরিপীতবর্ণাম্
২৯০	২৫	চণ্ডিকাযৈ	চণ্ডিকায়ৈ
২৯২	৩	চণ্ডিকাযৈ	চণ্ডিকায়ৈ
২৯৩	৬	চণ্ডিকাযৈ	চণ্ডিকায়ৈ
২৯৩	৯	চণ্ডিকাযৈ	চণ্ডিকায়ৈ
২৯৩	১২	চণ্ডিকাযৈ	চণ্ডিকায়ৈ
২৯৩	১৫	চণ্ডিকাযৈ	চণ্ডিকায়ৈ
২৯৪	৩,৭,১০,১৩,১৬,১৯	চণ্ডিকাযৈ	চণ্ডিকায়ৈ
২৯৪	২২,২৫,২৮	চণ্ডিকাযৈ	চণ্ডিকায়ৈ
৩৮০	৭	বক্ষোহণো	রক্ষোহণো
৪১২	২৪	যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্বক্ত্র	যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্বক্ত্র
৪৯২	২২	র্ভিক্ষকঃ	র্ভিক্ষুকঃ
৪৯৩	২	ভধরো	ভূধরো
৪৯৩	২	ভধরাধীশো	ভূধরাধীশো
৪৯৩	২	ভপতি	ভূপতি
৪৯৫	১৬	কষ্মাণ্ড	কুষ্মাণ্ড
৪৯৮	২	সুরোৎপনে	সুরোৎপন্নে
৪৯৮	৮	রুদ্রচণ্ডা	রুদ্রচণ্ডী
৪৯৯	৭	রুদ্রচণ্ডা	রুদ্রচণ্ডী
৪৯৯	৮	ওঁ হূঁ চণ্ডিকাযৈ হূ স্বাহা	ওঁ হূঁ চণ্ডিকায়ৈ হূঁ স্বাহা
৫০১	১৮	তৎসব্বং	তৎসর্ব্বং
৫১২	৩	সম্পূণম	সম্পূর্ণম্
৫২৩	১৭	দশচঞ্চ	দশর্চঞ্চ
৫২৮	১৬	শুচো	শুচৌ